# ভক্তিরত্নাকর।

শ্রীশ্রীপূজ্যপাদ নরহরি চক্রবর্ত্তি

প্রণীত।

মুর্শিদাবাদ।

বহরমপুর,—রাধারমণ যন্ত্রে

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক সংশোধিত

প্রকাশিত ও মুদ্রিত।

চৈতন্যাব্দ ৪০২। কার্ত্তিক।

# উৎসর্গঃ।

বিষম সমর বিজয়ি
শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীমন্মহারাজ ত্রিপুরাধীশ্বর বীরচন্দ্র
বর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর ধার্ম্মিকবরেষু।

মহারাজ। আপনকার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এই ভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইলাম, ইহাতে বৈষ্ণবধর্ম্মের পূর্ব্ব মহাজন এবং পর মহাজনদিগের চরিত্র সমুদায় বর্ণিত আছে, ইহার পাঠে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে, এজন্য আমি এই গ্রন্থ খানি আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম ইহা আপনি এবং আপনার সুপণ্ডিত সেক্রেটারী ভক্তিরসিক শ্রীযুক্ত বাবু রাধারমণ ঘোষ মহাশয় ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমার পরিশ্রম সফল হইবে। প্রার্থনা এই যে গত শ্রাবণ মাসে আপনকার অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীযুক্ত রাধারমণ বাবুর বিশেষ চেষ্টায় রাজধানীতে আমা কর্ত্তৃক যে একটী হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার সভ্য মহোদয়গণ এই গ্রন্থ খানি ভক্ত্যাদরে পর্য্যালোচনা করুন, তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ উপকার দর্শিবে অর্থাৎ তাঁহারা ভক্তিরত্নাকরে নিমগ্ন হইয়া সংসার সন্তাপ হইতে পরিমুক্ত হইবেন সন্দেহ নাই॥ চৈতন্যাব্দ ৪০২। কার্ত্তিক।

নিঃ শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন
বহরমপুর—রাধারমণ যন্ত্র।
হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা॥

# বিজ্ঞাপন।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট কালীন যে সকল ভক্তবৃন্দের আবির্ভাব হইয়াছিল, শ্রীশ্রীপূজ্যপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী স্বরচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে তাহা কিছু কিছু বর্ণন করিয়াছেন, সমগ্র বর্ণন করেন নাই, যাহা অবশিষ্ট রাখিয়াছেন এবং শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্রীশ্রী-নরোত্তম ঠক্কুর মহাশয় প্রভৃতি যে সমুদায় পর মহাজন হইয়াছেন তাঁহাদিগের চরিত্র সমুদায় জানা আবশ্যক বিবে-চনায় শ্রীশ্রীপূজ্যপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তির শিষ্য বিপ্রবর শ্রীজগন্নাথের পুত্র শ্রীল শ্রীনরহরিদাস যাঁহার নামান্তর ঘনশ্যাম তিনি এই স্বরচিত ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে ঐ সমুদায় বিস্তার রূপে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর মতাবলম্বি বৈষ্ণবগণ, এই গ্রন্থ খানি অত্যাদরে পাঠ করিবেন, ইহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে ভক্তিতত্ত্বের অভিপ্রায় সমুদায় জানিতে পারিবেন, ইহার প্রতি কেহ অবজ্ঞা করিবেন না, ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শিবে আমি বৈষ্ণবদিগের সন্তো-ষার্থ এই গ্রন্থখানি মুদ্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইলাম যথাসাধ্য শোধন করিতে ত্রুটি করিব না॥

নিঃ শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন

বহরমপুর—রাধারমণ যন্ত্র।

# সূচীপত্র।

-০:※:০-

বিষয় — পৃষ্ঠা।

# ভক্তিরত্নাকর।

## প্রথম তরঙ্গ।

শ্রীগৌরনিত্যানন্দাভ্যাং নমঃ ॥

শ্রীমৎকীর্ত্তন মঙ্গলালয় মহামাধুর্য্যবারাংনিধে
শশ্বদ্ভক্তিরসপ্রদ প্রবিলসৎ শ্রীপ্রেমহেমাচল।
সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তক প্রিয়তনো লীলাবিলাসাস্পদ
শ্রীমদ্গৌরহরে প্রসীদ জগতাং ভক্তৈকনাথ প্রভো ॥১॥
শ্রীমদ্গৌরপদারবিন্দমধুপ শ্রীভট্টগোপাল হে
মায়াবাদতমঃপ্রভাকর কৃপাসিন্ধো দ্বিজেন্দ্রপ্রভো।
শ্রীমদ্বেঙ্কটভট্টনন্দন মহাসদ্ভক্তি ভূষাঢ্য হে
সংসারাময় মর্দ্দন প্রণতহৃন্মোদপ্রদ ত্রাহি মাং ॥ ২ ॥
শ্রীভট্টগোপালপাদাব্জভৃঙ্গ শ্রীভক্তিরত্নপ্রদানৈকদক্ষ।
শ্রীমৎশচীনন্দনপ্রেমরূপ ত্রাহি প্রভো শ্রীনিবাসদ্বিজেন্দ্র ॥৩
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র প্রেমকল্পদ্রুমস্য হি।
শ্রীনিবাসপ্রভো নিত্যং শাখাবর্গানহং ভজে ॥ ৪ ॥

শ্রীমদ্বৈষ্ণবসর্ব্বস্বং সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তকঃ।
ভক্তিরত্নাকরগ্রন্থঃ শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং মুদা ॥ ৫ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বেশ্বর। ভক্তপ্রিয় ভুবনমোহন কলেবর॥ লক্ষ্মীনাথ শচী জগন্নাথের নন্দন। নিত্যানন্দাদ্বৈত গদাধর প্রাণধন॥ ওহে প্রভু বেদাদি তোমার যশোগায়। কে বা না মোহিত এই তোমার লীলায়॥ শ্রীগুরু শ্রীভক্ত শক্তি প্রকাশাবতার। এ সকল রূপে প্রভু বিলাস তোমার॥ তোমার বিলাস ঐছে বন্দে বিজ্ঞগণ। অন্যে উপদেশে মহাশুভের কারণ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে।
বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকং॥

গুরু কৃষ্ণ ভক্ত শক্ত্যবতার প্রকাশ। এই ছয়রূপে কৃষ্ণ করেন বিলাস॥ কৃপা বিনা এ তত্ত্ব জানিতে শক্তি কার। অন্য অগোচর এই তোমার বিহার॥ স্বয়ং ভগবান্ তুমি সবার আশ্রয়। কর যে উচিত নিবেদিতে পাই ভয়॥ জয় জয় শ্রীগুরু করুণারত্ন খণি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রেমদাতা শিরোমণি॥ জয় নিত্যানন্দ রাম করুণার সিন্ধু। ভুবনপাবন দীন দুঃখিতের বন্ধু॥ প্রভু কৃষ্ণচৈতন্যের স্বরূপ প্রকাশ। তুমি পূর্ণ কর সে সবার অভিলাষ॥ জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত দেব দয়াময়। করিলা এ জীবের দারুণ

দুঃখ ক্ষয় ॥ তুমি কৃষ্ণচৈতন্যের অংশ অবতার। কে বর্ণিতে পারে প্রভু মহিমা তোমার ॥ জয় জয় গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি। প্রভু শক্তি শ্রেষ্ঠ তুয়া গুণ অন্ত নাই ॥ জয় প্রভু ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীবাস পণ্ডিত। দেবের দুর্ল্লভ তুয়া চরিত্র বিদিত ॥ জয় শ্রীস্বরূপ পূর্ণ কর মোর আশ। জয় বক্রেশ্বর শ্রীমুরারি হরিদাস ॥ জয় নরহরি গৌরদাস শুক্লাম্বর। জয় শ্রীমুকুন্দ বাসু মাধব শঙ্কর ॥ জয় বিদ্যানিধি পুণ্ডরীক মহা আর্য্য। জয় বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ॥ জয় গদাধর দাস পণ্ডিত শ্রীমান্। জয় জগদীশ কাশীশ্বর ভগবান্ ॥ জয় ২ শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য। জয় কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী চেষ্টাশ্চর্য্য ॥ জয় দ্বিজ হরিদাস আচার্য্যনন্দন। জয় রায় রামানন্দ কমল নয়ন ॥ জয় লোকনাথ শ্রীভূগর্ত্ত প্রেমময়। জয় সনাতনরূপ রসের আলয় ॥ জয় কাশীমিশ্র গোপীকান্ত ষষ্ঠীধর। জয় অভিরাম বংশী সারঙ্গ সুন্দর ॥ জয় ২ শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী। জয় শ্রীগোপালভট্ট বেঙ্কট সন্ততি ॥ জয় রঘুনাথভট্ট রঘুনাথ দাস। জয় শ্রীরাঘব গোবর্দ্ধনারণ্যে বাস ॥ জয় শ্রীহৃদয়ানন্দ আচার্য্যরতন। জয় চিরঞ্জীবসেন শ্রীরঘুনন্দন ॥ জয় কানু ধনঞ্জয় বিজয় রামাই। জয় শ্রীসুবুদ্ধি মিশ্র শ্রীজীব গোসাঞি ॥ জয় শ্রীভাগবতাচার্য্য মাধব শ্রীধর। জয় দাস বৃন্দাবন গুণের সাগর ॥ জয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়। জয় শ্রীনিবাসাচার্য্য গৌর প্রেমময় ॥ জয় শ্রীঠাকুর মহাশয় নরোত্তম। জয় শ্যামানন্দ ভক্তি মূর্ত্তি মনোরম ॥ জয় ২ শ্রীচৈতন্য চন্দ্রের

ভক্ত যত। পরম মঙ্গল নাম কে কহিবে কত॥ অনন্ত চৈতন্য ভক্ত চরিত্র অপার। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এক জীবন সবার॥ কহিতে বাঢ়য়ে সাধ ভক্তের চরিত। প্রেমভক্তি-ময় ভক্তইচ্ছা মনোহিত॥ ভক্ত ইচ্ছামতে গৌরচন্দ্র অব-তার। ভক্তসঙ্গে নিরন্তর অদ্ভুত বিহার॥ ব্রহ্মা শিব শেষ যার অন্ত নাহি পায়। কলিযুগে হেন লীলা করেগৌররায়॥ ত্রিবিধ চৈতন্য লীলা আনন্দের ধাম। আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড শেষখণ্ড নাম॥ আদিখণ্ডে প্রধানাতি বিদ্যার বিলাস। মধ্য-খণ্ডে চৈতন্যের কীর্ত্তন প্রকাশ॥ শেষখণ্ডে ন্যাসিরূপে নীলাচলে স্থিতি। নিত্যানন্দ স্থানে সমর্পিয়া গৌড় ক্ষিতি॥ সন্ন্যাসির শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। নিত্যানন্দাদ্বৈত সহ কৈল কলি ধন্য॥ প্রভু শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ হলধর। শ্রীগৌ-রচন্দ্রের এ অভিন্ন কলেবর॥ নিত্যানন্দাদ্বৈত চেষ্টা বুঝিতে কে পারে। সদা শ্রীচৈতন্যপ্রেমসমুদ্রে সাঁতারে॥ পর-স্পর কথামৃত কন্দলের প্রায়। সে কথা শুনিতে কার হিয়া না জুড়ায়। মরি মরি এ দোঁহার বালাই লইয়া। দেশে ২ ফিরি যেন দুঁহগুণ গাইয়া॥ প্রভু গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দাদ্বৈত সঙ্গে। বিহরয়ে শ্রীনবদ্বীপেতে নানারঙ্গে॥ প্রভুর এ লীলা যত অমৃতের ধার। মহানন্দে ভক্তগণ পিয়ে অনিবার॥ ভুবন পবিত্র হয় গৌরাঙ্গ লীলায়। প্রভু ভক্তদ্রোহিস্পর্শ কভু নাহি পায়॥ প্রভু পরিকর অনুগ্রহ করে যারে। সেই সে ডুবয়ে এই লীলার পাথারে॥ প্রকটাপ্রকট লীলা দুইত

প্রকার । কভু অপ্রকট কভু প্রকট বিহার ॥ প্রকটে যে রূপ অপ্রকটে সেইমত । ভক্ত সহ প্রভু বিহরয়ে অবিরত ॥ নদীয়া বিহরে সদা শচীর তনয় । এসব প্রসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যক্ত কয় ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে ॥

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায় । কোন ২ ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায় ॥ প্রভুর শ্রীধাম ভক্তি নিত্য পরিকর । ইথে অন্যমত যার সেইত পামর ॥

তথাহি ॥

নিত্যানন্দাদ্বৈত চৈতন্যমেক
তত্ত্বং নিত্যালঙ্কতব্রহ্মসূত্রং ।
নিত্যৈর্ভক্তৈর্নিত্যয়া ভক্তিদেব্যা
ভাতং নিত্যে ধাম্নি নিত্যং ভজাম ॥

সর্ব্ব অবতারের সকল ভক্ত লৈয়া । বৃন্দাবনচন্দ্র গৌর বিহরে নদীয়া ॥ নবদ্বীপ বৃন্দাবন দুই এক হয় । গৌরশ্যামরূপে প্রভু সদা বিলসয় ॥ গৌরকৃষ্ণে ভেদ বুদ্ধি করয়ে যে ছার । নবদ্বীপ বৃন্দাবনে ভেদ বুদ্ধি তার ॥

গৌরকৃষ্ণ যাহার জীবন প্রাণধন । তাহার সর্ব্বস্ব নবদ্বীপ বৃন্দাবন ॥ যে সুখ বিলাস নবদ্বীপ বৃন্দাবনে । ভক্ত কৃপা হইলে সে সব মর্ম্ম জানে ॥ ঐছে প্রভুভক্তের বালাই লৈয়া মরি । এবে যে কহিয়ে তাহা শুন যত্ন করি ॥ পূর্ব্বে কৈনু শ্রীভট্টের মঙ্গলাচরণ । সেই ক্রম মতে কিছু করি নিবেদন ॥

শ্রীগোপালভট্ট প্রভু প্রেমানন্দ কন্দ। সর্ব্বভাবে যার প্রাণ-ধন গৌরচন্দ্র॥ শ্রীনিবাস আচার্য্য সে ভক্তিরসভূপ। শ্রীভট্টের কৃপাপাত্র প্রেমের স্বরূপ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য ঠাকু-রের শাখাগণ। ভক্তি রসময় সবে বিদিত ভুবন॥ এ সবার নামামৃত হইব বিস্তার। গণ সহ গৌরাঙ্গ সর্ব্বস্ব এ সবার॥ পুনঃ ২ নিবেদিয়ে শুন বন্ধুগণ। করহ সর্ব্বস্ব কৃষ্ণচৈতন্য চরণ। প্রভুতে অনন্য যেহোঁ প্রভু তার বশ॥ জগৎ ব্যাপিল এই প্রভুর সুযশ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু ভক্তের জীবন। ভক্ত বিনা প্রভুর অন্যত্র নাহি মন। প্রভুর ইচ্ছায়ে ভক্ত জন্মে স্থানে স্থানে। সময় পাইয়া প্রভু মিলে ভক্ত-সনে॥ প্রভু ভক্ত মিলন বিলাস দোঁহাকার। বিবিধ প্রকারে বর্ণিলেন বিজ্ঞবর॥ যে যে রূপে বর্ণিলো সে সব সত্য হয়। ইথে যে কুতর্ক করে সেই যায় ক্ষয়॥ যদি কহ এক বাক্যে দেখি ভিন্ন রীতি। সে হোক কল্পান্তর ভেদ জান সুস-ঙ্গতি॥ প্রভু ইচ্ছা হৈতে ভক্ত ইচ্ছা বলবান্। প্রভু সে করিতে জানে ভক্তের সম্মান॥

কোন ভক্ত আসিয়া মিলয়ে প্রভু সনে। কোন ভক্তে প্রভু গিয়া মিলে ভক্তস্থানে॥ শ্রীগোপালভট্টে প্রভু দক্ষিণে মিলিলা। মহা অনুগ্রহে আপনাকে জানাইলা॥ সংক্ষেপে কহিয়ে এথা ভট্ট বিবরণ। শ্রীগোপালভট্ট হন বেঙ্কট নন্দন॥ শ্রীবেঙ্কট ভক্তের নিবাস দক্ষিণেতে। বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বিজ্ঞ সকল শাস্ত্রেতে॥ ত্রিমল্ল বেঙ্কট আর শ্রীপ্রবোধানন্দ। এ

তিন ভ্রাতার প্রাণধন গৌরচন্দ্র॥ লক্ষ্মীনারায়ণ উপাসক এ পূর্ব্বেতে। রাধাকৃষ্ণ রসে মত্ত প্রভুর কৃপাতে॥ দক্ষিণ ভ্রমণ কালে প্রভু গৌররায়। ভট্টগৃহে চারি মাস আনন্দে গোঙায়। চৈতন্যচন্দ্রের চারু দক্ষিণ ভ্রমণ। চৈতন্যচরিতামৃতে বিশেষ বর্ণন॥ গোপালভট্টের নাম অব্যক্ত তথায়। বেঙ্কট ভট্টের বংশ ঐছে উক্ত তায়॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে॥

শ্রীবৈষ্ণব এক শ্রীবেঙ্কট ভট্ট নাম। প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান॥ নিজ ঘরে লৈয়া কৈল পাদ প্রক্ষালন। সে জল বংশের সহ করিল ভক্ষণ॥ অন্যত্র ব্যক্ত গোপাল বেঙ্কটতনয়। প্রভু পাদোদক পানে হৈল প্রেমোদয়॥ করয়ে যতন কত স্থির হৈতে নারে। বিপুল পুলক অঙ্গে ঝলমল করে॥ কিবা গোপালের শোভা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। জিনিয়া চম্পক চারু বর্ণ মনোহর॥ কিবা মুখপদ্ম দীর্ঘ নয়ন যুগল। কিবা ভুরু ভাল নাসা তিলক উজ্জ্বল॥ শ্রুতিযুগ গণ্ড কিবা গ্রীবার বলনি। কিবা বাহু বক্ষঃ পীন ক্ষীণ মাজা খানি॥ কিবা জানু জঙ্ঘা যুগ চরণ ললাম। পরিধেয় বসন ভূষণ অনুপম॥ তিলে তিলে গোপালের বাঢ়য়ে সৌন্দর্য্য। দেখিয়া অদ্ভুত তেজ কে বা ধরে ধৈর্য্য॥ নিজ গৃহে শ্রীগোপাল প্রাণনাথে পাইয়া। পিতার আজ্ঞায় সেবে মহাহৃষ্ট হইয়া॥

তথাহি প্রাচীনৈরুক্তং ॥

বন্দে শ্রীভট্টগোপালং দ্বিজেন্দ্রং বেঙ্কটাত্মজং।
শ্রীচৈতন্যপ্রভোঃ সেবানিযুক্তঞ্চ নিজালয়ে ॥

শ্রীগোপালভট্টে প্রভু যে কৃপা করিল। তাহা বিস্তারিয়া এথা বর্ণিতে নারিল ॥ তথাপি কহিয়ে কিছু গোপালচরিত। প্রভুর সেবায় সদা স্বাভাবিক প্রীত ॥ প্রভুর সন্ন্যাস গোপালেরে নাহি ভায়। নির্জ্জনে যাইয়া খেদ করয়ে সদায় ॥ বিধাতার প্রতি কহে গদ গদ ভাষে। ওরে বিধি কেনে জন্মাইলি দূর দেশে ॥ নদীয়াবিহার সুখে করিয়া বঞ্চিত। দেখাইলি প্রভুর এ বেশ বিপরীত ॥ ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রাণনাথ রাধিকার। করাইলা তাঁহারে সন্ন্যাস অঙ্গীকার ॥ এত কহি ভাষে দুই নেত্রের ধারায়। তেজয়ে নিশ্বাস দীর্ঘ অগ্নি শিখা প্রায় ॥ পুনঃ কহে বিধিরে করিব কিবা রোষ। জানিনু কেবল এ আপন কর্ম্মদোষ ॥

ঐছে কত কহিয়া রহিলা মৌন ধরি। গোপালের অন্তর জানিলা গৌরহরি ॥ অকস্মাৎ গোপালেরে নিদ্রা আকর্ষিল। স্বপ্ন চ্ছলে নবদ্বীপ প্রত্যক্ষ হইল ॥ দেখায় প্রভুর তথা অদ্ভুত বিহার। প্রভু সঙ্গে বিলসে সুখের নাহি পার ॥ নিত্যানন্দাদ্বৈত প্রেমাবেশে কোলে কৈল। না জানি কি কহিতেই নিদ্রা ভঙ্গ হৈল ॥ গোপাল ব্যাকুল হৈয়া চায় চারি ভিতে। চলয়ে প্রভুর আগে নারে স্থির হৈতে ॥ গোপাল আইসে জানি উল্লাস অশেষ। প্রভু হৈলা শ্যামল সুন্দর গোপবেশ ॥

দেখয়ে গোপাল শোভা রহিয়া নির্জনে। সুবর্ণ বরণ অঙ্গ হৈল সেই ক্ষণে॥ ভুবন মোহয়ে সে না রূপের ছটায়। চাঁচর কেশের ঝুঁটা পিঠেতে লোটায়॥ (চন্দন তিলক ভালে ভুরু কামফণি। সতীধর্ম্মহরে দীর্ঘ নয়ন চাহনি॥) কত শত শরৎ চান্দের মদ নাশে। কি নব ভঙ্গিতে হাঁসি অমিয়া বরিষে॥ পরিধেয় ত্রিকচ্ছ বসন অনুপম। ভূষণে ভূষিত অঙ্গভঙ্গী মনোরম॥ মালতীর মালা গলে দোলে অনিবার। দেখি গোপালের মনে হৈল চমৎকার॥ চরণে পড়িয়া পুনঃ চাহে প্রভু পানে। সন্ন্যাসির শিরোমণি দেখে সেই-ক্ষণে॥ প্রভু গৌরচন্দ্র গোপালেরে স্থির করি। উপদেশ কৈল যৈছে কহিতে না পারি॥ পুনঃ কহে অচিরে যাইবা বৃন্দাবন। মিলিব দুর্ল্লভ রত্ন রূপ সনাতন॥ মোর মনোবৃত্তি দোঁহে প্রকাশ করিব। তোমার শিষ্যের দ্বারে জগত ব্যাপিব॥ এত কহি গোপালেরে করি প্রভু কোলে। গোপালের অঙ্গ সিক্ত কৈল নেত্রজলে॥ কহিল এ সব কথা রাখিহ গোপনে। হইল পরমানন্দ গোপালের মনে॥ গোপালের গৌরাঙ্গ সেবায় দেখি প্রীত। শ্রীবেঙ্কট ভট্ট হৈলা মহা উল্লাসিত॥ গোপালে সোঁপিল গৌর-চন্দ্রের চরণে। দিবারাত্রি আনন্দে গোঙায় প্রভু সনে॥ চারি মাস পরে প্রভু করিব গমন। ইহা মনে করিতে অধৈর্য্য তিন জন॥ ত্রিমল্ল বেঙ্কট্ট শ্রীপ্রবোধানন্দ তিনে। বিচারয়ে প্রভু বিনা রহিব কেমনে॥ মো সবার সঙ্গে

পরিহাস কে করিবে। কাবেরীস্নানেতে সঙ্গে কে বা লৈয়া যাবে॥ রঙ্গনাথে কেবা বা করিবে সঙ্কীর্ত্তন। কে দিবে অধমে সে দুর্ল্লভ ভক্তিধন॥ আসিবে অসঙ্খ্য লোক কাহার দর্শনে। এ সব ভবন শূন্য হবে প্রভু বিনে॥ ঐছে কত কহে নেত্রে বহে অশ্রুধার। মনের উদ্বেগ যত না করে প্রচার॥ চারি মাস পরে প্রভু হইলা বিদায়। তিন ভাই ক্রন্দন করয়ে উভরায়॥ শ্রীচৈতন্য ভট্টের মন্দির হৈতে চলে। ভট্ট লোটাইয়া পড়ে প্রভুপদতলে॥ প্রভু তিন ভ্রাতায় করিয়া আলিঙ্গন। কহিল অনেক রূপ প্রবোধ বচন॥ গোপালে প্রবোধি প্রভু দক্ষিণ ভ্রমিয়া। নীলাচলে ভক্ত সঙ্গে মিলিলা আসিয়া॥ গৌড় বৃন্দাবনে পুনঃ গমনাগমন। হইল অনেক প্রিয় ভক্তের মিলন॥ সন্ন্যাসির শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। ভক্তের দ্বারায় কলিজীবে কৈল ধন্য॥ নীলাচলে কৈল বাস ভক্তের ইচ্ছায়। নিজ মনোবৃত্তি প্রভু ভক্তে সে জানায়॥ এথা শ্রীবেঙ্কট ভট্ট তিন সহোদর। প্রভুর বিচ্ছেদে হৈলা অত্যন্ত কাতর॥ গোপাল হইলা যৈছে প্রাণনাথ বিনে। কে বর্ণিতে পারে যে দেখিল সেই জানে॥ বিদায়ের কালে প্রভু করি আলিঙ্গন। আজ্ঞা কৈল শীঘ্র হবে বাঞ্ছিত পূরণ॥ সেই কথা সদাই বিচার করে মনে। কত দিনে প্রভু লৈয়া যাবে বৃন্দাবনে॥ গোপাল গৌরাঙ্গ প্রেমে মত্ত অনিবার। ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যাতে সর্ব্বত্র জয় যার॥ গৌরগুণ মহিমা যে সর্ব্বত্র প্রকাশে।

মায়াবাদ খণ্ডন করয়ে অনায়াসে ॥ গোপালভট্টের শ্লাঘা করে শিষ্টগণ। কি রূপে করিল ঐছে বিদ্যা উপার্জ্জন ॥ কেহ কহে শ্রীপ্রবোধানন্দ যত্ন কৈল। অল্পকাল হৈতে অধ্যয়ন করাইল ॥ পিতৃব্য কৃপায় সর্ব্ব শাস্ত্রে হৈল জ্ঞান। গোপালের সম এথা নাই বিদ্যাবান্ ॥ কেহ কহে প্রবোধানন্দের গুণ অতি। সর্ব্বত্র হইল যার খ্যাতি সরস্বতী ॥ পূর্ণ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্। তাঁর প্রিয় তা বিনা স্বপনে নাহি আন ॥

হরিভক্তিবিলাসে ॥

ভক্তের্বিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধা
নন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য।
গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং
সন্তোষয়ন্ রূপসনাতনৌ চ ॥

পরম বৈরাগ্য স্নেহ মূর্ত্তি মনোরম। মহাকবি গীত বাদ্য নৃত্যে অনুপম ॥ যার কাব্য শুনি সুখ বাঢ়য়ে সবার। প্রবোধানন্দের মহা মহিমা অপার ॥ ঐছে পরস্পর মহা আনন্দ হৃদয়। শ্রীপ্রবোধানন্দ গোপালের গুণ কয় ॥ (প্রবোধানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীগোপাল। সর্ব্বমতে সুশিক্ষিত পরম দয়াল ॥ পিতা মাতা যারে দেখি মহাসুখ পায়। সতত নিমগ্ন মাতাপিতার সেবায় ॥) বেঙ্কটভট্টেরে কহে এক বিপ্রবর। সর্ব্ব প্রকারেতে যোগ্য তোমার কুঙর ॥ ঐছে ভক্তিপ্রথা এথা না পাই দেখিতে। কি অপূর্ব্ব প্রীত তোমা দোঁহার

সেবাতে॥ শুনিয়া বেঙ্কটভট্ট উল্লাস হৃদয়। বাল্যাবস্থা হৈতে গোপালের চেষ্টা কয়॥ যৈছে নীলাচলে জগন্নাথের দর্শনে। যৈছে স্ফূর্ত্তি ব্যাকরণ আদি অধ্যয়নে॥ যৈছে পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণচৈতন্যে সেবিল। ক্রমে ক্রমে সব সেই বিপ্রে নিবেদিল॥ শুনি বৃদ্ধ বিপ্র অতি আনন্দ অন্তর। বেঙ্কটেরে প্রশংসি গেলেন নিজ ঘর॥ (গোপালের মাতা পিতা মহাভাগ্যবান্। শ্রীচৈতন্য পদে যে সোঁপিল মনঃ প্রাণ॥ বৃন্দাবন যাইতে পুত্রেরে আজ্ঞা দিয়া। দোঁহে সঙ্গোপন হৈলা প্রভু সোঙরিয়া॥) কথো দিনে গোপাল গেলেন বৃন্দাবন। রূপ সনাতন সঙ্গে হইল মিলন॥ অন্তর্যামী প্রভু নীলাচলে সেই ক্ষণে। জানিলেন গোপাল আইল বৃন্দাবনে॥ একদিন মিশ্রগৃহ হইতে উল্লাসে। চলিলেন গোপীনাথ গদাধর পাশে॥ গদাধর প্রতি গোরাচাঁদের যে ভাব। অনেক সুকৃতি ফলে তাহা হয় লাভ॥ নিত্যানন্দ গদাধর দোঁহার যে রীতি। কহিতে তাহার লেশ কাহার শকতি॥ অদ্বৈতের সহ গদাধরের যে ক্রিয়া। সে সব শুনিতে কার না জুড়ায় হিয়া। শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীপণ্ডিত গদাধরে। প্রাণের অধিক জানে গুণে সদা ঝুরে॥ প্রভু হরিদাস প্রভু গদাধর সনে। যে আনন্দ হয় তাহা বলে কোন জনে॥ পণ্ডিত শ্রীগদাধর দাস গদাধরে। কি অদ্ভুত প্রেম তাহা কে বুঝিতে পারে॥ শ্রীগৌরসুন্দর গদাধরের জীবন। গদাধর সঙ্গে রঙ্গ না হয় বর্ণন॥ হেন গদাধরের আলয়ে

প্রভু গিয়া। বসিলেন ভক্তগণে বেষ্টিত হইয়া ॥ যে অপূর্ব্ব শোভা তাহা কে পারে বর্ণিতে। ভাগ্যবন্ত লোকগণ দেখে চারি ভিতে ॥ সন্ন্যাসির শিরোমণি প্রভু গৌররায়। ভক্ত গণ প্রতি কহে মধুর ভাষায় ॥ বহুদিন ব্রজের সম্বাদ না পাইয়া। না জানিয়ে আমার কেমন করে হিয়া ॥ অবশ্য চাহিয়ে তথা পত্রী পাঠাইতে। এত কহিতেই পত্রী আইল ব্রজ হৈতে ॥ লিখিলেন পত্রীতে শ্রীরূপ সনাতন। গোপাল ভট্টের বৃন্দাবন আগমন ॥ শুনি মহাপ্রভুর আনন্দ হৈল অতি। গোপালের কথা কিছু কহে সবা প্রতি ॥ দক্ষিণ ভ্রমণে অতি আনন্দ অন্তরে। চারিমাস রহিনু বেঙ্কটভট্ট ঘরে ॥ গোপালভট্ট বেঙ্কটভট্টের নন্দন। অল্পকালে সকল শাস্ত্রেতে বিচক্ষণ ॥ পাইয়া পিতার আজ্ঞা গোপাল উল্লাসে। করিল আমার সেবা অশেষ বিশেষে ॥ পরম দয়ালু কৃষ্ণ তারে কৃপা কৈলা। সেই এ গোপালভট্ট বৃন্দাবনে আইলা॥ প্রাণের সমান মোর রূপ সনাতন। তাহার গমন মাত্রে লিখিলা লিখন ॥ শুনিয়া প্রভুর অতি মধুর বচন। পরম আনন্দে পূর্ণ হৈলা ভক্তগণ ॥ রূপ সনাতন গুণে প্রভু মগ্ন হৈয়া। বৃন্দাবনে পত্রী পাঠায়েন যত্ন পাইয়া ॥ লিখয়ে পত্রীতে প্রিয় রূপ সনাতনে। পাইল আনন্দ গোপালের আগমনে ॥ নিজ ভ্রাতা সম ভট্ট গোপালে জানিবে। মধ্যে মধ্যে শুভ সমাচার পাঠাইবে ॥ যে যে গ্রন্থ বর্ণিলা বর্ণিবা যত আর। অচিরে সে সব হবে সর্ব্বত্র প্রচার ॥ গ্রন্থরত্ন

বিতরণ করিবেন যেহোঁ। বুঝি কৃষ্ণ ইচ্ছায় প্রকট হৈল তেঁহো॥ ঐছে পত্রী পরিধেয় বস্ত্রাদিক দিয়া। শীঘ্র সে মনুষ্যে পাঠাইলা হৃষ্ট হৈয়া॥ তিঁহো বৃন্দাবনে গোস্বামির পাশ গেলা। শ্রীডোর কৌপীন বহির্ব্বাস পত্রী দিলা॥ বৃন্দাবনে যে আনন্দ হইল সবার। সে সকল বিস্তারি না পারি বর্ণিবার॥ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন দুহু প্রেমময়। শ্রীগোপালভট্ট সহ অদ্ভুত প্রণয়॥ করিতে বৈষ্ণবস্মৃতি হৈল ভট্ট মনে। সনাতন গোস্বামী জানিলা সেইক্ষণে॥ গোপালের নামে শ্রীগোস্বামীসনাতন। করিল শ্রীহরিভক্তিবিলাস বর্ণন॥ শ্রীবিগ্রহ সেবা গোপালের ইচ্ছা হৈল। শ্রীগোবিন্দ শ্রীরূপেরে স্বপ্নে আদেশিল॥ শ্রীরূপগোস্বামী ভট্টে প্রাণসম জানে। শ্রীরাধারমণ সেবা করাইলা তানে॥ এ সব প্রসঙ্গ আগে হইব বিস্তার। গোপাল ভট্টের চেষ্টা অতি চমৎকার॥ লোকনাথ ভূগর্ভ পণ্ডিত কাশীশ্বর। শ্রীপরমানন্দ কৃষ্ণদাস বিজ্ঞবর॥ এ সবার সহ যৈছে প্রেম আচরণ। তাহা এক মুখে কিছু না হয় বর্ণন॥ বৃন্দাবনে সদা সনাতন রূপ সঙ্গে। বিলসয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কথা রঙ্গে॥ সনাতন প্রেমে পরিপূরিত অন্তর। অপূর্ব্ব শ্রীরূপ সখ্যে সুখ নিরন্তর॥ ভট্টের জীবন এক শ্রীরাধারমণ। সেবা রসে অত্যন্ত নিমগ্ন অনুক্ষণ॥ সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ করে আপনার গুণে। যারে দেখি সবার আনন্দ বৃন্দাবনে॥

তথাহি প্রাচীনৈরপ্যুক্তং॥

সনাতনপ্রেমপরিপ্লুতান্তরং
শ্রীরূপসখ্যেন বিলক্ষিতাখিলং।
নমামি রাধারমণৈকজীবনং
গোপালভট্টং ভজতামভীষ্টদং॥

শ্রীগোপালভট্টের এ সব বিবরণ। কেহো কিছু বর্ণে কেহো না করে বর্ণন॥ না বুঝিয়া মর্ম্ম ইথে কুতর্ক যে করে। অপরাধ বীজ তার হৃদয়ে সঞ্চরে॥ পরম রসিক পূর্ব্ব-পূর্ব্ব কবিগণ। বর্ণিতে সমর্থ হৈয়া না করে বর্ণন॥ পশ্চাতে বর্ণিব করি মনে বিচারিয়া। রাখয়ে সে সকলের সুখের লাগিয়া॥ প্রভু লীলা বর্ণিল ঠাকুর বৃন্দাবন। দক্ষিণ ভ্রমণ আদি না কৈল বর্ণন॥ ব্যাসরূপ তেঁহো তাঁর কে বুঝে আশয়। পশ্চাৎ বর্ণিব বেদব্যাস ঐছে কয়॥ কৃষ্ণদাস কবি-রাজ তাঁরে দৈন্য করি। দক্ষিণ ভ্রমণ আদি বর্ণিল বিস্তারি॥ রাখিলেন মধ্যে ২ বর্ণন করিতে। বর্ণিব যে কবিগণ তাহার নিমিত্তে। যৈছে ইষ্টদেব সুখে অন্নাদি ভুঞ্জিয়া। পাত্রে অবশেষ রাখে শিষ্যের লাগিয়া॥ কবি রীত এ কিন্তু বর্ণিতে নাহি অন্ত। কুতর্ক ছাড়িয়া আস্বাদহ ভাগ্যবন্ত॥ প্রভু আর প্রভু ভক্তগণের চরিত। বিবিধ প্রকারে বর্ণে হৈয়া সাবহিত॥ ভক্ত ইচ্ছা প্রবল জানিয়া কবিগণ। প্রভু ভক্তে সম্বোধিয়া করেন বর্ণন॥ কৃষ্ণ দাস কবিরাজ মহাহৃষ্ট হৈয়া। বর্ণিলেন গ্রন্থ অনেকের আজ্ঞা লৈয়া॥ শ্রীগোপাল ভট্ট হৃষ্ট হৈয়া আজ্ঞা দিল। গ্রন্থে নিজ প্রসঙ্গ বর্ণিতে নিষেধিল॥ কেনে

নিষেধিল ইহা কে বুঝিতে পারে। নিরন্তর অতিদীনমানে আপনারে॥ কবিরাজ তাঁর আজ্ঞা নারে লঙ্ঘিবার। নাম মাত্র লিখে অন্য না করে প্রচার॥ লোকনাথ গোস্বামী হ ঐছে আজ্ঞা কৈল। প্রাচীম বৈষ্ণব মুখে এ সব শুনিল॥ অন্যে অসাক্ষাতে কিছু করিল বর্ণন। অতি অলৌকিক এ ভট্টের গুণগণ॥ বৃন্দাবনে ভট্টের যে বিদ্যার বিলাস। গ্রন্থের বাহুল্যে এথা না কৈনু প্রকাশ॥ করিলেন কৃষ্ণকর্ণামৃতের টিপ্পনী। বৈষ্ণবের পরম আনন্দ যাহা শুনি॥ শ্রীগোপাল ভট্ট শুদ্ধ ভক্তি পথে আর্য্য। তিলে তিলে করে অলৌকিক সব কার্য্য॥ কথো দিনে তথাই মিলিলা শ্রীনিবাস। অনুগ্রহ করি ভট্ট পুরাইল আশ॥ শ্রীনিবাস শিষ্য হৈয়া প্রভুর আদেশে। ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশিলা আসি গৌড়দেশে॥ শ্রীরূপাদি দ্বারা প্রভু শাস্ত্র প্রকাশিলা। গ্রন্থ প্রকাশিতে শ্রীনিবাসে শক্তি দিলা॥ আচার্য্য অভিন্ন শ্রীঠাকুর মহাশয়। নিজ কৃত শ্লোকে ব্যক্ত কৈল শক্তি দ্বয়॥

তথাহি॥

শ্রীরূপ প্রমুখৈক শক্তি কতমেনাবিষ্করোতি প্রভু
র্গ্রন্থোঽহয়ং বিতনোতি শক্তি পরয়া শ্রীশ্রীনিবাসাখ্যয়া।
দ্বে শক্তী প্রকটীকৃতে করুণয়া ক্ষৌণীতলে যেন সঃ
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধি র্ম্মম কদা দৃগ্‌গোচরং যাস্যতি॥

শ্রীনিবাস আচার্য্য শাস্ত্রজ্ঞ শিরোমণি। ভক্তিশাস্ত্র প্রচারি অবনি কৈল ধনি॥ করিল অনেক শিষ্য প্রভু ইচ্ছাগতে।

রামচন্দ্র গোকুলাদি বিদিত জগতে॥ রামচন্দ্র শ্রীগোকুলা-নন্দ প্রেমালয়। প্রসঙ্গে জানাই এথা কিছু পরিচয়॥ রামচন্দ্র গোবিন্দ এ দুই সহোদর। পিতা চিরঞ্জীব মাতামহ দামো-দর॥ দামোদর সেনের নিবাস শ্রীখণ্ডেতে। যেহোঁ মহা-কবি নাম বিদিত জগতে॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দকবিরাজকৃত সঙ্গীতমাধব নাটকে॥

পাতালে বাসুকি র্বক্তা স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতিঃ।

গৌড়ে গোবর্দ্ধনো দাতা খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ॥

(দামোদর কবি মহাযুক্তি পরায়ণ। কোন রূপে লঙ্ঘিতে নারয়ে কোন জন॥ এক দিগ্বিজয়ী অল্পে পরাভব হৈয়া। অপুত্রক হও শাঁপ দিল দুঃখ পাঞা॥ দামোদর প্রসন্ন করিল নানামতে। তেঁহো কহে হবে কন্যা ধন্যা সে জগতে॥ জন্মিব তাহার গর্ব্ভে পুত্র রত্নদ্বয়। সে দুঁহ প্রভাবে হবে অমঙ্গল ক্ষয়॥ বিপ্রবরে সুনন্দা নামেতে হৈল কন্যা। দিনে দিনে বাঢ়ে মহা রূপে গুণে ধন্যা॥ খণ্ডবাসি নারীগণ সবে প্রসংশয়। হইল বিবাহ যোগ্য পাত্র অন্বেষয়॥ দামোদর কবিরাজ মহাভাগ্যবান্। চিরঞ্জীব সেনে কৈল কন্যা সম্প্রদান॥ গ্রন্থের বাহুল্য ভয় উপজয়ে চিতে। বিবাহ কৌতুক তেঞি নারি বিস্তারিতে॥ ভাগীরথী তীরে গ্রাম কুমারনগর॥ অনেক বৈষ্ণব তথা বসতি সুন্দর॥ সেই গ্রামে চিরঞ্জীব সেনের বসতি। বিবাহ করিয়া খণ্ডে করি-লেন স্থিতি॥ কি কহিব চিরঞ্জীব সেনের আখ্যান। খণ্ড-

বাসি সবে জানে প্রাণের সমান॥ শ্রীচৈতন্যপ্রভুর পার্ষদ বিজ্ঞবর॥ নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত অন্তর॥ খণ্ডবাসি চিরঞ্জীব বিদিত সর্ব্বত্র। দীনহীনে কৈল যেহোঁ ভক্তিরস পাত্র॥ চৈতন্যচরিতামৃতে প্রভুর মিলনে। বর্ণিলেন খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব সেনে॥)

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে॥

মুকুন্দদাস নরহরি শ্রীরঘুনন্দন। খণ্ডবাসি চিরঞ্জীব আর সুলোচন॥ (চিরঞ্জীব সেন মহাবিজ্ঞ সর্ব্ব মতে। খণ্ডে বিলসয়ে নিজ পত্নীর সহিতে॥ অরুন্ধতী সম পতিব্রতা পত্নী তাঁর। পরম সুশীলা অলৌকিক চেষ্টা যাঁর॥ যৈছে পিতা মাতা তৈছে পুত্র রামচন্দ্র। রামচন্দ্র জন্মি জন্মাইল মহানন্দ॥ শিশুকাল হৈতে চেষ্টা অতি মনোহর। স্ত্রী পুরুষ সবে দেখে প্রাণের সোসর॥ মহাতেজোময় মুর্ত্তি সৌন্দর্য্যে মদন। অল্পকালে বহু বিদ্যা কৈল উপার্জ্জন॥) রামচন্দ্রে দেখি বিজ্ঞ লোকে বিচারয়। দেবতার অংশ এ অন্যথা কভু নয়॥ বৈদ্যকুলে প্রকট হইল ইচ্ছা মতে। মনুষ্যের ভ্রমে কেহো না পারে চিনিতে॥ বৈষ্ণবের গণ বহু করে অনুভব। এ বৈষ্ণব হৈলে হবে অনেক বৈষ্ণব॥ এই রূপ নানা কথা নানা জনে কয়। রামচন্দ্র সেন সর্ব্ব চিত্ত আকর্ষয়॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য তারে যৈছে শিষ্য কৈল॥ সে অতি বিস্তার এথা বর্ণিতে নারিল॥ কবিরাজ খ্যাতি হৈল শ্রীবৃন্দাবনেতে। ইহা বিস্তারিয়া কিছু কহিএ এথাতে॥

শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য প্রেমরাশি। শ্রীজীব গোস্বামি আদি বৃন্দাবন বাসি॥ সবে তাঁর কৃত কাব্য শুনি তাঁর মুখে। কবিরাজ খ্যাতি সবে দিল মহাসুখে॥ রামচন্দ্র কবিরাজ সর্ব্ব গুণময়। যাঁর অভিন্নাত্মা নরোত্তম মহাশয়॥

তথাহি সঙ্গীতমাধবনাটকে॥

স্বর্ধুন্যাস্তীরভূমৌ সরজনিনগরে গৌড়ভূপাধিপাত্রা।
দ্ব্রহ্মণ্যাদ্বিষ্ণুভক্তাদপি সুপরিচিতাৎ শ্রীচিরঞ্জীবসেনাৎ।
যঃ শ্রীরামেন্দুনামা সমজনি পরমঃ শ্রীসুনন্দাভিধায়াং
সোঽয়ং শ্রীমান্নরাখ্যে সহি কবিনৃপতিঃ সম্যগাসীদভিন্নঃ॥

রামচন্দ্র নরোত্তম দোঁহার যে রীত। আগে জানাইব এথা কহি যে কিঞ্চিৎ॥ তনু মনঃ প্রাণ নাম একই দোঁহার। কবিরাজ নরোত্তম নাম এ প্রচার॥ নরোত্তম কবিরাজ কহে সর্ব্বজন। কথাদ্বয় মাত্র যৈছে নরনারায়ণ॥ রামচন্দ্র নরোত্তম বিদিত জগতে। হইল যুগল নাম সবে সুখদিতে॥ দোঁহে সর্ব্বশাস্ত্রেতে পরম বিচক্ষণ। অনায়াসে কৈল মহা পাষণ্ড খণ্ডন॥ শুদ্ধ ভক্তি প্রদানে নিপুণ নিরন্তর। অনন্য রসিক সর্ব্বমতে বিজ্ঞবর॥

তথাহি তত্রৈব॥

যৌ শশ্বদ্ভগবৎপরায়ণ পরৌ সংসারপারায়ণৌ
সম্যক্ সাত্বততন্ত্র বাদপরমৌ নিঃশেষসিদ্ধান্তগৌ।
শশ্বদ্ভক্তিরসপ্রদানরসিকৌ পাষণ্ড হৃন্মণ্ডনা
বন্যোন্য প্রিয়তাভরেণ যুগলীভূতাবিমৌ তৌ স্তুমঃ॥

শ্রীনরোত্তমের ক্রিয়া কহিতে কি পারি। সর্ব্বতীর্থ-দর্শী আকুমার ব্রহ্মচারী॥

তত্রৈব॥

আকুমারব্রতচারী সর্ব্বতীর্থদর্শী
পরমভাগবতোত্তমঃ শ্রীল নরোত্তমদাসঃ॥

যৈছে সে প্রভাব তাহা কেবা নাহি জানে। যাঁর জন্ম কৃষ্ণচৈতন্যের আকর্ষণে॥ মাঘী পূর্ণিমায় জন্মিলেন নরোত্তম। দিনে ২ বৃদ্ধি হইলেন চন্দ্রসম॥ সর্ব্ব প্রকারেতে গৃহে হইলা প্রবীণ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণে মগ্ন রাত্রিদিন॥ প্রেমভক্তিময় মূর্ত্তি প্রভুর ইচ্ছাতে। মহারাজ বিষয় নাভায় কিছু চিতে॥ অল্পকালে এই চিন্তা করে রাত্রিদিন। কিরূপে ছাড়িব গৃহ হব উদাসীন॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈত গণে। করয়ে বিজ্ঞপ্তি অশ্রু ঝরে দুনয়নে॥ স্বপ্নছলে প্রভুগণ সহ দেখাদিয়া। প্রিয় নরোত্তমে স্থির কৈল প্রবোধিয়া॥ অকস্মাৎ গৌড় রাজমনুষ্য আইল। গৌড়ে রাজস্থানে পিতা পিতৃব্য চলিল॥ এই অবসরে রক্ষকেরে প্রতারিলা। প্রকারে মায়ের স্থানে বিদায় হইলা॥ অতি সুচরিতা মাতা নাম নারায়ণী। পুত্রগত প্রাণ চেষ্টা কহিতে কি জানি॥ স্বচ্ছন্দে আছেন মাতা পুত্রের পালনে। পুত্র যে ছাড়িবে ঘর ইহা নাহি জানে॥ এথা নরোত্তম অতি সংগোপন হইয়া। করিলেন যাত্রা প্রভুচরণ চিন্তিয়া॥

কিবা নব্য যৌবন সে পরম সুন্দর। কার্ত্তিকপূর্ণিমা দিনে

ছাড়িলেন ঘর॥ ভ্রমিয়া অনেক তীর্থ বৃন্দাবনে গেলা। লোকনাথ গোস্বামির স্থানে শিষ্য হৈলা॥ শ্রাবণ মাসের পৌর্ণমাসী শুভক্ষণে। করিলেন শিষ্য লোকনাথ নরোত্তমে॥ শ্রীলোকনাথের অতি অদ্ভুত চরিত। প্রসঙ্গ পাইয়া এথা কহিয়ে কিঞ্চিত॥ যশোর দেশেতে তালগেড়াগ্রামে স্থিতি। মাতা সীতা পিতা পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী॥

তথাহি প্রাচীনৈরুক্তং॥

শ্রীমদ্রাধাবিনোদৈকসেবাসম্পৎসমন্বিতং।

পদ্মনাভাত্মজং শ্রীমল্লোকনাথপ্রভুং ভজে॥

পদ্মনাভ প্রভু অদ্বৈতের প্রিয় অতি। লোকনাথ হেন-ব্রহ্ম বিপ্রের সন্ততি॥ লোকনাথ গৃহে সদা রহয়ে উদাস। সর্ব্বত্যাগি নবদ্বীপে আইলা প্রভু পাশ॥ প্রভু গৌরচন্দ্র অতি অনুগ্রহ কৈল। বৃন্দাবনে যাইতে ত্বরায় আজ্ঞা দিল॥ ঐছে আজ্ঞা হইল ইথে আছে প্রয়োজন। প্রভু করিবেন শীঘ্র সন্ন্যাস গ্রহণ॥ সন্ন্যাসী হইয়া যাইবেন বৃন্দাবনে। এই হেতু আগে পাঠাইতে ইচ্ছা মনে॥ লোকনাথ বুঝিলেন এসব আভাষ। দুই এক দিনে প্রভু করিবে সন্ন্যাস॥ শ্রীচাঁচর কেশের হইব অদর্শন। ইথে প্রাণ কিরূপে ধরিবে প্রিয়গণ॥ ঐছে বহু চিন্তা মাত্রে ব্যাকুল হইল। কাঁদিতে২ প্রভু পদে প্রণমিল॥ অন্তর্যামী প্রভু লোকনাথে আলিঙ্গিয়া। করিলেন বিদায় গোপনে প্রবোধিয়া॥ লোকনাথ প্রভু পদে আত্ম সমর্পিল। প্রভুগণে প্রণমিয়া গমন করিল॥ দুঃখি

হৈয়া কৈল বহু তীর্থ পর্য্যটন। কতো দিন পরেতে গেলেন বৃন্দাবন॥ এথা ভক্তাধীন প্রভু সন্ন্যাস করিয়া। নীলাচল চন্দ্রে দেখে নীলাচলে গিয়া॥ তথা হৈতে গেলা প্রভু দক্ষিণ ভ্রমণে। তাহা শুনি লোকনাথ চলিলা দক্ষিণে॥ দক্ষিণ হইয়া প্রভু আইলা বৃন্দাবন। লোকনাথ শুনি ব্রজে করিলা গমন॥ প্রভু বৃন্দাবন হৈয়া প্রয়াগে চলিলা। লোকনাথ ব্রজে আসি ব্যাকুল হইলা॥ প্রভাতে প্রয়াগ যাত্রা করিব এ মনে। স্বপ্নে প্রভু প্রবোধি রাখিলা বৃন্দাবনে॥ লোকনাথ প্রভু আজ্ঞা লঙ্ঘিতে নারিল। অজ্ঞাত রূপেতে ব্রজবনে বাস কৈল॥ কতোদিন পরে রূপ সনাতন সনে। হইল মিলন কি আনন্দ বৃন্দাবনে॥ শ্রীগোপাল ভট্ট আদি প্রভু গণ যত। সবা সহ যৈছে স্নেহ কে কহিবে কত॥ ভূগর্ব্ভেতে স্নেহ যৈছে জগতে প্রচার। লোকনাথ সহ দেহ ভিন্ন মাত্র তাঁর॥ প্রভু লোকনাথ সর্ব্ব প্রকারে প্রবীণ। শ্রীমদ্গোবিন্দাদি-সেবা কৈল কতো দিন॥ প্রেমেতে বিহ্বল সদা বৈরাগ্যের সীমা। ভুবনে প্রচার যার অদ্ভুত মহিমা॥ হরিভক্তিবিলাসে গোসাঞি সনাতন। মঙ্গলাচরণে কৈল যে নাম গ্রহণ॥

তথাহি॥

কাশীশ্বরঃ কৃষ্ণবনে চকাস্তু শ্রীকৃষ্ণদাসশ্চ সলোকনাথঃ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী গ্রন্থের প্রথমেতে। যে নাম গ্রহণ কৈল মঙ্গল নিমিত্তে॥

তথাহি ॥

বৃন্দাবনপ্রিয়ান্ বন্দে শ্রীগোবিন্দপদাশ্রিতান্।
শ্রীমৎ কাশীশ্বরং লোকনাথং শ্রীকৃষ্ণদাসকং ॥

লোকনাথ ব্রজে সদা ভ্রমণ করিয়া। কৃষ্ণলীলাস্থান দেখি আনন্দিত হইয়া ॥ ছত্রবন পার্শ্বে উমরাও নামে গ্রাম। তথা শ্রীকিশোরীকুণ্ড শোভা অনুপম ॥ সেই স্থানে কতো দিন রহেন নির্জ্জনে। করিব বিগ্রহ সেবা এই চেষ্টা মনে ॥ জানিলেন প্রভু লোকনাথ উৎকণ্ঠিত। অন্য রূপে বিগ্রহ লইয়া উপস্থিত ॥ শ্রীরাধাবিনোদ নাম কহি সমর্পিলা। সেই ক্ষণে তেঁহো তথা অদর্শন হৈলা ॥ লোকনাথ গোসাঞি চিন্তয়ে মনে মনে। কে হেন বিগ্রহ দিয়া গেল কোনখানে॥ চিন্তায়ে ব্যাকুল লোকনাথে নিরখিয়া। শ্রীরাধাবিনোদ তথা কহেন হাসিয়া ॥ এই উমরাও গ্রামে বিপিনে বসতি। এই যে কিশোরীকুণ্ড এথা মোর স্থিতি ॥ তোমার উৎকণ্ঠা দেখি ব্যাকুল হইল। কে মোরে আনিবে মুঞি আপনি আইল ॥ শীঘ্র করি মোরে কিছু করাও ভক্ষণ। শুনি প্রেমধারা নেত্রে বহে অনুক্ষণ ॥ মহাসুখে শীঘ্র পাক করি ভুঞ্জাইল। পুষ্প শয্যা রচিয়া শয়ন করাইল ॥ পল্লবে বাতাস করিলেন কতক্ষণ। মনের আনন্দে কৈল পাদসম্বাহন ॥ তনু মনঃ প্রাণ প্রভু পদে সমর্পিলা। সে রূপ মাধুর্য্যামৃত-পানে মগ্ন হৈলা ॥ শীঘ্র করি এক ঝোলা নির্ম্মাণ করিল। রাধাবিনোদের যেন মন্দির হইল ॥ পরমঅদ্ভুতরূপে ঝোলা

হইল আলা। অনুক্ষণ বক্ষে রাখে যেন কণ্ঠমালা॥ গ্রামবাসী কুটীর করিয়া দিতে চায়। বৃক্ষ মূল বিনা লোক নাথে নাহি ভায়॥ পরম বিরক্ত স্ব নির্বাহ যাতে হয়। তাহা সে গ্রহণ ক্রিয়া অন্যে কি বুঝয়॥ কতো দিন রহি কুণ্ডে আইলা বৃন্দাবন। রাখিলা গোস্বামী সবে করিয়া যতন॥ কতো দিন পরম আনন্দে গোঙাইল। তারপর বিচ্ছেদাগ্নি জ্বালায় ব্যাপিল॥ সনাতন রূপ আদি হৈলা অদর্শন। তাহাতে যে দশা তাহা না হয় বর্ণন॥ সনাতন রূপগুণে কান্দে দিবা রাতি। প্রভুর ইচ্ছাতে দেহে জীবনের স্থিতি॥ হেনই সময়ে নরোত্তম তথা গিয়া। গুরু সেবা যথোচিত কৈলা হর্ষ হৈয়া॥ সেবায় প্রসন্ন হৈয়া দীক্ষা মন্ত্র দিল। নরোত্তমে কৃপার অবধি প্রকাশিল॥ শ্রীগোপাল-ভট্ট আদি যত বিজ্ঞ বর। নরোত্তমে জানে সবে প্রাণের সোসর॥ তথা শ্রীঠাকুর মহাশয় নাম হৈল। শ্রীজীবের স্নেহ যত বর্ণিতে নারিল॥

শ্রীনিবাস আচার্য্য মিলিলা সেইঠাঞি। তেহোঁ যত সুখ পাইল তার অন্ত নাই॥ শ্যামানন্দ সহ তথা হইল মিলন। কহিয়ে কিঞ্চিৎ এথা তার বিবরণ॥ দণ্ডেশ্বর গ্রামে বাস সর্ব্বাংশে প্রবল। (মাতা শ্রীদুরিকা পিতা শ্রীকৃষ্ণমণ্ডল॥ সদ্গোপ কুলেতে শ্রেষ্ঠ অতি সুচরিত। কৃষ্ণ সে সর্ব্বস্ব-তার ভক্তে অতি প্রীত॥ শ্রীকৃষ্ণমণ্ডল দুরিকার গুণগণ। গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে না হয়ে বর্ণন॥) ধারেন্দা বাহাদুর-পুরেতে পূর্ব্ব স্থিতি। শিষ্টলোক কহে শ্যামানন্দ জন্ম তথি॥

কোন মতে মণ্ডলের নাহি প্রতিবন্ধ। পুত্র কন্যা গত হৈলে হৈল শ্যামানন্দ॥ জন্মিলেন শ্যামানন্দ অতি শুভক্ষণে। যে দেখে বারেক তার মহানন্দ মনে॥ পুত্র তেজ দেখি কৃষ্ণ কহয়ে পত্নীরে। করহ যতন যদি কৃষ্ণ রক্ষা করে॥ গ্রাম বাসি স্ত্রীগণ কহয়ে বার বার। এখন দুখীয়া নাম রহুক ইহার॥ মাতা পিতা দুঃখ সহ পালন করিল। এই হেতু দুখী নাম প্রথমে হইল॥ শ্রীঅন্নপ্রাশন চূড়াকরণ সময়। যে সুখ হইল তাহা কহিল না হয়॥ কখন না যায় অন্য বালকের মেলে। ব্যাকরণ আদি পাঠ হইল অল্প কালে॥ দিনে দিনে বাড়ে দেখি সবার উল্লাস। পরম অদ্ভুত চেষ্টা হইল প্রকাশ॥ গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈতগণের চরিত। বৈষ্ণবের মুখে শুনে হৈয়া সাবহিত॥ নিরন্তর সেই গুণ করয়ে কীর্ত্তন। নদীর প্রবাহপ্রায় ঝরে দুনয়ন॥ সদা রাধাকৃষ্ণ লীলামৃত করে পান। পিতা মাতা সেবায় অত্যন্ত সাবধান॥ পিতা মাতা পুত্রে যোগ্য দেখিয়া কহয়। কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা লহ যথা মনে লয়॥ শুনিয়া দোঁহার বাক্য কহে জোড় হাতে। মোর প্রভু হৃদয়চৈতন্য অম্বিকাতে॥ প্রভু গৌরিদাস পণ্ডিতের শাখা তেঁহো। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রিয় যেঁহো॥ তাঁর গৃহে সাক্ষাৎ বিহরে দুই ভাই। তথা শিষ্য হই গিয়া যদি আজ্ঞা পাই॥ যদি কহ দূরদেশে যাইবে কেমনে। তাতে এক যুক্তি মুঞি বিচারিনু মনে॥ দেশবাসি লোক-বহু গঙ্গাস্নানে চলে। কোনই সন্দেহ নাই এই সঙ্গে গেলে॥

মোরে আজ্ঞা দেহ দোঁহে হইয়া সদয়। মোর যত অভিলাষ যেন সিদ্ধি হয়॥ শুনিয়া পুত্রের বাক্য আনন্দ পাইল। প্রভু ইচ্ছামতে পুত্রে অনুমতি দিল॥ বিদায় হইয়া আইলা অম্বিকা নগরে। শ্রীহৃদয়চৈতন্য দেখিয়া হৃষ্ট তারে॥ জিজ্ঞাসিলা কি নাম আইলা কি কারণে। শুনি নিবেদিল সব প্রভুর চরণে॥ শ্রীহৃদয়চৈতন্যের দয়া উপজিল। দুখী নামপূর্ব্বে কৃষ্ণদাস নাম থুইল॥ শ্যামানন্দ নাম ব্যক্ত হবে বৃন্দাবনে। জানাইল ভঙ্গিতে জানিল বিজ্ঞগণে॥ দুখী কৃষ্ণ দাস নাম হইল বিদিত। নিজ ইষ্ট সেবায় হইল নিযোজিত॥ শ্রীহৃদয়চৈতন্য ঠাকুর প্রেমময়॥ সেবায় হইলা মহাপ্রসন্ন হৃদয়। শিষ্য করি প্রভু পদে কৈল সমর্পণ॥ শ্রীশ্যামানন্দের হইল বাঞ্ছিত পূরণ॥

তথাহি শ্যামানন্দ শতকে॥

যং লোকা ভুবি কীর্ত্তয়ন্তি হৃদয়ানন্দস্য শিষ্যং প্রিয়ং
সখ্যে শ্রীসুবলস্য যং ভগবতঃ প্রেষ্ঠানুশিষ্যং তথা॥
স শ্রীমান্ রসিকেন্দ্র মস্তকমণিশ্চিত্তেমমাহর্নিশং
শ্রীরাধা প্রিয়নর্ম্ম মর্ম্ম সুরুচিং সম্পাদয়ন্ ভাসতাং॥

শ্যামানন্দে অনুগ্রহ কম্নি কিছু দিনে। আজ্ঞা দিল শীঘ্র করি যাহ বৃন্দাবনে॥ শুনি বাক্য ব্যাকুল হইয়া নিবেদয়। নিকটে থাকিয়ে প্রভু এই আজ্ঞা হয়॥ হৃদয়চৈতন্য পুনঃ করি আলিঙ্গন। প্রেমাবিষ্ট হইয়া কহে যাহ বৃন্দাবন॥ দুখী কৃষ্ণদাস বহু ক্রন্দন করিয়া। হইলা বিদায় প্রভু পদে

প্রণমিয়া ॥ প্রভু নিত্যানন্দ চৈতন্যের দরশনে। উথলিল-প্রেম অশ্রুধারা দুনয়নে ॥ করিয়া বিলাপ বহু ভূমে প্রণমিল। প্রভু পরিকর স্থানে বিদায় হইল ॥ নবদ্বীপ আদি স্থান করিলা দর্শন। সর্ব্বত্র মাগিল প্রেমভক্তি মহাধন ॥ শ্রীগৌড়মণ্ডল বলি করয়ে ফুৎকার। মুখ বুক বাহিয়া পড়য়ে অশ্রুধার ॥ শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত চৈতন্যের পরিকর। লইতে সে সব নাম কান্দে নিরন্তর ॥ (প্রভুকে প্রার্থনা পুনঃ করে বারে বারে। শ্রীগৌড়মণ্ডল কৃপা করুণ আমারে ॥ মহান্তের মনোবৃত্তি বুঝে কোনজন। প্রসঙ্গে কহিয়ে গৌড় প্রার্থনা কারণ ॥ শ্রীগৌড়মণ্ডল চিন্তামণি সবে কয়। গৌড় কৃপা হৈতে সর্ব্ব বাঞ্ছা সিদ্ধি হয় ॥)

তথাহি গীতে ॥

গৌরাঙ্গের দুটিপদ, যার ধন সম্পদ, সে জানে ভকতিরস সার। চৈতন্য মধুরলীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা, হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥ যে চৈতন্যের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়, তার মুঞি যাও বলিহারি। গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্য লীলা তারে স্ফুরে, সে জন ভজন অধিকারী ॥ গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি জানে, সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ। শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তার হয় ব্রজভূমে বাস ॥ গৌরগুণ রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে, সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ। গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ বলি ডাকে, নরোত্তমদাস মাগে তার সঙ্গ ॥ ১ ॥

ঐছে বহু মহান্ত গৌড়ের গুণগায়। শ্যামানন্দ গৌড় ভূমি সতত ধেয়ায়॥ প্রভু আজ্ঞা মতে অতি উৎকণ্ঠিত মন। বহু তীর্থ দেখি শীঘ্র গেলা বৃন্দাবন॥ বৃন্দাবনে গিয়া করে অপূর্ব্ব সাধন। দেখিতেই সবার জুড়ায় নেত্র মন॥ শ্যাম সুন্দরের মহানন্দ জন্মাইল। শ্যামানন্দ নাম পুনঃ বৃন্দাবনে হৈল॥ শ্রীজীবগোস্বামী চারু চেষ্টা নিরখিয়া। পঢ়াইল ভক্তি গ্রন্থ নিকটে রাখিয়া॥ বৃন্দাবনে বৈসে যত প্রভু পরিকর। শ্যামানন্দে দেখি সবে আনন্দ অন্তর॥ বৃন্দাবনে শ্যামানন্দ যে যে কার্য্য করে। সে কেবল শ্রীগুরু-দেবাজ্ঞা অনুসারে॥ শ্রীশ্যামানন্দের চারু চরিত্র শুনিয়া। এথা শ্রীহৃদয়চৈতন্যের হর্ষ হিয়া॥ শ্রীজীবগোস্বামিরে লিখয়ে পত্রী দ্বারে। দুখী কৃষ্ণদাস শিষ্যে সোঁপিল তোমারে॥ ইহার যে মনোভিষ্ট পূরিবে সর্ব্বথা। কত দিন পরে পুন পাঠাইবে এথা॥ শ্যামানন্দে কহিয়া পাঠান নিরন্তর। শ্রীজীবে জানিবে তুমি আমার সোসর॥ সাবধান হবে ভক্তি রত্ন উপার্জ্জনে। অপরাধ নহে যেন বৈষ্ণবের স্থানে॥ এইরূপ শিষ্যে সদা করে সাবধান। গুরু অনুগ্রহে শ্যামানন্দ ভাগ্য বান॥ কত দিনে গৌড়ে আসি প্রভু ইচ্ছা-মতে। শ্রীমুরারি আদি শিষ্য কৈল উৎকলেতে॥ এসব প্রসঙ্গ এথা না কৈল বিস্তার। শ্রীনরোত্তমের সহ প্রণয় অপার॥ বৃন্দাবনে নরোত্তম প্রেমানন্দে ভাসে। প্রভুর ইচ্ছায় পুন আইলা গৌড় দেশে॥ যে প্রকারে গৌড়দেশে হৈল

আগমন। সে সকল বিস্তারিয়া হইব বর্ণন॥ শ্রীনরোত্তমের শিষ্য নাম শ্রীবসন্ত। বিপ্রকুলোদ্ভব মহাকবি বিদ্যাবন্ত॥ শ্রীনরোত্তমের গৌড় ব্রজ উৎকলেতে। গমনাগমন কিছু বর্ণিলেন গীতে॥

তথাহি গীতং॥

যথা রাগঃ।

প্রভু নরোত্তম গুণনিধি॥ কনক কমল জিনি, সুকোমল তনু খানি, না জানি গঢ়িল কোন বিধি॥ গোরা প্রেমে মত্ত হৈয়া, রাজ্যভোগ তেয়াগিয়া, পরম আনন্দ বৃন্দাবনে॥ পাইয়া অমূল্য ধন, কৈলা আত্ম সমর্পণ, প্রভু লোকনাথের চরণে॥ কৃপা করি লোকনাথ, করিলেন আত্মসাত, হইল গমন গৌড়দেশ। শ্রীগৌড় ভ্রমন করি, গিয়া নীলাচলপুরী, পুন গৌড়ে করিলা প্রবেশ॥ প্রভু পরিকর যত, অনুগ্রহ কৈল কত, কি অদ্ভুত গীত প্রকাশিলা। এ দাস বসন্ত ভণে, পাষণ্ডি অসুরগণে, করুণা করিয়া উদ্ধারিলা॥

ঐছে নানা মতে সবে করিলা বর্ণন। এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ॥ নরোত্তম যে সময়ে গৌড়দেশ আইলা। প্রভু লোকনাথ সে সময়ে আজ্ঞা কৈলা॥ শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ সেবন। শ্রীবৈষ্ণব সেবা শ্রীপ্রভুর সংকীর্ত্তন॥ যৈছে আজ্ঞা কৈল তৈছে হইলা তৎপর। কৈল ছয় সেবা

শ্রীবিগ্রহ মনোহর॥ অতি সে তাৎপর্য্য সদা নিমগ্ন সেবায়। শুনিতে সে সব নাম পরাণ জুড়ায়॥

তথাহি তৎকৃত পদ্যে॥

গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন।
রাধারমণ হে রাধে রাধাকান্ত নমোস্তুতে॥

কহিতে কে পারে তাঁর যৈছে শুদ্ধাচার। কায়মনো বাক্যে শ্রীবৈষ্ণব সেবা যার॥ পরম আশ্চর্য্য সদা সঙ্কীর্ত্তনোৎসব। সে সুখ-সমুদ্রে ভাসে আপামর সব॥ গৌড়-দেশে গৌরাঙ্গের প্রিয় পরিকর। নরোত্তমে দেখি সবে অনন্দ অন্তর॥ (শ্রীজাহ্নবাদেবী সূর্য্য পণ্ডিত দুহিতা। নিত্যানন্দ প্রেয়সি যে জগতে পূজিতা॥ প্রেমভক্তিরত্ন প্রদানে প্রবীনা যেহোঁ। শ্রীঠাকুর মহাশয় নামে হৃষ্ট তেহোঁ॥ দেখি অলৌকিক প্রেম বৈরাগ্য প্রবল। শ্রীজাহ্নবাদেবী মহা আনন্দে বিহ্বল॥ কৃপা করি শ্রীখেতরী গ্রামেতে আসিয়া। করয়ে সবারে তৃপ্ত সন্দর্শন দিয়া॥ শ্রীমতী জাহ্নবাদেবীর অনুগ্রহ যত। মো ছার পামর তাহা বর্ণিব বা কত।) শ্রীঠাকুর মহাশয় পরম উদার। যারে কৃপা কৈল সর্ব্বসিদ্ধি হৈল তার॥ প্রভু ইচ্ছামতে শিষ্য কৈল কত জন। রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তি গঙ্গানারায়ণ॥ সন্তোষাদি সবে হৈলা ভক্তি পথে আর্য্য। শ্রীনরোত্তমের সব অলৌকিক কার্য্য॥ শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ হৈয়া আনন্দিত। বর্ণিলেন গীতে কিছু যাহার চরিত॥

তথাহি গীতং যথা ॥

জয়রে জয়রে জয়, ঠাকুর নরোত্তম, প্রেমভকতি মহারাজ ॥ যা কর মন্ত্রি, অভিন্ন কলেবর, রামচন্দ্র কবিরাজ ॥ ধ্রু ॥ প্রেম মকুটমণি, ভুষণ ভাবাবলি, অঙ্গহি অঙ্গ বিরাজ। নৃপ আসন, খেতরী মহাবৈঠল, সঙ্গহি ভকত সমাজ ॥ সনাতন রূপকৃত, গ্রন্থ শ্রীভাগবত, অনুদিন করত বিচার। রাধামাধব, যুগল উজ্জ্বলরস, পরমানন্দ সুখসার ॥ শ্রীসংকীর্ত্তন, বিষয় রসোন্মত, ধর্ম্মাধর্ম্মনাহি জান। যোগ দান ব্রত, আদি ভয়ে ভাগত, রোয়ত করম গেয়ান ॥ ভাগবত শাস্ত্রগণ, যোদেই ভকতিধন, তাক গৌরব করু আপ। সাংখ্য মিমাংসক, তর্কাদিক যত, কম্পিত দেখি পরতাপ ॥ অভকতচোর, সুদূরহি ভাগি রহু, নিয়ড়ে নাহি পরকাশ। দীনহীন জনে, দেয়ল ভকতিধনে, বঞ্চিত গোবিন্দ দাস ॥ ১ ॥

গোবিন্দ শ্রীরামচন্দ্রানুজ ভক্তিময়। সর্ব্বশাস্ত্রেবিদ্যা কবিসবে প্রশংসয় ॥ শ্রীজীব শ্রীলোকনাথ আদি বৃন্দাবনে। পরমানন্দিত যার গীতামৃত পানে ॥ কবিরাজ খ্যাতি সবে দিলেন তথাই। কত শ্লাঘা কৈল শ্লোকে ব্রজস্থ গোসাঞি ॥

তথাহি ॥

শ্রীগোবিন্দ কবীন্দ্র চন্দন গিরেশ্চঞ্চদ্বসন্তানিল
নানীতঃ কবিতাবলী পরিমলঃ কৃষ্ণেন্দু সম্বন্ধভাক্।
শ্রীমজ্জীব সুরাঙ্ঘ্রি পাশ্রয়জুষোভৃঙ্গান্ সমুন্মাদয়ন্
সর্ব্বস্যাপি চমৎকৃতিং ব্রজবনে চক্রে কি মন্যৎ পরং ॥

শ্রীজীবগোস্বামী পত্রীদ্বারে ব্রজে হৈতে। পুনঃ পুনঃ লেখে গীতামৃত পাঠাইতে॥ শ্রীগোবিন্দকবিরাজ গীতামৃত-গণে। গোস্বামির আদেশে পাঠান বৃন্দাবনে॥ এ সব প্রসঙ্গ আগে হবেন বিস্তার। শ্রীগোবিন্দকবিরাজ প্রাণ সবাকার॥ যবে যে বর্ণয়ে তাহা পরামৃত হয়। নরোত্তম কবিরাজ আদি আস্বাদয়॥ যখন যা বর্ণিতে কহয়ে বিজ্ঞগণে। তখন তা বর্ণয়ে পরমানন্দ মনে॥ হরিনারায়ণ রাজা বৈষ্ণব প্রধান। রামচন্দ্র বিনা তেহোঁ না জানয়ে আন॥ তেঁহো যৈছে শিষ্য হইলা যে শিষ্য করিল। সে সব প্রসঙ্গ এথা বর্ণিতে নারিল॥ হরিনারায়ণ কবিরাজে নিবেদিলা। শ্রীরাম চরিত্রগীত তারে বর্ণিদিলা॥

তথাহি॥

গীতং যথা রাগ॥

জয় জয় রাম, রাম রঘুনন্দন, জনকসুতা নিজ কান্ত। সুর নর বানর, খচর নিশাচর, যছু গুণ গাওয়ে অনন্ত॥ জয় জয় দুর্ব্বাদল, নব জলধর, কঞ্জনয়ন রণধীর। ডাহিনে নিহিত শর, বাঁয়ে ধনুর্দ্ধর, জলনিধি কোটি গভীর॥ পাদুকা ধরত, ভরত ভরতানুজ, ছত্র চামর নাহি ছোড়ি॥ শিব চতুরানন, সনক সনাতন, সম্মুখে রহে কর জোড়ি॥ হৃদয়ে আনন্দিত, মারুত নন্দন, অভয় চরণ করু সেবা॥ গোবিন্দ দাস, হৃদয়ে অবধারল, হরিনারায়ন অধিদেবা॥ ১॥

ঐছে শ্রীসন্তোষ দত্ত অনুমতি দিল। সঙ্গীত মাধব নাম

নাটক বর্ণিল ॥ রাধাকৃষ্ণ পূর্ব্বরাগ অপূর্ব্ব তাহাতে। শুনিয়া সন্তোষ দত্ত পরানন্দ চিতে ॥ প্রসঙ্গে কহিয়ে কিছু সন্তোষ আখ্যান। যাহার শ্রবণে তৃপ্ত কর্ণ মনঃ প্রাণ॥ রাজধানি স্থান পদ্মাবতী তীরবর্ত্তি। গোপালপুর নগর সুন্দর বসতি ॥ তথা বিলসয়ে রাজা কৃষ্ণানন্দদত্ত। শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত পরম মহত্ত্ব ॥ জ্যেষ্ঠ পুরুষোত্তম কনিষ্ঠ কৃষ্ণানন্দ। এ দুই ভ্রাতার প্রীতে লোকের আনন্দ॥ শ্রীকৃষ্ণানন্দের পুত্র শ্রীল নরোত্তম। পূর্ব্বে জানাইল যার চরিত্রানুপম ॥ শ্রীপুরুষোত্তমের তনয় সন্তোষাখ্য। শ্রীকৃষ্ণানন্দের ভ্রাতুস্পুত্র কার্য্যেদক্ষ ॥ গৌড়-রাজামাত্য প্রজা পালনে প্রবীন। অত্যন্ত প্রভাব অন্য যাহার অধীন ॥ সর্ব্ব প্রকারে সবার আনন্দ বাঢ়ায়। অতি বিদ্যাবান্ শাস্ত্র প্রসঙ্গ সদায় ॥ শ্রীমন্নরোত্তমের ভ্রাতা ও শিষ্য তার। গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবায় সুদ্ধাচার ॥

তথাহি ॥

সঙ্গীতমাধব নাটকে ॥

পদ্মাবতী তীরবর্ত্তি গোপালপুর নগরবাসী গৌড়াধিরাজ মহামাত্য শ্রীপুরুষোত্তমদত্ত সত্তমতনুজঃ শ্রীসন্তোষদত্তঃ সহি শ্রী নরোত্তমদত্তঃ সত্তম মহাশয়ানাং কনীয়ান্ যঃ পিতৃব্য ভ্রাতৃ শিষ্যঃ তেন চ শ্রীরাধামাধবয়োঃ প্রকট লীলানুসারেণ লৌকীকরীত্যা পূর্ব্ব রাগাদি বিলাসাঢ্যং সঙ্গীতমাধবং নাটকং বিরচয্য নানারত্নাদি দানেন নাম্না পুরস্কৃত্য সমর্পিতোস্তি ॥ পুনঃ ॥ ১ ॥

যো স্তঃ প্রেমগুণৈর্নিবদ্ধ্য যুগপৎ শ্রীরাধিকামাধবৌ
হৃৎপদ্মেন বহির্নিধায় জগতাং ভদ্রোদয়ায়স্ফুটং।
সাক্ষাদেব নিজালয়েচ বিদধে সেবাংসমস্তার্পণৈস্ত
স্মাদপ্যপরোঽস্তি কোঽত্র সুকৃতিং সন্তোষ দত্তাদলং॥

পুনঃ॥

অহো শ্রীগৌরাঙ্গো ব্রজদয়িত রাধারমণতঃ
সদা রাধাকান্ত প্রকট হরিদেহ ব্যতিকরাঃ।
সভা কিং শোভা কিং কিমুতগুরুসেবা সমভব
ন্নসন্তোষাদন্যঃ পরমহহ সন্তোষভবনং॥

সন্তোষ দত্তের মহা আশ্চর্য্য ক্রিয়ায়। পরস্পর লোকে সন্তোষের গুণগায়॥ কেহো কহে বুঝি কেহোসহায় আছয়। নহিলে এ ভক্তিধন প্রাপ্তি নাহি হয়॥ কেহো কহে বুঝি কবিরাজ নরোত্তম। ইহার সহায় তেঞি বুদ্ধি অনুপম॥

তথাহি সঙ্গীতমাধব নাটকে॥

যৎসহায়ৌ সদা শ্রীমৎকবিরাজ নরোত্তমৌ।
তস্যৈব মীদৃশীবুদ্ধিঃ কিমাশ্চর্য্যায় কল্পতে॥

শ্রীসন্তোষ দত্তের আশ্চর্য্য ভক্তি প্রথা। গ্রন্থ বাহুল্যার্থে বিস্তারিতে নারি এথা॥ শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ সহ অতি স্নেহ। সকল অভিন্ন দৃষ্টে ভিন্ন মাত্র দেহ॥ শ্রীখেতরি গ্রামে এ সকল প্রিয় সঙ্গে। কবিরাজ নরোত্তম বিলাসয়ে রঙ্গে॥ অল্পে জানাইল এই দোঁহার যে রীত। এ প্রসঙ্গ শ্রবণে উপজে কৃষ্ণে প্রীত॥ শ্রীরামচন্দ্রের ইষ্ট সেবা যে

প্রকার। আগে জানাইব ইহা করিয়া বিস্তার ॥ এবে কহি পূর্ব্বে যে করিল নিবেদন। শ্রীগোকুলানন্দচক্রবর্ত্তি বিবরণ ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ। দ্বিজ হরিদাসাচার্য্য যে-খণ্ডে বিপদ ॥ প্রেমভক্তি মহারত্ন প্রদানে প্রবীন। সঙ্কীর্ত্তন রসেতে উন্মত্ত রাত্রি দিন ॥ তার পুত্র গোকুলানন্দ শ্রীদাস-দ্বয়। শিশুকাল হৈতে সর্ব্ব চিত্ত আকর্ষয় ॥ অনায়াসে হৈলা সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ। সঙ্কীর্ত্তনানন্দেতে উন্মত্ত অনুক্ষণ ॥ কি কহিব শ্রীগোকুলানন্দের মহিমা। শ্রীনিবাস আচার্য্যের অনু-গ্রহ সীমা ॥ যৈছে আজ্ঞা কৈল পিতা গোকুলের প্রতি। তৈছে শিষ্য হৈয়া গুরুপদে হৈল রতি ॥ মহাবিজ্ঞ শ্রীদাসের তৈছে ভক্তি প্রথা। বিশেষ জানিবে আগে এ অদ্ভুত কথা ॥ শ্রীনিবাস আচার্য্য পরম দয়াময়। এ সকল শিষ্য সঙ্গে সুখে বিলসয় ॥ ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ করয়ে সদায়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণে জগতমাতায় ॥ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর প্রিয়দাস। ব্যাপিল যাহার যশে এ ভূমি আকাশ ॥ শ্রীনিবাস জন্মাদি চরিত্র মনোহর। বৈষ্ণবের সাধ এ শুনিতে নিরন্তর। বৈষ্ণবের চেষ্টা কিছু বুঝিতে নারিল। মো হেন মূর্খেরে বর্ণিবারে আজ্ঞা দিল ॥ তা সবার আজ্ঞা বল হৃদয়ে ধরিয়া। যে কিছু কহিব তা শুনিবে হৃষ্ট হইয়া। শ্রীনিবাস চরিত্র শুনিতে যার মন। তারে সুপ্রসন্ন গৌর ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ইহা শুনইতে যার উল্লাস অন্তরে। প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত কৃপা তারে ॥ প্রভু গদাধর শ্রীবাসাদি ভক্তগণ।

ইথে রতি যার তারে দেন ভক্তিধন॥ ইহার চরিত্রে যার নাহিক বিশ্বাস। এই সব তাহার করয়ে সর্ব্বনাশ॥ শ্রীনিবাস চরিত্র শুনহ সর্ব্বজন। অনায়াসে হবে সব বাঞ্ছিত পূরণ॥ প্রসঙ্গে পাইয়া ইথে আর যে বর্ণিব। সে সব শুনিতে মহাআনন্দ বাঢ়িব॥ অতি সুমধুর এই শ্রবণ পরসে। বহির্ম্মুখ সম্মুখ হইব অনায়াসে॥ পুনঃ পুনঃ নিবেদিয়ে ও হে শ্রোতাগণ। নিরন্তর কর এই গ্রন্থ আস্বাদন॥

গ্রন্থ নাম থুইল বিজ্ঞে ভক্তি রত্নাকর। বিবিধ তরঙ্গ ইথে অতি মনোহর॥ শ্রীভক্ত গোষ্ঠির পাদপদ্ম ধরি শিরে। সতত ডুবহ এই ভক্তি রত্নাকরে॥ ভক্তের সম্পত্তি ভক্তি কহে সর্ব্ব জন। ভক্তে দিলে মিলে এই ভকতি রতন॥ জয় জয় ভক্তিদেবি কৃপা কর দীনে। অভিলাস পূর্ণ নহে ভক্তি স্পর্শ বিনে॥ বহু জন্ম করে যদি বিবিধ সাধন। তথাপি দুর্ল্লভ কৃষ্ণপদে ভক্তিধন॥ প্রভু পদে সে ধন পাইতে যার সাধ॥ সে করুক নিরন্তর ভক্তি রসাস্বাদ॥ ভক্তি রত্ন যত্ন করি রাখহ হিয়ায়। সবার প্রধান ভক্তি সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥

তথাহি পাদ্মে॥

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধন সাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা॥

শ্রীভক্তির মহিমা কহিতে সাধ্যকার। ভক্তিরসাস্বাদিতে চৈতন্য অবতার॥ হেন অবতারের বালাই লৈয়া মরি। মহানীচে কৈল কৃষ্ণ ভক্তি অধিকারী॥ নহিলে এ ভক্তিরত্ন

রাখে লুকাইয়া। কখন না দেয় ছুটে ভুক্তি মুক্তি দিয়া॥

তথাহি শ্রীভাগবতে॥

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ কচকিঙ্করোবঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎস্মন ভক্তি যোগং॥

ব্রহ্মার দুর্ল্লভ ভক্তি কেবা ইহা পায়। হইল সুলভ কৃষ্ণচৈতন্য কৃপায়॥ প্রভুর অভিন্ন নিত্যানন্দ বলরাম। মহাবিষ্ণু অবতার শ্রীঅদ্বৈত নাম॥ মরি মরি কি অদ্ভুত করুণা দোঁহার। জগত ভরিয়া কৈল ভক্তির পাথার॥ শ্রীপণ্ডিত গদাধর আদি প্রভুর শক্তি। কৃপা করি কারে বা না দিল কৃষ্ণ ভক্তি॥ শ্রীবাসাদি যতেক প্রভুর ভক্তগণ। মহানন্দে ভক্তিধন কৈল বিতরণ॥ ভক্তিদাতা গোরা গুণ কে বর্ণিতে পারে। আপনি করয়ে দান করায়ে সবারে॥ স্থানে স্থানে ভক্তগণে করি নিযোজিত। পরম দুর্ল্লভ ভক্তি করিল বিদিত॥ দিলেন পশ্চিমদেশে রূপ সনাতনে। তথা প্রকাশিলা ভক্তিশাস্ত্রের প্রমাণে॥ বর্ণিলেন গ্রন্থ শ্রীহরিভক্তি-বিলাস। লক্ষ লক্ষ ভক্তি অঙ্গ তাঁহাতে প্রকাশ॥ ভক্তির-সামৃতসিন্ধু গ্রন্থ মহাসূর। যাহা শুনি ভক্ত চিত্তে আনন্দ প্রচুর॥ দুই মহারথি প্রভু ভক্ত প্রিয় পাত্র। কৃষ্ণ ভক্তিলভে এ দোহার স্মৃতি মাত্র॥ শ্রীজীবগোস্বামি আদি যত মহাশয়। ভক্তি শাস্ত্র প্রকাশি ভুবন কৈল জয়॥ শ্রীজীবগোসাঞির

গুণ কে বর্ণিতে পারে। সনাতন গোস্বামির পূর্ণ কৃপা যারে ॥ শ্রীসনাতনের অতি অদ্ভুত চরিত। শ্রীমদ্ভাগবতে যার অতিশয় প্রীত ॥ প্রথম বয়সে স্বপ্নে এক বিপ্রবর। শ্রীমদ্ভাগবত দেই আনন্দ অন্তর ॥ স্বপ্ন ভঙ্গে সনাতন ব্যাকুল হইলা। প্রাতে সেই বিপ্র শ্রীমদ্ভাগবত দিলা ॥ পাইয়া শ্রীভাগবত মহাহর্ষ চিতে। মগ্ন হৈলা প্রভু প্রেমামৃত সমুদ্রেতে ॥ শ্রীমদ্ভাগবত অর্থ যৈছে আস্বাদিল। তাহা শ্রীবৈষ্ণব তোষণীতে প্রকাশিল ॥ শ্রীসনাতনের পূর্ব্ব কহি সংক্ষেপেতে। শ্রীজীব গোস্বামি বিস্তারিলা তোষণীতে ॥

তথাহি লঘুতোষণ্যাং ॥

যে শ্রীভাগবতং প্রাপ্য স্বপ্নে প্রাতশ্চজাগরে।
স্বপ্ন দৃষ্টাদেব বিপ্রাৎ প্রথমে বয়সি স্থিতাঃ ॥
মমজ্জুঃ শ্রীভগবতঃ প্রেমামৃত মহাম্বুধৌ।
তেষামেবহি লেখোঽয়ং শ্রীসনাতন নামিনাং ॥
সদেতদ্ধি নিবেদ্যাপি কিঞ্চি দন্যদ্বিব ক্ষয়া।
অথো তদঙ্ঘ্রি জীবেন জীবেনেদং নিবেদ্যতে ॥

শ্রীজীবগোস্বামির সপ্ত পুরুষ প্রচার। প্রথম হইতে নাম কবিতা সভার ॥ শ্রীসর্ব্বজ্ঞ জগদ্গুরু নাম বিপ্ররাজ। মহাপূজ্য যজুর্বেদী গোত্র ভরদ্বাজ ॥ সর্ব্ব বেদে অধ্যাপক মহাপরাক্রম। কর্ণাট দেশের রাজা নাহি যার সম ॥ সর্ব্ব মহীপতি সদা পূজয়ে যাহারে। যৈছে লক্ষীবন্ত তাহা কে কহিতে পারে ॥ ১ ॥

তার পুত্র অনিরুদ্ধ দেব ইন্দ্র সম। চন্দ্রেও করয়ে স্পর্দ্ধা যশ সর্ব্বোত্তম ॥ মহীপতি পূজিত বেদজ্ঞ লক্ষ্মীবান্। পৃথিবীতে বিখ্যাত মহিষীদ্বয় তান্ ॥ রূপেশ্বর হরি হর নামে পুত্রদ্বয়। বহুগুণ সর্ব্বত্র বিদিত অতিশয় ॥ শাস্ত্রে বিচক্ষণ জ্যেষ্ঠ পুত্র রূপেশ্বর। শাস্ত্রে মহাপ্রবীণ কনিষ্ঠ হরিহর ॥ বিভাগ করিয়া দোঁহে দিয়া রাজ্য ভার। শ্রীকৃষ্ণের ধাম প্রাপ্তি হইল পিতার ॥ কতোদিন পরে লোক সংঘট্ট করিয়া। লইল জেষ্ঠের রাজ্য কনিষ্ঠ হরিয়া ॥ রাজ্য গেলে রূপেশ্বর পত্নীর সহিতে। অষ্ট অশ্বে যুক্ত আইলা পৌরস্ত্য দেশেতে ॥ শ্রীশিখরেশ্বর সখ্য তাতে সুখ পাই। রূপেশ্বর-দেব বাস করিল তথাই ॥ ২ ॥

শ্রীরূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ নাম। পরম সুন্দর সর্ব্ব গুণে অনুপম ॥ অঙ্গ সহ যজুর্ব্বেদাদিক অধ্যয়নে। পরম অপূর্ব্ব যশ বিদিত ভুবনে ॥ কি অপূর্ব্ব পদ্মনাভ দেবের চরিত। শ্রীজগন্নাথের প্রেমে সদা উল্লাসিত ॥ পদ্মনাভ নৃপ-সে শিখর ভূমি হৈতে। আইলেন গঙ্গাতীরে বাস স্পৃহা চিতে ॥ নবহট্ট গ্রামে বাস কৈল মহাশয়। নৈহাটি নাম যার সর্ব্ব লোকে কয় ॥ তথা পদ্মনাভ দেব মহা হর্ষ চিতে। শ্রীপুরুষোত্তম মূর্ত্তি পূজয়ে যত্নেতে ॥ করি যজ্ঞ উৎসব পর-মানন্দ হৈল। অষ্টাদস কন্যা পঞ্চপুত্র জন্মাইল ॥ ৩ ॥

শ্রীপুরুষোত্তম জগন্নাথ নারায়ণ। মুরারি মুকুন্দ এই পুত্র পঞ্চজন ॥ পুরুষোত্তম জ্যেষ্ঠ সর্ব্ব কনিষ্ঠ মুকুন্দ। সর্ব্বাংশে

প্রবীন সর্ব্বোত্তম গুণ বৃন্দ ॥ ৪ ॥

শ্রীমুকুন্দ দেবের নন্দন শ্রীকুমার। বিপ্রকুল প্রদীপ পরম শুদ্ধাচার ॥ সদা যজ্ঞাদিক ক্রিয়া নিভৃতে করয়। কদাচার জন স্পর্শে অতি ভীত হয় ॥ যদি অকস্মাৎ কভু দেখয়ে যবন। করে প্রায়শ্চিত্ত অন্ন না করে গ্রহণ ॥ জ্ঞাতি-বর্গ হইতে উদ্বেগ হৈল মনে। ছাড়িলেন নবহট্ট গ্রাম সেই-ক্ষণে ॥ নিজগণ সহ বঙ্গ দেশে শীঘ্র গেলা। বাকলা চন্দ্র-দ্বীপ গ্রামেতে বাস কৈলা ॥ যশোরে ফতয়া বাদ নামে গ্রাম হয়। গতায়াত হেতু তথা করিল আলয় ॥ ৫ ॥

কুমার দেবের হৈল অনেক সন্তান। তার মধ্যে তিন পুত্র বৈষ্ণবের প্রাণ ॥ সনাতন রূপ শ্রীবল্লভ এই ত্রয়। স্বগোত্র অন্যত্র যে অর্চ্চিত অতিশয় ॥ ৬ ॥

তথাহি তত্রৈব ॥

উদ্যচ্চারু পদক্রমাশ্রিতবতী যস্যামৃতশ্রাবিণী
জিহ্বাকল্পলতাত্রয়ী মধুকরীভূয়ো নরীনৃত্যতে।
রেজেরাজসভাসভাজিতপদঃ কর্ণাটভূমীপতিঃ
শ্রীসর্ব্বজ্ঞ জগদ্গুরুর্ভুবিভরদ্বাজান্বর গ্রামণীঃ ॥ ১ ॥
পুত্রস্তস্যনৃপস্যকশ্যপতুলামারোহতো রোহিণী
কান্তস্পর্দ্ধিযশোভরঃ সুরপতেস্তুল্য প্রভাবোঽভবৎ।
সর্ব্বক্ষ্মাপতিপূজিতো ঽখিলযজুর্বেদৈকবিশ্রামভূ
র্লক্ষ্মীবান নিরুদ্ধদেব ইতি যঃ খ্যাতিং ক্ষিতৌ জগ্মিবান ॥ ২
মহিষ্যোভূপস্য প্রথিতযশসস্তস্যতনয়ৌ

প্রজজ্ঞাতে রূপেশ্বর হরিহরাখ্যৌ গুণনিধী ॥
তয়োরাদ্যঃ শাস্ত্রে প্রবলতরভাবং বহুবিধে
জগামান্যঃ শস্ত্রেনিজনিজগুণ প্রেরিততয়া ॥ ৩ ॥
বিভজ্যস্বংরাজ্যং মধুরিপু পুরপ্রস্থিতিদিনে
পিতাতাভ্যাং রূপেশ্বর হরিহরাভ্যাং কিলদদৌ।
নিজজ্যেষ্ঠং রূপেশ্বর মথকনিষ্ঠো হরিহরঃ
স্বরাজ্যাদার্য্যানাং কুলতিলকমভ্রংশয়দসৌ ॥ ৪ ॥
শ্রীরূপেশ্বরদেব এবমরিভি র্নির্ধূতরাজ্যঃক্রমা
দষ্টাভিস্তুরগৈঃ সমংদয়িতয়া পৌরস্ত্যদেশং যযৌ।
তত্রাসৌশিখরেশ্বরস্য বিষয়ে সখ্যুঃসুখং সংবসন্
ধন্যঃ পুত্ত্রমজীজনদ্গুণনিধিং শ্রীপদ্মনাভাভিধং ॥ ৫ ॥
যজুর্ব্বেদঃ সাঙ্গো বিততিরপি সর্ব্বোপনিষদাং
রসাজ্ঞায়াং যস্যস্ফুট মঘটয়ত্তাণ্ডবকলাং।
জগন্নাথ প্রেমোল্লসিত হৃদয়ঃ কর্ণপদবীং
নযাতঃ কেষাম্বাসকিল নৃপ রূপেশ্বরসুতঃ ॥ ৬ ॥
বিহায় গুণ শেখরঃ শিখর ভূমি বাস স্পৃহাং
স্ফুরত সুর তরঙ্গিণী তট নিবাস পর্য্যুৎসুকঃ।
ততো দনুজমর্দ্দন ক্ষিতিপ পূজ্যপাদঃ ক্রমা
দুবাস নব হট্যকে সকিল পদ্মনাভঃ কৃতী ॥ ৭ ॥
মূর্ত্তিং শ্রীপুরুষোত্তমস্য যজত স্তত্রৈব সত্রোৎসবৈঃ
কন্যাষ্টাদশকেন সার্দ্ধমভবন্নেতস্য পঞ্চাত্মজাঃ।
তত্রাদ্যঃ পুরুষোত্তমঃ খলু জগন্নাথশ্চ নারায়ণোধীরঃ

শ্রীল মুরারিরুত্তম গুণঃ শ্রীমান্ মুকুন্দঃ কৃতী ॥ ৮ ॥
জাতস্তত্র মুকুন্দ তো দ্বিজবরঃ শ্রীমান্ কুমারাভিধঃ
কশ্চিদ্রোহমবাপ্য সৎকুলজনির্বঙ্গালয়ং সঙ্গতঃ।
তৎপুত্রেষু মহিষ্ঠ বৈষ্ণবগণ প্রেষ্ঠাস্ত্রয়োজজ্ঞিরে
যে স্বং গোত্র মমুত্র চেহচপুনশ্চক্রুস্তরামর্চ্চিতং ॥ ৯ ॥

সনাতন রূপ শ্রীবল্লভ ভক্ত ভূপ। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সনাতন অনুজ শ্রীরূপ ॥ সবার অনুজ শ্রীবল্লভ প্রেমময় ॥ শ্রীজীব-গোস্বামি হন তাঁহার তনয় ॥ এ তিন ভ্রাতার যৈছে গৃহে ব্যবহার। গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে নারি বর্ণিবার ॥ সনাতন রূপ মহামন্ত্রী সর্ব্বাংশেতে। শুনিলেন রাজা শিষ্ট লোকের মুখেতে ॥ গৌড়ে রাজা যবন অনেক অধিকার। সনাতন রূপে আনি দিল রাজ্যভার ॥ ম্লেচ্ছ ভয়ে বিষয় করিল অঙ্গীকার। এ দুই প্রভাবে রাজ্য বৃদ্ধি হৈল তার ॥ রাজা হর্ষে দিল রাজ্য পৃথক করিয়া। রাজ্যভোগ করয়ে কিঞ্চিৎ কর দিয়া ॥ গৌড়ে রামকেলি গ্রামে করিলেন বাস। ঐশ্বর্য্যের সীমা অতি অদ্ভূত বিলাস ॥ ইন্দ্রসম সনাতন রূপের-সভাতে। আইসে শাস্ত্রজ্ঞগণ নানা দেশ হৈতে ॥ গায়ক বাদক নর্ত্তকাদি কবিগণ। সর্ব্বদেশী সকলে নিযুক্ত সর্ব্বক্ষণ। নিরন্তর করেণ অনেক অর্থব্যয়। কোন রূপে কারু অসম্মান নাহি হয় ॥ সদা সর্ব্বশাস্ত্র চর্চ্চা করে দুই জন। অনায়াসে করে দোঁহে খণ্ডন স্থাপন ॥ ন্যায়সূত্র ব্যাখ্যা নিজ কৃত যে করয়। সনাতন রূপ শুনিলে সে দৃঢ় হয় ॥ ঐছে সবে সর্ব্ব

প্রকারেতে দৃঢ় হৈয়া। সনাতন রূপ গুণ গায় সুখ পাঞা ॥ সর্ব্বত্র ব্যাপিল এ দোঁহার গুণগণ। কর্ণাটদেশাদি হৈতে আইলা বিপ্রগণ ॥ সনাতন রূপ নিজ দেশস্থ ব্রাহ্মণে। বাসস্থান দিলা সবে গঙ্গা সন্নিধানে ॥ ভট্ট গোষ্ঠিবাসে ভট্ট-বাটী নামে গ্রাম ॥ সকলে শাস্ত্রজ্ঞ সর্ব্বমতে অনুপম ॥ রামকেলি গ্রামে সে সকল বিপ্র লৈয়া। ব্যবহার কার্য্য সব সাধে হর্ষ হৈয়া ॥ বৈষ্ণব সম্প্রদায়গণে রূপ সনাতন ॥ যে রূপ আদরে তাহা না হয় বর্ণন ॥ নবদ্বীপ হৈতে আইসে বিপ্রগণ যত। কহিতে না পারি তা সবারে ভক্তি কত ॥ শ্রীসনাতনের গুরু বিদ্যা বাচস্পতি। মধ্যে মধ্যে রামকেলি গ্রামে তাঁর স্থিতি ॥ সর্ব্বশাস্ত্রাধ্যয়ন করিলা যার ঠাঁই। যৈছে গুরুভক্তি কহি ঐছে সাধ্য নাই ॥ সনাতন কৃত শ্রীদ-শম টিপ্পণীতে। লিখিলা গুরুর নাম মঙ্গল নিমিত্তে ॥

তথাহি দশম টিপ্পন্যাং ॥

ভট্টাচার্য্যং সার্ব্বভৌমং বিদ্যা বাচস্পতীন্ গুরূন্।
বন্দে বিদ্যাভূষণঞ্চ গৌড়দেশ বিভূষণং ॥
বন্দে শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্যং রসপ্রিয়ং।
রাম ভদ্রং তথা বাণী বিলাসং চোপদেশকং ॥

সনাতন রূপের সাধন যে প্রকার। সে সকল বিস্তারি কহিতে সাধ্য কার ॥ বাড়ির নিকটে অতি নিভৃত স্থানেতে। কদম্ব কানন রাধা শ্যামকুণ্ড তাতে ॥ বৃন্দাবন লীলা তথা করয়ে চিন্তন। না ধরে ধৈরজ নেত্রে ধারা অনুক্ষণ ॥

শ্রীবিগ্রহ মদনমোহন সেবায় রত। সদা খেদ উক্তি তাহা কহিব বা কত ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র বিহরে নদিয়া। সদা উৎকণ্ঠিত তাঁর দর্শন লাগিয়া ॥ পিতা পিতামহাদির যৈছে শুদ্ধাচার। তাহা বিচারিতে মনে মানয়ে ধিক্কার ॥ যবন দেখিলে পিতা প্রায়শ্চিত্ত করয়। হেন যবনের সঙ্গ নিরন্তর হয় ॥ করি মুখাপেক্ষা যবনের গৃহে জান। এ হেতু আপনামানে ম্লেচ্ছের সমান ॥ যৈছে মনোবৃত্তি তাহা কিছু নাহি হয়। ইথে অতি দীনহীন আপনা মানয়। যবে মগ্ন হন দৈন্য সমুদ্র মাঝারে। ম্লেচ্ছাদিক হৈতে নীচ মানে আপনারে ॥ নীচ জাতি সঙ্গে সদা নীচ ব্যবহার। এই হেতু নীচ জাত্যাদিক উক্তি তাঁর ॥ বিপ্ররাজ হৈয়া মহাখেদ যুক্তান্তরে। আপনাকে বিপ্র জ্ঞান কভু নাহি করে ॥

শ্রীচৈতন্য কৃপা যারে তাঁর ঐছে রীত। আপনা উত্তম বুদ্ধি নহে কদাচিৎ ॥ সদা এক রস আপনাকে নীচ মানে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সে ভক্তের তত্ত্ব জানে ॥ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। যৈছে দৈন্য করে তৈছে না করয়ে অন্য ॥ তান ভক্ত দৈন্য রসে নিমগ্ন সদায়। দৈন্যে যে আনন্দ তাহা জানে গৌররায় ॥ সনাতন রূপের অন্তরে হৈল যাহা। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র জানিলেন তাহা ॥ ভক্তেরে মিলিতে প্রভু কত ভঙ্গি যানে। রামকেলি আইলা যাইতে বৃন্দাবনে ॥ প্রভুরে দেখিতে লক্ষ ২ লোক ধায়। যবনেহ আনন্দে প্রভুর গুণগায় ॥ সনাতন রূপ হিয়া আনন্দে

উথলে। সঙ্গোপনে গিয়া পড়ে প্রভু পদতলে ॥ দন্তে তৃণ ধরি দৈন্য কৈল যে প্রকার। সে সব শুনিতে প্রাণ বিদরে সবার ॥ শ্রীভক্তবৎসল প্রভু ধৈর্য্য নাহি বান্ধে। সনাতন রূপের দৈন্যেতে প্রাণ কান্দে ॥ চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এ লিখন। দৈন্য ছাড় তোমার দৈন্যে ফাটে মোরমন ॥ যৈছে দৈন্য কৈল তাহা কিছু ব্যক্ত তথা। গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে না লিখিনু এথা ॥ সর্ব্বাংশে উত্তম হৈয়া ঐছে দৈন্য করে। নীচ ম্লেচ্ছ পাপী শুনি আপনাধিক্কারে ॥ বিপ্রগণে বিস্ময় এ মর্ম্ম না বুঝিল। প্রভু ভক্ত দ্বারে লোকে শিক্ষা করাইল ॥ ওহে ভাই কে বুঝিতে পারে প্রভু হিয়া। ভক্তাধীন হন ভক্ত গুণ প্রকাশিয়া ॥ রামানন্দ দ্বারে কন্দর্পের দর্পনাশে। দামোদর দ্বারে নিরপেক্ষ পরকাশে ॥ হরিদাস দ্বারে সহিষ্ণুতা জানাইল। সনাতন রূপ দ্বারে দৈন্য প্রকাশিল ॥ জিতেন্দ্রিয় নিরপেক্ষ সহিষ্ণুতা দৈন্য। এ চারি অবধি ব্যক্ত কৈলা শ্রীচৈতন্য ॥ সনাতন রূপ দৈন্য না পারি বুঝিতে। মূর্খগণ ইথে তর্ক করে না না মতে ॥ মহা ঘোর নরক যাইতে যার সাধ। সে করুক ঐছে কুতর্কাদি অপরাধ ॥ গণ সহ সনাতন রূপে কৃপা করি। রামকেলি হৈতে যাত্রা কৈলা গৌরহরি ॥ সনাতন রূপ শ্রীবল্লভ তিন ভাই। যে সুখে ভাসিল তা কহিতে সাধ্য নাই ॥ কেশব ছত্রীন আদি যত বিজ্ঞগণ। হইল কৃতার্থ পাই প্রভুর দর্শন। শ্রীজীবাদি সঙ্গোপনে প্রভুরে দেখিল। অতি প্রাচীনের মুখে এসব শুনিল ॥ অল্প-

কালে শ্রীজীবের বুদ্ধি চমৎ কার। ব্যাকরণ আদি শাস্ত্রে অতি অধিকার॥ সনাতন রূপ ভ্রাতুষ্পুত্রে নিরখিয়া। করে অতি অনুগ্রহ স্নেহ প্রকাশিয়া॥ শ্রীজীব চরিত্র কেবা বুঝিবারে পারে। প্রভু রূপ মাধুরী সদাই চিন্তা করে॥ অধ্যাপক স্থানে শাস্ত্র পড়ে নিরন্তর। দেখিয়া সবার অতি প্রসন্ন অন্তর॥ সবে কহে দেব অংশে জনম ইহার। নহিলে কি অল্প কালে এত অধিকার॥ যৈছে সনাতন রূপ বল্লভ সুন্দর। তৈছে শ্রীজীবের কি সৌন্দর্য্য মনোহর॥ ঐছে কত কহে তাহা বর্ণিতে না পারি। এ হেন শ্রীজীবের বালাই লৈয়া মরি॥ সনাতন রূপ মহামন্ত্রি সর্ব্বমতে। উপায় সৃজিল মহা বিষয় ছাড়িতে॥ প্রভুরে মিলিতে পুরশ্চরণ করিল। প্রভুর সম্বাদ হেতু লোক নিযোজিল॥ পূর্ব্বে পরিজনে পাঠাইলা সাব হিতে। কতোচন্দ্রদ্বীপে কত ফতয়া বাজেতে॥ শ্রীরূপবল্লভ সহ নৌকায় চড়িয়া। বহুধন লৈয়া গৃহে গেলা হর্ষ হৈয়া॥ বিপ্র বৈষ্ণবাদি সবে ধন বাঁটি দিল। প্রভু ব্রজে গেলেন শুনিয়া যাত্রা কৈল॥ বৃন্দাবন হৈতে প্রভু প্রয়াগে আইলা। প্রয়াগে যাইয়া রূপ বল্লভ মিলিলা॥ পরম আনন্দে কৃপা করি গৌরহরি। যত্নে বৃন্দাবনে পাঠাইলা শীঘ্র করি॥ সনাতন রাজ কার্য্য করে লোক দ্বারে। আপনি না যায় শাস্ত্র বিচারয়ে ঘরে॥ বিশ ত্রিশ ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতে লইয়া। ভাগবত বিচারয়ে সভাতে বসিয়া॥ চৈতন্যচরিতামৃতে এ সব বর্ণিল। সনাতন কাশী গিয়া প্রভুরে

মিলিল॥ সনাতনে যৈছে কৃপা কে বর্ণিতে পারে। যার অঙ্গ মলা ছাড়ায়েন নিজ করে॥ প্রভু প্রিয় কবিকর্ণপূর গ্রন্থ কৈল। সনাতনে যে প্রসাদ তাহা জানাইল॥

তথাহি॥

গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণ মণিস্ত্যক্ত্বায ঋদ্ধাংশ্রিয়ং
রূপস্যাগ্রজ এক এবতরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীংদধে।
অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণসরসো বাহ্যাবধূতাকৃতিঃ
শৈবালৈঃপিহিতং মহাসরইব প্রীতিপ্রদস্তদ্বিদামিতি॥
তংসনাতনমুপাগত মক্ষো
দৃষ্টপূর্ব্বমতিমাত্রদয়ার্দ্রঃ।
আলিলিঙ্গ পরিঘাযত দোর্ভ্যাং
সানুকম্পমথচম্পক গৌরঃ। ইতি॥
কালেনবৃন্দাবন কেলিবার্ত্তালুপ্তেতিতাং খ্যাপয়িতুংবিশেষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ নাথস্তত্রৈবরূপঞ্চ সনাতনঞ্চ॥

সনাতনে প্রভু অনুগ্রহ নিরখিয়া। কাশীবাসি ভক্তের হইল হর্ষ হিয়া॥ প্রভু আজ্ঞামতে ব্রজে গেলা সনাতন। ব্রজে হৈতে আইলা রূপ না হৈল মিলন॥ এথা প্রভু নীলাচলে আসি কিছু দিনে। রূপ সনাতন লাগি উৎকণ্ঠিত মনে। শ্রীরূপ বল্লভ সহ উল্লাসিত হিয়া। নীলাচল চলে শীঘ্র গৌড়দেশ দিয়া॥

শ্রীরূপের অনুজ বল্লভ বিজ্ঞবর॥ অনুপম নাম থুইল শ্রীগৌরসুন্দর॥ রঘুনাথ বিনা যেহোঁ অন্য নাহি জানে। সদা মত্ত

রঘুনাথ বিগ্রহ সেবনে ॥ সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনাথ চৈতন্যগোসাঞে। আপনামানয়ে ধন্য ঐছে প্রভু পাই ॥ কি বলিব বল্লভের মহিমা অশেষ। শ্রীরূপ বল্লভে লৈয়া আইলা গৌড়দেশ ॥ শ্রীবল্লভ অপ্রকট হৈলা গঙ্গা তীরে। নীলাচলে গেলা রূপ কিছু দিন পরে ॥ নীলাচলে প্রভু ভক্তগণের দর্শনে। যে আনন্দ হইল তা বর্ণিব কোন জনে ॥ গণ সহ শ্রীচৈতন্য অদ্বৈত নিতাই। যে কৃপা করিল রূপে কহি সাধ্য নাই ॥ কতোদিন রহি প্রভু ভক্ত আজ্ঞামতে। বৃন্দাবনে চলিলেন গৌড়দেশ পথে ॥ গৌড়ে যে আছিল অর্থ তাহা আনাইলা। কুটুম্ব ব্রাহ্মণ দেবালয়ে বাঁটি দিলা ॥ নিশ্চিন্ত্য হইয়া ব্রজে করিল গমন। চৈতন্য চরিতামৃতে গ্রন্থে এ লিখন ॥ বৃন্দাবন হৈতে শ্রীগোস্বামী সনাতন। ঝারিখণ্ড পথে কৈলা নীলাদ্রি গমন ॥ কিছু দিনে আসি নীলাচলে প্রবেসিলা ॥ সনাতনে দেখি প্রভু মহাহর্ষ হৈলা ॥ কি অদ্ভুত স্নেহে সর্ব্ব ভক্ত মিলাইল। কিছু দিন রাখি পুনঃ ব্রজে পাঠাইল ॥ বৃন্দাবনে সনাতন শ্রীরূপে মিলিলা। চৈতন্যচরিতামৃতে ইহা বিস্তারিলা ॥ এ দোঁহার কৃপা লেশ হয় যার প্রতি। তার হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পদে রতি ॥ গোস্বামির পুরোহিত বিপ্রের কুমার। বৃন্দাবনে গেলা কৃপা হইল দোঁহার ॥ অর্থ বাঞ্ছা ছিল ছাড়ি উল্লাসিত মনে। শিষ্য হইলা সনাতন গোস্বামির স্থানে ॥ অদ্যাপিহ মাড় গ্রামে তাহার সন্তান। প্রভু সনাতন বিনে না জানয়ে আন ॥ সনাতন রূপ করুণায় আর্দ্র হৈলা।

মথুরামণ্ডলে লুপ্ত তীর্থ ব্যক্ত কৈলা॥ বৃন্দাবন হইতে শ্রীজী-বেরে আকর্ষিল। শ্রীজীবগোস্বামী গৌড়ে উদ্বিগ্ন হইল॥ শ্রীজীবগোস্বামী যৈছে গেলা বৃন্দাবন। সে অতি আশ্চর্য্য কিছু করি নিবেদন॥ যে হইতে গোস্বামী গেলেন বৃন্দাবনে। সেই হৈতে শ্রীজীবের কি বা হৈল মনে॥ নানা রত্ন ভূষা পরিধেয় সূক্ষ্ম বাস। অপূর্ব্ব শয়ন শয্যা ভোজন বিলাস॥ এ সব ছাড়িল কিছু নাহি ভায় চিতে। রাজ্যাদি বিষয় বার্ত্তা না পারে শুনিতে॥ শ্রীজীবের চেষ্টা দেখি শিষ্টলোকগণে। কেহো কারু প্রতি কহে সস্নেহ বচনে॥ ওহে ভাই কুমার দেবের পুত্রগণ। তার মধ্যে বৈষ্ণব শাস্ত্রজ্ঞ তিন জন॥ সনা-তন শ্রীরূপ বল্লভ এই তিন॥ সর্ব্বত্যাগ করিয়া হইলা উদা-সীন॥ কি অদ্ভুত বৈরাগ্য মমতা মাত্র নাই। ঐছে নিরপেক্ষ না দেখিয়ে কোন ঠাঁই॥ গঙ্গা তীরে বল্লভের হৈল পরলোক। অল্পকালে শ্রীজীব পাইলা মহাশোক॥ শ্রীজীবের এ হেন ঐশ্বর্য্যে নাই মন। কহিতে বিদরে হিয়া হইল যেমন॥ এক দিন তাঁরে মুঞি দেখিনু বিরলে। নিরন্তর ভাসে দুই নয়নের জলে॥ কেহো কহে ওহে ভাই এই সত্য হয়। জানিহ শ্রীজীবে কৃষ্ণ কৃপা সুনিশ্চয়॥ অল্পবয়সে অতিগভীর অন্তর। শ্রীমদ্ভাগবতে জানে প্রাণের সোসর॥ সদা কৃষ্ণ কথা সুখসমুদ্রে সাঁতারে। অন্যকথা কেহো ভয়ে কহিতে না পারে॥ এক দিন দেখিল হইয়া অলক্ষিত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি হইলা মূর্চ্ছিত॥

ধরণি লোটায় ধৈর্য্য ধরণ না যায়। মুখ বক্ষ ভাসে দুই নেত্রের ধারায়॥ করয়ে কতেক খেদ কান্দিয়া কান্দিয়া। দেখিতে সে দশা কার না বিদরে হিয়া॥ কেহো কহে ওহে ভাই বিচারিনু মনে। শ্রীজীব ছাড়িব ঘর অতি অল্পদিনে। কেহো কহে কৈছে এ ভ্রমিব স্থকুমার। কেহো কহে অনুরাগ প্রবল ইহার॥ কেহো কহে বিপ্র কুল প্রদীপ এ হয়। এঁহো গেলে হবে সব অন্ধকার ময়॥ ঐছে কত কহে সবে ব্যাকুল অন্তরে॥ শ্রীজীবে ছাড়িয়া কেহো নাহি যায় ঘরে॥ নিরন্তর শ্রীজীবের এই চিন্তা মনে। ঘরে হৈতে বাহির হইব কতক্ষণে॥ এক দিন একাকী বসিয়া সন্ধ্যা-কালে। শ্রীনামকীর্ত্তনে সিক্ত হয় নেত্রজলে॥ করয়ে যতন ধৈর্য্য ধরিতে না পারে। দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলি কহে বারে২। ওহে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। ওহে করুণার সিন্ধু শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র॥ ওহে কৃপাময় শ্রীপ্রভুর প্রিয়গণ। মো হেন পতিতে কর কৃপার ভাজন॥ ঐছে কত কহে কণ্ঠরুদ্ধ ক্ষণে ক্ষণে। নিশি শেষ হৈল নিদ্রা নাহিক নয়নে॥ শ্রীভক্ত বৎ-সল প্রভু প্রভুর ইচ্ছায়। শ্রীজীব দেখয়ে স্বপ্ন কিঞ্চিৎ নিদ্রায়॥ রামকেলি গ্রামে যৈছে দেখিল স্বপনে। সেই রূপ দেখে গৌরচন্দ্র গণসনে॥ সঙ্কীর্ত্তন মধ্যে নৃত্য করে গৌররায়। ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেমে জগত মাতায়॥ লক্ষ লক্ষ লোক ধাইয়া আইসে চারি পাশে। হরি হরি ধ্বনি হয় এ ভূমি আকাশে॥ ঐছে দেখা দিয়া প্রভু হৈলা অন্তর্ধান। স্বপ্ন ভঙ্গে জীবের

ব্যাকুল হৈল প্রাণ ॥ পুনঃ শ্রীজীবেরে নিদ্রা কৈল আকর্ষণ। শ্রীজীব দেখয়ে কিবা অপূর্ব্ব স্বপন ॥ কহিব সে স্বপ্ন পূর্ব্ব কহিয়া কিঞ্চিৎ। পরম অদ্ভুত এই শ্রীজীব চরিত ॥ শ্রীজীব বালক কালে বালকের সনে। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ বিনা খেলা নাহি জানে ॥ কৃষ্ণ বলরাম মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া। করিতেন পূজা পুষ্প চন্দনাদি দিয়া ॥ বিবিধ ভূষণ বস্ত্রে শোভা অতিশয়। অনিমিষ নেত্রে দেখি উল্লাস হৃদয় ॥ কনক পুতলী প্রায় পড়ি ক্ষিতিতলে। করিতে প্রণাম সিক্ত হৈলা নেত্রজলে ॥ বিবিধ মিষ্টান্ন অতি যত্নে ভোগ দিয়া। ভুঞ্জিতেন প্রসাদ বালকগণে লৈয়া ॥ কৃষ্ণ বলরাম বিনা কিছুই না ভায়। একাকীও দোঁহে লৈয়া নির্জ্জনে খেলায় ॥ শয়ন সময়ে দোঁহে রাখয়ে বক্ষেতে। মাতা পিতা কৌতুকেও না পারে লইতে ॥ কৃষ্ণ বলরাম প্রতি অতিশয় প্রীত। দেখিয়া বালক চেষ্টা সবে উল্লাসিত ॥ চৈতন্য নিতাই তার বাল্যকাল হৈতে। যৈছে প্রেমাধীন ব্যক্ত করয়ে স্বপ্নেতে ॥ হইলা প্রত্যক্ষ প্রভু কৃষ্ণ বলরাম। শ্যাম শুক্ল রূপ দোঁহে আনন্দের ধাম ॥ দোঁহার অদ্ভুত বেশ কন্দর্প মোহন। অঙ্গের ভঙ্গীতে মত্ত করে ত্রিভুবন ॥ ঐছে দোঁহে দেখি পুনঃ দেখে গৌরবর্ণ। ঝলমল করয়ে জিনিয়া শুদ্ধ স্বর্ণ ॥ দুঁহু অঙ্গ সৌরভ ব্যাপিল ত্রিভুবন ॥ তাহে ধৈর্য্য ধরে ঐছে নাহি কোন জন ॥ শ্রীজীবের মনে মহা হৈল চমৎকার। অনিমিষ নেত্রে শোভা দেখয়ে দোঁহার ॥ ভাসয়ে দীঘল দুটী নয়নের

জলে। লোটাইয়া পড়ে দুই প্রভু পদতলে॥ করুণা সমুদ্র গৌর নিত্যানন্দ রায়। পাদপদ্ম দিলেন শ্রীজীবের মাথায়॥ পরম বাৎসল্যে পুনঃ করে আলিঙ্গন। কহিল অমৃতময় প্রবোধ বচন॥ শ্রীগৌর সুন্দর মহা প্রেমাবিষ্ট হৈয়া। প্রভু নিত্যানন্দ পদে দিল সমর্পিয়া॥ নিত্যানন্দ শ্রীজীবে কহয়ে বার বার। এই মোর প্রভু হোক সর্ব্বস্ব তোমার॥ ঐছে প্রভু অনুগ্রহে পুনঃ প্রণমিতে। দোঁহে অদর্শন দেখি নারে স্থির হৈতে॥ নিদ্রা ভঙ্গ হৈতে দেখে নিশি পোহাইল। অধ্যয়ন ছলে নবদ্বীপে যাত্রা কৈল॥ চন্দ্রদ্বীপবাসি লোক বিচারিল মনে। অবশ্য শ্রীজীব যাইবেন বৃন্দাবনে॥ শ্রীজীব সঙ্গের-লোকে বিদায় করিয়া। ফতয়াহইতে চলে এক ভৃত্য লৈয়া॥ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া পথে কি অদ্ভুত গতি। শ্রীজীবে দেখিয়া কেহো কহে কারু প্রতি॥ দেখ দেখ এহো কোন রাজার কুমার। কনক চম্পক বর্ণ তনু মনোহর॥ কি অপূর্ব্ব বদন মাধুরী প্রাণ হরে। কিবা দীর্ঘনয়ন নাসিকা শোভা করে॥ কিবা ভুরু ললাট শ্রবণ চারু কেশ। কিবা গণ্ড গ্রীবা কি অদ্ভুত বক্ষদেশ॥ কিবা হস্ত পদ্ম নখাবলি বিলসয়। কিবা ক্ষীণমধ্য জঙ্ঘ জানু পদদ্বয়॥

অপূর্ব্ব তুলসিমালা কণ্ঠে সুকোমলে। কিবা শুভ্র সূক্ষ্ম চারু যজ্ঞ সূত্র গলে॥ ওহে ভাই ইহার বালাই লৈয়া মরি। মনে হয় নিরন্তর রাখি নেত্র ভরি॥ কেহো কহে ভাই সব ইহারে দেখিয়া। না জানিয়ে আমার কেমন করে

হিয়া॥ কেহো কহে ওহে ঐছে হয় মোর মন। করিব অবশ্য ইহোঁ সন্ন্যাস গ্রহণ॥ এইরূপ কহে কত ব্যাকুল হিয়ায়। শ্রীজীব পরম প্রেমাবেশে চলি যায়॥ নবদ্বীপ প্রবেশিতে এই ধ্বনি হইল। সনাতন শ্রীরূপের ভ্রাতুষ্পুত্র আইল॥ শ্রীজীবের চেষ্টা দেখি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। কিবা জিজ্ঞাসিব সবে হইলা বিস্মিত॥ শ্রীজীব শ্রীনবদ্বীপ মধ্যে প্রবেশিল। দেখি নবদ্বীপ শোভা বিস্ময় হইল॥ অষ্ট ক্রোশ নবদ্বীপ বসতি সুন্দর। স্থানে ২ বাপী পুষ্পবাটী সরোবর॥ সুর ধুনী তীর বন পুলিন দেখিয়া। কে আছে এমন যার না জুড়ায় হিয়া॥ শ্রীজীব বিহ্বল হৈয়া করয়ে গমন। সেই পথে আইসে বৈষ্ণব কতো জন॥ শ্রীজীবে দেখিয়া সবে মনের উল্লাসে। শীঘ্র গেলা শ্রীপণ্ডিত শ্রীবাস আবাসে॥ নিত্যানন্দ প্রভু তথা প্রিয়গণ সঙ্গে। বসিয়া আছেন মহা প্রেমানন্দ রঙ্গে॥ শ্রীবাস পণ্ডিতে প্রভু হাসিয়া কহয়। শ্রীজীব আসিব মোর মনে হেন লয়॥ প্রভু আগে সে বৈষ্ণব কহে ধীরে ধীরে। শ্রীজীব আইলা প্রভু ভবন বাহিরে॥ শুনি নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দিত হৈলা। শ্রীজীবেরে শীঘ্র লোকদ্বারে আনাইলা॥ শ্রীজীব অধৈর্য্য হইলা প্রভুর দর্শনে। নিবারিতে নারে অশ্রুধারা দুনয়নে॥ করয়ে যতেক দৈন্য কহনে না যায়। লোটাইয়া পড়ে প্রভু নিত্যানন্দ পায়॥ নিত্যানন্দ প্রভু মহা বাৎসল্যে বিহ্বল। ধরিল শ্রীজীব মাথে চরণ যুগল॥ শ্রীজীবেরে অনুগ্রহ সীমা প্রকা-

শিলা। ভূমি হৈতে তুলি দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা॥ প্রভু প্রেমাবেশে কহে তোমার নিমিত্তে। আইলাম শীঘ্র এথা খড়দহ হৈতে॥ ঐছে কত কহি শ্রীজীবেরে স্থির কৈলা। শ্রীবাসাদি ভক্ত অনুগ্রহ করাইলা॥ নিকটে রাখিয়া অতি আনন্দ হিয়ায়। শ্রীজীবে পশ্চিমদেশ করয়ে বিদায়॥ বিদায়ের কালে মহা ব্যাকুল হইলা। শ্রীজীব শ্রীনিত্যানন্দ পদে প্রণমিলা॥ শ্রীজীব মস্তকে প্রভু অর্পিয়া চরণ। করিয়া কতেক স্নেহ কৈল আলিঙ্গন॥ প্রভু কহে শীঘ্র ব্রজে করহ প্রয়াণ। তোমারবংশে প্রভু দিয়াছেন সেই স্থান॥ শ্রীজীব করিলা যাত্রা প্রভু আজ্ঞা পাঞা। সর্ব্ব ভক্তগণের শ্রীচরণ বন্দিয়া॥ শ্রীবাস পণ্ডিত আদি ভাগবত গণ। শ্রীজীবে যে স্নেহ কৈল না হয় বর্ণন॥ নবদ্বীপ হইতে পরমানন্দ মনে। শ্রীজীব গোস্বামী কাশী গেলা কতো দিনে॥ তাহা রহে শ্রীমধুসূদন বাচস্পতি। সর্ব্বশাস্ত্রে অধ্যাপক যেন বৃহস্পতি॥ তেঁহো শ্রীজীবেরে দেখি অতি স্নেহ কৈলা। কতো দিন রাখি বেদান্তাদি পঢ়াইলা॥ শ্রীজীবের বিদ্যাবল দেখি বাচস্পতি। যে আনন্দ হৈল তাহা কহি কি শকতি॥ কাশীতে শ্রীজীবেরে প্রশংসে সর্ব্ব ঠাঁই॥ ন্যায় বেদান্তাদি শাস্ত্রে ঐছে কেহো নাই॥ কাশী হৈতে শ্রীজীব গেলেন বৃন্দাবন। তথা অনুগ্রহ কৈলা রূপ সনাতন॥ সনাতন রূপ শ্রীবল্লভ তিন ভাই॥ এতিনের চরিত্র বর্ণিতে অন্ত নাই। রঘুনাথ দাস শ্রীপুরুষোত্তম হৈতে। বৃন্দাবন গেলা যৈছে না

পারি কহিতে ॥ সনাতন রূপ রঘুনাথ এক তিনে। রঘুনাথ চেষ্টাদিক বিদিত ভুবনে ॥

তথাহি লঘুতোষণ্যাং ॥

আদিঃ শ্রীল সনাতনস্তদনুজঃ শ্রীরূপ নামা ততঃ
শ্রীমদ্বল্লভ নামধেয় বলিতো নির্বেদ্য যে রাজ্যতঃ।
আসাদ্যাতি কৃপাংততো ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতঃ
সাম্রাজ্যংখলু ভেজিরে মুরহর প্রেমাখ্যভক্তিশ্রিয়ে ॥১০॥
যঃ সর্ব্বাবরজঃ পিতা মম স তু শ্রীরাম মাসেদিবান্
গঙ্গায়াংদ্রুতমগ্রজৌ পুনরমূ বৃন্দাবনংসঙ্গতৌ।
যাভ্যাংমাথুরগুপ্ততীর্থনিবহোব্যক্তী কৃতোভক্তির
পুচ্চৈঃ শ্রীব্রজরাজনন্দনগতা সর্ব্বত্রসম্বর্দ্ধিতা ॥ ১১ ॥
যন্মিত্রংরঘুনাথ দাস ইতি বিখ্যাতঃক্ষিতৌ রাধিকা
কৃষ্ণপ্রেম মহার্ণবোর্ম্মি নিবহে ঘূর্ণন্‌সদা দীব্যতি।
দৃষ্টান্তপ্রকরপ্রভাভরমতীত্যৈবানয়োর্ভ্রাজতো
স্তুল্যস্তত্ত্ব পদং মতস্ত্রিভুবনে সাশ্চর্য্যমার্য্যোত্তমৈঃ ॥ ১২ ॥

সনাতন রূপ বিলসয়ে বৃন্দাবনে। দুঁহু মনোবৃত্তি কৃষ্ণ বিনা কেবা যানে ॥ সনাতন রূপে মহা অনুগ্রহ কৈলা। গোপাল বালকছলে সাক্ষাৎ হইলা ॥ দিলেন অপূর্ব্ব ক্ষীর কহিতে কি আর। সনাতন রূপের সুখের নাহি পার ॥ হেন সনাতন রূপ প্রভুর আজ্ঞাতে। বর্ণিল যতেক তাহা ব্যাপিল জগতে ॥ শ্রীরূপ শ্রীহংস দূত আদি গ্রন্থ কৈলা। সনাতন ভাগবতামৃতাদি বর্ণিলা ॥ শ্রীবৈষ্ণব তোষণী করিয়া

সনাতন। শ্রীজীবেরে আজ্ঞা দিলা করিতে শোধন॥ আজ্ঞা পাঞা জীব লঘুতোষণী করিলা। যৈছে করিলেন তাহা তথাই লিখিলা॥ চৌদ্দশত সপ্ত ছয়ে সম্পূর্ণ বৃহৎ। পনর শত চারি শকে লঘু সুসম্মত॥

তথাহি তত্রৈব॥

গোপাল বালক ব্যাজাদয়য়োঃ সাক্ষাদ্বভূবহ।
সাক্ষাচ্ছ্রীযুত গোপালঃ ক্ষীরাহরণলীলয়া॥ ১৩॥
তয়োরনুজ স্বষ্টেষুকাব্যং শ্রীহংস দূতকং।
শ্রীমদুদ্ধব সন্দেশ চ্ছন্দোহষ্টাদশকং তথা॥ ১৪॥
স্তবস্যোৎ কলিকাবল্লী গোবিন্দবিরুদাবলী।
প্রেমেন্দু সাগরাদ্যাশ্চ বহবঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ॥ ১৫॥
বিদগ্ধ ললিতাগ্রাখ্য মাধবং নাটকদ্বয়ং।
ভানিকাদানকেল্যাখ্যা রসামৃত যুগং পুনঃ॥ ১৬॥
মথুরামহিমা পদ্যাবলী নাটকচন্দ্রিকা।
সংক্ষিপ্ত শ্রীভাগবতামৃত মেতেচ সংগ্রহাঃ॥ ১৭॥
অথাগ্রজ কৃতে স্বর্গ্যঃ শ্রীলভাগবতামৃতং।
হরিভক্তিবিলাসশ্চ তট্টীকা দিক্ প্রদর্শিনী॥ ১৮॥
লীলাস্তবষ্টিপ্পনীচ সেয়ং বৈষ্ণবতোষণী।
যা সংক্ষিপ্তা ময়া ক্ষুদ্রজীবেনাপি তদাজ্ঞয়া॥ ১৯॥
অবুদ্ধ্যা বুদ্ধ্যা বা যদিহ ময়কা লেখি সহসা
তথা যদ্বাচ্ছেদিদ্বয়মপি সহেরন্ পরমমী।
অহো কিম্বা যদযন্মনসি মম বিস্ফোরিত মভূ

দম্নীভি স্তম্মাত্রং যদি বল মলং শঙ্কিত কুলৈঃ ॥ ২০ ॥
শাকে ষট্ সপ্ততি মনৌ পূর্ণেয়ং টীপ্পনী শুভা ॥১৪৭৬॥
সংক্ষিপ্তা যুগ সূনাগ্রপঞ্চৈক গণিতে তথা ॥ ১৫০৪ ॥২১॥

এইত কহিল গোস্বামির গ্রন্থগণ। পুনঃ বিবরিয়া কহি করহ শ্রবণ ॥ শ্রীজীবের শিষ্য কৃষ্ণ দাস অধিকারী। তেঁহো নিজ গ্রন্থে ইহা কহিল বিস্তারি ॥ সনাতন গোস্বামির গ্রন্থ চতুষ্টয়। টীকা সহ ভাগবতামৃত খণ্ড দ্বয় ॥ ১ ॥ হরিভক্তি-বিলাস টীকাদিক্ প্রদর্শিনী। ২। বৈষ্ণবতোষণী নাম দশম টীপ্পনী ॥ ৩ ॥ লীলাস্তব দশম চরিত যারে কয়। সনাতন গোস্বামির এই চতুষ্টয় ॥ ৪ ॥

তথাহি ॥

তয়োর্জ্জ্যেষ্ঠস্যকৃতিষু শ্রীসনাতন নাম্নিনঃ।
সিদ্ধান্তগ্রন্থ সন্দোহালেখোল্লেখা বিধীয়তে ॥
প্রথমাদিদ্বয়ং খণ্ডযুগ্মং ভাগবতামৃতং।
হরিভক্তিবিলাসশ্চ তট্টীকাদিক্ প্রদর্শিনী ॥
লীলাস্তব টীপ্পনীচ নাম্না বৈষ্ণবতোষণী ॥

শ্রীরূপগোস্বামি গ্রন্থ ষোড়শ করিল। লীলা সহ সিদ্ধা-ন্তের সীমা প্রকাশিল ॥ কাব্যহংসদূত আর উদ্ধব সন্দেশ। কৃষ্ণ জন্ম তিথি বিধি বিধান অশেষ ॥ ৩ ॥

গণোদ্দেশদীপিকা বৃহৎলঘুদ্বয়। স্তবমালা বিদগ্ধ-মাধব রসময় ॥ ৭ ॥

ললিতামাধব বিপ্রলম্ভের অবধি। দানলীলাকৌমুদী আনন্দমহোদধি ॥ দানকেলীকৌমুদী বিদিত এই নাম। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ অনুপম ॥ ৯ ॥

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থ রসপূর। প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা গ্রন্থ সুমধুর ॥ ১২ ॥

মথুরামহিমা পদ্যাবলী এ বিদিত। নাটকচন্দ্রিকা লঘু ভাগবতামৃত ॥ ১৬ ॥

বৈষ্ণব ইচ্ছায় একাদশ শ্লোক কৈল। কৃষ্ণদাস কবি-রাজে বিস্তারিতে দিল ॥ অষ্টকাললীলা তাতে অতি রসা-য়ন। ভাগ্যবন্ত জন সে করয়ে আস্বাদন ॥ সংক্ষেপে করিল আর বিরুদ লক্ষণ। গ্রন্থের গণনা মধ্যে না কৈল গণন ॥ গোবিন্দবিরুদাবলী লক্ষণ তাহার। দোঁহে এক এ হেতু লক্ষণে এ প্রচার ॥

তথাহি ॥

তয়োরণুজ স্পষ্টেষু কাব্যং শ্রীহংসদূতকং।
শ্রীমদুদ্ধব সন্দেশঃ কৃষ্ণ জন্মতিথে র্বিধিঃ ॥
বৃহল্লঘুতয়া খ্যাতা শ্রীগণোদ্দেশদীপিকা।
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়াণাঞ্চ স্তবমালা মনোহরা ॥
বিদগ্ধমাধবঃ খ্যাত স্তথা ললিতমাধবঃ।
দানলীলাকৌমুদী চ তথা ভক্তিরসামৃতং ॥
উজ্জ্বলাখ্যো নীলমণিঃ প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা।
মথুরামহিমা পদ্যাবলী নাটকচন্দ্রিকা ॥

সংক্ষিপ্ত শ্রীভাগবতামৃত মেতেচ সংগ্রহাঃ ॥

গোপাল বালক ব্যাজাদযয়োঃ সাক্ষাদ্বভুবহ।

নন্দাত্মজঃ স গোপালঃ ক্ষীরাহরণ লীলয়া ॥

এইত মধ্যম গোস্বামির গ্রন্থগণ। তার মধ্যে কহি স্তব-মালা বিবরণ ॥ পৃথক্ পৃথক্ স্তব গোস্বামী বর্ণিল। শ্রীজীব সংগ্রহে স্তবমালা নাম হৈল ॥

তথাহি তৎকৃত পদ্যং ॥

শ্রীমদীশ্বর রূপেণ রসামৃত কৃতা কৃতা।

স্তবমালানুজীবেন জীবেন সমগৃহ্যত ॥

রঘুনাথদাস গোস্বামির গ্রন্থত্রয়। স্তবমালা নাম স্তবা-বলী যারে কয় ॥ ১ ॥ শ্রীদান চরিত মুক্তা চরিত মধুর। যাহার শ্রবণে মহাদুঃখ হয় দূর ॥ ৩ ॥

তথাহি ॥

রঘুনাথাভিধেয়স্ত তয়োর্মিত্রস্ব মীযুষঃ।

স্তবমালা দানমুক্তা চরিতং কৃতিষূদিতং ॥

শ্রীজীবের গ্রন্থ পঞ্চবিংশতি বিদিত। হরিনামামৃতব্যাকরণ দিব্যরীত ॥ ১ ॥ সূত্রমালিকা ধাতু সংগ্রহ সুপ্রকার। ৩। কৃষ্ণার্চ্চাদীপিকাগ্রন্থ অতি চমৎকার ॥৪॥ গোপালবিরুদাবলী রসামৃত শেষ। ৬। শ্রীমাধব মহোৎসব সর্ব্বাংশে বিশেষ ॥ ৭ শ্রীসঙ্কল্প কল্প বৃক্ষ গ্রন্থ এ প্রচার। ৮। ভাবার্থসূচকচম্পূ অতি চমৎকার ॥ ৯ ॥ গোপালতাপনী টীকা ব্রহ্মসংহিতার। ১১। রসামৃত টীকা শ্রীউজ্জ্বল টীকা আর ॥ ১৩ ॥ যোগসার

স্তবের টীকাতে সুসঙ্গতি। ১৪। অগ্নিপুরাণস্থ শ্রীগায়ত্রী ভাষ্যতথি ॥ ১৫ ॥ পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন। ১৬। শ্রীরাধিকা কর পদস্থিত চিহ্ন ভিন্ন ॥ ১৭ ॥ গোপালচম্পূ পূর্ব্ব উত্তর বিভাগেতে। ১৮। বর্ণিলেন কি অদ্ভুত বিদিত জগতে ॥ সপ্ত সন্দর্ভ বিখ্যাত ভাগবতরীতি। তত্ত্বভগবৎ পরমাত্মা ভক্তি প্রীতি॥ ৬ ॥ এই ছয় ক্রম সন্দর্ভ সপ্ত হয়। ৭। প্রয়োজনাভিধেয় সম্বন্ধ ইথেত্রয় ॥ ২৫ ॥ * ॥

তথাহি ॥

শ্রীমদ্বল্লভ পুত্র শ্রীজীবস্যকৃতিষূদ্যতে।
শব্দানুশাসনং নাম্না হরিনামামৃতং তথা ॥
তৎসূত্র মালিকা তত্র প্রযুক্তো ধাতু সংগ্রহঃ।
কৃষ্ণার্চ্চাদীপিকা সূক্ষ্মা গোপাল বিরুদাবলী ॥
রসামৃতশ্চ শেষশ্চ শ্রীমাধব মহোৎসবঃ।
সঙ্কল্প কল্পবৃক্ষোযশ্চম্পূর্ভাবার্থ সূচকঃ ॥
টীকা গোপালতাপন্যাঃ সংহিতায়াশ্চ ব্রহ্মণঃ।
রসামৃতস্যোজ্জ্বলস্য যোগসার স্তবস্যচ ॥
তথা চাগ্নিপুরাণস্থ গায়ত্রী বিবৃতিরপি।
শ্রীকৃষ্ণপদ চিহ্নানাং পাদ্মোক্তানামথাপিচ ॥
লক্ষ্মী বিশেষ রূপা যা শ্রীমদ্বৃন্দাবনেশ্বরী।
তস্যাঃ কর পদ স্থানাং চিহ্নানাঞ্চ সমাহৃতিঃ ॥
পূর্ব্বোত্তরতয়া চম্পূদ্বয়ী যাচ ত্রয়ী ত্রয়ী।
সন্দর্ভাঃ সপ্তবিখ্যাতাঃ শ্রীমদ্ভাগবতস্য বৈ ॥

তত্ত্বাখ্যো ভগবৎসংজ্ঞঃ পরমাত্মাখ্যএবচ।
কৃষ্ণভক্তি প্রীতি সংজ্ঞাঃ ক্রমাখ্যঃ সপ্তমঃ স্মৃতঃ॥
সম্বন্ধশ্চ বিধেয়শ্চ প্রয়োজনমিতিত্রয়ং॥
হস্তামলকবদেযষুসদ্ভিরাদ্যৈঃ প্রকাশিত মিত্যাদয়ঃ॥

এইত কহিল চারি গোস্বামির বর্ণন। ঐছে বহু বর্ণিলা অসঙ্খ্য ভক্তগণ॥ এ সব গ্রন্থের মর্ম্ম সে বুঝিতে পারে। শ্রীভক্তিদেবীর অনুগ্রহ হৈল যারে॥ বেদ পুরাণেতে গায় ভক্তির বড়াই॥ ভক্তি বলে ভক্তের অসাধ্য কিছু নাই॥ ভক্তির মহিমা বেদ পুরাণে বাখানে। ভক্তির মহিমা সে জানয়ে ভক্ত জনে॥ ওহে বন্ধুগণ মুঞি এই ভিক্ষা চাঙ। সদা ভক্তি ভক্তের মহিমা যেন গাঙ॥ ভক্ত ভক্তিদ্বেষি মহাপাষণ্ডিরগণ। এ সবার স্পর্শ যেন না হয় কখন॥ জয় বাঞ্ছাকল্পতরু গৌরভক্তগণ। কৃপাকর শ্রীনিবাস পদেরহুমন॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য ঠাকুরগুণমণি। যার ভক্তিদানে ধন্য মানয়ে ধরণি॥ গৌড় নীলাচল বৃন্দাবনে শ্রীনিবাস। আপনার মনো-বৃত্তি করিলা প্রকাশ॥ যদি মোর ভাগ্য থাকে হইবে বিস্তার। এবে সূত্র রূপে কহি জন্মাদিক তাঁর। শ্রী চাখন্দি নামে গ্রাম সুরধুনী তীরে। তথাই জন্মিলা বিপ্রচৈতন্যের ঘরে॥ শ্রীচূড়াকরণ আদি তথাই হইল। অল্পে ব্যাকরণ আদি অধ্যয়ন কৈল॥ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র গুণ শুনি প্রেমাবেসে। শ্রীখণ্ড হইয়া ক্ষেত্র চলয়ে উল্লাসে॥ নীলাচলে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রগণ সনে। করিব দর্শন এই অভিলাষ মনে॥ কতোদূরে শুনি

শ্রীচৈতন্য সঙ্গোপন। ঐছে হইল দেহে যেন না রহে জীবন॥ শ্রীভক্ত বৎসল প্রভু ভক্ত প্রাণনাথ। অতি শীঘ্র স্বপ্ন ছলে হইলা সাক্ষাৎ॥ করিল প্রবোধ সে প্রভুর আজ্ঞা পাঞা। দেখে প্রভু প্রিয়গণে নীলাচলে যাঞা॥ তথা প্রভু পার্ষদ পরম কৃপা কৈলা॥ তা সবার আজ্ঞামতে গৌড়দেশে আইলা॥ সতত ব্যাকুল হিয়া নারে প্রবোধিতে। পুনঃ নীলাচল চলে শ্রীখণ্ড হইতে॥ জাজপুর আগে গিয়া করিল শ্রবণ। গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী সঙ্গোপন॥ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়ি গড়ি যায়। করয়ে ক্রন্দন শুনি পাষাণ মিলায়॥ স্বপ্ন ছলে পণ্ডিত গোসাঞি প্রবোধিলা। তথা হইতে পুনঃ গৌড় দে-শেতে চলিলা॥ ক্ষিপ্ত প্রায় যেখানে সেখানে বসি রয়। মনের উদ্বেগ কারে কিছুই না কয়॥ এক দিন গৌড় পথে করিতে গমন। শুনিলেন নিত্যানন্দাদ্বৈত সঙ্গোপন॥ হই-লেন যৈছে তাহা কে পারে কহিতে। ত্যজিব জীবন এই দঢ়াইল চিতে॥ স্বপ্ন ছলে দুই প্রভু দিয়া দরশন। প্রবো-ধিল স্নেহে কহি মধুর বচন॥ প্রভাতে উঠিয়া গৌড়ে গমন করিলা। নবদ্বীপ আদি যত সর্ব্বত্র ভ্রমিলা॥ শ্রীখণ্ড হইয়া শীঘ্র বৃন্দাবন গেলা। শ্রীগোপাল ভট্ট পদে আত্ম সমর্পিলা॥ নরোত্তম সঙ্গে তথা হইল মিলন্। গোস্বামিগণের গ্রন্থ কৈল অধ্যয়ন॥ সে সকল গ্রন্থরত্ন প্রদান করিতে। আইলেন গৌড়ে সব গোস্বামি আজ্ঞাতে॥ বনবিষ্ণুপুরে রাজা গ্রন্থ চুরী কৈল। গ্রন্থ দিয়া পাদপদ্মে আত্ম সমর্পিল॥ শ্রীসর-

কার ঠাকুর বিবাহ করাইলা। কিছু দিন পরে পুনঃ বৃন্দাবনে গেলা॥ পুনঃ বৃন্দাবন হৈতে আইলা গৌড়দেশ। নরোত্তম সহ সুখ বাঢ়িল অশেষ॥ প্রভু বীরচন্দ্র মহা অনুগ্রহ কৈলা। দিবা নিশি সঙ্কীর্ত্তন রসে মগ্ন হৈলা॥ ভক্তিগ্রন্থরত্ন দান করিলা সর্ব্বত্র। পাষণ্ড পামর যত হইলা পবিত্র॥ করিলা যতেক শিষ্য সে সব সহিতে। হইলা উল্লাস ভক্তিরস আস্বাদিতে। গৌড়দেশে অশেষ আনন্দ প্রকাশিলা। পুনঃ কতোদিন পরে বৃন্দাবন গেলা॥ গৌড় বৃন্দাবন ভূমি গমনাগমন। এ সব শ্রবণে হয় বাঞ্ছিত পুরণ॥ কহিলাম সূত্র কিছু হইব বিস্তার। কৃপা করি শ্রোতাগণ কর অঙ্গীকার॥ মুঞি অতি অজ্ঞ কাব্য কৌশল না জানি। যেন তেন মতে ভক্ত চরিত্র বাখানি॥ কুতর্কি তস্করগণে পরিহরি দূরে। নিরন্তর ডুব এই ভক্তিরত্নাকরে॥ শ্রীনিবাস আচার্য্য চরণ চিন্তা করি॥ ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরত্নাকরে মঙ্গলাচরণে নানা প্রসঙ্গানু কথনে শ্রীনিবাস আচার্য্য জন্মাদি সূত্র বর্ণনং নাম প্রথম স্তরঙ্গঃ ॥ * ॥ ১ ॥ * ॥

# ভক্তিরত্নাকর।

—:○*○:—

## দ্বিতীয় তরঙ্গ।

জয় জয় গৌরকৃষ্ণ ভুবন মোহন। নদীয়ার নাথ ভক্ত জনের জীবন॥ জয় ২ নিত্যানন্দ দেব হলধর। জয় ২ শ্রীঅ-দ্বৈত আচার্য্য ঈশ্বর॥ জয় জয় গদাধর পণ্ডিত শ্রীবাস। জয় শ্রীস্বরূপ বক্রেশ্বর হরিদাস॥ জয় বাসুদেব সার্ব্বভৌম বৃহ-স্পতি। জয় রায় রামানন্দ রসের মুরতি॥ জয় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মহাশয়। জয় শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত সঞ্জয়॥ জয় বিদ্যাবাচস্পতি জগতে প্রচার। জয় ২ চক্রবর্ত্তী শ্রীনাথ উদার॥ জয় গদাধর দাস দাস নরহরি। জয় শ্রীমুকুন্দ প্রেম ভক্তি অধিকারী॥ জয় বাসুঘোষ গৌরীদাস ধনঞ্জয়। জয় বনমালী শ্রীগরুড় মহাশয়॥ জয় ২ বল্লভ আচার্য্য সনাতন। জয় হরিদাস দ্বিজ আচার্য্য নন্দন॥ জয় ২ রূপ সনাতন দয়াময়। জয় শ্রীগোপালভট্ট প্রেমের আলয়॥ জয় রঘুনাথভট্ট রঘু-নাথ দাস। জয় শ্রীমজ্জীব যার অদ্ভুত বিলাস॥ জয় শ্রীভূ-গর্ভ লোক নাথ যষ্ঠীধর। জয় শ্রীসুবুদ্ধি মিশ্র শ্রীচন্দ্র শেখর॥ জয় কাশী মিশ্র গোপীকান্ত ভগবান্। জয় শ্রীহৃদয়ানন্দ কমল নয়ন॥ জয় জগন্নাথ সেন শ্রীমধুসূদন। জয় সেন

চিরঞ্জীব শ্রীরঘু নন্দন॥ জয় শ্রীসারঙ্গ অভিরামগুণমণি। জয় শ্রীঠাকুর বৃন্দাবন প্রেম খনি॥ জয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়। জয় শ্রীআচার্য্য শ্রীনিবাস প্রেমময়॥ জয় শ্রীঠাকুর মহাশয় নরোত্তম। জয় শ্যামানন্দ ভক্তি মূর্ত্তি মনোরম॥ জয় ২ শ্রীগৌরচন্দ্রের ভক্তগণ। সবে প্রেম ভক্তি দাতা পতিত পাবন॥ অনন্ত চৈতন্য ভক্ত চরিত্র অপার। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্র সর্ব্বস্ব সবার॥ জয় ২ শ্রোতাগণ গুণের আলয়। এবে যা কহিব শুন হইয়া সদয়॥ ভাগীরথী তীরবর্ত্তি শ্রীচাখন্দি গ্রাম। তথা বৈসে বিপ্র শ্রীচৈতন্য দাস নাম॥ পূর্ব্বে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যাখ্য ইহার। এ নাম হইল যৈছে শুন সে প্রকার॥ নবদ্বীপচন্দ্র গৌর গুণের সাগর। গণসহ নদীয়া বিহরে নিরন্তর॥ প্রকারে সকলে জানাইয়া মনঃ কথা। কণ্টক নগরে আইলা শ্রীভারতী যথা॥ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন গৌররায়। হইল সর্ব্বত্র ধ্বনি শুনি লোক ধায়॥ কি বালক যুবা বৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষগণ। হইল মোহিত করি গৌরাঙ্গ দর্শন॥ শ্রীচারু চাঁচরকেশ পানে সবে চাঞা। চিত্রের পুতলি প্রায় রহে দাণ্ডাইয়া॥ স্ত্রীপুরুষ গণের মনেতে হয় ভীত। তাহা এক মুখে বা কহিবে কেবা কত॥ অন্তর্যামী গৌরচন্দ্র কহে সবা প্রতি। আশীর্ব্বাদ কর কৃষ্ণে হউক ভকতি॥ ঐছে কহি রহে প্রভু ভারতীর ঠাঞি। ভারতীরে কহে বিলম্বের কার্য্য নাই॥ ভারতী ব্যাকুল কিছু না পারে কহিতে। নাপিত আইল তথা প্রভুর আজ্ঞাতে॥ আজ্ঞা না লঙ্ঘিয়া

প্রণমিয়া পদতলে। শ্রীমস্তকে হস্ত দিয়া ভাসে নেত্র জলে॥ শ্রীশিখা মুণ্ডন করি প্রভুর ইচ্ছায়। কি কৈনু ২ বলি ভূমিতে লোটায়॥ শ্রীমস্তকে দেখি শ্রীশিখার অদর্শন॥ চতুর্দ্দিকে লোক সব করয়ে ক্রন্দন॥ ক্ষিতি সিক্ত অসঙ্খ্য লোকের নেত্র জলে। কেহো কিছু না শুনে ক্রন্দন কোলাহলে॥ কিবা স্ত্রী পুরুষ ধৈর্য্য ধরিতে না পারে। শিরে করাঘাত করি নিন্দে বিধাতারে॥ গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য ছিলেন তথায়। প্রভুর সন্ন্যাস দেখি কান্দে উভরায়॥ সিক্ত হইলা বিপ্র দুই নয়নের জলে। মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িলা ভূমিতলে॥ প্রভুর ইচ্ছায় মাত্র রহিল জীবন। কতক্ষণ পরে কিছু পাইল চেতন॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম প্রভুর হইল। শ্রীচৈতন্যনাম বিপ্র কর্ণে প্রবেশিল॥ শ্রীচৈতন্য নাম বিপ্র লয় বার বার। নিরন্তর দুইনেত্রে বহে অশ্রু ধার॥ কণ্টক নগরে স্থির হইতে না পারে। চলিলেন ক্ষিপ্ত প্রায় গঙ্গাতীরে তীরে॥ চৈতন্য চৈতন্য বলি ডাকয়ে সদায়। স্নান ভোজনাদি ক্রিয়া কিছু নাহি ভায়॥ এই রূপে চাখন্দি গ্রামেতে প্রবেশিলা। গঙ্গাধরে দেখি সবে বিস্ময় হইলা॥ কিছু দূরে থাকি অতি সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যে করে নিরীক্ষণ॥ কেহো কারো প্রতি কহে এবা কি আশ্চর্য্য। হইলেন ক্ষিপ্ত গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য॥

কেহো কহে ইহোঁ ক্ষিপ্ত হইলা যে নিমিত্তে। তাহা কিছু জানি আমি শুন এক চিত্তে॥ ঈশ্বরাংশ নিমাই পণ্ডিত নদী-

য়ার।পরম সুন্দর সূর্য্য সম তেজঃ যাঁর ॥ তাঁহার প্রভাব অতি বিদিত সংসারে। গৃহ ছাড়ি আইলা তেহোঁ কণ্টক নগরে ॥ পরম অপূর্ব্ব বেশ কন্দর্প মোহন। তাহা ত্যাগ করি কৈল সন্ন্যাস গ্রহণ ॥ শ্রীকেশবভারতী সন্ন্যাস করাইলা। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নাম পণ্ডিতের থুইলা ॥ দেখিয়া সন্ন্যাস কেহো ধৈর্য্য নাহি বান্ধে। চতুর্দ্দিকে ব্যাকুল হইয়া লোক কান্দে ॥ রহিয়া গগন পথে কান্দে দেবগণ। বিনা মেঘে বৃষ্টি লোক তর্কিল তখন ॥ গঙ্গাধর অধৈর্য্য সে কেশ অদর্শনে। হা চৈতন্য বলি ক্ষিপ্ত হৈলা সেই ক্ষণে ॥ সর্ব্বক্রিয়া রহিত সদাই ঝরে আঁখি। কি রূপে হইবে ভালো উপায় না দেখি ॥ কেহো কহে ইহোঁ চৈতন্যের দাস হয়। চৈতন্য করিব ভালো এই মনে লয় ॥ ঐছে কত কহি গঙ্গাধর বিপ্র-বরে। শ্রীচৈতন্য দাস বলি ডাকে বারে বারে ॥ শ্রীচৈতন্য দাস নাম শুনি আপনার। করয়ে উত্তর চিত্তে হর্ষ অনিবার ॥ গঙ্গাধর পূর্ব্ব নাম কেহো নাহি কয়। শ্রীচৈতন্য দাস বলি সকলে ডাকয় ॥ এইরূপে হৈল নাম শ্রীচৈতন্য দাস। কতো-দিনে স্থির হৈয়া কৈল গ্রামে বাস ॥ চাখন্দি গ্রামের অতি প্রাচীন ব্রাহ্মণ। তার মুখে এ সকল করিল শ্রবণ ॥ চৈতন্য দাসের অলৌকিক ভক্তি ক্রিয়া। তৈছে তাঁর পত্নী পতি-ব্রতা লক্ষ্মীপ্রিয়া ॥ অপুত্রক কিন্তু নাই কোনই বাসনা। প্রভুর ইচ্ছাতে হৈল পুত্রের কামনা ॥ শ্রীচৈতন্য দাস বিপ্র কহে পত্নী স্থানে। অকস্মাৎ পুত্রের কামনা হৈল কেনে ॥

হয়েছে উদ্বিগ্ন চিত্ত পুত্রের লাগিয়া। কিরূপে হইব স্থির কহ বিচারিয়া॥ লক্ষ্মীপ্রিয়া কহে শীঘ্র চল নীলাচল। প্রভুর দর্শনে পূর্ণ হইব সকল॥ ইহা শুনি চৈতন্য দাসের হর্ষ হিয়া। চলিলেন শীঘ্র দোঁহে জাজিগ্রাম দিয়া॥ জাজি-গ্রামে বলরাম বিপ্রের বসতি। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়ার পিতা অতি শুদ্ধ রীতি॥ দুই চারি দিবস রহিলা সেই খানে। তথা হৈতে যাত্রা কৈলা অতি শুভক্ষণে॥ কন্যা জামাতারে বিপ্র করিলা বিদায়। কহিলা কাতরে প্রণমিতে প্রভু পায়॥ শ্রীচৈতন্য দাস বিপ্র আনন্দে বিহ্বল। বিদায় সময়ে দেখে পরম মঙ্গল॥ নীলাচল যাইতে বহু লোক গতাগতি। চলি-লেন দোহেঁ হৈল অপূর্ব্ব সঙ্গতি॥ এক দিন রাত্রে স্ত্রীপুরুষ দুইজন। করয়ে অনেক খেদ করিয়া ক্রন্দন॥ এ হেন মনুষ্য জন্ম হেলে হারাইনু। প্রভু পাদপদ্ম কভু স্মরণ না কৈনু॥ হেন ভাগ্য হবে কি দেখিব নেত্র ভরি। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য জগন্নাথের মাধুরী॥ ঐছে বহু কহি বিপ্র করিলা শয়ন। নিদ্রাচ্ছলে দেখে সুখে অপূর্ব্ব স্বপন॥ কিশোর বয়স শ্যাম সুন্দর স্বরূপ। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা কোটি কন্দর্পের ভূপ॥ শিরে শিখি পাখা পরিধেয় পীতাম্বর। শ্রীমুখের শোভা যিনি কোটি সুধাকর॥ ভূষণে ভূষিত অঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত। বাজায় মুরলী যাতে জগত মোহিত॥ ঐছে দেখি পুনঃ তারে দেখে গৌরবর্ণ। ঝলমল করয়ে জিনিয়া শুদ্ধস্বর্ণ॥ রক্তপ্রান্ত মেঘবর্ণ বস্ত্র পরিধান। আর সব পূর্ব্বমত

রসের নিধান॥ পুনঃ গৌর বিগ্রহ নিরিখে অন্যবেশ। দণ্ড কমণ্ডলু ধারী শিরে শূন্যকেশ॥ পুনঃ তাঁরে দেখে শ্যাম মূর্ত্তি মনোহর। পদ্মপত্র প্রায় নেত্র পরমসুন্দর॥ বলভদ্র সুভদ্রা সহিত বিলসয়। ব্রহ্মাদি করয়ে স্তব আনন্দ হৃদয়॥ ঐছে বহু রহস্য দেখয়ে বিপ্রবর। অকস্মাৎ নিদ্রা ভঙ্গে ব্যাকুল অন্তর॥ লক্ষ্মীপ্রিয়া প্রবোধ করিলা নানামতে। মনের আনন্দে বিপ্র চলিলা প্রভাতে॥ কতো দিনে নীলাচলে উত্তরিলা গিয়া। প্রভুর দর্শন লাগি উৎকণ্ঠিত হিয়া॥ অন্তর্যামী প্রভু সেই সিংহদ্বার পথে। আইসেন নিজ প্রিয় পরিকর সাথে॥ কি অপূর্ব্ব গমন গজেন্দ্রগতি জিনি। চরণ চালনে ধন্য মানয়ে ধরণি॥ কনক পর্ব্বত জিনি গৌর কলেবর। জিনিয়া সে তেজঃ প্রভাতের প্রভাকর॥ শ্রীমুখ মণ্ডলে কত চান্দের উদয়। মধুর হাসিতে সদা সুধা বৃষ্টি হয়॥ দশনচ্ছটায় কন্দর্পের দর্প হরে। নাসিকাসৌন্দর্য্য দেখি কেবা ধৈর্য্য ধরে॥ আকর্ণ পর্য্যন্ত দুই নয়ন কমল। ললাটে চন্দন টিকা করে ঝলমল॥ ভুবনমোহন কণ্ঠে তুলসীর দাম। হেরি পরিসর বক্ষ মুরছয়ে কাম॥ পরিধেয় অরুণ বসন মনোহর। আজানুলম্বিত ভুজ জিনি করিকর॥ অপূর্ব্ব উদর শোভাকরয়ে ত্রিবলি। নাভিপদ্মে বিলসে ভ্রমর লোমাবলি॥ সিংহের গরব হরে ক্ষীণ মাজা খানি। মধুর নিতম্ব উরু রামরম্ভা জিনি॥ লখিমী লালিত চারু চরণযুগল। নখের কিরণে করে ধরণি উজ্জ্বল। হেন গৌরচন্দ্রে বিপ্র

পত্নীর সহিতে। অনিমিষ নেত্রে হেরে রহি এক ভিতে॥ যে অঙ্গে পড়য়ে দিঠি সেই অঙ্গে রহে। অবিরত নয়নে আনন্দ ধারা বহে॥ সে কেশ বিহীন শ্রীমস্তক নিরখিতে। যে দশা হইল তাহা কে পারে কহিতে॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু চাহি নেত্রকোণে। কৃপা সুধা বৃষ্টি কৈলা বিপ্র ভাগ্য-বানে॥ মধুর বচনে বিপ্র কহে প্রবোধিয়া। জগন্নাথ তোমা আনাইলা হৃষ্ট হৈয়া॥ চল চল জগন্নাথ করহ দর্শন। করিব কামনা পূর্ণ শ্রীপদ্মলোচন॥ শ্রীমুখচন্দ্রের বাক্য শুনি বিপ্রবর ভূমিতে পড়িয়া কৈল প্রণতি বিস্তর॥ তনু মনঃ প্রাণ প্রভু পদে সমর্পিল। অন্তর্যামী প্রভু বিপ্রে আত্মসাৎ কৈল॥ প্রভু কহে গোবিন্দে এ নিরীহ ব্রাহ্মণ। নির্ব্বিঘ্নে করাহ জগন্নাথ দরশন॥ এত কহি গৌরচন্দ্র ভক্ত গোষ্ঠী সনে। চলিলেন নীলাচলচন্দ্র দরশনে॥ শ্রীচৈতন্যদাস প্রভুগণে নমস্করি। করিলেন দৈন্য যত কহিতে না পারি॥ চৈতন্য-দাসের চেষ্টা দেখি সর্ব্বজন। কৈল যে উচিত হৈল সর্ব্বত্র মিলন॥ প্রভুর আদেশে প্রভু পরিকর সনে। চলিলেন বিপ্র জগন্নাথ দরশনে॥ সচল অচল ব্রহ্ম দোহেঁ এক ঠাঁই। দেখি বিপ্র মনে যে আনন্দ অন্ত নাই॥ করিল অনেক স্তুতি সঙ্গো-পন করি। হাসিয়া বিপ্রের পানে চাহে গৌরহরি॥ জগন্নাথ চরণে বিপ্রেরে সমর্পিল। ভঙ্গি করি গৌড়দেশ যাইতে আজ্ঞা দিল॥ জগন্নাথ দেখি প্রভু ভক্ত গোষ্ঠী সনে। আই-লেন প্রিয় কাশীমিশ্রের ভবনে॥ শ্রীচৈতন্য দাস বিপ্র প্রভু

আজ্ঞা পাঞা। গেলেন আপন বাসা মহাহৃষ্ট হৈয়া। নিজ নিজ বাসায় চলিলা ভক্তগণ। পরস্পর কহে সবে বিপ্রের কথন॥ আর দিন সবে গোবিন্দেরে জানাইল। না বুঝিনু এই বিপ্র কি কামনা কৈল॥ গোবিন্দ কহয়ে ইথে আছয়ে রহস্য।প্রভু ইচ্ছামতে ব্যক্ত হইব অবশ্য॥ হেনই সময়ে প্রভু গোবিন্দে ডাকিয়া। কহয়ে গভীর নাদে ভাবাবিষ্ট হৈয়া॥ পুত্রের কামনা করি আইল ব্রাহ্মণ। শ্রীনিবাস নামে তার হইব নন্দন॥ শ্রীরূপাদি দ্বারে ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশিব। শ্রীনিবাস দ্বারে গ্রন্থরত্ন বিতরিব॥ মোর শুদ্ধ প্রেমের স্বরূপ শ্রীনিবাস। তারে দেখি সর্ব্ব চিত্তে বাঢ়িল উল্লাস॥ শীঘ্র গৌড়দেশে বিপ্র করাহ গমন। ঐছে বহু কহি কৈল ভাব সম্বরণ॥ এথা স্বপ্ন ছলে হৈল জগন্নাথাদেশ। না কর বিলম্ব বিপ্র যাহ গৌড়দেশ॥ জন্মিব তোমার এক পুত্র প্রেমময়। অল্পকালে সর্ব্বশাস্ত্রে হইব বিজয়॥ ঐছে স্বপ্ন দেখি বিপ্র ভাবে মনে মনে। এ সুখ ছাড়িয়া আমি যাইব কেমনে॥ ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরচন্দ্র জগন্নাথ। মো হেন পামরে করিলেন আত্মসাৎ॥ কহিতে প্রভুর চারু চরিত্র মঙ্গল।(পত্নীর সহিত বিপ্র কান্দিয়া বিহ্বল॥ হেনকালে গোবিন্দ আইলা সেই খানে। যত্ন করি বিপ্রে লৈয়া গেলা প্রভু স্থানে॥ প্রভু প্রিয় বিপ্রে নিজ ভৃত্য সঙ্গে দিয়া। আনিলেন নীলাচল চন্দ্রে দেখাইয়া॥ হাসি কহে জগন্নাথ প্রসন্ন তোমারে। তুয়া মনোরথ সিদ্ধি হইব অচিরে॥ শীঘ্র গৌড়দেশ তুমি করহ

গমন। নিরন্তর করিবে শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন॥ এত কহি বিপ্রে প্রভু করিলা বিদায়। চলে বিপ্র কাতরে প্রণমি প্রভু পায়॥ বিদায়ের কালে প্রভু ভৃত্যের যে রীতি। তাহা বর্ণিবারে নাহি আমার শকতি॥ প্রভু পরিকরের চরণে প্রণমিল। করিয়া বিনয় দৈন্য বিদায় হইল॥ শ্রীচৈতন্য দাস বিপ্রে বিদায় সময়। হইল ব্যাকুল ভক্তগণের হৃদয়॥ যাত্রা কৈল বিপ্র পত্নী সহিত সত্বরে। পতিতপাবনে প্রণমিয়া সিংহ দ্বারে॥ কান্দিতে কান্দিতে বিপ্র পথে চলি যায়। যে তারে দেখয়ে তার নয়ন জুড়ায়॥ গৌড়দেশে আইলা বিপ্র প্রভুর আদেশে। এ সকল কথা ব্যক্ত হৈল সর্ব্বদেশে॥ মনের উল্লাসে জাজিগ্রামে উত্তরিল। বলরামশর্ম্মা প্রতি সকল কহিল॥ দুই চারি দিবস থাকিয়া সেই খানে। বলরাম সহ আইলা নিজ বাসস্থানে॥ গ্রামবাসি সুহৃদ্গণ গমন শুনিয়া। শ্রীচৈতন্য দাস বিপ্রে মিলিলা আসিয়া॥ পাঁচ সাত দিবস রহিয়া বলরাম। মনের আনন্দে আইলেন জাজিগ্রাম॥ শ্রীচাখন্দিগ্রামের ভাগ্যের সীমা নাই। শ্রীচৈতন্য দাস বিপ্র রহে যেই ঠাঁই॥ শ্রীচৈতন্য দাসের কি প্রেম অনর্গল। কৃষ্ণ কথা-রসে সদা হয়েন বিহ্বল॥ শ্রীগৌরচন্দ্রের পদে সমর্পিয়া মনঃ। নিভৃতে করয়ে নিত্য নাম সঙ্কীর্ত্তন॥ শ্রীচৈতন্যদাসের অপূর্ব্ব ভক্তিরীত। গ্রামবাসি কেহো কেহো দেখি পায় প্রীত॥ কেহো কেহো কহে এ সকল অনর্থক। এই হেতু ধনহীন হৈলা অপুত্রক॥ শুনিয়া এ সব বাক্য ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণে।

কারে কিছু না কহে হাসয়ে মনে মনে॥ খণ্ডাইতে এই সব লোকের দুর্ম্মতি। কতোদিনে লক্ষ্মীপ্রিয়া হৈলা গর্ব্ভবতী॥ যে হইতে হৈল শুভ গর্ব্ভের আধান। সেই হৈতে দুষ্ট লোকে করয়ে সম্মান॥ স্ত্রীগণের সাধ লক্ষ্মীপ্রিয়ারে দেখিতে। দেখিলে বাঢ়য়ে প্রীত না পারে যাইতে॥ কোথা হৈতে নানা দ্রব্য উপনীত হয়। গর্ব্ভের সঞ্চারে সর্ব্ব চিত্ত আকর্ষয়॥ প্রসব সময় আসি হৈল উপনীত। বন্ধুগণ সহিত বিপ্রের হর্ষ চিত॥ বৈশাখ পূর্ণিমা দিবা রোহিণী নক্ষত্র। শুভক্ষণে লক্ষ্মীপ্রিয়া প্রসবিল পুত্র॥ শ্রীনিবাস জন্মকালে যে মঙ্গল হৈল। গ্রন্থের বাহুল্যে তাহা বর্ণিতে নারিল॥ শ্রীচৈতন্য-দাস বিপ্র পুত্র জন্মকালে। দেখিলেন বিবিধ রহস্য স্বপ্ন-চ্ছলে॥ অপূর্ব্ব পুত্রের শোভা সর্ব্ব সল্লক্ষণ। কনক চম্পক পারা অঙ্গের কিরণ॥ মহানন্দে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দুই জনে। সমর্পিল পুত্রে গৌরচন্দ্রের চরণে॥ পুত্র জন্ম শুনিয়া যতেক আপ্তগণ। সবে আইলা শ্রীচৈতন্যদাসের ভবন॥ পুত্রে আশী-র্ব্বাদ করি মনের উল্লাসে। কহিল অনেক অতি সুমধুর ভাষে॥ (স্ত্রীগণ বালকে দেখি জুড়ায় নয়ন। ধান্য দুর্ব্বা দিয়া সবে করয়ে কল্যাণ॥) শ্রীচৈতন্যদাসের সৌভাগ্য শ্লাঘা করে। কেহো ছাড়ি যাইতে নারয়ে নিজ ঘরে॥ দিনে দিনে বাঢ়ে পুত্র চন্দ্রের সমান। নেত্র ভরি দেখয়ে যতেক ভাগ্যবান্॥ কতোদিন পরে বিপ্র পরম উল্লাসে। পুত্র মুখে অন্ন দিল অপূর্ব্ব দিবসে॥ প্রথমে করিল যৈছে

শ্রীনাম করণ। বিস্তারের ভয়ে তাহা না কৈল বর্ণন।। সবে কহে শ্রীনিবাস নাম সে ইহার। ইহা না জানয়ে পূর্ব্বে এ নাম প্রচার।। ঐছে কত কহে সবে হইয়া উল্লাস। সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষণ করয়ে শ্রীনিবাস॥ কতোদিনে হামাগুড়ি বেড়ায় অঙ্গনে। সে কৌতুক দেখি উল্লাসিত সর্ব্বজনে।। ধরিয়া মায়ের করাঙ্গুলি চলে পায়। চলিতে স্খলিত হৈয়া চারি-পানে চায়।। জননী অঙ্গুলী ছাড়ি পড়ে মহীতলে। হাসিয়া জননী শীঘ্র তুলি লয় কোলে।। অন্য বিপ্রপত্নী কহি সস্নেহ বচন। কোলে লৈয়া করে চারু বদন চুম্বন।। ঐছে পরস্পর শ্রীনিবাসে কোলে করি। যে আনন্দ মনে তাহা কহিতে না পারি।। এক দিন লক্ষ্মীপ্রিয়া মনের উল্লাসে। শ্রীনিবাস প্রতি কহে সুমধুর ভাষে।। ওরে বাপ বল দেখি গৌর বিশ্বম্ভর। লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া পতি শচীর কুমার।। গদা-ধর প্রাণনাথ শ্রীশ্রীবাসেশ্বর।। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ হল-ধর।। বল দেখি শ্রীঅদ্বৈত প্রভু দয়াময়। বল দেখি রাধাকৃষ্ণ শ্রীনন্দ তনয়॥ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন। ঐছে কহে প্রভু পরিকর নামগণ।। শুনি শ্রীনিবাস অতি উল্লাস অন্তরে। কিছু উচ্চারয়ে কিছু উচ্চারিতে নারে।। শুনি সে অমৃত বাক্য জুড়ায় শ্রবণ। পরম আনন্দে করে পুত্রের পালন।। পঞ্চ বৎসরের হইলেন শ্রীনিবাস। পড়িতে চাহেন শুনি সবার উল্লাস।। বিদ্যারম্ভ করাইলা কতোদিন পরে। পড়া নামমাত্র অনায়াসে সব স্ফুরে।। কতোদিন পরে

চূড়াকরণ হইল। শ্রীযজ্ঞোপবীতস্কন্ধে অদ্ভুত শোভিল॥ অল্প দিনে ব্যাকরণ কোষ অলঙ্কার। তর্কাদি পঢ়িল লোকে হৈল চমৎকার॥ ধনঞ্জয় বিদ্যা বাচস্পতি ভাগ্যবান্। নিজ সাধ্যমতে করিলেন বিদ্যা দান॥ চাখন্দিতে বৈসে বিদ্যাবন্ত বহুজন। শ্রীনিবাসে দেখি সবে সঙ্কোচিত হন॥ বিষ্ণু পরায়ণ যে প্রাচীন বিপ্রবর্য্য। তারা সব পরস্পর কহে কি আশ্চর্য্য॥ অল্প কালে সকল শাস্ত্রেতে হৈল জ্ঞান। সদা সুনির্ম্মল ভক্তি পথে সাবধান॥ বহুদিন হৈতে বাস হইল এথাই। এমন বালক মোরা কভু দেখি নাই॥ কিবা কাঁচা সোনার বরণ তনু খানি। কিবা সে মুখের শোভা কি মধুর-বাণী॥ হাসিতে খসয়ে সুধা দশন সুন্দর। কিবা দুটি দীঘল নয়ন মনোহর॥ কিবা নাসা শ্রুতি গণ্ড ভুরু ভালদেশ। কিবা মাথে চিকন চাঁচর চারু কেশ॥ কিবা বাহু বলনি ললিত বক্ষঃপীন। নিরুপম উদর মাধুর্য্য কটিক্ষীণ॥ কিবা জানুজঙ্ঘা সুকোমল পদদ্বয়। দেব অংশ বিনা কি মনুষ্যে ঐছে হয়॥ শ্রীচৈতন্য দাস যৈছে অপুত্রক ছিল। তৈছে প্রভু আনন্দের-মূর্ত্তি পুত্র দিল॥ কেহো কহে ইহার বালাই লৈয়া মরি। না দেখি কি করে হিয়া পাসরিতে নারি॥ কেহো কহে সংসারে পাইয়ে মহাদুঃখ। ইহারে দেখিলে মনে উপজয়ে সুখ॥ কেহো কহে মোর পুত্র কন্যা বহু হয়। তাহা হৈতে শ্রীনিবাসে স্নেহ অতিশয়॥ শ্রীচৈতন্য দাসেরে কহিব কোন ছলে। ইহার বিবাহ যেন দেন অল্পকালে॥ ঐছে পরস্পর

কহি করে আশীর্ব্বাদ। নেত্রে ভরি রাখে সদা মনে এই সাধ॥ চাখন্দিতে জন্ম শ্রীনিবাসের যে রীত। এ সকল কথা হৈল সর্ব্বত্র বিদিত॥ চাখন্দি নিকট যে যে ভক্তের আলয়। তথা শ্রীনিবাসের গমন সদা হয়॥ শ্রীগোবিন্দ ঘোষ আদি অধৈর্য্য অন্তরে। শ্রীগৌরচন্দ্রের লীলামৃতে সিক্ত করে॥ কহিতে কি জানি সবে যে আনন্দ পায়। সবাকার ইচ্ছা ভরি রাখয়ে হিয়ায়॥ তিলে তিলে কি অদ্ভুত স্নেহের প্রকাশ। সবে কহে গৌরপ্রেম মূর্ত্তি শ্রীনিবাস॥ শ্রীনিবাস প্রসঙ্গ সর্ব্বত্র সবে কয়। শ্রীনিবাসে দেখিতে সবার সাধ হয়॥ শ্রীখণ্ডে শ্রীনরহরি শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীনিবাসে দেখিতে উদ্বিগ্ন অনুক্ষণ॥ শ্রীনিবাস তা সবার দর্শন নিমিত্তে। সদা উৎ-ণ্ঠিত একা নারয়ে যাইতে॥ অকস্মাৎ জাজিগ্রাম হৈতে কেহো আইলা। শ্রীনিবাস তার সহ জাজিগ্রাম গেলা। ঠাকুর শ্রীনরহরি গোষ্ঠীর সহিতে॥ গঙ্গাস্নানে আইসেন জাজিগ্রাম পথে॥ তথা শ্রীনিবাসে দেখি যে আনন্দ [illegible]নে। তাহা এক মুখে বা বর্ণিব কোন জনে॥ শ্রীনিবাস শ্রীসরকার-ঠাকুরে দেখিয়া॥ হইলা অধৈর্য্য সুখে উথলয়ে হিয়া॥ অতি দীন প্রায় হৈয়া প্রণাম করিতে। ঠাকুর করিয়া কোলে বিহ্বল স্নেহেতে॥ শ্রীনিবাস প্রতি কহে মধুর বচন। তোমারে দেখিয়া জুড়াইল নেত্র মন॥ বড় সাধ ছিল বাপু তোমারে দেখিতে। এত কহি হস্তপদ্ম বুলায় অঙ্গেতে॥ শ্রীনিবাস করযোড় করি নিবেদয়। এই করো যেন মনো-

রথ পূর্ণ হয়॥ মুঞি অতি অজ্ঞ কিছু কহিতে না জানি। সর্ব্ব প্রকারেতে রক্ষা করিবা আপনি॥ ঐছে কত কহি নেত্রে ধারা নিরন্তর। ঠাকুর প্রবোধি আজ্ঞা কৈল যাহ ঘর॥ শ্রীসরকার ঠাকুরের অদ্ভুত মহিমা। ব্রজে মধুমতী যে গুণের নাই সীমা॥

যথা শ্রীগৌরগণোদ্দেশে॥

পুরা মধুমতী প্রাণসখী বৃন্দাবনে স্থিতা।
অধুনা নরহর্য্যাখ্যঃ সরকারঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ॥

যথা শ্রীমদ্রূপকৃত পদ্যং॥

শ্রীবৃন্দাবন বাসিনো রসবতী রাধা ঘনশ্যাময়ো
রাসোল্লাস রসাত্মিকা মধুমতী সিদ্ধানুগা যাপুরা।
সেয়ং শ্রীসরকার ঠক্কুর ইহ প্রেমার্থিতঃ প্রেমদঃ
প্রেমানন্দ মহোদধি র্বিজয়তে শ্রীখণ্ড ভূখণ্ডকে॥

যথা শ্রীকর্ণপূর কৃত পদ্যং॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভো রতি কৃপামাধ্বীক সদ্ভাজনং
সান্দ্রপ্রেম পরম্পরা কবলিতং বাচঃ প্রফুল্লং মুদা।
শ্রীখণ্ডে রচিতস্থিতিং নিরবধি শ্রীখণ্ড চর্চ্চার্চ্চিতং
বন্দে শ্রীমধুমত্যুপাধি বলিতং কঞ্চিন্মহাপ্রেমদং॥

ঐছে বহু চরিত্র বর্ণয়ে বিজ্ঞগণ। শ্রীনিবাসে যৈছে স্নেহ না হয় বর্ণন॥ শ্রীসরকারঠাকুরের আজ্ঞামৃত পানে। যে আনন্দ হৈল তাহা কে বর্ণিতে জানে॥ চাখন্দি গ্রামেতে শীঘ্র গেলা শ্রীনিবাস। নিরন্তর শুনে গৌরচন্দ্রের বিলাস॥

এক দিন গৌরাঙ্গের সুচারু চরিত। জিজ্ঞাসে পিতার স্থানে হৈয়া উল্লাসিত॥ বিপ্র কহে ব্রহ্মাদি না পায় অন্ত যার। তার লীলা কহিব কি মুই জীব ছার॥ শুন শুন শ্রীনিবাস কহিয়ে তোমায়। বৃন্দাবনচন্দ্র কৃষ্ণ বিশ্বম্ভর রায়॥ নবদ্বীপে বাল্যাবেশে বিহরে যখন। সে সময়ে আমরা করিয়ে অধ্যয়ন॥ ভক্তি মর্ম্ম না বুঝিয়া তর্কাদি পড়িয়ে॥ বহির্মুখগণ সঙ্গে সদাই রহিয়ে॥ দিনে দিনে প্রভু লীলা শুনি চমৎকার। সদা মনে করিয়ে যাইব দেখিবার॥ দুষ্ট সঙ্গ মতে তথা যাইতে না পারি। তা সবার অহঙ্কার সহিতেও নারি॥ বিদ্যা মদে সে সবে কাহুকে নাই গণে। প্রভুর প্রসঙ্গে হাস্য করে সর্ব্বজনে॥ মহাদুঃখ পাই মনে নহে সম্বরণ। বিধি-প্রতি প্রার্থনা করিয়ে অনুক্ষণ॥ ত্বরিতে হউক এ সবার দর্প চূর্ণ। শুন সে প্রসঙ্গ বিধি যৈছে কৈল পূর্ণ॥ অকস্মাৎ দিগ্বিজয়ী নবদ্বীপে আইলা। তাহার প্রভাবে সবে কম্পিত হইলা॥ সরস্বতী দেবী তার ভক্তিতে অধীন। এ হেতু সে মহাকবি শাস্ত্রেতে প্রবীণ॥ তারে পরাজয় করে হেন কেহো নাই। চিন্তিত সকল অধ্যাপক এক ঠাঁই॥ চাখন্দি নিবাসি আদি যত বিদ্যাবান্। শুনি সে প্রসঙ্গ স্থির নহে কারো প্রাণ॥ সে সময়ে সরস্বতী পতি নারায়ণ। নিমাইপণ্ডিতনাম পাঠ ব্যাকরণ॥ ব্যাকরণে অধ্যাপক বহু শিষ্য সঙ্গে। শ্রীজাহ্নবী তীরে বিলসয়ে মহারঙ্গে॥ দিগ্বিজয়ী অপূর্ব্ব বালক নিরখিয়া। চলিলেন বিদ্যামদে হাসিয়া হাসিয়া॥ নিকটে যাইতে প্রভু

করি পুরস্কার। কহিলেন গঙ্গার মহিমা বর্ণিবার॥ বহু শ্লোক কৈল তেঁহো ক্ষণেকে বর্ণন। অতি সে আশ্চর্য্য সর্ব্ব মতে নির্দূষণ॥ তার মধ্যে প্রভু এক শ্লোকার্থ পুছিল। করিতে শ্লোকার্থ তিন স্থানে দোষ দিল॥ করিতে নারিয়া নিজ শ্লোকার্থ সংগতি॥ প্রভু আগে দিগ্‌বিজয়ী লজ্জা পাইল অতি॥ তথাপিহ প্রভু তার করিল সম্মান। প্রভু গুণে মগ্ন দিগ্বিজয়ী ভাগ্যবান্॥

সরস্বতীতাঁরে প্রভু পরিচয় দিল। দিগ্বিজয়ী প্রভু পদে আত্ম সমর্পিল॥ নিমাইর স্থানে দিগ্বিজয়ী পরাভব। শুনি মহা হর্ষ হৈলা ভট্টাচার্য্য সব॥ নিমাই পণ্ডিত কৈলা দিগ্বি-জয়ী জয়। এই কথাসকল সর্ব্বত্র লোকে কয়॥ ঘোর অধ্যাপক আদি যত বিদ্যাবান্। ছাড়িল মনুষ্য বুদ্ধি হইল দিব্য জ্ঞান॥ কি কহিববাপ অলৌকিক লীলা তাঁর। দেখে মহাভাগ্যবন্ত লোক নদীয়ার॥ কতো দিন বিদ্যাবিলা-সাদি করি রঙ্গে। গয়া করিবারে গেলা বহু লোক সঙ্গে॥ লোক শিক্ষা হেতু এ প্রভুর ব্যবহার। গয়াহৈতে আসি কৈলা সে প্রেম প্রচার॥ অলৌকিক প্রেম চেষ্টা দেখি শিষ্য গণে। পরস্পর প্রশংসয়ে মহানন্দ মনে॥ পূর্ব্বে প্রভু ইচ্ছামতে কেহো না চিনিল। শ্রীবাসাদি ভক্ত সবে আশীর্ব্বাদ কৈল॥ ভক্ত অনুগ্রহ জানাইয়া সর্ব্বোপরি। লুকাইতে নারে ভক্তপ্রিয় গৌরহরি॥ হইলেন ব্যক্ত প্রভু ভুবন মোহন। চিনিলেন পরম কৌতুকে ভক্তগণ॥ শ্রীবাস-

পণ্ডিত শ্রীপণ্ডিত গদাধর। শ্রীমুরারিগুপ্ত হরিদাস বিজ্ঞবর ॥ শুক্লাম্বরব্রহ্মচারি আদি পরিকর। প্রভু গুণে মগ্ন হইলেন নিরন্তর ॥ মিলিলেন মহারঙ্গে অদ্বৈত গোসাঞি। কি কহিব তাঁহার গুণের অন্ত নাই ॥ প্রভু বলদেব নিত্যানন্দ অবধূত। গৌরচন্দ্র সঙ্গে তাঁর মিলন অদ্ভুত ॥ নিত্যানন্দাদ্বৈত শ্রীবাসাদি লইয়া সঙ্গে। বিহরয়ে প্রভু নবদ্বীপেমহারঙ্গে॥ (ওহে বাপু শ্রীনিবাস কহি তোর ঠাঁই। এই অবতারে করুণার সীমা নাই॥ না ধরয়ে অস্ত্র না মারয়ে কারোপ্রাণে। উদ্ধার করয়ে সে দুর্ল্লভ প্রেমদানে। প্রভুর উৎসাহ পাপপাষণ্ডি তারিতে। এ হেতু দুর্জ্জয় দুষ্ট প্রভাব কলিতে ॥) জগাই মাধাই নামে দুই দস্যুরাজ। যার ভয়ে কাঁপে সব নদীয়া সমাজ॥ মদ্য মাংস বিনা তার ভক্ষণ না হয়। তারে দেখি কেহ স্থির হইতে নারয় ॥ করয়ে কুক্রিয়া যত তার অন্তনাই। আমরা হ তার ভয়ে ভাবিত সদাই ॥ দেখিয়া দৌরাত্ম বিজ্ঞগণে বিচারয়। ঈশ্বর বিহীনে ইহার শাস্তা কেহো নয় ॥ রাবণ কংসাদি সে ইহার সম নহে। এই মত কত কথা পরস্পর কহে ॥ সে দুই পাপিরে প্রভু উদ্ধার করিলা। নিত্যানন্দ দয়ালু জগতে জানাইলা ॥ একদিন গৌরচন্দ্র কহে হর্ষ হৈয়া। উদ্ধারহ জীবে কৃষ্ণ উপদেশ দিয়া ॥ শুনি প্রভু নিত্যানন্দ হরিদাস সঙ্গে। কৃষ্ণ নাম উপদেশ করি ফিরে রঙ্গে ॥ পঢ়ুয়া অধম মিলি নিন্দয়ে সদাই। যাইতে কহিল যথা জগাই মাধাই ॥ কৃষ্ণনাম

শুনি দোঁহে ক্রোধ যুক্ত হৈয়া। এ দোহাঁরে মারিতে আইল দোঁহে ধাঞা॥ মদে মত্ত মাধাই কহি বাক্য বজ্রাঘাত। নিত্যানন্দ দেবের করিল রক্তপাত॥ তথাপিহ নিত্যানন্দ করুণা সাগর। চিন্তয়ে দোঁহার হিত আনন্দ অন্তর॥ শুনি গৌরচন্দ্র মহা ক্রোধ যুক্ত হৈল। নিত্যানন্দ অনুগ্রহে অনুগ্রহ কৈল॥ নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র এক দেহ হয়। লীলা কারণেতে ভিন্ন সর্ব্বলোকে কয়॥ জগাই মাধাই দুই প্রভু পদে ধরি। কহিল যতেক তাহা কহিতে না পারি॥ যদ্যপি সকল দোষ ক্ষমা করি প্রভু। করিলেন আত্মসাৎ শান্তি নহে তবু॥ জগাই মাধাই কহে কান্দিয়া কান্দিয়া। ঐছে আজ্ঞা কর যেন স্থির হয় হিয়া॥ শুনি সেই প্রভু হৃষ্ট হৈয়া দুইজনে। আজ্ঞাদিল গঙ্গা স্নান ঘাট সম্মার্জ্জনে॥ তবে দোঁহে আপনা মানিয়া দীন অতি। গঙ্গাঘাট মার্জ্জন করয়ে নিতি নিতি॥ হইলেন দুই ভাই প্রভু পরিকর। যার নাম নৈলে ঘুচে পাষণ্ড অন্তর॥ এই কথা সর্ব্বলোকে হইল বিদিত। উদ্ধারিলা মহা দুষ্টে নিমাই পণ্ডিত। পঢ়ুয়া অধম অতি বিস্মিত হইয়া। কেহো কারো প্রতি কহে হাসিয়া হাসিয়া॥ ওহে ভাই নিমাই পণ্ডিত কিবা জানে। জগাই মাধাইরে আনিল নিজগণে॥ কোথাহ না দেখি যে ইহার পরাভব। ঐছে পাছে হয় নদীয়ার লোক-সব॥ কেহো কহে আপনাকে সাবধান হবে। দুই চারি দিনে সব দেখিতে পাইবে॥ ঐছে কহি পঢ়ুয়া আপনা ধন্যমানে।

ফিরয়ে সকলে সদা ছিদ্র অন্বেষণে॥ ওহে বাপু শ্রীনিবাস সে দুই উদ্ধারে। হইনু আমরা সবে নির্ভয় অন্তরে॥ নবদ্বীপে সদা মহা আনন্দ পাঁথার। সবে সঙ্কীর্ত্তনেই উন্মত্ত অনিবার॥ পাষণ্ডী সকল তথা কতেক প্রকারে। যবনের ভয় জানাইয়া হাস্য করে॥ কাজিনামে যবন প্রতাপ অতিশয়। নবদ্বীপ আদি তার অধিকার হয়॥ গৌড়েতে যবন রাজা তার প্রিয় অতি। কাজিরে লঙ্ঘিতে নাই কাহারো শকতি॥ এদেশের লোক সব কাঁপে তার ডরে। দেব পূজা স্বচ্ছন্দে করিতে কেহ নারে॥ তেহোঁ হেন দুর্ল্লভ কীর্ত্তন দ্বেষ কৈল। এ হেতু প্রভুর মহা ক্রোধ উপজিল॥ একদিন রাত্রে প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে। বিহরয়ে নবদ্বীপে সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে॥ যে অপূর্ব্ব শোভা হইল নদীয়া নগরে। লক্ষ মুখে তাহা কেহো বর্ণিতে না পারে॥ প্রভু ইচ্ছা মতে নদীয়ার লোক সব। ঘরে ২ করে মহা মঙ্গল উৎসব॥ লক্ষ ২ দীপজ্বলে কৌতুক অপার। রাত্রিকে দিবস জ্ঞান হইল সবার॥ আত্ম বিস্মরিত লোক ভ্রমে চারিভিতে। দেবতা মনুষ্য কেহো না পারে চিনিতে॥ লক্ষ লক্ষ লোক মিলি করয়ে কীর্ত্তন। খোল করতাল শব্দে ভেদয়ে গগণ॥ নৃত্য পদাঘাতে ক্ষিতি করে টলমল। হইল অদ্ভুত জয়ধ্বনি কোলাহল॥ সিংহ পরাক্রম যিনি সবে বলবান্। কাজি মার ২ বলি করিলা পয়ান॥ সে গর্জ্জন শুনিতে পাষণ্ডী মরে ফাটি। ভাঙ্গিল কাজির ঘর দ্বার পুষ্প

বাটী ॥ কাজি বক্ষ বিদারিতে প্রভু পূর্ব্বদিনে। হইলা নৃসিংহ কাজি দেখিল নয়নে। জানিলেন নিমাই মনুষ্য কভু নয় ॥ একথা সবার প্রতি ব্যক্ত করি কয় ॥ শুনি সবে নানা কথা কহে পরস্পরে। হেনকালে মহা ধ্বনি হইল নগরে ॥ লোকে গিয়া কহে সেই পণ্ডিত নিমাই। করয়ে কীর্ত্তন সে লোকের সংখ্যা নাই ॥ মার ২ করি সবে আইসে এথায়। ভাঙ্গে ঘর দ্বার বৃক্ষ না দেখি উপায় ॥ এ বাক্য শ্রবণে কাজি মহা ভয় পাঞা। চলিলেন প্রভু আগে অশ্রু যুক্ত হৈয়া ॥ প্রভুকে দেখিয়া কৈল আত্ম সমর্পণ। কহিতে না আইসে যৈছে করিল স্তবন ॥ পতিত পাবন গৌর সুন্দর বিগ্রহ। ভাগ্যবন্ত কাজিরে করিলা অনুগ্রহ ॥ এ সব আশ্চর্য্য কথা শুনি শিষ্টগণ। নিশ্চয় জানিলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ ॥ ঐছে নবদ্বীপে প্রভু রঙ্গে বিলসয়। শুনিতে সে সব কথা চিত্তে ক্ষোভ হয় ॥ মনে কৈনু যাজিগ্রাম হইতে আসিয়া। দেখিব শ্রীগৌরচন্দ্রে নবদ্বীপে গিয়া ॥ শীঘ্র যাজিগ্রামে গিয়া কার্য্য সমাধিনু। কণ্টক নগরে অতি উল্লাসে আইনু ॥ তথা শ্রীভারতী স্বামী মহাতেজোময়। মোর প্রতি তাঁর অনুগ্রহ অতিশয় ॥ যাজিগ্রাম কণ্টক নগরে যবে যাই। তাঁরে দেখি কখন বা রহি তাঁর ঠাঁঞি ॥ মনে কৈনু তাঁর স্থানে বিদায় হইয়া। নবদ্বীপে যাব গৌর দর্শন লাগিয়া ॥ এই কথা চিত্তে বিচারিয়া তথা যাই। হেনকালে দেখিয়ে লোকের ধাওয়া ধাই ॥ (বাল বৃদ্ধ যুবা স্ত্রীপুরুষ

কত শত। মহা ভিড় হইল চলিতে নাই পথ ॥ জিজ্ঞাসিলে কহে যাব ভারতীর ঘর। নদীয়া হৈতে আইলা শ্রীগৌর সুন্দর ॥ শুনিতে এ বাক্য যেন হাতে চান্দ পাইনু। শ্রীকেশব ভারতী স্বামির স্থানে গেনু ॥ দেখিলাম শ্রীগৌর সুন্দরে নেত্র ভরি। ভুবন মোহন প্রতি অঙ্গের মাধুরী ॥) কি ছার কনক চাঁপা বিদ্যুৎ কেশর। সে রূপে তুলনা নাই ভুবন ভিতর ॥ সুচারু চাঁচর কেশে জগত মাতায়। কেবা না ভুলয়ে গণ্ড ললাট ছটায় ॥ শ্রবণ যুগল ভুরু পরম সুন্দর। আকর্ণ পর্য্যন্ত নেত্র নাসা মনোহর ॥ কোটি কোটি চন্দ্রমা জিনিয়া চন্দ্রমুখ ।(দেখিতেই ঘুচে কোটি জনমের দুঃখ ॥। আজানু-লম্বিত দুই বাহু বক্ষপীন। সিংহের শাবক জিনি কটিদেশ ক্ষীণ ॥ নিতম্ব মধুর উরু চরণ ভঙ্গিতে। কোটি কোটি কন্দর্প নারয়ে স্থির হৈতে ॥ রাঙ্গাপদতল দেখি মনে বিচারিল। কত শত অরুণ শরণ বুঝি নিল ॥ ওরে বাপু শ্রীনিবাস কি বলিব তোরে। ডুবিনু সে গোরা রূপ অমিয়া পাথারে ॥ তথা কেহো কারপ্রতি যত্নে জিজ্ঞাসয়। এথা কেনে হইল গৌরচন্দ্রের বিজয় ॥ তেহোঁ কহেন করিবেন সন্ন্যাস গ্রহণ। ভুবনমোহম কেশ হবে অদর্শন ॥ এবাক্য শুনিতে মোর উড়িল পরাণ। হেনকালে নাপিত দেখিল বিদ্যমান ॥ নাপিতে নাপিত ক্রিয়া কৈল যে প্রকারে। তাহা দেখি কেবা ধৈর্য্য ধরিবারে পারে ॥ শ্রীমস্তকে হৈল শ্রীকেশের অদর্শন। উঠিল ক্রন্দন ধ্বনি ব্যাপিল ভুবন ॥ এই

কথা কহিতে কহিতে বিপ্রবর। হইলা মূর্চ্ছিত নেত্রে ধারা নিরন্তর ॥ পিতার মুখেতে এই প্রসঙ্গ শুনিয়া। শ্রীনিবাস কান্দে অতি ব্যাকুল হইয়া ॥ কতক্ষণ পরে বিপ্র শ্রীচৈতন্য দাস। শ্রীচাঁচর কেশ বলি ছাড়য়ে নিঃশ্বাস ॥ অনেক যত্নেতে স্থির হৈয়া নেত্রমেলে। দেখে পুত্র কান্দয়ে পড়িয়া ভূমি তলে ॥ বিহ্বল হইয়া বিপ্র পুত্র কোলে করি। আশীর্ব্বাদ করে কৃপাকর গৌরহরি ॥ ঝাড়িয়া অঙ্গের ধূলা পোঁছে নেত্রধারা। স্থির করি কহে কতো অমৃতের পারা। নীলাচলে কৈল যৈছে প্রভুর দর্শন। প্রেমাবেশে কহিল সে সব বিবরণ। যৈছে প্রভু নীলাচলে করয়ে বিহার। সে সব কহিতে নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ নিত্যানন্দ অদ্বৈতের চরিত্র কহিল। প্রভু পরিকরের চরিত্র জানাইল ॥ কহিল প্রভুর যৈছে ব্রজেতে বিহার। নবদ্বীপে যে লাগি হইলা অবতার ॥ শুনিয়া পিতার মুখে এ সব প্রসঙ্গ। শ্রীনিবাস অধৈর্য্য ধরিতে নারে অঙ্গ ॥ শুনিতে গৌরাঙ্গ লীলা বড় সাধ মনে। লক্ষ লক্ষ শ্রুতি বাঞ্ছে বিধাতার স্থানে ॥ অনুরাগে রক্তবর্ণ নেত্রে ধারা বয়। পুনঃ পুনঃ পিতার চরণে প্রণময় ॥ আত্ম বিস্মরিত শ্রীনিবাস প্রেমাবেশে। নিতি নিতি ঐছে জিজ্ঞাসয়ে পিতা পাশে ॥ এক দিন শ্রীচৈতন্য দাস বিপ্রবর। পুত্র প্রতি কহে অতি সস্নেহ অন্তর ॥ ওহে বাপু মাতার পালনে যোগ্য হইলা। মাতামহ তোমারে সকল সমর্পিলা ॥ এবে মাতা সহ তোমা রাখি যাজিগ্রামে। মনে হয় শীঘ্র যাই

বৃন্দাবন ধামে ॥ বৃন্দাবনে রূপ সনাতনাদি দ্বারায়। কৈল অলৌকিক কার্য্য প্রভু গৌর রায় ॥ ওহে বাপু সে দোঁহার অদ্ভুত চরিত। দেখিলে মনুষ্যজ্ঞান নহে কদাচিত ॥ যে সময়ে দর্শন করিনু সে দোঁহার। সে সময় ঐছে বুদ্ধি না ছিল আমার ॥ এবে আপনাকে ধন্য করিয়া মানিনু। সং- ক্ষেপে কহিয়ে যৈছে দর্শন করিনু ॥ নবদ্বীপ আদি স্থিত অধ্যাপকগণ। প্রায় রামকেলি গ্রামে সবার গমন ॥ মোর অধ্যাপক অগ্রগণ্য চাখন্দিতে। রামকেলি হৈতে লোক আইল তাঁরে নিতে ॥ চলিলেন অধ্যাপক মোরা সঙ্গে গেনু। শুভক্ষণে রামকেলি গ্রামে প্রবেশিনু ॥ সনাতন রূপের ভবন সন্নিধানে। হইল সভার বাসা পরম সম্মানে ॥ অধ্যাপকগণ মহাউল্লাস হিয়ায় ॥ চলিলেন সনাতন রূপের সভায় ॥ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণে বেষ্টিত হইয়া। ইন্দ্রসম সভা মধ্যে আছেন বসিয়া ॥ কনক সুন্দর তনু অতি তেজোময়। দেখিতে দোঁহার শোভা কেবা ধৈর্য্য হয় ॥ কিবা মন্দ হাস্য মুখে সুখের অবধি। কিবা দীর্ঘ নয়ন নির্ম্মিল কোন বিধি ॥ কিবা বাহু বক্ষ কটিদেশ মনোহর। তুলনা দিবার নাই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ॥ অধ্যাপক সঙ্গে গিয়া দেখিনু সাক্ষাতে। করিলেন সভার সম্মান নানা মতে ॥ ঐশ্বর্য্যের সীমা অহ- ঙ্কার মাত্র নাই। কৃষ্ণ পাদপদ্মে ভক্তি মাগে সর্ব্ব ঠাঁই ॥ দুই ভাই সর্ব্ব শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত। জ্যেষ্ঠ সনাতন রূপ কনিষ্ঠ বিদিত ॥ নানাদেশি পণ্ডিতের শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনে।

বহু অর্থ দিয়া পরিতোষে সর্ব্বজনে॥ সে দোহাঁর শাস্ত্র ব্যাখ্যা অধ্যাপক শুনি। যে শ্লাঘা করয়ে তাহা কহিতে না জানি॥ মহামন্ত্রী দোঁহে রাজ বিষয়ে প্রধান। কোন মতে কারো না করয়ে অসম্মান॥ গৌড়ে বাদসার ভাগ্য কহিল না হয়। সনাতন রূপে প্রীতে করে অতিশয়॥ শুনি ও লোকের মুখে সে সত্য সকল। সে চেষ্টা দেখিয়া কেবা না হয় বিহ্বল॥ কতোদিন বহি তথা হইয়া বিদায়। চলিলেন অধ্যাপক উল্লাস হিয়ায়॥ সনাতন রূপ আনন্দিত সর্ব্ব মতে। কিবা সে বৈষ্ণব ক্রিয়া বিখ্যাত জগতে॥ রামকেলি হৈতে মোরা শীঘ্র আইনু ঘরে। প্রভুর সন্ন্যাস তার কিছু দিন পরে॥ সন্ন্যাস করিয়া প্রভু গেলা নীলাচলে। তিলেক না ছাড়ে সঙ্গ বৈষ্ণব সকলে॥ সন্ন্যাসীর শিরোমণি শচীর নন্দন। নীলাচল হৈতে যাত্রা কৈলা বৃন্দাবন॥ রামকেলি গ্রামেতে আসিয়া গণসহ। সনাতন রূপে কৈলা মহা অনুগ্রহ॥

নহিল গমনব্রজে ক্ষেত্রে ফিরি গেলা। পুনঃ প্রভু বৃন্দাবনে গমন করিলা॥ এথা রামকেলি গ্রামে রূপ সনাতন। শুনিলেন মহাপ্রভু গেলা বৃন্দাবন॥ কি বলিব দোঁহার প্রবল অনুরাগ। অনায়াসে দোঁহে করিলেন সর্ব্বত্যাগ॥ শ্রীরূপের ভ্রাতা শ্রীবল্লভ তার নাম। পরম বৈষ্ণব পূর্ব্বে নাম অনুপম॥ তা সহ প্রথমে রূপ ব্রজে যাত্রা কৈলা। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রে প্রয়াগে মিলিলা॥ শ্রীরূপেরে দেখি

প্রভু যে আনন্দ মনে। যে কৃপা করিল তা দেখিল ভাগ্যবানে॥ এথা রামকেলিতে গোস্বামী সনাতন। হইয়া অস্পষ্ট ব্রজে করিলা গমন॥ কাশী গিয়া প্রভুর শ্রীচরণ দেখিল। না জানি কি সুখের সমুদ্র উথলিল॥ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বেশ্বর। সনাতনে দেখি স্নেহে বিহ্বল অন্তর॥ মনের আনন্দে বহু উপদেশ কৈল। সনাতনে অনুগ্রহ সীমা জানাইল॥ সনাতন রূপের শ্রীব্রজেতে গমন। এ সব দেশেতে শুনিলেন সর্ব্বজন॥ কেহো কোন রূপে ধৈর্য্য নারে ধরিবার। হইল সবার মনে মহা চমৎকার॥ এমন ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিল কেমনে। দিবারাত্রি এই কথা কহে সর্ব্বজনে॥ কিবা স্ত্রীপুরুষ বাল বৃদ্ধ যুবাগণ। সবে গায় ব্রজে গেলা রূপসনাতন॥ অধ্যাপক গণ রূপ সনাতন বিনে। রামকেলি হইতে দুঃখে গেলা অন্যস্থানে॥

সনাতন রূপের বৈরাগ্যে সবে দুঃখী। এক কৃষ্ণ ভক্তগণ হৈলা মহাসুখী॥ বৃন্দাবনে আচার্য্য শ্রীরূপ সনাতন। প্রভু মনোবৃত্তি প্রকাশিলা দুই জন॥ লুপ্ত তীর্থ ব্যক্ত করি শাস্ত্র প্রমাণেতে। শ্রীরূপগোসাঞির এক চিন্তা হৈল চিতে॥ শ্রীবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দ ব্রজেন্দ্র কুমার। সদা যোগপীঠে স্থিতি-শাস্ত্রে এ প্রচার॥ হেন শ্রীগোবিন্দদেবে না পাই দর্শন। গ্রামে গ্রামে বনে বনে করয়ে ভ্রমণ॥ ব্রজবাসি ঘরে ঘরে অন্বেষণ করি। যমুনার তীরে রহে ধৈর্য্য পরিহরি॥ এক দিন এক ব্রজবাসী অকস্মাৎ। শ্রীরূপগোস্বামি আগে হইলা

সাক্ষাৎ॥ পরম সুন্দর তেঁহো মধুর বচনে। শ্রীরূপে কহয়ে স্বামী ! দুঃখী দেখি কেনে॥ তাঁহার মধুর বাক্যে চিত্ত আকর্ষিল। শ্রীরূপগোস্বামী ক্রমে সব নিবেদিল॥ ব্রজবাসী কহে চিন্তা না করিহ মনে। গোমাটীলা খ্যাতি যোগপীঠ বৃন্দাবনে॥ তথা কোন গাভী শ্রেষ্ঠ পূর্ব্বাহ্ন সময়। দুগ্ধ দেন প্রতি দিন উল্লাস হৃদয়॥ শ্রীগোবিন্দদেব তথা আছেন গোপনে। এত কহি রূপে লৈয়া গেলা সেই খানে॥ স্থান জানাইয়া তেহোঁ অদর্শন হৈতে। মূর্চ্ছিত হইয়া রূপ পড়িলা ভূমিতে॥ কতক্ষণ পরে রূপ পাইয়া চেতন। নিবারিতে নারে নেত্রে ধারা অনুক্ষণ॥ শ্রীরূপগোস্বামী কোটি সমুদ্র গভীর। প্রভুর রহস্য জানি হইলেন স্থির॥ মনের উল্লাসে কহে ব্রজবাসিগণে। শ্রীগোবিন্দদেব প্রভু আছেন এখানে॥ শুনি ব্রজবাসী প্রেমে বিহ্বল হইলা। বাল বৃদ্ধ আদি সবে গোমাটিলা আইলা॥ কেহো কার প্রতি কহে সহাস্য বদনে। গোমাটিলা যোগপীঠ জানিনু এখনে॥ যত্নে যোগপীঠ ভূমি খননের কালে। কৈল বলরাম আজ্ঞা দেখ মধ্যস্থলে। যোগপীঠ মধ্যে প্রভু ব্রজেন্দ্রনন্দন। হইলা সাক্ষাৎ কোটি কন্দর্পমোহন॥

তথাহি ব্রজস্থ শ্রীহরিদাস পণ্ডিতগোস্বামিনঃ শিষ্য
শ্রীরাধাকৃষ্ণগোস্বামি কৃত সাধন দীপিকায়াং॥

প্রভোরাজ্ঞা পালনার্থং গত্বা বৃন্দাবনান্তরে।
ন দৃষ্ট্বা শ্রীবপুস্তত্র চিন্তিতঃ স্বান্তরে সুধীঃ॥

ব্রজবাসিজনানাস্তু গৃহেষুচ বনে বনে।
গ্রামে গ্রামে ন দৃষ্ট্বাতু রোদিত শ্চিন্তিতো বুধঃ ॥
একদা বসতস্তস্য যমুনায়াস্তটে শুচৌ।
ব্রজবাসিজনাকারঃ সুন্দরঃ কশ্চিদাগতঃ ॥
তং দৃষ্ট্বা কথিতং তেন হে পতে! দুঃখিতো নু কিং ?।
তচ্ছ্রুত্বা বচনস্তস্য স্নেহকর্ষিতমানসঃ ॥
প্রেমগম্ভীরয়া বাচা দূরীকৃতমনঃ ক্লমঃ ॥
কথয়ামাস তং সর্ব্বং তং নিদেশং মহাপ্রভোঃ ॥
স শ্রুত্বা সর্ব্ববৃত্তান্ত মাগচ্ছেতি ব্রুবন্নমুং।
গুমাটিলা ইতি খ্যাতে তত্র নীত্বাব্রবীৎ পুনঃ ॥
অত্র কাচিদ্গবাং শ্রেষ্টা পূর্ব্বাহ্ণে সমুপাগতা।
দুগ্ধস্রাবং বিকুর্ব্বাণাপ্যহন্যহনি যাতি ভোঃ ॥
স্বামিংশ্চিতেবিমৃশ্যে তদুচিতং কুরু যাম্যহং।
শ্রীরূপ স্তদ্বচঃ শ্রুত্বা রূপং দৃষ্ট্বা চ মূর্চ্ছিতঃ ॥
পুনঃ ক্ষণান্তরে ধীরো ধৈর্য্যং ধৃত্বোপচিন্তয়ন্।
জ্ঞাতসর্ব্বরহস্যোঽপি লোকানুকৃতচেষ্টিতঃ ॥
ব্রজবাসিজনানাহ শ্রীগোবিন্দোঽত্র বিদ্যতে।
এতচ্ছ্রুত্বা তু তে সর্ব্বেপ্রেম সংভিন্নচেতসঃ ॥
মিলিত্বা বালবৃদ্ধৈশ্চ তাং ভূমিং সমশোধয়ৎ।
যোগপীঠস্য মধ্যস্থং পশ্যন্তং কৃষ্ণমীশ্বরং ॥
সাক্ষাদ্ব্রজেন্দ্রতনয়ং কোটিমন্মথমোহনং।
রুরুধু স্তাং ধরাং যত্নাদ্রামস্যাজ্ঞানুসারতঃ ॥

শ্রীগোবিন্দদেবের প্রকটধ্বনি হৈতে। উল্লাসে অসংখ্য লোক ধায় চারি ভিতে॥ মিসাইয়া মনুষ্যে ব্রহ্মাদিদেবগণ। পরমউল্লাসে করে গোবিন্দ দর্শন॥ তিলার্দ্ধেক লোক ভিড় নিবৃত্ত না হয়। কোথা হৈতে আইসে কেহ লখিতে নারয়॥ গোবিন্দ প্রকট মাত্রে শ্রীরূপগোসাঞি। ক্ষেত্রে পত্রী পাঠাইলা মহাপ্রভু ঠাঞি॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু পার্ষদ সহিতে। পত্রী পড়ি আনন্দে নাপারে স্থির হৈতে॥ কাশীশ্বর প্রতি প্রভু কহয়ে নির্জ্জনে। তোমারেই যাইতে হইল বৃন্দাবনে॥ কাশীশ্বর কহে প্রভু তোমারে ছাড়িতে। বিদরে হৃদয়, যে উচিত কর ইথে॥ কাশীশ্বর অন্তর বুঝিয়া গৌরহরি। দিল নিজ স্বরূপ বিগ্রহ যত্ন করি॥ প্রভু সে বিগ্রহ সহ অন্নাদি ভুঞ্জিল। দেখি কাশীশ্বরের পরমানন্দ হৈল॥ শ্রীগৌর গোবিন্দ নাম প্রভু জানাইলা। তাঁরে নৈয়া কাশীশ্বর বৃন্দাবনে আইলা॥ শ্রীগোবিন্দ দক্ষিণে প্রভুরে বসাইয়া। করয়ে অদ্ভুত সেবা প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥

তথাহি সাধন দীপিকায়াং

মহাপ্রভু পার্ষদ শ্রীমুখ শ্রুত কথা॥

একদা শ্রীমহাপ্রভুঃ শ্রীকাশীশ্বরং কথিতবান্। ভবান্ শ্রীবৃন্দাবনং গত্বা শ্রীরূপসনাতনয়োরন্তিকং নিবসত্বিতি॥

সতু তৎশ্রুত্বা হর্ষ বিস্মিতোঽভূৎ। সর্ব্বজ্ঞশিরোমণিস্তদ্ধৃদয়ং জ্ঞাত্বা গৌরঃ পুনঃ কথিতবান্। শ্রীজগন্নাথপার্শ্ববর্ত্তিনং শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ মানীয় স্বয়ং ভগবতানেন মমাভেদং জানীহি।

এবমেনং সেবস্ব। তৎশ্রুত্বা সতূষ্ণীং বভূব। ততো বিগ্রহস্য বপুষা শ্রীকৃষ্ণেন মহাপ্রভুণাচ একত্র ভোজনং কৃতং।

ততঃ শ্রীকাশীশ্বরো দণ্ডবৎ প্রণম্য গৌরগোবিন্দবিগ্রহং বৃন্দাবনং প্রাপয়ামাস।

সোঽয়ং শ্রীগোবিন্দ পার্শ্ববর্ত্তি মহাপ্রভুঃ॥

পদকান্ত্যাজিত মদনো মুখকান্ত্যা খণ্ডিত কমলমণি গর্ব্বঃ।
শ্রীরূপাশ্রিত চরণঃ কৃপয়তু ময়ি গৌরগোবিন্দঃ॥১॥

গোবিন্দের লীলা অতি অদ্ভুত অপার। কে বুঝিতে পারে কৃপা না হইলে তাঁর॥ প্রকটাপ্রকট লীলা দুই মত হয়। অপ্রকটে মৌন মুদ্রা রূপে বিলসয়॥ ওহে শ্রীনিবাস! কত কহিব তোমারে। শ্রীগোবিন্দ প্রকট হইলা রূপদ্বারে॥ শ্রীরূপে শ্রীবৃন্দা স্বপ্ন চ্ছলে জানাইল। ব্রহ্মকুণ্ডতট হৈতে তাঁরে প্রকাশিল॥ শ্রীবৃন্দাদেবীর শোভা মহিমা অপার। সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হয় হৈলে কৃপা তাঁর॥

তথাহি সাধন দীপিকায়াং॥

ব্রহ্মকুণ্ডতটোপান্তে বৃন্দাদেবী প্রকাশিতা।
প্রভোরাজ্ঞাবলেনাপি শ্রীরূপেণ কৃপাব্ধিনা॥২॥

চূড়ায়াং চারু রত্নাম্বরমণিমুকুটং বিভ্রতীং মূর্দ্ধ্নি দেবীং
কর্ণদ্বন্দ্বে চ দীপ্তে পুরটবিরচিতে কুণ্ডলে হারিহারান্।
নিষ্কং কাঞ্চী সুহাসান্ ভুজ কটক তুলাকোটিকাদীংশ্চ বন্দে
বৃন্দাং বৃন্দাবনান্তঃ সুরুচির বসনাং শ্রীলগোবিন্দপার্শ্বে॥৩॥

শ্রীবৃন্দায়াঃ পদাব্জং সুরমুনিসকলৈশ্চাপি ভক্ত্যানুবন্ধ্যং
প্রেম্ণা সংসেব্যমানং কলিকলুষ হরং সর্ব্ববাঞ্ছা প্রদঞ্চ।
বক্তব্যং চাত্র কিম্বানু যদনু ভজতো দুর্ল্লভেদেবলোকৈঃ
শ্রীমদ্বৃন্দাবনেঽস্মিন্ নিবসতি মনুজঃ সর্ব্ব দুঃখৈ র্বিমুক্তঃ॥

ওহে শ্রীনিবাস শ্রীরূপের কর্ম্ম যত। তাহা আমি এক মুখে কহিব বা কত॥ সনাতনগোস্বামীর অদ্ভুত বিলাস। মধ্যে মধ্যে করেন শ্রীমহাবনে বাস॥ মদন গোপাল তথা বালক সহিতে। যমুনা পুলিনে খেলে দেখয়ে সাক্ষাতে॥ মদন গোপাল সনাতন প্রেমাধীন। স্বপ্নচ্ছলে সনাতনে কহে এক দিন॥ সনাতন তোমার কুটীর মোরে ভায়। মহাবন হৈতে আমি আসিব এথায়॥ এত কহি প্রভু হইলেন অদর্শন। প্রেমাবেশে বিহ্বল হইলা সনাতন॥ প্রভুর ভঙ্গিমা ভক্ত জানে ভাল মতে। মদন গোপাল আইলা রজনী প্রভাতে॥ সনাতন মনে হৈল আনন্দ প্রচুর। পত্র কুটিরেতে সেবা করেন প্রভুর॥ মহারাজ কুমার শ্রীমদনমোহন। তেহোঁ শুষ্ক রুটি ভুঞ্জে, দুঃখী সনাতন॥ সনাতন মনঃ জানি মদন গোপাল। নিজ সেবা বৃদ্ধি ইচ্ছা হইল তৎকাল॥ হেন কালে মুলতান্‌দেশীয় একজন। অতিশয় ধনাঢ্য সর্ব্বাংশে বিচক্ষণ॥ কপূর ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ নাম কৃষ্ণ দাস। নৌকা হৈতে নামি আইলা গোস্বামীর পাশ॥ গোস্বামীর চরণে পড়িল লোটাইয়া॥ কৈল কত দৈন্য নেত্র জলে সিক্ত হৈয়া॥ সনাতন তারে বহু অনুগ্রহ কৈলা। শ্রীমদনমোহন

চরণে সমর্পিলা ॥ শ্রীমদনমোহনে দখিয়া কৃষ্ণ দাস। ভূমে পড়ি প্রণময়ে ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস ॥

সেই দিন মন্দিরের আরম্ভ করিল। নানা রত্ন ভূষণে ভূষিত করাইল ॥ পরিধেয় বস্ত্রাদি সে বিবিধ প্রকার। রাখাইলা যত্ন করি পৃথক্ ভাণ্ডার ॥ ভোগের সামগ্রী নানাপ্রকার করিলা। ভুঞ্জিনেন প্রভু ইথে মহাহর্ষ হৈলা ॥ মদনগোপালে দেখি কেবা ধৈর্য্য ধরে। ব্রজবাসিগণ ভাসে সুখের সাগরে ॥ সংক্ষেপে কহিল এ প্রসঙ্গ রসায়ন। মদনমোহন সনাতনের জীবন ॥ ওহে বাপু শ্রীনিবাস কহিতে কি আর। প্রভু ভক্ত দ্বারে কৈল আপনা প্রচার ॥ শ্রীপরমানন্দভট্টাচার্য্য মহাশয়। শ্রীমধুপণ্ডিত অতি গুণের আলয় ॥ দুহু প্রেমাধীন কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র কুমার। পরম দুর্গম চেষ্টা কহে সাধ্যকার ॥ বংশী-বট নিকট পরমরম্য হয়। তথা গোপীনাথ মহারঙ্গে বিলসয় ॥

তথাহি সাধনদীপিকায়াং ॥

যস্তেন সুপ্রকটিতো গোপীনাথো দয়াম্বুধিঃ।
বংশীবট তটে শ্রীমদযমুনোপতটে শুভে ॥

অকস্মাৎ দর্শন দিলেন কৃপা করি। শ্রীমধুপণ্ডিত হৈলা সেবা অধিকারী ॥ শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়। শ্রীমধু-পণ্ডিত তাঁর স্নেহ অতিশয় ॥ ওহে শ্রীনিবাস গোপীনাথের দর্শনে। কহিতে কে জানে যে আনন্দ বৃন্দাবনে ॥ হরয়ে সভার মন অঙ্গের ছটায়। করিতে দর্শন লক্ষ ২ লোক ধায় ॥ শ্রীগোপীনাথের চারু চরিত্র মধুর। যে শুনে বারেক তার

তাপ যায় দূর ॥ শ্রীব্রজের কথা ভক্তমুখে যে শুনিনু । সে অতি বিস্তার তার কিছু শুনাইনু ॥ ওহে শ্রীনিবাস প্রাণ করয়ে কেমন । হেন দিন হবে কি যাইব বৃন্দাবন ॥ শ্রীচৈতন্য দাস ঐছে কহিতে কহিতে । নয়নে বহয়ে ধারা নারে নিবারিতে ॥ পিতার চরণ ধরি কান্দে শ্রীনিবাস । মনে মনে কহে কি পুরিবে মোর আশ ॥ পিতা পুত্রে স্থির হইলেন কতক্ষণে ॥ কি অদ্ভুত প্রেমের প্রতাপ কেবা জানে ॥ কৃষ্ণ কথা বিনা কিছু নাহি ভায় চিতে । হেন পিতা পুত্রের উপমা নাহি দিতে ॥ পিতা পুত্র সম্বাদ শুনয়ে যেই জন । অনায়াসে পায় সে দুর্ল্লভ ভক্তিধন ॥ শ্রীনিবাস আচার্য্য চরণ চিন্তা করি । ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীনিবাস জন্মাদি প্রসঙ্গানুকথনে বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দাদি প্রকট বর্ণন নামদ্বিতীয় তরঙ্গ ॥ * ॥ ২ ॥ * ॥

# ভক্তিরত্নাকর।

—:○•○:—

## তৃতীয় তরঙ্গ।

জয় নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরসুন্দর। জয় নিত্যানন্দ অবধূত হলধর॥ জয় শান্তিপুরনাথ অদ্বৈত ঈশ্বর। জয় গৌর প্রিয় শ্রীপণ্ডিত গদাধর॥ জয় ২ পণ্ডিত ঠাকুর শ্রীনিবাস। জয় হরিনামামৃত মগ্ন হরিদাস॥ জয় প্রেমময় শ্রীস্বরূপ দামোদর। জয় শ্রীমুরারিগুপ্ত গুণের সাগর॥ জয় বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয়। জয় রায় রামানন্দ রসের আলয়॥ জয় গৌরিদাস শ্রীপণ্ডিত বক্রেশ্বর। জয় নরহরি শ্রীমুকুন্দ কাশীশ্বর॥ জয় জগদীশ গৌরিদাস ধনঞ্জয়। জয় সনাতন রূপ গুণের আলয়॥ জয় জীব গোপাল ভূগর্ত্ত লোকনাথ। জয় রঘুনাথভট্ট ভুবনে বিখ্যাত॥ জয় রঘুনাথদাস শ্রীকুণ্ডনিবাসী। জয় জয় শ্রীরাঘব গোবর্দ্ধনবাসী॥ জয় শ্রীনিবাস নরোত্তম রামচন্দ্র। জয় দীন দুঃখীর জীবন শ্যামানন্দ॥ জয় শ্রীঠাকুর মোর বৈষ্ণব গোসাঞি। জগৎ পবিত্র হয় যার গুণ গাই॥ জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়। (এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয়॥ গৌরগুণে মগ্ন শ্রীনিবাসের অন্তর। শ্রীপিতা মাতার সেবা করে নিরন্তর॥ পিতা মাতা দোঁহার যে স্নেহ পুত্র প্রতি। সে সব কহিতে নাই আমার শকতি॥) কি

আনন্দ চাখন্দি গ্রামেতে প্রতি ঘরে। তিলার্দ্ধেক শ্রীনিবাসে ছাড়িতে না পারে॥ শ্রীনিবাস সবারে তোষয়ে নানা মতে। শ্রীনিবাসে সবে প্রশংসয়ে হর্ষচিতে॥ চাখন্দিতে যৈছে শ্রীনিবাস বিলসয়। তাহা এক মুখে কি কহিতে সাধ্য হয়॥ কত দিনে পিতার হইল পরলোক। পুত্রমুখ দেখি মাতা পাসরিল শোক॥ কিছুদিন পরে শ্রীনিবাস মহাশয়। জাজি-গ্রামে গেলা মাতামহের আলয়॥ যুক্তি স্থির করিলেন মাতার সহিত। যাজিগ্রামে বাস এবে হয়ত উচিত॥ গ্রাম-বাসী লোক সব একথা শুনিল। পরম আনন্দে বাস যোগ্য স্থান কৈল॥ যাজিগ্রাম সমীপাদি* সবার উল্লাস। সর্ব্বপ্রাণা-ধিক হইলেন শ্রীনিবাস॥ ভক্তিরসে মগ্ন শ্রীনিবাস সর্ব্বক্ষণ। দেখি মহাহর্ষ চৈতন্যের প্রিয়গণ॥ নিরন্তর শ্রীনিবাস ভক্ত গোষ্ঠী‡ পাশে। শুনয়ে চৈতন্যলীলা অশেষ বিশেষে§॥ প্রভু-গণ সহ বিলসয়ে নীলাচলে। শুনিতে সে সব কথা হৃদয় উথলে॥ হইলা উদ্বিগ্ন শ্রীনিবাস মহাধীর। নীলাচলে চলিতে করিলা মনে স্থির॥ কত অভিলাষ চিত্তে হয় ক্ষণে ক্ষণে। মো পামরে প্রভু কি দিবেন দরশনে॥ প্রভুভক্তগণ কৃপা করিবে কি মোরে। তা সবার পদধূলি ধরিব কি শিরে॥ মোহেন অযোগ্যে শ্রীপণ্ডিত গদাধর। চরণ নিকটে কি

---

* যাজিগ্রামের নিকট অন্যান্য গ্রামবাসী দিগের।

‡ ভক্তগোষ্ঠী, ভক্তসমাজ।

§ অশেষ প্রকারে।

রাখিবে নিরন্তর॥ শ্রীমদ্ভাগবত প্রভু শুনিবেন যত্নে। সে শ্রীমুখ বাক্য কর্ণে প্রবিষ্ট কি হবে॥ (দেখিব কি নীলাচল চন্দ্র জগন্নাথ। শ্রীসুভদ্রা দেবী প্রভু বলরাম সাঁথ॥) ঐছে বহু কহে, ধারা বহে দুনয়নে। চলিলেন খণ্ডে ** স্থির হৈয়া কতক্ষণে॥ দেখি শ্রীবিগ্রহ কৈল প্রণতি অপার। নিরন্তর দুই নেত্রে বহে অশ্রুধার॥ শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রিয়পার্ষদ গণেরে। ভূমিতে পড়িয়া প্রণময়ে বারে বারে॥ ঠাকুর শ্রীনরহরি প্রেমের আবেশে। শ্রীভুজ পসারি কোলে কৈল শ্রীনিবাসে॥ স্নেহে শ্রীনিবাস অঙ্গ সিঞ্চে নেত্র জলে। জিজ্ঞাসে কুশল যেন কত সুধা ঢালে॥ "শ্রীনিবাস কহয়ে যাইব নীলাচল। আজ্ঞা দেহ দেখি গিয়া শ্রীপদকমল॥ শুনিতে এ বাক্য অতি উদ্বিগ্ন হৃদয়। আজ্ঞা দিল যাহ শীঘ্র বিলম্ব না সয়॥ পুনঃ শ্রীনিবাসে কহে গদ্গদ বচন। প্রভু করিবেন এই লীলা সঙ্গোপন॥ অদ্বৈত আচার্য্য তর্জ্জা করি পাঠাইল। তর্জ্জা * প্রহেলীতে মনোবৃত্তি প্রকাশিল॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যলীলায়

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে।

"বাউলকে ‡ কহিও লোক হইল আউল। বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥ বাউলকে কহিও কাযে নাহিক

** শ্রীখণ্ড গ্রামে।

* তর্জ্জা উপহাস ( ঠাট্টা )। প্রহেলী হেঁয়ালী।

‡ বাউল অর্থাৎ বাতুল ( উন্মত্ত )। আউল ( এলোথেলো )

আউলন, বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥” তর্জ্জা অর্থ প্রভু অন্যছলে ব্যক্তকৈল। সেই হইতে সকল ভক্তের চিন্তা হইল॥ স্বতন্ত্র ঈশ্বর কেবা জানে মর্ম্ম তার। না জানি যে কখন করিবে অন্ধকার॥ এত কহিতেই নেত্র জলে সিক্ত হইল। শ্রীনিবাসে ব্যাকুল দেখিয়া প্রবোধিল॥ পথের সঙ্গতি করি দিল সেইক্ষণে। ঠাকুরের যে স্নেহ বর্ণিবে কোন জনে॥ শ্রীরঘুনন্দন আসি তথায় মিলিল। শ্রীনিবাসে আলিঙ্গিয়া প্রেমাবিষ্ট হইল॥ খণ্ডবাসী প্রভুর যতেক ভক্তগণ। যথা যোগ্য সবা সহ হইল মিলন॥ সবাকার স্থানে শীঘ্র হইয়া বিদায়। যাজিগ্রাম গিয়া সব নিবেদিল মায়*॥ যত্ন পূর্ব্ব বিদায় হইয়া মাতা স্থানে। চলিলেন নীলাচলে প্রভুর দরশনে॥ মাঘ শুক্লাপঞ্চমী দিবস শুভক্ষণ। মনের উল্লাসে শ্রীনিবাসের গমন॥ কৈশোর বয়স অতি সুন্দর শরীর। যে দেখে বারেক সে হইতে নারে স্থির॥ কেহ কহে এহো কোন রাজার তনয়। পদ ব্রজে চলে, অনুরাগ অতিশয়॥ কেহ কহে এহ হন গৌরপরিকর। নইলে কেন নেত্রে এত ধারা নিরন্তর॥ কেহ কহে ইহাতে সন্দেহ কিছু নাই। সকল করিতে পারে গৌরাঙ্গ গোসাঞি॥ কেহ কহে ওহে! সে দেখিয়া গোরাচাঁদে। কি নারী পুরুষ কেও স্থির নাহি বাঁধে॥ কেহ কহে গৌরচন্দ্র ব্রজেন্দ্রকুমার। নীলাচলে দেখিলাম অদ্ভুত বিহার॥

* মায়, মাতাকে

কেহ কহে উৎকলে ভাগ্যের সীমা নাই। সচল অচল দুই প্রভু এক ঠাঞি ** ॥ কেহ কহে গৌর জগন্নাথ এক হয়। ইথে যার ভেদবুদ্ধি সেই যায় ক্ষয়॥ এইরূপ কহে কতপথিক সকলে। শ্রীনিবাস চেষ্টা দেখি ভাসে নেত্র জলে॥ আনন্দ আবেশে শ্রীনিবাস চলিযায়। ক্ষেত্র হইতে যে আইসে প্রণমে তাহায় ॥ প্রভু ভক্তগণের পুছেন সমাচার। শুনিতে সে সব কথা আনন্দ অপার ॥ উড়িয়া যাইতে পাথা, প্রভুরে প্রার্থয়। দিবা নিশি চলে পথে শ্রম না জানয়॥ মনেরআনন্দে শ্রীনিবাসের গমন। কতদূরে শুনিল চৈতন্য সংগোপন ॥ মহাপ্রভু অদর্শন এ বাক্য শুনিতে। যে দশা হইল তাহা কে পারে বর্ণিতে॥ কত শত করাঘাত করে নিজ শিরে। ছিঁড়িয়া ফেলেন কেশ নখে বক্ষ চিরে॥ আপনা ধিক্কার করে কান্দিয়া কান্দিয়া। সে বিলাপ শুনি যায় পাষাণ গলিয়া॥ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়ে বারবার। নেত্রধারা দেখি প্রাণ বিদরে সবার॥ অতি কদর্থনে* হইল দিবা অবসান। নিশ্চয় করিল,"দেহে না রাখিব প্রাণ"। অগ্নিকুণ্ড করি তাহে করিব প্রবেশ। তবে সে ঘুচিবে মোর এদারুণ ক্লেশ॥ ঐছে বিচারিতে রাত্রি হইল দণ্ড চারি। লইয়া প্রভুর নাম কান্দে উচ্চ করি॥ প্রভু ইচ্ছা মতে হইল নিদ্রা আকর্ষণ। স্বপ্নছলে গৌরচন্দ্র দিলেন দর্শন॥ বিদ্যুতের পুঞ্জ জিনি শ্রীঅঙ্গ সুন্দর।

** সচল মহাপ্রভু, অচল জগন্নাথ ॥

* অতি কষ্টে।

শ্রীমুখমণ্ডল জিনি কোটি সুধাকর॥ আকর্ণ পর্য্যন্ত দুই লোচন বিশাল। আজানুলম্বিত ভুজ গলে বনমাল॥ বরিষে অমৃত ধারা মধুর হাঁসিতে। কে ধরে ধৈরয শোভা বারেক দেখিতে॥ ভকত বৎসল প্রভু ভুবনমোহন। স্বপ্নছলে দেখা দিয়া রাখিল জীবন॥ শ্রীনিবাস মস্তকে শ্রীচরণ অর্পিল। প্রেমাবেশে প্রভু অতিশয় আশ্বাসিল॥

তথাহি শ্রীনৃসিংহ কবিরাজ কৃত নবপদ্যে॥

গন্তুং শ্রীপুরুষোত্তমং কৃতমতিঃ শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভো
শ্চৈতন্যস্য কৃপাম্বুধের্জনমুখাৎ শ্রুত্বাতিরোধানতাং**।
দুঃখৌঘৈঃ সমুহু র্মুমূর্চ্ছ ভগবান্ দৃষ্ট্বাথভক্তব্যথা
মাশ্বাসাতিশয়ং দয়ামভিবদন্ স্বপ্নে সমাদিষ্টবান্॥

শ্রীনিবাসে বাৎসল্য প্রকাশি ভগবান্। ক্ষণেক থাকিয়া স্বপ্নে হইল অন্তর্দ্ধান॥ প্রভু অদর্শন হইলে হইল নিদ্রাভঙ্গ। বাঢ়িল বিচ্ছেদ দুঃখ সমুদ্র তরঙ্গ॥ শ্রীনিবাসে মহাদুঃখী দেখি গৌরহরি। পুনঃ স্বপ্নছলে কিছু কহে ধীরি ধীরি॥ গদাধর আদি মোর প্রিয় পরিকর। নিরীখে তোমার পথ, ব্যাকুল অন্তর॥

বিলম্বনা কর শীঘ্রযাহ নীলাচল। এতকহি নিজহস্তে পোঁছে নেত্র জল॥ অতি স্নেহে আলিঙ্গন করি বারবার। অন্তর্দ্ধান হৈলা প্রভু শচীর কুমার॥ নিদ্রাভঙ্গ হইল, নিশি প্রভাত দেখিয়া॥ চলে শ্রীনিবাস প্রভু চরণ চিন্তিয়া। নীলাচলে

** তিরোভাবং অদৃশ্যত্বমিত্যর্থঃ।

শ্রীনিবাস গেলা কতদিনে। শ্রীনরেন্দ্র শৌচ দেখি ধারা দুনয়নে ॥ শ্রীনরেন্দ্র রাজা শৌচ মহাপাত্র * তার। এদু-য়ের নামে সরোবর এ প্রচার ॥ মহাপ্রভু জলক্রীড়া কৈল নরে-ন্দ্রেতে। এ সকল কথা পূর্ব্বে শুনিল গৌড়েতে ॥ সে সকল ভাবিতে অধৈর্য্য হৈল মন। কতক্ষণ তীরে বসি করিলা ক্রন্দন ॥ উথলিল প্রেমসিন্ধু নারে স্থির হৈতে।§ ধরণী লোটায়, চেষ্টা কে পারে বুঝিতে ॥ বাহ্য প্রকাশিয়া সিক্ত হৈয়া নেত্র নীরে। নরেন্দ্র প্রণমি চলিলেন ধীরে ধীরে ॥ হইল অনেক রাত্রি বিচারিয়া মনে। সিংহদ্বারসমীপে রহিল এক স্থানে ॥ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া করে নামসংকীর্ত্তন। নদীর প্রবাহ পারা‡ঝরে দুনয়ন ॥ ধরিতে না পারে অঙ্গ লোটায় ভূমিতে। নিদ্রা আকর্ষণ হৈল প্রভুর ইচ্ছাতে ॥ বলরাম সুভদ্রা সহিত জগন্নাথ। কৃপা করি স্বপ্নচ্ছলে হইল সাক্ষাত ॥ কি অদ্ভুত বাৎসল্য কে বুঝে হেন রঙ্গ। নেত্রভরি দেখিল, হইল নিদ্রা-ভঙ্গ ॥ শ্রীনিবাস অতিশয় ব্যাকুল হইল। হেনকালে এক বিপ্র তথায় আইল ॥ তেঁহ কহে ওহে বাপু ব্রাহ্মণকুমার। দুঃখে দগ্ধ হৈলা, নাহি ভক্ষণ তোমার ॥ শ্রীমহা প্রসাদ লহ করহ ভোজন। প্রসাদ সমর্পি তেঁহ হৈল অদর্শন ॥ শ্রীনিবাস ব্যগ্র হৈয়া বিচারিছে মনে। মোর ঐছে দুঃখ

---

* শৌচ নামক নরেন্দ্রের প্রধান মন্ত্রী।

§ সম্বরিতে ইতি পাঠান্তর।

‡ পারা অর্থাৎ তুল্য। অথবা "তুল্য" পাঠান্তর।

এইঁ জানিল কেমনে॥ শ্রীমহাপ্রসাদ মোরে করি সমর্পণ। দেখিতে দেখিতে হইলেন অদর্শন॥ ঐছে বিচারিতে চিত্তে চিন্তাযুক্ত হৈল। হইয়া সাক্ষাৎপ্রায় প্রভু প্রবোধিল॥ প্রভু জগন্নাথ অনুগ্রহে হর্ষমনে। শ্রীমহাপ্রসাদ ভুঞ্জিলেন সেইক্ষণে॥ নরেন্দ্র শৌচের জল জলপাত্রে ছিল। যত্নে হস্ত প্রক্ষালণ করি পান কৈল॥ প্রভু নামসংকীর্ত্তন করে ধীরে ধীরে। কিছু নিদ্রা আকর্ষিল কতক্ষণ পরে॥ স্বপ্নে দেখে শ্রীগৌর বেষ্টিত পরিকর। দেবগণ মধ্যে যেন শোভে পুরন্দর॥ গদাধর পণ্ডিত প্রভুর আগে বসি। পড়ে ভাগবত সুধা ঢালে রাশি রাশি॥ অশ্রু কম্প ভাবাদি ভূষিত সর্ব্বজন। হেন শোভা শ্রীনিবাস করেন দর্শন॥ মনের বাঞ্ছিত সব সফল হইল। কতোক্ষণে নিদ্রাভঙ্গে অতি দুঃখ পাইল॥ পুননাম সঙ্কীর্ত্তন করে মহাশয়। পুন অকস্মাৎ কিছু নিদ্রা আকর্ষয়॥ পুনঃ স্বপ্নে দেখে সেই সিংহদ্বার পথে। আসিছেন গৌরচন্দ্র পরিকর সাঁথে॥ কনক পর্ব্বত জিনি গৌর কলেবর। আজানুলম্বিত ভুজ ভঙ্গী মনোহর॥ শ্রীমুখমণ্ডলে কত চাঁদের উদয়। হাসে মন্দ মন্দ সদা সুধাবৃষ্টি হয়॥ আকর্ণ পর্য্যন্ত দুই নয়নকমল। পরিপূর্ণ প্রেমজলে করে টলমল॥ ভুবনমোহন কণ্ঠে তুলসীর দাম। পরিধেয় অরুণ বসন অনুপাম ‡॥ ঝলমল করে দিক্ অঙ্গের শোভায়। নিজ প্রেমে মহামত্ত চলে সিংহপ্রায়॥ হেন শোভা দেখিতেই হইল

‡ তুলনা রহিত।

বিহ্বল। ধরিতে না পারে অঙ্গ করে টলমল ॥ ধরণী লোটা'য়ে পড়ে প্রভুর চরণে। করুণ নয়নে প্রভু চায় ভৃত্যপানে॥ হাসি প্রভু কহে দুঃখ না ভাবিহ আর। তোমার হৃদয়ে সদা বিশ্রাম আমার ॥ এত কহি অন্তর্দ্ধান হৈলা দয়াময়। নিদ্রা-ভঙ্গ হৈল দেখে প্রভাত সময় ॥ অনেক যতেনে স্থির হৈয়া সেইক্ষণে। মার্কণ্ডে*চলেন জিজ্ঞাসিয়া কোন জনে॥ প্রাতঃ-কৃত্য করি কৈল মার্কণ্ডেতে** স্নান। শ্রীনিবাসে দেখি সবে জুড়ায় নয়ন॥ শ্রীনিবাস চলয়ে মার্কণ্ডে প্রণমিয়া। তথা কোন বৃদ্ধে পুছে অতি ব্যগ্র হৈয়া ॥ গদাধর পণ্ডিত গো-স্বামী আছে কোথা ?। তেঁহ কহে লইয়া যাইব তেঁহ যথা ॥ এত কহি শ্রীনিবাস সঙ্গে আগে যায়। উলটি উলটি শ্রীনিবাস পানে চায় ।। শ্রীগোপীনাথের পুষ্পবাটী* মনোহর। দেখাইল এখানে রহেন গদাধর ।। যাহ বাপু তার দশা কি কব তোমারে। প্রভুর বিচ্ছেদে প্রাণ ধরিতে না পারে ।। ক্ষেত্রশূন্য হৈল ভাগ্যমন্দ মো সবার। এত কহি গেলা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উদার ।। শ্রীনিবাস দেখি তার কাতর অন্তর। প্রণমিয়া তাঁরে কৈল বিনতি বিস্তর ।। অতি শীঘ্র শ্রীগো-পীনাথের আগে গিয়া। পুনঃ পুনঃ প্রণময়ে ভূমে লোটা-ইয়া ।। অনিমিখ নেত্রে দেখে শ্রীমুখসুন্দর। অশ্রুকম্পে পরি-পূর্ণ হৈল কলেবর ।। শ্রীনিবাসে দেখি সবে পুছে ব্যগ্রচিতে। কার পুত্র কি নাম আইলা কোথা হৈতে ? ।। শুনি কহে

---

** মার্কণ্ড নামক সরোবরে। * পুষ্পোদ্যান।

গৌড়দেশ.হইতেআগমন। শ্রীনিবাস নামবিপ্র চৈতন্যনন্দন॥§ শুনিয়াই এই বাক্য ভাসে প্রেম জলে। সভাই ধাইয়া শ্রীনিবাসে করে কোলে॥ কেহ গেলা শ্রীপণ্ডিত গোস্বামির স্থানে। তেঁহ একা বসিয়াছেন পরম নির্জনে॥ যে অদ্ভুত দশা তাহা কহনে না যায়। সেই জানে, সে সময়ে যে দেখিল তায়॥ হেমপুঞ্জ জিনি অঙ্গ বলনি সুন্দর*। হইল মলিন যেন দিবা ‡ শশধর॥ দেখিতে চাঁদের সাধ যেমুখমণ্ডল। শুখাইল যেন বারিবিহীন কমল॥ অরুণ কমল নেত্রে ধারা নিরন্তর। ভিজয়ে সে সকল কোমলকলেবর॥ সম্মুখে শ্রীভাগবত তাহা ভিজি যায়। কিছু স্মৃতি নাই অগ্নি জ্বলয়ে হিয়ায়॥ অত্যন্ত গদ্গদকণ্ঠ শ্লোক উচ্চারিতে। মহাধীর শ্রীপণ্ডিত নারে স্থির হৈতে॥ শ্রীগৌরসুন্দর বলি মুদয়ে নয়ান। ছাড়য়ে নিঃশ্বাস দীর্ঘ অনল সমান॥ গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদে শ্রীপণ্ডিত গদাধর। যেরূপ হইল তাহা প্রভু অগোচর॥ শ্রীনিবাসে অনুগ্রহ করিবার তরে। আছয়ে জীবনমাত্র নিশ্চল শরীরে॥ কিছু বাহ্য স্ফূর্ত্তি হৈল প্রভু ইচ্ছামতে। হেনই সময়ে কেহ কহে যোড়হাতে॥ শ্রীগৌড় হইতে আইলেন শ্রীনিবাস। যাঁর পিতা নাম বিপ্র শ্রীচৈতন্য দাস॥ শুনি কহে আন দেখি জুড়াই নয়ন। শ্রীনিবাসে

§ চৈতন্যনন্দন অর্থাৎ চৈতন্যের আনন্দপ্রদ বা অতি প্রিয়।

* বলনি নির্ম্মাণ ( গড়ন )

‡ দিনের চন্দ্র তুল্য মলিন।

লইয়া গেলেন সেইক্ষণ॥ শ্রীনিবাস চাহি প্রভু গদাধর পানে। ভূমে পড়ি প্রণময়ে ধারা দুনয়নে॥ পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীনিবাসে নিরখিয়া। উঠিলেন শীঘ্র দুই বাহু পসারিয়া॥ আইস বাপু বলি তুলি লইলেন কোলে। শ্রীনিবাসে স্নান করাইল নেত্রজলে॥ পরম বাৎসল্যে বসাইয়া নিজ পাশে। সুমধুর বাক্যে স্থির কৈল শ্রীনিবাসে॥ যদ্যপি শ্রীপ্রভুর বিয়োগে মহাদুঃখ। তথাপিহ শ্রীনিবাসে দেখে পায় সুখ॥ যত্ন করি কহে নিজ লোক সঙ্গে দিয়া। শ্রীনিবাসে আনহ সর্ব্বত্র মিলাইয়া॥ এথা পরস্পর শুনিলেন ভক্তগণ। পণ্ডিতের পাশে শ্রীনিবাসের গমন॥ সবে উৎকণ্ঠিত শ্রীনিবাসেরে দেখিতে। শ্রীনিবাস গেলা সার্ব্বভৌমের বাটীতে॥ তথায় শ্রীরায় রামানন্দের গমন। দোঁহে বসি গায় গৌরচন্দ্র গুণগণ*॥ শ্রীনিবাস গিয়া দোঁহে দর্শন করিল। ভূমিতে পড়িয়া দুই চরণ বন্দিল॥ মহাশোকসমুদ্রে ভাসয়ে দুই জনে। শ্রীনিবাসে দেখি সুখ উপজিল মনে॥ দোঁহে উঠি শ্রীনিবাসে কৈল আলিঙ্গন। প্রেমজলে কৈল শ্রীনিবাসেরে সিঞ্চন॥ পুনঃ পুনঃ শ্রীনিবাস পড়ে পদতলে। নিরন্তর ভাষে দুই নয়নের জলে॥ দেখি শ্রীনিবাস দশা কাঁদে দুই জন। পুনঃ পুনঃ শ্রীনিবাসে করে আলিঙ্গন॥ দোঁহার বাৎসল্য কিছু কহনে না যায়। করে ধরি দোঁহে নিজ নিকটে বসায়॥ দোঁহে মহাধীর মহামধুর বচনে। শ্রীনিবাসে স্থির

* গুণ সমূহ।

করিলেন কতক্ষণে ॥ সঙ্গে যে আছিল তারে কহে মৃদু-ভাষে। সর্ব্বত্র মিলাও প্রাণসম শ্রীনিবাসে॥ চলিলেন শ্রীনিবাস বিহ্বল অন্তর। যথা বসিয়াছেন পণ্ডিত বক্রেশ্বর ॥ ভূমে পড়ি তাঁর পাদপদ্মে প্রণমিলা। শ্রীনিবাসে দেখি শ্রীপণ্ডিত সুখী হৈলা ॥ আইস বাপ বলি তুলি লইলেন কোলে। শ্রীনিবাস অঙ্গ সিঞ্চিলেন নেত্রজলে॥ বসাইল নিকটে বাৎসল্য অতিশয়। অঙ্গে হস্ত দিয়া কথা কহে সুধা-ময় ॥ ভাল হৈল আইলা শীঘ্র দেখিনু তোমারে। বহুকার্য্য প্রভু সাধিবেন তোমা দ্বারে ॥ এত কহি অধৈর্য্য হইলা মহা-শয়। পরম বাৎসল্যে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গয় ॥ যদ্যপিহ শ্রীনি-বাসে নারয়ে ছাড়িতে। তথাপিহ আজ্ঞা দিল সবারে মিলিতে ॥ শ্রীনিবাস পুনঃ প্রণমিয়া শ্রীচরণে। চলিলেন অশ্রুধারা বহে দুনয়নে ॥ শ্রীপরমানন্দ আদি সন্ন্যাসি সকল। প্রভুর বিয়োগে সবে অত্যন্ত বিকল‡ ॥ বসিয়া উঠিতে শক্তি নাহিক কাহার। প্রভুর ইচ্ছাতে দেহ আছয়ে সবার ॥ মৃত-প্রায় হইয়া আছয়ে নিরজনে*। দিবস রজনী স্মৃতি নাহি কারো মনে ॥ শ্রীনিবাস যাইয়া করিল দরশন। মহাযত্নে বন্দিলেন সবার চরণ ॥

শ্রীনিবাসে দেখিতে সবার হর্ষোদয়। ভূমি হৈতে তুলি পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গয় ॥ শ্রীনিবাসে পাইয়া পাইল যেন প্রাণ।

---

‡ বিকল অর্থাৎ যাহার ইন্দ্রিয়গণ স্বস্ব কার্য্যে অক্ষম।

* নির্জ্জনে।

প্রেম জলে শ্রীনিবাসে করাইলা স্নান॥ শ্রীনিবাস হৈল মহা প্রেমেতে বিহ্বল। মুখ বুক বহিয়া পড়য়ে নেত্রজল॥ শ্রীনিবাসে স্থির করি কতক্ষণ পরে। আজ্ঞা দিল যাহ বাপু মিলহ সবারে॥ শ্রীনিবাস গেলা শিখি*মহাতি ভবন। বহু জন সঙ্গে তথা হইল মিলন॥ শ্রীনিবাস প্রণমিতে কৈলা সবে কোলে। শ্রীনিবাস ভিজে তা সবার নেত্র জলে॥ শ্রীনিবাস কহে কিছু কান্দিতে কান্দিতে। শুনিয়া সে সব বাক্য নারে(১) স্থির হৈতে॥ কানাই খুটিয়া কহে শুন শ্রীনি-বাস। আজি তুমি কৈলে অন্ধ নয়নপ্রকাশ॥ (ভগ্নীর সহিত শিখি মহাতি কহয়ে। তোমায় দেখিব তাই জীবন আছয়ে॥) শ্রীপট্টনায়ক বাণীনাথ আদি যত। শ্রীনিবাসে কোলে করি কহে এই মত॥ আজ্ঞা দিল শ্রীনিবাসে রাহি কতক্ষণ। মিলহ সর্ব্বত্র দেখি জুড়াক নয়ন॥ আজ্ঞা পাঞা শ্রীনিবাস সজল নয়নে। চলিলেন গোবিন্দ শঙ্কর দরশনে॥ দেখি গিয়া দুইজন নির্জ্জনে বৈসয়ে। গৌরাঙ্গ বিয়োগে শুষ্ক, বাতাসে হালয়ে॥ শ্রীনিবাস দুহুঁ আগে পড়ে ভুমিতলে। দোঁহে শ্রীনিবাসে তুলি করিলেন কোলে॥ কহিলেন কত কথা ব্যাকুল হিয়ায়। শুনিতে সে সব দুঃখ পাষাণ মিলায়‡॥ শ্রীনিবাসে উচ্চৈঃস্বরে করয়ে ক্রন্দন।

* শিখি মহাতি একজন ভক্ত। (১) পারে না।

‡ অর্থাৎ গলিয়া যায়।

ভূমিতে পড়িয়া হইলেন অচেতন ॥ শ্রীনিবাস দশা দেখি দোঁহে স্থির করে। যত্নে আজ্ঞা দিল যাই মিলহ সবারে ॥ চলিলেন শ্রীনিবাস স্থির নহে মন। গোপীনাথ আচার্য্যের কৈল দরশন ॥ ভূমিতলে পড়ি প্রণমিল তার পায়। তেহোঁ কোলে কৈল অতি ব্যাকুল হিয়ায় ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি প্রেমজলে ভাসে। কোলে করি ছাড়িতে নাপারে শ্রীনিবাসে ॥ শ্রীনিবাস কান্দে তার চরণ ধরিয়া। সে দশা দেখিতে কে ধরিতে পারে হিয়া ॥ কতক্ষণে গোপীনাথ আপনা সম্বরি*। শ্রীনিবাসে পাশে বসাইল স্থির করি ॥ ধীরে ২ কহে কথা অমৃতের ধার। তোমারে দেখিতে সাধ ছিল সবাকার ॥ এই কতদিন প্রভু হৈল অদর্শন। তদিচ্ছায় নহিল তোমার আগমন ॥ দুঃখ না ভাবিহ আর বাপু শ্রীনিবাস!। তোমার হৃদয়ে সদা প্রভুর বিলাস ॥ ঐছে কত কহি আজ্ঞা দিল মিল সবে। চলিলেন শ্রীনিবাস সে দর্শন লোভে ॥ এইরূপ সর্ব্বত্র মিলিলা প্রেমাবেশে। সবেই করিল কৃপা প্রিয় শ্রীনিবাসে ॥ প্রভুর বিয়োগে দশা যে রূপ সবার। লক্ষ২ মুখে কেবা পারে বর্ণিবার ॥ শ্রীবিগ্রহ মৌনমুদ্রারূপে ‡ রহে যৈছে। শ্রীনিবাস সর্ব্বত্র দেখিল সবে তৈছে ॥ প্রিয় শ্রীনিবাসে কৃপা করিবার তরে। এ হেন

---

* সম্বরি নিজে ধীর হইয়া।

‡ মৌনমুদ্রা রূপে অর্থাৎ নিশ্চল ভাবে।

বিয়োগে প্রাণ রহিল শরীরে ॥ স্বরূপের রঘুনাথে দর্শন না পাঞা। কান্দে শ্রীনিবাস অতি ব্যাকুল হইয়া॥ প্রভুর বিয়োগ স্বরূপের অদর্শন। মহা দুঃখে রঘুনাথ গেলা বৃন্দাবন॥ এই হেতু দেখা না হইল তাঁর সনে। করিল বিলাপ বহু স্বরূপ সদনে* ॥ রঘুনাথ ছিলা যথা সে স্থান দেখিয়া। ছাড়ে দীর্ঘনিশ্বাস সে গণ সোঙরিয়া॥ শ্রীরঘুনাথের গুণ বর্ণিবেক কে। শ্রীযদুনন্দন আচার্য্যের শিষ্য যে ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ॥ দশমাঙ্কে যিযাসূন্ প্রতি শিবানন্দ বাক্যং। ৬০৫ পৃং।

আচার্য্যো যদুনন্দনঃ সুমধুরঃ শ্রীবাসুদেবপ্রিয়-
স্তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যধিগুণঃ প্রাণাধিকো মাদৃশাং।
শ্রীচৈতন্যকৃপাতিরেকসততস্নিগ্ধঃ স্বরূপানুগো
বৈরাগ্যস্যনিধি র্ন কস্য বিদিতোনীলাচলেতিষ্ঠতাং § ॥

শুনিলেন প্রতাপ রুদ্রের সমাচার। যৈছে তাঁর চেষ্টা তাহা কহে সাধ্যকার॥ প্রভু কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের বিদ্যমানে। পুত্রে রাজ্য সমর্পিলা মঙ্গল বিধানে॥ বাসুদেব সার্ব্বভৌম রামানন্দ সনে। নিরন্তর মগ্ন প্রভু চরিত্র কীর্ত্তনে॥ পরম আনন্দে দিবা রাত্রি গোঙাইতে। অকস্মাৎ উদ্বেগে নারয়ে স্থির হৈতে॥ হেনকালে প্রভু অদর্শন কথা শুনি। অঙ্গ

* সদনে অর্থাৎ গৃহে।

§ তিষ্ঠতামিতি নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী, তিষ্ঠতাং মধ্যে ইত্যর্থঃ। অর্থাৎ নীলাচলবাসী সকলেরই পরিচিত।

আছাড়িয়া রাজা লোটায় ধরণী ॥ শিরে করাঘাত করি হৈলা অচেতন। রায় রামানন্দ মাত্র রাখিল জীবন ॥ প্রভুর বিয়োগ রাজা সহিতে না পারে। নীলাচল হইতে রহিল কথো দূরে॥ ইহা শুনি শ্রীনিবাস্ ভাসে নেত্রজলে। না হইল রাজার দর্শন নীলাচলে ॥ ঐছে কথো জন সঙ্গে না হইল দেখা। মানে নিজ দুর্দ্দৈব দুঃখের নাই লেখা॥ শ্রীনিবাস শীঘ্র সমুদ্রের কুলে গেলা। হরিদাস ঠাকুরের সমাধি দেখিলা ॥ ভূমিতে পড়িয়া কৈল প্রণতি বিস্তর। নিজ নেত্রজলে সিক্ত হৈল কলেবর॥ শ্রীহরিদাসের চেষ্টা পূর্ব্বে যে শুনিল। সে সব চিন্তিতে চিত্ত ব্যাকুল হইল॥ হাহাপ্রভু হরিদাস বলিতে বলিতে। মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন পৃথিবীতে॥ অলৌকিক প্রেম চেষ্টা না হয় বর্ণন। প্রভু ইচ্ছামতে*মাত্র হইল চেতন॥ ভাগবতগণ শ্রীসমাধি সন্নিধানে। শ্রীনিবাসে স্থির কৈল সস্নেহ বচনে। পুনঃ শ্রীনিবাস শ্রীসমাধি প্রণমিয়া॥ যেবিলাপ কৈল তা শুনিতে দ্রবে হিয়া॥ সঙ্গে যে ছিলেন তেঁহো যত্নে শ্রীনিবাসে। লইয়া গেলেন শীঘ্র পণ্ডিতের পাশে॥ পণ্ডিত গোসাঞি পুনঃ কহিলেন তারে। ইহাঁ লৈয়া যাহ জগন্নাথ দেখিবারে॥ সিংহদ্বার পথে চলিলেন শ্রীনিবাস। অত্যদ্ভুত তেজঃ যেন সূর্য্যের প্রকাশ॥ ধূলায় ধূসর সে কোমল কলেবর। অরুণ নয়নজলে ভাসে নিরন্তর॥

---

* অর্থাৎ প্রভুই, ইচ্ছা পূর্ব্বক ভক্তবর শ্রীনিবাসকে চেতন করিলেন।

যে বারেক নিরিখয়ে শ্রীনিবাস পানে। সে অতিঅধৈর্য্য, ধারা বহয়ে নয়নে॥ কেহ শ্রীনিবাস আগে চলয়ে ধাইয়া। গমনের শোভা দেখে সম্মুখে রহিয়া॥ কেহ কহে ওহে ভাই দেখ শ্রীনিবাসে। ইহার হৃদয়ে কৃষ্ণচৈতন্য বিলাসে॥ কেহ কহে যে কহিলে এইত সম্ভব। নহিলে কি এত স্নেহ করে ভক্ত সব॥ প্রভুর বিয়োগে ভক্ত রহে মৃতপ্রায়। তথাপিহ শ্রীনিবাসে দেখি সুখ পায়॥ কেহ কহে মোস-বার ঘুঁচাইতে ব্যথা। শ্রীনিবাসে জগন্নাথ আনিলেন এথা॥ কেহ কহে পূর্ব্বে প্রভু যে-আজ্ঞা করিল। তাহা মো সবার নেত্রে প্রত্যক্ষ হইল॥ কেহ কহে অলপ বয়স সুকুমার। দেখিতে এ দশা প্রাণ বিদরে আমার॥ এইরূপ কত কথা কহে পরস্পরে। শ্রীনিবাস আসি প্রণমিলা সিংহদ্বারে॥ প্রথমেই পতিতপাবনে নিরখিয়া। চলিলেন কিছু আগে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥ আপনাকে দীনহীন মানে নিরন্তর। নৃসিংহ দেবেরে স্তুতি করেন বিস্তর॥ অতি যত্নে প্রণমিয়া নৃসিংহ দেবেরে। সাবধানপূর্ব্ব প্রবেশিল শ্রীমন্দিরে॥ সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষি ( ১ ) রহে দূরে দাঁড়াইয়া। নীলাচল চন্দ্রে দেখে নয়ন ভরিয়া॥ নীলাচল চন্দ্রের মাধুর্য্য মনোহর। সজল জলদ ঘটা ( ২ ) জিনি কলেবর॥ শ্রীপদ্মলোচন দ্বয় ত্রিভু-

( ১ ) অর্থাৎ শ্রীমন্দিরে দাঁড়ান কালে নিজপ্রেমময় ও সুন্দর মূর্ত্তিতে, সকলকেই আকৃষ্ট করিয়াছিলেন।

( ২ ঘটা সমূহ।

বন লোভা। কোটি কোটি চন্দ্র জিনি শ্রীমুখের শোভা॥ পরম অদ্ভুত বাহু ভঙ্গীর সুষমা। নানারত্নভূষণে ভূষিত মনোরমা॥ বিবিধপুষ্পের মালা চরণ পর্য্যন্ত। ক্রমে বিলসয়ে শোভা কে করিবে অন্ত॥ নানাপুষ্পচূড়া চারু-শিরে সুশোভয়। ঝলকে ললাটে কোটি কন্দর্পবিজয়॥ ঐছে জগন্নাথদেবে করি সন্দর্শন। বলদেবচন্দ্রে দেখি জুড়ায় নয়ন॥ ইন্দু কুন্দ চন্দন রজতগিরি (১) জিনি। ঝলমল করে অঙ্গ অদ্ভুতলাবণি (২)॥ শ্রীমুখচন্দ্রের শোভা ভুবন ভুলায়। নেত্রপদ্ম ভঙ্গিতে কন্দর্প মূর্চ্ছাপায়॥ নিরুপম ভুজ চারু ললাট শোভিত। নানারত্ন পুষ্পের ভূষণে বিভূষিত॥ হেন বলরাম শোভা দেখে শ্রীনিবাস। ধরিতে না পারে অঙ্গ বাড়য়ে উল্লাস॥ শ্রীসুভদ্রা মুখপদ্ম করিয়া দর্শন। নেত্রভরি দেখিলেন চক্রসুদর্শন॥ শ্রীজগন্নাথের প্রিয় সেবক উল্লাসে। শ্রীমালা প্রসাদ বস্ত্র দিল শ্রীনিবাসে॥ চক্রবেড়(৩) মধ্যেতে যতেক দেবালয়। মহাযত্নে সকল দেখিল মহাশয়॥ শ্রীনি-বাসে যেঁহো করাইলেন দর্শন। তেহোঁ হৈয়া আইলা গোপীনাথের ভবন॥ পুনঃ গোপীনাথ পাদপদ্ম নির-খিল। অতি সে সৌন্দর্য্য সুধাসমুদ্রে ডুবিল॥ শ্রীপণ্ডিত

---

(১) রজত গিরি কৈলাস পর্ব্বত। যে বলদেবের অঙ্গ, চন্দ্র, কুন্দ পুষ্প, চন্দন, এবং কৈলাস শৈল হইতেও সমধিক ধবল ও মনোহর।

(২) আশ্চর্য্য লাবণ্য।

(৩) গোল প্রাচীর মধ্যে।

গোস্বামির নিকটে পুনঃ গেলা। তেঁহো মহাপ্রসাদ সেবনে আজ্ঞা দিলা॥ শ্রীনিবাস বৈসে মহাপ্রসাদ সেবনে। নেত্রে অশ্রুধারাবহে প্রসাদ দর্শনে॥ আশ্চর্য্য সৌরভ পাই হৃদয় উথলে। মহাযত্নে ভুঞ্জয়ে প্রণমি ভুমিতলে॥ কত নিব নাম সে প্রসাদ নানাভাতি। ভুঞ্জিলেন শ্রীনিবাস ভক্তিরসে মাতি॥ শ্রীমহাপ্রসাদ সেবা করি কতক্ষণে। চলিলেন শ্রীপণ্ডিত গোস্বামির স্থানে॥ পণ্ডিত গোসাঞি মহাবিরহে জর্জ্জর। দুনয়নে প্রেমধারা বহে নিরন্তর॥ প্রসাদ সেবনে জিজ্ঞাসিয়া শ্রীনিবাসে। পরমবাৎসল্যে বসাইলা নিজপাশে॥ কিঅপূর্ব্ব স্নেহে পুনঃকহে আধআধ। ভাগবত পড়িতে তোমার ছিল সাধ॥ পড়াইতে তোমারে আমারো ছিল সাধা। কারে কি কহিব হৈল বিপরীত বাধা॥ এত কহি কিছু কাল রহে মৌন ধরি। চাহে শ্রীনিবাস পানে আপনা সম্বরি॥ মধ্যে মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত অর্থ কহে। যাহার শ্রবণে কোন সন্দেহ না রহে॥ শ্রীনিবাসে দেখ এই কৃপার অবধি। এ হেন সময়ে শুনায়েন যথাবিধি॥ পুনঃ শ্রীনিবাসে কহে বৃন্দাবন যাবে। তথা এ সকল মনোরথ পূর্ণ হবে॥ এথা যে আছেন গ্রন্থ তাহা জীর্ণ হৈল। এত কহি শ্রীনিবাসে গ্রন্থ আনি দিল॥ শ্রীনিবাস শ্রীগ্রন্থে করিয়া নমস্কার। অক্ষর দেখিতে নেত্রে বহে অশ্রুধার॥ শ্রীচৈতন্যপ্রভু গদাধর নেত্রজলে। মধ্যে মধ্যে বর্ণ লোপ পাঠ নাহি চলে॥ দেখিতে দেখিতে যৈছে হৈলা শ্রীনিবাস। তাহা দেখি

গোসাঞির চিত্তে হৈল ত্রাস॥ কিঅপূর্ব্ব স্নেহ স্থির করি শ্রীনিবাসে। করিলেন অনুগ্রহ অশেষ বিশেষে॥ শ্রীপণ্ডিত গোস্বামির বাৎসল্য চমৎকার। গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে নারি বর্ণিবার॥ শ্রীনিবাসে গৌড়দেশে যাইতে আজ্ঞা দিল। সর্ব্বত্র বিদায় শীঘ্র হইতে কহিল॥

পণ্ডিতের প্রাণসম দাস গদাধর। তাঁর লাগি করিলেন আক্ষেপ বিস্তর॥ খণ্ডবাসী নরহরি আদি যত জনে। কহিতে কহিল যা, তা দুষ্কর শ্রবণে॥ গোস্বামির ঐছে আজ্ঞা শুনি শ্রীনিবাস। মাথায় ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল আকাশ॥ লঙ্ঘিতে না পারে আজ্ঞা ব্যাকুল হইয়া। যে কৈল বিলাপ তা, শুনিতে কাটে হিয়া॥ কায়মনোবাক্যে কৈল চরণ বন্দন। প্রদক্ষিণ করি কৈল অনেক রোদন॥ শ্রীগোপীনাথের পাদপদ্মে প্রণমিয়া। চলিলেন শ্রীনিবাস আত্মসমর্পিয়া॥ শ্রীজগন্নাথের গিয়া করিল দর্শন। অনেক প্রার্থনা কৈল করিয়া রোদন॥ ক্ষেত্রবাসী সকল ভক্তের স্থানে গিয়া। করয়ে প্রণাম বহু ভূমে লুটাইয়া॥ দুই নেত্রে অশ্রুধারা বহে অনিবার। সে দশা দেখিতে প্রাণ বিদরে সবার॥ প্রেমাবেশে করে সবে দৃঢ় আলিঙ্গন। শ্রীনিবাসে ছাড়িতে না পারে কোন জন॥ ব্যাকুল হইয়া সবে বিদায় করিল। কহিল যে সব তাহা বর্ণিতে নারিল॥ মরি মরি স্নেহের বালাই লৈয়া মরি। রহিলেন সবে সে গমনপথ হেরি॥ কেহ ২ সঙ্গেতে চলিয়া কত দূরে। সুসঙ্গ

করিয়া দিল গৌড়ে যাইবারে ॥ শ্রীনিবাস গৌড়দেশে গমন করিল। পণ্ডিতগোস্বামির স্থানে সবে জানাইল॥ শ্রীনিবাসে পাঠাইয়া হৈল যে প্রকার। তাহা কি কহিব চিত্তে সংশয় সবার ॥ এথা শ্রীনিবাস চিন্তা করে অনুক্ষণ। পুনঃ কি পাইব শ্রীগোসাঞির দর্শন ॥ ঐছে বহু আশঙ্কা সে চরণ ভাবিয়া। নির্ব্বিঘ্নে আইলা খণ্ডে ব্যাকুল হইয়া।। শ্রীনিবাসে দেখিয়া ঠাকুর নরহরি। করিলা ক্রন্দন শ্রীনিবাস গলা ধরি ॥ শ্রীনিবাসে যত্নে জিজ্ঞাসেন সমাচার। শ্রীনিবাস কহে নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ প্রভুর বিয়োগ যৈছে প্রভু পরিকর। বিস্তারি কহিতে নারে ব্যাকুল অন্তর॥ পণ্ডিত গোসাঞির কথা কহিতে কহিতে। মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন পৃথিবীতে ॥ শ্রীনিবাস দশা দেখি প্রভু নরহরি। অনেক যতনে স্থির কৈলা বক্ষে ধরি ॥ শ্রীরঘুনন্দন আদি যত প্রভুগণ। শ্রীনিবাসে দেখি স্থির নহে কোন জন ॥ যে প্রকার হৈল তাহা কহিতে কি পারি। সবে স্থির কৈল শ্রীঠাকুর নরহরি॥ শ্রীনিবাস সেই রাত্রি রহিয়া খণ্ডেতে। প্রাতঃকালে পুনঃ চলিলেন ক্ষেত্র পথে ॥ মনে বিচারয়ে গোসাঞির স্থানে গিয়া। রহিব এবার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া॥ এই রূপ নানা কথা উপজে অন্তরে। দেখিলেন কথো জন আইসে কতদূরে॥ ব্যগ্র হৈয়া তা সবারে পুছে সমাচার। কেবা কি কহিবে হিয়া বিদীর্ণ সবার ॥ কতক্ষণে কহিলেন করিয়া ক্রন্দন। শ্রীপণ্ডিত গোস্বামী হইলা অদর্শন ॥ শ্রীনিবাস ব্যাকুল এ

বাক্য বজ্রাঘাতে। মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন পৃথিবীতে॥ শ্রীনিবাসে দেখি সবে করে হায় হায়। কেনে বা কহিলু মোরা এ কথা ইহাঁয়॥ কেহ কহে জিজ্ঞাসিলে কহিতেই হয়। এবে ঐছে করহ জীবন যৈছে রয়॥ শ্রীনিবাসে লইয়া ব্যাকুল সর্ব্ব জন। বিবিধ প্রকারে করাইলেন চেতন॥ শ্রীনিবাস তা সবার পানে নিরখিয়া। করে করাঘাত শিরে উমড়য়ে* হিয়া॥ হাহা প্রভু গদাধর কহে বারবার॥ তেজয়ে নিঃশ্বাস দীর্ঘ নেত্রে অশ্রুধার॥ ক্ষণে কহে ওহে প্রভু নির্দ্দয় হইয়া। এই হেতু মু অজ্ঞেরে দিলা পাঠাইয়া॥ এইরূপ অনেক কহয়ে আর্ত্তনাদে। শুনিতে সে সববাক্য পশু পক্ষী কান্দে॥ কত রাত্রে নিদ্রায় নিশ্চল কলেবর। স্বপ্নে দেখা দিয়া প্রবোধিলা গদাধর॥ তথাপিহ শ্রীনিবাস ধৈর্য্য নাহি বান্ধে। হাহা প্রভু গৌর গদাধর বলি কান্দে॥ ক্ষিপ্ত প্রায় যাজপুর গ্রাম সন্নিধানে। ভ্রমে কথোদূরে কিছু স্মৃতি নাই মনে॥ একদিন স্বপ্নে গৌর গদাধর সনে। স্নেহে শ্রীনিবাসে স্থির করিলা যতনে॥ নবদ্বীপ হইয়া শীঘ্র যাহ বৃন্দাবন। এত কহি দোঁহে হইলেন অদর্শন॥ স্বপ্ন ভঙ্গে শ্রীনিবাস নারে স্থির হৈতে। গৌড় দেশে যাত্রা কৈল রজনী প্রভাতে॥ প্রেমাবেশে নিরন্তর ঝরয়ে নয়ান। যে বারেক দেখে সে ধরিতে নারে প্রাণ॥ কিবা সে গমন একা চলে

* গুমড়িয়া উঠে।

রাজপথে। সেই পথে কথোজন আইসে গৌড় হৈতে॥ শ্রীনিবাসে দেখিয়াই কেহ ২ কয়। শুনিয়াছি শ্রীনিবাস সেই এই হয়॥ নীলাচল হৈতে ইহোঁ আইসে অল্প দিনে। গৌড়ের বৃত্তান্ত বুঝি কিছু নাই জানে॥ ঐছে কত কহি সবে নিকটে আইসে। শ্রীনিবাস তা সবারে যতনে জিজ্ঞাসে॥ কোথা হৈতে আইলা কেনে ক্ষীণ কলেবর। পুনঃ পুনঃ পুছে কিছু না পায় উত্তর॥ কেহো অধোমুখে কহে করিয়া ক্রন্দন। নিত্যানন্দাদ্বৈত দোঁহে হৈলা অদর্শন॥ শুনিতেই অঙ্গ আছাড়িয়া ভূমে পড়ে। নিশ্চয় করিল প্রাণ না রাখিব ধড়ে॥ কেশ ছিঁড়ি হস্তাঘাত করয়ে মাথায়। কান্দে উচ্চৈঃস্বরে শুনি পাষাণ মিলায়॥ কিহৈল২ বলি নখে বক্ষ চিরে। ঊর্দ্ধবাহু করিয়া কহয়ে বারে বারে॥ হাহা গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত গদাধর। হাহা শ্রীস্বরূপ প্রভু প্রাণের সোসর॥ মু হেন অধমে এই দুঃখ ভুঞ্জাইতে। অসময়ে জন্মাই রাখিলা পৃথিবীতে॥ করিব উচিত, প্রাণ বৈছে বাহিরায়। প্রভাতে জ্বালিয়া অগ্নি প্রবেশিব তায়॥ ঐছে মহা দুঃখে দগ্ধি রাত্রিশেষ কৈল। প্রভু ইচ্ছামতে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল॥ স্বপ্ন চ্ছলে নিত্যানন্দাদ্বৈত দয়াময়। শ্রীনিবাস আগে আসি হইলা উদয়॥ কনক অরুণ কিবা নিতাইর তনু। ঝলমল করে জিনি প্রভাতের ভানু॥ পিরিতি অমিয়া§

§ অমিয়া অমৃত।

মাখা মধুর লাবণি। সে নব ভঙ্গিতে কোটি মদন নিছনি॥ বদন সৌন্দর্য্য কিবা তাহে মৃদু হাস। যেন সুনির্ম্মল কোটি চান্দের প্রকাশ॥ শিরে সুকুন্তল চারু তিলক কপালে। শ্রবণে কুণ্ডল গণ্ড তটে ঝলমলে॥ ভুরুভৃঙ্গপাঁতি নেত্র কমল বিশাল। শুকচঞ্চু নাসা কুন্দদশন রসাল॥ পরিসর বক্ষ কি মধুর মধুরিমা। আজানুলম্বিত বাহু সুষমার* সীমা॥ ত্রিবলি বলিত নাভি গভীর মধুর। ক্ষীণ কটি সিংহের গরব করে দূর॥ উলট‡ কদলী জানু জগত মোহয়। চরণে নূপুর বিনা চলিতে বাজয়॥ করে চারু লগুড়** কনক মণিময়। বারেক দেখিতে দ্রবে পাষাণ হৃদয়॥ অদ্বৈত গোসাঞি শোভা পরম সুন্দর। কনক পর্ব্বত জিনি তনু মনোহর॥ ললাটে তিলক গলে তুলসীর দাম। সুদীর্ঘ লোচন দেখি মুরুছয়ে কাম॥ চান্দের গরব নাশে হাসিমাখা মুখ। দশন ছটায় যেন বরিষয়ে সুখ॥ আজানুলম্বিত বাহু করিশুণ্ড জিনি। পরিসর বুক কিবা ক্ষীণ মাজাখানি॥ ঊরু নিরুপম চারু চরণ মাধুরী। দেখিলে মাতয়ে জগতের নর নারী॥ হেন দুই প্রভুরে দেখিয়া শ্রীনিবাস। ভাসয়ে নয়ন জলে বাঢ়য়ে উল্লাস॥ লোটাইয়া পড়িল দোঁহার পদতলে। দুঁহু পাদপদ্ম সিক্ত কৈল নেত্র জলে॥ নিতাই অদ্বৈত দোঁহে দেখি শ্রীনিবাসে। ভাসাইল প্রেমজলে মনের

* সুষমা পরম শোভা। ‡ ঊর্দ্ধমূল কদলী। ** লগুড় লাঠী।

উল্লাসে॥ পসারিয়া বাহু অতি বাৎসল্য হৃদয়। শ্রীনিবাসে কোলে করি যত্নে প্রবোধয়॥ তুমি যে করিলা মনে সে উচিত নহে। সাধিব অনেক কার্য্য তোমার এ দেহে॥ গৌড়ে তোমা দেখিতে উদ্বিগ্ন বহুজন। তা সবারে দেখি শীঘ্র যাহ বৃন্দাবন॥ ঐছে বহু কহি শ্রীনিবাসে স্থির কৈল। পুনঃ শ্রীনিবাস প্রভু পদে প্রণমিল॥ শ্রীনিবাস মাথে দোঁহে ধরিল চরণ। পরম বাৎসল্যে কৈল পুন আলিঙ্গন॥ শ্রীনি-বাসে বিদায় করিয়া দুই জনে। দোঁহে অদর্শন হইলেন সেইক্ষণে॥ নিদ্রাভঙ্গে শ্রীনিবাস ব্যাকুল হইল। রজনী প্রভাতে তথা হৈতে যাত্রা কৈল॥ কিছু দিনে উৎকলের সীমা ছাড়াইলা। মধ্যদেশ হৈয়া গৌড়দেশে প্রবেশিলা॥ খণ্ডে গিয়া প্রভু প্রিয়গণ দর্শনেতে। যে হইল পরস্পর, না পারি বর্ণিতে॥ শ্রীপ্রভুর স্বপ্নাদেশ করিয়া স্মরণ। নবদ্বীপ পথপানে করয়ে গমন॥ লোক মুখে শুনে নদীয়ার সমাচার। না ধরে ধৈরয নেত্রে বহে অশ্রুধার॥ নবদ্বীপ যাইতে উদ্বেগ বাঢ়েমনে। দুই দিবসের পথ চলে এক দিনে॥ পথেতে যাইতে চিত্তে উপজয়ে যাহা। একমুখে কেবা বা বর্ণিতে পারে তাহা॥ শ্রীশ্রীনিবাসের এই নদীয়া গমন। যে করে শ্রবণ তারে মিলে ভক্তিধন॥ শ্রীনিবাস আচার্য্য চরণ চিন্তা করি। ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীনিবাস চরিত বর্ণনে তন্নীলাচল গমনং পুন র্গৌড়াগমনং নাম তৃতীয়স্তরঙ্গঃ॥ * ॥

# ভক্তিরত্নাকর

## চতুর্থ তরঙ্গ ।

জয় নবদ্বীপ চন্দ্র শচীরনন্দন ॥ অনাথের নাথ ভক্তজনের
াবন ॥ জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর তনয় ॥ ভুবন পাবন প্রভু
দি দয়াময় ॥ জয় জয় গদাধর মাধবনন্দন ॥ জয় জয় শ্রীবা-
সাদি প্রভু ভক্তগণ ॥ জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয় ।
এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয় ॥ নবদ্বীপ প্রান্তে শ্রীনিবাস
ব্যগ্র হৈয়া । করয়ে ক্রন্দন নবদ্বীপ পানে চাইয়া ॥ বৃক্ষ মূলে
বসিয়া রহিলা কতক্ষণ । অনেক যতনে কৈল ধৈর্য্যাবলম্বন ॥
নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের বিলাস আশ্চর্য্য । সে সব ভাবিতে পুনঃ
হইল অধৈর্য্য ॥ নবদ্বীপ প্রবেশিতে দেখে চমৎকার।
ভক্তগোষ্ঠী সহ প্রভুর প্রকট বিহার ॥ পরম অদ্ভুত গৌরাঙ্গের
গুণগাই । নবদ্বীপাঙ্গনা সব করে ধাওয়া ধাই ॥ ভুবন মঙ্গল
সঙ্কীর্ত্তন ঘরে ঘরে । আনন্দের নদী বহে নদীয়া নগরে ॥ দেখি
আত্ম বিস্মরিত হৈল শ্রীনিবাস । কে কহিতে পারে যৈছে
বাঢ়িল উল্লাস ॥ ঐছে কতক্ষণ দেখি দেখে তার পর । দুঃ-
খেরসমুদ্রে সবে ভাসে নিরন্তর ॥ শ্রীনিবাস বিস্মিত হইয়া
আগে যায় । প্রভুর আলয় কোথা সবারে সুধায় ॥ কেহ
কিছু নাহি কহে ভাসে নেত্রজলে । শ্রীনিবাস ব্যাকুল হইয়া

পথে চলে॥ হা হা গৌর গদাধর প্রাণনাথ বুলি। করয়ে-ফুৎকার ঊর্দ্ধে দুই বাহুতুলি॥ হা হা প্রভু নিত্যানন্দাদ্বৈত দয়াময়। এত কহি হৈলা মহা অধৈর্য্যহৃদয়॥ পাষাণ বিদরে ঐছে করয়ে ক্রন্দন। তথা অকস্মাৎ আইলেন একজন॥ অপূর্ব্ব বালক দেখি বিস্মিত হইয়া। প্রভুর বাড়ির পথ দিল দেখাইয়া॥ বাড়ির নিকট গিয়া চাহি চারি পানে। কাষ্ঠের পুঁতলি প্রায় রহে এক স্থানে॥ শ্রীবংশীবদন দেখি বিনি-পরিচয়। মনে বিচারয়ে শ্রীনিবাস এ নিশ্চয়॥ নিকটে আসিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসিল। শ্রীনিবাস আদ্যোপান্ত সব নিবেদিল॥ শ্রীবংশীবদন ধরি করিলেন কোলে। শ্রীনিবাসে সিক্ত কৈল নিজ নেত্র জলে॥ শ্রীনিবাস ভূমে পড়ি চাহে প্রণমিতে। শ্রীঠাকুরবংশী না ছাড়য়ে কোলে হৈতে॥ (শ্রীঈশ্বরীবিষ্ণুপ্রিয়া মায়ে(১) জানাইতে। চলিলেন শ্রীবংশী-বদন সাবহিতে (২)॥ এথা বিষ্ণুপ্রিয়া প্রিয় দাসী প্রতি কয়। দেখিনু স্বপন কহি মনে যে আছয়॥ ভুবনমোহন প্রভু মোর প্রাণপতি। আইলা আমার আগে কি মধুর গতি॥ কামের গরব নাশে সে রূপের ছটা। তাহে কি উপমা ছার-বিজুরীর ঘটা॥ কিবা চারুচন্দনে চর্চ্চিত সব তনু। শরদের-চাঁদ বাঁটি লেপিয়াছে যনু*॥ ভূষণে ভূষিত সে বসন পরিধানে।

---

(১) বংশীবদন ঠাকুরনামক একজন বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রিয়শিষ্য, ঈশ্বরী বিষ্ণুপ্রিয়ামাতাকে জানাইবার জন্য চলিলেন।

(২) সাবধান চিত্তে।

* যনু অর্থাৎ যেন।

লোভায়যুবতি লাজ ভয় নাহি মনে॥ আহা মরি চাঁচর চিকন চারু চুলে। কিবা সে সৌরভ তায় কে বা নাহি ভুলে॥ দুটি আঁখি দিঘল কমল দল জিনি। না ধরে ধৈরয কেউ দেখি সে চাহনি॥ আজানুলম্বিত বাহু ভঙ্গি মনোহর। জগত মাতায় কিবা বক্ষ পরিসর॥ সে চান্দবদনে অতি মন্দ মন্দ হাঁসি। না জানি কি অমিয়া বরিষে রাশি রাশি॥ কত না আদরে মোরে বসিয়া আসনে। ধীরে ধীরে কহে মোরে মধুর বচনে॥ শ্রীনিবাস নামে এক ব্রাহ্মণ কুমার। পাইল যতেক দুঃখ লেখা নাহি তার॥ অদ্য আসিবেন তেহোঁ তোমার দর্শনে। আপনা জানিয়া কৃপা করিবা তাহানে॥ ঐছে কত কহি কি আনন্দ প্রকাশিয়া। হৈলা অদর্শন দুঃখে বসিনু জাগিয়া॥ বুঝিনু সে মোর প্রাণনাথ প্রিয় অতি। মনে হেন হয় তার হবে শীঘ্র গতি॥ হেন কালে শ্রীবংশীবদন জানাইলা। নীলাচল হৈতে শ্রীনিবাস এথা আইলা॥ শুনি ঈশ্বরীর ইচ্ছা হইল দেখিতে। শ্রীনিবাস গেলেন শ্রীঈশ্বরী সাক্ষাতে॥ প্রেমধারা নেত্রেতে বহয়ে নিরন্তর। ধরণী লোটাঞা কৈল প্রণতি বিস্তর॥ শ্রীনিবাস প্রণময়ে শুনিয়া ঈশ্বরী। দাঁড়াইল সঙ্গোপনে গৌরাঙ্গ স্মঙরি। প্রভুর বিচ্ছেদদাবানলে জ্বলে হিয়া। তথাপি উল্লাস শ্রীনিবাসে নিরখিয়া॥ বাৎসল্যানুগ্রহে কহি মধুর বচন। শ্রীনিবাস মস্তকে দিলেন শ্রীচরণ॥ শ্রীমহাপ্রসাদ ভুঞ্জাইতে আজ্ঞা দিয়া। হইলেন স্তব্ধ নেত্রজলে ভাসে

হিয়া ॥ শ্রীনিবাসে দিল কেহ প্রসাদ বিরলে। পাইলা প্রসাদ সিক্ত হৈয়া নেত্র জলে ॥ প্রতিদিন শ্রীনিবাস করয়ে দর্শন। ঈশ্বরীর ক্রিয়া যৈছে না হয় বর্ণন ॥ প্রভুর বিচ্ছেদে নিদ্রা তেজিল নেত্রেতে। কদাচিৎ নিদ্রা হৈলে শয়নভূমিতে ॥ কনক জিনিয়া অঙ্গ সে অতি মলিন। কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর শশীর প্রায় ক্ষীণ ॥ হরিনাম সংখ্যা পূর্ণ তণ্ডুলে করয়। সে তণ্ডুল পাক করি প্রভুকে অর্পয় ॥ তাহাই কিঞ্চিৎ মাত্র করয়ে ভক্ষণ। কেহো না জানয়ে কেনে রাখয়ে জীবন ॥ শ্রীনিবাসে সন্দর্শন দিয়া দিনে দিনে। যে দশা হইল তা বর্ণিবে কোন জনে ॥ তখনে সে অনুভব কৈল সর্ব্বজন ॥ শ্রীনিবাসে কৃপা হেতু এ দেহধারণ ॥ শ্রীনিবাস ভাগ্য প্রশংসয়ে সর্ব্বজন। শ্রীনিবাস সম নাই কৃপার ভাজন ॥ স্বপ্ন ছলে শচীমাতা শ্রীনিবাস প্রতি। যে কৃপা করিল তা বর্ণিতে কি শকতি ॥

নবদ্বীপ গ্রামে হৈল এ বাক্য প্রকাশ। আইলেন গৌর প্রেমপাত্র শ্রীনিবাস॥ শ্রীমুরারি শ্রীবাস পণ্ডিত দামোদর। সঞ্জয় বিজয় ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর ॥ দাস গদাধর আদি প্রভু প্রিয়গণ। শ্রীনিবাসে অনুগ্রহ কৈল সর্ব্বজন ॥ যদ্যপি প্রভু বিচ্ছেদে সবে মৃত্যুপ্রায়। তথাপিহ পাইলা সুখ প্রভুর ইচ্ছায় ॥ শ্রীনিবাসে অনুগ্রহ করিবার তরে। এ হেতু প্রকট রাখিলেন পরিকরে ॥ শ্রীবাস গৃহিণী আদি পতিব্রতাগণ। শ্রীনিবাসে যে বাৎসল্য না যায় লিখন ॥ শ্রীনিবাসে রাখি

সবে কিছু দিন পরে। আজ্ঞা দিল শীঘ্র বৃন্দাবন যাইবারে॥ সর্ব্বত্র বিদায় হৈয়া ব্যাকুল হৃদয়ে। শান্তিপুর চলে প্রভু-অদ্বৈত আলয়ে॥ শান্তিপুর প্রবেশিতে মহা দুঃখী হৈলা। প্রভুশ্রীঅদ্বৈত দেখা দিয়া প্রবোধিলা॥ শ্রীনিবাস স্থির নহে মনে ২ গণি। কি আশ্চর্য্য দেখিনু এ ভ্রম অনুমানি॥ ঐছে বিচারিতে পুনঃ হইল আদেশ। ঘুচিল মনের ভ্রম উল্লাস অশেষ॥ ভাসয়ে নেত্রের জলে সে রূপ ভাবিয়া। প্রভুর মন্দিরে শীঘ্র উত্তরিলা গিয়া॥ শ্রীনিবাস গমন শুনিয়া সর্ব্বজন। দেখিতে সবার হৈল উৎকণ্ঠিত মন॥ প্রভুর বিয়োগে সবে ব্যাকুল অন্তর। হইয়াছে সবার দুর্ব্বল কলেবর॥ প্রাণ মাত্র আছে পিতা মাতার শরীরে। শ্রীনিবাসে বোলাইয়া নিল অন্তঃপুরে॥ শ্রীনিবাস কৈল গিয়া চরণ বন্দন। অনুগ্রহ করি মাথে দিলা শ্রীচরণ॥ দুই নেত্রে অশ্রুধারা নিরন্তর বহে। গদ গদ বাক্যে কিছু শ্রীনিবাসে কহে॥ ওহে বাপু শ্রীনিবাস আছি পথ চাইয়া। ভাল কৈলে আইলে সুখ পাইনু দেখিয়া॥ চিরজীবী হইয়া থাকহ পৃথিবীতে। জীবের মঙ্গল হবে তোমার দ্বারাতে॥ এ হেন দুর্ল্লভ প্রেমভক্তি বিলাইবা। ভক্তের সর্ব্বস্ব ভক্তিশাস্ত্র প্রচারিবা॥ কেহো ২ তোমারে মিলিব কথোদিনে। এ সকল দুঃখে স্থির হবে তাহা হনে॥ হইবেক তোমার অনেক অনুচর। সঙ্কীর্ত্তন সুখেতে ভাসিবা নিরন্তর॥ শীঘ্র করি যাইতে হইব বৃন্দাবন। তথা শিষ্য হবে হব বাঞ্ছিত পূরণ॥ কত কহি

মদনগোপালে সমর্পিল। নিজ পুত্র ভৃত্যগণে সবে মিলাইল॥ শ্রীনিবাসে যে বাৎসল্য নারি বর্ণিবার। বিদায় করিলা কহি অনেক প্রকার॥ সবারে বন্দিয়া শ্রীনিবাস মহাশয়। খড়দহ গেলা প্রভু নিত্যানন্দালয়॥ শ্রীনিবাসে দেখি শ্রীপরমেশ্বরিদাস। মহা দুঃখী তথাপিহ পাইল উল্লাস॥ মনে দঢ়াইল এই শ্রীনিবাস হয়। নিকটে আসিয়া পাইলেন পরিচয়॥ খড়দহ গ্রামেতে ব্যাপিল এই কথা। আইলেন চাখন্দির শ্রীনিবাস এথা॥ শ্রীনিবাসে দেখিতে উদ্বিগ্ন সর্ব্বজন। যথা শ্রীনিবাস তথা করিল গমন॥ এথা শ্রীপরমেশ্বরিদাস শ্রীনিবাসে। লইয়া গেলেন শীঘ্র প্রভুর আবাসে॥ শ্রীনিবাস ভাসয়ে সদাই নেত্রজলে। (প্রণমি পড়িলা ঈশ্বরীর পদতলে॥ শ্রীবসু জাহ্নবা বীরভদ্রের সহিত। শ্রীনিবাসে দেখিয়া পাইলা মহাপ্রীত॥) যদ্যপি দারুণ দুঃখ সহনে না যায়। তথাপি জন্মিল সুখ সবার হিয়ায়॥ দিন চারি পাঁচ রহিলেন সেই খানে। শ্রীনিবাসে ছাড়িতে না পারে কোন জনে॥ সূর্য্যদাস গৌরিদাস পণ্ডিতমহেশ। তথা বহুভক্ত কৃপা-করিল অশেষ॥ (শ্রীজাহ্নবা প্রভু আদি ব্যাকুল অন্তরে। আজ্ঞা করিলেন বৃন্দাবনে যাইবারে॥ শ্রীবসুজাহ্নবা পুনঃ স্নেহাবেশে কয়। শীঘ্র যাবে অভিরাম গোপাল আলয়॥ শ্রীনিবাস প্রণমিয়া হইলা বিদায়।) নিরন্তর ভাসে দুই নেত্রের ধারায়॥ নিত্যানন্দ গুণে মহাব্যাকুল হইলা। তাঁর ইচ্ছামতে নানা রহস্য দেখিলা॥ শ্রীনিবাস সে আনন্দ

সমুদ্রে ভাসিল। অভিরাম নিকট যাইতে যাত্রা কৈল॥ অতি অনুরাগে পথে করয়ে গমন। বীরলোক যাইতে সঙ্গী হৈল একজন॥ প্রাচীন ব্রাহ্মণ খানাকুলে তাঁর ঘর। শ্রীনিবাসে জিজ্ঞাসয়ে প্রসন্ন অন্তর॥ কি নাম তোমার বাপ যাইবা কোথায়। শ্রীনিবাস নিবেদিল প্রণমিয়া তায়॥ শুনি বিপ্র কহয়ে বিহ্বল হৈয়া প্রেমে। শুনিনু তোমার কথা খড়দহ গ্রামে॥ আইস বাপু শ্রীনিবাস তোমা করি কোলে। এত কহি কোলে লৈয়া ভাসে নেত্রজলে॥ শ্রীঠাকুর অভিরাম গুণের আলয়। তোমারে করিব অনুগ্রহ অতিশয়॥ অভিরাম গোস্বামির প্রতাপ প্রচণ্ড। যারে দেখি কাঁপে সদা দুর্জ্জয় পাষণ্ড॥ নিত্যানন্দ আবেশে উন্মত্ত নিরন্তর। জগতে বিদিত যার কৃপা মনোহর॥ ওহে শ্রীনিবাস কত কহিব তোমারে। জীব উদ্ধারিতে অবতীর্ণ বিপ্র ঘরে॥ সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত পরম মনোরম। নৃত্য গীত বাদ্যে বিশারদ নিরুপম॥ প্রভু নিত্যানন্দ বলরামের ইচ্ছাতে। করিল বিবাহ বিজ্ঞ বিপ্রের গৃহেতে॥ (শ্রীঅভিরামের পত্নী নাম শ্রীমালিনী। তাহার প্রভাব যত কহিতে না জানি॥) ওহে শ্রীনিবাস শ্রীঠাকুর অভিরাম। কৃষ্ণ লীলা কালে এহো প্রসিদ্ধ শ্রীদাম॥ এবে সেই পূর্ব্ব ক্রিয়া দ্বারে ব্যক্ত হৈলা। কোন ভৃত্যে শ্রীদাম রূপেতে দেখা দিলা॥ ঠাকুর শ্রীঅভিরাম প্রেম মূর্ত্তিময়। সর্ব্বলোকে পূজ্য যশঃ কেবা না ঘুষয়॥

তথাহি তচ্ছাখা শ্রীবেদগর্ব্ভাচার্য্য কৃত পদ্যে॥

(শ্রীদামাখ্যং পুরাপ্রেমমূর্ত্তিং বিপ্রশিরোমণিং।
শ্রীমালিনী পতিং পূজ্য মভিরামমহং ভজে॥)

ওহে শ্রীনিবাস কি অপূর্ব্ব তাঁর রীত। শ্রীবিগ্রহ সেবা লাগি হৈলা উৎকণ্ঠিত॥ গোপীনাথ স্বপ্নছলে সাক্ষাৎ হইলা। এথা মোর স্থিতি কহি স্থান দেখাইলা॥ সেই স্থান খনন করিয়া অভিরাম। পাইলেন গোপীনাথমূর্ত্তি অনুপম॥ সর্ব্বত্র হইল ধ্বনি ধায় সর্ব্বলোক। করিতেইদর্শন পাসরে দুঃখ শোক॥ গোপীনাথ প্রকট কুণ্ডের দিব্য জল। স্নান পানে সবে হৈলা আনন্দে বিহ্বল॥ রামকুণ্ড বলি খ্যাতি হইল তাহার। লোক গতায়াত যত সীমা নাই তার॥ মালিনী শ্রীঅভিরাম নিজগণ লৈয়া। শ্রীগোপীনাথের সেবা করে হর্ষ হৈয়া॥ মধ্যে ২ প্রভু নিত্যানন্দগণ সনে। আইসেন প্রিয় অভিরামের ভবনে॥ একদিন প্রেমানন্দে মত্ত অভিরাম। করয়ে নর্ত্তন সে ভঙ্গিমা অনুপাম॥ সখ্যরসাবেশে বংশী বাজাইতে চায়। ইতি উতি ফিরে নিজ বংশী নাহি পায়॥ শতাবধি লোকে যারে নারে চালাইতে। হেন কাষ্ঠে বংশীকরি ধরিলেন হাতে॥ তাহা দেখি সবে মহাবিস্মিত হইলা। মধ্যে ২ ঐছে তার অলৌকিক লীলা॥ এবে নিত্যানন্দ বলরাম অদর্শনে। সদা দীর্ঘশ্বাস কথা নাহি কারসনে॥ সে অতি দুর্গম চেষ্টা বুঝে ভাগ্যবান্। দেখিবা সাক্ষাতে বাপু হবা সাবধান॥ এত কহি বিপ্র অতি স্নেহযুক্ত হৈয়া। শ্রীঅভিরামের বাটী দিল দেখাইয়া॥

শ্রীনিবাস করি বিপ্র চরণ বন্দন। করিলেন নিত্যানন্দচন্দ্রের স্মরণ॥ ঈশ্বরীর আজ্ঞাবল হৃদয়ে ধরিয়া। শ্রীঅভিরামের গৃহে উত্তরিলা গিয়া॥ প্রণতি করিয়া বহির্দ্বারেতে রহিল। বীরলোকে শ্রীনিবাস গমন ব্যাপিল॥ অভিরাম ঠাকুর শ্রীপ্রভুর বিরহে। সদা প্রেমাবেশে কারে কিছুই না কহে॥ শ্রীনিবাস আইলা জানি হাসে মন্দ মন্দ। পরীক্ষা করিব মনে কৈল অনুবন্ধ॥ দশ কড়া কড়ি দিল নির্ব্বাহ করিতে। ইহোঁ যথাযোগ্য দ্রব্য কিনিল তাহাতে॥ তথা দারুকেশ্বরনদীরতীরে গেলা। রন্ধন করিয়া কৃষ্ণে ভোগ সমর্পিলা॥ হেন কালে ঠাকুর পাঠাইল চারিজন। তাঁরে দেখি শ্রীনিবাস উল্লসিত মন॥ প্রণমিয়া চারি জনে তাহা ভুঞ্জাইলা। আপনিহ সেই মহাপ্রসাদ পাইলা॥ শ্রীনিবাস চরিত্রে সবার হর্ষ হিয়া। ঠাকুরে কহয়ে আইলাম তৃপ্ত হৈয়া॥

এ সব পরীক্ষা অন্যে শিক্ষাকরাইতে। শ্রীনিবাসে আনাইলা আপন সাক্ষাতে॥ শ্রীজয়মঙ্গল নামে চাবুক তাঁহার। শ্রীনিবাস অঙ্গে স্পর্শাইলা তিনবার॥ মনের উল্লাসে সে চাবুক স্পর্শাইয়া। খল ২ হাসে শ্রীনিবাসে কিছু কৈয়া॥ (প্রেমাবেশে পুনঃ সে চাবুক স্পর্শাইতে। শ্রীমালিনী দেবী আসি ধরিলেন হাতে॥ মালিনী কহয়ে ধৈর্য্য ধরহ গোসাঞি। কৈলা অনুগ্রহ যে তাহার সীমা নাই॥ শ্রীনিবাস বালক নারিবে স্থির হৈতে। প্রেমে মত্ত হৈলে কার্য্য সাধিব কেমতে॥ ঐছে পরস্পর কহি প্রসন্ন হিয়ায়। দোঁহে

হস্ত ধরে শ্রীনিবাসের মাথায়॥ শ্রীনিবাস পড়িলা দোঁহার পদতলে। দোহেঁ তোলাইয়া সিক্ত কৈল নেত্র জলে॥ দোঁহে যত স্নেহ কৈলা শ্রীনিবাস প্রতি। সে সকল কহিতে কি আমার শকতি॥ সমর্পিয়া রাধা গোপীনাথের চরণে। দোঁহে আজ্ঞা দিলেন যাইতে বৃন্দাবনে॥) শ্রীকৃষ্ণনগর খানাকুলবাসী যত। শ্রীনিবাসে দেখি স্নেহ বাড়ে অবিরত॥ সর্ব্ব বৈষ্ণবের স্থানে হইয়া বিদায়। শ্রীখণ্ডে আইলা পুনঃ ব্যাকুল হিয়ায়॥ শ্রীঠাকুরনরহরি শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীনিবাসে দেখি কৈল গাঢ় আলিঙ্গন॥ পুছিলেন সকল বৃত্তান্ত ধীরে ধীরে। নিবেদিল শ্রীনিবাস ভাসি নেত্র নীরে॥ ঠাকুর শ্রীনরহরি শ্রীরঘুনন্দন। অনুমতি দিলেন যাইতে বৃন্দাবন॥ শ্রীনিবাসে ঠাকুর লইয়া পুনঃ কোলে। ছাড়িতে না পারয়ে ভাসয়ে নেত্রজলে॥ পথের সন্ধান সব দিলেন কহিয়া। বিদায়ের কালেতে বিদীর্ণ হৈল হিয়া॥ শ্রীঠাকুর নরহরি শ্রীরঘুনন্দনে। দোঁহে প্রণমিয়া যাত্রা কৈল শুভক্ষণে॥ বৈছে পথে চলে তাহা না হয় বর্ণন। (যাজিগ্রামে গিয়া কৈল মাতার দর্শন॥ (সকল বৃত্তান্ত নিবেদিয়া তাঁর আগে। শীঘ্র বৃন্দাবন যাইবারে আজ্ঞা মাগে॥ শুনিয়া মাতার চিত্ত ব্যাকুল হইল। শ্রীনিবাসে নিষেধ করিতে নাপারিল॥ দিন পাঁচ সাত পুত্রে যত্নেতে রাখিলা। শ্রীনিবাস আশ্বাসিয়া বিদায় হইলা॥ পুনঃ পুনঃ প্রণমিয়া মায়ের চরণে। চলিলেন মিলি গ্রামবাসী সর্ব্বজনে॥) অগ্রহায়ণ শুক্লদ্বিতীয়ায়

গৃহ হৈতে। রহিলেন কথোদূরে কার চেষ্টা মতে॥ অগ্রদ্বীপ আদি গ্রামে ভক্ত ঘরে ঘরে। বিদায় হইয়া আইলা কণ্টক নগরে॥ মহাপ্রভু কৈল যথা সন্ন্যাস গ্রহণ। তথা প্রেমাবেশে কৈল অনেক ক্রন্দন॥ তথা হৈতে ত্বরায় যাইয়া মৌড়েশ্বর। শিবের দর্শনে হৈল প্রসন্ন অন্তর॥ তথা জনগণ শ্রীনিবাসে নিবেদিলা। যৈছে সর্পভয়ে প্রভু পরিত্রাণ কৈলা॥ কুণ্ডলিদমন স্থান দেখি শ্রীনিবাস। প্রভু নিত্যানন্দ বলি ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস॥ সর্ব্ব চিত্তাকর্ষী শ্রীনিবাস বিজ্ঞবর। একচক্রা গেলা যথা হাড়াওঝা ঘর॥ তথা প্রবেশিতে শ্বেতদ্বীপ হৈল জ্ঞান। নেত্র ভরি দেখে নিত্যানন্দজন্ম স্থান॥ নিত্যানন্দ প্রভু যথা কৈলা রাম লীলা। সে সকল স্থান দেখি ব্যাকুল হইলা॥ ঊর্দ্ধবাহু করি নিত্যানন্দ গুণগায়। নিরন্তর ভাসে দুই নেত্রের ধারায়॥ ধূলায় ধূসর অঙ্গ ভূমিতে লোটায়। প্রভু ইচ্ছামতে নিদ্রা করিল সহায়॥ স্বপ্নচ্ছলে সাক্ষাৎ দেখয়ে মহারঙ্গ। বিহরয়ে নিত্যানন্দ সঙ্গিগণ সঙ্গ॥ প্রভুগণ সহ শোভা করিয়া দর্শন। বাঢ়িল আনন্দ জুড়াইল নেত্র মন॥ নিদ্রাভঙ্গ হইলে দুঃখ হইল অশেষ। প্রভু কৈল বৃন্দাবন গমনে আদেশ॥ শ্রীনিবাস এক চক্রা গ্রামে নমস্করি। চলিলেন নিত্যানন্দ চরণ সোঙরি॥ যে যে গ্রামে দিয়া শ্রীনিবাস চলি যায়। সে সকল গ্রামবাসী দেখিবারে ধায়॥ নানা যত্ন করে সবে কিছু ভুঞ্জাইতে। শ্রীনিবাস করেন সবার সুখ যাতে॥ কথোদিনে গয়াক্ষেত্রে উত্ত-

রিল গিয়া। বিষ্ণু পাদপদ্ম দেখে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥ তথা মহাপ্রভু পুরীশ্বরের মিলন। সে সব সোঙরি নেত্রে ধারা অনুক্ষণ ॥ কিবা স্ত্রী পুরুষ যেবা দেখে শ্রীনিবাসে॥ সে হয় অধৈর্য্য সদা নেত্রজলে ভাসে॥ কিবা মধ্য যৌবন পরমানন্দময়। দেখিলেবারেক সঙ্গ ছাড়িতে নারয়॥ এই রূপ সর্ব্বচিত্ত করি আকর্ষণ। কাশী গিয়া দেখে চন্দ্রশেখর ভবন॥ তথা চন্দ্রশেখরের শিষ্য মহাশয়। শ্রীনিবাসে দেখি হইল আনন্দ হৃদয়॥ পরিচয় পাইয়া প্রেমে অধৈর্য্য হইলা। শ্রীনিবাসে কোলে করি কান্দিতে লাগিলা॥ প্রভুর যেখানে স্থিতি তাহা দেখাইয়া। দুই চারি দিবস রাখিল যত্ন পাঞা॥ কাশীতে যে ছিলা প্রভুঅনুগত জন। তাঁ সবার সহ তথা হইল মিলন॥ বিদায় হইয়া অতি ত্বরায় চলিলা। অযোধ্যা প্রয়াগ দেখি প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥ তথা হৈতে ব্রজে চলিলেন শ্রীনিবাস। উপজয়ে অন্তরে অনেক অভিলাষ॥ রূপ সনাতন পাদপদ্ম হৃদে ধরি। মথুরা নগরে প্রবেশিলা তরাতরি॥ কংস মারি বিশ্রাম করিলা কৃষ্ণ যথা। সেই শ্রীবিশ্রাম ঘাট উত্তরিলা তথা॥ দুই চারি বিপ্র আইসেন সেই পথে। শ্রীবৃন্দাবনের কথা কহিতে কহিতে॥ কেহ কহে সহেকি এতেক বিড়ম্বন। কি সুখ খাইতে আছে এ ছার জীবন॥ ঈশ্বরের ইচ্ছা কিছু বুঝা নাহি যায়। ক্রমে ক্রমে রত্নশূন্য হইল এথায়॥ নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বেশ্বর। হইলেন সকলের নেত্র অগোচর॥ সে অতি দুঃসহ বাক্য করিয়া

শ্রবণ। • কাশীশ্বর গোস্বামী হইলা সঙ্গোপন॥ রঘুনাথভট্ট ভাগবতবক্তা যেহোঁ। প্রভুর বিয়োগে অদর্শন হৈলা তেহোঁ॥ এই কথোদিনে শ্রীগোসাঞি সনাতন। মো সবার নেত্র হৈতে হৈলা অদর্শন॥ এবে অপ্রকট হৈলা শ্রীরূপগোসাঞি। দেখিয়া আইনু সে দুঃখের সীমা নাই॥ শ্রীগোপালভট্ট রঘুনাথ আদি যত। বিচ্ছেদাগ্নি জ্বালায় জ্বলিছে অবিরত॥ মো সবার ভাগ্য মন্দ বুঝিনু এখনে। নহিলে এ সুখে দুঃখ দেখি কি নয়নে॥ এই রূপ অনেক আক্ষেপ করি যায়। শ্রীনিবাস ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসিল তায়॥ সনাতন রূপ অপ্রকট বিবরণ॥ তেহোঁ শ্রীনিবাসে কহে করিয়া ক্রন্দন॥ শুনি শ্রীনিবাস ভাসিলেন নেত্রজলে। মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ভূমি তলে॥ হায় হায় কি শুনিনু বলি পুনঃ উঠে। ধূলায় ধূসর অঙ্গ পুনঃ মহী লুঠে॥ পুনঃ কহে হা হা প্রভু রূপ সনাতন। মো অধমপ্রতি কেনে হইলে এমন॥ না দেখিনু শ্রীচরণ না পূরিল আশ। এত কহি নখে বক্ষচিরে শ্রীনিবাস॥ দেখিয়া ধরিল হস্ত মাথুর ব্রাহ্মণ। কৈল বহু যত্ন প্রাণ রক্ষার কারণ॥ মথুরা নিবাসী সবে হইল বিস্মিত। করিল প্রবোধ বহু না হৈল সম্মত॥ শ্রীনিবাস প্রণমিয়া মাথুরব্রাহ্মণে। উলটি চলিল পুনঃ পূর্ব্বদেশ পানে॥ মনে বিচারয়ে গৌড়ক্ষেত্রে প্রভুগণ। সবে আজ্ঞা কৈল শীঘ্র যাহ বৃন্দাবন॥ এই হেতু কৈল আজ্ঞা তাহা না বুঝিনু। ভাগ্যহীন তেঁঞি শীঘ্র আসিতে নারিনু॥ দারুণ বিধাতা কৈল এত

বিড়ম্বন। তথাপিহ পাপদেহে আছয়ে জীবন॥ ঐছে বিচা-
রিতে দুই নেত্রে ধারা বয়। নিঃশব্দ হইয়া পুনঃ আর্ত্তনাদে
কয়॥ ওহে সনাতন রূপ গুণের সাগর। রঘুনাথভট্ট শ্রীপ-
ণ্ডিতকাশীশ্বর॥ শুনিলাম তোমরা পরম কৃপাময়॥ মো হেন
দুঃখিরে কেনে হইলে নির্দ্দয়॥ ঐছে কত কহয়ে ছাড়িতে-
চাহে প্রাণ। পড়ে অঙ্গ আছাড়ি না জানে স্থানাস্থান॥
এই রূপ কতোদূর যাইতে রাত্রি হৈল। পথে এক বৃক্ষ-
দেখি তথাই রহিল॥ করয়ে বিলাপ অতি ব্যাকুল অন্তরে।
সে সব শুনিতে দারু পাষাণ বিদরে॥ নিকটস্থ গ্রামবাসী
লোক তাহা শুনি। যেরূপ হইলা তাহা কহিতে না জানি॥
শ্রীনিবাস জাগে রাত্রি করিয়া ক্রন্দন। প্রভু ইচ্ছামতে হৈল
নিদ্রা আকর্ষণ॥ সনাতন রূপ আদি অতি কৃপাবান্। স্বপ্ন
চ্ছলে হৈলা শ্রীনিবাসে বিদ্যমান॥ পরম অপূর্ব্ব শোভা
গোস্বামী সবার। দেখি শ্রীনিবাস চিত্তে আনন্দ অপার॥
পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ ভাসে নেত্রজলে। ভূমে লোটাইয়া
পড়িলেন পদতলে॥ শ্রীনিবাসমাথে সবে চরণ অর্পিলা।
আলিঙ্গিয়া বিবিধপ্রকারে প্রবোধিলা॥ শ্রীনিবাস তনুক্ষীণ
দেখি বার বার। শ্রীহস্ত বুলান অঙ্গে নেত্রে অশ্রুধার॥
পুনঃ শ্রীগোস্বামী শ্রীনিবাস মুখ চাঞা। কহয়ে মধুর কথা
প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥ ওহে বাপ শ্রীনিবাস কহিতে কি হয়।
এবে নহে তোমার এ বিষাদ সময়॥ মো সহ অভিন্ন শ্রীগো-
পাল ভট্ট হন। তাঁরস্থানে কর গিয়া শ্রীমন্ত্র গ্রহণ॥ করিনু

য় গ্রন্থগণ সে সব লইয়া। অতি অবিলম্বে গৌড়ে প্রচারিবে গিয়া ॥

তথাহি নব পদ্যে ॥

স্বপ্নে শ্রীল সনাতনেন সহ তে শ্রীরূপনামাদয়ঃ
প্রোচুস্তং নহি তে বিষাদসময়ো গোপালভট্টোঽস্তি যৎ।
তস্মান্মন্ত্রবরং গৃহাণ সকলান্ গ্রন্থাং স্তথাস্মৎ কৃতান্
গত্বা গৌড়মলং প্রচারয় মতং ত্বং বৈষ্ণবান্ শিক্ষয় ॥

ঐছে বহু কহি শ্রীনিবাসে কৃপা করি। হইলেন অন্তর্দ্ধান গৌরাঙ্গ সোঙরি॥ শ্রীনিবাস সে দর্শন বাক্যামৃত পিয়া। হইলা বিহ্বল প্রাতে চলে উলটিয়া॥ পুনঃ কি আশ্চর্য্য প্রবেশিতে বৃন্দাবন। আগে দৃষ্টি হৈল দুই গোসাঞি গমন॥ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন দুহুঁ এক মেলে। সেই রাত্রে শ্রীজীবে কহয়ে স্বপ্ন চ্ছলে॥ বৈশাখ মাসের এই বিংশতি দিনেতে। হইব অপূর্ব্ব সঙ্গ কহিল পূর্ব্বেতে॥ তেহোঁ আজি আসি প্রবেশিব বৃন্দাবনে। পাইবে পরমানন্দ তাহার মিলনে॥ শ্রীগোবিন্দদেবের আরতি সন্ধ্যাকালে। অন্বেষিবে তারে লোক ভীড় অল্প হৈলে॥ কনক চম্পক কান্তি ক্ষীণ কলেবর। অলপ বয়স নেত্রে ধারা নিরন্তর॥ গৌড় হৈতে মহাদুঃখে করিল গমন। এথাই শুনিল মো সবার অদর্শন॥ দেহত্যাগ করিব নিশ্চয় কৈল চিতে। দেখা দিয়া তারে প্রবোধিনু নানা মতে॥ কহিতে না আইসে যৈছে ব্যাকুল হৃদয়। তারে দেখিলেই তার পাবে পরিচয়॥ শ্রীগোপাল ভট্ট স্থানে

দীক্ষা করাইবা। অধ্যয়ন হৈলে সব গ্রন্থ সমর্পিবা ॥ শ্রীগৌড়মণ্ডলে শীঘ্র করাবে গমন। তেহোঁ বিতরিব লোকে গ্রন্থরত্নগণ ॥ আর কি বলিব শ্রীনিবাসের দ্বারায়। সাধিব অনেক কার্য্য প্রভু গৌররায় ॥ শ্রীজীবের প্রতি ঐছে অনেক কহিয়া। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামিরে কহে গিয়া ॥ আইল তোমার শ্রীনিবাস গৌড় হৈতে। পাইল অনেক দুঃখ না পারি কহিতে ॥ তারে শিষ্য করি তার জুড়াইবে প্রাণ। ঐছে বহু কহি হইলেন অন্তর্দ্ধান ॥

প্রভাত সময়ে ঐছে আদেশ পাইয়া। রূপ সনাতন বলি উঠয়ে কান্দিয়া ॥ হেনই সময়ে শ্রীজীবের আগমন। তারে দেখি কৈলা কিছু ধৈর্য্যাবলম্বন ॥ প্রণময়ে শ্রীজীব ভাসয়ে নেত্র জলে। শ্রীভট্ট গোস্বামী শ্রীজীবেরে লৈল কোলে ॥ নয়নের জলে সিক্ত কৈল তার দেহ। গুমড়য়ে-হিয়া না ধরিতে পারে থেহ ॥ পরস্পর স্বপ্নাদেশ কহিতে কহিতে। যে দশা হইল তাহা নারি বিবরিতে ॥ কতক্ষণে শ্রীভট্ট গোস্বামী স্থির হৈয়া। শ্রীজীবে করিলা স্থির অনেক কহিয়া ॥ রাধারমণের সিংহাসন যাত্রা হন। এ হেতু হইয়া ব্যস্ত করে আয়োজন ॥ শ্রীজীব প্রণমি পুনঃ ভট্ট-গোস্বামিরে। চলিলেন শীঘ্র করি আপন কুটীরে ॥ শ্রীনি-বাস লাগি অতি উৎকণ্ঠা বাঢ়িল। শ্রীনিবাস গমন সর্ব্বত্র জানাইল ॥ কতক্ষণে আসিবেন এই মনে হয়। ক্ষণে ক্ষণে গিয়া পথপানে নিরিখয় ॥ এথা শ্রীনিবাস অতি উদ্বিগ্ন

হইয়া। নিরিখয়ে শোভা বৃন্দাবনে প্রবেশিয়া॥ নানা পুষ্প-পুঞ্জে মঞ্জু ভ্রমর গুঞ্জরে। স্থানে স্থানে ময়ূর ময়ূরী নৃত্য-করে॥ কোকিলাদিপক্ষী শব্দকরে রসায়ন। চারিদিকে ফিরে মৃগ আদি পশুগণ॥ নানা বৃক্ষলতায় বেষ্টিত মনো-হর। দেখিতে এ সব নেত্রে অশ্রু নিরন্তর॥ ব্রজবাসি-বৈষ্ণবের আলয় দেখিলা। শ্রীগোবিন্দ দেবের মন্দির পাশে গেলা॥ গোবিন্দের দর্শন করিয়া সন্ধ্যাকালে। আনন্দে উমড়ে হিয়া ভাসে নেত্রজলে॥ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ভূমে পড়ি গড়ি যায়। রহিলেন এক ভিতে প্রভুর ইচ্ছায়॥ মহালোক-ভীড় সন্ধ্যা আরতি সময়। শ্রীনিবাসে শ্রীজীবগোস্বামী অন্বেষয়॥ শ্রীনিবাস একভিতে আছেন পড়িয়া। অকস্মাৎ সেই স্থানে প্রবেশিল গিয়া॥ ভাবের বিকার দেখি শ্রীজীব গোসাঞি। এই শ্রীনিবাস জানি রহে সেই ঠাঁই॥ ভাব সম্বরণ হইলেন কতক্ষণে। ভূমে হৈতে তুলিলেন শ্রীজীব আপনে॥ শ্রীনিবাস নিজনেত্রজলে সিক্ত হৈয়া। শ্রীজীব গোসাঞিপদে পড়ে প্রণমিয়া॥ শ্রীজীব ব্যাকুল হৈয়া সুমধুর ভাষে। দুই বাহু পসারি ধরিলা শ্রীনিবাসে॥ দৃঢ় আলিঙ্গিয়া বন্ধু বলি সম্বোধয়। বিনি জিজ্ঞাসায় পাইলেন পরিচয়॥ পরস্পর মিলনেতে যে আনন্দ হৈল। তাহা বিস্তারিয়া এথা বর্ণিতে নারিল॥ শ্রীকৃষ্ণপণ্ডিত শ্রীচৈতন্য-পরিকর। শ্রীনিবাসে দেখি তার আনন্দ অন্তর॥ এক মুখে তাঁর গুণ কহন না হয়। তেহোঁ গোবিন্দের অধিকারী সে

সময় ॥ শ্রীনিবাসে শ্রীমহাপ্রসাদ ভুঞ্জাইয়া। প্রসাদি তাম্বূল মালা দিল যত্ন পাঞা ॥ কে বর্ণিতে পারে তেহোঁ যত স্নেহ কৈল। শ্রীনিবাস গমন সর্ব্বত্র ব্যক্ত হৈল ॥ শ্রীজীব গোস্বামী প্রিয়শ্রীনিবাসে লৈয়া। নিজ বাসস্থানে গেলা মহাহৃষ্ট হৈয়া ॥ এথা রাধা দামোদর করিলা শয়ন। এই হেতু রাত্রিযোগে নহিল দর্শন ॥ শ্রীজীব নিভৃতে বাসা দিল শ্রীনিবাসে। শ্রীনিবাস রহে তথা মনের উল্লাসে ॥ বৈশাখী পূর্ণিমা নিশি শোভা চমৎকার। প্রফুল্লিত নানা পুষ্প সৌগন্ধ বিস্তার ॥ নানা বৃক্ষ লতার মাধুর্য্য নিরিখয়। নেত্রে নিদ্রা নাই হৈল প্রভাত সময় ॥ প্রাতে প্রাতঃক্রিয়া সারি স্নানাদি করিয়া। শ্রীজীবগোস্বামিপদে প্রণমিল গিয়া ॥ শ্রীজীবগোস্বামী বন্ধু প্রায় আচরিলা। রাধাদামোদরের দর্শন করাইলা ॥ শ্রীনিবাস হৃদয়েতে আনন্দ উথলে। পুনঃ পুনঃ প্রণময়ে পড়ি ভূমি তলে ॥ অতি খর্ব্ব অপূর্ব্ব বিগ্রহ মনোহর। নিরখিতে নেত্রে ধারা বহে নিরন্তর ॥ নেত্র ভরি দর্শন করিলা কথোক্ষণ। রাধা দামোদর শ্রীজীবের প্রাণ-ধন ॥ স্বপ্নাদেশে শ্রীরূপ শ্রীরাধা দামোদরে। স্বহস্তে নির্ম্মাণ করি দিল শ্রীজীবেরে ॥ শ্রীজীবের চরিত বর্ণিতে নাহি পার। শ্রীরূপের পাদপদ্ম সর্ব্বস্ব যাঁহার ॥ এসব প্রসঙ্গ নানা ভাষা সমস্কৃতে। বর্ণিলেন পূর্ব্ব কবি বিখ্যাত জগতে ॥

তথাহি সাধন দীপিকায়াং ॥

শ্রীরূপচরণদ্বন্দ্বরাগিণং ব্রজবাসিনং।

ং সততং বন্দে মন্দেশানন্দদায়িনং ॥

রাধাদামোদরো দেবঃ শ্রীরূপেণ প্রতিষ্ঠিতঃ।

জীবগোস্বামিনে দত্তঃ শ্রীরূপেণ কৃপাব্ধিনা ॥

জানাইনু সঙ্ক্ষেপে প্রকট বিবরণ। রাধাদামোদর এক জীবের জীবন ॥ নিরন্তর জীবের পরম উল্লাস। দেখিয়া শ্রীরাধাদামোদরের বিলাস ॥ মধ্যে মধ্যে ভক্ষ্য দ্রব্য মাগে শ্রীজীবেরে। শ্রীজীব দেখয়ে প্রভু ভুঞ্জে যে প্রকারে ॥ এক দিন বাজায় বাঁশী হাসিয়া হাসিয়া। শ্রীজীবে কহয়ে মোরে দেখহ আসিয়া ॥ কিশোর বয়স বেশ ভুবনমোহন। দেখি-তেই শ্রীজীব হইল অচেতন ॥ চেতন পাইয়া হিয়া আনন্দে উথলে। ভাসয়ে দীঘল দুটি নয়নের জলে ॥ প্রসঙ্গে কহিনু কিছু ঐছে বহু হয়। রাধাদামোদর সর্ব্বচিত্ত আকর্ষয় ॥ শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীনিবাসে কৃপা কৈল। রাধাদামোদরের চরণে সমর্পিল ॥ শ্রীরূপগোস্বামির সমাধি সেই খানে। তথা শ্রীনিবাসে লৈয়া গেলেন আপনে ॥ শ্রীনিবাস শ্রীসমাধি দর্শন করিয়া। নেত্র জলে ভাসে ভূমে পড়ে প্রণমিয়া ॥ শ্রীজীব প্রবোধি শীঘ্র লৈয়া শ্রীনিবাসে। গেলা শ্রীগোপাল-ভট্ট গোস্বামির পাশে ॥ শ্রীভট্টগোস্বামী বসি আছেন নির্জ্জনে। নিরন্তর অশ্রুধারা বহে দুনয়নে ॥ শ্রীনিবাস শ্রীভট্টগোস্বামি-পানে চাইয়া। হইলা অধৈর্য্য ভূমে পড়ে লোটাইয়া ॥ পুনঃ পুনঃ প্রণময়ে নেত্রে ধারা বয়। শ্রীজীব দিলেন শ্রীনিবাস পরিচয় ॥ যদ্যপি দগ্ধয়ে ভট্ট বিচ্ছেদ অগ্নিতে ॥

তথাপি আনন্দ শ্রীনিবাস নিরখিতে॥ স্নেহে শ্রীনিবাস মাথে ধরি শ্রীচরণ। বসিতে কহিল কহি সস্নেহ বচন॥ পুনঃ শ্রীনিবাসে সমাচার জিজ্ঞাসিল। শ্রীনিবাস আদ্যোপান্ত সব নিবেদিল॥ শুনিয়া গোস্বামী অতি ব্যাকুল অন্তরে। মহাদুঃখ পাইলা কহয়ে বারে বারে॥ পুনঃ শ্রীনিবাসের সৌভাগ্য প্রশংসিল। সনাতন রূপ স্বপ্নাবেশে জানাইল॥ শ্রীজীবগোস্বামী গোস্বামির কথা শুনি। অবসর মতে কহে সুমধুর বাণী॥ শ্রীনিবাস দীক্ষাহেতু ব্যাকুল হিয়ায়। গোস্বামির অনুমতি হৈল দ্বিতীয়ায়॥ শ্রীজীবগোস্বামী মহামনের উল্লাসে। শ্রীরাধারমণে দেখাইলা শ্রীনিবাসে॥ শ্রীরাধারমণমূর্ত্তি অতিমনোহর। ভাগ্যবন্ত জনের সে নয়নগোচর॥ অতিসুমধুর ভঙ্গি বিদিত ভুবনে। প্রকট সময়ে মহানন্দ বৃন্দাবনে॥ প্রকটপ্রসঙ্গ শুন কহিয়ে কিঞ্চিৎ। শ্রীরাধারমণ ভট্টগোস্বামি বিদিত॥ শ্রীগৌরাঙ্গদেব আজ্ঞা দিল গোস্বামিরে। শালগ্রাম হৈতে তুমি দেখিবে হরিরে॥ গৌরাঙ্গ আদেশে ভট্ট শ্রীরূপে প্রকাশে। রূপগোস্বামীহ তবে কহে প্রেমাবেশে॥ শ্রীগোবিন্দদেব হন সর্ব্বস্ব তোমার। তথাপি পৃথক্ সেবা কর ইচ্ছা তাঁর॥ তবে কত দিন পর শালগ্রাম হৈতে। আপনি প্রকট হৈলা লোকের বিদিতে॥ কে বুঝিতে পারে শ্রীগোস্বামির আশয়। হৈলা কি অপূর্ব্ব ভঙ্গি ভুবন বিজয়॥ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন। ক্রমে এ তিনের মুখ বক্ষ শ্রীচরণ॥

তিন প্রভু একত্র দর্শন এক ঠাঁই। ঐছে পরিপাটী পূর্ব্ব-চিন্তিল গোসাঞি॥ সনাতন গোস্বামী ভূগর্ত্ত আদি যত। শ্রীরাধারমণ সেবা দেখি উল্লসিত॥ শ্রীবৈশাখমাসে শ্রী-পূর্ণিমা শুভক্ষণে। শ্রীরাধারমণ বসিলেন সিংহাসনে॥ মহা-মহোৎসব সিংহাসন বিজয়েতে। ভট্টপ্রেমাধীন প্রভু বিখ্যাত জগতে॥ এমত প্রকট রাধারমণ সুন্দর। বর্ণিলেন ভাষা সমস্কৃতে বিজ্ঞবর॥

তথাহি সাধনদীপিকায়াং॥

গোবিন্দপাদসর্ব্বস্বং বন্দে গোপালভট্টকং।
শ্রীমদ্রূপাজ্ঞয়া যেন পৃথক্ সেবা প্রকাশিতা॥
শ্রীরাধারমণোদেবঃ সেবায়া বিষয়ো মতঃ।
কৃতিনা শ্রীলরূপেণ সোহয়ং যোহসৌ বিভাবিতঃ॥
আজ্ঞায়াঃ কারণং তত্র প্রামাণিকমুখাচ্ছ্রুতং॥
তত্তু প্রসিদ্ধমেব॥
শ্রীমৎপ্রবোধানন্দস্য ভ্রাতুষ্পুত্রকৃপালয়ং।
শ্রীমদ্গোপালভট্টং তং নৌমি শ্রীব্রজবাসিনং॥

তথাহি শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যঠক্কুরস্যানুশাখাশ্রীমনোহররায় কৃতশ্রীমদনরাগবল্ল্যাং॥

শ্রীরাধিকা সহিত শ্রীমদনগোপাল। বৃন্দাবনেশ্বরী সহ শ্রীগোবিন্দলাল॥ বৃষভানুকুমারী সহ শ্রীগোপীনাথ। দর্শন সেবায় জন্ম মানিল কৃতার্থ॥ নিজে সেবা করিতেই উৎ-কণ্ঠা বাঢ়িল। বুঝি গোসাঞির দ্বারে প্রভুর ইচ্ছা হৈল॥

এক দিন রূপমাত্র উপলক্ষ্য করি। মনের আকৃতি মনে বিচার আচরি॥ শ্রীগোপালভট্ট গোসাঞি জানি অভিলাষ। স্বয়ং রূপ শ্রীগোপালে করিলা প্রকাশ॥ সগণ উৎসব করি অভিষেক কৈল। শ্রীরাধারমণ সেবা প্রকট হইল॥ মন্দির করিয়া নিজ সেবা করি দিল। অতি বিলক্ষণ তাহা কহিল নহিল॥

ঐছে রাধারমণের প্রকট বিষয়। অল্পে জানাইনু ইথে সর্ব্ব সুখোদয়॥ শ্রীরাধারমণ ভট্টগোপালের প্রাণ। তাঁহা বিনা শয়নে স্বপনে নাই আন॥ শ্রীরাধারমণ শোভা পিয়ে নেত্রভরি। শ্রীগোপালভট্ট গুণ অনঙ্গমঞ্জরী॥

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং। ১৮৪ শ্লোকঃ॥

অনঙ্গমঞ্জরী যাসীৎ সাদ্য গোপালভট্টকঃ।

ভট্টগোস্বামিনং কেচিদাহুঃ শ্রীগুণমঞ্জরীং॥

রাধারমণের রূপে গুণে মত্ত হৈয়া। নানা পুষ্প বেশ করে অনুমতি পাইয়া॥ সেবায় পরমানন্দ বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণে। শ্রীগৌরচন্দ্রের সেবা সদা পড়ে মনে॥ নিজ গৃহে পিতার আজ্ঞায় গোরাচান্দে। সেবিলেন সোঙরি ধৈরজ নাহি বান্ধে॥ হইয়া বিহ্বল ভাসে নেত্রের ধারায়। ঘন ঘন শ্রী-রাধারমণ পানে চায়॥ গোপালের প্রেমাধীন শ্রীরাধারমণ। শ্রীগৌরসুন্দর মূর্ত্তি হৈলা সেই ক্ষণ॥ নবীন বয়স বেশ ভুবন মাতায়। মুরুছে মদন কোটি রূপের ছটায়॥ শোভা নিরিখিতে হিয়া আনন্দে উথলে। কি দেখিনু বলিয়া পড়য়ে

মহীতলে ॥ বিপুল পুলক আঁখি জলে ভাসি যায়। শ্রীরাধা-রমণ গোরাচাঁদ গুণ গায় ॥ শ্রীগোপাল ভট্টের যে অভিলাস মনে। শ্রীরাধারমণ পূর্ণ করে ক্ষণে ক্ষণে ॥ জগতে বিদিত অতি নিরুপম রীতি। শ্রীরাধারমণ গোপালের প্রাণপতি ॥ হেন রাধারমণের দর্শন করিয়া। শ্রীনিবাস ভূমিতে পড়য়ে প্রণমিয়া ॥ ভাসয়ে নয়নজলে নারে স্থির হৈতে। কহিতে মনের কথা কত উঠে চিতে ॥ শ্রীরাধারমণে আত্ম নিবেদন করি। করিলা দর্শন কতক্ষণ ধৈর্য্য ধরি ॥ শ্রীজীবগোস্বামী প্রিয় শ্রীনিবাসে লৈয়া। চলিলেন শ্রীরাধারমণে প্রণমিয়া ॥ লোকনাথ ভূগর্ভ গোস্বামী পাশে গেলা। তথা শ্রীনিবাসের গমন জানাইলা ॥ যদ্যপি দোঁহার অতি ব্যাকুল হৃদয়। শ্রীনিবাস আইলা শুনি হৈল হর্ষোদয় ॥ শ্রীনিবাস বন্দিলেন দোহাঁর চরণ। দোহেঁ অতি বাৎসল্যেতে কৈল আলিঙ্গন ॥ কোলে হৈতে ছাড়িতে নারয়ে প্রেমাবেশে। নেত্রজলে সিক্ত করিলেন শ্রীনিবাসে ॥ শ্রীরাধাবিনোদ পাদপদ্মে সম-র্পিল। দোহেঁ শ্রীনিবাসে অতি অনুগ্রহ কৈল ॥ শ্রীনিবাস শ্রীরাধাবিনোদ দরশনে। যৈছে প্রেমাবেশ তা বর্ণিব কোন জনে ॥ শ্রীনিবাসে লইয়া শ্রীজীব সেইক্ষণ। করিলেন গিয়া গোপীনাথের দর্শন ॥ শ্রীনিবাস শ্রীগোপীনাথের দরশনে। হইলা অধৈর্য্য ধারা বহে দুনয়নে ॥ তথা শ্রীপরমানন্দ শ্রীম-ধুপণ্ডিত। শ্রীনিবাসে দেখি সবে হৈলা উল্লসিত ॥ করিল যতেক স্নেহ না হয় বর্ণন। তথা হৈতে দেখে গিয়া মদন

মোহন ॥ শ্রীনিবাস মদনমোহনে নিরখিয়া। না ধরে ধৈরয প্রেমে উথলয়ে হিয়া ॥

মদনগোপালে প্রণময়ে বারে বার। মুখ বুক বহিয়া পড়য়ে অশ্রুধার ॥ শ্রীনিবাস স্থির হইলেন কতক্ষণে। শ্রীজীব গোস্বামী মিলাইলা সবাসনে ॥ কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী আদি যত জন। সবে প্রেমাবেশে কৈল দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ শ্রীনিবাস সবার চরণে প্রণমিল। সবে শ্রীনিবাসে মহাঅনুগ্রহ কৈল ॥ সনাতন গোস্বামির সমাধি দর্শনে। শ্রীনিবাসে লইয়া চলিলা সর্ব্বজনে ॥ সনাতন গোস্বামির সমাধি দেখিয়া। শ্রীনিবাস পড়িলেন ভূমে লোটাইয়া ॥ শ্রীনিবাস হৈলা যৈছে না হয় বর্ণন। শ্রীনিবাস কান্দনে কান্দয়ে সর্ব্বজন ॥ সবে অতিশয়-স্নেহ করি শ্রীনিবাসে। করিল প্রবোধ কত সুমধুর ভাষে ॥ শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাসেরে লইয়া। আইলা আপন বাসা অতি হৃষ্ট হৈয়া ॥ কালি প্রাতঃকালে শ্রীনিবাসে শ্রীগোসাঞি। করিবেন শিষ্য জানাইলা সর্ব্বঠাই ॥ শ্রীনিবাস আপনার ভাগ্য প্রশংসিল। সে দিবস বিবিধ প্রসঙ্গে গোঙাইল ॥ তার পর দিন স্নান করি শ্রীনিবাস। শ্রীজীবের সঙ্গে গেলা গোস্বামির পাশ ॥ এথা ভট্ট গোস্বামী পরম প্রেমময়। রাধারমণের পরিচর্য্যাদি করয়॥ শ্রীজীব গোস্বামী গোস্বামিরে প্রণমিয়া। শ্রীনিবাস প্রসঙ্গ কহিলা হর্ষ হৈয়া ॥ শ্রীনিবাস গোস্বামিচরণে প্রণময়। দেখি গোস্বামির হৈল প্রসন্নহৃদয়॥ শ্রীনিবাসে শ্রীরাধারমণ সন্নিধানে। করিলেন শিষ্য অতি

অপূর্ব্ব বিধানে ॥ সাধন প্রক্রিয়া অতি যত্নে জানাইল। শ্রীরা-ধারমণ গৌরচন্দ্রে সমর্পিল ॥ শ্রীনিবাস পড়িয়া গোসাঞি-পদতলে। করিল অনেক দৈন্য ভাসি নেত্রজলে ॥ গোসা-ঞির নেত্রধারা নহে নিবারণ। সর্ব্বসিদ্ধি হৌক বলি কৈল আলিঙ্গন ॥

শ্রীজীবেরে স্নেহে শ্রীনিবাসে সমর্পিল। শ্রীনিবাস প্রণমিতে তেহোঁ প্রণমিল ॥ শ্রীজীবগোস্বামী আলিঙ্গয়ে শ্রীনিবাসে। হইলা অধৈর্য্য দোঁহে নেত্রজলে ভাসে ॥ শ্রীনিবাস শিষ্য-কথা ব্যাপিল সর্ব্বত্র। শ্রীনিবাস সবার পরম স্নেহপাত্র ॥ আইলেন সবে রাধারমণ দর্শনে। শ্রীনিবাস দর্শন করিলা সর্ব্বজনে ॥ হৈল যে উৎসব তাহা কে পারে বর্ণিতে। সবে মহাহর্ষ শ্রীনিবাসের চরিতে ॥ তার পর দিবস শ্রীজীব শ্রীনি-বাসে। পাঠাইলা শ্রীকুণ্ডেতে গোস্বামির পাশে ॥ শ্রীনিবাসে দেখি সুখে শ্রীদাস গোসাঞি। অনুগ্রহ কৈল যত তার অন্ত নাই ॥ শ্রীরাঘব কৃষ্ণদাস কবিরাজ আদি। শ্রীনিবাসে কৈল সবে কৃপার অবধি ॥ তিন দিন রহি রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনে। সবা অনুমতি লৈয়া আইলা বৃন্দাবনে ॥ পাইয়া সবার আজ্ঞা পরম সন্তোষে। পাঠারম্ভ কৈল শীঘ্র অপূর্ব্ব দিবসে॥ শ্রীমদ্ভা-গবত গোস্বামির গ্রন্থগণ। অনায়াসে স্ফুরে দেখি হর্ষ সর্ব্ব-জন ॥ এক দিন শ্রীজীব উজ্জ্বল বিলোকয়। উদ্দীপন বিভা-বের পদ্য বিচারয় ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ, উদ্দীপন বিভাবে। ৪২২ পৃং।

সখি রোপিতোদ্বিপত্রঃ শতপত্রাক্ষেণ যো ব্রজদ্বারি।

সোঽয়ং কদম্বডিম্ভঃ ফুল্লো বল্লভবধূ স্তুদতি ॥

এ শ্লোকের ভাব ব্যাখ্যা স্ফূর্ত্তি না হইল। শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাসে জিজ্ঞাসিল॥ শ্রীনিবাসে শ্রীরূপ গোস্বামী স্ফুরাইলা। কৈল ভাব ব্যাখ্যা শুনি সবে হর্ষ হৈলা॥ এ শ্লোকের ভাব ব্যাখ্যা অতি চমৎকার। বিস্তারিলা শ্রীউজ্জ্বলগ্রন্থে টীকাকার॥ সবে শ্রীনিবাস শক্তি দেখিয়া বিস্ময়। পরস্পর বিবিধপ্রকারে প্রশংসয়॥ সর্ব্বত্রানুমতি লৈয়া শ্রীজীব উল্লাসে॥ শ্রীআচার্য্যপদবী দিলেন শ্রীনিবাসে॥ ইথে শ্রীনিবাস অতি লজ্জা যুক্ত হৈলা। শ্রীজীব জানিয়া স্নেহাবেশে সম্বোধিলা॥ শ্রীগোস্বামি আজ্ঞায় আচার্য্য অনুক্ষণ। ব্রজবাসিবৈষ্ণবে করান অধ্যয়ন॥ এক দিন শ্রীনিবাস বসিয়া নির্জ্জনে। হইয়া ব্যাকুল কথা কয় মনে মনে॥ নরোত্তম নাম মাত্র শ্রবণে শুনিল। শ্রবণ মাত্রেতে মহাআনন্দ পাইল॥ তেহোঁ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের কৃপাপাত্র। তাঁহারে দেখিলে না ছাড়িব তিল মাত্র॥ না জানি তাঁহার দেখা পাবো কত দিনে। ঐছে বিচারিতে অশ্রু ঝরে দুনয়নে॥ প্রভু ইচ্ছামতে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল। স্বপ্ন চ্ছলে শ্রীরূপগোসাঞি দেখাদিল॥ তেহোঁ কহে কালি দেখা হবে তার সনে। এত কহি অন্তর্দ্ধান হৈলা সেইক্ষণে॥ শ্রীনিবাস-

আচার্য্য পরমহর্ষ হৈলা। তার পরদিন নরোত্তমেরে মিলিলা॥ দোঁহে দোঁহা দেখি নেত্রে বহে অশ্রুধার। স্বাভাবিক প্রেমোদয় হইল দোঁহার॥ শ্রীনিবাস কহে বিধি সদয় হইল। নরোত্তম হেন রত্ন আনি মিলাইল॥ ঐছে কত কহে স্নেহে বিবশ হইয়া। সে সব শুনিতে কার না জুড়ায় হিয়া॥ নরোত্তমে আলিঙ্গন করে বারে বারে। শ্রীনিবাস কোলে হৈতে ছাড়িতে না পারে॥ শ্রীসীতা মাতার বাক্য করিয়া স্মরণ। কতক্ষণে কৈলাচার্য্য ধৈর্য্যাবলম্বন॥ নরোত্তম শ্রীনিবাসাচার্য্যে প্রণমিয়া। করিল অনেক দৈন্য অশ্রুযুক্ত হৈয়া॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য নরোত্তম প্রেমময়॥ সর্ব্বত্র ব্যাপিল এই দোহার প্রণয়॥ নরোত্তম মহানন্দে নিমগ্ন হইল। প্রভু লোকনাথ পদে আত্মা সমর্পিল॥ নরোত্তম চেষ্টা দেখি প্রভু লোকনাথ। দীক্ষামন্ত্র দিয়া সুখে কৈলা আত্মসাত॥ শ্রীগোপাল ভট্ট আদি সবে কৃপা কৈল। শ্রীজীবগোস্বামী পাঠারম্ভ করাইল॥ অল্পদিনে বহু শাস্ত্র হৈল অধ্যয়ন। দেখি হেন শক্তি প্রশংসয়ে সর্ব্বজন॥ অন্যের দুর্গম ঐছে প্রকাশে আশয়। শ্রীজীবগোস্বামী সদা হর্ষ অতিশয়॥ সর্ব্বত্রেই সবার লইয়া অনুমতি। নরোত্তমে দিলেন শ্রীমহাশয় খ্যাতি॥ বৃন্দাবনে আনন্দ হইল সবাকার। শ্রীজীবের স্নেহ যত নারি বর্ণিবার॥ শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রেমের ভাজন। শ্রীজীবের যেন দুই বাহু দুই জন॥ শ্রীরূপসনাতন-

গুণে মগন হৈয়া। সদা ভক্তিরস আস্বাদয়ে দোঁহা লৈয়া॥ এ সব শুনিতে যার প্রসন্ন অন্তর। তারে ভক্তিরত্ন দেন প্রভু বিশ্বম্ভর॥ শ্রীনিবাস আচার্য্য চরণ চিন্তা করি। ভক্তি-রত্নাকর কহে দাস নরহরি॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্ভক্তিরত্নাকরে শ্রীনিবাসস্য গৌড় ভ্রমণ বৃন্দাবন গমনাদি বর্ণনং নাম চতুর্থস্তরঙ্গঃ ॥ * ॥

# ভক্তিরত্নাকর

—:○*○:—

## পঞ্চম তরঙ্গ ।

জয় জয় শ্রীগৌর গোবিন্দ সর্ব্বেশ্বর। জয় জয় নিত্যানন্দ দেব হলধর॥ জয় শ্রীঅদ্বৈত ভক্তিদাতা শিরোমণি। জয় শ্রীপণ্ডিত গদাধর প্রেম খনি॥ জয় জয় শ্রীবাস পণ্ডিত দীনবন্ধু। জয় সনাতন রূপ করুণার সিন্ধু॥ জয় দয়াময় শ্রীপ্রভুর ভক্তগণ। অনুগ্রহ কর সবে লইনু শরণ॥ জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়। এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয়॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য নরোত্তম মহাশয়ে। শ্রীজীবের স্নেহ যৈছে কহিল না হয়ে॥ এক দিন শ্রীজীবগোস্বামী কৈল মনে। দোঁহে পাঠাইব শীঘ্র সর্ব্বত্র দর্শনে॥ সঙ্গে কে যাবেন মনে ঐছে বিচারিতে। রাঘব গোসাঞি আইলা গোবর্দ্ধন হইতে॥ শ্রীজীব গোস্বামী তাঁরে দেখি হর্ষ হৈয়া। জিজ্ঞাসিল কুশল আসনে বসাইয়া॥ তেহোঁ কহে ব্রজে আমি করিব ভ্রমণ। এই হেতু হৈল শীঘ্র আমার গমন॥ শ্রীজীব কহয়ে ভাল হৈল সর্ব্ব মতে। শ্রীনিবাস নরোত্তম যাবেন সঙ্গেতে॥ শুনি শ্রীরাঘব অতি আনন্দ পাইলা। হেন কালে শ্রীনিবাস নরোত্তম আইলা॥ দুহুঁ প্রণমিতে দোঁহে কৈলা আলিঙ্গন। হইল দোহাঁর মহা উল্লাসিত মন॥

শ্রীজীব গোস্বামী নরোত্তম শ্রীনিবাসে। শ্রীবন ভ্রমণ কথা কহিল উল্লাসে ॥ শুনি শ্রীনিবাস নরোত্তম হর্ষ মনে। সর্ব্বত্র বিদায় হইলেন সেই ক্ষণে ॥ শ্রীজীবগোস্বামী মহা মনের সন্তোষে। করিল বিদায় নরোত্তম শ্রীনিবাসে ॥ শ্রীরাঘব শ্রীনিবাস নরোত্তমে লইয়া। গেলেন মথুরা অতি উল্লসিত হৈয়া ॥ শ্রীকেশবদেবের মন্দির সন্নিধানে। রহিলেন শ্রীসুবুদ্ধি ছিলেন যেখানে ॥ শ্রীসুবুদ্ধি রায়ের কহিয়া গুণ-গণ। সন্ধ্যা সময়েতে কৈলা শ্রীনামকীর্ত্তন ॥ প্রেমানন্দে সদা মত্ত রাঘব গোসাঞি। রাঘবের চরিত্র কহিতে অন্ত-নাই ॥ দাক্ষিণাত্য বিপ্র মহাকুলীন প্রচার। পরম বৈষ্ণব ক্রিয়া কে বর্ণিবে তাঁর। দীনহীনে অনুগ্রহ সীমা দেখা-ইলা। ভক্তিরত্ন প্রকাশাদি গ্রন্থ যে বর্ণিলা ॥ যাহার সর্ব্বস্ব শ্রীপর্ব্বত গোবর্দ্ধন। গোবর্দ্ধনে বাস সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং ১৬২ শ্লোকঃ ॥

শ্রীরাধা প্রাণরূপা যা শ্রীচম্পকলতাব্রজে।
সাদ্যরাঘব গোস্বামী গোবর্দ্ধন কৃতস্থিতিঃ ॥
ভক্তিরত্ন প্রকাশাখ্যগ্রন্থো যেন প্রকাশিতঃ।

মধ্যে ২ ব্রজেতে ভ্রমণ করে রঙ্গে। মধ্যে ২ রহে দাস-গোস্বামির সঙ্গে ॥ কভু ২ এক যোগে আসি বৃন্দাবনে। মহানন্দ পায় প্রভু গণের দর্শনে ॥ রাধাকৃষ্ণ চৈতন্যচরিত্র সদা গায়। না ধরে ধৈরয নেত্রজলে ভাসি যায় ॥ ধূলায় ধূসর স্পৃহা নাই ভক্ষণেতে। প্রবল বৈরাগ্য চেষ্টা কে পারে

বুঝিতে ॥ শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রেম ভক্তিময়। দোঁহে এক জানি স্নেহ করে অতিশয় ॥ প্রদোষ সময়ে দোঁহে কহয়ে বিরলে। কৃষ্ণের অশেষ লীলা মথুরা মণ্ডলে ॥ মথুরা মণ্ডলে রাজা বজ্রনাভ হৈলা। কৃষ্ণলীলা নামে বহু গ্রাম বসাইলা॥ শ্রীবিগ্রহ সেবা কৈলা কুণ্ডাদি প্রকাশ। নানা রূপে পূর্ণ হইল তাঁর অভিলাষ॥ কথোদিন পরে সব হৈল গুপ্ত প্রায়। তীর্থ প্রসঙ্গাদি কেহো না করে কোথায়॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চন্দ্র ব্রজেন্দ্র কুমার। মথুরা আইলা হইলা কৌতুক অপার॥ করিয়া ভ্রমণ কিছু দিগ্‌দর্শাইলা। সনাতন রূপ দ্বারে সব প্রকাশিলা॥ যদ্যপি সে সব স্থান বেদ্য সে দোঁহার। তথাপি করিলা শাস্ত্ররীত অঙ্গীকার॥ নানা শাস্ত্র প্রমাণ করিয়া সঙ্কলন। করিলেন ব্রজেতে ভ্রমণ দুই জন॥ গুপ্ত-তীর্থ উদ্ধার করিল যত্ন করি। ব্যক্ত কৈল রাধাকৃষ্ণ রসের-মাধুরী॥ প্রভু প্রিয় রূপসনাতনের কৃপায়॥ মথুরা মহিমা এবে সর্ব্ব লোকে গায়॥ মথুরা মণ্ডল এই বিংশতি-যোজনে। ঘুঁচয়ে পাতক সব যথা তথা স্নানে॥

তথাহি আদিবারাহে॥

বিংশতি র্যোজনানান্তু মাথুরং মম মণ্ডলং।
যত্র তত্র নরঃ স্নাতো মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ॥

যৈছে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার দূর করে। যৈছে বজ্র-ভয়েতে পর্ব্বত কাঁপে ডরে॥ গরুড়ে দেখিয়া যৈছে সর্প পায় ভয়। যৈছে মেঘঘটা বায়ুস্পর্শে দূর হয়॥ যৈছে

তত্ত্ব জ্ঞানে দুঃখ না রহে কিঞ্চিৎ। সিংহে দেখি যৈছে মৃগ হয়েত কম্পিত॥ তৃণ পুঞ্জ অগ্নিসংযোগেতে হয় যৈছে। মথুরা দর্শনে সর্ব্ব পাপ ধ্বংস তৈছে॥

তথাহি আদি বারাহে॥

সূর্য্যোদয়ে তমো নশ্যেৎ যথা বজ্রভয়ান্নগাঃ।
তার্ক্ষ্যং দৃষ্ট্বা যথা সর্পা মেঘা বাতহতাইব॥
তত্ত্বজ্ঞানাদ্‌যথাদুঃখং সিংহং দৃষ্ট্বা যথা মৃগাঃ।
তথা পাপানি নশ্যন্তি মথুরাদর্শনাৎক্ষণাৎ॥

অন্যদ্‌যথা পাদ্মে পাতালখণ্ডে হরগৌরী সংবাদে॥

যথা তৃণ সমূহস্তু জ্বলয়ন্তি স্ফুলিঙ্গকাঃ।
তথা মহান্তি পাপানি দহতে মথুরাপুরী॥

বিংশতি যোজন এই মথুরা মণ্ডলে। পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞ পুণ্যমিলে॥

তথাহি আদি বারাহে॥

বিংশতি র্যোজনানন্তু মাথুরং মম মণ্ডলং।
পদে পদেঽশ্বমেধীয়ং পুণ্যং নাত্র বিচারণং॥

জ্ঞানে বা অজ্ঞানেতে যে পাপ উপার্জ্জয়। অন্যত্র কৃত সে পাপ মথুরা নাশয়॥

তথাহি আদিবারাহে॥

অন্যত্র হি কৃতং পাপং মথুরায়াং বিনশ্যতি।
জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি যৎপাপং সমুপার্জ্জিতং॥

বহুজন্মার্জ্জিত পাপ মথুরা বিনাশে। মথুরা মহিমা সর্ব্বপুরাণে প্রকাশে॥

পাদ্মে পাতালখণ্ডে ॥

বহুজন্মনি পাপানি সঞ্চিতানি নিবর্ত্ততে।

মথুরাপ্রভবং পাপং নশ্যন্তি ক্ষণমাত্রতঃ ॥

মথুরায় কৈলে পাপ মথুরা নাশয়ে। স্থিতি হইলে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ পায়ে ॥

তথাহি বায়ুপুরাণে ॥

মথুরায়াং কৃতং পাপং মথুরায়াং বিনশ্যতি।

ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাখ্যং স্থিত্বা তত্র লভেন্নরঃ ॥

অন্যত্র প্রারব্ধ পাপ ভুঞ্জে দশ বর্ষ। মথুরাতে সে পাপ ভুঞ্জয়ে দিন দশ ॥

তথাহি পাদ্মে ॥

পাতালখণ্ডে ॥

অন্যত্র দশভির্ব্বর্ষৈঃ প্রারব্ধং ভুঞ্জতে তু যৎ।

কিল্বিষং তন্মহাদেবি মাথুরে দশভির্দ্দিনৈঃ ॥

সর্ব্বতীর্থ অধিক শ্রীমথুরা নিশ্চয়। কৃষ্ণ প্রিয়স্থান ঐছে অন্যত্র না হয় ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

ন বিদ্যতে চ পাতালে নান্তরীক্ষে ন মানুষে।

সমস্ত মথুরায়া হি প্রিয়ং মম বসুন্ধরে ॥

ভারত বর্ষেতে ফল মিলে বহুদিনে। সে ফল মিলয়ে এই মথুরা স্মরণে ॥

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে নারদ বাক্যং ॥

ত্রিংশদ্বর্ষ সহস্রাণি ত্রিংশদ্বর্ষ শতানিচ।
যৎফলং ভারতে বর্ষে তৎফলং মথুরাং স্মরন্॥

যে না দেখি, মথুরা দেখিতে যে বা যায়। যথা তথা মৈলে সে মাথুরে জন্ম পায়॥

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে॥

ন দৃষ্টা মথুরা যেন দিদৃক্ষা যস্য জায়তে।
যত্র তত্র মৃতস্যাস্য মাথুরে জন্ম জায়তে॥

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীমথুরা বহুতীর্থাশ্রয়। মথুরাতে তীর্থ যত সংখ্যা নাহি হয়॥

তথাহি আদিবারাহে॥

ষষ্টি কোটি সহস্রাণি ষষ্টি কোটি শতানিচ।
তীর্থসংখ্যাচ বসুধে মথুরায়াং ময়োদিতা॥

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে॥

রজসাং গণনা ভূমেঃ কালেনাপি ভবেন্নৃপ।
মাথুরে যানি তীর্থানি তেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে॥

মথুরা নিবাস সর্ব্ব শাস্ত্রে উপদেশে। সর্ব্ব সিদ্ধি হয় এই মথুরা নিবাসে॥

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে॥

কুরু ভো কুরু ভো বাসং মাথুরীয়াং পুরীং প্রতি।
যত্র গোপ্যশ্চ গোবিন্দ স্ত্রৈলোক্যস্য প্রকাশকঃ॥

তথাহি তত্রৈব॥

রে রে সংসারমগ্নাঢ্য শিক্ষামেকান্ততঃ শৃণু।

যদীচ্ছসি সুখং সান্দ্রং বাসং কুরু মধোঃপুরে॥

যে মথুরা ত্যজি করে স্পৃহা অন্যত্রেতে। সে অতি পামর মুগ্ধ প্রভুর মায়াতে॥

তথাহি আদিবারাহে।

মথুরাঞ্চ পরিত্যজ্য যোহন্যত্র কুরুতে রতিং।
মূঢ়ো ভ্রমতি সংসারে মোহিতো মম মায়য়া॥

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডেচ।

মথুরামপি সংপ্রাপ্য যোহন্যত্র কুরুতে স্পৃহাং।
দুর্ব্বুদ্ধে স্তস্য কিং জ্ঞানমজ্ঞানেন বিমোহিতঃ॥

যার কোন গতি নাই সর্ব্ব প্রকারেতে। মথুরা তাহার গতি বিদিত শাস্ত্রেতে॥

তথাহি আদিবারাহে॥

মাত্রা পিত্রা পরিত্যক্তা যে ত্যক্তা নিজ বন্ধুভিঃ।
যেষাংকাপি গতির্নাস্তি তেষাং মধুপুরী গতিঃ॥
সারাৎসারতরং স্থানং গুহ্যানাং গুহ্য মুত্তমং।
গতি মন্বেষমাণানাং মথুরা পরমা গতিঃ॥

মথুরাতে স্বয়ং কৃষ্ণস্থিতি নিরন্তর। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র বিস্তারিত মনোহর॥

তথাহি আদিবারাহে॥

মথুরায়াঃ পরং ক্ষেত্রং ত্রৈলোক্যে নহি বিদ্যতে।
যস্যাং বসাম্যহং দেবি মথুরায়াস্তু সর্ব্বদা॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে॥

তত্তাত গচ্ছ ভদ্রং তে যমুনায়াস্তটং শুচি।
পুণ্যং মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ।
তথাহি বিষ্ণুপুরাণে॥
হত্বাচ লবনং রক্ষো মধুপুত্রং মহাবলং।
শত্রুঘ্নো মথুরা নাম পুরীং যত্র চকার বৈ॥
তত্রৈব দেবদেবস্য সান্নিধ্যং হরিমেধসঃ।
সর্ব্বপাপহরে তস্মিন্ তপস্তীর্থে চকার সঃ॥
তথাহি বায়ুপুরাণে॥
চত্বারিংশদ্যোজনানাং ততস্তু মথুরাস্থিতা।
তত্র দেবোহরিঃ সাক্ষাৎ স্বয়ং তিষ্ঠতি সর্ব্বদা॥

শ্রীকৃষ্ণ কৃপাতে মথুরায় রতি হয়। পুণ্য দান তপাদিতে অলভ্য নিশ্চয়॥

তথাহি আদিপুরাণে॥
ন তৎ পুণ্যৈর্নতদ্দানৈর্নতপোভির্নতজ্জপৈঃ।
ন লভ্যং বিবিধৈর্যাগৈর্ল্লভ্যতে মদনুগ্রহাৎ॥
শ্রীবিষ্ণুকৃপয়া নূনং তত্র বাসো ভবিষ্যতি।
বিনা কৃষ্ণপ্রসাদেন ক্ষণমাত্রং ন তিষ্ঠতি॥
তথাহি পাদ্মে উত্তরখণ্ডে॥
হরৌ যেষাং স্থিরা ভক্তির্ভূয়সী যেষু তৎ কৃপা।
তেষামেবহি ধন্যানাং মথুরায়াং ভবেদ্রতিঃ॥

মথুরালভ্য ভগবদ্ধ্যানাদিতে হয়। অন্যথা অপ্রাপ্য মধুপুরী সুনিশ্চয়॥

তথাহি পাদ্মে নির্ব্বাণখণ্ডে ॥

যদা বিশুদ্ধা স্তপ আদিনা জনাঃ

শুভাশ্রয়া ধ্যানধনা নিরন্তরং ।

তদৈব পশ্যন্তি মগোত্তমাং পুরীং

ন চান্যথা কল্পশতৈ র্দ্বিজোত্তম ॥

শ্রীমথুরা মোক্ষপ্রদা সর্ব্ব প্রকারেতে। পুরাণাদি কহে ব্যক্ত বিদিত জগতে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

যা গতির্যোগযুক্তস্য ব্রহ্মজ্ঞস্য মনীষিণঃ ।

সা গতিস্ত্যজতঃ প্রাণান্ মথুরায়াং নরস্যচ ॥

তীর্থেচৈব গৃহে বাপি চত্বরে পথি চৈবহি ।

যত্র তত্র মৃতা দেবী মুক্তিং যান্তি নচান্যথা ॥

কাশ্যাদি পুর্য্যো যদি সন্তি লোকে

তাসান্তু মধ্যে মথুরৈব ধন্যা ।

আজন্ম মৌঞ্জীকৃত মৃত্যুদাহৈ

নৃণাং চতুর্দ্ধা বিদধাতি মোক্ষং ॥

কৃমি কীট পতঙ্গাদ্যা মথুরায়াং মৃতা হি যে ।

কুলাৎ পতন্তি যে বৃক্ষাস্তেহপি,যান্তি পরাং গতিং ॥

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে ॥

চাণ্ডালপুক্কসস্ত্রীণাং জীবহিংসারতস্যচ ।

মথুরা পিণ্ড দানেন পুনর্জন্ম নবিদ্যতে ॥

প্রণাল্যামিষ্টকেচেতি শ্মশানে ব্যোম্নি মঞ্চকে ।

অট্টালে বা মৃতা দেবি মাথুরে মুক্তিমাপ্নুয়ুঃ ॥

তথাহি সৌরপুরাণে ॥

অস্তীহ মথুরা নাম ত্রিষুলোকেষু বিশ্রুতা।

কৃষ্ণপাদরজোমিশ্রবালুকাপূতবীথিকা ॥

তথাহি ॥

স্পর্শেন রজসস্তস্যা মুচ্যতে জন্মবন্ধনাৎ ॥

তথাহি মথুরাখণ্ডে।

মথুরায়াং বসিষ্যামি যাস্যামি মথুরামহং।

ইতি যস্য ভবেদ্বুদ্ধিঃ সোঽপি বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥

বিষ্ণুলোকপ্রদ এই মথুরামণ্ডল। সর্ব্বমতে নাশয়ে জীবের অমঙ্গল ॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডে ॥

যে পশ্যন্ত্যচ্যুতং দেবং মাথুরে দেবকীসুতং।

তে বিষ্ণুলোকমাসাদ্য ক্ষরন্তে ন কদাচন ॥

তথাহি ॥

যাত্রাং করোতি কৃষ্ণস্য শ্রদ্ধয়া যঃ সমাহিতঃ।

সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে ॥

স্ত্রিয়ো ম্লেচ্ছাশ্চ শূদ্রাশ্চ পশবঃ পক্ষিণো মৃগাঃ।

মথুরায়াং মৃতা যেচ তে যান্তি পরমাং গতিং ॥

সর্পদষ্টাঃ পশুহতাঃ পাবকাম্বুবিনাশিতাঃ।

লব্ধাপমৃত্যবো যেচ মাথুরে হরিলোকগাঃ ॥

সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ শ্রীমথুরা শাস্ত্রে কয়। যার যে কামনা তারে তাহাই মিলয়॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে॥

সত্যং সত্যং মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রুবে শপথ পূর্ব্বকং।
সর্ব্বাভীষ্টপ্রদং নান্যন্মথুরায়াঃ সমং কচিৎ॥

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে॥

ক্ষেত্রপালো মহাদেবো বর্ত্ততে যত্র সর্ব্বদা।
যত্র বিশ্রান্তি তীর্থঞ্চ তত্র কিং দুর্ল্লভং ফলং॥
ত্রিবর্গদা কামিনাং চ মুমুক্ষূনাঞ্চ মোক্ষদা।
ভক্তীচ্ছোর্ভক্তিদা সা বৈ মথুরামাশ্রয়েদ্বুধঃ॥

শ্রীমথুরা মণ্ডল প্রপঞ্চাতীত হন। কে বর্ণিতে পারে মথুরার গুণগণ॥

তথাহি আদিবারাহে॥

অন্যৈব কাচিৎ সা সৃষ্টি র্বিধাতু র্ব্যতিরেকিণী।
ন যৎ ক্ষেত্রগুণান্ বক্তুমীশ্বরোঽপীশ্বরো যতঃ॥

তথাহি মথুরাখণ্ডে॥

তন্মণ্ডলং মাথুরং হি বিষ্ণুচক্রোপরিস্থিতং।
পদ্মাকারং সদা তত্র বর্ত্ততে শাশ্বতং নৃপ॥

দেবত্রয় রূপ শ্রীমথুরা মনোহিত। মাথুর শব্দের অর্থ পুরাণে বিদিত॥

পাদ্মে পাতালখণ্ডে॥

মাকারেচ থুকারেচ রকারেচান্ত সংস্থিতে।

মাথুরঃ শব্দ নিষ্পন্ন ওঁ কারস্য ততঃ সমঃ ॥
মহারুদ্রো মকার স্যাদুকারে বিষ্ণুসংজ্ঞকঃ।
অকারোহন্তস্তু ব্রহ্ম স্যাৎ ত্রিশব্দং মাথুরং ভবেৎ ॥
অতঃ শ্রেষ্ঠতমং ক্ষেত্রং সত্যমেব ভবন্ত্যত।
সা ত্রিদেবময়ী মূর্ত্তি মথুরা তিষ্ঠতে সদা ॥
শ্রীমদ্বিষ্ণুভক্তি মথুরাতে লভ্য হয়। বিবিধ প্রকারে নানা পুরাণেতে কয় ॥

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে ॥
অন্যেষু পুণ্যক্ষেত্রেষু মুক্তিরেবং মহাফলং।
মুক্তেঃ প্রার্থ্যা হরের্ভক্তিং মথুরায়াস্তু লভ্যতে ॥
ত্রিরাত্র মপি যে তত্র বসন্তি মনুজা মুনে।
হরির্দদ্যাৎ সুখং তেষাং মুক্তানামপি দুর্ল্লভং ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ॥
ত্রৈলোক্যবর্ত্তি তীর্থানাং সেবনাদ্দুর্ল্লভা হি যা।
পরানন্দময়ী সিদ্ধি র্মথুরা স্পর্শমাত্রতঃ ॥

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে ॥
স্মরন্তি মথুরা যেচ মথুরেশং বিশাম্পতে।
সর্ব্বতীর্থফলং তেষাং স্যাচ্চ ভক্তি র্হরৌ পরে ॥
স্বতো মথুরা পরমফল বিতরয়। হেন মথুরার কেবা না করে আশ্রয় ॥

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে ॥
অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরিয়সী।

দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥

আদিবারাহে ॥

যদীচ্ছেৎ পরমাং সিদ্ধিং সংসারস্য চ মোক্ষণং।

মথুরা গীয়তে নিত্যং কর্ম্মণা মনসাপিচ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মথুরামণ্ডল সর্ব্বোত্তম। বিংশতি যোজন সীমা অতি মনোরম ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

বিংশতি র্যোজনানাস্তু মাথুরং মম মণ্ডলং ॥

মথুরামণ্ডলসীমা যাযাবর হৈতে। শৌকরী বটেশ্বর পর্য্যন্ত শাস্ত্রমতে ॥ যাযাবর বিপ্র নামে যাযাবর স্থান। আদি শুকরের নামে শৌকরী আখ্যান ॥ বটেশ্বর শিব যেহোঁ সবার পূজিত। শ্রীশূরসেনের রাজ্য সর্ব্বত্র বিদিত ॥ বরাহদশ নহ্রদ এবে কহয়ে লোকেতে। যাযাবর শৌকরী প্রসিদ্ধ পুরাণেতে ॥

তথাহি পাদ্মে যমুনা মাহাত্ম্যে ॥

রম্যমপ্সরসং স্থানং যস্মিন্ চঞ্চলতাং গতঃ।

যাযাবরঃ পুরা বিপ্রস্তপস্বী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥

চিরকালং প্রতপ্তস্তমিন্দ্রশাপাগ্নিনার্দ্দিতং।

স্পৃষ্ট্বা বারিকণেনেমং মোচয়িত্যাথ পাতকাদিত্যাদয়ঃ ॥

তত্রৈব ॥

পুনঃ স প্রাঙ্মুখী ভূত্বা সংপ্রাপ্তঃ শেকরীং পুরীং।

যস্যাং ধরাং সমুদ্ধর্ত্তু মুৎপন্নশ্চাদিশূকরঃ ॥

যৈছে যাযাবর শৌকরী সীমা প্রচার। ঐছে সর্ব্ব-দিশা বিশযোজন বিস্তার॥ বহু তীর্থ হয় এই বিশ যোজ-নেতে। তার মধ্যে বিশেষ কহয়ে পুরাণেতে॥ দ্বাদশ যোজন ব্যক্ত মথুরামণ্ডল। তথা বহু তীর্থ রামকৃষ্ণ ক্রীড়া স্থল॥

তথাহি মথুরাখণ্ডে॥

মথুরামণ্ডলং তদ্ধি যোজনানাস্তু দ্বাদশ।
তত্র তীর্থ সহস্রাণি কৃষ্ণরামক্রিয়াণিচ॥

তত্রাপি বৈশিষ্ট এই মথুরাপ্রবরা। চতুর্বিংশতি ক্রোশময়ী যে মনোহরা॥ কুমদবনাদিদ্বাদশারণ্য সংযুতা। সর্ব্ব-সিদ্ধি প্রদায়িনী সর্ব্বত্র বিদিতা॥

তথাহি আদিবারাহে॥

গব্যূতি দ্বাদশময়ী দ্বাদশারণ্যসংযুতা।
তত্রাপি মথুরা দেবী সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়িনী॥

তত্রাপি বৈশিষ্ট শ্রীমথুরা পদ্মাকৃতি। ক্লেশঘ্ন কেশবদেব কর্ণিকায় স্থিতি॥

তথাহি আদিবারাহে॥

ইদং পদ্মং মহাভাগে সর্ব্বেষাং মুক্তিদায়কং।
কর্ণিকায়াং স্থিতো দেবি কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ॥
কর্ণিকায়াং মৃতা যেতু তে নরা মুক্তিভাগিনঃ।
পত্র মধ্যে মৃতা যেচ তেষাং মুক্তি র্বসুন্ধরে॥

পশ্চিম পত্রেতে হরি দেব মনোহর। গোবর্দ্ধন নিবাসী পরমানন্দ কর॥

তথাহি তত্রৈব॥

পশ্চিমে চ হরিং দেবং গোবর্দ্ধননিবাসিনং।
দৃষ্ট্বা তং দেবদেবেশং কিং মনঃ পরিতপ্যসে॥

উত্তরে শ্রীগোবিন্দ পরমানন্দময়। যাহার দর্শনে সর্ব্ব-পাপে মুক্ত হয়॥

তথাহি তত্রৈব॥

উত্তরেণ তু গোবিন্দং দৃষ্ট্বাদেবং পরং শুভং।
নাসৌ পততি সংসারে যাবদাহূত সংপ্লবং॥

পূর্ব্বপত্রে বিশ্রান্তি সংজ্ঞক দেবস্থিতি। যাহার দর্শনে মনুষ্যের হয় মুক্তি॥

তথাহি তত্রৈব॥

বিশ্রান্তি সংজ্ঞকং দেবং পূর্ব্বপত্রে ব্যবস্থিতং।
যং দৃষ্ট্বাতু নরো যাতি মুক্তিং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥

শ্রীবরাহদেব শোভে দক্ষিণ পত্রেতে। সর্ব্ব সিদ্ধি মনুষ্যের যার কৃপা হৈতে॥

তথাহি তত্রৈব॥

দক্ষিণেন তু মাং বিদ্ধি প্রতিমাং দিব্য রূপিণীং।
মহাকায় স্বরূপাঞ্চ তাঞ্চ কেশব সন্নিভাং॥
মাং দৃষ্ট্বা মনুজো দেবি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥

মথুরায় নিবাস আদি কাল বিশেষে। যে ফল মিলয়ে

তাহা পুরাণে প্রকাশে ॥ জৈষ্ঠে শুক্লা দ্বাদশী মথুরা স্নান করি। মিলয়ে পরম গতি দেখিলে শ্রীহরি ॥

আদিবারাহে ॥

জৈষ্ঠস্য শুক্লদ্বাদশ্যাং স্নাত্বাতু নিযতেন্দ্রিয়ঃ।

মথুরায়াং হরিং দৃষ্ট্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিং ॥

চাতুর্মাস্যা মথুরায় ফল অতিশয়। পৃথিবীর যত তীর্থ মাথুরে বৈসয় ॥

আদিবারাহে ॥

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি আসমুদ্রসরাংসিচ।

মথুরায়াং গমিষ্যন্তি ময়ি সুপ্তে বসুন্ধরে ॥

ঐছে ভাদ্র জন্মাষ্টম্যাদিক কালে যাহা। কহিতে কি পুরাণাদি শাস্ত্রে ব্যক্ত তাহা ॥ মধুবনান্তর্গত মথুরাপুরী যার। মাহাত্ম্য কহিতে কেহো নাহি পায় পার ॥ মধুদৈত্য বধ এথা কৈলা ভগবান্। এই হেতু মধুবন মথুরা আখ্যান ॥

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে ॥

মধোর্বনং প্রথমতো যত্র বৈ মথুরাপুরী।

মধুদৈত্যো হতো যত্র হরিণা বিশ্বমূর্ত্তিনা ॥

এথাতে যতেক তীর্থ লেখা নাই তার। সে সব তীর্থের নাম কহে শক্তি কার ॥

তথাহি তত্রৈব ॥

তস্মিন্ মধুবনে রাজন্ দুর্ঘটঃ কিং হরিপ্রিয়ে।

বক্তুং নামানি তীর্থানাং শক্যতে ন ময়াধুনা ॥

ঐছে মথুরার মহা মাহাত্ম্য কহিতে। রাঘব পণ্ডিত হর্ষে নারে স্থির হৈতে ॥ রজনি প্রভাতে সঙ্গে লইয়া দুই জনে। প্রাতঃক্রিয়া করি চলে মথুরা ভ্রমণে ॥ আগে গেলা সনোড়িয়া বিপ্র যথা ছিলা। যার ঘরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভিক্ষা কৈলা ॥ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামির যেহোঁ শিষ্য। যে দেখিল গৌরাঙ্গের পরম রহস্য ॥ শ্রীরাঘব পণ্ডিত কহয়ে শ্রীনিবাসে। এথা গৌরচন্দ্র নৃত্য কৈলা প্রেমাবেশে ॥ আইল অসংখ্য লোক প্রভুর দর্শনে। সবে মহামত্ত হইলা শ্রীনাম কীর্ত্তনে ॥ সবার নেত্রেতে অশ্রু ঝরে অনিবার। ব্রজেন্দ্রনন্দন জ্ঞান হইল সবার ॥ তিলার্দ্ধেক ছাড়িয়া যাইতে কেহো নারে। সবে সাঁতারয়ে প্রেমসমুদ্রে পাথারে ॥ এথাতে অদ্ভুত গৌরচন্দ্রের বিলাস। এত কহি শ্রীরাঘব ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস ॥ গৌরাঙ্গ চান্দের লীলা করিয়া শ্রবণ। শ্রীনিবাস নরোত্তম করয়ে ক্রন্দন ॥ করিতে বিলাপ অতি অধৈর্য্য অন্তর। হইলেন বিপ্রঙ্গনে ধূলায় ধূসর ॥

ক্ষণে ক্ষণে কত না তরঙ্গ উঠে চিতে। কতোক্ষণে স্থির হৈয়া চাহে চারি ভিতে ॥ শ্রীনিবাস প্রতি কহে রাঘব পণ্ডিত। শুনিনু প্রাচীন মুখে এ কথা বিদিত ॥ তীর্থপর্য্যটন কালে অদ্বৈত গোসাঞি। দেখি মথুরার শোভা ছিলা এই ঠাঞি ॥ মথুরায় অন্য দেশী এক বিপ্রাধম। বৈষ্ণবে নিন্দয়ে সদা এ তার নিয়ম ॥ পণ্ডিতাভিমানী দুষ্ট সকল প্রকারে। মথুরার শিষ্ট লোক কাঁপে তার ডরে ॥

এক দিন প্রভু অদ্বৈতের সন্নিধানে। করয়ে বৈষ্ণব নিন্দা দুঃসহ শ্রবণে॥ শুনি অদ্বৈতের ক্রোধাবেশ অতিশয়। কাঁপে ওষ্ঠাধর রক্তবর্ণ নেত্রদ্বয়॥ মহাদর্প করিয়া কহয়ে বার বার। ওরে রে পাষণ্ড তোর নাহিক নিস্তার॥ চক্র লইয়া হাতে এই দেখ বিদ্যমান। তোর মুণ্ড কাটিয়া করিব খান খান॥ এত কহিয়াই প্রভু চতুর্ভুজ হৈলা। দেখি বিপ্রাধম ভয়ে কাঁপিতে লাগিলা॥ কর জোড় করিয়া কহয়ে বার বার। যে উচিত দণ্ড প্রভু করহ আমার॥ দুঃসঙ্গ প্রযুক্ত মোর বুদ্ধি নাশ হৈল। না জানি বৈষ্ণবতত্ত্ব অপরাধ কৈল॥ কৈনু অপরাধ যত সংখ্যা নাই তার। মো হেন পাষণ্ডে প্রভু করহ উদ্ধার॥ এত কহি বিপ্রাধম করয়ে রোদন। চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রভু কৈলা সম্বরণ॥ দেখিয়া বিপ্রের দশা দয়া হৈল মনে। অনুগ্রহ করি কহে মধুর বচনে॥ কৈলা অপরাধ মহানরক ভুঞ্জিতে। এবে যে কহিয়ে তাহা কর সাবহিতে॥ আপনাকে সাপরাধ হৈয়া সর্ব্বক্ষণ। সর্ব্ব ত্যাগ করি কর নাম সংকীর্ত্তন॥ প্রাণপণ করি সন্তোষিবা বৈষ্ণবেরে। সদা সাবধান হবা বৈষ্ণবের দ্বারে॥ ভক্তি অঙ্গ যাজনেতে নিযুক্ত হইবে। দেখিলে যে মূর্ত্তি তাহা গোপনে রাখিবে॥ ঐছে কত কহি প্রভু গেলেন ভ্রমণে। বিপ্র মহামত্ত হৈলা শ্রীনাম কীর্ত্তনে॥ মথুরায় বৈষ্ণবের ঘরে ঘরে গিয়া। করয়ে রোদন মহাদৈন্য প্রকাশিয়া॥ দেখিয়া বিপ্রের চেষ্টা বৈষ্ণব সকল। প্রসন্ন হইয়

চিন্তে বিপ্রের মঙ্গল॥ কেহো কহে অকস্মাৎ আশ্চর্য্য দেখিয়ে। কেহো কহে আছয়ে কারণ নিবেদিয়ে॥ মথুরায় আসি এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ। ছিলেন গোপনে তাঁর তেজ সূর্য্যসম॥ বিচারিনু সে ঈশ্বর মনুষ্য আকার। তাঁর অনুগ্রহে বিপ্র হৈল এ প্রকার॥ দেখিয়া বিপ্রের ভক্তি ঐছে কত কয়। এ স্থান দর্শনে ভক্তিরত্ন লভ্য হয়॥ অহে শ্রীনিবাস দেখ কিবা সুশোভিত। এই অর্দ্ধচন্দ্র স্থান মাহাত্ম্য বিদিত॥

তথাহি আদিবারাহে॥

তত্র মধ্যেতু যৎ স্থান মর্দ্ধচন্দ্র ব্যবস্থিতং।
তত্রৈব বাসিনো লোকা মুক্তিং যান্তি ন সংশয়ঃ॥
অর্দ্ধচন্দ্রেতু যঃ স্নানং করোতি নিয়তাশনঃ।
তেনৈব চাক্ষয়া লোকাঃ প্রাপ্তাশ্চৈব ন সংশয়ঃ॥
অর্দ্ধচন্দ্রে মৃতা দেবি মম লোকং ব্রজন্তি তে।
অন্যত্রতু মৃতা দেবি অর্দ্ধচন্দ্রে কৃতা ক্রিয়া॥
তেঽপি মুক্তিং গমিষ্যন্তি দাহাদিকরণৈর্বিনা॥
যাবদস্থীন্যর্দ্ধচন্দ্রে যস্য তিষ্ঠন্তি দেহিনঃ।
তাবৎ স পাপকর্ত্তাপি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥

এত কহি শ্রীনিবাসাচার্য্য করে ধরি। মনের আনন্দে পুনঃ কহে ধিরি ধিরি॥ মধুবনান্তর্গত মথুরা তেজোময়। কাল বিশেষেতে যাত্রা ফল অতিশয়॥ সর্ব্বপাপ দূরে যায় মথুরা ভ্রমণে। অন্যেত পবিত্র হয় তাহার দর্শনে॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

ব্রহ্মঘ্নশ্চ সুরাপশ্চ গোঘ্নোভগ্নব্রতস্তথা।

মথুরাং প্রদক্ষিণী কৃত্বা পূতো ভবতি পাতকাৎ ॥

অন্যদেশাগতো দূরাৎ পরিক্রামতি যোনরঃ।

তস্য সন্দর্শনাদেব পূতাঃ স্যুর্গতকল্মষাঃ ॥

এই দেখ বসুদেব দৈবকীর ঘর। এথা জন্মিলেন কৃষ্ণ জগত ঈশ্বর ॥ জন্ম স্থান মাহাত্ম্য পুরাণে ব্যক্ত কয়। কাল বিশেষে ফলের সীমা নাহি হয় ॥

তথাহি স্কান্দে ॥

জপোপবাস নিরতো মথুরায়াং ষড়ানন।

জন্ম স্থানং সমাসাদ্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

পাদ্মে ॥

কার্ত্তিকে জন্ম সদনে কেশবস্য চ যে নরাঃ।

সকৃৎ প্রবিষ্টা যে কৃষ্ণং তে যান্তি পরমব্যয়ং ॥

অহে শ্রীনিবাস কর কেশব দর্শন। এথা শ্রীচৈতন্য কৈলা অদ্ভুত নর্ত্তন ॥ ভাসিল সকল লোক প্রেমের বন্যায়। সবে কহে ইহোঁ এই শ্রীকেশব রায় ॥ কেশবের মাহাত্ম্য কহিতে সাধ্য কার। সপ্তদ্বীপ প্রদক্ষিণ প্রদক্ষিণে যার ॥ কেশব কীর্ত্তনে সর্ব্ব পাপ যায় ক্ষয়। কাল বিশেষে যে ফল অন্ত নাহি হয় ॥

আদিবারাহে ॥

প্রদক্ষিণীকৃতা তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা।
প্রদক্ষিণং কৃতং যেন মথুরায়াস্তু কেশবে॥
ইহ জন্ম কৃতং পাপমন্যজন্ম কৃতং চ যৎ।
তৎ সর্ব্বং নশ্যতে শীঘ্রং কেশবস্য চ কীর্ত্তনে॥

দেখ দেখ কি আশ্চর্য্য মথুরা নগরে। শ্রীভগবানের মূর্ত্তি সদা শোভা করে॥ দীর্ঘবিষ্ণু পদ্মনাভ স্বয়ম্ভুব নাম। যে দেখে সকৃৎ তাঁর পূরে সর্ব্ব কাম॥

তথাহি আদিবারাহে॥
দীর্ঘবিষ্ণুং সমালোক্য পদ্মনাভং স্বয়ম্ভুবং।
মথুরায়াং সকৃদ্দেবি সর্ব্বাভীষ্টমবাপ্নুয়াৎ॥

দেখ শ্রীনিবাস শ্রীকৃষ্ণের পরিবার। একানংশা * দেবী যশোদা দেবকী আর॥ মহাবিদ্যেশ্বরী এ সভার দর্শনেতে। ব্রহ্মহত্যা হৈতে মুক্ত ব্যক্ত পুরাণেতে॥

তথাহি আদিবারাহে॥
একানংশা ততো দেবীং যশোদাং দেবকীং তথা।
মহাবিদ্যেশ্বরীং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া॥

এই মহাদেব ভূতেশ্বর ক্ষেত্রপাল। দৃষ্টিমাত্রে হরে পাপ পরম দয়াল॥ কৃষ্ণভক্তি লভে কৈলে ইহার পূজন। ইহাতে যে বিমুখ তাহার বিড়ম্বন॥

তথাহি আদিবারাহে॥
মথুরায়াং চ দেব ত্বং ক্ষেত্রপালো ভবিষ্যসি।
ত্বয়ি দৃষ্টে মহাদেব মম ক্ষেত্রফলং লভেৎ॥

* একা মুখ্যা অনংশা অংশকলা রহিতা' পূর্ণা ইত্যর্থঃ।

দৃষ্ট্বা ভূতপতিং দেবং বরদং পাপনাশনং।
তেন দৃষ্টেন বসুধে মাথুরং ফলমাপ্নুয়াৎ॥
তথাহি নির্ব্বাণখণ্ডে॥
যত্র ভূতেশ্বরো দেবো মোক্ষদঃ পাপিনামপি।
মম প্রিয়তমোনিত্যং দেবোভূতেশ্বরঃ পরঃ॥
কথং বা ময়ি ভক্তিং স লভতে পাপপূরুষঃ।
যো মদীয়ং পরং ভক্তং শিবং সংপূজয়েন্নহি॥
মন্মায়া মোহিতধিয়ঃ প্রায়স্তে মানবাধমাঃ।
ভূতেশ্বরং যে স্মরন্তি ন নমন্তি স্তবন্তি বা॥

এই দেখ মহাতীর্থ শ্রীবিশ্রান্তি নাম। কংসে বধি কৃষ্ণ এথা করিলা বিশ্রাম॥ অহে শ্রীনিবাস এথা ন্যাসি শিরোমণি। কৈল যে অদ্ভুত কর্ম্ম কহিতে না জানি॥ কিবা স্ত্রী পুরুষ বাল বৃদ্ধ যুবা যত। সবে চতুর্দ্দিকে ধায় হইয়া উন্মত্ত॥ লক্ষ লক্ষ লোক সব কহে উভরায়। সন্ন্যাসির শিরোমণি আইলা মথুরায়॥ ঐছে কত কহি সবে ভাসে নেত্র জলে। ঊর্দ্ধবাহু করি চতুর্দ্দিকে হরি বলে॥ ভুবনমোহন গৌরচন্দ্র শোভা দেখি। ফিরাইতে নারে কেহো অনিমিখ আঁখি॥ প্রভু পূর্ণ কৈল সর্ব্ব লোক অভিলাষ। বিশ্রামতীর্থেতে ঐছে অদ্ভুত বিলাস॥ বিশ্রান্তি তীর্থ মাহাত্ম্য বিদিত জগতে। পরম দুর্ল্লভ পদ প্রাপ্তি বিশ্রান্তিতে॥ সর্ব্বপাপ হরে সংসারের ক্লেশ যত। বিশ্রান্তি স্নানের ফল কে কহিবে কত॥

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে ॥
তত্র তীর্থং মহারাজ বিশ্রান্তি লোক বিশ্রুতং।
ভ্রমিত্বা সর্ব্বতীর্থানি বিশ্রান্তিং যান্তি শাশ্বতাঃ ॥
তথাহি সৌরপুরাণে ॥
ততো বিশ্রান্তি তীর্থাখ্যং তীর্থমংঘোবিনাশনং।
সংসার মরুসঞ্চার ক্লেশ বিশ্রান্তিদং নৃণাং ॥
তত্র তীর্থে কৃত স্নানো যোহর্চ্চয়েদচ্যুতং নরঃ।
সমুক্তো ভবসন্তাপাদমৃতত্বায় কল্প্যতে ॥
পাদ্মে যমুনা মাহাত্ম্যে ॥
কলিন্দপর্ব্বতোদ্ভেদে মথুরায়াং তথা পুরি।
প্রত্যঙ্মুখ্যাঞ্চ শৌকর্য্যাং ভাগীরথ্যাশ্চ সঙ্গমে ॥
ফলমুক্তর কুলোক্তং তৎ কালিন্দ্যাং শতাধিকং ॥
তদেবং কোটিগুণিতং বিশ্রান্তং কথ্যতে বুধৈঃ ॥
তথাহি আদিবারাহে ॥
বিশ্রান্তি সজ্ঞকং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্য বিশ্রুতং।
যস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥

এই গতশ্রম দেব দেখ রম্যস্থানে। সর্ব্বতীর্থফলপ্রাপ্তি ইহার দর্শনে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥
সর্ব্বতীর্থেষু যৎ স্নানং সর্ব্বতীর্থেষু যৎ ফলং।
তৎ ফলং লভতে দেবি দৃষ্ট্বা দেবং গতশ্রমং ॥

অহে শ্রীনিবাস এই অর্দ্ধচন্দ্র স্থিত। শ্রীযমুনা তীর্থ চতু-

ৰ্বিংশতি বিদিত ॥ এই অবিমুক্ত তীর্থ স্নানে মুক্তি হয়। প্রাণত্যাগে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি সুনিশ্চয় ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

অবিমুক্তে নরঃ স্নাতো মুক্তিং প্রাপ্নোত্য সংশয়ং।
তত্রাথ মুঞ্চতে প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি

এই দেখ গুহ্য তীর্থ এথা স্নান কৈলে। সংসারেতে মুক্ত হয় বিষ্ণুলোক মিলে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

অস্তি চান্যতরদ্ গুহ্যং সর্ব্বসংসারমোক্ষণং।
তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে

দেবের দুর্ল্লভ এ প্রয়াগ তীর্থ নাম। অগ্নিষ্টোম ফল মিলে এথা কৈলে স্নান ॥

তথাহি সৌরপুরাণে ॥

প্রয়াগ নাম তীর্থন্তু দেবানামপি দুর্ল্লভং।
তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ

এই কনখল তীর্থ এথা কৈলে স্নান। পরম ঐশ্বর্য্য লভে পুরাণে প্রমাণ।

তথাহি আদিবারাহে ॥

তথা কনখলং তীর্থং গুহ্যতীর্থং পরং মম।
স্নান মাত্রেণ তত্রাপি নাকপৃষ্ঠে স মোদতে

এই দেখ মহাতীর্থ তিন্দুক আখ্যান। বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয় এথা কৈলে স্নান ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

অস্তি ক্ষেত্রং পরং গুহ্যং তিন্দুকং নাম নামতঃ।

তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে

এই সূর্য্যতীর্থ পাপ নাশয়ে সকলি। এথা তপ কৈলা বিরোচন পুত্র বলি ॥ চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ সংক্রান্তি রবিবারে। রাজসূয় ফল লভে স্নান যেই করে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

ততঃ পরং সূর্য্যতীর্থং সর্ব্বপাপপ্রমোচনং।

বৈরোচনেন বলিনা সূর্য্যস্ত্বারাধিতঃ পুরা ॥

আদিত্যেঽহনি সংক্রান্তৌ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।

তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি রাজসূয়ফলং লভেৎ

এই দেখ বটস্বামিতীর্থ তীর্থোত্তম। বটস্বামী সূর্য্য এথা বিখ্যাত ভুবন ॥ ভক্তি পূর্ব্ব এতীর্থ সেবনে রোগ ক্ষয়। ঐশ্বর্য্য লভ্য উত্তম গতি অন্তে হয় ॥

তথাহি সৌরপুরাণে ॥

ততঃ পরং বটস্বামিতীর্থাখ্যং তীর্থমুত্তমং।

বটস্বামীতি বিখ্যাতো যত্র দেবো দিবাকরঃ ॥

তত্তীর্থং চৈব যে ভক্ত্যা রবিবারে নিষেবতে।

প্রাপ্নোত্যারোগ্য মৈশ্বর্য্যমন্তেচ পরমাং গতিং

এই ধ্রুবতীর্থ ধ্রুবতপস্যার স্থান। ধ্রুবলোক প্রাপ্তি ধ্রুব হয় কৈলে স্নান ॥ তীর্থমুখ্য এথা শ্রাদ্ধে পিতৃলোক তরে। সর্ব্বতীর্থ ফল পায় জপাদি যে করে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

যত্র ধ্রুবেণ সংতপ্তমিচ্ছয়া পরমং তপঃ।

তত্রৈব স্নানমাত্রেণ ধ্রুবলোকে মহীয়তে ॥

ধ্রুবতীর্থেতু বসুধে যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ।

পিতৄন্ সংতারয়েৎ সর্ব্বান্ পিতৃপক্ষে বিশেষতঃ ॥

তথাহি সৌরপুরাণে ॥

ধ্রুবতীর্থমিতি খ্যাতং তীর্থমুখ্যং ততঃ পরং।

যত্র স্নানরতো মোক্ষো ধ্রুবএব ন সংশয়ঃ ॥

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে ॥

গয়ায়াং পিণ্ডদানেন যৎ ফলং হি নৃণাং ভবেৎ।

তস্মাচ্ছতগুণং তীর্থে পিণ্ডদানে ধ্রুবস্য চ ॥

ধ্রুবতীর্থে জপো হোম স্তপোদানং সমর্চ্চনং।

সর্ব্বতীর্থাচ্ছতগুণং নৃণাং তত্র ফলং ভবেৎ

দেখ ঋষিতীর্থ ধ্রুব তীর্থের দক্ষিণে। বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয় এ তীর্থের স্নানে ॥ কৃষ্ণপ্রিয় ঋষিতীর্থ পুরাণেতে কয়। এথা স্নান কৈলে কৃষ্ণভক্তি লভ্য হয় ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

দক্ষিণে ধ্রুবতীর্থস্য ঋষিতীর্থং প্রকীর্ত্তিতং।

যত্র স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে ॥

তস্মিন্ মধুবনে পুণ্যমৃষিতীর্থং হরেঃ প্রিয়ং।

স্নানমাত্রেণ ভূপাল হরৌ ভক্তিং পরাং লভেৎ

এই মোক্ষতীর্থ ঋষিতীর্থ দক্ষিণেতে। এথা মোক্ষ প্রাপ্তি অবগাহন মাত্রেতে॥

তথাহি আদিবারাহে॥

দক্ষিণে ঋষিতীর্থস্য মোক্ষতীর্থং বসুন্ধরে।
স্নানমাত্রেণ তত্রাপি মোক্ষং প্রাপ্নোতি মানবঃ

এই কোটিতীর্থ দেব দুর্ল্লভ এথায়। স্নান দান করে যে সে বিষ্ণুলোক পায়॥

তথাহি আদিবারাহে॥

তত্রৈব কোটিতীর্থং তু দেবানামপি দুর্ল্লভং।
তত্র স্নানেন দানেন মম লোকে মহীয়তে

এই বোধিতীর্থ এথা পিণ্ডপ্রদানেতে। পিতৃলোক প্রাপ্তি হয় কহে পুরাণেতে॥

তথাহি আদিবারাহে॥

তত্রৈব বোধি তীর্থাখ্যং দেবানামপি দুর্ল্লভং।
পিণ্ডং দত্ত্বা তু বসুধে পিতৃলোকং স গচ্ছতি

এ দ্বাদশ তীর্থ শুভ বিশ্রাম দক্ষিণে। সর্ব্ব পাপ মুক্ত হয় এ সব স্মরণে॥

তথাহি আদিবারাহে॥

দ্বাদশৈতানি তীর্থানি দেবানাং দুর্ল্লভানি চ।
তেষাং স্মরণ মাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে

দেখ নবতীর্থ অসি কুণ্ড উত্তরেতে। ঐছে তীর্থ না হয় না হবে পৃথিবীতে॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

উত্তরে ত্বসিকুণ্ডাচ্চ তীর্থং চ নবসঙ্গকং।

নবতীর্থাৎ পরং তীর্থং ন ভূতং নভবিষ্যতি

ত্রৈলোক্য বিদিত এই তীর্থ সংযমন। এথা স্নানে ফল, বিষ্ণু লোকেতে গমন ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

ততঃ সংযমনং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্য বিশ্রুতং।

তত্র স্নাতো নরো দেবি মম লোকং স গচ্ছতি

এ ধারাপতন তীর্থ স্নানে হরে শোক। পায় মহৈশ্বর্য্য প্রাণত্যাগে বিষ্ণুলোক ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

ধারা পতনকে স্নাত্বা নাকপৃষ্ঠে স মোদতে।

অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি

এই নাগতীর্থ তীর্থোত্তম শাস্ত্রে কহে। স্নানে স্বর্গপ্রাপ্তি মৈলে পুনর্জ্জন্ম নহে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

ততঃ পরং নাগতীর্থং তীর্থানামুত্তমোত্তমং।

যত্র স্নাত্বা দিবং যান্তি যে মৃতাস্তেঽপুনর্ভবাঃ

সর্ব্বপাপ নাশে ঘণ্টাভরণপ্রধান। সূর্য্যলোকে পূজ্য এথা করয়ে যে স্নান ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

ঘণ্টাভরণকং তীর্থং সর্ব্বপাপবিমোচনং।

তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি সূর্য্যলোকে মহীয়তে ॥

এই ব্রহ্মতীর্থ তীর্থোত্তম এ বিদিত। স্নানাদিতে বিষ্ণু লোক প্রাপ্তি সুনিশ্চিত ॥

তথাহি আদিপুরাণে ॥

তীর্থানামুত্তমং তীর্থং ব্রহ্মলোকেঽতিবিশ্রুতং।

তত্র স্নাত্বাচ পিত্বাচ সংযতো নিয়তাসনঃ ॥

ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥

অহে শ্রীনিবাস এই সোমতীর্থ স্থল। দেখহ যমুনাবারি বহয়ে নির্ম্মল ॥ এথা অভিষিক্ত হৈলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়। সোম লোকে সুখী ইথে নাহিক সংশয় ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

সোমতীর্থেতু বসুধে পবিত্রে যমুনাম্ভসি।

তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত স্বস্বকর্ম্ম প্রতিষ্ঠিতঃ ॥

মোদতে সোমলোকেতু এবমেব ন সংশয়ঃ ॥

সরস্বতী পতন তীর্থে যে স্নান করে। অবর্ণ* হয়েন যতি পাপ যায় দূরে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

সরস্বত্যাশ্চ পতনং সর্ব্বপাপহরং শুভং।

তত্র স্নাত্বা নরো দেবি অবর্ণোঽপি যতির্ভবেৎ ॥

চক্রতীর্থ বিখ্যাত দেখহ শ্রীনিবাস। এথা স্নান করয়ে ত্রিরাত্র উপবাস ॥ স্নানমাত্রে মনুষ্যের ব্রহ্মহত্যা যায়। কহিতে কি পরম দুর্ল্লভ ফল পায় ॥

---

* অবর্ণ অর্থাৎ নীচ জাতি ও যতি (জিতেন্দ্রিয় বা সন্ন্যাসী) হন।

তথাহি আদিবারাহে ॥
চক্রতীর্থং তু বিখ্যাতং মাথুরে মম মণ্ডলে।
যস্তত্র কুরুতে স্নানং ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ ॥
স্নানমাত্রেণ মনুজো মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥

দেখহ দশাশ্বমেধ তীর্থ পূর্ব্বে ঋষি। এথা প্রভু পূজা সদা কৈল সুখে ভাসি ॥ হেন তীর্থে নিয়ত যে সবে স্নান করে। স্বর্গপদ দুর্ল্লভ না হয় সে সবারে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥
দশাশ্বমেধমৃষিভিঃ পূজিতং সর্ব্বদা পুরা।
তত্র যে স্নান্তি নিয়তা স্তেষাং স্বর্গো ন দুর্ল্লভঃ ॥

এই বিঘ্নরাজতীর্থ কল্মষ নাশয়। এথা স্নান কৈলে বিঘ্নরাজ না পীড়য় ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥
তীর্থন্তু বিঘ্নরাজস্য পুণ্যং পাপহরং শুভং।
তত্রৈব স্নাতমনুজং বিঘ্নরাজো ন পীড়য়েৎ ॥

এই দেখ কোটিতীর্থ পরম মঙ্গল। এথা স্নান মাত্রে মিলে গঙ্গাকোটি ফল ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥
ততঃ পরং কোটিতীর্থং পবিত্রং পরমং শুভং।
তত্রৈব স্নানমাত্রেণ গঙ্গাকোটিফলং লভেৎ ॥

বিনা বিশ্রান্তি উত্তর দক্ষিণে তাহার। দ্বাদশ দ্বাদশ চতুর্ব্বিংশতি প্রচার ॥

তথাহি মথুরাখণ্ডে ॥
চতুর্ব্বিংশতি তীর্থানি তত্তীর্থাদ্দক্ষিণোত্তরে।

দশাশ্বমেধ পর্য্যন্তং মোক্ষান্তং চ যুধিষ্ঠির ॥

অহে শ্রীনিবাস চতুর্ব্বিংশতি ঘাটেতে। মহাপ্রভু কৈলা স্নান মহানন্দ চিতে॥ প্রতিঘাটে হৈল যৈছে প্রেমের আবেশ। তাহা এক বর্ণিতে জানেন মাত্র শেষ* ॥ লক্ষ লক্ষ লোক স্নান কৈল প্রভু সঙ্গে। ভাসিল সে সব লোক প্রেমের তরঙ্গে॥ সকল দেবতা আসি মনুষ্যে মিলয়। সবে কহে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় জয়॥ ঐছে মথুরায় অতি অদ্ভুত বিলাস। মথুরাতে আর তীর্থ দেখ শ্রীনিবাস॥ এই বিশ্বনাথতীর্থ গোকর্ণাখ্য নাম। বিষ্ণুপ্রিয় ভুবনে বিদিত অনুপম॥

তথাহি শৌরপুরাণে॥

তেতো গোকর্ণতীর্থাখ্যং তীর্থং ভুবনবিশ্রুতং।

বিদ্যতে বিশ্বনাথস্য বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভং॥

প্রতি দিন এই কৃষ্ণগঙ্গা স্নান কৈলে। পঞ্চতীর্থ হৈতে দশ গুণ ফল মিলে॥

তথাহি আদিবারাহে॥

পঞ্চতীর্থাভিষেকাচ্চ যৎ ফলং লভতে নরঃ।

কৃষ্ণগঙ্গাদশগুণং দৃশ্যতে তু দিনে দিনে॥

বৈকুণ্ঠতীর্থস্নানেতে মহাফল পায়। সর্ব্বপাপে মুক্ত হৈয়া বিষ্ণুলোকে যায়॥

তথাহি আদিবারাহে॥

বৈকুণ্ঠ তীর্থে যঃ স্নাতি মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ।

সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥

এই অসিকুণ্ড তীর্থ দেখ শ্রীনিবাস। এথা স্নানে বহু ফল পুরাণে প্রকাশ॥ শ্রীবরাহ নারায়ণী লাঙ্গলী বামনে। কুণ্ডে

* শেষ অনন্তদেব।

স্নান করিয়ে দেখয়ে চারি জনে॥ সাগর পর্য্যন্ত তীর্থ যত মথুরায়। সে সকল পরিক্রমা ফল মিলে তায়॥

তথাহি আদিবারাহে॥

একা বরাহ সংজ্ঞাচ তথা নারায়ণী পরা।
বামনাচ তৃতীয়া বৈ চতুর্থী লাঙ্গলী শুভা॥
এতাশ্চতস্রো যঃ পশ্যেৎ স্নাত্বা কুণ্ডেহসিসংজ্ঞকে।
চতুঃসাগরপর্য্যন্তা ক্রান্তা তেন ধরা ধ্রুবং॥
তীর্থানাং মথুরাণাং চ সর্ব্বেষাং ফলমশ্নুতে॥

এই চতুঃসামুদ্রিক নাম কূপ হয়। এথা স্নান [illegible]লে দেব লোকে বিলসয়॥

তথাহি আদিবারাহে॥

চতুঃসামুদ্রিকং নাম কূপং লোকেষু বিশ্রুতং।
তত্র স্নাতো নরো ভদ্রে দেবৈস্তু সহ মোদতে॥

অহে শ্রীনিবাস এই যমুনা মহিমা। কেবা কত কহিবে কহিতে নাই সীমা॥ গঙ্গা হৈতে শত গুণ মথুরা মণ্ডলে। বিষ্ণুলোকে পূজ্য যমুনায় স্নান কৈলে॥

তথাহি আদিবারাহে॥

গঙ্গা শতগুণা প্রোক্তা মাথুরে মম মণ্ডলে।
যমুনা বিশ্রুতা দেবি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
তত্র তীর্থানি গুহ্যানি ভবিষ্যন্তি মমানঘে।
যেষু স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে॥

যমুনার জলে স্নান পানে সে কীর্ত্তনে। পুণ্য লভে পরম-মঙ্গল সে দর্শনে॥ স্নান পানে পবিত্র সপ্তম কুল হয়। প্রাণ-ত্যাগে পরম গতি এ সুনিশ্চয়॥

তথাহি মাৎস্যে যুধিষ্ঠির নারদ সম্বাদে।

তত্র স্নাত্বাচ পিত্বাচ যমুনায়াং যুধিষ্ঠির।
কীর্ত্তনাল্লভতে পুণ্যং দৃষ্ট্বা ভদ্রাণি পশ্যতি॥
অবগাহ্যচ পীত্বাচ পুনাত্যাসপ্তমং কুলং।
প্রাণাংস্ত্যজতি যস্তত্র প্রয়াতি পরমাং গতিং॥

ইথে শ্রাদ্ধ যে করে অক্ষয় ফল তার। সচ্চিদানন্দাদি স্বয়ং যমুনা প্রচার॥

তথাহি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে॥

যত্র সচল কালিন্দ্যাং কৃত্বা শ্রাদ্ধং নরাধিপ।
অক্ষয়ং ফলমাপ্নোতি নাকপৃষ্ঠে স মোদতে॥

তথাহি পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে মরীচিস্বর্গে॥

রসো যঃ পরমাধারঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ।
ব্রহ্মেত্যুপনিষদ্গীতঃ স এব যমুনা স্বয়ং॥

কাল বিশেষে যমুনা স্নানাদিক ফল। অশেষ বিশেষে বর্ণে পুরাণ সকল॥ অহে শ্রীনিবাস এই কালিন্দী কৃপাতে। মিলয়ে বাঞ্ছিত ফল বিদিত জগতে॥ লোহ স্বর্ণ হয় স্পর্শ-মণি স্পর্শে যৈছে। পাপ যায় পুণ্য কৃষ্ণাজলস্পর্শে তৈছে॥

তথাহি স্কান্দে॥

যথা স্পর্শমণিস্পর্শাৎ লোহং যাতি সুবর্ণতাং।
তথা কৃষ্ণা জলস্পর্শাৎ পাপং গচ্ছতি পুণ্যতাং॥

এই শ্রীমাথুরবিপ্র মহিমা অপার। নিজ মুখে কহে প্রভু বিবিধ প্রকার॥

তথাহি আদিবারাহে॥

‡ অনৃচো মাথুরো যশ্চ চতুর্ব্বেদ স্তথা পরঃ।

‡ অনৃচো মন্ত্রহীনঃ, অপঠিত বেদো বা।

চতুর্ব্বেদং পরিত্যজ্য মাথুরং ভোজয়েদ্দ্বিজং ॥
* কৃষীবলো দুরাচারো ধর্ম্মমার্গপরাঙ্মুখঃ।
ঈদৃশোঽপি পূজনীয়ো মাথুরো মম রূপধৃক্ ॥
মাথুরাণাং চ যদ্রূপং তন্মে রূপং বসুন্ধরে।
একস্মিন্ ভোজিতে বিপ্রে কোটির্ভবতি ভোজিতাঃ ॥
মাথুরা মম পূজ্যা হি মাথুরা মম বল্লভাঃ।
মাথুরে পরিতুষ্টে বৈ তুষ্টোঽহং নাত্র সংশয়ঃ ॥
ভবন্তি পুণ্যতীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানিচ।
মঙ্গলানি চ সর্ব্বাণি যত্র তিষ্ঠন্তি মাথুরাঃ ॥

অহে শ্রীনিবাস শ্রীমথুরাবাসী যত। সবে বেদ পুরাণে মহিমা বহুমত ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

যে বসন্তি মহাভাগে মথুরামিতরে জনাঃ।
তেঽপি যান্তি পরাং সিদ্ধিং মৎ প্রসাদান্ন সংশয়ঃ ॥
মথুরাবাসিনো লোকাঃ সর্ব্বে তে মুক্তিভাজনাঃ।
অপি কীটপতঙ্গা বা তির্য্যগ্‌যোনি গতাপি বা ॥ §
পরদাররতা যেচ যে নরা অজিতেন্দ্রিয়াঃ।
মথুরাবাসিনঃ সর্ব্বে তে দেবা নরবিগ্রহাঃ ॥

তথাহি পাদ্মে নির্ব্বাণখণ্ডে ॥

মথুরাবাসিনাং যেতু দোষং পশ্যন্তি পামরাঃ।
তে স্বদোষং ন পশ্যন্তি জন্মমৃত্যুসহস্রদং ॥

অহে শ্রীনিবাস দেখ মথুরা নগর। অশেষ কৃষ্ণের লীলা-স্থান মনোহর ॥ কৃষ্ণপ্রিয় সুদামা মালির ঘর এথা। কহিতে কি সর্ব্বত্র বিদিত যার কথা ॥ কংসের রজকে কৃষ্ণ বধি

* কৃষীবলঃ কর্ষকঃ ( হালিকঃ কৃষকো) বা।
§ অত্র সন্ধিঃ আর্ষঃ; ইতি প্রতীয়তে।

ঐই খানে। কৌতুকে অপূর্ব্ব বস্ত্র পরে গণসনে ॥ এই পথে কৃষ্ণ কংস নিকটে চলিলা। শোভা দেখি মথুরা নাগরী মুগ্ধ হৈলা ॥ এথা কৃষ্ণ ধনুক ভাঙ্গিয়া মহা রঙ্গে। চলয়ে অদ্ভুতগতি সখাগণ সঙ্গে ॥ কুবলয়াপীড় এথা পথ রুদ্ধ কৈল। কৃষ্ণ তারে বধিয়া কৌতুকে দন্ত নিল ॥ এই রঙ্গস্থল এথা মল্ল যুদ্ধ কৈলা। এই মঞ্চস্থান কংস এথাই বসিলা ॥ এথা নন্দাদিক গোপ বসিলেন সুখে। কৃষ্ণ মল্ল যুদ্ধ কৈল দেখিলা কৌতুকে ॥ কৃষ্ণ মহাকৌতুকে কংসের হরে প্রাণ। এই কংসখালি এথা কংসের নির্যাণ* ॥ শ্রীকুব্জারমন্দির আছিল এই খানে। এই দেখ কুব্জাকূপ সর্ব্বলোকে জানে ॥ কুব্জা সহ কৃষ্ণের যে অদ্ভুত বিলাস। তাহা ত্রিজগৎ মাঝে হইল প্রকাশ ॥ বলদেবকুণ্ড কৃষ্ণকূপ এই হয়। এথা রামকৃষ্ণ গণ সহ বিলসয় ॥ অহে শ্রীনিবাস নরোত্তম এই খানে। যে আনন্দ হৈল তা কহিতে কেবা জানে ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র মথুরা ভ্রমিয়া। বসিলা অসংখ্যলোকে বেষ্টিত হইয়া ॥ ভাবাবেশে মহাপ্রভু হৈলা যে প্রকার। তাহা দেখি লোকের হইল চমৎকার ॥ মাথুর ব্রাহ্মণগণ পরস্পর কয়। কপট সন্ন্যাসী এই কৃষ্ণ সুনিশ্চয় ॥ অতি অলৌকিক কে বুঝিবে এনা রঙ্গ। আপনা গোপন কৈল ধরি গৌর অঙ্গ ॥ কেহ কহে মো সবার ভাগ্য অতিশয়। দেখিলাম মথুরাতে প্রভুর বিজয় ॥ ঐছে কহে কতলোকে মনের উল্লাসে। দেখি গৌরমাধুর্য্য পরমানন্দে ভাসে ॥ ঐছে কত কহিতে শ্রীরাঘব পণ্ডিত। হইলা অধৈর্য্য চিন্তি চৈতন্য চরিত ॥ শ্রীনিবাস নরোত্তম ধৈর্য্য নাহি বান্ধে। হা

* নির্যাণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ, কংসকে যে স্থানে আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

হা প্রভু বলিয়া ভূমিতে পড়ি কান্দে॥ শ্রীরাঘব পণ্ডিতের চরণে ধরিয়া। দোঁহে কত কহে শুনি বিদরয়ে হিয়া॥ শ্রীপণ্ডিত স্থির হৈয়া দোঁহে স্থির কৈল। মথুরার আর যে যে তীর্থ দেখাইল॥ শ্রীনিবাস প্রতি কহে সুমধুর ভাষ। এই খানে গোপাল ছিলেন এক মাস॥ শ্রীরূপগোস্বামী সঙ্গে লৈয়া প্রিয়গণে। হইলা বিহ্বল শ্রীগোপাল সন্দর্শনে॥ পাইয়া গোস্বামিগণে মথুরানিবাসী। আনন্দে নিমগ্ন না জানয়ে দিবানিশি॥ দেখ শ্রীনিবাস এই বৃক্ষ পুরাতন। এথা ক্রীড়ারত পূর্ব্বে রোহিণীনন্দন॥ সেই প্রভু নিত্যানন্দ তীর্থ পর্য্যটনে। মথুরায় আসিয়া রহিলা এই খানে॥ পূর্ব্ব জন্মভূমি দেখি উল্লাস হিয়ায়। অলক্ষিত সে আবেশে সর্ব্বত্র বেড়ায়॥ অবধূতচন্দ্রে দেখি মথুরার লোক। পাইলা মহানন্দ পাশরিলা দুঃখ শোক॥ এস্থান দর্শনে সব তাপ যায় দূর। নিত্যানন্দ পদে ভক্তি বাঢ়য়ে প্রচুর॥ শ্রদ্ধা করি শুনয়ে যে মথুরাভ্রমণ। অনায়াসে হয় তার বাঞ্ছিত পূরণ॥ রাঘবপণ্ডিত অতি মনের উল্লাসে। শ্রীনিবাস প্রতি কিছু কহে মৃদু ভাষে॥ দ্বাদশবিপিনযুক্তা শ্রীমথুরাপুরী। পুণ্যা পাপহরা শুভা অপূর্ব্ব মাধুরী॥

তথাহি আদিবারাহে॥

তেন দৃষ্টাচ সা রম্যা বাসবস্য পুরী তথা।
বনৈর্দ্বাদশভির্যুক্তা পুণ্যা পাপহরা শুভা॥

দ্বাদশ বিপিন সর্ব্ব পুরাণে প্রমাণ। শুনিতে সে সব নাম জুড়ায় পরাণ॥ মধু তাল কুমদ বহুলা কাম্য আর। খদির শ্রীবৃন্দাবন যমুনা এ পার॥ শ্রীভদ্র ভাণ্ডীর বিল্ব লোহ মহাবন। যমুনার ওপার এ মনোজ্ঞ কানন॥

তথাহি পদ্মপুরাণে ॥

ভদ্র শ্রীলোহ ভাণ্ডীর মহাতাল খদিরকাঃ।
বহুলা কুমদং কাম্যং মধু বৃন্দাবনং তথা॥
দ্বাদশৈতান্যরণ্যানি কালিন্দ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে।
পূর্ব্বে পঞ্চবনং প্রোক্তং তত্রাস্তি গুহ্য মুত্তমং ॥

স্কান্দে ॥

মহাবনং গোকুলাখ্যং মধু বৃন্দাবনং তথা।
পূর্ব্বেতু পঞ্চ ভদ্রাদ্যা স্তালাদ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে ॥
অন্যচ্চোপবনং প্রোক্তং কৃষ্ণক্রীড়ারসস্থলং ॥

॥ ＊ ইতি দ্বাত্রিংশৎ ॥ ＊ ॥

অহে শ্রীনিবাস এই দেখ মধুবন। সর্ব্বকাম পূর্ণ হয় করিলে দর্শন ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

রম্যং মধুবনং নাম বিষ্ণুস্থানমনুত্তমং।
যদ্দৃষ্ট্বা মনুজো দেবি সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥
তত্র কুণ্ডং স্বচ্ছজলং নীলোৎপল বিভূষিতং।
তত্র স্নানেন দানেন বাঞ্ছিতং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥

তালবনে প্রভু তাল রক্ষক অসুরে। বধিল কৌতুকে সুখ সবার অন্তরে ॥

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে ॥

অহো তালবনং পুণ্যং যত্র তালৈর্হতোঽসুরঃ।
হিতায় যাদবানাং চ আত্মক্রীড়নকায় চ ॥

দেখহ কুমুদবন পরম আশ্চর্য্য। এথা গতি মাত্রে বিষ্ণুলোকে হয় পূজ্য ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥
বনং কুমুদ্বনঞ্চৈব তৃতীয়বনমুত্তমং।
যত্র গত্বা নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥

অহে শ্রীনিবাস দেখ মথুরা পশ্চিমে। দন্তবক্রে বধে কৃষ্ণ এই উপবনে ॥ বজ্রনাভ থুইল নাম দতিহা ইহার। দতি উপবন পদ্মপুরাণে প্রচার ॥ দন্তবক্র প্রসঙ্গে কহিয়ে এক কথা। যাহার শ্রবণে ঘুচে মরমের ব্যথা ॥ ব্রজে হৈতে গণ সহ নন্দাদি সকলে। কৃষ্ণ লাগি গেলা কুরুক্ষেত্রে যাত্রা-ছলে ॥ হইল কৃষ্ণের সহ সবার মিলন। যথা যে উচিত কৈল ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥ বিবিধ প্রকারে কৃষ্ণ সবে সন্তোষিয়া। কহিলেন ব্রজে শীঘ্র মিলিব আসিয়া ॥ কৃষ্ণ বাক্যামৃত-পান করি হৃষ্ট চিতে। বিদায় হইয়া সবে আইলা তথা হৈতে ॥ কৃষ্ণ লাগি রহিলেন যমুনার পারে। সর্ব্ব মনো-বৃত্তি কৃষ্ণে লৈয়া যাবে ঘরে ॥ কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ সবে বিদায় করিয়া। হইলেন ব্যাকুল ধরিতে নারে হিয়া॥ দ্বারকা যাইয়া শীঘ্র বধি শিশুপালে। মথুরা আইলা দন্তবক্র বধ চ্ছলে ॥ দন্তবক্রে বধিয়া যমুনা পার হৈলা। যথা নন্দাদিক তথা ত্বরায় চলিলা ॥ কৃষ্ণে দেখি ধায় গোপ আনন্দে বিহ্বল। আয়োরে আয়োরে বলি করে কোলাহল ॥ মিলিলা সবারে কৃষ্ণ কৃষ্ণে সবে লৈয়া। নিজালয়ে আইলা শ্রীযমুনা পার হৈয়া ॥ হইলা পরমানন্দ ব্রজে ঘরে ঘরে। পূর্ব্ব মত সবা সহ শ্রীকৃষ্ণ বিহরে ॥ আয়োরে বলিয়া গোপ যেখানে মিলিল। আয়োরে নামেতে গ্রাম তথাই হইল ॥ নন্দাদিক সবে বাস কৈলা যেই খানে। গৌরবাই সে গ্রামের নাম

কে না জানে॥ যে রূপে এ নাম হৈল শুনহ সে কথা। ঢানা নামে এক বৃহদ্গ্রাম আছে তথা॥ সেই ঢানা গ্রামের বিশিষ্ট জমিদার। শ্রীনন্দ রায়ের সহ অতি প্রীতি তার॥ কুরুক্ষেত্র হৈতে নন্দগমন শুনিয়া। মহাহর্ষে আগুসরি আনিলেন গিয়া॥ বাস করাইলা সে গৌরব সীমা নাই। এই হেতু গ্রাম নাম হৈল গৌরবাই॥ এবে সে গ্রামের নাম গৌরাই কহয়। ঢানাআয়োরে গ্রামাদির নিকটস্থ হয়॥ এ গ্রাম প্রসঙ্গ অন্যত্রেও প্রচারয়ে। আর যে যে গ্রাম নাম কহিল না হয়ে॥

তথাহি শ্রীগোপালচম্পূ পদ্যে॥

কথঞ্চিদপি মাথুরানন্নুগতাঃ কুরূণাং স্থলা-
দ্ব্রজেন্দ্রমুখগোদুহঃ পুনরুপৈতু মাত্মালয়ং।
বিরক্তমনসস্তদা তপনজাং সমুত্তীর্য্য গো-
রঙ্গীতি বিদিতস্থলে ব্রজমবাসয়ন্ দূরতঃ॥

গোকুলপতিরিতি নাম্না গৌরব ইতি তদ্গোরয়ীত্যপিচ।
সংস্কৃতজং প্রাকৃতজং গ্রামজমাখ্যানমঞ্চতি স্থানং॥

গোকুলপতিরিতি নাম্না খ্যাতং গোকুলপতেঃ স্থানং।
পুরুষোত্তম ইতি যদ্বৎ পুরুষোত্তম ধাম বিখ্যাতং॥

সে সকল গ্রাম হয় কৃষ্ণলীলা স্থান। মনের আনন্দে তা দেখয়ে ভাগ্যবান্॥ ঐছে কত কহিয়া পণ্ডিত হর্ষমনে। পরিক্রমা পথে চলে শ্রীবন ভ্রমণে॥ আদি বারাহেতে যৈছে কৈল নিরূপণ। সে রূপ ন হিব ক্রমে হইব তেমন॥ রাঘব-পণ্ডিত পথে যাইতে যাইতে। মনে হৈল ষষ্ঠীকরাটবী দেখাইতে॥ পরিক্রমা পথ ছাড়ি অন্য পথে গিয়া। শ্রীনি-

বামে কহে ষষ্ঠীকরা প্রবেশিয়া ॥ পূর্ব্বে ষষ্ঠীকরাটবী নাম সে ইহার। এবে ষষ্ঠীঘরা নাম লোকেতে প্রচার ॥ দেখ শ্রীনিবাস এই শকটারোহণ। কৃষ্ণপ্রিয় স্থান এ পরম রম্য হন ॥ ভ্রমর গুঞ্জরে সদা পুষ্পের কাননে। পরম আনন্দ হয় একুণ্ডের স্নানে ॥ এথা উপবাস একরাত্র করে যে। বিদ্যাধর লোকে সুখে বিলসয়ে সে। কাল-বিশেষেতে ফল বহুবিধ হয়। এবে এ শকটা গ্রাম নাম লোকে কয় ॥

তথাহি আদিবরাহে ॥

শকটারোহণং নাম তস্মিন্ ক্ষেত্রে পরং মম।
মথুরাপশ্চিমে ভাগে অদূরাদর্দ্ধযোজনে ॥
অনেকানি সহস্রাণি ভ্রমরাণাং বসন্তি বৈ।
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীতৈকরাত্রোপোষিতো নরঃ ॥
সতু বিদ্যাধরং লোকং গত্বা তু রমতে সুখং ॥

গরুড় গোবিন্দ এই দেখ শ্রীনিবাস। এথা করিলেন কৃষ্ণ অদ্ভুত বিলাস ॥ শ্রীদাম গরুড় হৈয়া খেলয়ে আনন্দে। চতুর্ভুজ গোবিন্দ চঢ়য়ে তার স্কন্ধে ॥ গরুড় গোবিন্দ দুহুঁ শোভা অতিশয়। এই হেতু গরুড়গোবিন্দ নাম কয় ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে ॥

যথা শ্রীদাম্নি তার্ক্ষ্যত্বং প্রাপ্তে সোহপি চতুর্ভুজ ইত্যাদি ॥

ঐছে কত স্থান দেখাইয়া দুইজনে। পূর্ব্ব পরিক্রমা-পথে আইলা হর্ষ মনে ॥ দূরে হৈতে কহে দেখ গন্ধেশ্বরা-স্থান। কৃষ্ণ গন্ধদ্রব্য পরে তেঁই এ আখ্যান ॥ দেখহ সাতোঙা গ্রাম কুণ্ড সুনির্ম্মল। সান্তনু মুনির এই তপস্যার

স্থল ॥ এত কহি শ্রীনিবাস নরোত্তমে লৈয়া। আগে চলে নানা রম্যস্থান দেখাইয়া ॥ রাঘবপণ্ডিত কহে হইয়া উল্লাস। শ্রীবহুলা বন এই দেখ শ্রীনিবাস ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বনভ্রমণ কালেতে। প্রেমাবেশে মত্ত হৈয়া আইলা এই পথে॥ লক্ষ লক্ষ গাভীগণ ঊর্দ্ধপুচ্ছে ধায়। চতুর্দ্দিগে বেঢ়ি গৌরচন্দ্র পানে চায় ॥ শ্রীগৌরসুন্দর হস্তে স্পর্শি গাভীগণে। প্রকাশয়ে পূর্ব্বে যৈছে কৈলা গোচারণে ॥ মৃগাদিক পশু শিখি কোকিলাদি পক্ষ। মহামত্ত চতুর্দ্দিকে ফিরে লক্ষ লক্ষ ॥ বৃক্ষগণ পুষ্পবৃষ্টি করে গৌরচন্দ্রে। দেখয়ে অসংখ্যলোক পরম আনন্দে ॥ কেহো কহে অহে ভাই মনে হেন বাসি। ব্রজেন্দ্র নন্দন এই কপট সন্ন্যাসী ॥ শ্যাম সুচিক্কণ রূপ আচ্ছন্ন করিয়া। গৌররূপ ধরি ফিরে লোক প্রতারিয়া ॥ ঐছে কত কহে লোক অধৈর্য্য হিয়ায়। সর্ব্ব মনোরথ সিদ্ধ করে গৌররায় ॥ অহে শ্রীনিবাস এই বহুলাবনেতে। দেখহ অপূর্ব্ব কুণ্ড পদ্মবন যাতে ॥ আর এই সঙ্কর্ষণ কুণ্ড অনুপম। আর মান-সরসী পরম মনোরম ॥ এ সব দর্শন স্নানে বহু ফল হয়। লক্ষ্মী সহ কৃষ্ণে দেখে পুরাণেতে কয় ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

পঞ্চমং বহুলং নাম বনানাং বন মুত্তমং।
তত্র গত্বা নরো দেবি অগ্নিস্থানং স গচ্ছতি ॥

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে ॥

বহুলা শ্রীহরেঃ পত্নী তত্র তিষ্ঠতি সর্ব্বদা।
তস্মিন্ পদ্মবনে রাজন্ বহু পুণ্য ফলানিচ ॥

তত্রৈব রমতে বিষ্ণুর্লক্ষ্ম্যা সার্দ্ধং সদৈবহি।
তত্র সঙ্কর্ষণং কুণ্ডং তত্র মানসরো নৃপ ॥
যস্তত্র কুরুতে স্নানং মধুমাসে নৃপোত্তম।
স পশ্যতি হরিং তত্র লক্ষ্ম্যা সহ বিশাংপতে ॥

ওই যে ময়ূর গ্রাম কৃষ্ণ ওই খানে। দেখে ময়ূরের নৃত্য প্রিয়াগণ সনে ॥ কি অপূর্ব্ব লক্ষ লক্ষ ময়ূর মণ্ডলী। রাই কানু পানে চায় ঊর্দ্ধে পিচ্ছ তুলি ॥ ময়ূরের মধ্যে রাই কানু বিলসয়। নাচয়ে নাচায় কি অদ্ভুত হর্ষোদয় ॥ চতুর্দ্দিগে করতালি দিয়া সখীগণ। দেখয়ে অদ্ভুত শোভা ভুবন মোহন ॥ ওই দেখ দক্ষিণ গ্রামাদি কথোদূরে। ও সব স্থানেতে কৃষ্ণ আনন্দে বিহরে ॥ দক্ষিণ গ্রামেতে কৃষ্ণ রঙ্গে বিলসয়। দক্ষিণা * নায়িকা ভাব ব্যক্ত অতিশয় ॥ আগে এ বসতি গ্রাম দেখ শ্রীনিবাস। এথা বৃষভানুরাজা করিলেন বাস ॥ ষষ্ঠীকরা রাওল পর্য্যন্ত নন্দ রহে। রাওল গ্রামের নাম এবে রাল কহে ॥ বসতি নিকট রামকৃষ্ণ তোষ স্থানে। মহাতোষে বিলসে সকল সখা সনে ॥ এই আগে দেখহ আরিট নামে গ্রাম। এথা কৃষ্ণচন্দ্রের বিলাস অনুপম ॥ অরিষ্ট অসুর আইলা বৃষরূপ ধরি। পরম কৌতুকে তারে বধিলা শ্রীহরি ॥ কৌতুকে শ্রীরাধাঙ্গ স্পর্শিতে কৃষ্ণ চায়। হাঁসিয়া রাধিকা কহে ইহা না জুয়ায় ॥ যদ্যপি অসুর সে ধরয়ে বৃষাকৃতি। তারে বধ কৈলা হৈলা অপবিত্র অতি ॥ যদি সর্ব্ব তীর্থে স্নান পার করিবারে। তবে সে ঘুচয়ে দোষ কহিল তোমারে ॥ হাঁসিয়া কহয়ে কৃষ্ণ সুমধুর বাণী এথাই করিব স্নান সর্ব্বতীর্থ আনি ॥

* দক্ষিণা অর্থাৎ পতির অনুকূল স্ত্রী।

এত কহি পদাঘাত কৈলা মহীতলে। পরিপূর্ণ হৈল কুণ্ড সর্ব্বতীর্থজলে॥ নিজ নিজ পরিচয় দিয়া তীর্থগণ। সাক্ষাৎ হইয়া কৃষ্ণে করিলা স্তবন॥ শ্রীরাধিকা সহ সখীগণে দেখাইয়া। স্নান কৈল কৃষ্ণ তীর্থগণে সম্বোধিয়া॥ অর্দ্ধরাত্র হইতেই হৈল সমাধান। অদ্যাপিহ লোকে তৈছে কুণ্ডে করে স্নান॥ সখী সহ শ্রীরাধিকা বিস্মিত হইলা। শ্রীকৃষ্ণ-হাসিয়া কিছু কৌতুকে কহিলা॥ শ্রীরাধিকা শুনি কৃষ্ণ-প্রগল্‌ভ বচন। সখী সহ শীঘ্র কুণ্ড করিল খনন॥ হইল অপূর্ব্ব রাধিকার সরোবর। দেখিয়া কৃষ্ণের অতি আনন্দ অন্তর॥ সর্ব্বতীর্থময়ী শ্রীমানসীগঙ্গাজলে। করিবেন কুণ্ড পূর্ণ অতিকুতূহলে॥ এই ইচ্ছা জানি কৃষ্ণতীর্থে নিদেশিতে। প্রবেশে রাধিকাকুণ্ডে শ্যামকুণ্ড হৈতে॥ তীর্থগণ করি বহু-স্তুতি রাধিকার। মানয়ে সৌভাগ্য মহাহর্ষ অনিবার॥ দুই কুণ্ড পরিপূর্ণ হৈল তীর্থজলে। সখী সহ দোঁহে শোভা দেখে কুতূহলে॥ নানা বৃক্ষলতায় বেষ্টিত কুণ্ডদ্বয়। দোঁহার আশ্চর্য্য কেলি স্থান এই হয়॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে॥

নীপৈশ্চম্পকপালিভি র্ববরাশোকৈ রসালোৎকরৈঃ
পুন্নাগৈ র্বকুলৈর্লবঙ্গলতিকা বাসন্তিকাভি র্বৃতৈঃ।
হৃদ্যং তৎপ্রিয়কুণ্ডয়োস্তটমিলন্মধ্যপ্রদেশং পরং
রাধামাধবয়োঃ প্রিয়স্থলমিদং কেল্যাস্তদেবাশ্রয়ে॥

শ্রীরাধিকাকুণ্ড সর্ব্বদিকে নিরুপম। ললিতাদি অষ্ট সখী কুঞ্জ মনোরম॥ সুবলাদি কুঞ্জ শ্যামকুণ্ড সর্ব্বদিশে। দোঁহে বিলসয়ে অতি অশেষ বিশেষে॥

গীতে যথা।

রাগ সারঙ্গ ॥

নাগরবর পরমধীর, রহি রাধাকুণ্ড তীর, নিরখত অতি মঙ্গলময় মধুর সরসী শোভা। নিরমল পরিপূরিত জল, তঁহি কত২ ভাঁতিকমল,অতুলিত অলিবলিত মঞ্জু গুঞ্জতচিত লোভা॥ লঘু লঘু নব পবন সঙ্গ, উপজত মৃদুতর তরঙ্গ, প্রমুদিত জল চরচয় বহু, ফিরত কত রঙ্গে। ঝলকত মণিখচিত ঘাট, চয় বিচিত্র চিত্র নাট, মণ্ডিত কুটিমণ্ডপ, মদনালয় মদ ভঙ্গে॥ প্রফুল্লিত সু রসালহি অরু, নীপ বকুল চম্পকতরু, উচ্চ রুচির রচিত রতন দোলা তহি সাজে। উলসিত শুক গায়ত ঘন, শুনি শুনি উনমত খগগণ, নৃত্যত শিখি কুহু কুহু কুহু, কোকিল কল গাজে। কনকবেদী বিলসত বন, সেবিত ষড়ঋতু অনুখন, বিকসিত কত কুসুম সুসম, সৌরভ অনুপামা। বেষ্টিত ললিতাদি কুঞ্জ, নিরমিত রসজনিত পুঞ্জ, ধৈরয ভর ভঞ্জন ভণ, নরহরি সুখধামা ॥

---

রাগ সারঙ্গ ॥

রাধা মৃগনয়নি গোরি, নাগর করবাহু জোরি, প্রমুদিত চিত নিরখত, ঘনশ্যাম সরসি শোভা। নির্ম্মল পরিপূর্ণ বারি, পীযূষভর গরব হারি, মন্দ পবন পরশত, মৃদু বীচি ভুবন লোভা॥ বিকসিত নবকুঞ্জ নিকর, গুঞ্জত মধুমত্ত ভ্রমর, মঞ্জু নটত খঞ্জন, জনরঞ্জন অনুপামা। সারস লস হংস লাখ, ফিরতহি তহি চক্রবাক,ক্রৌঞ্চ কীর কোকিল শিখি, কলরব অভিরামা॥ ঝলকত সর তীর অতুল, কুসুমিততরুবল্লী

বকুল, বলয়িত জল ছলক ছাঁহ, ছুটত ছবি ভারী। অভিনব কুটি মণ্ডপ গণ, মণ্ডিত কত বেদি রতন, সুগঠন মণি জড়িত ঘাট, লোচন রুচিকারী ॥ চৌদিশ রস ঝরত পুঞ্জ, বেষ্টিত সুবলাদি কুঞ্জ, সুরুচি রচনা তঁহি কত, ভাঁতি ভবন ভ্রাজে। ষড় ঋতু কৃত সেবন ঘন, অদভুত মহিমা সুরগণ, গায়ত নরহরি অনুখন, ধ্যায়ত হৃদি মাঝে ॥

অরিষ্ট কুণ্ডাখ্যে শ্যাম কুণ্ড সবে কয়। এই দুই কুণ্ডের মহিমা অতিশয় ॥ এই দুই কুণ্ডে স্নান যেই জন করে। রাজসূয় অশ্বমেধ ফল মিলে তারে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

অরিষ্ট রাধাকুণ্ডাভ্যাং স্নানাৎ ফলমবাপ্যতে।
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং নাত্র কার্য্যা বিচারণা।

অহে শ্রীনিবাস রাধাকুণ্ডের মহিমা। পুরাণে বিদিত এ কহিতে নাই সীমা ॥

তথাহি মথুরাখণ্ডে ॥

দীপোৎসবে কার্ত্তিকে চ রাধাকুণ্ডে যুধিষ্ঠির।
দৃশ্যন্তে সকলং বিশ্বং ভূতৈ বিষ্ণুপরায়ণৈঃ।

পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে।

গোবর্দ্ধনগিরৌ রম্যে রাধাকুণ্ডং প্রিয়ং হরেঃ।
কার্ত্তিকে বহুলাষ্টম্যাং তত্র স্নাত্বা হরেঃ প্রিয়ঃ ॥
নরো ভক্তো ভবেদ্বিপ্র তৎ স্থিতস্য প্রতোষণং।
যথা রাধাপ্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্ত বল্লভা ॥
তৎ কুণ্ডে কার্ত্তিকেঽষ্টম্যাং স্নাত্বাপূজ্য জনার্দ্দনং।
প্রবোধন্যাং যথা প্রীত স্তথা প্রীত স্ততো ভবেৎ ॥

দেখ শ্রীনিবাস রাধাশ্যামকুণ্ড দ্বয়। চতুর্দ্দিকে বন শোভা মুনীন্দ্রে মোহয়॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বন ভ্রমণ করিয়া। এই তমালের তলে বসিলা আসিয়া॥ অরিষ্টগ্রামীয় লোকগণে জিজ্ঞাসিল। কুণ্ডদ্বয় বার্ত্তা কেহ কহিতে নারিল॥ সঙ্গেতে আইলা বিপ্র মথুরা হইতে। তারে জিজ্ঞাসিল সেহো না প্যারে কহিতে॥ প্রভু সে সর্ব্বজ্ঞ গুপ্ততীর্থ নিরীখয়। দুই ধান্য ক্ষেত্র হইয়াছে কুণ্ডদ্বয়। তথা অল্পজলে স্নান করি হর্ষ চিতে। শ্রীকুণ্ডকে স্তুতি করিলেন নানা মতে॥ লইয়া মৃত্তিকা যত্নে তিলক করিল। দেখি গ্রামী লোক মহা বিস্ময় হইল॥ কেহো কহে এই যে সন্ন্যাসী মহাশয়। কোথা হৈতে অকস্মাৎ করিলা বিজয়॥ কেহ কহে অহে ভাই ইহারে দেখিতে। না জানি কি করে হিয়া না পারি বুঝিতে॥ কেহ কহে মনুষ্য সন্ন্যাসী কভু নয়। কহিতে না পারি মোর মনে যাহা হয়। কেহ কহে ইহারে সন্ন্যাসী কহে কে। এইরূপে এই বেশে কৃষ্ণ হয় এ॥ দেখহ তাহার সাক্ষী নানা পক্ষিগণ। নিকটে আসিয়া সবে করয়ে দর্শন॥ শুক পিক সুখে কৃষ্ণ সম্বোধন করে। নাচয়ে ময়ূর মহা-উল্লাস অন্তরে॥ নানা শব্দ করেপক্ষী কর্ণ রসায়ন। দেখ কি অদ্ভুত প্রফুল্লিত বৃক্ষগণ॥ অহে ভাই এ কপট সন্ন্যাসী উপরে। দেখ লতা সহ বৃক্ষ পুষ্পবৃষ্টি করে॥ হরিণ হরিণী-গণ সমীপে আসিয়া। একদৃষ্টে রহিয়াছে মুখ পানে চাইয়া॥ ঊর্দ্ধ পুচ্ছে ধাইয়া আইসে ধেনুগণ। চতুর্দ্দিকে বেড়ি মুখ-করে নিরীক্ষণ॥ দেখ আনন্দাশ্রু ঝরে সবার নয়নে। ইহাতে

সূচায় দেখা হৈল বহু দিনে ॥ অহে ভাই ভাগ্য প্রশংসিয়ে বারে বারে। হেন রূপে হেন বেশে দেখিনু কৃষ্ণেরে ॥ অহে ভাই এ প্রভু চরণে নমস্কার। লোকে জ্ঞান দিতে বুঝি এই অবতার ॥ কালী গৌরী নামে এই ধান্য ক্ষেত কৈনু। ইহার কৃপাতে কুণ্ডদ্বয় সে জানিনু ॥ ঐছে সবে পরস্পর নানা কথা কয়। শ্রীদর্শনামৃত পানে মত্ত অতিশয় ॥ কুণ্ড দেখি প্রভুর যে হৈল ভাবাবেশ ॥ ব্রহ্মাদিক বর্ণিতে নারয়ে তার লেশ ॥ অহে শ্রীনিবাস ধান্য ক্ষেত্র কুণ্ডদ্বয়। এবে জলে পরিপূর্ণ হৈল অতিশয় ॥ এরূপ হইল যৈছে ধান্য-ক্ষেত গিয়া। শুন সে প্রসঙ্গ কহি সংক্ষেপ করিয়া॥ অকস্মাৎ রঘুনাথ মনে এই হৈল। কুণ্ডদ্বয় জলে পূর্ণ হৈলে হৈত ভাল ॥ অর্থের আকাঙ্ক্ষা কিছু ইহাতে বুঝায়। এত বিচারিয়া হইলেন স্তব্ধ প্রায় ॥ আপনাকে ধিক্কার করয়ে বার ২। কেনে এ বাসনা মনে হইল আমার ॥ বিবিধ প্রকারে নিজ মন বুঝাইয়া। রহয়ে নির্জনে অতি সাবধান হৈয়া ॥ ভক্ত মনে যে হয় তা না হয় অন্যথা। কৃষ্ণ সে করেন পূর্ণ ভক্ত মনঃকথা ॥ কোন এক ধনী বদরিকাশ্রমে গিয়া। প্রভুকে দর্শন কৈল বহু মুদ্রা দিয়া ॥ নারায়ণ তারে আজ্ঞা করিলা স্বপ্নেতে। মুদ্রা লৈয়া যাহ ব্রজে আরিট গ্রামেতে। তথা রঘুনাথ দাস বৈষ্ণব প্রধান। তার আগে দিবা মুদ্রা লৈয়া মোর নাম ॥ যদি এই মুদ্রা তেঁহো না করে গ্রহণ। তবে এই কথা তারে করাবে স্মরণ ॥ কুণ্ডদ্বয় জলে স্নান পানের লাগিয়া। করিয়াছ মনে তা করহ মুদ্রা লৈয়া॥ এত কহি বিদায় করিলা সেই ক্ষণে। আরিট গ্রামেতে তেঁহ আইলা

হর্ষ মনে॥ রঘুনাথ দাস গোস্বামির আগে গিয়া। ভূমে পড়ি প্রণময়ে মুদ্রা ভেট দিয়া॥ প্রভু যৈছে আজ্ঞা কৈল সে সব কহিলা। শুনি রঘুনাথ স্তব্ধ হইয়া রহিলা॥ কত ক্ষণে কহে প্রশংসিয়া বার বার। শীঘ্র কুণ্ডদ্বয়ের করহ পঙ্কোদ্ধার॥ শুনি মহাজন মহা আনন্দ হইলা। সেই ক্ষণে বহু-লোক নিযুক্ত করিলা॥ শীঘ্র কুণ্ডদ্বয় খোদাইল যত্ন মতে॥ শ্যামকুণ্ড বক্র যৈছে শুন সাবহিতে॥ শ্যামকুণ্ডতীরে এই বৃক্ষ পুরাতন। সবে স্থির কৈল কালি করিব ছেদন॥ স্বপ্নে রাজা যুধিষ্ঠির কহে রঘুনাথে। বৃক্ষ রূপে মোরা পঞ্চ আছিয়ে এথাতে॥ কালি প্রাতে মানস পাবন ঘাটে গিয়া। করিবেন রক্ষা পঞ্চ বৃক্ষ নিরখিয়া। স্বপ্ন দেখি রঘুনাথ রজনি প্রভাতে॥ দেখে এক বৃক্ষে পঞ্চ বৃক্ষ ক্রম মতে॥ বৃক্ষের ছেদন সবে বারণ করিল। এই হেতু শ্যামকুণ্ড চৌরস নহিল॥ নির্ম্মল জলেতে পরিপূর্ণ কুণ্ডদ্বয়। দেখি রঘুনাথ হৃষ্ট হৈল অতিশয়॥ দিবারাত্র রঘুনাথ বৃক্ষ তলে রহে। কুটীর করিতে তাঁর কভু ইচ্ছা নহে॥ এক দিন সনাতন বৃন্দাবন হৈতে। এথা আইলা শ্রীগোপাল ভট্টের বাসাতে॥ মানস পাবন ঘাটে চলিলেন স্নানে। দেখে এক ব্যাঘ্র জল পিয়ে সেই খানে॥ রঘুনাথ ধ্যানাবেশে আছেন বসিয়া। ব্যাঘ্র বনে গেলা তাঁর নিকট হইয়া॥ কত ক্ষণে রঘুনাথ চাহে চারি পানে। দেখেন শ্রীসনাতন আইসেন স্নানে॥ ভূমিতে পড়িয়া সনাতনে প্রণমিল। সনাতন স্নেহাবেশে আলিঙ্গন কৈল॥ রঘুনাথ প্রতি স্নেহে কহে ধীরে ধীরে। বৃক্ষতল হৈতে এবে রহিবে কুটীরে॥ জানাইয়া বিশেষ

গোসাঞী গেলা স্নানে। কুটীরের আরম্ভ হইল সেই দিনে॥ অন্য হিত হেতু রঘুনাথ সেই হৈতে। রহিলেন কুটীরে গোসাঞির আজ্ঞামতে॥ অহে শ্রীনিবাস রঘুনাথ চেষ্টা যত। এক মুখে তাহা আমি কহিব বা কত॥ দাস নামে এক ব্রজবাসী এথা রয়। দাসগোস্বামির তারে স্নেহ অতিশয়॥ তেঁহো এক দিন সখিস্থলী গ্রামে গেলা। বৃহৎ পলাশপত্র দেখি তুলি নিলা॥ দাস গোস্বামির কথা মনে মনে কহে। অন্নাদিক ত্যাগ কৈলা দারুণ বিরহে॥ এক দোনা তক্র পিয়ে নিয়ম তাহার। ইথে কিছু অতিরিক্ত হইব আহার॥ ঐছে মনে করি ঘরে আসি দোনা কৈলা। তাহে তক্র লৈয়া রঘুনাথ আগে আইলা॥ নব্যপত্র দোনা দেখি জিজ্ঞাসে গোসাঞি। এ বৃহৎ পত্র আজি পাইলা কোন ঠাঞি॥ দাস কহে সখিস্থলী গেনু গোচারণে। পাইয়া উত্তম পত্র আনিনু এখানে॥ সখিস্থলী নাম শুনি ক্রোধে পূর্ণ হৈলা। তক্রসহ দোনা দূরে ফেলাইয়া দিলা॥ কত ক্ষণে স্থির হৈয়া কহে দাস প্রতি। সে চন্দ্রাবলীর গ্রাম না যাইবা তথি॥ ইহা শুনি দাস ব্রজবাসী স্থির হৈয়া। জানিলেন সাধক দেহেতে সিদ্ধ ক্রিয়া॥ এ সবার এই দেহ নিত্য সিদ্ধ হয়। ইথে যে পামর সেই করয়ে সংশয়॥ অহে শ্রীনিবাস এক দিন রঘুনাথ। ভুঞ্জিলেন মানসে প্রসাদি দুগ্ধ ভাত॥ হইল অজীর্ণ দেহ ভার অতিশয়। কৈছে দেহ ভার হৈল কেহ না বুঝয়॥ শ্রীবল্লব পুত্র শ্রীবিট্‌ঠলনাথ শুনি। দুই চিকিৎসক লৈয়া আইলা আপনি॥ নাড়ী দেখি চিকিৎসক কহে বার বার। দুগ্ধ অন্ন খাইলা ইহোঁ ইথে দেহ ভার॥ শ্রীবিট্‌ঠল-

নাথ কহে হইয়া বিস্ময়। দুগ্ধ অন্ন ইহারে সম্ভব কভু নয়॥ রঘুনাথ কহে এই সুসত্য বচন। মানসে করিনু মুই দুগ্ধান্ন ভোজন॥ শুনিয়া সবার মনে হৈল চমৎকার। ঐছে রঘুনাথ ক্রিয়া কি কহিব আর॥ অহে শ্রীনিবাস এ নিশ্চয় জান চিতে। রাধাকুণ্ড বাস রঘুনাথ কৃপা হৈতে॥

শ্রীকুণ্ড শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা গুঞ্জাহার। শ্রীরঘুনাথের এই সেবা সুপ্রচার॥ পরম উজ্জ্বল কুণ্ডে বৃক্ষলতাগণ। দেখ রাধাশ্যাম কুণ্ড দ্বয়ের মিলন॥ এই মাল্যহারি কুণ্ড অহে শ্রীনিবাস। মুক্তামালা ছলে এথা অদ্ভুত বিলাস॥ শ্রীমুক্তা চরিত্রগ্রন্থে এ সব বিস্তারি। বর্ণিল শ্রীরঘুনাথ দাস কৃপাকরি॥ এই শিব-খোর ভানুখোর কুণ্ডদ্বয়। এত কহি রাঘবের উল্লাস হৃদয়॥ ঐছে আর কুণ্ড নানাস্থান দেখাইয়া। শ্রীদাসগোস্বামী আগে গেলা দোঁহে লৈয়া॥ শ্রীরাঘব পণ্ডিত সকল নিবেদিল। শুনি দাসগোস্বামির চিত্তে হর্ষ হৈল॥ শ্রীনিবাস নরোত্তম অতি সাবধানে। ভূমে পড়ি প্রণমিলা গোস্বামিচরণে॥ গোস্বামির শুষ্ক দেহ দুর্ব্বলাতিশয়। তথাপি উঠিয়া দুই বাহু পসারয়॥ শ্রীনিবাস নরোত্তমে আলিঙ্গন করি। শ্রীনি-বাস প্রতি কি কহিলা ধীরি ধীরি॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজ তথায় আইলা। তাঁরে প্রণমিতে যে উচিত তেঁহো কৈলা॥ শ্রীনি-বাসে জানে তেঁহো প্রাণের সমান। কহিতে কি পরম অদ্ভুত চেষ্টা তান॥ দাসগোস্বামির প্রিয় দাস ব্রজবাসী। তেঁহো সেই খানে শীঘ্র মিলিলেন আসি॥ আর যে যে বৈষ্ণব ছিলেন কুণ্ডতীরে। শ্রীনিবাস নরোত্তম মিলে সে সবারে॥ সবে হৃষ্ট হৈয়া স্নানে অনুমতি দিলা। ভক্ষণ সামগ্রী অতি

শীঘ্র করাইলা॥ দোঁহে স্নান করিবারে গেলা শীঘ্র করি। নয়ন ভরিয়া দেখে কুণ্ডের মাধুরী॥ সুবলের কুঞ্জ শ্যাম-কুণ্ডের উত্তরে। তথা ঘাট মানস পাবন শোভা করে॥ মানস পাবন রাধিকার প্রিয় অতি। তথা বৃক্ষরূপে পঞ্চ পাণ্ডবের স্থিতি॥ সেই ঘাটে দোঁহে স্নান কৈল প্রেমাবেশে। বাঢ়িল দোঁহার সুখ অশেষ বিশেষে॥ শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামির কুটীর যথা। শ্রীমহাপ্রসাদ সেবা করিলেন তথা॥ সে দিবস পরম আনন্দে গোঙাইয়া। চলিলা পণ্ডিত প্রাতঃকালে দোঁহে লৈয়া॥ শ্রীকুণ্ডদক্ষিণে মুখরাই গ্রাম হয়। তথা গিয়া পণ্ডিত শ্রীনিবাস প্রতি কয়॥ রাধিকার মাতামহী মুখরা প্রাচীনা। তার এই বাস স্থান জানে সর্ব্বজনা॥ এথা মহাকৌতুক মুখরা অলক্ষিত। রাধাকৃষ্ণে মিলায় হইয়া উল্ল-সিত॥ এত কহি আগে গিয়া কহে শ্রীনিবাসে। বহু লীলাস্থলী গোবর্দ্ধন চারিপাশে॥ দেখহ কুসুম সরোবর এই বনে। দোঁহার অদ্ভুত রঙ্গ কুসুম চয়নে॥ এই যে নারদ কুণ্ড নারদ এথাতে। তপঃ করি কৈলা পূর্ণ যে ছিল মনেতে॥ মুনি মনোরথ ব্যক্ত পুরাণে অশেষ। মনোরথ সিদ্ধি হেতু বৃন্দা উপদেশ॥ এই রত্নসিংহাসন ইথে বহু কথা। রত্নসিংহাসনে শ্রীরাধিকা ছিলা এথা॥ শঙ্খচূড় বধের কারণ এথা হৈতে। যৈছে কৃষ্ণ বধে তা বিদিত ভাগবতে॥ এই দেখ পালিগ্রাম অপূর্ব্ব উদ্যান। পালিকা নামেতে যূথেশ্বরী বাসস্থান॥ ওই দেখ দূরে যমুনা অত গ্রামেতে। তথা বিলসয়ে কৃষ্ণ সখাগণ সাথে॥ ইন্দ্রধ্বজবেদী এই এথা নন্দরায়। করিতেন ইন্দ্রপূজা সর্ব্বলোকে গায়॥ এই দেখ কৃষ্ণ এথা করে গোচারণ।

বংশীস্থানে নিকটে আনয়ে ধেনুগণ॥ এ ঋণ মোচন পাপ মোচন আখ্যান। ঋণপাপ ঘুচে কুণ্ডদ্বয়ে কৈলে স্নান॥ এই দেখ সঙ্কর্ষণ কুণ্ড তেজোময়। এথা স্নান কৈলে মনোরথ সিদ্ধ হয়॥ এই পরাসৌলি গ্রাম দেখ শ্রীনিবাস। বসন্ত-সময়ে এথা করিলেন রাস॥ এই দেখ চন্দ্রসরোবর অনু-পম। এথা রাসাবেশে কৃষ্ণচন্দ্রের বিশ্রাম॥ দেখহ গন্ধর্ব্ব-কুণ্ড অতি রম্য স্থল। এথা কৃষ্ণ গুণগানে গন্ধর্ব্ব বিহ্বল॥ গোবর্দ্ধনে বসন্তরাসেতে রঙ্গ যত। পরম মধুর তা বর্ণিবে কেবা কত॥

তথাহি স্তবাবল্যাং গোবর্দ্ধনাশ্রয়দশকে॥

রাসে শ্রীশতবন্দ্য সুন্দরসখীবৃন্দাঞ্চিতা সৌরভ
ভ্রাজৎ কৃষ্ণরসাল বাহুবিলসৎকণ্ঠী মধৌ মাধবী।
রাধা নৃত্যতি যত্র চারু বলতে রাসস্থলী সা পরা
যস্মিন্ কঃ সুকৃতী তমুন্নতময়ে গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ॥

দেখ পৈঠ নামে গ্রাম অতি সুশোভিত। পৈঠ নাম হৈল যৈছে কহিয়ে কিঞ্চিৎ॥ রাসে কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হৈলা এই বনে। কৃষ্ণে অন্বেষণ করি ফিরে গোপীগণে॥ চতুর্ভুজ হৈয়া কৃষ্ণ সাক্ষাৎ হইল। রাই দৃষ্টে দুই ভুজ দেহে প্রবেশিল॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ॥

যথা নায়িকা প্রকরণে৫। ৬ শ্লোকৌ॥

ভুজাচতুষ্টয়ং কাপি নর্ম্মণা দর্শয়ন্নপি।
বৃন্দাবনেশ্বরীপ্রেম্না দ্বিভুজঃ ক্রিয়তে হরিঃ॥
রাসারম্ভবিধৌ নিলীয় বসতা কুঞ্জে মৃগাক্ষীগণৈ

দুর্ষ্টং গোপয়িতুং সমুদ্ধুরধিয়া যা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা।
রাধায়াঃ প্রণয়স্য হন্ত মহিমা যস্য শ্রিয়া রক্ষিতুং।
সা শক্যা প্রভবিষ্ণুনাপি হরিণা নাসীচ্চতুর্বাহুতা॥

দেহে * পৈঠে দ্বিভুজ এ কৌতুক অপার। এই হেতু পৈঠ নাম লোকেতে প্রচার॥ পৈঠগ্রাম আদি রম্য স্থান দেখাইয়া। গৌরীতীর্থে পণ্ডিত আইলা উলটিয়া॥ পণ্ডিত উল্লাসে কহে দেখ শ্রীনিবাস। এই গৌরীতীর্থে হয় অদ্ভুত বিলাস॥ গৌরীতীর্থে নীপ বৃক্ষরাজ মনোহর। নীপকুণ্ড দেখ এই পরম সুন্দর॥ এই আনিয়োর গ্রাম গিরিসন্নি-ধানে। এথা যে কৌতুক তা কহিতে কেবা জানে॥ নন্দা-দিক গোপ ইন্দ্রপূজা ত্যাগ করি। কৃষ্ণের কথায় পূজে গোবর্দ্ধন গিরি॥ বিবিধ সামগ্রী গোবর্দ্ধনে ভোগ দিলা। কৃষ্ণ এক রূপে তথা সকল ভুঞ্জিলা। মেঘ হৈতে গভীর বচন উচ্চারয়। আনিয়োর আনিয়োর বার বার কয়॥ গোপগোপী ভুঞ্জায়েন কৌতুক অপার। এই হেতু আনি-য়োর নাম সে ইহার॥ অন্নকূট স্থান এই দেখ শ্রীনিবাস। এস্থান দর্শনে পূর্ণ হয় অভিলাষ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে। ৭৫ শ্লোকঃ॥

ব্রজেন্দ্রবর্য্যার্পিত ভোগমুচ্চৈ
ধৃত্বা বৃহৎকায়মঘারিরুৎকঃ।
বরেণ রাধাং ছলয়ন্ বিভুঙ্‌ক্তে
যত্রান্নকূটং তদহং প্রপদ্যে॥

এই শ্রীগোবিন্দকুণ্ড মহিমা অনেক। এথা ইন্দ্র কৈল গোবিন্দের অভিষেক॥

* পৈঠে অর্থাৎ প্রবেশ করে।

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে। ৭৪ শ্লোকঃ ॥
নীচৈঃ প্রৌঢ়ভয়াৎ স্বয়ং সুরপতিঃ পাদৌ বিধৃত্যেহ যৈঃ
স্বর্গঙ্গাসলিলৈশ্চকার সুরভিদ্বারাভিষেকোৎসবং।
গোবিন্দস্য নবং গবামধিপতা রাজ্যে স্ফুটং কৌতুকা-
স্তৈর্যৎ প্রাদুরভূৎ সদা স্ফুরতু তদ্গোবিন্দকুণ্ডং দৃশোঃ ॥
এই শ্রীগোবিন্দকুণ্ড স্নানে ফল যত। পুরাণে প্রচার তাহা কে বর্ণিবে কত ॥
তথাহি মথুরাখণ্ডে ॥
যত্রাভিষিক্তো ভগবান্ মঘোনা যদুবৈরিণা।
গোবিন্দকুণ্ডং তজ্জাতং স্নানমাত্রেণ মোক্ষদং ॥
এথা শক্র কৃষ্ণে স্তুতি কৈল নানা মতে। বহুফল শক্র-তীর্থ স্নান তর্পণেতে ॥
তথাহি আদিবারাহে ॥
অন্নকূটস্য সান্নিধ্যে তীর্থং শক্রবিনির্ম্মিতং।
তস্মিন্ স্নানে তর্পণে চ শতক্রতুফলং লভেৎ ॥
কুণ্ডের নিকট দেখ নিবিড় কানন। এথাই গোপাল ছিলা হৈয়া সঙ্গোপন ॥ দাননির্ব্বর্ত্তন কুণ্ড দেখ এই খানে। এ অতি গোপন স্থান অন্যে নাহি জানে ॥
তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে। ৭৮ শ্লোকঃ ॥
নিভৃত মজনি যস্মাদ্দাননির্ব্বৃত্তি রশ্মি-
ম্নত ইদমভিধানং প্রাপ যত্তৎ সভায়াং।
রস বিমুখ নিগূঢ়ে তত্র তজ্‌জ্ঞৈকবেদ্যে
সরসি ভবতু বাসো দাননির্ব্বর্ত্তনেন ॥
মাধবেন্দ্র পুরী এথা ছিলা বৃক্ষতলে। গোপাল দিলেন

দেখা দুগ্ধদান ছলে ॥ গোপালের স্থান ওই দেখহ পর্ব্বতে। মধ্যে মধ্যে গোপালের স্থিতি গাঠুলিতে ॥ দেখহ অপ্সরাকুণ্ড গোবর্দ্ধন অন্তে। এথা স্নান করয়ে পরম ভাগ্যবন্তে ॥ এই দেখ পলাশের বৃক্ষ পুরাতন। শ্যামঢাক কহে লোকে এ অতি নির্জ্জন ॥ এত কহি আগে চলে মনের উল্লাসে। নিজ বাসস্থানে গিয়া কহে শ্রীনিবাসে ॥ এই মোর গোফা আমি রহিয়ে এথাই। দেখি গোবর্দ্ধন শোভা মহাসুখ পাই ॥ এই গোবর্দ্ধন গুহা অতি মনোহর। এথা রাধাকৃষ্ণ বিলসয়ে নিরন্তর ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে। ৬৫ শ্লোকঃ ॥

যেষাং ক্বাপি চ মাধবো বিহরতে স্নিগ্ধৈর্বয়স্যোৎকরৈ
স্তদ্ধাতু দ্রবপুঞ্জচিত্রিততরৈস্তৈস্তৈঃ স্বয়ং চিত্রিতঃ।
খেলাভিঃ কিল পালনৈরপি গবাং কুত্রাপি নর্ম্মোৎসবৈঃ
শ্রীরাধা সহিতো গুহাসু রমতে তান্ শৈলবর্য্যান্ ভজে ॥৪০॥

দেখ ঐরাবত পদ চিহ্ন ইন্দ্র এথা। কহিলেন কৃষ্ণের অদ্ভুত কৃপা কথা ॥ দেখহ সুরভিকুণ্ড মহিমা অপার। এথা নানা কৌতুক কহিতে সাধ্য কার ॥ দেখ রুদ্রকুণ্ড শোভা নির্জ্জন কাননে। এথা মহাদেব মগ্ন হৈলা কৃষ্ণধ্যানে ॥ এই যে কদমখণ্ডি কৃষ্ণ এই খানে। চাহি রহে রাধিকা গমনপথ পানে ॥ অহে শ্রীনিবাস এই দানঘাটি স্থান। রসিকেন্দ্র কৃষ্ণ এথা সাধে গব্য দান ॥ এই খানে শ্রীচৈতন্য সঙ্গের বিপ্রেরে। জিজ্ঞাসেন দান প্রসঙ্গাদি ধীরে ধীরে ॥ দান প্রসঙ্গাদি বিপ্র কহিল বিবরি। শুনি হর্ষে মন্দ হাসে গৌরহরি ॥ প্রেমাবেশে করি হরি দেবের

দর্শন। করয়ে অদ্ভুত নৃত্য দেখে সর্ব্বজন॥ প্রেমে মত্ত লোক নেত্রে বহে অশ্রুধার। সবে কহে এই হরি দেব অবতার॥ যৈছে প্রভু আপনা প্রকাশে গোবর্দ্ধনে। অহে শ্রীনিবাস তা বর্ণিতে কেবা জানে॥ দানঘাট পরম নির্জ্জন স্থান হয়। দানঘাট নাম কেহ কৃষ্ণবেদী কয়॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে। ৭৭ শ্লোকঃ॥

ঘট্টক্রীড়া কুতকিতমনা নাগরেন্দ্রো নবীনো
দানী ভূত্বা মদননৃপতের্গব্যদান চ্ছলেন।
যত্র প্রাতঃ সখিভিরভিতো বেষ্টিতঃ সংরুরোধ
শ্রীগান্ধর্ব্বাং নিজগণবৃতাং নৌমি তাং কৃষ্ণবেদীং॥

এথা দান লীলার উপমা নাহি দিতে। বর্ণিল শ্রীরূপ দানকেলিকৌমুদীতে॥ এই দেখ ব্রহ্মকুণ্ড মহিমা অপার। চারিপার্শ্বে তীর্থ চারু পুরাণে প্রচার॥

তথাহি মথুরাখণ্ডে॥

অত্র জাতং ব্রহ্মকুণ্ডং ব্রহ্মণা তোষিতো হরিঃ।
ইন্দ্রাদি লোকপালানাং জাতানিচ সরাংসিচ॥

আদি বারাহে॥

হ্রদং তত্র মহাভাগে দ্রুম গুল্ম লতা যুতং।
চত্বারি তত্র তীর্থানি পুণ্যানি চ শুভানি চ॥
ইন্দ্রং পূর্ব্বেণ পার্শ্বেন যমতীর্থন্তু দক্ষিণে।
বারুণং পশ্চিমে তীর্থং কুবেরং চোত্তরেণ তু।
তত্র মধ্যে স্থিতশ্চাহং ক্রীড়য়িষ্যে যদৃচ্ছয়া॥

দেখহ মানসগঙ্গা শ্রীকৃষ্ণ এথায়। নৌকা বিহারাদি করে আনন্দ হিয়ায়॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে। ৬৪ শ্লোকঃ॥

গান্ধর্ব্বিকা মুরবিমর্দ্দননৌবিহার
লীলাবিনোদরস নির্ভর ভোগিমূলে ।
গোবর্দ্ধনোজ্জ্বলশিলাকুল মুন্নয়ন্তী
বীচীভরৈরবতু মানসজাহ্নবী মাং ॥

শ্রীমানসগঙ্গাবারি পরম নির্ম্মল। কে কহিতে পারে এথা যৈছে স্নান ফল ॥ এত কহি হরিদেবে দর্শন করিয়া। গোবর্দ্ধন মহিমা কহয়ে হর্ষ হৈয়া ॥ অহে শ্রীনিবাস গোবর্দ্ধনানন্দময়। মথুরা হইতে অষ্ট ক্রোশ পথ হয় ॥ মথুরা-পশ্চিম ভাগ গোবর্দ্ধন ক্ষেত্র। বিষম সংসার দুঃখ যায় দৃষ্টিমাত্র ॥ মানসগঙ্গায় স্নান করে যেই জন। গোবর্দ্ধনে হরিদেবে করয়ে দর্শন ॥ অন্নকূট গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করে। তার গতাগতি কভু না হয় সংসারে ॥ এই গোবর্দ্ধন কৃষ্ণ বাম করে ধরি। ব্রজ রক্ষা কৈল ইন্দ্র গর্ব্বচূর্ণ করি ॥ গোবর্দ্ধনে কৃষ্ণের সুখের নাই সীমা। বিবিধ প্রকারে গায় পুরাণে মহিমা ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

অস্তি গোবর্দ্ধনং নাম ক্ষেত্রং পরম দুর্ল্লভং ।
মথুরাপশ্চিমে ভাগে অদূরাদ্যোজনদ্বয়ং ॥
অন্নকূটং ততঃ প্রাপ্য কুর্য্যাদস্য প্রদক্ষিণং ।
ন তস্য পুনরাবৃত্তি র্দেবি সত্যং ব্রবীমিতে ॥
স্নাত্বা মানসগঙ্গায়াং দৃষ্ট্বা গোবর্দ্ধনে হরিং ।
অন্নকূটং পরিক্রম্য কিং জনঃ পরিতপ্যতে ॥
ইন্দ্রস্য বর্ষতোহত্যর্থং গবাং পীড়াকরং জলং ।
তাসাং সংরক্ষণার্থায় ধৃতো গিরিবরোময়া ॥

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে ॥
গোবর্দ্ধনশ্চ ভগবান্ যত্র গোবর্দ্ধনো ধৃতঃ।
রক্ষিতা যাদবাঃ সর্ব্বে ইন্দ্রবৃষ্টিনিবারণাৎ ॥
অহো গোবর্দ্ধনং বিষ্ণুর্যত্র তিষ্ঠতি সর্ব্বদা।
তত্র ব্রহ্মা শিবো লক্ষ্মীর্বসত্যেব ন সংশয়ঃ ॥
আদিবারাহে ॥
গোবর্দ্ধনং পরিক্রম্য দৃষ্ট্বা দেবং হরিং প্রভুং।
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ঃ ॥

অহে শ্রীনিবাস গোবর্দ্ধন সন্নিধানে। ছিলা এক বিপ্র অর্থবন্ত সবে জানে ॥ তেহোঁ সদা বিহ্বল বলাই চাঁদে প্রীত। নিরন্তর চিন্তে বলরামের চরিত ॥ অবশ্য দিবেন দেখা দঢ়াইয়া মনে। করয়ে ভ্রমণ এই গোবর্দ্ধন বনে ॥ বিপ্রের সৌভাগ্য কিছু কহনে না যায়। অকস্মাৎ হৈল আজ্ঞা মিলিব তোমায় ॥ নিত্যানন্দ রাম প্রিয়ভক্তের কারণে। তীর্থ পর্য্যটন রঙ্গে আইলা গোবর্দ্ধনে ॥ এথাই রহিলা আসি দেখিয়া নির্জ্জন। সর্ব্বচিত্তাকর্ষে মূর্ত্তি কন্দর্প মোহন ॥ দূরে দেখি সেই বিপ্র চিন্তে মনে মনে। কোথা হৈতে অবধূত আইলা এখানে ॥ করিল বিপিন আলো অঙ্গের ছটায়। এ নহে মনুষ্য মাত্র মনুষ্যের প্রায়। হবে মনোরথসিদ্ধি ইহার কৃপাতে ॥ এত বিচারিয়া বিপ্র নারে স্থির হৈতে ॥ দধি দুগ্ধ ছেনা নবনীত আদি লৈয়া। প্রভু আগে আসি কিছু কহে প্রণমিয়া ॥ অহে অবধূত মোর এই নিবেদন। কৃপা কর দেখি যেন রোহিণীনন্দন ॥ কর অঙ্গীকার মুঞি যে কিছু আনিল। শুনি প্রভু হাসি মহাকৌতুকে ভুঞ্জিল ॥

অবশেষ . লৈয়া বিপ্র নিজস্থানে গেলা। করিতে ভক্ষণ প্রেমে বিহ্বল হইলা॥ পুন আর প্রভু আগে যাইতে নারিল। প্রায় সন্ধ্যা সময়েতে নিদ্রা আকর্ষিল॥

স্বপ্নচ্ছলে প্রভু নিত্যানন্দ দেখা দিলা। দেখি অবধূত-চন্দ্রে বিপ্র হর্ষ হৈলা॥ বলদেব মূর্ত্তি প্রভু হৈলা সেই ক্ষণে। বিপ্র লোটাইয়া পড়ে প্রভুর চরণে॥ কিবা বলদেব মূর্ত্তি ভুবন মোহন। ঝল মল করে অঙ্গে নানা আভরণ॥ বিপ্রে অনুগ্রহ করি অদর্শন হৈতে। নিদ্রা ভঙ্গ হৈল বিপ্র চাহে চারি ভিতে॥ যথা প্রভু অবধূতে করিলা দর্শন। তথাই চল য়ে শীঘ্র স্থির নহে মন॥ হৈল দৈববাণী ধৈর্য্য ধরহ এখনে। এথাহৈতে যাবে তথা রজনি বিহানে॥ শুনি বিপ্র মনে মনে করয়ে বিচার। হইল সফল আশা যে ছিল আমার॥ পাইনু প্রভুরে এবে না দিব ছাড়িয়া। ঘুচাইব এই বেশ চরণে পড়িয়া॥ রজনি প্রভাতে আনাইয়া স্বর্ণকার। পরাইব প্রভুরে বিবিধ অলঙ্কার॥ এত কহিতেই নিদ্রা কৈল আক-র্ষণ। স্বপ্নচ্ছলে নিত্যানন্দ দিলা দরশন॥ বিবিধ ভূষণেতে ভূষিত কলেবর। দেখি বিপ্ররাজ স্তুতি করয়ে বিস্তর॥ প্রভু অন্তর্দ্ধান হৈলে নিদ্রা ভঙ্গ হৈল। প্রাতে প্রভু আগে গিয়া সব জানাইল॥ মন্দ মন্দ হাসি প্রভু বিপ্র করে ধরি। জানাইলা সর্ব্ব তত্ত্ব অনুগ্রহ করি॥ বিপ্র প্রতি কহে পুন মধুর বচনে। অলঙ্কার পরাইতে করিয়াছ মনে॥ বিপ্র কহে যে দেখিনু প্রভুর ভূষণ। তা সম নির্ম্মাণ করে কে আছে এমন॥ ভক্তাধীন প্রভু কহে কত দিন পরে। অবশ্য ভূষিত হব নানা অলঙ্কারে॥ এবে এ অপূর্ব্ব গোবর্দ্ধনের

শিলায়। স্বর্ণ বদ্ধ করি দেহ রাখিব গলায়॥ স্বর্ণ বদ্ধ করি বিপ্র শিলা দিলা আনি। রাখিলা গলায় অবধৌত শিরোমণি॥ ব্রহ্মাদি দুর্ল্লভ নিত্যানন্দের এ লীলা। ইহা অন্যে প্রকাশিতে বিপ্রে নিষেধিলা॥ ভক্তপ্রীতে কিছু দিন রহিলা এখানে। মিলয়ে দুর্ল্লভ প্রীত এ স্থান দর্শনে॥ এই চক্রতীর্থ দেখ অহে শ্রীনিবাস। ইহার কৃপাতে পূর্ণ হয় অভিলাষ॥ চক্রতীর্থ পরম প্রসিদ্ধ গোবর্দ্ধনে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের দোলা ক্রীড়া এই খানে॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে। ৮৯। ৮০ শ্লোকৌ॥

সীরি ব্রহ্ম কদম্বখণ্ড সুমনো রুদ্রাপ্সরো গৌরিকা-
জ্যোৎস্নামোক্ষণ মাল্যহারবিবুধারীন্দ্রধ্বজাদ্যাখ্যয়া।
যানি শ্রেষ্ঠ সরাংসি ভান্তি পরিতো গোবর্দ্ধনাদ্রেরমূ-
নীড়ে চক্রকতীর্থ দৈবত গিরি শ্রীরত্ন পীঠান্যপি॥
অহো দোলাক্রীড়া রসবর ভরোৎ ফুল্লবদনৌ
মুহুঃ শ্রীগান্ধর্ব্বা গিরিবরধরৌ তৌ প্রতিমধু।
সখীবৃন্দং যত্র প্রকটিতমুদান্দোলয়তি তৎ
প্রসিদ্ধং গোবিন্দ স্থলমিদমুদারং বত ভজে॥

অহে শ্রীনিবাস শ্রীগোস্বামী সনাতনে। চক্রতীর্থ আজ্ঞা কৈল রহিতে এখানে॥ এথা বাস কৈল অতি উল্লাস অন্তরে। এই দেখ তাঁর কুটী বনের ভিতরে॥ প্রতিদিন গোবর্দ্ধন পরিক্রমা তাঁর। ভ্রময়ে দ্বাদশ ক্রোশ ঐছে শক্তি কার॥ বৃদ্ধকালে মহাশ্রম দেখি গোপীনাথ। গোপবালকের ছলে হইলা সাক্ষাত॥ সনাতন তনু ঘর্ম্ম নিবারি যতনে। অশ্রুযুক্ত হৈয়া কহে মধুর বচনে॥ বৃদ্ধকালে এত শ্রম করিতে

নারিবা।" অহে স্বামি যে কহি তা অবশ্য মানিবা॥ সনাতন কহে কহ মানিব জানিয়া। শুনি গোপ গোবর্দ্ধনে চড়িলেন গিয়া॥ নিজ পদ চিহ্ন গোবর্দ্ধন শিলা আনি। সনাতনে কহে পুন সুমধুর বাণী॥ অহে স্বামি লহ এই কৃষ্ণপদচিন। আজি হৈতে করিবে ইহার প্রদক্ষিণ॥ সব পরিক্রমা সিদ্ধ হইব ইহাতে। এত কহি শিলা আনি দিলেন কুটীতে॥ শিলা সমর্পিয়া কৃষ্ণ হৈলা অদর্শন। বালকে না দেখি ব্যগ্র হৈল সনাতন॥ সনাতনে ব্যাকুল দেখিয়া অদৃশ্যেতে। নিজ পরিচয় দিলা বিহ্বল স্নেহেতে॥ সনাতন নিজনেত্রজলে সিক্ত হৈলা। করি কত খেদ চিত্তে ধৈর্য্যাবলম্বিলা॥ সনাতন প্রেমাধীন ব্রজেন্দ্র কুমার। এই পুষ্পবনে করে বিবিধ বিহার॥ শ্রীরাধিকা আইসেন সখীগণ সনে। তা সবারে আগুসরি আনে এই খানে॥ মানসী গঙ্গার এই ঘাটে নৌকা লইয়া। করেন সবারে পার নাবিক হইয়া॥ শ্রীরাধিকা সহ এথা অদ্ভুত বিলাস। ললিতাদি সখী পূর্ণ কৈলা অভিলাষ॥

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং গোবর্দ্ধনাশ্রয়দশকে॥৬শ্লোকঃ॥

যস্যাং মাধব নাবিকো রসবতী মাধায় রাধাং তরৌ
মধ্যে চঞ্চল কেলিপাত বলনাত্রাসৈঃ স্তুবত্যাস্ততঃ।
স্বাভীষ্টং পণমাদদে বহতি সা যস্মিন্ মনোজাহ্নবী
কস্তং তন্নব দম্পতীপ্রতিভুবং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ॥

এই সোঁকরাই গ্রামে কৌতুক বাড়িল। সখীগণ কৃষ্ণেরে শপথ করাইল॥ শপথ করিয়া কৃষ্ণ কহে বার বার। শ্রীরাধিকা বিনু কভু না জানিয়ে আর॥ অহে শ্রীনিবাস এই সখিস্থলী গ্রাম। চন্দ্রাবলীস্থিতি এবে সখিথরা নাম॥

এই দেখ উদ্ধব বসিয়া এই খানে। কৃষ্ণকথা কহে দ্বারকার প্রিয়াগণে॥ এই গোবর্দ্ধন পাশে কৃষ্ণ মহারঙ্গে। খেলয়ে বিবিধ খেলা গোপগণ সঙ্গে॥ দেখ রামকৃষ্ণ দুই ভাই এই খানে। বসিলেন বেষ্টিত হইয়া সখাগণে॥ এত কহি পণ্ডিত লইয়া শ্রীনিবাসে। রাধাকুণ্ড তীরে গেলা মনের উল্লাসে॥ শ্রীগোবিন্দঘাট গোবিন্দের প্রিয় অতি। তথা স্নান করি কহে শ্রীনিবাস প্রতি॥ অহে শ্রীনিবাস এই বৃক্ষের তলায়। হইল যে রঙ্গ তাহা কহিয়ে তোমায়॥ একদিন সনাতন গোবর্দ্ধন হৈতে। এথা আইলা রূপ রঘু-নাথেরে দেখিতে॥ শ্রীরূপগোস্বামী পদ্য করয়ে রচনা। বেণীর উপমা দিল ব্যালাঙ্গনা ফণা॥ সনাতন গোস্বামী দেখিয়া কিছু কয়। দিলা এ উপমা ইহা হয় বা না হয়॥ এত কহি আসিয়া নামিলা কুণ্ডজলে। দেখয়ে বালিকাগণ খেলে বৃক্ষতলে॥ বালিকা মস্তকে বেণী পিঠেতে লোটায়। সনাতন দেখে সর্প ভ্রম হৈল তায়॥ বালিকার প্রতি কহে অতিব্যগ্র হৈয়া। মাথায় চড়য়ে সর্প পৃষ্ঠদেশ দিয়া॥ অবোধ বালিকাগণ হও সাবধান। এত কহি নিবারিতে করিলা পয়ান॥ সনাতনে অতিশয় ব্যাকুল দেখিয়া। অন্তর্দ্ধান হৈলা সবে ঈষৎ হাসিয়া॥ সনাতন বিহ্বল হইলা এই খানে। স্থির হইয়া গেলা রূপ গোস্বামির স্থানে॥ রূপে কহে যে লিখিলা সেই সত্য হয়। শ্রীরূপ জানিল সনাত-নের হৃদয়॥ মনের আনন্দে শ্রীগোস্বামী সনাতন। কতক্ষণ রহিয়া গেলেন গোবর্দ্ধন॥ শ্রীরূপ গোস্বামীহ গেলেন বৃন্দা-বনে। কহি কিছু আসিয়া ছিলেন যে কারণে॥ ললিত-

মাধব বিপ্রলম্ভ সীমা যাতে। পূর্ব্বে দিয়া ছিলা রঘুনাথে আস্বাদিতে॥ গ্রন্থ পাঠে রঘুনাথ দিবানিশি কাঁন্দে। হইল উন্মাদ দুঃখে ধৈর্য্য নাহি বান্দে॥ কভু দূরে রহে গিয়া গ্রন্থ পরিহরি। কভু ভূমে পড়ি রহে গ্রন্থ বক্ষে করি॥ খেনে খেনে নানা দশা হয় উপস্থিত। সবে চিন্তা যুক্ত যবে হয়েন মূর্চ্ছিত॥ শ্রীরূপ গোস্বামী মনে ঔষধ বিচারি। দানকেলি-কৌমুদী বর্ণিলা শীঘ্র করি॥ রঘুনাথে কহে ইহা কর আস্বাদন। পূর্ব্ব গ্রন্থ দেহ মোরে করিব শোধন॥ রঘুনাথ গ্রন্থরত্ন ছাড়িতে না পারে। শোধন করিব শুনি দিলা শ্রীরূপেরে॥ দানকেলি পাঠে রঘুনাথ বিজ্ঞবর। সুখের সমুদ্রে মগ্ন হৈলা নিরন্তর॥ সনাতন রূপ রঘুনাথ রীত যত। অহে শ্রীনিবাস তা কহিব আমি কত॥ এত কহি পণ্ডিত লইয়া শ্রীনিবাসে। চলিলা বাসায় অতি মনের উল্লাসে॥ রাধাকুণ্ড নিকট আছয়ে যে যে স্থান। সে সব দর্শনে শীঘ্র করিলা পয়ান॥ শ্রীনিবাস প্রতি কহে রাঘব পণ্ডিত। এই নিমগ্রাম নাম ঐছে এ বিদিত॥ গোবর্দ্ধন হৈতে সবে নির্গত হইয়া। প্রাণাধিক নির্ম্মঞ্ছিল কৃষ্ণ মুখ চায়া॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে॥ ৪৩শ্লোকঃ॥

প্রাণেভ্যোঽপ্যধিক প্রিয়ৈরপি পরং পুত্রৈর্মুকুন্দস্য যাঃ
স্নেহাৎ পাদসরোজ যুগ্মবিগলৎ ঘর্ম্মস্থ বিন্দোঃ কণং।
নির্ম্মঞ্ছ্যোরু শিখণ্ডসুন্দরশির শ্চুম্বন্তি গোপ্যশ্চিরং
তাসাং পাদরজাংসি সন্ততমহং নির্ম্মঞ্ছয়ামি স্ফুটং॥

দেখহ পাটল গ্রাম এথা সখী সঙ্গে। পাটল পুষ্প চয়ন করেন রাই রঙ্গে॥ এই ডেরাবলি গ্রাম যঠীবরা হৈতে।

এথা ডেরা কৈলা নন্দ নন্দীশ্বর যাইতে॥ এই কুঞ্জে নবা গ্রাম দেখহ অগ্রেতে। শ্রীকুণ্ডের কুঞ্জ সীমা হয় এথা হৈতে॥ এবে লোক কহয়ে কুঞ্জেরা নামে গ্রাম। এথা রাধা-কৃষ্ণের বিলাস অনুপম॥ এই সূর্য্যকুণ্ডগ্রাম মোরনাখ্যা হয়। দেখ সূর্য্য বিগ্রহ বিপিনে সূর্য্যালয়॥ সখী সহ সূর্য্য পূজে রাই মহাসুখে। কৃষ্ণ পুরোহিত হৈয়া পূজায় কৌতুকে॥ কৃষ্ণে প্রীতি দাতা এই সূর্য্য দয়াময়। কহিতে কি মহিমা কে বা না আরাধয়॥

তথাহি॥

যমুনাজনকং সূর্য্যং সর্ব্বরোগাপহারকং।
মঙ্গলালয়রূপং তং বন্দে কৃষ্ণরতিপ্রদং॥

এই আগে দেখহ কেওনাই নামে গ্রাম। এথা রাই বিহনে ব্যাকুল ঘনশ্যাম॥ কেওনা আই শ্রীকৃষ্ণ দূতীরে পুছয়। এ হেতু কেওনাই এবে কোনাই কহয়॥ হোরো দেখ ভদাঅর নাম গ্রাম হয়। এই খানে ভদ্রা যূথেশ্বরী বিলসয়॥ ওই দেখ মগহেরা গ্রাম ওই খানে। কৃষ্ণের গমন পথ হেরে সর্ব্বজনে॥ যে রূপ ব্যাকুল সবে কহিল না হয়। এবে লোকে মঘেরা ইহার নাম কয়॥ ঐছে আর নানা লীলা স্থান দেখাইয়া। আইলেন রাধাকুণ্ডে উল্লাসিত হৈয়া॥ এ সকল দর্শন শ্রবণে যার রতি। অনায়াসে ঘুচে তার দারুণ দুর্গতি॥ সে দিবস রাধাকুণ্ড তটেই রহিলা। কৃষ্ণ কথায় সে নিশা প্রভাত করিলা॥ ঐছে পরিক্রমা করি গোবর্দ্ধন দিয়া। গেলেন গাঠুলি গ্রামে উল্লসিত হৈয়া॥ রাঘব পণ্ডিত শ্রীনিবাস প্রতি কয়। কহিয়ে গাঠুলি গ্রাম

নাম যৈছে হয়॥ এথা হোলি খেলি দোঁহে বৈসে সিংহাসনে। সখী দুহুঁ বস্ত্রে গাঁঠি দিলা সঙ্গোপনে॥ সিংহাসন হৈতে দোঁহে উঠিলা যখন। দেখয়ে বসনে গাঁঠি হাসি সখীগণ॥ হইলা কৌতুক অতি দোঁহে লজ্জা পাইলা। ফাগুয়া লইয়া কেহ গাঁঠি খুলি দিলা॥ এ হেতু গাঠুলি এ গুলাল কুণ্ড জলে। এবে ফাগু দেখে লোক বসন্তের কালে॥ এত কহি গোপালের দর্শনে চলিলা। দেখি গোপালের সৌন্দর্য্যাধৈর্য্য হইলা॥ বিট্ঠলের সেবা কৃষ্ণচৈতন্যবিগ্রহ। তাহার দর্শনে হৈল পরম আগ্রহ॥ শ্রীবিট্ঠল নাথ ভট্ট বল্লভতনয়। করিলা যতেক প্রীতি কহিল না হয়॥ মধ্যে মধ্যে গোপালের গাঠুলিতে বাস। সর্ব্বমতে পূর্ণ করে ভক্ত অভিলাষ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসির শিরোমণি। যাঁর তীর্থপর্য্যটনে ধন্য এ ধরণি॥ মথুরা শ্রীবৃন্দাবন কুণ্ড গোবর্দ্ধনে। যে লীলা প্রকাশে তা দেখয়ে ভাগ্যবানে॥ ভক্ত ভাবে প্রভু না লঙ্ঘয়ে গোবর্দ্ধন। ইচ্ছা হৈল গোপালের করিতে দর্শন॥ গাঠুলী গ্রামে গোপাল আইলা ছল করি। তাঁরে দেখি নৃত্য গীতে মগ্ন গৌরহরি॥ শ্রীমহাপ্রভুর অলৌকিক প্রেমাবেশ। দেখিতেই কারু না রহিল ধৈর্য্য লেশ॥ সে সময়ে গোপালের সেবা অধিকারী। সেই দুই বিপ্র যারে শিষ্য কৈলা পুরী॥ মাধবেন্দ্র কৃপাতে গৌড়িয়া বিপ্র দ্বয়। বৈরাগ্যে প্রবল প্রেমভক্তি রসময়॥ কহিতে কি সে দুই বিপ্রের অদর্শনে। কথোদিন সেবে কোন ভাগ্যবন্ত জনে॥ শ্রীদাসগোস্বামী আদি পরামর্শ করি। শ্রীবিট্ঠলেশ্বরে কৈলা সেবা অধিকারী॥ পিতা শ্রীবল্লভভট্ট

তাঁর অদর্শনে। কথোদিন মথুরায় ছিলেন নির্জ্জনে॥ পরম বিহ্বল গৌরচন্দ্রের লীলায়। সদা সাবধান এবে গোপাল সেবায়॥ গোপালের গুণ কহি রাঘব পণ্ডিত। গাঠুলি হইতে চলে হৈয়া উল্লসিত॥ কথো দূরে গিয়া শ্রীনিবাস প্রতি কয়। এই দেখ রেহেজ নামেতে গ্রাম হয়॥ এথা ইন্দ্র অতি হীন মানি আপনায়। কৃষ্ণ আগে যান করি সুরভি সহায়॥ আর এই লীলাস্থলী অতি তেজোময়। দেখ দেবশীর্ষস্থান কুণ্ড সুশোভয়॥ সখা সহ দেখিয়া কৃষ্ণের গোচারণ। এথা মহাহর্ষে স্তুতি কৈলা দেবগণ॥ দেখ মুনিশীর্ষস্থান কুণ্ড সুমাধুরী। এথা কৃষ্ণে পাইলা মুনিগণ তপ করি॥ এই দেখ রামকৃষ্ণ এ সকল স্থানে। সখা সহ নানা ক্রীড়া কৈলা গোচারণে॥ এই প্রমোদনা গ্রামে কৃষ্ণ কুতূহলে। দিলেন প্রমোদ ব্রজসুন্দরী সকলে॥ এই হেতু প্রমোদনা নাম গ্রাম হয়। এবে পরমাদনা সকল লোকে কয়॥ এই সেতু কন্দরা পরম রম্য স্থান। দেখ আদি বদ্রি-নারায়ণ কৃপাবান্॥ পরম অপূর্ব্ব সেবা বনের ভিতর। গন্ধ শিলা রসিয়া পর্ব্বত মনোহর॥ এথা কৃষ্ণ আনি নন্দাদিক গোপগণে। খেদ দূর কৈল দেখাইয়া নারায়ণে॥ এই আগে দেখ শুদ্ধ কদম্বকানন। এথা সুখে মগ্ন রাধাকৃষ্ণ সখীগণ॥ বিবিধ প্রকার ক্রীড়া করে এই খানে। রচিয়া ঝুলনারঙ্গে ঝুলয়ে শ্রাবণে॥ এই ইন্দ্রোলিতে ইন্দ্র মগ্ন কৃষ্ণধ্যানে। এবে গ্রাম ইঁদরোলি কহে সর্ব্বজনে॥ অহে শ্রীনিবাস এই দেখ সন্নিধান। কনোআরো গ্রাম কণ্বমুনি তপ স্থান॥ এই দেখ সর্ব্ববনোত্তম কাম্যবন। বিষ্ণুলোকে

পূজ্য এথা করিলে গমন ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

চতুর্থং কাম্যকবনং বনানাং বনমুত্তমং।

তত্র গত্বা নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥

সর্ব্বকাম ফলপ্রদ কাম্যবন হয়। যথা তথা কৈলে স্নান সর্ব্ব দুঃখ ক্ষয় ॥

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে ॥

ততঃ কাম্যবনং রাজন্ যত্র বাল্যে স্থিতো ভবান্।

স্নান মাত্রেণ সর্ব্বেষাং সর্ব্বকামফলপ্রদং ॥

এই কাম্যবনে কৃষ্ণ লীলা মনোহর। করিবে দর্শন স্থান কুণ্ড বহুতর ॥ অহে শ্রীনিবাস দেখ বিষ্ণুসিংহাসন। শ্রীচরণ কুণ্ড এথা ধুইল চরণ ॥ কি বলিব অহে এই স্থানের মহিমা। ব্রহ্মাদি বর্ণিয়া যার নাহি পায় সীমা ॥ দেখ মহা তেজোময় শিব কামেশ্বর। গরুড়আসনস্থান অতি মনোহর ॥ এই ধর্ম্মকুণ্ড ধর্ম্মরূপে নারায়ণ। এথা বিলসয়ে শোভা না হয় বর্ণন ॥ এইত বিশোকা নাম বেদী সবে জানে। পঞ্চপাণ্ডবের কুণ্ড দেখ এই খানে ॥ এই মণিকর্ণিকা সকল লোকে গায়। বিশ্বনাথ প্রভাবাদি অনেক এথায় ॥ এ বিমল কুণ্ড স্নানে সর্ব্ব পাপ ক্ষয় ॥ এথা প্রাণত্যাগে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয় ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

বিমলস্য চ কুণ্ডে চ সর্ব্বং পাপং প্রমুচ্যতে।

যস্তত্র মুঞ্চতি প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি ॥

বিমলকুণ্ডের কথা কহা নাহি যায়। এথা শ্রীবিমলাদেবী

রহেন সদায়॥ দেখহ যশোদাকুণ্ড পরম নির্ম্মল। এথা গোচারয়ে কৃষ্ণ হইয়া বিহ্বল॥ দেখহ নারদকুণ্ড নারদ এখানে। হৈল মহা অধৈর্য্য কৃষ্ণের লীলা গানে॥ এই যে কামনাকুণ্ড জানে সর্ব্ব জনা। এথা পূর্ণ হয় সব মনের কামনা॥ এই সেতুবন্ধকুণ্ড ইথে বহু কথা। সমুদ্র বন্ধন লীলা কৈল কৃষ্ণ এথা॥ এই লুকলুকানী মিচলি স্থান হয়। এথা রাধাকৃষ্ণের বিলাস অতিশয়॥ মিচলীর অর্থ নেত্র মুদ্রিত এখানে॥ লুকলুকানিতে সুখ বাঢ়ে লুকায়নে॥ লুকলুকানী মিচলীকুণ্ড সুশোভয়। এ অতি নিবিড় বন অন্ধকার ময়॥ দেখ কাশীকুণ্ড গয়া প্রয়াগ পুষ্কর। গোমতী দ্বারকাকুণ্ড নির্জ্জন সুন্দর॥ এই তপকুণ্ড মুনি তপস্যার স্থান। এই ধ্যান-কুণ্ড কৃষ্ণ কৈলা রাধাধ্যান॥ শ্রীচরণচিহ্ন দেখ পর্ব্বত উপরে। এই ক্রীড়াকুণ্ডে কৃষ্ণ জলক্রীড়া করে॥ শ্রীদামাদি পঞ্চ গোপকুণ্ড মনোহর। ঘোষরাণীকুণ্ড এই পরম সুন্দর॥ ঘোষরাণী যশোধর গোপের দুহিতা। গোপরাজা কন্যার বিবাহ দিলা এথা॥ দেখহ বিহ্বলকুণ্ড রাই এই খানে। হইলা বিহ্বল কৃষ্ণ মুরলীর গানে॥ এই শ্যামকুণ্ড এথা শ্যাম রসময়। রাধিকার পথ পানে নিরখিয়া রয়॥ শ্রীললিতাকুণ্ড এ বিশাখাকুণ্ড নাম। এথা দোঁহে পূর্ণ কৈলা কৃষ্ণ মন-স্কাম॥ দেখ মানকুণ্ড রাধা মানিনী এথায়। মানভঙ্গ কৈল কৃষ্ণ কৌতুক কথায়॥ এ মোহিনীকুণ্ডে কৃষ্ণ মোহিনী হইলা। যে মোহিনীরূপে সুধা প্রদান করিলা॥ দেখ এ দোহনীকুণ্ড গোদোহন স্থান। বলভদ্রকুণ্ড এই ব্রহ্মার নির্ম্মাণ॥ এই সূর্য্যকুণ্ড কৃষ্ণকুণ্ড সন্নিধানে। কৃষ্ণে স্তুতি

কৈলা সূর্য্য রহি এই খানে॥ চন্দ্রসেন পর্ব্বতে এ পিছলিনী শিলা। এথা সখা সহ কৃষ্ণ খেলে এই খেলা॥ ভঙ্গিতে বসিয়া খর্ব্ব পর্ব্বত উপরে। পিছলি নাময়ে ঐছে পুনঃ পুনঃ করে॥ দেখ গোপিকারমণ কাম সরোবর। কে বর্ণিব এথা যে বিলাস মনোহর॥

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে॥

তত্র কামসরো রাজন্ গোপিকারমণং সরঃ।

তত্র তীর্থসহস্রাণি সরাংসি চ পৃথক্ পৃথক্॥

এই কাম সরোবর মহাসুখময়। কামসরোবরে কাম সাগর কহয়॥ দেখহ সুরভিকুণ্ড শোভা অতিশয়। গোগোপ সহিত কৃষ্ণ এথা বিলসয়॥ এই চতুর্ভুজকুণ্ড পরম নির্জ্জন। এথা যে কৌতুক তাহা না হয় বর্ণন॥ দেখহ ভোজনস্থলী কৃষ্ণ এই খানে। করিলেন ভোজন কৌতুকে সখা সনে॥ দেখহ বাজনশিলা অহে শ্রীনিবাস। এথা নানা বাদ্যে হয় সবার উল্লাস॥ পরশুরামস্থিতিস্থান করহ দর্শন। এথা সিংহাসনে বসিলেন নারায়ণ॥ এ সন্তনকুণ্ড বেদকুণ্ড দামোদর। এ গন্ধর্ব্বকুণ্ড পৃথূদক কুণ্ডবর॥ দেখহ অযোধ্যাকুণ্ড পরম নির্জ্জন। বিস্তারিতে নারি এ কুণ্ডের বিবরণ॥ শ্রীনৃসিংহকুণ্ড দেখ অর্ঘ্যকুণ্ড আর। এ মধুসূদনকুণ্ড মহিমা প্রচার॥ রোহণীকুণ্ড গোপাল কুণ্ড গোদাবরী। দেখহ দেবকীকুণ্ড অপূর্ব্ব মাধুরী॥ চৌর্য্যখেলা স্থান এ পর্ব্বতে ব্যোমাসুরে। বধিলা কৌতুকে কৃষ্ণ এই গোফা দ্বারে॥ দেখহ প্রহ্লাদকুণ্ড লক্ষ্মীকুণ্ড আর। কাম্যবনে যত তীর্থ লেখা নাই তার॥ কৃষ্ণক্রীড়া স্থান এই পর্ব্বত উপর। এথা

হৈতে দেখ চতুর্দ্দিক্ মনোহর॥ ওই ধুলাউড়াগ্রাম দেখ শ্রীনিবাস। ওথা গাভীপদরেণু ব্যাপিল আকাশ॥ উধা-নামে গ্রাম ওই সর্ব্ব লোকে কয়। ওথা রহি উদ্ধব গেলেন নন্দালয়॥ এ আটোরগ্রাম রম্য নির্জ্জন এথায়। কৃষ্ণাষ্ট-প্রহর মগ্ন হয়েন ক্রীড়ায়॥ দেখহ কংদম্বখণ্ডি স্বর্ণহারগ্রাম। রত্নকুণ্ড চতুর্ম্মুখ স্থান অনুপম॥ স্বর্ণহার স্থানেতে বিলাস অতিশয়। সোনআর সোনহেরা নাম এবে কয়॥ দেখহ পর্ব্বত এথা কৃষ্ণ গোচারণে। যে আনন্দ পান তা কহিতে কেবা জানে॥ বৃষভানুপুর এ বর্ষাণ নাম কয়। পর্ব্বত-সমীপে বৃষভানুর আলয়॥ অপূর্ব্ব পর্ব্বত এথা ব্রজেন্দ্র-কুমার। করিলেন দানলীলা অন্য অগোচর॥ এই খানে রাধিকার মানভঙ্গ কৈল। এথা কৃষ্ণ বিবিধ বিলাসে মত্ত হৈল॥ পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যে এ সংকীর্ণ পথে। যে কৌতুক তাহা কেহ না পারে কহিতে॥ এবে এ সাঁকরিখোর নাম সবে কয়। দান মান বিলাস পর্ব্বত গড় ত্রয়॥ অহে শ্রীনিবাস শ্রীরাধিকা সখী সনে। বাল্যাবেশে নানা খেলা খেলিলা এখানে॥ রাধিকার অপূর্ব্ব বয়স সন্ধিকালে। এথা মহা-উল্লাসে বিলসে সখী মিলে॥

তথাহি শ্রীউজ্জ্বলনীলমণৌ উদ্দীপনে বয়ঃসন্ধৌ ৬শ্লোকঃ॥

বাল্যযৌবনয়োঃ সন্ধির্বয়ঃ সন্ধিরিতীর্য্যতে॥

বাল্যযৌবনের সন্ধি ঐছে চমৎকার। এক রাজ্য অন্যে যৈছে করে অধিকার॥

তদ্যথা তত্রৈব ১১ শ্লোকঃ॥

বাদ্যং কিঙ্কিণি মাহরত্যুপচয়ং জ্ঞাত্বা নিতম্বো গুণী

স্বস্থ ধ্বংসমবেত্য বষ্টি বলিভি র্যোগং হ্রসন্মধ্যমং।
বক্ষঃ সাধু ফলদ্বয়ং বিচিনুতে রাজোপহারক্ষমং
রাধায়া স্তনুরাজ্যমঞ্জতি নবে ক্ষৌণীপতৌ যৌবনে॥

এই কুঞ্জে সখী রাধিকার বেশ করি। দেখে নব্য যৌবনের শোভা নেত্র ভরি॥

তথাহি তত্রৈবোদ্দীপনে নব্যযৌবন লক্ষণে ১২ শ্লোকঃ॥
দরোদ্ভিন্ন স্তনং কিঞ্চিচ্চলাক্ষং মঞ্জুলস্মিতং।
মনাগপি স্ফুরদ্ভাবং নব্যং যৌবনমুচ্যতে॥

এ নীপকাননে সুখে রাধা বিলসয়। ব্যক্ত যৌবনের শোভা সখী নিরিখয়॥

তথাহি তত্রৈবোদ্দীপনে ব্যক্ত যৌবনলক্ষণং ১২শ্লোকঃ॥
বক্ষঃ প্রব্যক্ত বক্ষোজং মধ্যঞ্চ সুবলিত্রয়ং।
উজ্জ্বলানি তথাঙ্গানি ব্যক্তে স্ফুরতি যৌবনে॥

সকল সম্ভবে ব্যক্ত যৌবনী সদাই। অনঙ্গ চাতুরী রসবর্দ্ধিনী সে রাই॥ এ মদন কুঞ্জে সুখী সখীর সঙ্গেতে। কিবা সে অদ্ভুত শোভা পূর্ণযৌবনেতে॥

তথাহি তত্রৈবোদ্দীপনে পূর্ণযৌবন লক্ষণে ৪১শ্লোকঃ॥
নিতম্বো বিপুলো মধ্যং কৃশমঙ্গবরদ্যুতিঃ।
পীনৌ কুচাবূরু যুগ্মং রম্ভাভং পূর্ণযৌবনে॥

কি বলিব এ তমাল কুঞ্জে সখীগণ। করাইল ছলে রাধাকৃষ্ণের মিলন॥ চিকসৌলী গ্রাম পূর্ব্বে এই চিত্রশালী। এথা রাই বিচিত্র বেশেতে দক্ষ আলি॥ পর্ব্বত গহ্বরে দেখ নিবিড় কানন। এবে লোকে কহে এই গহবর বন॥ এ শীতিলাকুণ্ড সুবেষ্টিত বৃক্ষগণ। দেখহ দোহনি-

কুণ্ড এথা গোদোহন ॥ ডভরারো গ্রাম এই কৃষ্ণের এখানে। ভরিল নয়নে অশ্রু রাধিকা দর্শনে ॥ ডভরারো অর্থ অশ্রু-যুক্ত নেত্রে কয়। এবে লোকে প্রসিদ্ধ ডাভারো নাম হয় ॥ দেখ মুক্তাকুণ্ড এথা রাধিকা সুন্দরী। মুক্তাক্ষেত কৈলা কৃষ্ণ সহ বাদ করি ॥ বৃষভানুপুর পূর্ব্বে দেখ ভানু খোর। অতি স্নিগ্ধ সলিল শোভার নাই ওর ॥ দেখহ পিয়াল সরো-বর গ্রামোত্তরে। প্রিয়া প্রিয় দোঁহে এথা নানাক্রীড়া করে ॥ ক্ষিরাল বৃক্ষের বন এথা অতিশয়। শোভা দেখি সখীসহ দোঁহে হর্ষ হয় ॥ এই পিলুখোর এথা পিলুফল ছলে। সখী সহ রাই কানু ক্রীড়া কুতূহলে ॥ ভানুখোর পিলুখোর এবে লোকে কয়। ভানু পিলু সরোবর পূর্ব্বে নাম হয় ॥ বর্ষাণ নিকট এই নদী যে ত্রিবেণী। এথা কৃষ্ণলীলা যৈছে কহিতে না জানি ॥ দেখ কৃষ্ণ লীলাস্থলী অতি অনুপম। কথোলুপ্ত হৈল বজ্রকৃত যে যে গ্রাম ॥ এই প্রেমসরোবর দেখ শ্রীনি-বাস ॥ এথা প্রেম বৈচিত্ত্যভাবের পরকাশ ॥ দেখহ বিহ্বল-কুণ্ড শ্রীকৃষ্ণ এথাতে। হইলা বিহ্বল রাই নাম শ্রবণেতে ॥ এ সঙ্কেত কুঞ্জে সখী সঙ্কেত করিয়া। রাই কানু দোঁহারে আনেন যত্ন পাইয়া ॥ অলক্ষিত প্রথম গমন শুভক্ষণে। পূর্ব্ব-রাগে সঙ্ক্ষেপ মিলন এই খানে ॥ পূর্ব্বরাগে যে কৌতুক কহিল না হয়। পূর্ব্বরাগ লক্ষণ শাস্ত্রেতে নিরূপয় ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ বিপ্রলম্ভ প্রকরণে ৫শ্লোকঃ ॥

রতি র্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শন শ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে ॥

দেখ কৃষ্ণকুণ্ডাদিক স্থান মনোহর। সঙ্কেতে অশেষ

লীলা অন্য অগোচর ॥ নন্দীশ্বর বর্ষাণ গ্রামীয় লোক চয়। তা সভার গতাগতি এই পথে হয় ॥ এই পথে শ্রীরাধিকা পিতার ঘর হৈতে। জাবট গ্রামেতে যান শ্বশুরালয়েতে ॥ এ অপূর্ব্ব বন স্নিগ্ধ ছায়া নিরন্তর। নানা শব্দ করে পক্ষী গুঞ্জরে ভ্রমর ॥ দেখ শ্রীনিবাস নন্দীশ্বর নন্দালয়। এথা গূঢ় রূপে রামকৃষ্ণ বিলসয় ॥

তথাহি শ্রীদশমে ৪৪অধ্যায়ে ১২ শ্লোকঃ ॥

পুণ্যা বত ব্রজভুবো যদয়ং নৃলিঙ্গো
গূঢ়ঃ পুরাণপুরুষো বনচিত্রমাল্যঃ।
গাঃ পালয়ন্ সহবলঃ ক্বণয়ংশ্চবেণুং
বিক্রীড়য়াঞ্চতি গিরিত্র রমার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিঃ ॥

এই দেখ নন্দের বসতি সীমা স্থান। নন্দের ভবন পূর্ব্বে অপূর্ব্ব উদ্যান ॥ জাবট হইতে শ্রীরাধিকা সখী সাথে ॥ নন্দের আলয়ে আইসেন এই পথে ॥ অহে শ্রীনিবাস এ পাবন সরোবরে। স্নান করি কৃষ্ণে যে দেখয়ে নন্দীশ্বরে ॥ শ্রীনন্দ শ্রীযশোদার করিলে দরশন। সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ তার হয় সেই ক্ষণ ॥

তথাহি মথুরামাহাত্ম্যে ॥

পাবনে সরসি স্নাত্বা কৃষ্ণো নন্দীশ্বরে গিরৌ।
দৃষ্ট্বা নন্দং যশোদাঞ্চ সর্ব্বাভীষ্টমবাপ্নুয়াৎ ॥

এ পাবন সরোবর কৃষ্ণপ্রিয় অতি। দেখি এ অপূর্ব্ব শোভা কেবা ধরে ধৃতি ॥

তাথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৫৯ শ্লোকঃ ॥

কদম্বানাং ব্রাতৈর্মধুপকুলঝঙ্কার ললিতৈঃ

পরীতে যত্রৈব প্রিয় সলিল লীলাহৃতিমিষৈঃ।
মুহুর্গোপেন্দ্রস্যাত্মজমভিসরন্ত্যম্বুজদৃশো-
বিনোদেন প্রীত্যা তদিদমবতাৎ পাবনসরঃ॥

দেখ নন্দীশ্বর চতুর্দ্দিকে কুণ্ডবন। কৃষ্ণবিলাসের স্থান ভুবন পাবন॥ পর্ব্বত উপরে দেখ পুত্রের সহিতে। শ্রীনন্দ-যশোদা শোভে অপূর্ব্ব গোফাতে॥ অহে শ্রীনিবাস এথা শ্রীচৈতন্য রায়। করিতে দর্শন গিয়া প্রবেশে গোফায়॥ শ্রীনন্দ যশোদা দুই দিকে দুই জন। মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রে দেখি প্রফুল্ল নয়ন॥ শ্রীনন্দ শ্রীযশোদার চরণ বন্দিয়া। কৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শে উল্লাসিত হৈয়া॥ প্রেমের আবেশে নৃত্য গীত আরম্ভিল। দেখিয়া সকল লোক বিস্ময় হইল॥ কেহো কহে ইহা ত মনুষ্য কভু নয়। মনুষ্যে এমন শোভা সম্ভব কি হয়॥ কেহ কহে ইহোঁ বৈকুণ্ঠের নারায়ণ। মনুষ্যের রূপে ব্রজে করয়ে ভ্রমণ॥ কেহ কহে অহে মোর মনে এই হয়। পুন বা প্রকট হৈলা নন্দের তনয়॥ নহিলে এমন চেষ্টা হইব বা কেনে। পুনঃ পুনঃ পড়ে নন্দ-যশোদা চরণে॥ নিরন্তর শ্রীপদ্ম নয়নে অশ্রু ঝরে। না জানি কি কর যুড়ি কহে ধীরে ধীরে॥ কি বলিব অহে ভাই ইহার দর্শনে। কৃষ্ণ এ নিশ্চয় মোর হৈল এই মনে॥ ঐছে কত কহি ভাসে প্রেমের তরঙ্গে। হরি বোল বলিয়া নাচয়ে প্রভু সঙ্গে॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসির শিরোমণি। এথা যে প্রকাশে প্রেম কহিতে না জানি॥ এই যে তড়াগ-তীর্থ সর্ব্বত্র বিদিত। চতুর্দ্দিকে কিবা বৃক্ষ লতা সুশোভিত॥ অহে শ্রীনিবাস অল্পে কহি আর কথা। দেবমীঢ় পুত্র পর্য্য-

ণ্যের বাস এথা॥ কৃপা করি নারদ আসিয়া নন্দীশ্বরে। লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্ত্র দিলা পর্য্যণ্যেরে॥ পর্য্যণ্যতড়াগ তীর্থে তপস্যা করিল। নিজাভীষ্ট পূর্ণ পঞ্চ নন্দন হইল॥ উপনন্দ অভিনন্দ নন্দ নাম আর। সনন্দ নন্দন পঞ্চ ভ্রাতা এ প্রচার॥ সেই এ তড়াগ দেখ কৃষ্ণ প্রিয় হন। ভক্তের প্রার্থনা সদা তড়াগ-সেবন॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৬০ শ্লোকঃ॥

পর্য্যণ্যেন পিতামহেন নিতরামারাধ্য নারায়ণং
ত্যক্ত্বাহারমভূতপুত্রক ইহ স্বীয়াত্মজে গোষ্ঠপে।
যত্রাবাপি স্বরারিহা গিরিধরঃ পৌত্রো গুণৈকাকরঃ
ক্ষুণ্ণাহারতয়া প্রসিদ্ধমবনৌ তস্মৈ তড়াগং গতিঃ॥

ক্ষুণ্ণাহার সরোবর দেখ শ্রীনিবাস। কি বলিব এথা যৈছে কৃষ্ণের বিলাস॥ ধোঅনি কুণ্ড এ নন্দীশ্বরের ঈশানে। দধি পাত্র ধৌত জল রহে এই খানে॥ এই কৃষ্ণকুণ্ডে দেখ কদম্বের বন। এথা বিহরয়ে রঙ্গে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥ দেখহ ললিতা কুণ্ড ললিতা এথায়। রাধিকারে আনি ছলে কৃষ্ণেরে মিলায়॥ পরম আশ্চর্য্য সূর্য্যকুণ্ড এই খানে। হইলা অধৈর্য্য সূর্য্য কৃষ্ণদরশনে॥ এই যে বিশাখাকুণ্ড করহ দর্শন। এথা মহারঙ্গে রাই কানুর মিলন॥ দেখ পৌর্ণমাসী-কুণ্ড পরম নির্জ্জনে। পৌর্ণমাসী রহে পর্ণ কুটীরে এখানে॥ রাধাকৃষ্ণ বিলাসে উল্লাস অনিবার। যৈছে তাঁর ক্রিয়া তা বুঝিতে শক্তি কার॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে॥ ২৫ শ্লোকঃ॥

গূঢ়ং তৎসুবিদগ্ধতার্চ্চিতসখীদ্বারোন্নয়ন্তী তয়োঃ

প্রেম্না সুষ্ঠু বিদগ্ধয়োরনুদিনং মানাভিসারোৎসবং।
রাধামাধবয়োঃ সুখামৃত রসং যৈবোপভুঙ্‌ক্তে মুহু-
র্গোষ্ঠে ভব্যবিধায়িনীং ভগবতীং তাং পৌর্ণমাসীং ভজে॥

এথা নান্দীমুখীর আলয় মনোহর। যেহ রাধাকৃষ্ণ সুখে সুখী নিরন্তর॥ শ্রীনান্দীমুখীর চারু চরিত্র যতনে। বর্ণিলেন পূর্ব্বে মহাভাগবতগণে॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে॥ ৩৪ শ্লোকঃ॥

অবন্তীতঃ কীর্ত্তেঃ শ্রবণভরতো মুগ্ধহৃদয়া
প্রগাঢ়োৎকণ্ঠাভির্ব্রজভুবমুরীকৃত্য কিল যা।
মুদা রাধাকৃষ্ণোজ্জ্বলরস সুখং বর্দ্ধয়তি তাং
মুখীং নান্দীপূর্ব্বাং সততমভিবন্দে প্রণয়তঃ॥

দেখহ পরম রম্য কুঞ্জ ঠাঁই ঠাঁই। এ সকল স্থানে কৃষ্ণ-লীলা অন্ত নাই॥ এই শ্রীযশোদাকুণ্ড যশোদা এখানে। দেখ রামকৃষ্ণ ক্রীড়া করে সখা সনে॥ অহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণ প্রেমানন্দময়। ত্রিবিধ বয়সে এথা বিলাসাতিশয়॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
প্রথম লহর্য্যাং ১৫৮ শ্লোকঃ॥

বয়ঃ কৌমার পৌগণ্ড কৈশোরমিতি তত্রিধা।
কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি।
আষোড়শাচ্চ কৈশোরং যৌবনং স্যাত্ততঃ পরং॥

কৌমার বয়সে কৃষ্ণে যশোদা এখানে। প্রকাশে যে বাৎসল্য তা কহিতে কে জানে॥ কৌমার বয়সা-বেশে কৃষ্ণ নিরন্তর। বাঢ়ান মায়ের সুখ অন্য অগোচর॥

তথাহি তত্রৈব ১৫৯ শ্লোকঃ॥

ঔচিত্যাত্তত্র কৌমারং বক্তব্যং বৎসলে রসে ॥

পৌগণ্ড বয়সে কৃষ্ণ এ নীপকাননে। উপজে কৌতুক যে তা দেখে প্রিয়গণে ॥ পৌগণ্ড বয়স আদি মধ্য শেষ-ত্রয়। ইথে যে খেলাদি সে পরমানন্দময় ॥

তথাহি তত্রৈব ১৫৯ শ্লোকঃ ॥

পৌগণ্ডং প্রেয়সি তথা তত্তৎখেলাদি যোগতঃ।

তত্রৈব পশ্চিম বিভাগে ৩ লহর্য্যাং ২৩ শ্লোকঃ ॥

আদ্যং মধ্যং তথা শেষং পৌগণ্ডঞ্চ ত্রিধা ভবেৎ ॥

আদ্য পৌগণ্ডে কৃষ্ণাঙ্গ শোভাতিসুন্দর। এথা বৎস-চারণাদি চেষ্টা মনোহর ॥

তথাহি তত্রৈব ২৪ শ্লোকঃ ॥

অধরাদেঃ সুলৌহিত্যং জঠরস্যচ তানবং।

কম্বুগ্রীবোদ্গমাদ্যঞ্চ পৌগণ্ডে প্রথমে সতি ॥

পুষ্পমণ্ডন বৈচিত্রী চিত্রাণি গিরিধাতুভিঃ।

পীত পট্টদুকূলাদ্যমিহ প্রোক্তং প্রসাধনং ॥

সর্ব্বাটবীপ্রচারেণ নৈচিকীচয়চারণং।

নিযুদ্ধকেলি নৃত্যাদি শিক্ষারম্ভোঽত্র চেষ্টিতং ॥

মধ্য পৌগণ্ডেতে প্রায় কৈশোর স্পর্শয়ে। বিলম্বে এথায় চেষ্টা কহিল না হয়ে ॥

তথাহি তত্রৈব ২৫ শ্লোকঃ ॥

নাসা সুশিখরা তুঙ্গা কপোলৌ মণ্ডলাকৃতী।

পার্শ্বাদ্যঙ্গং সুবলিতং পৌগণ্ডে সতি মধ্যমে ॥

উষ্ণীষং পট্টসূত্রোত্থপাশেনাত্র তড়িত্ত্বিষা।

যষ্টিঃ শ্যামা ত্রিহস্তোচ্চা স্বর্ণাগ্রেত্যাদি মণ্ডনং ॥

ভাণ্ডীর ক্রীড়নং শৈলোদ্ধারণাদ্যঞ্চ চেষ্টিতং ॥

তত্রৈব ২৭ শ্লোকঃ ॥

পৌগণ্ড মধ্য এবায়ং হরির্দ্দীব্যন্ বিরাজতে।

মাধুর্য্যাদ্ভুতরূপত্বাৎ কৌশোরাগ্রাংশভাগিব ॥

শেষপৌগণ্ডেতে অঙ্গ সৌষ্ঠবাতিশয়। চেষ্টাদ্ভুত এথা সখা সঙ্গে বিলসয় ॥

তথাহি তত্রৈব ২৮ শ্লোকঃ ॥

বেণী নিতম্বলম্বাগ্রা নীলালকলতাদ্যুতিঃ।

অংসয়োস্তুঙ্গতেত্যাদি পৌগণ্ডে চরমে সতি ॥

উষ্ণীষে বক্রিমা লীলা সরসীরুহপাণিতা।

কাশ্মীরেণোর্দ্ধ পুণ্ড্রাদ্যমিহ মণ্ডনমীরিতং ॥

তত্রৈব ২৯ শ্লোকঃ ॥

অত্র ভঙ্গী গিরাং নর্ম্মসখৈঃ কর্ণকথারসঃ।

এষু গোকুলবালানাং শ্রীশ্লাঘেত্যাদি চেষ্টিতং ॥

আদ্য মধ্য অন্ত্য ত্রিধা কৌশোর বয়সে। সর্ব্বচিত্তা-কর্ষে এই বিপিনবিলাসে ॥

তথাহি তত্রৈব দক্ষিণবিভাগে ১লহর্য্যাং ১৫৯।১৬০ শ্লোকৌ ॥

শ্রৈষ্ঠ্য মুজ্জ্বল এবাস্য কৈশোরস্য তথাপ্যদঃ।

প্রায়ঃ সর্ব্বরসৌচিত্যাদত্রোদাহ্রিয়তে ক্রমাৎ ॥

আদ্যং মধ্যং তথা শেষং কৈশোরং ত্রিবিধং ভবেৎ।

প্রথম কৈশোরে বর্ণোজ্জ্বল চারু শোভা। বিহরে এ কুঞ্জে নানা চেষ্টা মনো লোভা ॥

তথাহি তত্রৈব ॥

বর্ণস্যোজ্জ্বলতা কাপি নেত্রান্তে চারুণচ্ছবিঃ।

রোমাবলি প্রকটতা কৈশোরে প্রথমে সতি ॥

তত্রৈব ১৬১ শ্লোকঃ॥

বৈজয়ন্তী শিখণ্ডাদি নটপ্রবরবেশতা।

বংশী মধুরিমা বস্ত্র শোভা চাত্র পরিচ্ছদঃ॥

তত্রৈব ১৬২ শ্লোকঃ॥

খরতাত্র নখাগ্রাণাং ধনুরান্দোলিতাভ্রুবোঃ।

রদানাং রঞ্জনং রাগচুর্ণৈরিত্যাদি চেষ্টিতং॥

মধ্যকৈশোরে এ কুঞ্জ পুঞ্জে বিলসয়। কন্দর্পমোহন চেষ্টা কহিল না হয়॥

তথাহি তত্রৈব ১৬৩ শ্লোকঃ॥

উরুদ্বয়স্য বাহ্বোশ্চ কাপি শ্রীরুরসস্তথা।

মূর্ত্তে র্মধুরিমাদ্যঞ্চ কৈশোরে সতি মধ্যমে॥

মুখং স্মিত বিলাসাঢ্যং বিভ্রমোত্তরলে দৃশৌ।

ত্রিজগন্মোহনং গীতমিত্যাদিরিহ মাধুরী॥

বৈদগ্ধীসারবিস্তারঃ কুঞ্জকেলি মহোৎসবঃ।

আরম্ভো রাস লীলাদে রিহ চেষ্টাদি সৌষ্ঠবং॥

যে শেষ কৈশোর বয়সে নব যৌবন। এ কুঞ্জ ক্রীড়ায় রত চেষ্টা মনোরম॥

তথাহি তত্রৈব ১৬৪ শ্লোকঃ॥

পূর্ব্বতোহপ্যধিকোৎকর্ষং বাঢ়মঙ্গানি বিভ্রতি।

ত্রিবলি ব্যক্তিরিত্যাদ্যং কৈশোরে চরমে সতি॥

তত্রৈব ১৬৫। ১৫৬ শ্লোকৌ॥

ইদমেব হরেঃ প্রাজ্ঞৈ র্নবযৌবন মুচ্যতে।

অত্র গোকুলদেবীনাং ভাব সর্ব্বস্ব শালিতা॥

অভূত পূর্ব্ব কন্দর্পতন্ত্র লীলোৎসবাদয় ইতি॥

এ সকল রম্যস্থলে কৃষ্ণ রসময়। চতুর্বিধ কৈশোর বয়সে বিলসয় ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ উদ্দীপন প্রকরণে ৫ শ্লোকঃ ॥

বয়শ্চতুর্বিধস্তত্র কথিতং মধুরে রসে।

বয়ঃসন্ধি স্তথা নব্যং ব্যক্তং পূর্ণমিতি ক্রমাদিতি ॥

দেখহ করেলকুণ্ড করিলের বন। এথা কৃষ্ণ রহি শোভা করে নিরীক্ষণ ॥ নন্দীশ্বর পর্ব্বতে কৃষ্ণের পদ চিন। দেখয়ে প্রভাব বহু কহয়ে প্রাচীন ॥ এ মধুসূদনকুণ্ড পুষ্প বনান্তরে। কৃষ্ণ মহাহর্ষ এথা ভ্রমর গুঞ্জরে ॥ দেখ পাণিহারি কুণ্ড পরম-নির্ম্মল। ভোজনের কালে কৃষ্ণ পিয়ে এই জল ॥ এই যে রন্ধনাগার দেখ শ্রীনিবাস। রোহিণী সহিতে রাধার রন্ধনে উল্লাস ॥ এই খানে সখাসহ কৃষ্ণের ভোজন। শতপাদ আসি এথা করয়ে শয়ন ॥ শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ অবশেষান্ন ভুঞ্জিয়া। বাটী মধ্যে এ স্নিগ্ধ আরামে বৈসে গিয়া ॥ অলক্ষিত সখী কৃষ্ণে আনিয়া মিলায় ॥ উপজে কৌতুক যত কেবা অন্ত পায় ॥ এথা শ্রীযশোদা রামকৃষ্ণে সাজাইয়া। বিপিনে বিদায় দিতে বিদরয়ে হিয়া ॥ সখাগণ মধ্যে রামকৃষ্ণ এই পথে। চলে গোচারণে শোভা উপমা কি দিতে ॥ এই খানে যশোদা রাধায় করি কোলে। যাবটে বিদায় দিতে ভাসে নেত্র জলে ॥ ললিতাদি সখীগণপ্রতি স্নেহ যত। এক মুখে তাহা কহিবেক কেবা কত ॥ যশোদা রোহিণী সখী সহ রাধিকারে। করিয়া বিদায় স্থির হইবারে নারে ॥ দেখ দধি মন্থনের স্থান এই হয়। এই যে দেখহ দেবী-প্রভাবাতিশয় ॥ পৌর্ণমাসী আসি যশোদায় কত কৈয়া।

এই পথে যান নিজালয়ে হর্ষ হৈয়া ॥ এই কথো দূরে বৃন্দা-দেবী এ নির্জ্জনে। দোঁহে মিলাইতে যুক্তি বিচারয়ে মনে ॥ দোঁহে মিলাইয়া সখী সহ সুখে ভাসে। এ হেন বৃন্দার গুণ কেবা না প্রকাশে ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৩১ শ্লোকঃ ॥

প্রতি নব নব কুঞ্জং প্রেমপূরেণ পূর্ণা
প্রচুর সুরভিপুষ্পৈ ভূর্ষয়িত্বা ক্রমেণ।
প্রণয়তি বত বৃন্দা তত্র নীলোৎসবং যা
প্রিয়গণ বৃত রাধাকৃষ্ণয়োস্তাং প্রপদ্যে ॥

এ সাহসিকুণ্ড সখী কৃষ্ণে এই খানে। জন্মাইয়া সাহস মিলায় রাই সনে ॥ এথা বৃক্ষ ডালে রচি বিচিত্র হিড়োর। ঝুলে রাই কানু সখীসহ সুখে ভোর ॥ এই মুক্তাকুণ্ড এথা নন্দের কুমার। মুক্তাক্ষেত কৈল হৈল কৌতুক অপার ॥ অহে শ্রীনিবাস এই অক্রূরের স্থান। কহিতে তাহার কথা বিদরে পরাণ ॥ মথুরা হইতে কংস প্রেষিত অক্রূর। রাম-কৃষ্ণে লইয়া যাইবেন মধুপুর ॥ এ হেতু আসিয়া এথা চিন্তে মনে মনে। কৃষ্ণের চরণ চিহ্ন দেখে এই খানে ॥ প্রেমেতে বিহ্বল এথা হইলা অক্রূর। অক্রূরের স্থান এই লোকে কহে ক্রূর ॥ দেখহ যোগিয়া স্থান উদ্ধব এখানে। কহিলেন যোগ কথা বিবিধ বিধানে ॥ উধো ক্রিয়াস্থান এই উদ্ধব এথায়। গোপীক্রিয়া দেখি ধন্য মানে আপনায় ॥ এই ঠাঁই উদ্ধব নন্দাদি প্রবোধিলা। দেখিয়া অদ্ভুত ভাব অধৈর্য্য হইলা ॥ কথোদিন উদ্ধব ছিলেন এই খানে। সর্ব্ব কার্য্য-সিদ্ধ হয় এ স্থান দর্শনে ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৯৯ শ্লোকঃ ॥

পূর্ণঃ প্রেমরসৈঃ সদা মুররিপোর্দাসঃ সখাচ প্রিয়ং
স্বপ্রাণার্ব্বুদতো হপি তৎ পদযুগং হিত্বেহ মাসান্ দশ।
প্রীত্যা যো নিবসং স্তদীয়কথয়া গোষ্ঠং মুহুর্জীবয়-
ত্যায়াতং কিল পশ্য কৃষ্ণমিতি তং মূর্দ্ধ্না বহাম্যুদ্ধবং ॥

অহে শ্রীনিবাস সখা সহ কৃষ্ণ এথা। বিচারয়ে গোচারণে যাইবেন যথা ॥ এ সব গোশালা স্থান দেখ শ্রীনিবাস। এথা গোপগণ সহ কৃষ্ণের বিলাস ॥ সুবলাদি সহ কৃষ্ণ উল্লাসিত-চিতে। অতিশয় শোভা এই বিপিন যাইতে ॥

গীতে যথা। ধানাশ্রীঃ ॥

আজু বিপিনে আওত কান, মুরতি মুরত কুসমবাণ, যনু জলধর রুচির অঙ্গ, ভঙ্গি নটবর সোহনী। ঈষত হসিত বয়ান চন্দ, তরুণি নয়ন নয়ন ফন্দ, বিম্ব অধরে মুরলি-খুরলি, ত্রিভুবন মনমোহনী ॥ কুসুম মিলিত চিকুর পুঞ্জ, চৌদিকে ভ্রমরা ভ্রমরি গুঞ্জ, পিঞ্ছ নিচয় রচিত মুকুট, মকর-কুণ্ডল দোলনী। চঞ্চল নয়ন খঞ্জন যোর, সঘনে ধাওত শ্রবণ ওর, গীম সোহত রতন রাজ, মোতিম হার লোলনী ॥ কটি পীত পট কিঙ্কিণি রাজ, মদগতি জিতি কুঞ্জর রাজ, জানু-লম্বিত কদম্বমাল, মত্ত মধুকর ভোরণী। অরুণ বরণ চরণ কঞ্জ, তরুণ তরণি কিরণ গঞ্জ, গোবিন্দ দাস হৃদয় রঞ্জ, মঞ্জু মঞ্জীর-বোলনী ॥

দেখহ গোবৎস বন্ধনের শঙ্কুগণ। পূজে ব্রজস্ত্রী অদ্যাপি করিয়া যতন ॥ নন্দীশ্বরে কৃষ্ণলীলা স্থান বহু হয়। যথা যে বিলাস তা কহিতে সাধ্য নয় ॥ এই পরিক্রমা

পথ দক্ষিণ বামেতে। কৃষ্ণলীলা স্থান বহু কে পারে কহিতে॥ নন্দীশ্বর চতুষ্পার্শ্বে দেখি কথো স্থান। পুন এই পথে আগে করিব পয়ান॥ এত কহি চলিলেন নন্দগ্রাম হৈতে। বাঢ়য়ে আনন্দ চাহিতেই চারিভিতে॥ শ্রীনিবাসে কহে এ শোভার নাহি ওর। নন্দীশ্বর বায়ুকোণে দেখ গেন্দুখোর॥ এই গেন্দুখোরে গেন্দু লইয়া উল্লাসে। সখা সহ রামকৃষ্ণ মত্ত খেলা রসে॥ এই দেখ কদম্ব কানন শোভাময়। এথা বলরাম নানা রঙ্গে বিলসয়॥ এইখানে বলদেব করিলা শয়ন। কৃষ্ণ করিলেন তাঁর পাদসম্বাহন॥

তথাহি পূর্ব্ব গোপালচম্পূ দ্বাদশপূরণে ৪৮ গীতং॥

রমতে রামং পরিতঃ কৃষ্ণঃ, সখিগণ গীতগুণেষু সতৃষ্ণঃ। অনুগায়তি পিক ষট্পদগানং, পরিজল্পতি শুকহংস সমানং॥ এবং চক্র চকোর বকাদি, অনুরৌতি স্ফুট হাস বিবাদি। দ্বীপিমুখার্পিত ভীতি পশূনাং, রুতিমিব সৃজতি ভয়ায় শিশূনাং॥ পক্ষিমৃগাদিক সহবহ বচনং, বিরচিতনামভি রাহ চ সকলং। ভ্রমতি সখা যদি তস্মিন্ কোঽপি, কর্ষতি বিহসন-প্রণয়মুতাপি॥ দূরগ পশুমাহ্বয়তি চ নাম্না, কৃত গো গোপ-মনোরম সাম্না। গব্যাহূতৌ শিখিনাং হূতিঃ, জাতা যদসৌ ঘনরুতিভূতিঃ॥ ব্যতিযুঞ্জানো ভ্রাত্রা স্বকরং, শংসতি হসতি সখীহিতনিকরং। সখিভির্ব্বিশ্রময়ন্নয়মার্য্যং, প্রণ-য়তি তৎপদলালনকার্য্যং॥ সুললিত পল্লব তল্প বিধানঃ, সুহৃদূরুস্থির মূর্দ্ধ নিধানঃ। কেলিশ্রমমনু হৃত শয়নেহঃ, পুণ্যতমৈ রুপবীজিত দেহঃ॥ অত্রচ কৈরপি লালিত চরণঃ, অস্মত্তৃষ্ণাত্রদ পরিচরণঃ। যঃ স্নিগ্ধানাং গানবিনোদৈঃ, নিদ্রা-

মিত বান্ স্বর কৃত মোদৈঃ॥ স্মরতাং তন্নঃ কিমপি মনস্থং, সময়ং সহতে নান্যাবস্থাং। বয়মিহ কেবা লুব্ধম্মন্যাঃ, লুব্ধা যস্মিন্ শুকমুখধন্যাঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ১৫ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকঃ॥

কচিৎ ক্রীড়া পরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণং।

স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যার্য্যং পাদসম্বাহনাদিভিঃ॥

এই গুপ্তকুণ্ড এথা গুপ্তে নানা রঙ্গ। ভ্রময়ে কাননে কৃষ্ণ সুবলাদি সঙ্গ॥ ঐ দেখ মেহেরান গ্রাম সবে জানে। অভিনন্দ গোপের গোশালা ঐ খানে॥ অহে শ্রীনিবাস আর এই রম্য স্থান। এই দেখ যাওগ্রাম যাবট আখ্যান॥ যাবটগ্রামেতে বিলাসের স্থান যত। সে অতি আশ্চর্য্য তাহা কে কহিবে কত॥ দেখ অভিমন্যুর আলয় এই খানে। এথা বিলসয়ে রাই সখীগণ সনে॥ অভিমন্যু শ্রীযোগমায়ার প্রভাবেতে। রাধিকা কা কথা ছায়া না পায় স্পর্শিতে। অভিমন্যু রহে নিজ গো গোপ সমাজে॥ জটিলা কুটিলা সদা রহে গৃহ কাযে॥ সখী সুচতুরা কৃষ্ণে আনিয়া এথায়। দোঁহার বিলাস দেখে উল্লাস হিয়ায়॥ জটিলা কুটিলা অভিমন্যু ভাঁড়াইয়া। বিলসে কৌতুকে কৃষ্ণ এথাই আসিয়া॥ মুখরা নাতিনী এথা দেখিয়া উল্লাসে। জটিলার প্রতি কত কহে মৃদু ভাষে॥ এই খানে কুটিলা হইয়া মহাহর্ষ। রাধিকায় দুষিতে করয়ে পরামর্শ॥ ঐ পথে রাধিকা চলেন সূর্য্যালয়ে। কদম্বকাননে রহি কৃষ্ণ নিরিখয়ে॥ পথে আসি রাধিকার বস্ত্র আকর্ষয়। রাই কানু দোঁহার কৌতুক অতিশয়॥

স্তবমালা গীতাবল্যাং যথা।

ধানাশ্রীঃ। ৬৩৬ পৃং। ১—৬।

ন কুরু কদর্থনমত্র সরণ্যাং। মামবলোক্য সতীমশরণ্যাং। চঞ্চল মুঞ্চ পটাঞ্চল ভাগং। করবান্যধুনা ভাস্কর জাগং॥ ধ্রু॥ নরচয় গোকুলবীর বিলম্বং। বিদধে বিধুমুখ বিনতি কদম্বং॥ রহসি বিভেমি বিলোল দৃগন্তং। বীক্ষ্য সনাতন দেব ভবন্তং॥

এই কৃষ্ণকুণ্ড বটবৃক্ষাদি বেষ্টিত। এথা শ্রীকৃষ্ণের লীলা অতি সুললিত॥ এই মুক্তাকুণ্ড গ্রীষ্ম সময়ে এথায়। মুক্তা-ময় ভূষা সখী রাইরে পরায়॥ এ পীবনকুণ্ড নদী কদম্ব-কাননে। সুখে রাধাকৃষ্ণ বিলসয়ে সখীসনে॥ পরম কৌতুকী কৃষ্ণ সখীঙ্গিত পাইয়া। রাধিকা অধর সুধা পিয়ে মত্ত হৈয়া॥ এই যে লাড়িলীকুণ্ড ললিতা এথায়। সঙ্গোপনে রাই কানু মিলন করায়॥ দেখহ নারদকুণ্ড অহে শ্রীনিবাস। এথা স্নান কৈলে পূর্ণ হয় অভিলাষ॥ এই খানে মুনি রাধিকারে বর দিল। হইল অমৃতহস্তা সবেই জানিল॥ শ্রীরাধিকা এথা দাঁড়াইয়া সখী সনে। দেখেন শ্রীকৃষ্ণ যবে যান গোচা-রণে॥ সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে বেণু বাজাইয়া। গোচারণে যান কৃষ্ণ এই পথ দিয়া॥ ভুবনমোহন কৃষ্ণ গোগোপ মধ্যেতে। রাই নেত্রে নেত্র সমর্পয়ে অলক্ষিতে॥

গীতে যথা।

লসন্ত অতি, প্রচণ্ড প্রতাপ, ধেনু ভুবন বন্দিত ইয়া। চঞ্চল খুররেণু, গত দিবি দেব, বৃন্দনন্দিত ইয়া॥ আয়ত বন প্রপন্ন রঞ্জন, গমন মঞ্জু কুঞ্জর গঞ্জন, মৃদুতর তনু সুচিক্কণা-

ঞ্জন, নৃত্যত দৃগ নবীন খঞ্জন, কামিনীগণ ধৈর্য্য বিভঞ্জন, গোপ মধ্য বিলসতইয়া। বিকসিত শ্বেত সরোজ কানন, বিজয় স্বচ্ছ ঝলকতানন,মঞ্জু অলকাবলি অলি সম, শ্যামরঙ্গ তরলিত ইয়া। তা তা থির্া মির্া কিটি ঝিক্ ঝিক্, ঝাঙ্কিটি তা ঝুক, ঝুঙ্ক ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্, তেনাতি আইআইয়া। আইয়া শ্যামঘন সুবর্ণিত ইয়া ॥ ধ্রু ॥ বাজত যন্ত্র, সুগান সুশ্রুতি, সুরযুক্ত মধুরিম ছন্দয়া। বংশিধ্বনি শুনি, রাধিকা গৃহ তেজে, সহ সখীবৃন্দয়া ॥ ললিত নটবর, বেশ নিরখত, নয়ন অনিমিখ নন্দয়া। প্রবল মনসিজ, অঙ্গ থর হর, কম্প গতি অতি মন্দয়া ॥ তা তা তাকুট, তাকুট নাকুট, তাকু থৈ তা, থৈ থৈ দিগ তা, থৈতা, তা তা কিটিতক্, থো দি কিটি তক্, থুন্না দ্রূমকট ঝাঁ। ঝাঁ কিটিঝক্, ঝাঙ্কণা ঝাঙ্কণা ক্বণা ক্বণা। মিলত দৃগন্তে, কলিত দো অন্তর, কো জানত অদ্ভুত লগণা ॥ কৌতুক অধিক, হোত ব্রজবীথন, শোভা সিন্ধু শ্যামঘন মগনা। বিলসত শ্যামঘন মগনা। দিগ দিগ থৈ থৈ থৈ থৈ থৈতা, ধিধি কট ধিধি কট তি,আই আইয়া। ঝাঁ কিন কিন ঝাঁ, কিন কিন কিন ঝাঁ, ঝাঁ কিন কিন ঝাঁ,ঝাঁ ঝাঁঙ্কণা ঝাঁঙ্কণা ক্বণা ক্বণা.ক্বণা ॥

অহে শ্রীনিবাস এই যাবট গ্রামেতে। রাধিকারে মিলে কৃষ্ণ অতি কৌতুকেতে ॥ ননদ কুটিলা শ্বাশ জটিলা রাধার। লখিতে না পারে কৃষ্ণ চাতুর্য্য অপার ॥ কহিতে কি সে সকল সুখের নাই অন্ত। বিবিধ প্রকারে আস্বাদয়ে ভাগ্যবন্ত ॥

. . গীতে যথা ॥ ক্বচিদপি সময় যথা রাগ।

নাগর বর বর, বরজ ধৃতিহর, হরষ হিয়া পিয়া রসভরে। কুসুম সজ্জ করি,মালিনী বেশ ধরি, যাবটপুর পরবেশ করে ॥ আপনি আপনারে, হেরিয়া বারে বারে, বসনে ঝাঁপি মুখ বিহসিয়া। অতি মধুরস্বরে, কহয়ে ঘরে ঘরে, কে লিবে হার আইস লহসিয়া ॥ কোকিল যিনি বাণী, শুনিয়া বিনোদিনী, বিশাখা সখী সঞে কহে কথা। অপূর্ব্ব হার হবে, পাছে বা কেহো লিবে, তুরিতে মালিনীরে আন এথা ॥ বিশাখা শুনি বাণী, পরম সুখ মানি,মালিনী প্রতি কহে হের আইস। ফিরায়া মালিনীরে, লইয়া আসে ঘরে, আদরে কহে এই খানে বৈস ॥ মালিনী পানে চায়া, রাধিকা চলে ধায়া, আনন্দ পায়া মনে মনে ভাবে। এরূপ এ মালিনে, না দেখি কোন খানে,বুঝি এ সুরপুর বাসী হবে ॥ এমতি চিতে বাসি, মালিনী কাছে বসি, কহয়ে তুয়া হার দেখি ওহে। শুনি দেখায় হার, উপমা নাহি যার, শোভায়ে সবাকার মন মোহে। রাধিকা রসবতী, মদনভরে অতি, পীড়িত পুন পুলকিত হিয়া। চাহিয়া হার পানে, বিচার করে মনে, এরূপ গাথে মোর প্রাণপিয়া ॥ সুন্দরী থির নহে, মালিনী প্রতি কহে, মনে করি প্রাণ দিয়ে তোরে ॥ গুণ কি কব আমি, ধন্য ধন্য হে তুমি, মূল্য যে হয় তাহা কহ মোরে ॥ মালিনী কহে শুন,না বলি পুন পুন, মিছা না কহি কভু কার কাছে। এ হার পরাইব, ও গজমতি লিব, সাজিলে যে দিবে তা লব পাছে ॥ মালিনী প্রতি ধনি, কহয়ে প্রিয়বাণী, যে চাহি লেহ তাহা নিজ বলে। শুনিয়া রসে ভাসি ঈষত হাসি হাসি,

পরান হার রাধিকার গলে ॥ কত যতন করি,রুচির কুচগিরি, উপরে সাজাইয়া করে ঝাঁপে। মালিনী পরশিতে, উল্লাস বাসি চিতে, অমনি ধনি থরহরি কাঁপে ॥ বুঝিয়া নরহরি, যতেক সহচরী,রহয়ে দূরে হরষিত মনা। নিভৃত মন্দিরেতে না পারে থির হৈতে, অনঙ্গ রঙ্গে মাতে দুই জনা॥

কচিচ্চ পৌরবী ॥

নাগরবর বরজশশী, নারী স্থবেশ ধরি বিহসি, রসের ভরে যাবট পুরে প্রবেশ করয়ে। যিনি সজল জলদ ঘটা, ললিত প্রতিঅঙ্গের ছটা, পহিরে বাস ভূষণ শোভা পরাণ হরয়ে ॥ রাধিকা তাঁরে নিরখি দূরে, বারেক আঁখি ফিরাইতে নারে, কহয়ে নিজ সখীর প্রতি করেতে ধরিয়া। এ ধনি কোথা হইতে আইলো, দেখহ রূপে করিল আলো, আনহ এথাই ইহাঁরে অতি যতন করিয়া ॥বিনোদিনীর ব্যাকুলবাণী,শুনিয়া সখী মরম জানি, সে ধনি যথা আইসে তথা তুরিতে চলয়ে। চাতুরি করি নিকটে গিয়া, মধুর তর বচন কৈয়া, হৈয়া হরষ লৈয়া তারে স্থপ্রবেশে নিলয়ে ॥ আইসে পাশে উলাসে ধনি, বসায়া তারে রমণী মণি, আদরে কহে কখন আমি না দেখি তোমারে। অশেষ স্থখপাইনু আজি,নিশ্চয় বলি কপট তেজি, কি কাযে একা যাইছ কোথা বলহ আমারে ॥ অমিয়া সম বচন শুনি, অধিক স্থখে মগন ধনি, দরিদ্র জন যেন পরম রতন পাইল। স্থচারু চান্দ বদন পানে, চাহিয়া কহে চাতুরি মনে, শুন গো যদি পুছিলে কিছু কহিতে হইল ॥ অধিক সাধে মনের মত, শিখিনু বেশ রচনা যত, করিনু শ্রম অশেষ তাহে হইয়া নবীনা। সে সব প্রকাশি-

বার তরে; ফিরিয়ে এই বরজ পুরে, গুণ বিচার করয়ে হেন না পাইয়া প্রবীণা॥ তাহাতে এক রমণী মোরে, কহিল বৃথা ফিরহ পুরে, এথা পরম চতুরা অভিমন্যুর ঘরণী। রূপে গুণে কি হবেক রমা, জগতে কেহো নাহিক সমা, যাহার পদ পরশে ধন্য মানয়ে ধরণী॥ আছয়ে বহু নায়িকা এথা, কত না কব তাদের কথা, তিলেক বশ করিয়া যারে রাখিতে নারয়ে। সে শ্যাম শশী সুবর বর, নাহিক কেহো যাহার পর, তাহার প্রেমে অধীন হৈয়া সতত ফিরয়ে॥ যাহ সে খানে মানহ কথা, গুণের পূজা হইবে তথা, এতেক শুনি অন্তরে অতি উলাস হইনু। কি কব তুয়া আগে সে বাণী, আইনু তাঁর বচন মানি, যে রূপ তেঁহো কহিল তাহা দেখিতে পাইনু॥ এ বাণী শুনি সুন্দরী রাই, অন্তরে অতি আনন্দ পাই, কহেন বেশ রচহ ওগো আপন জানিয়া। পাইয়া অনুমতি সুভাসে, উছাহে উঠি বৈশয়ে পাশে, বেশের যত সামগ্রী দাসী দেওয়ে আনিয়া॥ যতনে ধনি ধৈরয ধরী, মধুর পৃষ্ঠ মাধুরী হেরি, রচয়ে বেণী ফণি নিরসি মুনিরে মোহয়ে। পরশ রসে হরষ হিয়া, নয়নে চারু কাজর দিয়া, আচরে মুখ মোছয়ে সাধে অধিক সোহয়ে॥ সুচারু চাঁপা পরায়া কানে, আপনা ধন্য করিয়া মানে, সোপিয়া সিঁথে সিন্দুর ভালে সুচিত্র রচয়ে। নাসায় দিয়া বেশর খানি, দোলায়া কহে মধুর বাণী, উপামা নাহি মদন ইথে মুরুছে নিচয়ে। চিবুকে চারু কস্তূরী বিন্দু, দিতে উথলে আনন্দ সিন্ধু, তা দেখি দূরে নিমিখ আঁখি ফিরাতে নারয়ে। পরশি কুচ রুচির তর, কাচুলি দিতে অথির কর,

ভূধরধর ধৃতি লেশ না ধরিতে পারয়ে ॥ অতুল তনু সঘনে কাঁপে, যতনে মুখ ও মুখে ঝাঁপে, তা দেখি সখী কহে চিবুকে অঙ্গুলি ধরিয়া। ইকি বিষম না শুনি কানে, রমণী হৈয়া রমণী সনে, এরূপ ক্রিয়া করহ ওগো কিরূপ করিয়া॥ অপূর্ব্ব বেশ রচিলে তুমি, কি কব নিজ সখীরে আমি, না বুঝি যারে তারে আপন করিয়া জানয়ে। ভাল যে কেহ নাহিক এথা, নহে এ অতি লাজের কথা, কারে কব এ তুখ নিষেধ কভু না মানয়ে ॥ শুনিয়া স্মিতবদনী রাই, লজ্জিত শ্যাম পানেতে চাই, কহয়ে ওহে চপল ইথে কেবা না হাসিবে। নাগর কহে কর উচিত, বাঁধহ ভুজ পাশে তুরিত, তব সে ঘনশ্যাম সুখের সায়রে ভাসিবে ॥

কচিচ্চ গৌরী ॥

শ্যাম সুনাগর বর সুখকারি, কুন্দলতা সহ যুগতি বিচারি, অপরূপ নারী বেশ ধরে রাই দরশন আশে হরষ হৈয়া। যশোদা প্রেষিত কুন্দলতা সতী, যাবটেতে চলে অতুলিত গতি, তা সহ সুন্দর চলে চারু করে থারি করি কিছু সামগ্রি লৈয়া ॥ প্রবেশি যাবটে জটিলার পায়, প্রণময়ে হেরি হরষ হিয়ায়, হাতে ধরি অভিমন্যের জননী কহে কত ভাঁতি মধুর কথা। কুন্দলতা তহি চাতুরি প্রকাশি, সামগ্রী দেখায়া নিকটেতে বসি, যশোমতি বাণী কৈয়া অনুমতি পাইয়া চলে রাই বিলসে যথা ॥ রসবতী অতি আনন্দ হইয়া, হাসি কুন্দলতা পানেতে চাহিয়া, কত কত মতে কৌতুকেতে পাশে বৈসায়য়ে সাধে ধরিয়া হাতে। প্রাণ পিয়া কথা পুছিয়া যতনে, পুন কহে রাই চাহিয়া

তা পানে; এ নব রঙ্গিণী কোথাতে পাইলে কেন বা আইল তোমার সাথে ॥ শুনি কুন্দলতা আনন্দেতে ভাসি, কহে আমাদের, পড়স নিবাসি, এ নবীনা বধূ অধিক সাধের পাছে পরিচয় দিব যে আমি। মোর মুখে শুনি তুয়া গুণকথা, নিতি সাধ করে আসিবারে এথা, দেখি বিয়াকুল আনিলাম আজি নিজ জন সম জানিবে তুমি ॥ বহু গুণে বিঁহি গড়িল ইহারে, জগতে উপমা দিব বা কাহারে, সদা থাকে অতি গোপনে আপন কাযে বিচক্ষণা চরিত চারু। কি কহিব আর চাতু-রির কথা, পরশিতে নাশে দেহাদির বেথা, সুখময়ী তুয়া সখীগণ মাঝে হেন মৃদুকর নাহিক কারু ॥ শুনি বিনোদিনী উলসিত চিতে, মনে হৈল তনু পরশ করাইতে, বুঝি কুন্দ-লতা শ্যামাবধূ প্রতি, কহে ভঙ্গি করি ঈষত হাসি। সফল হল যে মনে ছিল সাধা, আপন করিয়া নিল তোহে রাধা, তাহে চারু কর কমলে চরণ চাপিয়া সিঞ্চহ অমিয়া রাসি ॥ শুনি বাণী মনে মানি মহাসুখ, আঁখিভরি হেরি সুধামাখা মুখ, পালঙ্কের পাশে বসি হাসে মৃদু চরণ পরশে রসের ভরে। চমকি চঞ্চল কাঁপে রাইতনু, বাতাতুর হেমলতা তড়িৎ যনু, অনুপম গুণ প্রকাশি হাসিয়া শ্যাম শশী থির হইতে নারে ॥ অপরূপ দুঁহু দুঁহু মনলোভা, প্রেমরঙ্গে বহু বাঢ়ে দুঁহু শোভা, ভঙ্গ নহে নব আলিঙ্গন ঘন চুম্বন বিপুল পুলকঅঙ্গে। দূরে সখীগণ মনে মহাসুখ, বিহসি বসনে ঝাপি রহে মুখ, আঁখি কোণে ঠারা ঠারি করি পরিহাস করে কুন্দল-তার সঙ্গে ॥ সময় জানিয়া পুন কুন্দলতা, হাসি বিনোদিনী

পাশে আসি তথা, হেরি শ্যাম পানে রাই প্রতি কহে, একি বিপরীত করিলা তুমি। বধূ আলিঙ্গিলে বন্ধুয়ার ভাণে, না জানি যে ও কি করিবেক মনে, এমতি যদি তুয়া ক্রিয়া জানিতু তবে না ইহাঁরে আনিতু আমি॥ রাই রঙ্গে কহে নতমুখী হৈয়া, বুঝিলাম লাজে তিনাঞ্জলি দিয়া, এই রূপ বেশ বনাইয়া নিজ দেয়রে লইয়া বিলস নিতি। এত দিন ইহা গোপনে আছিল, যে সে হউক্ এবে প্রকাশ হইল, এমতি দোহে কহে কত তা শুনি ঘনশ্যাম মন মগন অতি॥

পুনঃ। গৌরী॥

শ্যাম সুনাগর, রসের সাগর, গর গর রাই দরশ আশে। চন্দ্রোদয় হেরি, দ্বিজবেশ ধরি, চলিলা যাবটে জটিলা পাশে॥ দেখি দ্বিজবর, জুড়ি দুই কর, প্রণমিয়া তারে জটিলা কহে। আজু ধন্যমানি, শুনি তুয়া বাণী, বোল কেনে আইলা গোপের গৃহে॥ শুনি দ্বিজরাজ, কহে আছে কাজ, চন্দ্র পূজি আজি কিছু না খাইনু। তুয়া বধূ খানি, পতিব্রতা জানি, তাঁর হাতে কিছু লইতে আইনু॥ জটিলা শুনিয়া, আনন্দিত হৈয়া, বিশাখারে কহে মধুর বাণী। রাধা আছে যথা, লৈয়া যাহ তথা, যে চান তা দিবে সুকৃতি মানি॥ করযোড় করি, চরণেতে ধরি, আশীর্ব্বাদ নিতে কহিবে তারে। অমঙ্গল যাবে, মঙ্গল হইবে, ধেনু ধন এই দ্বিজের বরে॥ এতেক শুনিয়া, দ্বিজে সঙ্গে লইয়া, আইলেন যথা রমণী মণি। শাশুড়ী বচন, কৈল নিবেদন, পরম আনন্দ পাইলা শুনি॥ অপূর্ব্ব আসনে, বসাইয়া ব্রাহ্মণে, প্রণমি বিনয় বচন কৈয়া। দধি দুগ্ধ ঘৃত, আদি যত যুত, আনিল

নিকটে যতন পায়া॥ দ্বিজ বেরি বেরি, রাই পানে হেরি, বিশাখারে কহে শুনহ সখি। নিতি নানা ছান্দে, পূজিয়ে যে চান্দে, সে চান্দ ইহাঁর বদনে দেখি॥ পাইনু সমীপে, উপেক্ষি কি রূপে, আগে সুধাপান করিতে হৈল। এত কহি হাসি, প্রেমরসে ভাসি, রাই মুখশশি চুম্বন কৈল॥ বিনোদিনী কহে, ইকি কর অহে, ব্রাহ্মণ হইয়া এমন কেনে। দ্বিজ কহে ভুখ, গেল মন দুখ, সুখ পাই মুখ অমৃত পানে॥ রোষে রসবতী, বিশাখার প্রতি, কহে না বুঝি এ তোমার খেলা। বিশাখিকা ভণে, জানিলাম মনে, অলৌকিক শাশুড়ী বোর লীলা॥ শুনি শশিমুখী, হাসে নত আখি, তা দেখি ঘনশ্যাম প্রিয় হাঁসি। রাইয়ে ক্রোড়ে করি, কাঁপে থরহরি, কিবা সে অনঙ্গ রঙ্গেতে ভাসি॥

কি বলিব অহে শ্রীনিবাস নরোত্তম। ব্রহ্মার দুর্ল্লভ কৃষ্ণলীলা মনোরম॥ সর্ব্ব ভাষা বিজ্ঞ কৃষ্ণ রসের মূরতি। কোকিলাদি শব্দ উচ্চারিতে প্রাজ্ঞ অতি॥ সঙ্কেত প্রযুক্ত গিলে অভিমন্যালয়ে। দৈবযোগে কোন দিন মিলন না হয়ে॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং॥

সঙ্কেতীকৃত কোকিলাদি নিনদং কংসদ্বিষঃ কুর্ব্বতো
দ্বারোন্মোচন লোলশঙ্খবলয়ক্বাণং মুহুঃ শৃণ্বতঃ।
কেয়ং কেয়মিতি প্রগল্ভজরতী বাক্যেন দূনাত্মনো
রাধাপ্রাঙ্গণকোণ কোলিবিটপী ক্রোড়ে গতা সর্ব্বরী॥

কৃষ্ণ মহা কৌতুকী পরমানন্দময়। কোকিল সৌভাগ্য হেতু সে শব্দে মিলয়॥ যাবটের পশ্চিমে এ বন মনোহর। লক্ষ লক্ষ কোকিল কুহরে নিরন্তর॥ এক দিন কৃষ্ণ এই

বনেতে আসিয়া। কোকিল সদৃশ শব্দ করে হর্ষ হৈয়া॥ সকল কোকিল হৈতে শব্দ সুমধুর। যে শুনে বারেক তার ধৈর্য্য যায় দূর॥ জটিলা কহয়ে বিশাখারে প্রিয় বাণী। কোকিলের শব্দ ঐছে কভু নাহি শুনি॥ বিশাখা কহয়ে এই মো সভার মনে। যদি কহ এ কোকিলে দেখি গিয়া বনে॥ বৃদ্ধা কহে যাও শুনি উল্লাস অশেষ। রাই সখী সহ বনে করিলা প্রবেশ॥ হৈল মহাকৌতুক সুখের সীমা নাই। সকলেই আসিয়া মিলিলা এক ঠাঁই॥ কোকিলের শব্দে কৃষ্ণ মিলে রাধিকারে। এ হেতু কোকিলাবন কহয়ে ইহারে॥ অহে শ্রীনিবাস দেখ আঁজনক গ্রাম। এথা রাধা-কৃষ্ণের বিলাস অনুপম॥ শ্রীরাধিকা নিজবেশ করয়ে নির্জ্জনে। হইলা ভূষিত নানা রত্নাদি ভূষণে॥ কেশবন্ধ-নাদি করি অঞ্জন পরিতে। অকস্মাৎ বংশীধ্বনি প্রবেশে কর্ণেতে॥ সেই ক্ষণে শ্রীরাধিকা সখীগণ সঙ্গে। এথা আসি কৃষ্ণে মিলিলেন মহারঙ্গে॥ আগুসরি আনি কৃষ্ণ বিহ্বল হইলা। বৃন্দাবিরচিত পুষ্পাসনে বসাইলা॥ দেখে অঙ্গ শোভা নেত্রে না দেখে অঞ্জন। জিজ্ঞাসিতে বৃত্তান্ত কহিলা সখীগণ॥ রঙ্গের আবেশে কৃষ্ণ অঞ্জন লইয়া। দিলেন রাধিকা নেত্রে মহা হর্ষ হৈয়া॥ অঞ্জনের ছলে নানা পরিহাস কৈল। এ হেতু এ স্থান নাম আঁজনক হৈল॥ এই বিদ্যুদ্বারি গ্রাম বিজোআরি কয়। এ গ্রাম প্রসঙ্গ শুনি কেবা না দ্রবয়॥ অহে শ্রীনিবাস ব্রজে অক্রূর আসিতে। হৈল এই ধ্বনি আইলা রামকৃষ্ণে নিতে॥ রাত্রি বাস আনন্দে করিয়া নন্দালয়ে। নন্দাদিক সহ প্রাতে মথুরা চলয়ে॥

ব্রজ শূন্য হৈল রামকৃষ্ণের গমনে। কহিতে কি তাহা যে দেখিল সেই জানে॥ কৃষ্ণেরে দেখিতে ধায় ব্রজাঙ্গনাগণ। নদীর প্রবাহ প্রায় ঝরয়ে নয়ন॥ সে দশা দেখিতে দারু পাষাণ বিদরে। লক্ষ ২ মুখে তা বর্ণিতে কেহ নারে॥ চতুর্দ্দিকে ব্যাকুল কৃষ্ণের প্রিয়াগণ। এথা কৃষ্ণ রথেতে করিলা আরোহণ॥ কৃষ্ণমুখ পদ্মে গোপী নেত্র সমর্পিলা। হা হা প্রাণনাথ বলি মূর্চ্ছিত হইলা॥ স্থির বিজুরির পুঞ্জ আকাশ হইতে। যৈছে পড়ে তৈছে গোপী পড়ে পৃথিবীতে॥ বিজুরির পুঞ্জ জ্ঞান হইল সভার। এই হেতু বিজোআরি নাম সে ইহার॥ পরশো নাম গ্রাম এই দেখহ অগ্রেতে। পরশো নাম হৈল যৈছে কহি সঙ্ক্ষেপেতে॥ রথে চড়ি কৃষ্ণ মথুরায় যাত্রা কৈলা। গোপিকার দশা দেখি ব্যাকুল হইলা॥ লোক দ্বারে কহিলেন শপথ খাইয়া। কালি পরশ্বের মধ্যে মিলিব আসিয়া॥ এ হেতু পরশো-নাম হইল ইহার। কহিতে না জানি যৈছে চেষ্টা গোপি-কার॥ পরশো নিকট এই শী নামেতে গ্রাম। সঙ্ক্ষেপে কহিয়ে যৈছে হইল শী নাম॥ এথা কৃষ্ণচন্দ্র ধৈর্য্য ধরিতে না পারে। গোপিকার দশা দেখি কহে বারে বারে॥ মথুরা হইতে শীঘ্র করিব গমন। এই হেতু শীঘ্র সী কহয়ে সর্ব্ব-জন॥ রথে চড়ি কৃষ্ণচন্দ্র চলে মথুরায়। কৃষ্ণ বিনা গোপী-গণ হৈলা মৃত্যু প্রায়॥ অসংখ্য গোপীর নেত্র অঞ্জন সহিতে। নেত্র অশ্রু বুক বাহি পড়ে পৃথিবীতে॥ একত্র হইয়া জল চলে নদী পারা। সবে কহে এই হয় যমুনার ধারা॥ এই গোপিকার প্রেম অশ্রুময় স্থান। অহে শ্রীনি-

বাস এ দেখয়ে ভাগ্যবান্॥ দেখ এই কামাই করালা গ্রাম দ্বয়। কামাই গ্রামেতে বিশাখার জন্ম হয়॥ ললিতার স্থান এই করালা গ্রামেতে। লুধৌনী গ্রামেও বাস বিদিত ব্রজেতে॥ এই করলা গ্রামেতে চন্দ্রাবলী স্থিতি। করালার পুত্র গোবর্দ্ধন যার পতি॥ চন্দ্রভানু পিতা ইন্দুমতী মাতা যার। চন্দ্রাবলী হন জ্যেষ্ঠ ভগ্নী রাধিকার॥ শ্রীচন্দ্রাবলীর পিতা পঞ্চ সহোদর। সকলের জ্যেষ্ঠ বৃষভানু নৃপবর॥ চন্দ্রভানু রত্নভানু সুভানু শ্রীভানু। ক্রমে এ পঞ্চের সূর্য্য সম তেজ যনু॥ গোবর্দ্ধন মল্ল চন্দ্রাবলীর সহিতে। সখীস্থলী গ্রামে কভু রহে করালাতে॥ পদ্মা আদি যূথেশ্বরী রহি এই ঠাঁই। কৃষ্ণে যৈছে মিলে সে কৌতুক অন্ত নাই॥ ওই যে পিয়াসো গ্রামে কৃষ্ণে প্যাস * হৈল। বলদেব আনি-জল কৃষ্ণে পিয়াইল॥ এ সাহার গ্রামে উপনন্দের বসতি। অধিক বয়স মন্ত্রণাতে বিজ্ঞ অতি॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ১৬ শ্লোকঃ॥

শ্বেতস্মশ্রু ভরেণ সুন্দরমুখঃ শ্যামঃ কৃতী মন্ত্রণা
ভিজ্ঞঃ সংসদি সন্ততং ব্রজপতেঃ কুর্ব্বন্ স্থিতিং যোঽর্চ্চিতঃ।
স্বপ্রাণার্ব্বুদখণ্ডনৈর্মুরভিদং ভ্রাতুঃ সুতং তোষয়েৎ
সাহারে নিবসন্ স গোষ্ঠমবতান্নাম্নোপনন্দঃ সদা॥

উপনন্দ গোপের অদ্ভুত স্নেহ প্রথা। যার পুত্র সুভদ্র কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥ শ্রীনন্দের প্রিয় গুণ কহিল না হয়। পরম পণ্ডিত কৃষ্ণে স্নেহ অতিশয়॥

তথাহি তত্রৈব ব্রজবিলাসে ১৭ শ্লোকঃ॥

শ্যামঃ সূক্ষ্মমতির্য্যুবাতিমধুরোজ্যোতির্ব্বিদামগ্রণীঃ

---

* পিপাসা॥

পাণ্ডিত্যৈর্জ্জিতগীষ্পপতি ব্রজপতেঃ সব্যে কৃতাবস্থিতিঃ।
কৃষ্ণং পালয়তীহ যঃ প্রিয়তয়া প্রাণার্ব্বুদৈরপ্যলং
মন্দ্রেণাপ্যুপনন্দসূনুমিহ তং প্রীত্যা সুভদ্রং নুমঃ॥

সুভদ্রের ভার্য্যা কুন্দলতা নাম যার। কৃষ্ণ সে জীবন যেহোঁ সখী রাধিকার॥

তথাহি তত্রৈব ব্রজবিলাসে ৩২ শ্লোকঃ॥

সখ্যেনালং পরম রুচিরা নর্ম্মভব্যেন রাধাং
পাকার্থং যা ব্রজপতিমহিষ্যাজ্ঞায়া সন্নয়ন্তী।
প্রেম্না শশ্বৎ পথি পথি হরের্বার্ত্তয়া তর্পয়ন্তী
তুষ্যত্বেতাং পরমিহ ভজে কুন্দপূর্ব্বাং লতাং তাং॥

সাহার গ্রামেতে যে আনন্দ দিবা রাতি। তাহা বিবরিয়া কহে কাহার শকতি॥ এই সাঁখি নামে গ্রাম দেখ এই খানে। শঙ্খচূড় দুষ্টে কৃষ্ণ বধিলা আপনে॥ শঙ্খচূড় মাথে মণি ছিল তাহা লৈয়া। বলদেব পাশে আসি দিলা হর্ষ হৈয়া॥ এই কথোদূর যথা ছিলা বলরাম। তথা রামকুণ্ড এবে রামতলাও নাম॥ বলদেব মণি মধুমঙ্গল দ্বারায়। রাধিকারে দিলা মহাকৌতুক তাহায়॥ অহে শ্রীনিবাস নরোত্তম এই খানে। কৌতুকে বিহ্বল রাই সখীগণ সনে॥ ছত্রবনে কৃষ্ণে রাজা করি সখাগণ। রাজ আজ্ঞা বলে করে সর্ব্বত্র শাসন॥ মধুমঙ্গলাদি সবে প্রগল্ভ বচনে। কৃষ্ণের দোহাই দিয়া ফিরে বনে বনে॥ মহারাজ ছত্রপতি নন্দের কুমার। তাঁর এ রাজ্যেতে নাই অন্য অধিকার॥ যদি কেহো পুষ্প চয়নেতে এথা আইসে। তবে দণ্ড দিব তারে লৈয়া রাজা পাশে॥ ললিতাদি সখী ক্রোধে কহে বার বার।

রাধিকার রাজ্যে কে করয়ে অধিকার॥ ঐছে কত কহি ললিতাদি সখীগণ। রাধিকারে উমরাও কৈলা সেই ক্ষণ॥ উমরাও যোগ্য সিংহাসনে বসি রাই। সখীগণ প্রতি কহে চতুর্দ্দিকে চাই॥ মোর রাজ্যে অধিকার করে যেই জন। পরাভব করি তারে আন এই ক্ষণ॥ শুনি সজ্জ হৈয়া চলে যুদ্ধ করিবারে। বৃন্দা বিনির্ম্মিত পুষ্পযষ্টি লৈয়া করে॥ সহস্র সহস্র সখী চলে চারি ভিতে। সুবলাদি সখা তাহা দেখে দূর হৈতে॥ মধুমঙ্গলেরে না কহিয়া পলাইল। কোন সখী গিয়া মধুমঙ্গলে ধরিল॥ পুষ্প মালা দিয়া হস্ত বন্ধন করিলা। উমরাও পাশে শীঘ্র লইয়া আইলা॥ দেখি মধুমঙ্গলে কহয়ে বার বার। কার রাজ্যে করাও কাহার অধিকার॥ তোমা সবা সহ দণ্ড দিব সে রাজারে। যেন ঐছে কর্ম্ম আর কভু নাহি করে॥ শুনি মধু কহয়ে করিয়া মুণ্ড হেট। ঐছে দণ্ড কর যাতে ভরে মোর পেট॥ উমরাও কহে এই পেটার্থি ব্রাহ্মণে। ছাড়ি দেহ যাউক রাজার সন্নিধানে॥ সখীগণ দিলা মধুমঙ্গলে ছাড়িয়া। বন্ধন সহিত মধু চলিল ধাইয়া॥ মহাদর্পে রাজা বসি রাজসিংহাসনে। মধুমঙ্গলেরে কহে ঐছে দশা কেনে॥ বিমর্শ হইয়া মধু কহে বার বার। তোমারে করিনু রাজা এই ফল তার॥ তেহোঁ উমরাও তাঁর প্রতাপ অপার। তুমি কি করিবে তাঁর রাজ্যে অধিকার॥ যে কন্দর্প জগতের ধৈর্য্য ধন হরে। সে কন্দর্প কাঁপে তাঁর নেত্র ভঙ্গি দ্বারে॥ তাহাতে মানহ তুমি আমার বচন। নিজাঙ্গ সমর্পি লেহ তাঁহার শরণ॥ কৃষ্ণ কহে মধু যে কহিলা সর্ব্বোপরি। তোমারে বান্ধিল দুঃখ

সহিতে না পারি ॥ মধু কহে তোমার মঙ্গল মাত্র চাই। অপমান হইলেও কোন দুঃখ নাই ॥ এত কহি কৃষ্ণ হস্ত করি আকর্ষণ। রাধিকার নিকটে আইসে সেই ক্ষণ ॥ প্রাণ নাথ গমন দেখিয়া সুখে রাই। হইলেন অধৈর্য্য লজ্জার সীমা নাই ॥ উমরাও বেশ রাই ঘুচাইতে চায়। সখী কহে এই বেশে রহিবে এথায় ॥ রাধিকার ঐছে বেশ কৃষ্ণ দেখি দূরে। হইলা অধৈর্য্য ধৈর্য্য ধরিতে না পারে ॥ কৃষ্ণচেষ্টা দেখি মধু উল্লাস হিয়ায়। রাধিকা সমীপে কৃষ্ণে আনিল ত্বরায় ॥ রাধিকা দক্ষিণ পাশে কৃষ্ণে বসাইল। কৃষ্ণ বামে রাই কি অদ্ভুত শোভা হৈল ॥ রাধিকার প্রতি মধু কহে বার বার। এবে কৃষ্ণ দেহ রাজ্যে কর অধিকার ॥ কৃষ্ণ যে দিবেন এক আলিঙ্গন রত্ন। সে তোমার ভেট তা লইবে করি যত্ন ॥ শুনি মধু বচন ললিতা হাঁসি সুখে। দিলেন মোদক মধুমঙ্গলের মুখে ॥ মধু কহে কৈলা দোষ বান্ধিলা আমায়। ঐছে লক্ষ লড্ডু ভুঞ্জাইলে দোষ যায় ॥ এত কহি ভঙ্গি করি মোদক ভুঞ্জয়ে। সখী সুবেষ্টিত দুহুঁ শোভা নিরীক্ষয়ে ॥ মোদক ভুঞ্জিয়া অতি সুমধুর ভাষে। বহু কার্য্য আছে বলি চলয়ে উল্লাসে ॥ উমরাও রাজা দোঁহে নিকুঞ্জ ভবনে। করিলা প্রবেশ অতি উল্লসিত মনে ॥ সুরত সমরে দোহে শ্রম যুক্ত হৈলা। বিবিধ কৌতুকে সখী শ্রম দূর কৈলা ॥ অহে শ্রীনিবাস রঙ্গ কহিতে কি আর। উমরাও নাম গ্রাম এ হেতু ইহার ॥

বৃষভানু কিশোরীর প্রিয় অতিশয়। এই যে কিশোরী কুণ্ড সদা শোভাময় ॥ দেখি এ অপূর্ব্ব বন মহাহর্ষ মনে।

লোকনাথ গোস্বামী ছিলেন এই খানে॥ যে বৈরাগ্য তাঁর তা কহিতে অন্ত নাই। শ্রীরাধাবিনোদ কৃপা কৈলা এই ঠাঁই॥ ফল মূল শাক অন্ন যবে যে মিলয়। যত্নে তাহা শ্রীরাধাবিনোদে সমর্পয়॥ বর্ষাশীতাদিতে এই বৃক্ষ তলে বাস। সঙ্গে জীর্ণকাঁথা অতি জীর্ণ বহির্ব্বাস॥ আপনি হইতা সিক্ত অতিবৃষ্টি নীরে। ঠাকুরে রাখিতা এই বৃক্ষের কোটরে॥ অন্য সময়েতে জীর্ণ ঝোলায় লইয়া। রাখিতেন বক্ষে অতি উল্লসিত হিয়া॥ শ্রীগৌরচন্দ্রের লীলা করিয়া স্মরণ। হইয়া ব্যাকুল এথা করিতা ক্রন্দন॥ ঐছে কত কহি ধৈর্য্য ধরিতে না পারে। রাঘব পণ্ডিত নেত্র জলেই সাঁতারে॥ শ্রীনিবাস নরোত্তম ধূলায় লোটায়। ছাড়ে দীর্ঘ-শ্বাস ভাসে নেত্রের ধারায়॥ কত ক্ষণে শ্রীপণ্ডিত সুস্থির হইয়া। দোঁহে স্থির করি আগে চলে দোঁহে লৈয়া॥ পণ্ডিত কহয়ে নরীসেমরী এ গ্রাম। শ্যামরী কিন্নরী এ গ্রামের পূর্ব্ব নাম॥ রাধিকার মানভঙ্গ উপায় না দেখি এই খানে শ্রীকৃষ্ণ হইলা শ্যামাসখী॥ বীণাযন্ত্র বাজাইয়া আইলা এথায়। শ্রীরাধিকা কহে এ কিন্নরী সর্ব্বথায়॥ শুনি বীণাবাদ্য রাই বিহ্বল হইলা। নিজ রত্ন মালা তার গলে পরাইলা॥ কিন্নরী কহয়ে মানরত্ন মোরে দেহ। অনুগ্রহ করিয়া আপন করি লেহ॥ এ বাক্য শুনিয়া রাই মন্দ মন্দ হাসে। দূরে গেল মান মগ্ন হইলা উল্লাসে॥ এই রূপে এ দুই গ্রামের নাম হয়। এথা এই দেবীর প্রভাব অতিশয়॥ অহে শ্রীনিবাস আগে দেখ ছত্র বন। এই খানে হৈলা রাজা ব্রজেন্দ্র নন্দন॥ কৃষ্ণ রাজা হৈলে কিছু দিনে পৌর্ণমাসী।

রাধিকার অভিষেক কৈলা সুখে ভাসি॥ বৃন্দারণ্য রাণী-রাধা রাধাস্থলী স্থানে। অভিষেকে যে রঙ্গ তা কহিতে কে জানে॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৬১ শ্লোকঃ॥

সার্দ্ধং মানসজাহ্নবী মুখ নদীবর্গৈঃ সরঙ্গোৎকরৈঃ
সাবিত্র্যাদি সুরীকুলৈশ্চ নিতরামাকাশবাণ্যা বিধোঃ।
বৃন্দারণ্যবরেণ্য রাজ্যবিষয়ে শ্রীপৌর্ণমাসী মুদা
রাধাং যত্র সিষেচ সিঞ্চতু সুখং সোঽম্ভরাধাস্থলী॥

দেখহ খদিরবন বিদিত জগতে। বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি এথা গমন মাত্রেতে॥

তথাহি আদিবারাহে॥

সপ্তমন্তু বনং ভূমৌ খদিরং লোকবিশ্রুতং।
তত্র গত্বা নরো ভদ্রে মম লোকং স গচ্ছতি॥

অহে শ্রীনিবাস দেখ কৃষ্ণ এই খানে। সখা সহ নানা খেলা খেলে গোচারণে॥ দেখহ সঙ্গমকুণ্ড অতি মনোরম। কৃষ্ণ সহ গোপিকার এথা সুসঙ্গম॥ পরম নির্জ্জন এথা সুখে লোকনাথ। মধ্যে মধ্যে রহিতেন ভূগর্ত্তের সাথ॥ এই যে কদম্বখণ্ডি শোভা মনোহর। এথাদ্ভুত লীলা করে ব্রজেন্দ্র কুমার॥ বকথরা গ্রাম এ যাবট সন্নিধানে। বকাসুরে কৃষ্ণ বধিলেন এই খানে॥ নেওছাক স্থান এই দেখ শ্রীনিবাস। এথা শ্রীকৃষ্ণের হয় ভোজন বিলাস॥ ছাক শব্দে ভক্ষণ সামগ্রী ব্রজে কয়। কৃষ্ণ ভুঞ্জিবেন তেঞি যশোদা প্রেরয়॥ আর যত গোপবালকের মাতাগণে। সবে ভক্ষ্য দ্রব্য পাঠায়েন এই বনে॥ এই ভাণ্ডাগোর গ্রাম দেখ শ্রীনিবাস।

এথা শ্রীকৃষ্ণের অতি অদ্ভুত বিলাস ॥ এবে গ্রাম নাম লোকে ভাদালি কহয়। এ কুণ্ডের স্নানাদিতে সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

ভাণ্ডাগোরমিতি খ্যাতং গুহ্যমস্তি ততো মম।
লভন্তে মনুজা ভূমি সিদ্ধিং তত্র ন সংশয়ঃ ॥
তত্র কুণ্ডং মহাভাগে দ্রুম গুল্মলতাবৃতং।
তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বীত অহোরাত্রোষিতো নরঃ।
লোকং বৈদ্যাধরং গত্বা মোদতে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥
তত্রাশ্চর্য্যং প্রবক্ষ্যামি ভূমি গুহ্যং পরং মম।
চতুর্ব্বিংশতি দ্বাদশ্যাং মম ভক্তি ব্যবস্থিতাঃ ॥
অর্দ্ধরাত্রেষু শৃণ্বন্তি গীতং কর্ণসুখাবহং ॥

এত কহি আর নানা স্থান দেখাইয়া। পুন নন্দীশ্বরে আইলা উল্লসিত হৈয়া ॥ নন্দাদি চরিত্র কিছু কহি শ্রীনিবাসে। দাঁড়াইলা শ্রীপাবন সরোবর পাশে ॥ সনাতন গোস্বামির কুটীর দর্শনে। হইলা অধৈর্য্য অশ্রু ঝরয়ে নয়নে ॥ রাঘব পণ্ডিত কহে শ্রীনিবাস প্রতি। কহি কিছু যৈছে গোস্বামির এথা স্থিতি ॥ বৃন্দাবন হৈতে আসি এ নির্জ্জন বনে। প্রেমেতে বিহ্বল সদা কৃষ্ণ আরাধনে ॥ সঙ্গোপনে রহে ভক্ষণের চেষ্টা নাই। কেহো না জানয়ে কে আছয়ে এই ঠাই ॥ কৃষ্ণ গোপ বালকের ছলে দুগ্ধ লৈয়া ॥ দাঁড়াইলা গোস্বামী সম্মুখে হর্ষ হৈয়া ॥ গোরক্ষক বেশ মাথে উষ্ণীষ শোভয়। দুগ্ধ ভাণ্ড হাতে করি গোস্বামিরে কয় ॥ আছহ নির্জ্জনে তোমা কেহো নাহি জানে। দেখিলাম তোমারে আসিয়া গোচারণে ॥ এই দুগ্ধ পান কর

আমার কথায়। লইয়া যাইব ভাণ্ড রাখিহ এথায়॥ কুটীরে রহিলে মো সভার সুখ হবে। ঐছে রহ ইথে ব্রজবাসি দুঃখ পাবে॥ এত কহি গোপালের হইল গমন। মুগ্ধ হৈয়া দুগ্ধ পান কৈলা সনাতন॥ দুগ্ধ পান মাত্রে প্রেমে অধৈর্য্য হইলা। নেত্র জলে সিক্ত হৈয়া বহু খেদ কৈলা॥ অলক্ষিত প্রভু সনাতনে প্রবোধিলা। ব্রজবাসি দ্বারে এক কুটীর করাইলা॥ ঐছে সনাতনের হইল বাসালয়। মধ্যে মধ্যে এথা শ্রীরূপের স্থিতি হয়॥ এক দিন শ্রীরূপ গোস্বামী সনাতনে। ভুঞ্জাইতে দুগ্ধান্নাদি করিলেন মনে॥ ঐছে মনে করি পুন সঙ্কোচিত হৈলা। শ্রীরূপের মনোবৃত্তি রাধিকা জানিলা॥ ঘৃত দুগ্ধ তণ্ডুল শর্করাদিক লৈয়া। গোপবালিকার ছলে আইলা হর্ষ হৈয়া॥ রূপ প্রতি কহে স্বামী এই সব লেহ। শীঘ্র পাক করি কৃষ্ণে সমর্পি ভুঞ্জহ॥ মাতা মোর এই কথা কহিল কহিতে। কোনই সঙ্কোচ যেন নহে কভু চিতে॥ এত কহি শ্রীরাধিকা কৌতুকে চলিলা। শ্রীরূপ গোস্বামী সুখে শীঘ্র পাক কৈলা॥ কৃষ্ণে সমর্পিয়া শ্রীগোস্বামী সনাতনে। করে পরিবেশন পরমানন্দ মনে॥ সনাতন গোস্বামী সামগ্রী সুগন্ধিতে। না জানে কতেক সুখ উপজয়ে চিতে॥ দুই এক গ্রাস মুখে দিয়া সনাতন। হইলা অধৈর্য্য অশ্রু নহে নিবারণ॥ সনাতন সামগ্রী বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিল। শ্রীরূপ ক্রমেতে সব বৃত্তান্ত কহিল॥ শুনিয়া গোস্বামী নিষেধয়ে বার বার। ঐছে ভক্ষ্য দ্রব্য চেষ্টা না করিহ আর॥ এত কহি শ্রীমহাপ্রসাদ সেবা কৈলা। শ্রীরূপ গোস্বামী অতি খেদ যুক্ত হৈলা॥ স্বপ্ন ছলে শ্রীরাধিকা দিয়া দরশন।

প্রবোধিলা শ্রীরূপে জানিলা সনাতন ॥ অহে শ্রীনিবাস যৈছে শ্রীরূপের ধৈর্য্য। বৈষ্ণব সমাজে ব্যক্ত হইল আশ্চর্য্য ॥ এক দিন রাধাকৃষ্ণ বিচ্ছেদ কথাতে। কান্দয়ে বৈষ্ণব মূর্চ্ছাগত পৃথিবীতে ॥ অগ্নিশিখা প্রায় জলে রূপের হৃদয়। তথাপি বাহিরে কিছু প্রকাশ না হয় ॥ কারু দেহে শ্রীরূপের নিশ্বাস স্পর্শিল। অগ্নি দগ্ধ প্রায় তার দেহে ব্রণ হৈল ॥ দেখিয়া সবার মনে হৈল চমৎ কার। ঐছে শ্রীরূপের ক্রিয়া কহিতে কি আর ॥ কি কহিব যত সুখ এই নন্দীশ্বরে। এত কহি চলে গোস্বামির শ্রীকুটীরে ॥ তথা বিপ্র শ্রীগোপাল মিশ্র সুচরিত্র। সনাতন গোস্বামির পুরোহিত পুত্র ॥ শ্রীসনাতনের শিষ্য সর্ব্বাংশে সুন্দর। এ সবে দেখিতে তাঁর উল্লাস অন্তর ॥ শ্রীউদ্ধব দাস মাধবাদি যে যে ছিলা। পরস্পর মিলি সবে মহা হর্ষ হৈলা ॥ ব্রজবাসিগণ অতি উল্লসিত মনে। ভক্ষণ সামগ্রী আনাইলা সেই ক্ষণে ॥ সে দিবস তথা মহা মহোৎসব হৈল। নাম সঙ্কীর্ত্তনে সবে রাত্রি গোঙাইল ॥ এ হেন অপূর্ব্ব কথা যে করে শ্রবণ। অচিরে মিলয়ে তারে কৃষ্ণ প্রেমধন ॥

শ্রীগোপাল দাস আদি যত বিজ্ঞবর। হইল সবার মহা-উল্লাস অন্তর ॥ শ্রীরাঘব দোঁহে লৈয়া রজনি প্রভাতে। বিদায় হইয়া চলে পরিক্রমা পথে ॥ শ্রীপণ্ডিত শ্রীনিবাস নরোত্তমে কয়। আগে এই দেখহ বৈঠান গ্রাম হয় ॥ যবে যে করয়ে পরামর্ষ গোপগণ। এই খানে আসিয়া বৈসয়ে সর্ব্বজন ॥ গোপগণ বৈসে এই হেতু এ বৈঠান। এবে লোকে কহে ছোট বড় দুই নাম ॥ ব্রজবাসিস্নেহে

বদ্ধ হৈয়া হর্ষ মনে। সনাতন গোস্বামী ছিলেন এই খানে॥ যে রূপে রহিল এথা সে চারু চরিত্র। কহি যে কিঞ্চিত যাতে জগত পবিত্র॥ সনাতন গোস্বামী এ ব্রজবাসিগণে। নিরন্তর প্রাণের অধিক করি মানে॥ ব্রজ পরিক্রমা যবে করেন গোঁসাই। গ্রামে গ্রামে রহে সে সুখের সীমা নাই॥ এক গ্রামে রহি আর গ্রামে যবে যায়। গ্রামবাসী লোক গোস্বামির পাছে ধায়॥ কিবা বাল বৃদ্ধ কেহো ধৈর্য্য নাহি মানে। গোস্বামির বিচ্ছেদে কান্দয়ে সর্ব্বজনে॥ সনাতন গোস্বামীও ক্রন্দন করিয়া। নিজ নিজ গৃহে পাঠায়েন প্রবোধিয়া॥ ক্রন্দন সম্বরি সবে নিজ গৃহে গেলে। তবে সনাতন অন্য গ্রামে শীঘ্র চলে॥ যে গ্রামে যাইব সেই গ্রামবাসিগণ। দূরে হৈতে দেখে সনাতনের গমন॥ কিবা বাল বৃদ্ধ যুবা স্ত্রী পুরুষগণে। সবে কহে ঐ দেখ রূপসনা-তনে॥ ব্রজবাসিগণের অদ্ভুত স্নেহ হয়। রূপে দেখিলেও রূপ সনাতন কয়॥ গ্রামিলোকগণ কেহো স্থির হৈতে নারে। আগুসরি চলে সনাতনে আনিবারে॥ বহু রত্ন লভ্যে দরিদ্রের সুখ যৈছে। সনাতন দর্শনে সবার সুখ তৈছে॥ অতি বৃদ্ধ বৃদ্ধ যত স্ত্রী পুরুষগণ। পুত্র ভাবে সনা-তনে করয়ে লালন॥ কেহো কহে অরে পুত্র মোসবে ভুলিয়া। কি রূপে আছিলা কোথা মরি এ চিন্তিয়া॥ ঐছে কহি সবে সনাতন মুখ চাই। আপনা নির্ম্মঞ্ছে মনে মহাসুখ পাই॥ স্ত্রী পুরুষ যুবা যার জন্ম সে গ্রামেতে। তা সবার ভ্রাতৃভাব বিহ্বল স্নেহেতে॥ কেহো কহে ভ্রাতা তুমি আছিলা কেমনে। বুঝি মো সবারে কভু না করিলা

মনে ॥ কেনে ভ্রাতা মো সবারে হইলা নির্দ্দয়। ঐছে কত কহে নেত্রে অশ্রু ধারা বয় ॥ বালিকা বালক আসি চরণ স্পর্শিতে। করে নিবারণ সবে নারে নিবারিতে ॥ কিছু দূরে রহিয়া গ্রামের বধূগণ। সঙ্কোচিত হৈয়া সবে করয়ে দর্শন ॥ অহে শ্রীনিবাস সনাতনের দর্শনে। প্রণামাদি ক্রিয়া কারু স্মৃতি নাই মনে ॥

গ্রামে প্রবেশিতে যে যে আইসে ধাইয়া। হস্তে ধরি লৈয়া চলে দৃঢ় আলিঙ্গিয়া ॥ দিব্য বৃক্ষ তলে সবে মনের উল্লাসে। সনাতনে বসাই বৈসয়ে চারি পাসে ॥ দধি দুগ্ধ নবনীত আদি গৃহ হৈতে। আনে যত্নে সবে সনাতনে ভুঞ্জাইতে ॥ ভোজন কৌতুক সমাধিয়া কত ক্ষণে। সুস্থির হইয়া সুখে বৈসে সর্ব্বজনে ॥ সনাতন গোস্বামী পরম স্নেহাবেশে। সবে সর্ব্ব-প্রকারেই মঙ্গল জিজ্ঞাসে ॥ কার কত কন্যা পুত্র বিবাহ কোথায়। কি নাম কাহার কৈছে প্রবীণ নির্ভায় ॥ গাভী বৃষাদিক কত কৃষীকর্ম্ম কার। কার গৃহে শস্য কত কৈছে ব্যবহার ॥ শরীর আরোগ্য কার কৈছে মনোবৃত্তি। ঐছে জিজ্ঞাসিতে সবে হন হর্ষ অতি ॥ গোস্বামিরে ক্রমে সবে সব নিবেদয়। কারু দুঃখ শুনিতেই মহা দুঃখী হয় ॥ সনাতন প্রবোধে তাহার দুঃখ ক্ষয়। এ সব প্রসঙ্গে রাত্রি প্রভাত করয় ॥ প্রাতে প্রাতঃ ক্রিয়া শীঘ্র করি সনাতন। স্নানাদিক করিতেই আইসে সর্ব্বজন ॥ দধি দুগ্ধাদিক সবে শীঘ্র আনাঅয়। সনাতন গোস্বামিরে ভুঞ্জিতে কহয় ॥ ভুঞ্জেন শ্রীগোস্বামী সবারে ভুঞ্জাইয়া। দেখয়ে সবার শোভা উল্লসিত হৈয়া পূর্ব্ব মত গ্রামে হৈতে করিতে গমন। ব্যাকুল হইয়া কান্দে

ব্রজবাসিগণ ॥ যৈছে স্নেহচর্য্যা তা কহিতে অন্ত নাই। বিবিধ প্রকারে সবে প্রবোধে গোসাঁই ॥ কথো দূর সঙ্গে সবে গমন করিতে। দেন নিজ শপথ সবারে ফিরাইতে ॥ এই রূপে গ্রামে গ্রামে করিয়া ভ্রমণ। আইসেন বৈঠান গ্রামেতে সনাতন ॥ সনাতনে দেখিয়া গ্রামের লোক যত। যে আনন্দে মগ্ন তা কহিবে কেবা কত॥ সনাতন সবার মঙ্গল জিজ্ঞাসয়। গোঙায়েন দিবানিশি উল্লাস হিয়ায় ॥ এক রাত্রি বাস এ নির্ব্বন্ধ সবে জানে। হইয়া ব্যাকুল তেঞি কহে সনাতনে ॥ কথো দিন থাকিলে সবার ভাল হয়। মান মো সবার কথা নাহও নির্দ্দয় ॥ প্রাতঃকালে যাবে এই নির্ব্বন্ধ তোমার। ছাড়হ নির্ব্বন্ধ প্রাণ রাখহ সবার ॥ ঐছে গ্রামবাসী কত কহেন কান্দিয়া। এ হেতু রহিল এথা সবে সুখ দিয়া ॥ বৈঠান গ্রামীয় আর নিকটস্থ যত। সবে সনাতন গুণে মগ্ন অবিরত। অহে শ্রীনিবাস মহা আনন্দ এথায়। দেখ নীপবন মন মোহয়ে শোভায় ॥ এই কৃষ্ণকুণ্ড এথা কৌতুক অশেষ। এ কুন্তলকুণ্ডে কৃষ্ণ কৈল কেশবেশ ॥ এই বেড়োখোর কুঞ্জ ভবন মাঝার। বিলসয়ে দোহে বন্ধ করি কুঞ্জদ্বার ॥ চরণপাহাড়ি এই পর্ব্বতের নাম। এথা কৃষ্ণচন্দ্রের কৌতুক অনুপম ॥ সখা সুবেষ্টিত কৃষ্ণ চড়িয়া পর্ব্বতে। গোগণ চরয়ে দূরে দেখে চারিভিতে ॥ ভুবনমোহন বেশে বংশী করে লৈয়া। দাঁড়াইলা বৃক্ষতলে ত্রিভঙ্গ হইয়া ॥ বংশী-বাদ্যারম্ভ মাত্রে জগত মাতিল। যে যথা ছিলেন সবে ধাইয়া আইল ॥ বংশীগান শ্রবণে স্থকিত সবে হৈলা। তুলনা কি গানে এই পর্ব্বত দ্রবিলা ॥ বংশীধ্বনি শুনিয়া যে আইল

এথায়। তা সবার পদচিহ্ন দেখহ শিলায়॥ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম চিহ্ন এ রহিল। এই হেতু চরণপাহাড়ি নাম হৈল॥ দেখ কৃষ্ণকুণ্ড এই হারোআলগ্রাম। এথা বিলসয়ে রঙ্গে রাই ঘনশ্যাম॥ পাশা খেলাইতে রাই কৃষ্ণে হারাইলা। খেলায় হারিয়া কৃষ্ণ মহা লজ্জা পাইলা॥ ললিতা কহয়ে রাই পাশক ক্রীড়াতে। অনায়াসে তুমি হারাইলা প্রাণনাথে॥ হইল তোমার জিত অনেক প্রকারে। দেখিব কন্দর্প যুদ্ধে কে বা জিতে হারে॥ এত কহি নিকুঞ্জমন্দিরে দোহে থুইয়া। সখীগণ দেখে রঙ্গ অলক্ষিত হৈয়া॥ হইল পরমানন্দ কহিতে কি আর। এই হারোআলে হয় অদ্ভুত বিহার॥ দেখহ সাতোঙা নাম গ্রাম শোভা করে। এথা শ্রীসন্তনমুনি আরাধে কৃষ্ণেরে॥ সূর্য্যকুণ্ড নন্দনকূপ বাদ্যশিলা আর॥ অপূর্ব্ব পর্ব্বত এথা কৃষ্ণের বিহার॥ দেখ পাই গ্রাম রাই সখীগণ সনে। কৃষ্ণে অন্বেষণ করি পাইল এখানে॥ দেখ এ চলন শিলা এথা শ্যামরায়। চলিতে নারয়ে প্রেমে বৈসয়ে শিলায়॥ দেখহ কামরি গ্রাম কৃষ্ণ এই খানে। কামে ব্যস্ত হৈয়া চাহে রাই পথ পানে॥ দেখ এ বিছোর গ্রাম এথা চন্দ্রমুখী। কৃষ্ণ সহ মিলয়ে সঙ্গেতে প্রিয়সখী॥ ক্রীড়াবসানেতে দোঁহে চলে নিজালয়। বিচ্ছেদ প্রযুক্ত এ বিছোর নাম হয়॥ দেখহ কদম্বখণ্ডি তিলোআর গ্রাম। এথা ক্রীড়ারত নাই তিলেক বিশ্রাম॥ এই যে শৃঙ্গারবট কৃষ্ণ এই খানে। রাধিকার বেশ কৈল বিবিধ বিধানে॥ এই দেখ কৃষ্ণের অপূর্ব্ব লীলা স্থান। এবে এ হইল ললাপুর নাম গ্রাম॥ এই যে বাসোলী গ্রাম কৃষ্ণাঙ্গ সুবাসে। ভ্রমর

মাতিব কি জগৎ ধৈর্য্য নাশে ॥ এথা রাধাকৃষ্ণ প্রিয় সখীগণ সঙ্গে। নিরন্তর মগ্ন হোলিখেলাদিক রঙ্গে ॥ অহে দেখ পয় গ্রাম শ্রীকৃষ্ণ এখানে। পয়ঃ পান কৈলা কৃষ্ণ সখাগণ সনে ॥ একোটর বন কোট বন সবে কয়। এথা সখা সহ কৃষ্ণ সুখে বিলসয় ॥ এই দধিগ্রামে কৃষ্ণ দধি লুঠ কৈল। গোপাঙ্গনা সহ মহা কৌতুক বাঢ়িল ॥ এই শেষশায়ী ক্ষীর সমুদ্র এথাতে। কৌতুকে শুইলা কৃষ্ণ অনন্ত শয্যাতে ॥ শ্রীরাধিকা পাদপদ্ম করয়ে সেবন। যে আনন্দ হৈল তাহা না হয় বর্ণন ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৯১ শ্লোকঃ ॥

যস্য শ্রীমচ্চরণকমলে কোমলে কোমলাপি
শ্রীরাধোচ্চৈর্নিজসুখকৃতে সন্নয়ন্তী কুচাগ্রে।
ভীতাপ্যারাদথ নহি দধাত্যস্য কার্কশ্যদোষাৎ
স শ্রীগোষ্ঠে প্রথয়িতু সদা শেষশায়ী স্থিতিং নঃ ॥

এই শেষশায়ী মূর্ত্তি দর্শন করিতে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র আইলা এথাতে ॥ করিয়া দর্শন মহা কৌতুক বাঢ়িল। সে প্রেম আবেশে প্রভু অধৈর্য্য হইল ॥ প্রভু তেজ দেখি ভাগ্যবন্ত লোকগণ। আনন্দে উন্মত্ত নেত্রে ধারা অনুক্ষণ ॥ পরস্পর কহে এ মনুষ্য কভু নয়। সন্ন্যাসির বেশ এ ঈশ্বর সত্য হয় ॥ কেহ কহে অহে ভাই ইথে নাহি আন। এ সন্ন্যাসী এই শেষশায়ী ভগবান্ ॥ ঐছে কত কহে কেহ স্থির হৈতে নারে। প্রভুমুখচন্দ্র নিরীখয়ে বারে বারে ॥ অহে শ্রীনিবাস প্রভু চরিত্র অপার। প্রভু জানাইলে সে পারয়ে জানিবার ॥ এই দেখ কদম্বকানন মনোহর। এথা বিহরয়ে রঙ্গে

রসিক শেখর ॥ এই ব্রজ সীমা খম্ব হরে খামী গ্রাম। এথা গোচারয়ে রঙ্গে কৃষ্ণ বলরাম ॥ বনচারী আদি গ্রামে অদ্ভুত বিলাস। এ সব ব্রজের সীমা অহে শ্রীনিবাস ॥ যমুনা নিকট গ্রাম খররো এখানে। বলরাম মঙ্গল জিজ্ঞাসে সখাগণে ॥ দেখহ উজানি স্থান যমুনা এখানে। বহয়ে উজান শ্রীকৃষ্ণের বংশীগানে ॥ দেখহ খেলনবন এথা দুই ভাই। সখা সহ খেলে ভক্ষণের চেষ্টা নাই ॥ মায়ের যত্নেতে ভুঞ্জে কৃষ্ণ বলরাম। এ খেলন বটের শ্রীখেলাতীর্থ নাম ॥ অহে শ্রীনিবাস এই রামঘাট হয়। এথা রাসলীলা করে রোহিণী তনয় ॥ যথা কৃষ্ণ প্রিয়া সহ কৈল রাসকেলি। তথা হৈতে দূর এ রামের রাসস্থলী ॥ কহিতে কি তেহোঁ কোটি সমুদ্র গভীর। কৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ পরম সুধীর ॥ দ্বারকা হইতে উৎকণ্ঠায় ব্রজে আইলা। চৈত্র বৈশাখ দুই মাস স্থিতি কৈলা ॥ শ্রীনন্দ যশোদা আদি প্রবোধে সবারে। সখাগণে সন্তোষয়ে বিবিধ প্রকারে ॥ নানা অনুনয় বিজ্ঞ রোহিণী তনয়। কৃষ্ণপ্রিয়াগণে নানা প্রকারে শান্তয় ॥ নিজ প্রিয়া গোপীগণ মনোহিত করে। যে সব সহিত পূর্ব্বে বসন্তে বিহরে ॥ কে বর্ণিতে পারে সে কৌতুক অতিশয়। শঙ্খচূড়ে বধ কৃষ্ণ করে সে সময় ॥ বলদেব প্রিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া সম্বলিত। হোরিক্রীড়া রঙ্গ বৃদ্ধি হৈল যথোচিত ॥ রামকৃষ্ণ দোঁহে নিজ নিজ প্রিয়াসনে। বিলসয়ে যৈছে তা বর্ণয়ে বিজ্ঞগণে ॥

তথাহি শ্রীমুরারিগুপ্ত কৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
চরিতে চতুর্থ প্রক্রমে ॥

ততশ্চ পশ্যাত্র বসন্তবেশৌ
শ্রীরামকৃষ্ণৌ ব্রজসুন্দরীভিঃ।
বিক্রীড়তুঃ স্ব স্ব যূথেশ্বরীভিঃ
সমং রসজ্ঞৌ কলধৌতমণ্ডিতৌ॥
নৃত্যন্তৌ গোপীভিঃ সার্দ্ধং গায়ন্তৌ রসভাবিতৌ।
গায়ন্তীভিশ্চ রামাভির্নৃত্যন্তীভিশ্চ শোভিতৌ॥

পরম অদ্ভুত বলদেবের বিহার। বলদেব প্রেয়সীগণের নাহি পার॥ কৃষ্ণক্রীড়া কালে অনুৎপন্না বালাগণ। বলদেব প্রিয়ায় সে সবার গণন॥ এ সকল গোপী রতিবর্দ্ধন বলাই। যৈছে ক্রীড়ারত তা কহিতে অন্ত নাই॥ চৈত্র বৈশাখ মাসের ভাগ্য অতিশয়। রোহিণীনন্দন যাতে ব্রজে বিলসয়॥

তথাহি শ্রীদশমে ৬৫ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকঃ॥

দ্বৌ মাসৌ তত্র চাবাৎসীন্মধুং মাধবমেব চ।
রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্॥

অহে শ্রীনিবাস বলদেব প্রিয়াসনে। করিবেন রাসক্রীড়া এ উল্লাস মনে॥ কে বুঝিতে পারে বলরামের চরিত। পরম কৌতুকে এথা হৈলা উপনীত॥ এই রম্য যমুনা পুলিন উপবন। সদা মন্দ মন্দ বহে সুগন্ধি পবন॥ পূর্ণচন্দ্র কিরণে রজনী উজিয়ার। বিকসিত পুষ্প পুঞ্জ শোভা চমৎকার॥ ভ্রমর ভ্রমরীগণ গুঞ্জে মনোহর। নানা পক্ষী নানা শব্দ করে নিরন্তর॥ লক্ষ লক্ষ ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করে। কুরঙ্গ কুরঙ্গী রঙ্গে চতুর্দ্দিকে ফিরে॥ বৃক্ষতলে রহি দেখে রোহিণীনন্দন। কিবা সে অপূর্ব্ব ভঙ্গি ভুবনমোহন॥ শ্রীরামের শোভা দেখি আনন্দ অন্তরে। স্বর্গে দেবগণ জয় জয় ধ্বনি করে॥

গীতে যথা রাগ বেলাবলী॥

জয় রোহিণীনন্দন বলবীর। কম্বু কুন্দ কর্পূর রজতগিরি গরবহারি রুচি রুচির শরীর॥ ধ্রু॥ মঞ্জুল কেশ অলক কুল চঞ্চল ঝলমল তিলক তরুণীচিত চোর। লোচন কমল বিশাল ভৃঙ্গ ভুরু টলমল কুণ্ডল শ্রবণ উজোর॥ নাসা খগপতি চঞ্চু চন্দ্র জিনি আননে অমিয় বরিষে অনিবার। সুবলিত বাহু বলনী বলয়া কর পরিসর বক্ষে বিলসে মণিহার॥ সিংহ দরপভর ভঞ্জন কটিতট নীল বসন পহিরণ অনুপম। সুগঠন জানু যুগল জনরঞ্জন পদনখ নিকর নিছনি ঘনশ্যাম॥

অহে শ্রীনিবাস বলদেব সন্দর্শনে। ত্রিজগতে ধৈর্য্য বা ধরিব কোন জনে॥ এথা রাম রত্নসিংহাসনে বিলসয়। রাসোৎসব বেশের সুসমা অতিশয়॥ বলদেব শোভা কোটি কন্দর্প জিনিয়া। প্রতি অঙ্গ বলনী মুনীন্দ্র মোহনীয়া॥ অঙ্গের ছটায় ত্রিজগত আলো করে। কোটি কোটি চন্দ্রের কিরণ দর্প হরে॥ শিরে চারু চাঁচর চিকণ কেশ জাল। মণিময় মুকুট বেষ্টিত পুষ্পমাল॥ ললাট উজ্জ্বল ভুরু ভ্রমরের পাঁতি। আকর্ণ পর্য্যন্ত নেত্রারুণ পদ্মভাঁতি॥ জিনিয়া খগেন্দ্র চঞ্চু নাসিকা সুন্দর। নিরুপম শ্রীমুখ মণ্ডল মনোহর॥ পাকা বিম্বফল যিনি ওষ্ঠাধর আভা। মুক্তা মদ নাশে মঞ্জু দশনের শোভা॥ রজত দর্পণ যিনি শ্রীগণ্ড যুগল। কর্ণে এক কুণ্ডল করয়ে ঝল মল॥ কি মধুর চিবুক উপমা নাই দিতে। সিংহের গরব হরে গ্রীবার ভঙ্গিতে॥ ত্রিবলি বলিত কণ্ঠ সুললিত কক্ষ। তরুণী না ধরে হিয়া হেরি পীন বক্ষ॥ কি ছার কুঞ্জরকর শ্রীভুজের আগে। কত সাধে কে বা না পরশ

রস মাগে ॥ অঙ্গদ বলয়া নানা ভূষণে ভূষিত। বামকরে শৃঙ্গ নানা রতনে জড়িত ॥ বৈজয়ন্তী মালা গলে দোলে অনিবার। ভ্রময়ে ভ্রমর যাতে করয়ে গুঞ্জার ॥ উদর মধুর নাভি মধ্য অতি ক্ষীণ। পরিধেয় নীলিম বসন তনুলীন ॥ উলট কদলি উরু রসের আলয়। পদতলে অরুণ গরব পরাজয় ॥ চরণ মাধুরি মোদ বাড়ায় সবার। তাহাতে নূপুর সে চঞ্চল অনি-বার ॥ নখের কিরণে অন্ধকার দূর করে। কি দিব তুলনা নাই ভুবন ভিতরে ॥ বলদেব ধ্যান ঐছে পুরাণে প্রচার। ভাগ্যবন্ত জন সে. দেখয়ে অনিবার ॥ ভুবনমোহন প্রভু রোহিণীনন্দন। যাঁর শৃঙ্গবাদ্যে হরে ব্রহ্মাদির মন ॥ এই খানে বলদেব ত্রিভঙ্গ হইয়া। বাজায় মোহন শিঙ্গা উলসিত হিয়া ॥

গীতে যথা—মালকোষ ॥

আজু মধুর মধু যামিনী পূরণ শশি শোহয়ে। যমুনা বন পুলিন হেরি, উমগত চিত বেরি বেরি, বায়ত বলদেব শৃঙ্গনাদ জগত মোহয়ে ॥ ধ্রু ॥ কর্ষত ধ্বনি প্রেয়সীগণ, পর্শত শ্রুতি তেজি ভবন, আয়ত হিয় হর্ষ সরস, সুসমা মন রঞ্জয়ে। কিঙ্কিণী রিণি ঝিনিন ঝনন, নূপুর রব ধিরজ হরণ, কঞ্জ চরণ ধরণ মঞ্জু, খঞ্জন গতি গঞ্জয়ে ॥ বহু পিয় চউতোর সকল, কামিনী বনি বেশ বিমল, দামিনী জিনি ঝল কত অতি, কৌতুক পরকাশয়ে। নাহ পরম·কৌতুক রত, মৃদু মৃদু মৃদু ভাখত কত, চাতুরি ময় বচন চারু, অমিয় গরব নাশয়ে ॥ চঞ্চল যুগ ভ্রমরনয়ন, ললনাকুল কমল বয়ন, মাধুরি মধু পিয়ত মগন ঘন ভণ তন আয়য়ে। বিপুল পুলক উয়ত

দেহ, অতুলিত নিত ললিত লেহ, নরহরি কিএ বুঝব পরশ পর রস উমতায়ে ॥

এথা শ্রীবলাইর অতি অদ্ভুত বিলাস। এক মুখে কি বলিব অহে শ্রীনিবাস ॥ কৌমুদী গন্ধ বায়ু সেবিত নিরন্তর। কিবা চন্দ্রকিরণ উজ্জ্বল মনোহর ॥ যমুনোপবন ক্রীড়া রত বলরাম। লক্ষ লক্ষ প্রিয়ায় বেষ্টিত অনুপম ॥

তথাহি শ্রীদশমে ৬৫ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকঃ ॥

পূর্ণচন্দ্রকলামৃষ্টে কৌমুদীগন্ধবায়ুনা।
যমুনোপবনে রেমে সেবিতে স্ত্রীগণৈর্বৃতঃ ॥

প্রিয়া সহ বারুণী পানেতে মহারঙ্গ। সর্ব্বত্র বিদিত এই বারুণী প্রসঙ্গ ॥

তথাহি তত্রৈব ১৩ শ্লোকঃ ॥

বরুণপ্রেষিতা দেবী বারুণী বৃক্ষকোটরাৎ।
পতন্তী তদ্বনং সর্ব্বং স্বগন্ধেনাধ্যবাসয়ৎ ॥
তদ্গন্ধং মধুধারায়া বায়ুনোপহৃতং বলঃ।
আঘ্রায়োপগতস্তত্র ললনাভিঃ সমং পপৌ ॥

মদিরাধিষ্টাত্রী দেবী সুধা সহোৎপন্না। রামে জানাইল মুই বরুণের কন্যা ॥

তথাহি হরিবংশে ॥

সমীপং প্রেষিতা পিত্রা বরুণেন তবানঘেতি ॥

এথা প্রিয়াগণ সহ রোহিণীকুমার। রাসারম্ভে মত্ত হুই-লেন অনিবার ॥ মৃদঙ্গ পিনাক বীণা আদি যন্ত্রগণে। বিবিধ ভঙ্গিতে বাজায়েন বহুজনে ॥ প্রেয়সী প্রবীণা নানা রাগ

আলাপয়। শ্রুতি স্বর মূর্চ্ছনা গ্রামাদি প্রকাশয়॥ গায় প্রাণ নাথের চরিত্র গোপীগণ। ব্রহ্মাদি মোহিত গীত করিয়া শ্রবণ॥ শ্রীরাসমণ্ডলে সে সুখের সীমা নাই। গীত বাদ্য নৃত্যে মহা বিহ্বল বলাই॥

গীতে যথা—শঙ্করাভরণ॥

নৃত্যত বলদেব বিপুল পুলকিত প্রতি অঙ্গ। দাঁ দাঁ দৃমি দৃমি দৃমি কট, ধা দৃগু দৃগু থ বিথুক্কট, তক তক ধিকি তক থোরি, কু কু বাজত মৃদু মৃদঙ্গ॥ ধ্রু॥ গীম ধুনত অতি সুমধুর পীন পরম পরিসর উর, মঞ্জুল বন মাল অতুল, দোলত অলি সঙ্গ। গণ্ড রজত দর্পণ দর, চঞ্চল শ্রুতি কুণ্ডল বর, বঙ্কিম দিঠি খঞ্জন ভুরু, ভামিনি কৃত রঙ্গ॥ হস্তক কৃত ভাঁতি সুঘট, মস্তক মণি মোর মুকুট, কুটিল অলক ঝলকত কত, মনমথ মদ ভঙ্গ॥ পদতল থল কমল ভাল, ধর তঁহি তঁহি বিবিধ তাল, উঘটত তক থৈ থৈ থৈ, তিতক ধিলঙ্গ॥ ঝুনু নু নু নু নু নূপুর ধ্বনি, কোই ধিরজ ধরত ন শুনি, কিঙ্কিণী রণ রণি রণি রব, উপ- জাত হিয় উমঙ্গ। প্রেয়সীগণ বদন চন্দ, চুম্বত হসি মন্দ মন্দ, গায়ত মনরঞ্জন ঘনশ্যাম রসতরঙ্গ॥

পুনঃ কেদার॥

বাজে ঝিগ ঝিগ ঝিগ ঝেদ্রাং, দৃগু দৃগু দৃমি দিগ দিগ দ্রাং, তাল ত্রিপুট প্রকটত মৃদু, মর্দ্দন গতি ঘোর। তকথৈ থৈ তাথৈ তা থোদিথুন্না থোং কৃণা, কৃণা ঝিনি না না না না না কৃত, রতিপতি মতি ভোর॥ সুন্দর বল বীর ধীর, নৃত্যত রবিতনয়াতীর, রাস রভস প্রেয়সীগণ, বিলসত চউতোর। চঞ্চল পগ ভঙ্গি ঝিনিনি, ঝঙ্কৃত কটি কিঙ্কিণী মণি, ঝুনু

ঝু ঝু নু নূপুর রব মুনিগণ মনচোর ॥ ঝলকত মণি কুণ্ডল কপোল, মঞ্জুল বন মাল লোল, সৌরভ ভর বলিতপুঞ্জ, গুঞ্জত অলি যোর। সরস পরশ হসত মন্দ, চমকত বর বদন চন্দ, পীযূষ রস পীয়ত ঘনশ্যাম দৃগ চকোর ॥

প্রেয়সী সকল মহা আনন্দ অন্তরে। বলদেবে বেড়িয়া অদ্ভুত নৃত্য করে ॥

গীতে যথা কেদার ॥

আজু পূনিম পূরণ শশী নির্ম্মল মধু যামিনী। ধা ধা ধিগি তগধিলঙ্গ, দৃমি দৃমি দৃমি বাজ মৃদঙ্গ,নৃত্যত বলদেব বলিত, বিলসত সব ভামিনী ॥ ধ্রু॥ কিঙ্কিণী মৃদুনাদ নূপুর, নিরুপম গতি গান মধুর, হস্তকচয় চঞ্চল দৃগ, ভঙ্গিম অভিরামিণী। গীম ধুনত মন্দ মন্দ, হসত লসত দশন বৃন্দ, ভণব কি ঘন শ্যাম সুতনু, ঝলকত যনু দামিনী ॥

পুনঃ ভূপালী ॥

আজু কি মধুর মধু নিশা। চাঁদে আলো কৈলে সব দিশা ॥ যমুনা পুলিন পরিসরে। প্রিয়া সহ বলাই বিহরে ॥ কিবা রাসমণ্ডল সুষমা। চতুর্দ্দিকে গোপী মনোরমা ॥ বায় নানা যন্ত্র কুতূহলে। গায় গীত রসের হিলোলে ॥ প্রাণনাথে বেড়ি নৃত্য করে। শোভায় ভুবন মনো হরে ॥ রসিক শেখর বলরাম। নাচয়ে জিনিয়া কোটি কাম ॥ সঘনে সুচারু শৃঙ্গপূরে। জগত মাতয়ে সে না সুরে॥ কত না চাতুরি প্রকাশয়ে। প্রিয়া ভুজে ভুজ আরোপয়ে ॥ বদনে বদন বিধু দিয়া। উলাসে ধরিতে নারে হিয়া॥ পুরায় সবার অভি- লাষ। নিছনি এ নরহরি দাস ॥

অহে শ্রীনিবাস শ্রীরামের রাসলীলা। প্রভুভক্তগণ বহু-প্রকারে বর্ণিলা॥ যমুনা আকর্ষি রঙ্গে আনি এই খানে। জলক্রীড়া কৈল বলদেব প্রিয়াসনে॥

গীতে যথা ভূপালী॥

শ্রীরাসবিলাসি বলবীর। তিলে তিলে বিহ্বল হইতে নারে থির॥ কে বুঝে বলাইর এ লীলা। অনায়াসে লাঙ্গলে যমুনা আকর্ষিলা॥ বসিয়া রমণীগণ সঙ্গে। যমুনায় জলকেলি করে নানা রঙ্গে॥ জল যুদ্ধ করি উঠে তীরে। পরে বাস ভূষণ শোভায় প্রাণ হরে॥ বলরাম রসের মূরতি। করে মধু পানাদি মদনমদে মাতি॥ প্রিয়াসহ নিকুঞ্জ ভবনে। স্থতয়ে কুসুম শেযে কত উঠে মনে॥ দেখি নিশি শেষ প্রিয়াগণ। প্রাণনাথে নারে ছাড়ি যাইতে ভবন॥ বলাই কত না আদরিয়া। করিতে বিদায় হিয়া যায় বিদরিয়া॥ সবে গেলা নিজ নিজ বাসে। নরহরি নিছনি এ বলাইর বিলাসে॥

এথা প্রিয়াগণ সঙ্গে বিবিধ বিহার। নিশান্তে হইল গৃহে গমন সবার॥ এই খানে যমুনা পাইয়া মহাভয়॥ বলদেব পাদপদ্মে পড়ি প্রণময়॥ আপনা মানিয়া হীন কাতর অন্তরে। দুই কর যুড়িয়া অনেক স্তুতি করে॥

গীতে যথা দেশপাল॥

হে রাম রোহিণীতনয় নলিনাক্ষ যদুকুল তিলক বলদেব প্রণতবন্ধো। ভক্ত বৎসল হল্যায়ুধ মোদসদন গুণধাম ভয়-হরণ করুণৈকসিন্ধো॥ হে জগতবন্দ্য চন্দ্রাস্য সুন্দর শৃঙ্গ-বাদ্যাতিনিপুণ ধিকি ধিকট ধেন্না। সরিগ সরিগম পম গরিম পধনিতি অয়ি কুরু কৃপাং ময়ি নৃহরিনাথ তেন্না॥

মনের উল্লাসে পুন প্রণমে যমুনা। কহিতে কি অন্য হিতচিন্তায় নিপুণা ॥

গীতে যথা শ্রীরাগঃ ॥

জয় জয় রেবতী রমণ রসালয়, নিখিল ভুবন জন রঞ্জন রে। অমল কমলদল লোচন, ধৃতি ভর মোচন, গজগতি গঞ্জন রে ॥ চন্দ্রবদন নবতাণ্ডবপণ্ডিত, হলধর যদুকুল মণ্ডন রে। কম্বু কুন্দনিভ, নীলাম্বর ধর, মকরধ্বজমদ খণ্ডন রে ॥ শরণাগত রক্ষক, নরহরিমব, ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ত্রিগড়তিয়া। এই অই অই, অই, আই অতি অইঅ, তেন্না তেন্না তি অতি অই ইয়া ॥

কি বলিব অহে শ্রীনিবাস সে না কথা। যমুনাকে প্রসন্ন বলাই হৈলা এথা ॥ বিবিধ কৌতুক এই রাসবিলাসেতে। এ রামের রাসস্থলী বিখ্যাত জগতে ॥ কি বলিব রামঘাটপ্রদেশ সুন্দর। ভক্তগোষ্ঠী বন্দনা করয়ে নিরন্তর ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৯৪ শ্লোকঃ ॥

আকৃষ্টা যা কুপিত হলিনা লাঙ্গলাগ্রেণ কৃষ্ণা<br>
ধীরা যান্তী লবণজলধৌ কৃষ্ণসম্বন্ধহীনা।<br>
অদ্যাপীত্থং সকলমনুজৈর্দৃশ্যতে সৈব যস্মিন্<br>
ভক্ত্যা বন্দেঽদ্ভুতমিদমহো রামঘট্টপ্রদেশং ॥

রামঘাট প্রসঙ্গ শুনিতে যার মন। অনায়াসে ঘুচে তার এ ভববন্ধন ॥ শ্রীরাসবিলাসী রাম নিত্যানন্দ রায়। তীর্থপর্য্যটন কালে রহিলা এথায় ॥ গোপ শিশু সঙ্গে সদা খেলায় বিহ্বল। ক্ষুধা হৈলে ভুঞ্জে দধি দুগ্ধ মূল ফল ॥ বলদেব আবেশে নারয়ে স্থির হৈতে। আপনা লুকায় না পারয়ে লুকাইতে ॥ সবে কহে এই সেই রোহিণীনন্দন। অবধূত

বেশে ব্রজে করয়ে ভ্রমণ॥ অহে শ্রীনিবাস দেখি নিতাইর রীত। কিবা বাল বৃদ্ধ যুবা সবেই মোহিত॥ নিতাইচান্দের এথা অদ্ভুত বিহার। এই যে শাকট বৃক্ষ দন্তকাষ্ঠ তাঁর॥ এই রামঘাটে এক বিপ্র ভাগ্যবান্। বলদেব বিনু সে ধরিতে নারে প্রাণ্॥ নিত্যানন্দ রাম ভক্ত রক্ষার কারণ। বলদেব-রূপে বিপ্রে দিলেন দর্শন॥ শ্রীরাসবিলাসী নিত্যানন্দ বল-রামে। স্তুতি কৈল কালিন্দী দেখিয়া এই খানে॥ এথা নিত্যানন্দ রঙ্গ দেখি দেবগণ। হইলা বিহ্বল অশ্রু নহে নিবারণ॥ এই বৃক্ষ তলে ধূলাবেদীর উপর। শয়নে বিহ্বল নিত্যানন্দ হলধর। শয়নে থাকিয়া প্রভু কহে বার বার॥ কত দিনে পাষণ্ডির হইব উদ্ধার॥ নবদ্বীপনাথ নবদ্বীপে কত দিনে। হইবেন ব্যক্ত গিয়া দেখিব নয়নে॥ ঐছে কত কহে কেহ বুঝিতে না পারে। নিতাইর অদ্ভুত লীলা বিদিত সংসারে॥ রামঘাট নিকট দেখহ কচ্ছবন। কচ্ছপের প্রায় এথা খেলে শিশুগণ॥ দেখহ ভূষণবন এ অতি-নির্জ্জনে। কৃষ্ণে পুষ্পভূষা পরাইল সখাগণে॥ এই আর দেখ কৃষ্ণবিলাসের স্থান। এ সব দর্শনে কার না জুড়ায় প্রাণ॥ এত কহি পণ্ডিত চলয়ে ধীরে ধীরে। দেখি বন-শোভা ধৈর্য্য ধরিতে না পারে॥ চলয়ে ভাণ্ডীর পথে উল্লাস-অন্তরে। এবে লোক কহয় অক্ষয়বট তারে॥ ভাণ্ডীর-নিকটে গিয়া সুমধুরভাষে। অতিস্নেহে পণ্ডিত কহয়ে শ্রীনিবাসে॥ দেখহ ভাণ্ডীরবট স্থান অনুপম। এথা ভাল বিলসয়ে কৃষ্ণ বলরাম॥ সখা সহ মল্লবেশে খেলা খেলা-ইতে। প্রলম্ব অসুর আসি মিশাইল তাতে॥ বলরাম

কৌতুকে প্রলম্ব বধ কৈলা। সখাসহ ভাণ্ডীরে কৃষ্ণের নানা লীলা॥ এক দিন কৃষ্ণ একা ভাণ্ডীর তলায়। বংশীবাদ্য কৈল যাতে জগত মাতায়॥ বংশিধ্বনি শুনি রাধা অধৈর্য্য হইলা। সখীসহ আসি শীঘ্র কৃষ্ণেরে মিলিলা॥ হইল পরমানন্দ দোঁহার অন্তরে। সখীগণ সঙ্গে নানা রঙ্গেতে বিহরে॥ শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ প্রতি কহে মৃদুভাষে। সখা সহ কৈছে ক্রীড়া কর এ প্রদেশে॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন এথা মল্লবেশ ধরি। সখাগণসহ সুখে মল্ল যুদ্ধ করি। মোর সম মল্ল যুদ্ধ কেহো না জানয়॥ অনায়াসে করি অন্যমল্লে পরাজয়॥ হাসিয়া ললিতা কৃষ্ণে কহে বার বার। মল্লবেশে যুদ্ধ আজি দেখিব তোমার॥ এত কহি সকলেই কৈলা মল্লবেশ। কৃষ্ণ মল্লবেশে দর্প করয়ে অশেষ॥ কৃষ্ণ পানে চাহি রাই মন্দ মন্দ হাসে। মল্লযুদ্ধ হেতু যুদ্ধ স্থলেতে প্রবেশে॥ মহামল্ল যুদ্ধে নাহি জয় পরাজয়। হইল আনন্দ কন্দর্পের অতিশয়॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৯৬ শ্লোকঃ॥

মল্লীকৃত্য নিজাঃ সখীঃ প্রিয়তমা গর্ব্বেণ সম্ভাবিতা-
মল্লীভূয় মদীশ্বরী রসময়ী মল্লত্বমুৎকণ্ঠয়া।
যস্মিন্ সম্যগুপেয়ুধা বকভিদা রাধা নিযোদ্ধুং মুদা
কুর্ব্বাণা মদনস্য তোষমতনোদ্ভাণ্ডীরকং তং ভজে॥

ঐছে নানা কৌতুকে বিহ্বল ভাণ্ডীরেতে। ভাণ্ডীরে যে বিলাস তা কে পারে বর্ণিতে॥ ভাণ্ডীর নিকটে দেখ এই আরাগ্রাম। মুঞ্জাটবী এ পুন ঈষিকাটবী নাম॥ এথা দাবানল পাণ করি কৃষ্ণচন্দ্র। রক্ষা কৈল গো গোপাদি হৈল মহানন্দ॥ ঐ যে ভাণ্ডারী গ্রাম যমুনার পার। উহা

মুঞ্জাটবী সব লোকেতে প্রচার॥ অহে শ্রীনিবাস এই দেখ তপোবন। এই খানে কৈল তপ গোপকন্যাগণ॥ দেখ গোপীঘাট এথা গোপীগণ আইলা। যমুনা স্নানেতে অতি-উল্লসিত হৈলা॥ এই চীরঘাট এথা গোপকন্যাগণ। কাত্যায়নী পূজিয়া সবার হর্ষ মন॥ পরিধেয়বস্ত্র রাখি যমুনার কূলে। স্নান করিবারে সবে প্রবেশিলা জলে॥ অলক্ষিতে সবাকার বস্ত্র চুরি করি। নীপ বৃক্ষ উপরে কৌতুক দেখে হরি॥ গোপকন্যাগণ মহা লজ্জিত হইয়া। কৃষ্ণকে মাগেন বস্ত্র জলেতে রহিয়া॥ নিজ মনোবৃত্তি কৃষ্ণে করিয়া প্রকাশ। দিলেন সবারে বস্ত্র হইয়া উল্লাস॥ বস্ত্র পরিলেন হর্ষে গোপকন্যাগণ। নিজ নিজ আত্মা কৃষ্ণে করি সমর্পণ॥ এই নন্দঘাট দেখ নন্দাদিক এথা। করিলা যমুনা স্নান ইথে বহু কথা॥ একাদশী নিরাহার করি দ্বাদশীতে। স্নানহেতু প্রবেশয়ে কালিন্দীজলেতে॥ বরুণের দূত নন্দে হরিয়া লইল। কৃষ্ণ তথা হৈতে নন্দে কৌতুকে আনিল॥ অহে শ্রীনিবাস এথা নন্দ ভয় পাইলা। তেঞি ভয় নামে গ্রাম বজ্র বসাইলা॥ এত কহি চলিলেন ভয় গ্রাম হৈতে। পরি-ক্রমা মধ্যে যে যে স্থান তা দেখিতে॥ শ্রীনিবাসে কহে এই দেখ বৎস বন। এথা চতুর্ম্মুখ হরিলেন বৎসগণ॥

তথাহি তত্রৈব ব্রজবিলাসে ৯৬ শ্লোকঃ॥

দ্রষ্টুং সাক্ষাৎ স্বপতিমহিমোদ্রেক মুৎকেন ধাত্রা
বৎসব্রাতে দ্রুতমপহৃতে বৎসপালোৎকরে চ।
তত্তদ্রূপোহরিরথ ভবন্ যত্র তত্তৎ প্রসূনাং
মোদং চক্রেহশনমপি ভজে বৎসহারস্থলীং তাং॥

এই যে উনাই গ্রাম এথা সখাসঙ্গে। বিবিধ সামগ্রী কৃষ্ণ ভুঞ্জে নানা রঙ্গে ॥ এই বলিহারা নাম গ্রাম এই খানে। বালকাদি হরে চতুর্ম্মুখ হর্ষ মনে ॥ পরিশ্রম নাম স্থান দেখহ এথাতে। চতুর্ম্মুখ ছিলা কৃষ্ণে পরীক্ষা করিতে ॥ সেই স্থান নাম এ সকল লোকে জানে। কৃষ্ণের মায়াতে ব্রহ্মা মোহিত এথানে ॥ শিশু বৎস হরি ব্রহ্মা রাখি সঙ্গোপনে। সেই শিশু বৎস দেখে কৃষ্ণ সন্নিধানে ॥ সেই এই এই সেই বলে বার বার। এই হেতু সেই নাম হৈল সে ইহার ॥ এচোমুহা গ্রামে ব্রহ্মা আসি কৃষ্ণ পাশে। করিল কৃষ্ণের স্তুতি অশেষ বিশেষে ॥

তথাহি তত্রৈব ব্রজবিলাসে ৯৭ শ্লোকঃ ॥

বাঢ়ং বৎসক বৎসপাল হৃতিতো জাতাপরাধাদ্ভয়ৈ-
র্বহ্মা সাস্রমপূর্ব্বপদ্যনিবহৈ র্যস্মিন্নিপত্যাবনৌ।
তুষ্টাবাদ্ভুতবৎসপং ব্রজপতেঃ পুত্রং মুকুন্দং মনাক্-
স্মেরং ভীরুচতুর্ম্মুখাখ্যমনিশং সেশং প্রদেশং নুমঃ ॥

অঘাসুরে বধে কৃষ্ণ এই সর্পস্থলী। অঘবন নাম লোকে কহয়ে সপৌলী ॥

তথাহি তত্রৈব ব্রজবিলাসে ৯৫ শ্লোকঃ ॥

প্রাণপ্রেষ্ঠ বয়স্যবর্গ মুদরে পাপীয়সোঽঘাসুর-
স্যারণ্যোদ্ভট পাবকোৎকট বিষৈর্দুষ্টে প্রবিষ্টং পুরঃ।
ব্যগ্রং প্রেক্ষ্য রুষা প্রবিশ্য সহসা হত্বা খলং তং বলী
যত্রৈনং নিজমাররক্ষ মুরজিৎ সা পাতু সর্পস্থলী ॥

এথা পুষ্প বর্ষে দেব জয়ধ্বনি করে। এ হেতু জয়েত গ্রাম কহয়ে ইহারে ॥ সবে কহে অঘাসুর বধে এসিয়ান।

তেঞ্চি এসেয়ানো গ্রাম সেহোনা আখ্যান॥ এই দেখ তরোলী বরোলী গ্রাম দ্বয়। পূর্ব্বে গোপকৃত গ্রাম সকলে কহয়॥ অহে শ্রীনিবাস আর দেখ রম্যস্থান। এথা বিহরয়ে নন্দপুত্র ভগবান্॥ এত কহি কৃষ্ণকুণ্ডটীলায় চড়িয়া। চতুর্দ্দিকে চাহে মহাপ্রফুল্লিত হৈয়া॥ শ্রীনিবাসে কহে দেখ মঘেরা এ গ্রাম। পূর্ব্বে জানাইল মঘহেরা হয় নাম॥ অহে দেখ তমাল কানন ঐ খানে। বাঢ়ে মহারঙ্গ রাধাকৃষ্ণের মিলনে॥ এত কহি কৌতুকে নামিয়া টীলা হৈতে। শ্রীনিবাস প্রতি কহে পরম স্নেহেতে॥ এ আটস্থ গ্রামে মহাকৌতুক হইল। অষ্টবক্রমুনি এথা তপস্যা করিল॥ এই শক্র স্থান এবে শকরোয়া কয়। ব্রজে বৃষ্টি করি শক্র এথা পাইলা ভয়॥ এই বরাহর গ্রামে বরাহ রূপেতে। খেলাইলা কৃষ্ণপ্রিয় সখার সহিতে॥ দেখ হরাসোলী গ্রাম অহে শ্রীনিবাস। এই রাসস্থলী কৃষ্ণ এথা কৈলা রাস॥

তথাহি তত্রৈব ব্রজবিলাসে ৬৩শ্লোকঃ॥

বৈদগ্ধ্যোজ্জ্বল বল্লুবল্লববধূবর্গেণ নৃত্যন্মসৌ
হিত্বা তং মুরজিদ্রসেন রহসি শ্রীরাধিকাং মণ্ডয়ন্।
পুষ্পালঙ্কৃতিসঞ্চয়েন রমতে যত্র প্রমোদোৎকরৈ-
স্ত্রৈলোক্যাদ্ভুত মাধুরী পরিবৃতা সা পাতু রাসস্থলী॥

এত কহি শ্রীনিবাস নরোত্তমে লৈয়া। পুন নন্দঘাটে আইলা মহাহর্ষ হৈয়া॥ শ্রীনিবাসে কহে এই নির্জ্জন এথাতে। শ্রীজীব ছিলেন অতি অজ্ঞাতরূপেতে॥ কহি সে প্রসঙ্গ এক দিন বৃন্দাবনে। শ্রীরূপ লিখেন গ্রন্থ বসিয়া নির্জ্জনে॥ গ্রীষ্ম সময়েতে স্বেদ ব্যাপয়ে অঙ্গেতে। শ্রীজীব

বাতাস করে রহি এক ভিতে॥ যৈছে রূপগোস্বামির সৌন্দর্য্যাতিশয়। তৈছে শ্রীজীবের শোভা যৌবন সময়॥ কেবা না করয়ে সাধ শ্রীরূপে দেখিতে। শ্রীবল্লভভট্ট আসি মিলিলা নিভৃতে॥ ভক্তিরসামৃত গ্রন্থ মঙ্গলাচরণ। দেখি ভট্ট কহে ইহা করিব শোধন॥ এত কহি গেলা স্নানে যমুনার কুলে। শ্রীজীব চলিলা জল আনিবার ছলে॥ শ্রীবল্লভভট্ট সহ নাহি পরিচয়। মঙ্গলাচরণে কি সন্দেহ জিজ্ঞাসয়॥ শুনি শ্রীবল্লভ ভট্ট যে কিছু কহিল। শ্রীজীব সে সব শীঘ্র খণ্ডন করিল॥ প্রসঙ্গে হইল নানা শাস্ত্রের বিচার। শ্রীজীবের বাক্য ভট্ট নারে খণ্ডিবার॥ কতক্ষণ করি চর্চ্চা চর্চ্চা সমাধিয়া। শ্রীরূপের প্রতি ভট্ট কহে পুন গিয়া॥ অলপ বয়স যে ছিলেন তোমা পাশে। তাঁর পরিচয় হেতু আইনু উল্লাসে॥ শ্রীরূপ কহেন কিবা দিব পরিচয়। জীবনাম শিষ্য মোর ভ্রাতার তনয়॥ এই কথোদিন হৈল আইলা দেশ হৈতে। শুনি ভট্ট প্রশংসা করিলা সর্ব্বমতে॥ রূপ সমাদরে ভট্ট করিলা গমন। শ্রীজীব যমুনা হৈতে আইলা সেই ক্ষণ॥ শ্রীরূপ কহেন শ্রীজীবেরে মৃদুভাষে। মোরে কৃপা করি ভট্ট আইলা মোর পাশে॥ মোর হিত লাগি গ্রন্থ শুধিব কহিলা। এ অতি অলপ বাক্য সহিতে নারিলা॥ তাহে পূর্ব্ব দেশ শীঘ্র করহ গমন। মন স্থির হইলে আসিবা বৃন্দাবন॥ গোস্বামির আজ্ঞায় চলিলা পূর্ব্ব পানে। কথোদূরে মন স্থির কৈলা সাবধানে॥ গোস্বামির আজ্ঞা নাই নিকটে আসিতে। এ হেতু আইলা এথা নির্জ্জন

বনেতে ॥ রহি পত্রকুটীরে খেদিত অতিশয়। কভু কিছু ভুঞ্জে কভু উপবাস হয় ॥ দেহ হৈতে প্রাণ ভিন্ন করিয়া ত্বরিতে। প্রভু পাদপদ্ম পাব এই চিন্তা চিতে ॥ অকস্মাৎ সনাতন-গোস্বামী আইলা। গ্রামিলোক আগুসরি গ্রামে লৈয়া গেলা ॥ পরম উল্লাসে বসাইয়া গোস্বামিরে। জিজ্ঞাসি কুশল পুনঃ কহে ধীরে ধীরে ॥ অলপবয়স এক তপস্বী সুন্দর। কথোদিন হৈল রহে এ বন ভিতর ॥ ভুঞ্জাইতে যত্ন করি অনেক প্রকার। কভু ফল মূল ভুঞ্জে কভু নিরাহার ॥ বহু যত্নে কিঞ্চিৎ গোধূমচূর্ণ লৈয়া। করয়ে ভক্ষণ তাহা জলে মিশাইয়া ॥ ঐছে শুনি জানিল আছয়ে জীব এথা। বাৎসল্যে হইয়া আর্দ্র চলিলেন তথা ॥ শ্রীজীব ছিলেন পত্রকুটীরে বসিয়া। গোস্বামির দর্শনে ধরিতে নারে হিয়া ॥ লোটাইয়া পড়ে গোস্বামির পদতলে। শ্রীজীবের চেষ্টা দেখি বিস্মিত সকলে ॥ স্নেহাবেশে সনাতন জিজ্ঞাসিল যাহা। শ্রীজীব সঙ্ক্ষেপ ক্রমে নিবেদিল তাহা ॥ শুনি শ্রীগো-স্বামী জীবে রাখি সেইখানে। গ্রামিলোকে প্রবোধি গেলেন বৃন্দাবনে ॥ গোস্বামির গমন শুনিয়া সেই ক্ষণে। শ্রীরূপ গেলেন গোস্বামির দরশনে। গোস্বামী শ্রীরূপে জিজ্ঞাসেন সমাচার। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু অপেক্ষা কি আর ॥ শ্রীরূপ কহেন প্রায় হইল লিখন। জীব রহিলেই শীঘ্র হইত শোধন॥ গোস্বামী কহেন জীব জীয়া মাত্র আছে। দেখিনু তাহার দেহ বাতাসে হালিছে। ঐছে কহি জীবের বৃত্তান্ত জানা-ইল। শ্রীরূপ শ্রীজীবে সেই ক্ষণে আনাইল ॥ শ্রীজীবের দশা দেখি শ্রীরূপ গোসাঁই। করিলেন শুশ্রূষা কৃপার সীমা

নাই ॥ শ্রীজীবের আরোগ্যে সবার হর্ষ মন। দিলেন সকল-ভার রূপ সনাতন। শ্রীরূপ শ্রীসনাতন অনুগ্রহ হৈতে। শ্রীজীবের বিদ্যাবল ব্যাপিল জগতে ॥ বৃন্দাবনে আইলা দিগ্বিজয়ী এক জন। বহু লোক সঙ্গে সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ॥ তেঁহ কহে যদি চর্চ্চা না পার করিতে। তবে মোর জয়-পত্রী পাঠাহ ত্বরিতে ॥ শুনিয়া শ্রীজীব শীঘ্র পত্রী পাঠাইল। পত্রী পাঠে দিগ্বিজয়ী পরাভব হৈল ॥ ঐছে দর্প করি যত দিগ্বিজয়ী আইসে। পরাভব হইয়া পলায় নিজ দেশে ॥ শ্রীজীবের প্রভাব কহিতে নাহি পার। অহে শ্রীনিবাস এই কুটীর তাঁহার ॥ ঐছে কত কহিয়া যমুনা পার হৈলা। সুরু-খুরু গ্রামে আসি সে দিন রহিলা ॥ তথা যৈছে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন দেবগণে। তাহা জানাইলা শ্রীনিবাস নরোত্তমে॥ তথা হৈতে দূরস্থ গ্রামেও দেখাইল। যথা যে বিলাস তাহা সঙ্ক্ষেপে কহিল ॥ সুরুখুরু হৈতে করি প্রভাতে গমন। শ্রীনিবাসে কহে এই দেখ ভদ্রবন ॥ কৃষ্ণ প্রিয় হয় ভদ্রবন গমনেতে। নাকপৃষ্ঠলোক প্রাপ্তি বন প্রভাবেতে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

অস্তি ভদ্রবনং নাম ষষ্ঠঞ্চ বনমুত্তমং।
তত্র গত্বাচ বসুধে মদ্ভক্তো মৎপরায়ণঃ।
তদ্বনস্য প্রভাবেন নাকলোকং স গচ্ছতি ॥

পরম নির্জ্জন দেখ এ ভাণ্ডীর বনে। নানা খেলা খেলে রামকৃষ্ণ সখাসনে ॥ যোগিগণ প্রিয় এ ভাণ্ডীর বন হয়। দর্শন মাত্রেতে গর্ভ্তযাতনা ঘুঁচয় ॥ সর্ব্ব বনোত্তম এ ভাণ্ডীর শাস্ত্রে কহে। এথা বাসুদেব দৃষ্টে পুনর্জন্ম নহে ॥ ভাণ্ডীরে

নিয়ত স্নানাদিক করে যে। সর্ব্বপাপে মুক্ত ইন্দ্রলোকে যায় সে॥

তথাহি আদিবারাহে॥

একাদশন্তু ভাণ্ডীরং যোগিনাং প্রিয়মুত্তমং।
তস্য দর্শনমাত্রেণ নরো গর্ভং ন গচ্ছতি॥
ভাণ্ডীরং সমনুপ্রাপ্য বনানাং বনমুত্তমং।
বাসুদেবং ততো দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥
তস্মিন্ ভাণ্ডীরকে স্নাতো নিয়তো নিয়তাশনঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত ইন্দ্রলোকং স গচ্ছতি॥

সখা সহ শ্রীকৃষ্ণ ভাণ্ডীরে খেলাইয়া। ভুঞ্জে নানা সামগ্রী এ ছায়ায় বসিয়া॥ এ হেতু ছাহেরি নাম গ্রাম এই হয়। যমুনা নিকট স্থান দেখ শোভাময়॥ এই মাঠগ্রাম মহাআনন্দ এখানে। নানা ক্রীড়া করে রামকৃষ্ণ সখা সনে॥ মৃত্তিকা নির্ম্মিত বৃহৎ পাত্র মাঠ নাম। মাঠোৎপত্তি প্রশস্ত এ হেতু মাঠগ্রাম॥ দধি মন্থনাদি লাগি ব্রজবাসিগণ। লয়েন অসঙ্খ্য মাঠ ঐছে সবে কন॥ রামকৃষ্ণ সখা সহ এ বিল্ব-বনেতে। পক্ক বিল্বফল ভুঞ্জে মহাকৌতুকেতে॥ দেবতা-পূজিত বিল্ববন শোভাময়। এ বন গমনে ব্রহ্মলোকে পূজ্য হয়॥

তথাহি আদিবারাহে॥

বনং বিল্ববনং নাম দশমং দেবপূজিতং।
তত্র গত্বা তু মনুজো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥

বিল্ববনে শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডে যে, করে স্নান। সর্ব্ব পাপে মুক্ত সে পরম ভাগ্যবান্। দেখ অতি পূর্ব্বে এই ধারা যমুনার।

মানসরোবর ছিলা যমুনা ওপার ॥ এবে হইলেন যমুনার ধারাদ্বয়। মধ্যে মানসরোবর অতিশোভাময় ॥ এই আর দেখ এ প্রদেশে নানা গ্রাম। কৃষ্ণলীলাস্থলী এ সকল অনুপম। অহে শ্রীনিবাস এই দেখ লোহবন। লোহবনে কৃষ্ণের অদ্ভুত গোচারণ ॥ নানা পুষ্প সুগন্ধে ব্যাপিত রম্যস্থান। এথা লোহজঙ্ঘাসুরে বধে ভগবান্ ॥ লোহজঙ্ঘবন নাম হয়ত ইহার। এ সর্ব্ব পাতক হৈতে করয়ে উদ্ধার ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

লোহজঙ্ঘবনং নাম লোহজঙ্ঘেন রক্ষিতং।
নবমন্তু বনং দেবি সর্ব্বপাতকনাশনং ॥

দেখ এ প্রদেশে নানা স্থান মনোহর। সর্ব্বত্র বিহরে সদা নন্দের কুমার ॥ এত কহি সর্ব্বত্রেই করিল দর্শন। কৃষ্ণ বলরাম নৃসিংহাদি মূর্ত্তিগণ ॥ যমুনা নিকট যাই শ্রীনিবাসে কয়। এই ঘাটে কৃষ্ণ নৌকাক্রীড়া আরম্ভয় ॥ সে অতি কৌতুক রাই সখীর সহিতে। দুগ্ধাদি লইয়া আইসেন পার হৈতে ॥ দেখি সে অপূর্ব্ব শোভা কৃষ্ণ মুগ্ধ হৈয়া। এক ভিতে রহে অতি জীর্ণনৌকা লৈয়া ॥ শ্রীরাধিকা সখীসহ কহে বারে বারে। পার কর নাবিক যাইব শীঘ্র পারে ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং নৌক্রীড়ায়াং ২৬৯ শ্লোকঃ ॥

কুরু পারং যমুনায়া মুহুরিতি গোপীভিরুৎকরাহূতঃ।
তরিতট কপটশয়ালু র্দ্বিগুণালস্যো হরি র্জয়তি ॥

কতক্ষণে কৃষ্ণ চড়াইয়া সে নৌকায়। কিছু দূর চলে অতি আনন্দ হিয়ায় ॥ উপজিল যে কৌতুক কহিতে না পারি। বর্ণিলেন কবিগণ এ রঙ্গ বিস্তারি ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং তত্রৈব ২৭২।
২৭৪। ২৭৫। ২৭৬। শ্লোকাঃ॥
জীর্ণা তরিঃ সরিদতীব গভীর নীরা
বালা বয়ং সকলমিত্থমনর্থহেতুঃ।
নিস্তারবীজমিদমেব কৃশোদরীণাং
যন্মাধব ত্বমসি সংপ্রতি কর্ণধারঃ॥
বাচা তবৈব যদুনন্দন গব্যভারো
হারোঽপি বারিণি ময়া সহসা বিকীর্ণঃ।
দূরীকৃতঞ্চ কুচয়োরনয়োর্দুকূলং
কূলং কলিন্দদুহিতু র্ন তথাপ্যদূরং॥
পয়ঃ পূরৈঃ পূর্ণা সপদি গতঘূর্ণাচ পবনৈ-
র্গভীরে কালিন্দীপয়সি তরিরেষা প্রবিশতি।
অহো মে দুর্দৈবং পরম কুতুকাক্রান্তহৃদয়ো
হরি র্বারং বারং তদপি করতালীং রচয়তি॥
পানীয়সেচনবিধৌ মম নৈব পাণী
বিশ্রাম্যতস্তদপি তে পরিহাস বাণী।
জীবামি চেৎ পুনরহং ন তদা কদাপি
কৃষ্ণ ত্বদীয়তরণৌ চরণৌ দদামি॥

মহাবনে গিয়া শ্রীপণ্ডিত প্রেমাবেশে। শ্রীনিবাস নরোত্তমে কহে মৃদুভাষে॥ দেখ নন্দ যশোদা আলয় মহাবনে। এথা যে যে রঙ্গ তাহা কে বর্ণিতে জানে॥ এই দেখ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জন্মস্থল। পুত্রমুখ দেখি এথা নন্দাদি বিহ্বল॥ ব্রজগোপ গোপী ধাই আইসে এ অঙ্গনে। পুত্র-জন্ম উৎসব হইল এই খানে॥ বহু দান কৈল নন্দ পুত্র কল্যা-

পেতে। পরম অদ্ভুত সুখ ব্যাপিল জগতে॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৮৯ শ্লোকঃ॥

আবির্ভাব মহোৎসবে মুররিপোঃ স্বর্ণোরুমুক্তাফল-
শ্রেণীবিভ্রমমণ্ডিতে নবগবীলক্ষে দদৌ দ্বে মুদা।
দিব্যালঙ্কৃতি রত্ন পর্ব্বত তিল প্রস্থাদিকং চাদরা-
দ্বিপ্রেভ্যঃ কিল যত্র স ব্রজপতির্বন্দে বৃহৎকাননং॥

স্তবমালাগীতাবল্যাং প্রথমং নন্দোৎসবে॥ ভৈরবঃ॥

পুত্রমুদারমসূত যশোদা। সমজনি বল্লবততি রতি-মোদা॥ ধ্রুং॥ কোঽপ্যুপনয়তি বিবিধমুপহারং॥ নৃত্যতি কোঽপি জনোবহুবারং॥ কোঽপি মধুরমুপগায়তি গীতং। বিকিরতি কোঽপি সদধি নবনীতং॥ কোঽপি তনোতি মনোরথ পূর্ত্তিং। পশ্যতি কোঽপি সনাতনমূর্ত্তিং॥

পুনস্তত্রৈব॥ আসাবরী॥

বিপ্রবৃন্দমভূদলঙ্কৃতি গোধনৈরপি পূর্ণং। গায়নানপি মদ্বিধান্ ব্রজনাথ তোষয় তূর্ণং॥ সূনুরদ্ভুত সুন্দরোঽজনি নন্দরাজ তবায়ং। দেহি গোষ্ঠজনায় বাঞ্ছিতমুৎসবোচিত দায়ং॥ ধ্রুং॥ তাবকাত্মজবীক্ষণক্ষণনন্দি মদ্বিধচিত্তং। যন্ন কৈরপি লব্ধমর্থিভিরেতদিচ্ছতি বিত্তং॥ শ্রীসনাতনচিত্ত মানসকেলিনীলমরালে। মাদৃশাং রতিরত্র তিষ্ঠতু সর্ব্বদা তব বালে॥

অহে শ্রীনিবাস এথা সুখের অবধি। কৈল কৃষ্ণ জন্মের লৌকিক যে যে বিধি॥ এই দেখ নন্দের গোশালা স্থান এথা। গর্গাচার্য্যে নন্দ জানাইল মনঃকথা॥ কংস ভয়ে গর্গ রাম কৃষ্ণের গোপনে। কৈল নাম করণ এথাই হর্ষ মনে॥

পূতনা বধিলা এথা ব্রজেন্দ্রকুমার। এই খানে অগ্নিক্রিয়া হৈল পূতনার॥ অহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণ রহিয়া শয়নে। শকট ভঞ্জন করিলেন এই খানে॥ উত্তান শয়নে কৃষ্ণ শোভা অতিশয়। শৈশবে অদ্ভুত লীলা দেখিতে বিস্ময়॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং শ্রীকৃষ্ণশৈশবে ১৩০ শ্লোকঃ॥

অতিলোহিতকরচরণং মঞ্জুল গোরোচনালসত্তিলকং।
হঠ পরিবর্ত্তিত শকটং মুরুরিপুমুত্তানশায়িনং বন্দে॥

এথা কৃষ্ণচন্দ্র চড়ি মায়ের ক্রোড়েতে। স্তন দুগ্ধ পিয়ে মহা অদ্ভুত ভঙ্গীতে॥ যশোদা কৃষ্ণের মুখ করি নিরীক্ষণ। আনন্দে বিহ্বল হৈয়া পিয়ায়েন স্তন॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং তত্রৈব ১৩১ শ্লোকঃ॥

অর্দ্ধোন্মীলিতলোচনস্য পিবতঃ পর্য্যাপ্তমেকং স্তনং
সদ্যঃ প্রস্নুত দুগ্ধ দিগ্ধমপরং হস্তেন সংমার্জ্জতঃ।
মাত্রাচাঙ্গুলিলালিতস্য বদনে স্মেরায়মানে মুহু
র্বিষ্ণোঃ ক্ষীরকণোরুধাম ধবলা দন্তদ্যুতিঃ পাতু বঃ॥

এথা কৃষ্ণ যশোদা আকর্ষে মহাসুখে। হামাগুড়ি যান, কি মধুর হাসি মুখে॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং তত্রৈব ১৩২ শ্লোকঃ॥

গোষ্ঠেশ্বরীবদন ফুৎকৃতি লোলনেত্রং
জানুদ্বয়েন ধরণীমনু সঞ্চরন্তং।
কিঞ্চিন্নবস্মিত সুধামধুরাধরাভং
বালং তমালদলনীল মহং ভজামি॥

এথা কৃষ্ণে গোপীগণ জিজ্ঞাসয়ে যাহা। অঙ্গুলী নির্দ্দেশে কৃষ্ণ দেখায়েন তাহা॥

তথাহি তত্রৈব ১৩০ শ্লোকঃ ॥

কাননং ক নয়নং ক নাসিকা

ক শ্রুতিঃ কচ শিখেতি দেশতঃ।

তত্র তত্র নিহিতাঙ্গুলীদলো

বল্লবীকুলমনন্দয়ৎ প্রভুঃ ॥

এথা কৃষ্ণ ধূলায় ধূসর হৈয়া হাসে। দেখি মাতা পুত্রে কত কহে মৃদু ভাষে ॥

তত্রৈব ১৩৪ শ্লোকঃ ॥

ইদানী মঙ্গমঙ্কালি রচিতং চানুলেপনং।

ইদানীমেব তে কৃষ্ণ ধূলিধূসরিতং বপুঃ ॥

পরম সুন্দর কৃষ্ণ বসি এই খানে। দুগ্ধ পান লাগি চাহে জননীর পানে ॥ এথা তৃণাবর্ত্ত দুষ্ট কৃষ্ণেরে লইয়া। উঠিল আকাশে অতি উল্লসিত হৈয়া ॥ পরম কৌতুকে কৃষ্ণ চাহি চারি পানে। তৃণাবর্ত্তে বধে এই কংসের আরামে ॥ এথা কৃষ্ণ মৃত্তিকাভক্ষণ কৈল সুখে। ব্রজেশ্বরী ব্রহ্মাণ্ড দেখিল কৃষ্ণ মুখে ॥ এ হেতু ব্রহ্মাণ্ড ঘাট নাম সে ইহার। দেখ যমুনার তীর শোভা চমৎকার ॥ যশোদা আনন্দে বসি গোপীগণ সনে। দেখয়ে পুত্রের চারু শোভা এ অঙ্গনে ॥

তত্রৈব ১৩৫ শ্লোকঃ ॥

পঞ্চবর্ষমতি লোলমঙ্গণে ধাবমানমলকাকুলেক্ষণং।

কিঙ্কিণীবলয়হার নূপুরৈঃ রঞ্জিতং নমত নন্দনন্দনং ॥

শৈশবে তারুণ্য কৃষ্ণ প্রকাশয়ে যথা। বর্ণে কবিগণ সুখে এ অদ্ভুত কথা ॥

তত্রৈব শৈশবেহপি তারুণ্যে ১৩৬ শ্লোকঃ ॥

অধরমধরে কণ্ঠং কণ্ঠে স্থচাটু দৃশোদৃর্শা
বলিকমলিকে কৃত্বা গোপীজনেন সসম্ভ্রমং।
শিশুরিতি রুদন্ কৃষ্ণো বক্ষঃস্থলে নিহিতশ্চিরা-
ন্নিভৃত পুলকঃ স্মেরঃ পায়াৎ স্মরালসবিগ্রহঃ॥
তত্রৈব। ১৩৮। ১৩৯। ১৪০। শ্লোকঃ॥
বনমালিনি পিতুরঙ্কে রচয়তি বাল্যোচিতং চরিতং।
নব নব গোপবধূটী স্মিতপরিপাটী পরিস্ফুরতি॥
পুনঃ॥
নীতং নব নবনীতং কিয়দিতি যশোদয়া পৃষ্টঃ।
ইয়দিতি গুরুজন সবিধে বিধৃত ধনিষ্ঠাপয়োধরঃ পায়াৎ॥
ক যাসি নন্থ চৌরিকে প্রমুদিতং স্ফুটং দৃশ্যতে
দ্বিতীয়মিহ মামকং বহসি কঞ্চুকে কন্দুকং।
ত্যজেতি নবগোপিকাকুচযুগং নিমথ্নন্ বলা
ল্লসৎ পুলক মণ্ডলো জয়তি গোকুলে কেশবঃ॥

এথা কৃষ্ণ মনে বিচারয়ে মাতৃভয়। নবনীত চৌর্য্যেতে নিপুন অতিশয়॥

তত্রৈব ১৪১ শ্লোকঃ॥
দূর দৃষ্ট নবনীত ভাজনং জানুচংক্রমণজাতসম্ভ্রমং।
মাতৃভীতি পরিবর্ত্তিতাননং কৈশবং কিমপি শৈশবং ভজে॥

এথা কৃষ্ণ স্বপ্নে সম্বোধয়ে দেবতায়। শুনিয়া সে বাক্য মাতা ব্যাকুল হিয়ায়॥

তত্রৈব ১৪৭ শ্লোকঃ॥
শম্ভো স্বাগতমাস্যতামিত ইতো বামেন পদ্মোদ্ভব
ক্রৌঞ্চারে কুশলং সুখং সুরপতে বিত্তেশ নোদৃশ্যসে।

ইত্থং স্বপ্নগতস্য কৈটভরিপোঃ শ্রুত্বা জনন্যা গিরঃ
কিং কিং বালক জল্পসীত্যনুচিতং থূ থূ কৃতং প্রাতু বঃ॥

এথা নন্দ যশোদা কৃষ্ণেরে নিদাঁইতে॥ শ্রীরাম প্রসঙ্গাদি শুনান নানা মতে॥

তত্রৈব ১৫১। ১৫২। শ্লোকঃ॥

রামো নাম বভূব হুং তদবলা সীতেতি হুং তাং পিতু
র্বাচা পঞ্চবটীবনে নিবসত স্তস্যাহরদ্রাবণঃ।
কৃষ্ণস্যেতি পুরাতনীং নিজকথামাকর্ণ্য মাত্রেরিতাং
সৌমিত্রে ক্ব ধনু র্ধনু র্ধনুরিতি ব্যগ্রা গিরঃ পান্তু বঃ॥

পুনঃ॥

শ্যামোচ্চন্দ্রা স্বপিষি ন শিশো নৈতি মামস্ব নিদ্রা
নিদ্রাহেতোঃ শৃণু সুত কথাং কামপূর্ব্বাং কুরুস্ব।
ব্যক্তস্তম্ভান্নরহরিরভূদ্দানবং দারয়িষ্য
ন্নিত্যুক্তস্য স্মিতমুদয়তে দেবকীনন্দনস্য॥

এথা উদূখলে কৃষ্ণে যশোদা বান্ধিলা। বন্ধন স্বীকার কৃষ্ণ কৌতুকে করিলা॥ এই যমলার্জ্জুন ভঞ্জন তীর্থস্থল। অপূর্ব্ব কুণ্ডের শোভা সুনির্ম্মল জল॥ মিলয়ে অনন্ত ফল স্নানোপবাসেতে। ইন্দ্রলোকে পূজ্য মহাবন গমনেতে॥ দেখ গোপীশ্বর মহাপাতক নাশয়। কৃষ্ণপ্রিয় মহাবন কৃষ্ণলীলাময়॥ সপ্তসামুদ্রিক কূপ দেখ এই খানে। পিণ্ড প্রদানাদি ফল ব্যক্ত সে পুরাণে॥

তথাহি আদিবারাহে॥

মহাবনং চাষ্টমন্তু সদৈব তু মম প্রিয়ং।
তস্মিন্ গত্বাতু মনুজ ইন্দ্রলোকে মহীয়তে॥

যমলার্জ্জুনতীর্থঞ্চ কুণ্ডং তত্র চ বর্ত্ততে।
পর্য্যন্তং যত্র শকটং ভিন্ন ভাণ্ডকটীঘটং।
তত্র স্নানোপবাসেন অনন্ত ফলমাপ্নুয়াৎ॥
তত্র গোপীশ্বরোনাম মহাপাতকনাশনং॥

অহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণচৈতন্য এথায়। জন্মোৎসব স্থান দেখি উল্লাস হিয়ায়॥ ভাবাবেশে প্রভু নৃত্যগীতে মগ্ন হৈলা। কৃপা করি সর্ব্বচিত্ত আকর্ষণ কৈলা॥ চতুর্দ্দিকে ধায় লোক দেখিয়া প্রভুরে। হইয়া অধৈর্য্য হরি হরি ধ্বনি করে॥ সবার নেত্রেতে অশ্রু ঝরে অনিবার। সবে কহে ন্যাসী নহে কৃষ্ণ এ নির্দ্ধার॥ প্রভু প্রেমে লোক সব উন্মত্ত হইয়া। ঐছে কত কহে ভূমে পড়ে লোটাইয়া॥ শ্রীগৌর-চন্দ্রের ভঙ্গি বুঝে শক্তি কার। মহাবনে হৈল মহা আনন্দ পাথার॥ মদনগোপালে দেখি অধৈর্য্য হইলা। কে বর্ণিব প্রভুর এ অলৌকিক লীলা॥ অহে শ্রীনিবাস স্থান করহ দর্শন। এই থানে ছিলেন গোস্বামী সনাতন॥ মহাবন-বাসী যত লোক ভাগ্যবান্। সনাতনে দেখিলেই সবে পায় প্রাণ॥ সনাতন মদনগোপাল দরশনে॥ মহা সুখ পাইয়া রহয়ে মহাবনে॥ রমণক বালু এই যমুনার তীরে। এথা রঙ্গে মদনগোপাল ক্রীড়া করে॥ এক দিন মহাবনবাসি শিশু সনে। গোপশিশু রূপে আইলা এ দিব্য পুলিনে॥ নানা খেলা খেলয়ে তা দেখি সনাতন। মনে বিচারয়ে এ সামান্য শিশু নন॥ খেলা সাঙ্গ করি শিশু গমন করিতে। সনাতন চলিলেন তাহার পশ্চাতে॥ মন্দিরে প্রবেশে শিশু তথা সনাতন। শিশু না দেখিয়া দেখে মদনমোহন॥ সনা-

তন মদনগোপালে প্রণমিয়া। আইলেন বাসাঘরে কিছু না কহিয়া॥ গোস্বামির প্রেমাধীন মদনগোপাল। ব্যাপিল জগতে যার চরিত্র রসাল॥ দেখ এই কূপে গোপকূপ সবে কয়। শ্রীগোকুল মহাবন দুই এক হয়॥ এই শ্রীগো-কুল মহাবন শোভা অতি। ক্রমে উপনন্দাদিক গোপের বসতি॥ গোকুলে কৃষ্ণের বাল্য লীলা অতিশয়। যাতে উল্লসিত গোপ গোপীর হৃদয়॥ অহে শ্রীনিবাস এই বৃক্ষ পুরাতন। দেখ এ বৃক্ষের শোভা না হয় বর্ণন॥ গোকুল নিবাসী লোক এথা স্নিগ্ধ হয়। গৌরাঙ্গ গোকুলে আসি এথাই বৈসয়॥ যে রূপে হইল এথা প্রভুর গমন। তাহা বিস্তারিয়া বর্ণিবেক কোন জন॥ প্রয়াগ হইতে ক্রমে আসি অগ্রবনে। আইলেন শীঘ্র জমদগ্নির আশ্রমে॥ তাঁর ভার্য্যা রেণুকা রেণুকা নামে গ্রাম। যথা জন্ম লভিলেন শ্রীপরশুরাম॥ রেণুকা হইতে শীঘ্র রাজগ্রাম দিয়া। এই বৃক্ষ তলে রহে গোকুলে আসিয়া॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতে চতুর্থ প্রক্রমে দ্বিতীয় সর্গে॥

ততঃ প্রয়াগমাসাদ্য দৃষ্ট্বা শ্রীমাধবং প্রভুং।
প্রেমানন্দ সুধাপূর্ণো ননর্ত্ত স্বজনৈঃ সহ॥
শ্রীলাক্ষয় বটং দৃষ্ট্বা ত্রিবেণীস্নানমাচরন্।
যমুনায়াঞ্চ সংমজ্য মত্ত বারেন্দ্রলীলয়া॥
হুঙ্কার গম্ভীররাবৈঃ প্রেমাশ্রুপুলকৈর্বৃতঃ।
ব্রজন্ ক্রমাত্তা মুত্তীর্য্য বনং চাগ্রং দদর্শ হ॥
তত্রৈব রেণুকানামা গ্রামো যত্র যুধাং পতিঃ।
জমদগ্নির্মহাত্মাচ পুণ্যক্ষেত্রে হপ্যবাতরৎ॥

তত্রৈব যমুনাং দৃষ্ট্বা বৃন্দারণ্যোন্মুখীং সদা।
রাজগ্রামং ততোগত্বা গোকুলং প্রেক্ষ্য বিহ্বলঃ॥

এথা মহা মত্ত হৈয়া নাম সঙ্কীর্ত্তনে। বহু লোক সঙ্গে গেলা কৃষ্ণ জন্ম স্থানে॥ অহে শ্রীনিবাস এথা সুখের অবধি। কৈল কৃষ্ণ জন্মের লৌকিক যে যে বিধি॥ এথা যত প্রচীন গোপিকা মহা সুখে। কৃষ্ণের মঙ্গল গীত গায়েন কৌতুকে॥ এই খানে বৈসে নন্দাদিক গোপগণ। পরস্পর নানা পরামর্শে বিচক্ষণ॥ এথা মধ্যে মধ্যে নানা উৎপাত দেখিয়া। সবে স্থির কৈল বৃন্দাবনে রহি গিয়া॥ গোকুল রাবল আদি হৈতে গোপগণ। দেখ এই পথে সবে গেলা বৃন্দাবন॥ পথে মহা কৌতুক ভাণ্ডীর বন পাশে। হইলা যমুনা পার পরম উল্লাসে॥ গোবৎসাদি সবে সঙ্কলয়ে এক ঠাই। তেঞি সকরৌলী গ্রাম কহয়ে তথাই॥ অহে শ্রীনিবাস দেখ এ রাবল গ্রাম। এথা বৃষভানুর বসতি অনুপম॥ শ্রীরাধিকা প্রকট হইলা এই খানে। যাহার প্রকটে সুখ ব্যাপিল ভুবনে॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৯০ শ্লোকঃ॥

গান্ধর্ব্বীয়াজনি মণিরভূৎ যত্র সংকীর্ত্তিতায়া
মানন্দোৎকৈঃ সুর মুনি নরৈঃ কীর্ত্তিদাগর্ত্তখন্যাং।
গোপীগোপৈঃ সুরভিনিকরৈঃ সংপরীতে হত্র মুখ্যে
রাবলাখ্যে বৃষরবিপুরে প্রীতিপূরো মমাস্তাং॥

গীতে যথা॥

আজু কি আনন্দ বৃষভানুর মন্দিরে। জন্মিলা রাধিকাদেবী কৃত্তিকা উদরে॥ দিশা দশ করে আলো রূপের ছটায়।

যে দেখে বারেক তার তাপ দূরে যায়॥ সুকোমল তনু যিনি কনক লবনী। আহামরি কিবা প্রতি অঙ্গের বলনী॥ জননী জনক ধৃতি ধরিতে না পারে। কত সাধে চাঁদমুখ দেখে বারে বারে॥ জয় জয় কলরবে ভরিল ভুবন। গায়এ মঙ্গল গীত গোপনারীগণ॥ বাজয়ে বিবিধ বাদ্য পরম রসাল। নাচয়ে সকল লোক বলে ভাল ভাল॥ দধি দুধ হলদি অঙ্গনে ছড়াইয়া। হাসয়ে হাসায় কত ভঙ্গী প্রকাশিয়া॥ বিপ্র বন্দিগণে দান করে নানা ভাঁতি। দেখি ঘনশ্যাম ওনা রঙ্গ সুখে মাতি॥

পুনঃ॥

আজুকি আনন্দ ব্রজ ভরিয়া। নব বাস ভূষাপরি, ধায়ত গোপনারী, রহিতে নারয়ে ধৃতি ধরিয়া॥ ধ্রু॥ কিবা অপরূপ সাজে, প্রবেশে ভবন মাঝে, গোপগণ কান্ধে ভার করিয়া। বৃষভাণু নৃপমণি, আপনা মানয়ে ধনি, বালিকা বদন বিধু হেরিয়া॥ সুভানু সুচন্দ্রভানু, ধরিতে নারয়ে তনু, নাচে সব গোপ তায় ঘেরিয়া। বাজে বাদ্য নানা ভাতি, গীত গায় প্রেমে মাতি, বসন উড়ায় ফিরি ফিরিয়া॥ ঘৃত দধি দুগ্ধ সেহ, হরিদ্রা সলিল কেহ, ঢালে কারু গাথে ছল করিয়া। মুখরার সাধ কত, করয়ে মঙ্গল কত, কৌতুক দেখয়ে নরহরিয়া॥

মাতা পিতা প্রকট সময়ে শোভা দেখি। আনন্দে অধৈর্য্য ফিরাইতে নারে আঁখি॥ কন্যার মঙ্গল হেতু করে নানা দান। কে পারে, বর্ণিতে তা দেখয়ে, ভাগ্যবান্॥ এথা শ্রীরাধিকা বহু বালিকা সহিত। করয়ে ভ্রমণ দেখি মাতা

উল্লসিত ॥ গণসহ বৃষভানু বৈসে এই ঠাই। রাবলে যে রঙ্গ তা কহিতে অন্ত নাই॥ অহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্রগণ সনে। গোকুল হইতে আসি রহে এই খানে ॥ দেখিয়া রায়ল গ্রাম যৈছে ভাবাবেশ। আনের কা কথা তা বর্ণিতে নারে শেষ ॥ চতুর্দ্দিকে ধায় লোক করে হরিধ্বনি। সবে কহে দেখ ভাই ন্যাসী শিরোমণি ॥ প্রভু মুখচন্দ্র সুধা পানে মত্ত অতি। উল্লসিত হৈয়া কেহো কহে কারু প্রতি ॥ মনে বিচারিনু ইহোঁ কৃষ্ণ সুনিশ্চয়। এই বেশে ব্রজেতে ভ্রময়ে ইচ্ছাময় ॥ কেহ কহে এই গৌরদেহ দরশনে। কহিতে না আইসে মুখে যাহা হয় মনে ॥ ঐছে কত কহি লোক চৈতন্য কৃপায়। না ধরে ধৈরজশক্তি নেত্রের ধারায় ॥ অলৌকিক লীলা প্রভু প্রকাশি এখানে। মথুরা গেলেন সেই সনৌড়িয়া* সনে ॥ অহে শ্রীনিবাস এই পরম নির্জ্জন। এথা রাধিকার বাল্য লীলা মনোরম ॥ ঐছে কত কহি রাত্রি রাবলে রহিল। কৃষ্ণ কথা রসে নিশী প্রভাত হইল ॥ শ্রীরাঘব শ্রীনিবাস নরোত্তম সনে। যে প্রেমে নিমগ্ন তা বর্ণিব কোন জনে ॥ এ সব প্রসঙ্গ যত্নে যে করে শ্রবণ। তারে মিলে রাধাকৃষ্ণ চৈতন্য চরণ ॥

প্রাতঃকালে রাবল হইতে যাত্রা কৈলা। হইয়া যমুনা পার মথুরা আইলা ॥ উগ্রসেন বসুদেব কংসের আলয়। যথা যশোদার কন্যা কংসে আকর্ষয় ॥ দেবীরে বধিতে কংস উদ্ধত যে খানে। বসুদেব কারাগারে ছিলেন যে স্থানে ॥ বাসুদেব মূত্রোৎসর্গ কৈলা যে শিলাতে। কৃষ্ণে লৈয়া বসুদেব চলিলা যে পথে ॥ বসুদেব যে খানে যমুনা পার হৈলা।

( * ব্রাহ্মণবিশেষ )

পুত্রে রাখি গোকুলে যে পথে গৃহে আইলা॥ শ্রীনিবাসে সে সকল স্থান দেখাইয়া। রাঘব পণ্ডিত কত কহে বিবরিয়া॥ বিশ্রাম তীর্থেতে স্নান করি হর্ষ মনে। কৃষ্ণগঙ্গা তীরে আইলা অম্বিকা কাননে॥ শ্রীঅম্বিকাদেবী গোকর্ণাখ্য শিবে দেখি। শ্রীনিবাস নরোত্তম হৈলা মহাসুখী॥ রাঘব পণ্ডিত দোঁহে কহে ধীরে ধীরে। দেখহ অপূর্ব্ব স্থান কৃষ্ণগঙ্গাতীরে॥ এথা নন্দাদিক গোপ সুসজ্জ হইয়া। আইলেন দেবযাত্রা দর্শন লাগিয়া॥ গোকর্ণাখ্য মহাদেব অম্বিকা দোঁহারে। পূজিলেন নন্দরায় বিবিধ প্রকারে॥ এই রম্য স্থানে নন্দ শয়নেতে ছিলা। অকস্মাৎ মহাকাল সর্পে গ্রস্ত হৈলা॥ পিতা সর্পে গ্রস্ত দেখি কৃষ্ণ সেই ক্ষণে। মন্দ মন্দ হাঁসি সর্পে স্পর্শিলা চরণে॥ প্রভু পাদপদ্ম স্পর্শে উল্লাস অন্তর। সর্প দেহ গেল হৈল দিব্য কলেবর॥ পূর্ব্বে সুদর্শন নামে বিদ্যাধর ছিলা। বিপ্র শাপে সর্প দেহ প্রভুরে কহিলা॥ করিয়া প্রভুর চারু চরণ বন্দন। নিজ স্থানে গমন করিলা সুদর্শন॥ নন্দাদিক গোপ স্নেহে মহা হর্ষ হৈলা। সখা সহ রামকৃষ্ণে লৈয়া গৃহে আইলা॥ দেখ শ্রীঅক্রূর তীর্থ তীর্থ শ্রেষ্ঠ হয়। সর্ব্বত্র বিদিত কৃষ্ণ প্রিয় অতিশয়॥ কহিব কি ফল স্নান কৈলে পূর্ণিমাতে। মুক্ত হয় সংসারে বিশেষ কার্ত্তিকেতে॥ সর্ব্ব তীর্থে স্নান কৈলে যে ফল মিলয়। অক্রূর তীর্থের স্নানে তাহা প্রাপ্ত হয়॥ সূর্য্য গ্রহণেতে এ তীর্থে যে স্নান করে। রাজসূয় অশ্বমেধ ফল মিলে তারে॥

তথাহি সৌরপুরাণে॥

অনন্তরমতিশ্রেষ্ঠং সর্ব্বপাপবিনাশনং।
অক্রূরতীর্থমত্যর্থমস্তি প্রিয়তরং হরেঃ॥
পূর্ণিমায়াস্তু যঃ স্নায়াৎ তত্র তীর্থবরে নরঃ।
স মুক্ত এব সংসারাৎ কার্ত্তিক্যাস্তু বিশেষতঃ॥
আদিবারাহেচ॥
তীর্থরাজং হি চাক্রূরং গুহ্যানাং গুহ্যমুত্তমং।
তৎফলং সমবাপ্নোতি সর্ব্বতীর্থাবগাহনাৎ॥
অক্রূরেচ পুনঃ স্নাত্বা রাহুগ্রস্তে দিবাকরে।
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলমাপ্নোতি মানবঃ॥

অহে শ্রীনিবাস এই অক্রূর গ্রামেতে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু ছিলেন নিভৃতে॥ বৃন্দাবনে লোক ভীড় এ হেতু এথায়। ভিক্ষা করিতেন আসি উল্লাস হিয়ায়॥ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য প্রভু ভুবন পাবন। তাঁর মনোবৃত্তি বা বুঝিবে কোন জন॥ দেখ শ্রীনিবাস এ পরম রম্য স্থানে। করিলেন যজ্ঞ অঙ্গিরাদি মুনিগণে॥ অন্ন লাগি কৃষ্ণ এথা সখা পাঠাইলা। গোপশিশুবাক্যে বিপ্র ক্রোধ যুক্ত হৈলা॥ সখা গিয়া কৃষ্ণেরে সকল নিবেদিল। পুনঃ কৃষ্ণ মুনিপত্নী আগে পাঠাইল॥ মুনিপত্নীগণ মহা মনের আনন্দে। এথা অন্ন আনিয়া দিলেন কৃষ্ণচন্দ্রে॥ গণ সহ কৃষ্ণ অন্ন ভুঞ্জেন এথাই। ভোজনে কৌতুক যত তার অন্তনাই॥ হইল সবার অতি আনন্দ হৃদয়। এ ভোজন স্থল নাম সকলে জানয়॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৮৬ শ্লোকঃ॥
অন্নৈর্যত্র চতুর্বিধৈঃ পৃথুগুণৈঃ স্বৈরং সুধানিন্দিভিঃ
কামং রামসমেতমচ্যুত মহো স্নিগ্ধৈর্বয়স্যৈর্বৃতং।

শ্রীমান্ যাজ্ঞিক বিজ্ঞ সুন্দর বধূবর্গঃ স্বয়ং যোমুদা
ভক্ত্যা ভোজিতবান্ স্থলঞ্চ তদিদং তঞ্চাপি বন্দামহে ॥

অহে শ্রীনিবাস দেখ বৃন্দাবন শোভা। উপমা কি যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মনো লোভা॥ বৃন্দানিষেবিত কৃষ্ণপ্রিয় বৃন্দাবন। সর্ব্বপাপ নাশে এ দুর্ল্লভ রম্য হন ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

বৃন্দাবনং দ্বাদশমং বৃন্দয়া পরিরক্ষিতং।
মম চৈব প্রিয়ং ভূমে সর্ব্ব পাতকনাশনং ॥
তত্রাহং ক্রীড়য়িষ্যামি গোপী গোপালকৈঃ সহ।
সুরম্যং সুপ্রতীতঞ্চ দেব দানব দুর্ল্লভং ॥

ব্রহ্ম রুদ্রাদিক বৃন্দাবন সেবারত। মুনিগণ বৃন্দাবন ধিয়ায় সতত॥ লক্ষ্মী প্রিয়তমা ভক্তিপরায়ণা যৈছে। গোবিন্দের বৃন্দাবন প্রিয় হয় তৈছে॥ বিলসয়ে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত যে খানে। সখা সহ রামকৃষ্ণ রত গোচারণে॥ জীব-মাত্রে মুক্তি দেন সর্ব্ব তীর্থময়। সর্ব্ব দুঃখ নাশে বৃন্দাবনা-নন্দালয় ॥

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে ॥

ততোবৃন্দাবনং পুণ্যং বৃন্দাদেবী সমাশ্রিতং।
হরিণাধিষ্ঠিতং তত্র ব্রহ্ম রুদ্রাদি সেবিতং ॥
বৃন্দাবনং সুগহনং বিশালং বিস্তৃতং বহু।
মুনীনামাশ্রমৈঃ পূর্ণং বন্যবৃন্দাসমন্বিতং ॥
যথা লক্ষ্মীঃ প্রিয়তমা যথা ভক্তিপরায়ণা।
গোবিন্দস্য প্রিয়তমং তথা বৃন্দাবনং ভুবি ॥
বৎসৈ র্বৎসতরীভিশ্চ সাকং ক্রীড়তি মাধবঃ।

বৃন্দাবনান্তরগতঃ সরামো বালকৈর্বৃতঃ॥
অহো বৃন্দাবনং রম্যং যত্র গোবর্দ্ধনো গিরিঃ।
তত্র তীর্থান্যনেকানি বিষ্ণুদেবকৃতানিচ॥
পাদ্মে নির্ব্বাণখণ্ডে॥
বনমানন্দকন্দাখ্যং মহাপাতক নাশনং।
সমস্ত দুঃখ সংহন্তৃ জীবমাত্র বিমুক্তিদং॥

নিরন্তর বৃন্দাবন নবীন কানন। বৃন্দাবন শোভায় বিমুগ্ধ গোপীগণ॥

তথাহি শ্রীদশমে ১১ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকঃ॥
বনং বৃন্দাবনং নাম পশব্যং নব কাননং।
গোপ গোপী গবাং সেব্যং পুণ্যাদ্রি তৃণবী রুধং॥
তত্রৈব ২১ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকঃ॥
বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্ত্তিং
যদ্দেবকীসুত পদাম্বুজলব্ধলক্ষ্মি।
গোবিন্দ বেণুমনুমত্তময়ূর নৃত্যং
প্রেক্ষ্যাদ্রি সান্বরতান্য সমস্ত সতং॥

অহে শ্রীনিবাস সর্ব্ব শাস্ত্রে নিরূপণ। কৃষ্ণের পরম প্রিয় ধাম বৃন্দাবন॥ এথা পশু পক্ষি বৃক্ষ কীট নরাদয়। যে বৈসয়ে অন্তে তার প্রাপ্তি কৃষ্ণালয়॥ কৃষ্ণদেহ রূপ পঞ্চ-যোজন এ বন। সূক্ষ্ম রূপে দেবাদি রহয়ে সর্ব্বক্ষণ॥ সর্ব্ব-দেব ময় কৃষ্ণ কভু না ছাড়য়। আবির্ভাব তিরোভাব যুগে যুগে হয়॥ তেজোময় বৃন্দাবন অতি মনোহর। প্রেম নেত্র বিনা চর্ম্মচক্ষু অগোচর॥

তথাহি গৌতমীয়ে নারদং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং॥

ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধাম্নৈব কেবলং।
অত্র যে পশবঃ পক্ষি বৃক্ষাঃ কীট নরামরাঃ॥
যে বসন্তি মমাধিষ্ঠে মৃতা যান্তি মমালয়ং।
অত্র যা গোপকন্যাশ্চ নিবসন্তি মমালয়ে॥
যোগিন্যস্তা ময়া নিত্যং মম সেবাপরায়ণাঃ।
পঞ্চযোজন মেবাস্তি বনং মে দেহরূপকং॥
কালিন্দীয়ং সুষুম্নাখ্যা পরমামৃতবাহিনী।
অত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ॥
সর্ব্ব দেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং ক্বচিৎ।
আবির্ভাব তিরোভাবো ভবেদত্র যুগে যুগে॥
তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষা॥

অহে শ্রীনিবাস বৃন্দাবনের মহিমা। যে সে রূপে কহে কেহ নাহি পায় সীমা॥ বৃন্দাবন ষোল ক্রোশ লোকে এ প্রচার। শাস্ত্রেতে প্রসিদ্ধ পঞ্চযোজন বিস্তার॥ লোকে যে কহয়ে তাহা অন্যথা না হয়। অচিন্ত্য ধামের শক্তি সর্ব্ব সমাধয়॥ বৃন্দাবনে গোবিন্দে যে দেখে ভাগ্যবান্। সে না যায় যমপুর সর্ব্বত্র প্রমাণ॥

তথাহি আদিবারাহে॥
বৃন্দাবনেচ গোবিন্দং যে পশ্যন্তি বসুন্ধরে।
ন তে যমপুরং যান্তি যান্তি পুণ্যকৃতাং গতিং॥

বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের আলয়। সেবকে বেষ্টিত সদা শোভা অতিশয়॥ অহে শ্রীনিবাস তাহা কি আর কহিতে। যে বারেক দেখে সে কৃতার্থ পৃথিবীতে॥

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে নারদোক্তৌ॥

তস্মিন্ বৃন্দাবনে পুণ্যং গোবিন্দস্য নিকেতনং।
তৎ সেবক সমাকীর্ণং তত্রৈব স্থীয়তে ময়া॥
ভুবি গোবিন্দবৈকুণ্ঠং তস্মিন্ বৃন্দাবনে নৃপ।
তত্র বৃন্দাদয়ো ভৃত্যাঃ সন্তি গোবিন্দলালসাঃ॥
বৃন্দাবনে মহাসদ্ম‍ৈর্দ্দৃষ্টং পুরুষোত্তমৈঃ।
গোবিন্দস্য মহীপাল তে কৃতার্থা মহীতলে॥

শ্রীগোবিন্দদেব সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রতনয়। বিগ্রহের ন্যায় লীলা করে ইচ্ছাময়॥ প্রাপঞ্চিক লোক দেখে প্রতিমা আকার। স্বজন দেখয়ে শ্রীগোবিন্দ সাক্ষাৎকার॥ মৌন-মুদ্রাদিক অঙ্গীকার করি অঙ্গে। পরিকরে দেন সুখ রসের তরঙ্গে॥ বৃন্দাবনে অষ্টদল পদ্ম কর্ণিকায়। প্রিয়া সহ বিলসে কি অদ্ভুত শোভায়॥

তথাহি অথর্ব্ববেদে॥

গোকুলাখ্যে মথুরা মণ্ডলে বৃন্দাবন
মধ্যে সহস্রদলপদ্মে ষোড়শ দল মধ্যে
অষ্টদলকেশরে গোবিন্দোঽপি শ্যামঃ
পীতাম্বরোদ্বিভুজো ময়ূরপুচ্ছশিরোবেণু
বেত্রহস্তো নির্গুণঃ সগুণো নিরাকারঃ
সাকারো নিরীহঃ সচেষ্টোবিরাজত ইতি।
দ্বে পার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধা চ ইত্যাদি॥

তথাহি সম্মোহনতন্ত্রোক্তিঃ॥

গোবিন্দ সহিতাং ভুরি হার ভাব পরায়ণাং।
যোগপীঠেশ্বরীং রাধাং প্রণমামি নিরন্তরং॥

বৃন্দাবনে যোগপীঠ পরম আশ্চর্য্য। যোগপীঠে গোবিন্দের অদ্ভুত সৌন্দর্য্য॥

তথাহি পদ্মপুরাণে বৃন্দাবনমাহাত্ম্যে ॥

পার্ব্বত্যুবাচ ॥

গোবিন্দস্য কিমাশ্চর্য্যং সৌন্দর্য্যামৃতসম্ভুতং ॥

তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব কৃপানিধে ॥

ঈশ্বর উবাচ ॥

মধ্যে বৃন্দাবনে রম্যে মঞ্জুমন্দার শোভিতে।

যোজনোচ্ছ্রিততদ্বৃক্ষৈঃ শাখাপল্লবমণ্ডিতে ॥

মহৎ পদং মহদ্ধাম মহানন্দ রসাশ্রয়ে।

প্রবাল কুসুমৈর্গন্ধৈর্মত্তালিবৃন্দসেবিতৈঃ ॥

তত্রাধস্তাৎ সিদ্ধপীঠে গোবিন্দস্থলমব্যয়ং।

সপ্তাবরণকং স্থানং শ্রুতিমৃগ্যং নিরন্তরং ॥

তত্র শুদ্ধে হেমপীঠে মণিমণ্ডপ মণ্ডিতে।

তন্মধ্যে মঞ্জুনির্ম্মাণং যোগপীঠং সমুজ্জ্বলং ॥

তত্রাষ্টকোণ নির্ম্মাণং নানা দীপ্তি মনোহরং।

তত্রোপরি চ মাণিক্য স্বর্ণ সিংহাসনোজ্জ্বলং ॥

তস্মিন্নষ্টদলং পদ্মং কর্ণিকায়াং সুখাশ্রয়ে।

গোবিন্দস্য প্রিয়স্থানং কিমস্য মহিমোচ্যতে ॥

শ্রীমদ্গোবিন্দমন্ত্রস্থং বল্লবীবৃন্দসেবিতং।

দিব্যং ব্রজ বয়োরূপং কৃষ্ণং বৃন্দাবনেশ্বরং ॥

ব্রজেন্দ্রঃ সন্ততৈশ্বর্য্যং ব্রজরামৈকবল্লভং।

যৌবনোদ্ভিন্নবয়সাদ্ভুতবিগ্রহধারিণং ॥

বৃন্দাবন পতি শ্রীগোবিন্দ প্রেমালয়। রাধাসহ সদা সিংহাসনে বিলসয় ॥ যোগপীঠাষ্টকোণ প্রকৃতি সুবেষ্টিত। সিংহাসন রত্নমণ্ডপাদি অতুলিত ॥

তথাহি বরাহতন্ত্রে পঞ্চমপটলে শ্রীবরাহ উবাচ ॥
কর্ণিকা তন্মহদ্ধাম গোবিন্দস্থানমব্যয়ং।
তত্রোপরি স্বর্ণপীঠে মণিমণ্ডপ মণ্ডিতং ॥
তথাহি ॥
কর্ণিকায়াং মহালীলা তল্লীলা রসতদ্গিরৌ।
যত্র কৃষ্ণো নিত্য বৃন্দাকাননস্য পতির্ভবেৎ ॥
কৃষ্ণো গোবিন্দতাং প্রাপ্তঃ কিমন্যৈর্বহুভাষিতৈঃ।
দলং তৃতীয়কং রম্যং সর্ব্বশ্রেষ্ঠোত্তমোত্তমং ॥
তথাহি ॥
গোবিন্দস্য প্রিয়স্থানং কিমস্য মহিমোচ্যতে।
গোবিন্দং তত্র সংস্থঞ্চ বল্লবীবৃন্দবল্লভং ॥
দিব্য ব্রজ বয়োরূপং বল্লবী প্রীতি বর্দ্ধনং।
ব্রজেন্দ্রং নিয়তৈশ্বর্য্যং ব্রজবালৈকবল্লভং ॥
তথাহি পৃথিব্যুবাচ ॥
পরমং কারণং কৃষ্ণং গোবিন্দাখ্যং পরাৎ পরং।
বৃন্দাবনেশ্বরং নিত্যং নির্গুণস্যৈক কারণং ॥
বরাহ উবাচ ॥
রাধয়া সহ গোবিন্দং স্বর্ণ সিংহাসনে স্থিতং।
পূর্ব্বোক্ত রূপ লাবণ্যং দিব্যভূষং সুসুন্দরং ॥
ত্রিভঙ্গ মঞ্জু সুস্নিগ্ধং গোপীলোচনতারকং।
তত্রৈব যোগপীঠে চ স্বর্ণসিংহাসনাবৃতে ॥
প্রত্যঙ্গ রভসাবেশাঃ প্রধানাঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ।
ললিতাদ্যাঃ প্রকৃতয়ো মূল প্রকৃতি রাধিকা ॥
সম্মুখে ললিতাদেবী শ্যামলাপিচ বায়বে।

উত্তরে শ্রীমধুমতী ধন্যৈশান্যাং হরিপ্রিয়া॥
বিশাখা চ তথা পূর্ব্বে শৈব্যা চাগ্নৌ ততঃ পরং।
পদ্মা চ দক্ষিণে ভদ্রা নৈর্ঋতে ক্রমশঃ স্থিতাঃ॥
যোগপীঠস্য কোণাগ্রে চারু চন্দ্রাবলি প্রিয়া।
প্রকৃত্যষ্টৌ তদন্যাশ্চ প্রধানাঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ॥
প্রধানা প্রকৃতিশ্চাদ্যা রাধিকা সর্ব্ব সাধিকা।
চিত্র বেশা চ বৃন্দা চ চন্দ্রা মদনসুন্দরী॥
সুপ্রিয়া চ মধুমতী শশিরেখা হরিপ্রিয়া।
সম্মুখাদি ক্রমে দিক্ষু বিদিক্ষু চ তথা স্থিতা॥
ষোড়শী প্রকৃতি শ্রেষ্ঠা প্রধানা কৃষ্ণবল্লভা।
বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা তদ্বত্তু ললিতা প্রিয়া॥

গৌতমীয়তন্ত্রে॥

রত্নভূধর সংলগ্নরত্নাসনপরিগ্রহং।
কল্প পাদপ মধ্যস্থ হেমমণ্ডপিকাগতং॥

গোবিন্দের মাধুর্য্যেতে জগত মাতায়। যে দেখে বারেক তারে কিছুই না ভায়॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ॥

পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়লহর্য্যাং ১১১ শ্লোকঃ॥

স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণ দৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধর কিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠা স্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ॥

গোবিন্দ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ সুন্দর। মৌন মুদ্রাযুক্ত দ্বিভুজাতি মনোহর॥

তথাহি গোপালতাপন্যাং পূর্ব্ববিভাগে ১৩ শ্লোকঃ ॥

সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরং।
দ্বিভুজং মৌন মুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরং ॥
গোপ গোপী গবাবীতং সুরদ্রুমতলাশ্রয়ং।
দিব্যালঙ্করণোপেতং রত্নপঙ্কজ মধ্যগং ॥
কালিন্দীজলকল্লোলসঙ্গিমারুতসেবিতং।
চিন্তয়ংশ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তোভবতি সংসৃতেঃ ॥

তত্রৈব ৩৫ শ্লোকঃ ॥

তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহমিত্যাদি চ ॥

অহে শ্রীনিবাস শ্রীমথুর বৃন্দাবনে। কে বা না প্রণত এই তিনের চরণে ॥ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন। সবার সর্ব্বস্ব এই তিনের চরণ ॥ মদনমোহন কহি মদনগোপালে। এ নাম বিখ্যাত ইহা জানয়ে সকলে ॥

গোপালতাপন্যাং পূর্ব্ববিভাগে ৩৭। ৪১। ৪৩ শ্লোকঃ ॥

গোপলায় গোবর্দ্ধনায় গোপীনাথায়
গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥

অহে শ্রীনিবাস এ কহিতে নাই পার। ঊর্দ্ধাম্নায় তন্ত্রে হয় এ সব প্রচার ॥

তথাহি ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ ॥

কোহসৌ গোবিন্দদেবোহস্তি যস্ত্বয়া সূচিতঃ পুরা।
কীদৃশং তস্য মাহাত্ম্যং কিং স্বরূপঞ্চ শঙ্কর ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ ॥

গোপাল এব গোবিন্দঃ প্রকটাপ্রকটঃ সদা।

বৃন্দাবনে যোগপীঠে সএব সততং স্থিতঃ ॥
অসৌ যুগ চতুষ্কেঽপি শ্রীমদ্বৃন্দাবনাধিপঃ।
পূজিতোনন্দগোপাদ্যৈঃ কৃষ্ণেনাপি সুপূজিতঃ ॥
চীরহর্ত্তা ব্রজস্ত্রীণাং ব্রতপূর্ত্তি বিধায়কঃ।
চিদানন্দ শিলাকারো ব্যাপকো ব্রজমণ্ডলে ॥
কিশোরতামতিক্রম্য বর্ত্তমানো দিনে দিনে।
তাম্বূলপূজিত মুখো রাধিকাপ্রাণদৈবতঃ ॥
রত্ন বদ্ধ চতুঃকূলং হংস পদ্মাদিসংকুলং।
ব্রহ্ম কুণ্ড নাম কুণ্ডং তস্য দক্ষিণতো দিশি ॥
রত্নমণ্ডপ মাভাতি মন্দারতরুভির্বৃতং।
তন্মধ্যে যোগপীঠাখ্যং সাম্রাজ্যপদমুত্তমং ॥
বৃন্দাবনেশ্বরী প্রাজ্যসাম্রাজ্য রসরঞ্জিতঃ।
ইহৈব নির্জ্জিতঃ কৃষ্ণো রাধয়া প্রৌঢ়হাসয়া ॥
তস্যাঙ্গশ্রীঃ সদা বৃন্দা বীরা চাখিল সাধনা।
যোগপীঠস্য পূর্ব্বত্র নাম্না লীলাবতী স্থিতা ॥
দক্ষিণস্যাং স্থিতা শ্যামা কৃষ্ণকেলি বিনোদিনী।
পশ্চিমে সংস্থিতা দেবী ভগিনী নাম সর্ব্বদা ॥
উত্তরত্র স্থিতা নিত্যং সিদ্ধেশী নাম দেবতা।
পঞ্চবক্ত্রঃ স্থিতঃ পূর্ব্বে দশবক্ত্রশ্চ দক্ষিণে ॥
পশ্চিমে চ চতুর্বক্ত্রঃ সহস্র বক্ত্র উত্তরে।
সুবর্ণবেত্রহস্তা চ সর্ব্বত্র শাসনে স্থিতা ॥
মদনোন্মাদিনী নাম রাধিকায়াঃ প্রিয়াসখী।
পাদপে পাদয়ত্যেব গোবিন্দং মানবিহ্বলং ॥
রতিপতি মানদাপি সাক্ষা

দিহযুগলাকৃতি ধাম কাম দম্ভে ।
হরিমণি নবনীল মাধুরীভিঃ
পদি পদি মন্মথ সৌধমুচ্চিনোতি ॥
মন্মথ দ্বিতয়ং পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণায়েতি সৎপদং ।
গোবিন্দায় ততঃ পশ্চাৎ স্বাহায়ং দ্বাদশাক্ষরঃ ॥
গোবিন্দস্য মহামন্ত্রঃ কালে পূর্ব্বানুরাগভাক্ ।
ততঃ পরং প্রবক্ষ্যামি গোবিন্দং যুগলাত্মকং ॥
লক্ষ্মী মন্মথ রাধেতি গোবিন্দাভ্যাং নমঃ পদং ॥
এতস্য জ্ঞানমাত্রেণ রাধাকৃষ্ণৌ প্রসীদতঃ ॥
অনয়োস্তু ঋষিঃ কামো বিরাট্ ছন্দ উদাহৃতং ।
দেবতা নিত্য গোবিন্দো রাধাগোবিন্দ এবচ ॥
যোগপীঠেশ্বরী শক্তিঃ ষড়ঙ্গং কামবীজকৈঃ ।
ধ্যায়েদ্গোবিন্দদেবং নবঘনমধুরং দিব্যলীলানটস্তং
বিস্ফূর্জ্জন্মল্ল কচ্ছং করযুগ মুরলী রত্ন দণ্ডাশ্রিতঞ্চ ।
অংসন্যস্তাচ্ছপীতাম্বর বিপুল দশাদ্বন্দ্ব গুচ্ছাভিরামং
পূর্ণং শ্রীমোহনেন্দ্রং তদিতর চরণাক্রান্ত দক্ষাঙ্ঘ্রি নালং॥
এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং যাবল্লক্ষ চতুষ্টয়ং ॥
তিলাজ্য হবনস্যান্তে যোগপীঠেশ্বরৌ যজেৎ ।
চম্পকাশোক তুলসী কহ্লারৈঃ কমলৈস্তথা ॥
রাধাগোবিন্দ যুগলং সাক্ষাৎ পশ্যতি চক্ষুষা ।
শ্রীমন্মদন গোপালোঽপ্যত্রৈব সুপ্রতিষ্ঠিতঃ ॥
কৈশোররূপী গোপালো গোবিন্দঃ প্রৌঢ়বিগ্রহঃ ।
উভয়োস্তারতম্যেন গোপীনাথোঽতিসুন্দরঃ ॥
ধীরোদ্ধতস্তু গোপালো ধীরোদাত্তভয়োচ্যতে ।

গোবিন্দো গোপিকানাথো যো ধীরললিতাকৃতিঃ ॥
সিংহ মধ্যস্ত গোপাল ত্রিভঙ্গ ললিতাকৃতিঃ।
গোবিন্দো গোপিকানাথঃ পীনবক্ষঃস্থলো বিটঃ ॥
ত্রিসন্ধ্যমন্যদন্যদ্ধি মাধুর্য্যং গোবিদাংপতৌ।
গোবর্দ্ধনদরীদণ্ডে পল্লবাদি বিচিত্রিতে ॥
বাল্যতঃ সমতিক্রান্তঃ কৈশোরাৎ পরতোগতঃ।
বগাহমানঃ কন্দর্পং শ্রীগোবিন্দো বিরাজতে ॥
নানা রত্ন মনোহারিণ্যেতস্মিন্ যোগপীঠকে।
সহজোহি প্রভাবোহয়ং নাচিরাৎ পরিতুষ্যতি ॥
অন্যেষু সিদ্ধপীঠেষু যা সিদ্ধির্বহু হায়নৈঃ।
বৃন্দাবনে যোগপীঠে সৈকেনাহ্না প্রজায়তে ॥
প্রাতর্বালার্ক সংকাশং সঙ্গবে মঙ্গলচ্ছবিং।
মধ্যাহ্নে তরুণার্কাভং পরাহ্নে পদ্মপত্রবৎ ॥
সায়ং সিন্দুর পূরাভং রাত্রৌ চ শশিনির্ম্মলং।
তমস্বিনীষ্বিন্দ্রনীল ময়ূখমেচক প্রভং ॥
বর্ষাসু চ সদা ভাতি হরিতৃণমণিপ্রভং।
শরৎসু চন্দ্রবিম্বাভং হেমন্তে পদ্মরাগবৎ ॥
শিশিরে হীরকপ্রখ্যং বসন্তে পল্লবারুণং।
গ্রীষ্মে পীযূষ পূরাভং যোগপীঠং বিরাজতে ॥
মাধুরীভিঃ সদাচ্ছন্নমশোকলতিকাবৃতং।
অধশ্চোর্দ্ধং মহারত্ন ময়ূখৈঃ পরিতোবৃতং ॥
চন্দ্রাবলী দুরাধর্ষং রাধা সৌভাগ্য মন্দিরং।
শ্রীরত্নমণ্ডপং নাম তথা শৃঙ্গার মণ্ডপং ॥
সৌভাগ্য মণ্ডপং নাম মহামাধুর্য্য মণ্ডপং।

সাম্রাজ্য মণ্ডপং নাম তথা কন্দর্প মণ্ডপং ॥
আনন্দ মণ্ডপং নাম তথা সুরত মণ্ডপং।
ইত্যষ্টৌ যোগপীঠস্য নামানি শৃণু পার্ব্বতি ॥
নামাষ্টকং যঃ পঠতি প্রভাতে
শ্রীযোগপীঠস্য মহত্তমস্য।
গোবিন্দদেবং বশয়েৎ স তেন
প্রেমাণ মাপ্নোতি পরস্য পুংসঃ ॥
ইত্যূর্দ্ধাম্নায়ে যোগপীঠ প্রকাশনো
নামৈকোন বিংশঃ পটলঃ ॥

এত কহি শ্রীপণ্ডিত উল্লাস অন্তরে। ভোজন টীলাতে হৈতে চলে ধীরে ধীরে ॥ কথো দূরে গিয়া কহে সুমধুর কথা। করিলেন তপস্যা সৌভরি মুনি এথা ॥ দেখহ যমুনা তীরে স্থান সুনির্জ্জন। সোনরথ নাম গ্রাম জানে সর্ব্বজন ॥ এই যে কালীয় হ্রদ দেখ শ্রীনিবাস। এথা শ্রীকৃষ্ণের অতি আশ্চর্য্য বিলাস ॥ কালিন্দীর তীরে কেলিকদম্বে চঢ়িয়া। কালিন্দীর জলে পড়িলেন ঝাঁপ দিয়া ॥ কালীয় দমন করে কালিন্দীর জলে। কালী সর্প ফণে নাচে দেখয়ে সকলে ॥ কালীয়সর্পেরে কৃষ্ণ অনুগ্রহ কৈলা। এথা হৈতে রমণক দ্বীপে পাঠাইলা ॥ এ কালীয়হ্রদে স্নানাদিক করে যে। অনায়াসে সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় সে ॥ বিষ্ণুলোকে যায় এথা দেহত্যাগ হৈলে। পুরাণে কহয়ে আর নানা ফল মিলে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥
কালীয়স্য হ্রদং গত্বা ক্রীড়াং কৃত্বা বসুন্ধরে।
স্নানমাত্রেণ তত্রৈব সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি।

শ্রীদশমস্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ে ৫৫ শ্লোকঃ॥

সোঽস্মিন্ স্নাত্বা মদাক্রীড়ে দেবাদীং স্তর্পয়েজ্জলৈঃ।

উপোষ্য মাং স্মরন্নর্চ্চেৎ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

যে কদম্বে চড়ি কৃষ্ণ হ্রদে ঝাঁপ দিলা। সে বৃহৎ বৃক্ষ শোভা শাস্ত্রে প্রকাশিলা॥

তথাহি আদিবারাহে॥

অত্রাপি মহদাশ্চর্য্যং পশ্যন্তি পণ্ডিতা নরাঃ।

কালীয়হ্রদ পূর্ব্বেণ কদম্বোমহিতোদ্রুমঃ॥

শতশাখং বিশালাক্ষি পুণ্যং সুরভিগন্ধিচ।

সচ দ্বাদশ মাসানি মনোজ্ঞ শুভশীতলঃ॥

পুষ্পায়তি বিশালাক্ষি প্রভাসন্তে দিশোদশঃ।

এ কালীয় তীর্থ তীর্থ পাপ বিনাশয়। কালীতীর্থ স্নানে বহু কার্য্য সিদ্ধি হয়॥

তথাহি সৌরপুরাণে॥

ততঃ কালীয়তীর্থাখ্যং তীর্থমঙ্ঘো বিনাশনং।

অনৃত্যদযত্র ভগবান্ বালঃ কালীয় মস্তকে॥

তত্র যস্তু কৃত স্নানো বাসুদেবং সমর্চ্চয়েৎ।

অধন্যজন দুষ্প্রাপং কৃষ্ণ সাযুজ্যমশ্নুতে॥

দেখহ দ্বাদশাদিত্য তীর্থ এই খানে। মিলয়ে বাঞ্ছিত ফল বিদিত পুরাণে॥

তথাহি আদিবারাহে॥

সূর্য্যতীর্থে নর স্নাতো দৃষ্ট্বাদিত্যান্ বসুন্ধরে।

আদিত্যভুবনং প্রাপ্য কৃতকৃত্যঃ স মোদতে॥

আদিত্যে হ্যহনি সংক্রান্তাবস্মিন্ তীর্থে বসুন্ধরে।
মনসাভীপ্সিতং কামং প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ॥
সৌরপুরাণে॥
দ্বাদশাদিত্যতীর্থাখ্যং তীর্থং তদনুপাবনং।
তস্য দর্শনমাত্রেণ নৃণামঘ্যো বিনশ্যতি॥

অহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণ কালীহ্রদ হৈতে। কালীকে দমন করি আইলা এ টীলাতে॥ সূর্য্যগণ কৃষ্ণে অতি শীতার্ত্ত জানিয়া। শীত নিবারয়ে উগ্র তাপ প্রকাশিয়া॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৮২ শ্লোকঃ॥
সূর্য্যৈর্দ্বাদশভিঃ পরং মুররিপুঃ শীতার্ত্ত উগ্রাতপৈ
র্ভক্তি প্রেমভরৈ রুদারচরিতঃ শ্রীমান্ মুদা সেবিতঃ।
যত্র স্ত্রীপুরুষৈঃ কণৎ পশুকুলৈরাবেষ্টিতোরাজতে
স্নেহৈর্দ্বাদশ সূর্য্য নামতদিদং তীর্থং সদা সংশ্রয়ে॥

অহে শ্রীনিবাস মহাপ্রভুর আজ্ঞায়। সনাতন ব্রজে আসি রহিলা এথায়॥ প্রভু আসিবেন আজ্ঞা ছিল সনাতনে। তাঁর লাগি স্থান কৈলা দেখ এ নির্জনে॥ সনাতনে উদ্বিগ্ন দেখিয়া গৌরহরি। স্বপ্নচ্ছলে এথা দেখা দিলা কৃপা করি॥ বসিয়া আছেন গৌরচন্দ্র দিব্যাসনে। সনাতন লোটাইয়া পড়িলা চরণে॥ সনাতনে প্রভু করি দৃঢ় আলিঙ্গন। সর্ব্বমতে সন্তোষিয়া হৈলা অদর্শন॥ অদ্ভুত প্রভুর লীলা কে পারে বুঝিতে। সদা বৃন্দাবনে বিহরয়ে ইচ্ছামতে॥ দেখ প্রস্কন্দন ক্ষেত্র স্নানে পাপ যায়। প্রাণত্যাগ হইলেই বিষ্ণুলোক পায়॥

তথাহি আদিবারাহে॥

পুনরন্যং প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ত্বং বসুন্ধরে।
ক্ষেত্রং প্রস্কন্দনং নাম সর্ব্বপাপহরং শুভং॥
তস্মিন্ স্নাতস্তু মনুজঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
অথাত্রামুঞ্চত প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি॥

অহে শ্রীনিবাস সূর্য্যগণের তাপেতে। দূরে গেল শীত, ঘর্ম্ম হইল দেহেতে॥ সেই ঘর্ম্ম জল সূর্য্যকন্যায় মিলিল। এই হেতু প্রস্কন্দন নাম তীর্থ হৈল॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৮৩ শ্লোকঃ।
অত্যন্তাতপ সেবনেন পরিতঃ সংজাতঘর্ম্মোৎকরৈ-
র্গোবিন্দস্য শরীরতো নিপতিতৈ র্যত্তীর্থমুচ্চৈরভূৎ।
তত্তৎ কোমল সান্দ্র সুন্দরতর শ্রীমৎসদঙ্গোচ্ছল-
দ্গন্ধৈর্হারি সুবারি সুদ্যুতি ভজে প্রস্কন্দনং বন্দনৈঃ॥

প্রস্কন্দন ঘাট দেখাইয়া শ্রীনিবাসে। প্রেমাবেশে কহে অতি সুমধুর ভাষে॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভিন্ন অদ্বৈত ঈশ্বর। কথোদিন ছিলা এই বনের ভিতর॥ এই বটবৃক্ষ তলে কৃষ্ণে আরাধয়। কে বুঝিতে পারে তাঁর দুর্গম আশয়॥ এ প্রভুর জন্মাদি গমন যৈছে এথা। শুন শ্রীনিবাস কহি সংক্ষেপে সে কথা॥ মাধবেন্দ্রপুরীশ্বর শচী জগন্নাথ। প্রকটিলা অদ্বৈত ঈশ্বর সেই সাঁথ॥ জীব প্রতি অদ্বৈতের করুণা অশেষ। জনমের ছলে ধন্য কৈল বঙ্গদেশ॥ বঙ্গদেশে শ্রীহট্ট নিকট নব গ্রাম। কুবের পণ্ডিত তথা নৃসিংহ সন্তান॥ কুবের পণ্ডিত ভক্তিপথে মহা ধন্য। কৃষ্ণপাদপদ্ম বিনা না জানয়ে অন্য॥ তৈছে তাঁর পত্নী নাভাদেবী পতিব্রতা। জগতের পূজ্যা যেঁহো অদ্বৈতের মাতা॥ দোঁহে শান্তিপুরে আসি গঙ্গা সন্নি-

ধানে। নিরন্তর মগ্ন কৃষ্ণ কথা আলাপনে॥ এক দিন শ্রীকুবের নাভার সহিতে। বৈষ্ণবের নিন্দা শুনি চাহয়ে মরিতে॥ কোন ভাগ্যবান্ দোঁহে দেখি মৃত্যুপ্রায়। করিলা দোঁহারে স্থির কৃষ্ণের ইচ্ছায়॥ তথাপিহ দুঃখী হৈয়া করিলা শয়ন। কিছু নিদ্রা হৈতে দেখে অপূর্ব্ব স্বপন॥ মহা তেজোময় এক পুরুষ সুন্দর। তপ্তহেম পর্ব্বত জিনিয়া কলেবর॥ এ পুরুষ আর এক পুরুষ সুন্দরে। সুমধুর বাক্য কহে ধরি দুই করে॥ কলিহত জীবের এ দুঃখ নিবারিতে। শীঘ্র অবতীর্ণ তুমি হও পৃথিবীতে॥ তুমি আকর্ষিলে আমি রহিতে নারিব। অগ্রজের সহ শীঘ্র প্রকট হইব॥ শুনিয়া এতেক বাক্য মহাহর্ষ চিতে। শুভক্ষণে প্রবেশিলা নাভার গর্ব্ভেতে॥ ঐছে দেখি বিপ্রের আনন্দ অতিশয়। নিদ্রাভঙ্গ হৈতে হৈল ব্যাকুল হৃদয়॥ বিপ্র মহাশাস্ত্রজ্ঞ বিচার কৈল চিতে। গুপ্তরূপে ঈশ্বরের প্রকট কলিতে॥ ঐছে বহু মনে হৈতে হইলা বিহ্বল। পত্নীসহ নারে নিবারিতে নেত্রজল॥ সেই দিন হৈতে নাভা হৈলা গর্ব্ভবতী। পুন নবগ্রামে গিয়া করিলেন স্থিতি॥ তথাই প্রকট হৈলা অদ্বৈত ঈশ্বর। জগতের হৈল মহা উল্লাস অন্তর॥ অকস্মাৎ এই ধ্বনি হৈল ইহাঁ হৈতে। প্রকটিব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পৃথিবীতে॥ নিত্যানন্দ রামে ইহোঁ তুরিতে আনিব। পরিকরবৃন্দ সহ সুখে বিহরিব॥ খণ্ডিল জীবের দুঃখ চিন্তা নাই আর। ঘরে ঘরে হবে প্রেম ভক্তির প্রচার॥ সঙ্কীর্ত্তন আনন্দ সমুদ্র উথলিব। ধন্য এই কলি কেহ বঞ্চিত নহিব॥ ঐছে নানা ধ্বনি শুনি সবে হর্ষ হয়। কুবের ভবন হৈল মঙ্গল আলয়॥ দিনে

দিনে বাড়ে প্রভু অদ্বৈত ঈশ্বর। দেখে ভাগ্যবন্ত লোক উল্লাস অন্তর॥ অদ্বৈত আপনা সদা লুকাইয়া রয়। কভু শ্রীচৈতন্য ইচ্ছামতে ব্যক্ত হয়॥ অদ্বৈতে পাইয়া নবগ্রামবাসী লোক। আনন্দে ভাসযে পাশরিয়া দুঃখ শোক॥ কমলাক্ষ অদ্বৈত প্রভুর দুই নাম। অদ্বৈত বলিয়া সবে ডাকে অবিরাম॥ অদ্বৈতের বাল্য লীলা অতি চমৎকার। দেখে ভাগ্যবন্ত তা বর্ণিতে শক্তি কার॥ শ্রীঅদ্বৈত সবার নেত্রের তারা প্রায়। শয়নে স্বপনে অদ্বৈতের গুণ গায়॥ ধন্য এ সকল লোক বলি বার বার। ধন্য বঙ্গদেশ যাতে প্রভু অবতার॥ প্রেম ভক্তিময় শ্রীকুবের মহাধীর। কহিলেন সবারে যাইব গঙ্গাতীর॥ গ্রাম বাসি প্রিয় বন্ধুবর্গের সহিতে। আইলেন শান্তিপুরে নবগ্রাম হৈতে॥ শান্তিপুরে কৈল বাস প্রসন্ন হৃদয়। কভু নবদ্বীপে বন্ধুবর্গেরে মিলয়॥ অদ্বৈতে করায় যত্নে শাস্ত্র অধ্যয়ন। হইলা পণ্ডিত প্রভু পতিত পাবন॥ যদ্যপি হ মাতা পিতা পুত্র তত্ত্ব জানে। বাৎসল্যে সে সব কিছু স্মৃতি নহে মনে॥ শান্তিপুরবাসী যত পরম পণ্ডিত। অদ্বৈতের চেষ্টা দেখি সকলে বিস্মিত॥ কেহ কহে অদ্বৈত মনুষ্য কভু নয়। মনুষ্য কি ঐছে সর্ব্বচিত্ত আকর্ষয়॥ ধন্য এ কুবের বিপ্র ঐছে পুত্র যার। ইহা হৈতে হবে বুঝি মঙ্গল সবার॥ এইমত নানা কথা কয় সর্ব্বজন। হইলা অদ্বৈতচন্দ্র সবার জীবন॥ অদ্বৈত প্রভুর ইচ্ছা কে পারে বুঝিতে। জননী জনকে সুখ দেন নানা মতে॥ কথোদিনে পিতা মাতা হৈলা অদর্শন। গয়া করিবারে প্রভু করয়ে গমন॥ গয়া ছলে সর্ব্বতীর্থ ভ্রমণ করিল। মাধ-

বেন্দ্র পুরী স্থানে দীক্ষা মন্ত্র নিল॥

তথাহি প্রাচীনৈরুক্তং॥

প্রেমভক্তিপ্রদং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীপ্রিয়ং।
শ্রীলাদ্বৈতপ্রভুং বন্দে শ্রীমাধ্বী সম্প্রদায়িন মিতি॥

অদ্বৈতের চেষ্টা বুঝে ঐছে শক্তি কার। করয়ে ভ্রমণ প্রেমে মত্ত অনিবার॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরা মণ্ডলে। দেখিয়া ব্রজের শোভা আনন্দ উথলে॥ সর্ব্বত্র দর্শন করি আইলা বৃন্দাবনে। এথা ব্রজবাসিগণ রাখিলা যতনে॥ ফল মূল দুগ্ধ কিছু করয়ে আহার। অদ্বৈতের তেজ দেখি লোকে চমৎকার॥ প্রেমে মত্ত হৈয়া করে হুঙ্কার গর্জ্জন। কৃষ্ণে কি দেখিব বলি করয়ে ক্রন্দন॥ এইরূপ নানা ভাব হয় ক্ষণে ক্ষণে। কৃষ্ণে আরাধয়ে এ যমুনা সন্নিধানে॥ জানি কৃষ্ণচৈতন্যের প্রকট সময়। এথা হৈতে গৌড়দেশে করিলা বিজয়॥ অদ্বৈতচন্দ্রের লীলা অমৃত সমান। অহে শ্রীনিবাস এ আস্বাদে ভাগ্যবান্॥ যে বট বৃক্ষের তলে অদ্বৈতের স্থিতি। সর্ব্বত্র হইল সে অদ্বৈত-বট খ্যাতি॥ এ অদ্বৈতবট দৃষ্টে সর্ব্বপাপ ক্ষয়। পরম দুর্ল্লভ প্রেমভক্তি লভ্য হয়॥ দেখ কালিন্দীর তীরে তরু-লতাগণ। সদাই নবীন অতিশয় সুশোভন॥ এ তিন্তিড়ী বৃক্ষ পুরাতন অতিশয়। এথা রাধাকৃষ্ণ সখী সহ বিলসয়॥ পূরব সোঙরি কৃষ্ণ চৈতন্যগোসাঞি। এথা আসি বসিলা সুখের সীমা নাই॥ এত কহিতেই প্রেমে বিহ্বল পণ্ডিত। শ্রীনিবাসে কহে গোরাচান্দের চরিত॥ শ্রীগৌরসুন্দর পূর্ণ-ব্রহ্ম সনাতন। নবদ্বীপনাথ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন॥ নবদ্বীপে

শচী জগন্নাথ মিশ্র ঘরে। অবতীর্ণ হৈলা প্রভু অদ্বৈত-হুঙ্কারে॥ নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিহার। সহস্র বদনে তাহা নারে বর্ণিবার॥ পিতার বিয়োগ হৈলে কথোদিন পরে। লোকরীতি প্রায় আইলা গয়া করিবারে॥ তথা শ্রী-ঈশ্বরপুরী মহাভাগ্যবান্। দেখি গৌরচন্দ্রে যেন পাইলেন প্রাণ॥ ভক্তের জীবন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। ঈশ্বরপুরীরে কৈলা পরম আদর॥ নিজ দীক্ষামন্ত্র তাঁর কর্ণেতে কহিয়া। লইলেন মন্ত্র ভূমে পড়ি প্রণমিয়া॥ ঈশ্বরপুরীরে গুরু করি গৌররায়। নিরন্তর ভাসে দুই নেত্রের ধারায়॥ ভুবন পাবন বিশ্বম্ভরে শিষ্য করি। প্রেমানন্দে মত্ত হৈলা শ্রীঈশ্বরপুরী॥ যদি কহ জগতের গুরু গৌরচন্দ্র। তাঁর গুরু অন্য এ শুনিতে লাগে ধন্দ॥ তাহাতে কহিয়ে লোক শিক্ষার কারণ। আপনি আচরি ধর্ম্ম করয়ে স্থাপন॥ প্রভুর এ অলৌকিক লীলা কেবা জানে। করিলেন ধন্য মাধ্বীসম্প্রদা আপনে॥ সম্প্রদা-নিবিষ্ট হৈলে কার্য্যসিদ্ধি হয়। অন্যত্র দীক্ষিতে মন্ত্র নিষ্ফল নিশ্চয়॥ শ্রী মাধ্বী রুদ্র সনক সম্প্রদায় চারি। কলিতে বিদিত কহে পুরাণে বিস্তারি॥

তথাহি পদ্মপুরাণে॥

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥
শ্রী মাধ্বী রুদ্র সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যাঃ সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকাঃ॥

ভক্তি অধিকারী এ সম্প্রদা চতুষ্টয়। সংক্ষেপে কহিয়ে সম্প্রদাখ্যা যৈছে হয়॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু বাঞ্ছাকল্পতরু।

নারায়ণ রূপে হন এ সবার গুরু ॥ শ্রীনারায়ণের প্রিয়া, শিষ্যা পুন তাঁর। সর্ব্ব শাস্ত্রে বিস্তার অদ্ভুত ক্রিয়া যাঁর ॥ শ্রীশ-ব্দেতে লক্ষ্মী তাঁর শাখা, উপশাখা—। হইল অনেক তাহা কে করিবে লেখা ॥ সেই গণে রামানুজ আচার্য্য হইল। তাহা হৈতে রামানুজ সম্প্রদা চলিল ॥ শ্রীলক্ষ্মণাচার্য্য পূর্ব্বে নাম তাঁর হয়। অত্যাদরে রামানুজাচার্য্য সবে কয় ॥ নিজ-নামে রামানুজ ভাষ্য যেহোঁ কৈল। তাঁর শাখা উপশাখা জগত ছাইল ॥

অহে শ্রীনিবাস মাধ্বী সম্প্রদা বিষয়। এবে কিছু কহি আগে কহিব যে হয় ॥ শ্রীনারায়ণের শিষ্য ব্রহ্মা দয়াবান্। জগত ব্যাপিল শিষ্য প্রশিষ্যাদি তান ॥ সেই গণ মধ্যেতে শ্রীমধ্ব শিষ্য হৈলা। প্রথমেই ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য তেহোঁ কৈলা ॥ এই হেতু মধ্বাচার্য্য নাম হৈল তাঁর। সেই হৈতে মধ্বাচার্য্য সম্প্রদা প্রচার ॥ শ্রীআনন্দ তীর্থ তাঁর আর এক নাম। সর্ব্বত্র বিদিত সর্ব্ব গুণে অনুপম ॥ তাঁর শিষ্য প্রশিষ্য যতেক অন্ত নাই। ভক্তি প্রবর্ত্তাইতে ব্যাপিল সর্ব্ব ঠাঁই ॥

শ্রীনারায়ণের শিষ্য রুদ্র কৃপাময়। তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যের অন্ত নাহি হয় ॥ বিষ্ণুস্বামী শিষ্য হইলেন সেইগণে। ভক্তি-রসে মত্ত হৈলা নিজ শিষ্য সনে ॥ পরম প্রভাব বিদ্যা সকল শাস্ত্রেতে। বিষ্ণুস্বামি সম্প্রদাখ্যা হৈল তাহাঁ হৈতে ॥

সনক সম্প্রদা ঐছে শুন শ্রীনিবাস। নারায়ণ হৈতে হংস-বিগ্রহ বিলাস ॥ তাঁর শিষ্য সনকাদি চারি মহাশয়। তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যের লেখা নাহি হয় ॥ সেই গণ মধ্যে নিম্বাদিত্য শিষ্য হৈল। তাহা হৈতে নিম্বাদিত্য সম্প্রদা চলিল ॥ নিম্বা-

দিত্য প্রভাব পরম চমৎকার। তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যতে ব্যাপিল সংসার॥

শ্রী মাধ্বী রুদ্র সনক সম্প্রদায়গণে। হইল সম্প্রদা বহু প্রভাব কারণে॥ যৈছে রামানুজাচার্য্যগণের মধ্যেতে। রামানন্দাচার্য্য হৈলা পূজ্য সর্ব্বমতে॥ তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যাদি অনেক তাহায়। রামানন্দি খ্যাতি হইলেন সম্প্রদায়॥ বিষ্ণু-স্বামি সম্প্রদায় শ্রীবল্লভাচার্য্য। কৈল অনুভাষ্য তেহোঁ সর্ব্ব-মতে আর্য্য॥ হইল তাঁহার খ্যাতি বল্লবী বিদিত। কি বলিব অন্য সম্প্রদায় এই রীত॥ প্রভু ধন্য কৈল মাধ্বীসম্প্রদা কলিতে। প্রভুর গুর্ব্বাদি নাম কহি পূর্ব্ব হৈতে॥ সর্ব্বাদিক পরব্যোম নাথ নারায়ণ। তাঁর শিষ্য ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকের ভূষণ॥ ১॥ তাঁর শিষ্য শ্রীনারদ মুনি প্রেমময়।২। শ্রীশুকের গুরু ব্যাস তাঁর শিষ্য হয়।৩॥ হইলা ব্যাসের শিষ্য শ্রীমধ্ব উদার।৪। নিজ নামে ভাষ্য কৈল মহিমা অপার॥ সেই হৈতে মধ্বাচার্য্য সম্প্রদা চলিল। শ্রীমৎপদ্মনাভাচার্য্য তাঁর শিষ্য হৈল॥৫॥ তাঁর শিষ্য নরহরি।৬। শ্রীমাধব তাঁর।৭। শ্রীঅক্ষোভ তাঁর শিষ্য সর্ব্বত্র প্রচার।৮॥ জয়তীর্থ তাঁর শিষ্য।৯। তাঁর জ্ঞানসিন্ধু।১০।তাঁর শিষ্য মহানিধি দীনহীন বন্ধু।১১॥ তাঁর বিদ্যানিধি।১২। তাঁর রাজেন্দ্র বিদিত।১৩। জয়ধর্ম্ম মুনি তাঁর অদ্ভুত চরিত।১৪॥ ইহার গণেতে বিষ্ণুপুরী শিষ্য হৈলা। ভক্তিরত্নাবলী গ্রন্থ প্রকাশ করিলা॥ জয়ধর্ম্ম মুনির শিষ্যের শুদ্ধরীত। নাম শ্রীপুরুষোত্তম ব্রহ্মণ্য বিদিত।১৫॥ তাঁর শিষ্য ব্যাসতীর্থ মহাবিজ্ঞ তেঁহো। বর্ণিলেন শ্রীবিষ্ণু সংহিতা গ্রন্থ যেঁহো॥১৬

তাঁর শিষ্য লক্ষ্মীপতি গুণের আলয়। ১৭। তাঁর শিষ্য মাধবেন্দ্র ভক্তিচন্দ্রোদয়। ১৮॥ তাঁর শিষ্য পুরীশ্বর করুণা-নিধান॥ ১৯॥। তাঁর শিষ্য প্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান্॥ ২০॥

তথাহি শ্রীকবিকর্ণপূরকৃত-
শ্রীমদ্গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং॥
প্রাদুর্ভূতাঃ কলিযুগে চত্বারঃ সাম্প্রদায়িকাঃ।
শ্রী মাধ্বী রুদ্র সনকাহ্বয়াঃ পাদ্মে যথা স্মৃতাঃ॥
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রী মাধ্বী রুদ্র সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতি পাবনাঃ॥
তত্র মাধ্বী সম্প্রদায়ঃ প্রস্তাবাদত্র লিখ্যতে।
পরব্যোমেশ্বরস্যাভূচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ॥
তস্য শিষ্যো নারদোঽভূদ্ব্যাসস্তস্যাপি শিষ্যতাং।
শুকো ব্যাসস্য শিষ্যত্বং প্রাপ্তো জ্ঞানাবরোধনাৎ॥
তস্য শিষ্যাঃ প্রশিষ্যাশ্চ বহবো ভূতলে স্থিতাঃ।
ব্যাসাল্লব্ধ কৃষ্ণদীক্ষো মধ্বাচার্য্যো মহাযশাঃ॥
চক্রে বেদান্ বিভজ্যাসৌ সংহিতাং শতদূষণীং।
নির্গুণাদ্ব্রহ্মণো যত্র সগুণস্য পরিক্রিয়া॥
তস্য শিষ্যোঽভবৎ পদ্মনাভাচার্য্যো মহাশয়ঃ।
তস্য শিষ্যো নরহরি স্তচ্ছিষ্যো মাধবো দ্বিজঃ॥
অক্ষোভস্তস্য শিষ্যোঽভূত্তচ্ছিষ্যো জয়তীর্থকঃ।
তস্য শিষ্যো জ্ঞানসিন্ধু স্তস্য শিষ্যো মহানিধিঃ॥
বিদ্যানিধি স্তস্য শিষ্যো রাজেন্দ্রস্তস্য সেবকঃ।
জয়ধর্ম্মো মুনি স্তস্য শিষ্যো যদ্গণমধ্যতঃ॥
শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী যস্য ভক্তিরত্নাবলীকৃতিঃ।

জয়ধর্ম্মস্য শিষ্যোঽভূদ্‌ব্রহ্মণ্যঃ পুরুষোত্তমঃ ॥
ব্যাসতীর্থস্তস্য শিষ্যো যশ্চক্রে বিষ্ণুসংহিতাং।
শ্রীমাঁল্লক্ষ্মীপতি স্তস্য শিষ্যো ভক্তিরসাশ্রয়ঃ॥
তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্রো যদ্ধর্ম্মোঽয়ং প্রবর্ত্তিতঃ।
কল্পবৃক্ষস্যাবতারো ব্রজধামনি তিষ্ঠতঃ॥
প্রীতপ্রেয়ো বৎসলতোজ্জ্বলাখ্য ফলধারিণঃ।
তস্য শিষ্যোঽভবচ্ছ্রীমানীশ্বরাখ্যোপুরী যতিঃ॥
ঈশ্বরাখ্যপুরীং গৌর উররীকৃত্য গৌরবে।
জগদাপ্লাবয়ামাস প্রাকৃতাপ্রাকৃতাত্মকমিতি॥

ঈশ্বরপুরীর শিষ্য প্রভু গৌররায়। পুরীর মহিমা প্রভু নিজ মুখে গায়॥ প্রভুর অদ্ভুত ভক্তি কে পারে বুঝিতে। নিমানন্দ সম্প্রদা চলিল প্রভু হৈতে॥ প্রভু নাম মধ্যে মুখ্য নিমাই পণ্ডিত। নিত্যানন্দ প্রভুর এ নামে অতি প্রীত॥ প্রভুর বৈষ্ণবগণে দেখি নদীয়ায়। নিমাই সম্প্রদা বলি অদ্যাপি হ গায়॥ নিমাই প্রদান কৈলা জগতে আনন্দ। এই হেতু অবনিবিখ্যাত নিমানন্দ॥ পূর্ব্বে জানাইল অন্য সম্প্রদায় যৈছে। প্রভু প্রভাবেতে মাধ্বী সম্প্রদায় ঐছে॥

তথাহি শ্রীমদ্বক্রেশ্বরপণ্ডিতস্য শিষ্য-
শ্রীগোপাল গুরুগোস্বামি কৃত পদ্যে॥

শ্রীমন্নারায়ণো ব্রহ্মা নারদো ব্যাস এবচ।
শ্রীল মধ্বঃ পদ্মনাভো নৃহরির্মাধব স্তথা॥
অক্ষোভো জয়তীর্থশ্চ জ্ঞানসিন্ধুর্মহানিধিঃ।
বিদ্যানিধিশ্চ রাজেন্দ্রো জয়ধর্ম্ম মুনি স্তথা॥
পুরুষোত্তমশ্চ ব্রহ্মণ্যো ব্যাস তীর্থ মুনি স্তথা॥

শ্রীসাঁল্লক্ষ্মীপতিঃ শ্রীমান্ মাধবেন্দ্র পুরীশ্বরঃ ॥
ততঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ প্রেমকল্পদ্রুমো ভুবি ।
নিত্যানন্দাখ্যয়া যোঽসৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে ॥

অহে শ্রীনিবাস গয়া হৈতে গৌরহরি । চলিলেন ঈশ্বর-পুরীরে কৃপা করি ॥ পূর্ব্বে নবদ্বীপে লুকাইলা ভক্ত দ্বারে । পুন লুকাইতে চাহে লুকাইতে নারে ॥ অল্প দিনে গৌরচন্দ্র গিয়া নদীয়ায় । হইলেন ব্যক্ত প্রিয়ভক্তের ইচ্ছায় ॥ অদ্বৈতাদি প্রভুর যতেক ভক্তগণ । সবার হইল মহা প্রফুল্লিত মন ॥ যে সুখ বাড়িল নিত্যানন্দের মিলনে । তাহা লক্ষ-মুখে বা বর্ণিব কোন জনে ॥ নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি সঙ্গে গৌর-রায় । নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত নদীয়ায় ॥ পরম অদ্ভুত কর্ম্ম করি দিনে দিনে । ছাড়িবেন গৃহাশ্রম করিলেন মনে ॥ জগ-তের নাথ গোরা ভুবনমোহন । জীবে কৃপা লাগি কৈলা সন্ন্যাস গ্রহণ ॥ সন্ন্যাস করিয়া প্রভু বিহ্বল হইলা । নিত্যা-নন্দ অদ্বৈতভবনে লৈয়া গেলা ॥ সন্ন্যাসির শিরোমণি প্রভু গোরাচান্দে । দেখিতে ধাইল লোক স্থির নাহি বান্ধে ॥ দেবতা মনুষ্য মিলি হৈল একযোগ । অদ্বৈতভবন বেড়ে লক্ষ লক্ষ লোক ॥ হরি হরি ধ্বনি সবে করে অনিবার । স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে হৈল চমৎকার ॥ সন্ন্যাসির শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য । দর্শন দানেতে কৈল সর্ব্বজনে ধন্য ॥ সঙ্কীর্ত্তনে নর্ত্তন করয়ে গৌরহরি । চন্দনে ভূষিত অঙ্গ অদ্ভুত মাধুরী ॥ চতুর্দ্দিকে প্রভুর যতেক ভক্তগণ । সবে মিলি করে মহা-মধুর কীর্ত্তন ॥ নিত্যানন্দ অদ্বৈত শ্রীবাস গদাধর । না ছাড়ে প্রভুর পাশ উল্লাস অন্তর ॥ শ্রীভুজ তুলিয়া প্রভু হরি হরি

বলে। সংকীর্ত্তন আনন্দে ভাসয়ে নেত্রজলে॥ হেন প্রভু চৈতন্যচান্দের দরশনে। হইলা বিহ্বল লোক আপনা না জানে॥ নিভৃতে রহিয়া কেহ কারু প্রতি কয়। বিপ্ররূপে এ ঈশ্বর বেদে নিরূপয়॥

তথাহি সামবেদে॥

॥ ওঁ ॥ যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরং সাম্যমুপৈতি॥

কেহ কহে ভক্তরূপ মিশ্র বিশ্বম্ভর। যুক্ত সর্ব্ব লক্ষণ এ সকলের পর॥

তথাহি॥

ইতোঽহং কৃতসন্ন্যাসোঽবতরিষ্যামি সগুণো
নির্ব্বেদো নিষ্কামো ভূগীর্ব্বাণ স্তীরস্থোঽলকনন্দায়াঃ
কলৌ চতুঃসহস্রাব্দোপরি পঞ্চসহস্রাভ্যন্তরে গৌরবর্ণো
দীর্ঘাঙ্গঃ সর্ব্ব লক্ষণ যুক্ত ঈশ্বরপ্রার্থিতো নিজ রসা-
স্বাদো ভক্তরূপো মিশ্রাখ্যো বিদিতযোগোঽস্যাং॥
ইতি তু আথর্ব্বণস্য তৃতীয় কাণ্ডে ব্রহ্ম বিভাগানন্তরং॥

কেহ কহে এই কলি প্রথম সন্ধ্যায়। স্বশক্তি ঐক্য এ গৌরচন্দ্রে বেদে গায়॥

তথাহি অথর্ব্ববেদে পুরুষবোধন্যাং॥

সপ্তমে গৌরবর্ণ বিষ্ণোরিত্যনেন স্বশক্ত্যা চৈক্যমেত্য
প্রান্তে প্রাতরবতীর্য্য সহ স্বৈঃ স্বমনু শিক্ষয়তি॥

অস্য ব্যাখ্যা॥

সপ্তমে সপ্তমমন্বন্তরে বৈবস্বতমনৌ গৌরবর্ণো
ভগবান্ স্বশক্ত্যা হ্লাদিনী শক্ত্যা ঐক্যং প্রাপ্য
প্রান্তে কলৌ যুগে প্রাতঃ প্রথম সন্ধ্যায়াং
অবতীর্ণো ভূত্বা সহ স্বৈঃ স পার্ষদৈঃ স্বমন্ত্র
হরেকৃষ্ণাদি জনান্ শিক্ষয়তি উপদিশতি ॥

কেহ কহে দেখ হেমঅঙ্গ সুচিক্কণ। আহা মরি কি অপূর্ব্ব চন্দন ভূষণ ॥

তথাহি সহস্রনামস্তোত্রে ॥
সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গোবরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদীতি ॥

কেহ কহে সবার পরাণচোরা গোরা। ইহার চরিতে ত্রিজগৎ হইল ভোরা ॥ পীতবর্ণ ধরে এই প্রশস্ত কলিতে। শুক্ল রক্ত কৃষ্ণ সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে ॥

তথাহি দশমস্কন্ধে ৮ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকঃ ॥
আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্লতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্ত স্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥

কেহ কহে কৃষ্ণবর্ণ ইহার অন্তর। বাহিরে প্রকাশ গৌর-কান্তি মনোহর ॥ নিত্যানন্দাদ্বৈতাদি সঙ্গেতে বিলসয়। সঙ্কীর্ত্তন যাজনেতে ইহারে মিলয় ॥

তথাহি তত্রৈব ১১ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকঃ ॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

কেহ কহে সকলের ত্রাতা এই প্রভু। এমন দয়ালু আর না হইবে কভু ॥ কলিযুগ ধর্ম্ম এই নাম সঙ্কীর্ত্তন। অবতরি কৈল সুখে ধর্ম্ম সংস্থাপন ॥

তথাহি গীতায়াং ৪ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকঃ ॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

কেহ কহে কে বুঝিবে প্রভুর বিলাস। কলিযুগ ধন্য কৈল করিয়া সন্ন্যাস ॥

তথাহি সহস্রনামস্তোত্রে ॥

সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥

কেহ কহে কলিতে জীবের ভাগ্য অতি। করিয়া সন্ন্যাস প্রভু নাশয়ে দুর্ম্মতি ॥

তথাহি উপপুরাণে ব্যাসং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ॥

অহমেব কচিদ্ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।

হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্ ॥

কেহ কহে হরিনাম মহামন্ত্রদানে। জীবের দারুণ দুঃখ খণ্ডয়ে আপনে ॥

তথাহি ॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

কেহ কহে হরি কৃষ্ণ রাম নামাক্ষরে। প্রসবে অদ্ভুত অর্থ স্বাদে বিজ্ঞবরে ॥

তথাহি শ্রীগোপালগুরুগোস্বামি কৃত পদ্যে ॥

বিজ্ঞাপ্য ভগবত্তত্ত্বং চিদ্ঘনানন্দবিগ্রহং।

হরত্যবিদ্যাং তৎকার্য্যমতো হরিরিতি স্মৃতঃ ॥

হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী।

অতো হরেত্যনেনৈব শ্রীরাধা পরিকীর্ত্তিতা ॥

আনন্দৈক সুখস্বামী শ্যামঃ কমললোচনঃ।
গোকুলানন্দনো নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্য্যতে ॥
বৈদগ্ধীসার সর্ব্বস্বং মূর্ত্তিলীলাধিদৈবতং।
রাধিকাং রময়ন্নিত্যং রাম ইত্যভিধীয়তে ॥

এই রূপ নানা কথা কহি সর্ব্বজন। শ্রীচৈতন্যপদে কৈল আত্মসমর্পণ॥ সন্ন্যাসির শিরোমণি প্রভু গৌর রায়। অদ্বৈতভবনে ঐছে আনন্দে গোঙায়॥ নবদ্বীপ হৈতে যে যে আইলা শান্তিপুরে। সবা মনোহিত কৈলা বিবিধপ্রকারে॥ শ্রীশচী মায়েরে প্রবোধিয়া নানা মতে। তাঁর পাদপদ্ম ধূলি লইলা মাথাতে॥ শচী ঠাকুরাণী স্নেহে বিহ্বল হইলা। নীলাচলে স্থিতি হয় ঐছে আজ্ঞা দিলা॥ মায়ের আজ্ঞাতে প্রভু করিল গমন। কে বর্ণিব যৈছে হইলেন ভক্তগণ॥ কপট সন্ন্যাসি বেশে ভ্রমি সর্ব্ব দেশ। মথুরামণ্ডলে আসি করিলা প্রবেশ॥ মথুরার সনৌড়িয়া বিপ্রে করি সঙ্গে। ভক্তাবেশে ব্রজেতে ভ্রময়ে মহারঙ্গে॥ যথা যে যে লীলা পূর্ব্বে করয়ে আপনে। অজ্ঞাতের প্রায় তা জিজ্ঞাসে সর্ব্বজনে॥ অন্য মুখে শুনিতে উল্লাস অতিশয়। এ হেন কৌতুকে মত্ত শচীর তনয়॥ ক্রমে উপবন বন ভ্রমণ করিয়া। আইলেন বৃন্দাবনে মথুরা হইয়া॥ যমুনাপুলিনে যৈছে ভাবের বিকার। লক্ষমুখ হইলেও নারি বর্ণিবার॥ অসঙ্খ্য অসঙ্খ্য লোক চতুর্দ্দিকে ধায়। প্রেমে মহামত্ত হৈয়া গোরাগুণ গায়। লোকভীড় ভয়ে প্রভু অক্রূরে যাইয়া। তথাই করেন ভিক্ষা নির্জ্জন পাইয়া। মধ্যে মধ্যে বসিয়ে তিন্তিড়ী বৃক্ষতলে। নিজানন্দে ভাসে প্রভু নয়নের জলে॥

এ আমলী তলে মহা কৌতুক হইল। কৃষ্ণদাস রাজপুতে অতিকৃপা কৈল॥ অহে শ্রীনিবাস এ আমলী তলা হৈতে। নীলাচলে গেলা প্রভু ভক্ত ইচ্ছামতে॥ এ তিন্তিড়ী বৃক্ষ যে করয়ে দরশন। অবশ্য তাহার হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥ দেখ এ অপূর্ব্ব বট যমুনার তীরে। সকলে শৃঙ্গারবট কহয়ে ইহারে॥ এথা শ্রীকৃষ্ণের নানা বেশাদি বিলাস। বাড়াইলা সুবলাদি সখার উল্লাস॥ ইহারেও নিত্যানন্দবট কেহো কয়। যে যাহা কহয়ে তাহা সব সত্য হয়॥ নিত্যানন্দ এথা যৈছে কৈলা আগমন। সংক্ষেপে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ॥ চৈতন্যের এক দেহ নিত্যানন্দ রাম। তাঁর জন্মস্থান রাঢ়ে একচক্রা গ্রাম॥ হাড়াই পণ্ডিত পিতা মাতা পদ্মাবতী। পুত্রগত প্রাণ স্নেহ বর্ণি কি শকতি॥ পরম আনন্দে পদ্মাবতীর তনয়। একচক্রা গ্রামে নানা লীলা প্রকাশয়॥ নানা অবতারে যে সকল লীলা কৈল। তাহা সে আবেশে সব লোকে দেখাইল॥ একচক্রা দেশবাসী লোক ভাগ্যবান্। নিত্যানন্দচন্দ্র যা সবার ধন প্রাণ॥ নিত্যানন্দ বাড়াইয়া সবার পীরিতি। দ্বাদশ বৎসর গৃহে করিলেন স্থিতি॥ নিত্যানন্দ অন্তর বুঝিতে কেবা পারে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিনা স্থির হৈতে নারে॥ এক দিন প্রভু মনে মনে বিচারয়। এবে যে যাইয়ে তথা এ উচিত নয়॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে প্রকটিয়া। বাল্যাবেশে আছেন আপনা লুকাইয়া॥ যবে ব্যক্ত হৈয়া ভক্ত সহ বিহরিব। তবে নবদ্বীপে গিয়া তাঁহারে মিলিব॥ এবে শীঘ্র গমন করিব তীর্থাটনে। ঐছে বিচারিয়া প্রভু হাসে মনে মনে॥ হেন কালে গ্রামে আইলা এক

ন্যাসিবর॥ লোকে জিজ্ঞাসয়ে হাড়ো পণ্ডিতের ঘর॥ লোক দ্বারে জানি হাড়ো ওঝা ঘরে গেলা। সন্ন্যাসিরে দেখি ওঝা মহা হর্ষ হৈলা॥ সেই ক্ষণে ওঝা নানা সামগ্রী করিয়া। সন্ন্যাসিরে নিবেদিল ভক্ষণ লাগিয়া॥ ন্যাসী কহে বিপ্র কিছু যাচিঞা করিয়ে। প্রতিশ্রুত হৈতে পারো তবে সে ভুঞ্জিয়ে॥ প্রতিশ্রুত হৈয়া সন্ন্যাসিরে ভুঞ্জাইল ন্যাসী যাত্রাকালে নিত্যানন্দে মাগিনিল॥ নিত্যানন্দচান্দ চিত্তে ধৈর্য্যাবলম্বিয়া। ন্যাসি সঙ্গে চলে পিতা মাতা প্রবোধিয়া॥ এইরূপে হইলেন ঘরের বাহির। এ অতি অদ্ভুত লীলা বুঝে কোন ধীর॥ নবীন বয়স শোভা ভুবনমোহন। যে দেখে বারেক তার জুড়ায় নয়ন॥ যে দিকে চলয়ে নিত্যা-নন্দ প্রেমময়। সেই দিকে ধায় লোক অধৈর্য্য হৃদয়॥ প্রভু অনুগ্রহ প্রকাশিয়া সর্ব্বজনে। চলে একেশ্বর মহাগজেন্দ্র গমনে॥ দ্বাপরে করিলা যৈছে তীর্থ পর্য্যটন। সেইরূপ সর্ব্ব তীর্থে করয়ে ভ্রমণ॥ ভ্রমিতে দক্ষিণ গেলা পাণ্ডুর পুরেতে। তথা দেখিলেন প্রভু শ্রীবিট্‌ঠল নাথে॥ সেই গ্রামে বৈসে এক নিরীহ ব্রাহ্মণ। শ্রীমাধবপুরীর সতীর্থ তেঁহো হন॥ নিত্যানন্দে আনি বিপ্র আপন ভবনে। ভুঞ্জা-য়েন ফল মূল দুগ্ধাদি যতনে॥ পাণ্ডুরপুরের লোক মহা ভাগ্যবান্। নিত্যানন্দে দেখি সবে জুড়ায় পরাণ॥ প্রভুর যে মনোবৃত্তি তাহা কেবা জানে। শ্রীবিট্‌ঠলনাথে দেখি রহয়ে নির্জ্জনে॥ অকস্মাৎ গ্রামে সে বিপ্রের আর্ত্তিমতে। আইলা তাঁর গুরু লক্ষ্মীপতি দূর হৈতে॥ বহু শিষ্য সঙ্গে সর্ব্ব শাস্ত্রে বিচক্ষণ। শিষ্যে যে বাৎসল্য তাঁর কে করু বর্ণন॥

অত্যন্ত প্রাচীন অনির্ব্বচনীয় কার্য্য। সর্ব্বত্র বিদিত ভক্তি পথে মহা আর্য্য ॥ কে কহিতে পারে লক্ষ্মীপতির মহিমা। যাঁর শিষ্য মাধবেন্দ্রপুরী এই সীমা ॥ মাধবেন্দ্রপুরী প্রেম ভক্তিরসময়। যাঁর নাম স্মরণে সকল সিদ্ধি হয় ॥ শ্রীঈশ্বর-পুরী রঙ্গপুরী আদি যত। মাধবের শিষ্য সবে ভক্তিরসে মত্ত ॥ গৌড় উৎকলাদিদেশে মাধবের গণ। সবে কৃষ্ণভক্ত প্রেমভক্তি পরায়ণ ॥

মাধ্বী সম্প্রদায় যাঁর পরম সুখ্যাতি। গুণের সমুদ্র লক্ষ্মী-পতি প্রিয় অতি ॥ লক্ষ্মীপতি সেই বিপ্র শিষ্যের ভবনে। করিলেন ভিক্ষা কৃষ্ণকথা আলাপনে ॥ লক্ষ্মীপতি সেই বিপ্রে পুনঃ পুনঃ কয়। আজু কি মঙ্গল দেখি তোমার আলয় ॥ আইলাম কত বার তোমার ভবনে। ঐছে সুখ কভু না উপজে মোর মনে ॥ ইথে বুঝি কোন বা ভক্তের অধিষ্ঠান। বিপ্র কহে তুয়া অনুগ্রহ বলবান্ ॥ প্রভু ইচ্ছা-মতে বিপ্রে স্ফূর্ত্তি না হইল। ঐছে কত কথায় দিবস গোঙাইল ॥ নিশাভাগে নির্জ্জনে বসিয়া ন্যাসিবর। গায় বলদেবের চরিত্র মনোহর ॥ প্রভু বলদেবে তাঁর অনন্য ভকতি। ক্রন্দন করিয়া কহে বলদেব প্রতি ॥ অহে বলদেব মু অধম দুরাচারে। কর অনুগ্রহ যশ ঘুষুক সংসারে ॥ ঐছে কত কহি ধৈর্য্য না যায় ধরণে। অবনি লোটায় অশ্রু ঝরয়ে নয়নে ॥ একে অতিবৃদ্ধ তাহে খেদ অতিশয়। হইল অবশ যৈছে কহিল না হয় ॥ অত্যন্ত উদ্বেগে ন্যাসী নারে স্থির হৈতে। অকস্মাৎ নিদ্রাকর্ষে প্রভু ইচ্ছামতে ॥ বলরাম রূপে নিত্যানন্দ কুতূহলে। শ্রীলক্ষ্মীপতিরে দেখা দিলা

স্বপ্নচ্ছলে ॥ কিবা শোভা কন্দর্পের দর্প করে দূর। রজত পর্ব্বত নিন্দে অঙ্গ সুমধুর ॥ আজানুলম্বিত বাহু বক্ষ পরিসর। আকর্ণ পর্য্যন্ত নেত্রভঙ্গি মনোহর ॥ কর্ণে এক কুণ্ডল ভুবন মন মোহে। বাম কক্ষে নিক্ষিপ্ত মধুর শৃঙ্গ শোহে ॥ বিবিধ ভূষণেতে ভূষিত কলেবর। উপমার স্থান নাই ভুবন ভিতর ॥ বদন মণ্ডল জিনি পূর্ণিমার শশী। বচনের ছলে সে ঢালয়ে সুধারাশি ॥ প্রিয় লক্ষ্মীপতি প্রতি কহে ধীরে ধীরে। শুনিতে তোমার খেদ হৃদয় বিদরে ॥ অহে লক্ষ্মীপতি কৃষ্ণ মোর প্রাণেশ্বর। জন্মে জন্মে হও তুমি তাহার কিঙ্কর ॥ লক্ষ্মীপতি প্রভুর চরণে ধরি কয়। ঐছে ভেদ বুদ্ধি মোর কভু যেন নয় ॥ শ্রীলক্ষ্মীপতির এই বচন শুনিয়া। প্রভু বলদেব কিছু কহেন হাসিয়া ॥ এই গ্রামে আইলা এক বিপ্রের কুমার। অবধূতবেশ শিষ্য হইব তোমার ॥ এই মন্ত্রে শিষ্য তুমি করিবে তাহারে। এত কহি মন্ত্র কহে তাঁর কর্ণদ্বারে ॥ পাইয়া সে মন্ত্র লক্ষ্মীপতি হর্ষ হৈলা। প্রভু অনুগ্রহ করি অন্তর্ধান কৈলা ॥ প্রভাতে জাগিয়া ন্যাসী চিন্তে মনে মনে। হেন কালে নিত্যানন্দ আইলা সেই খানে ॥ নিত্যানন্দ তেজ দেখি ন্যাসী বিচারয়। কি অদ্ভুত তেজ এ মনুষ্য কভু নয় ॥ ঐছে কত বিচারিয়া ন্যাসি বিজ্ঞবর। অনিমিষ নেত্রে দেখে শ্রীমুখ সুন্দর ॥ প্রভু প্রণময়ে লোটাইয়া ক্ষিতি তলে। অস্তে ব্যস্তে ন্যাসী তুলি লইলেন কোলে ॥ নিত্যানন্দ ন্যাসী প্রতি কহে বার বার। মন্ত্রদীক্ষা দিয়া কর আমার উদ্ধার ॥ নিত্যানন্দ প্রভুর এ মধুর বাক্যেতে। নেত্রজলে ভাসে ন্যাসী নারে স্থির হৈতে ॥

শ্রীবলদেবের আজ্ঞা লঙ্ঘিতে নারিল। সেই দিন নিত্যানন্দে দীক্ষামন্ত্র দিল॥ দীক্ষামন্ত্র দিয়া নিত্যানন্দে করি কোলে। হইলা বিহ্বল হিয়া আনন্দে উথলে॥ লক্ষ্মীপতি প্রিয় নিত্যানন্দ দয়াময়। কিবা না করিতে পারে যেঁহ স্বেচ্ছাময়॥ বাড়াইলা মাধ্বী সম্প্রদার মহানন্দ। ভকত বৎসল প্রভু প্রেমানন্দকন্দ॥

তথাহি প্রাচীনৈরুক্তং॥

নিত্যানন্দ প্রভুং বন্দে শ্রীমল্লক্ষ্মীপতিপ্রিয়ং।
শ্রীমাধ্বী সম্প্রদানন্দবর্দ্ধনং ভক্তবৎসলং॥

লক্ষ্মীপতি স্থানে শিষ্য হৈয়া নিত্যানন্দ। বাড়াইলা তাঁর অতি অদ্ভুত আনন্দ॥ অতি শীঘ্র অন্যত্র গেলেন তথা হৈতে। প্রভুর এ লীলা অন্যে না পারে বুঝিতে॥ ব্যাকুল হইলা ন্যাসী নিত্যানন্দ বিনে। কারে কিছু না কহে চিন্তয়ে মনে মনে॥ রজনীর শেষে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল। স্বপ্নচ্ছলে প্রভু নিত্যানন্দ দেখা দিল॥ দেখি নিত্যানন্দে লক্ষ্মীপতি মহাধীর। নিবারিতে নারে দুই নয়নের নীর॥ বলদেব মূর্ত্তি প্রভু হৈলা সেই ক্ষণে। তাহা দেখি লক্ষ্মীপতি পড়ে শ্রীচরণে॥ নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া কহে বার বার। মোরে ভাঁড়াইতে এ তোমার অবতার॥ ব্রহ্মাদি না জানে আনে নারে জানিবারে। আপনি জানাও যারে সে জানিতে পারে॥ মো ছার মূর্খের কেনে কৈলা বিড়ম্বন। অনুগ্রহ কর প্রভু লইনু শরণ॥ শ্রীলক্ষ্মীপতির ঐছে বচন শ্রবণে। হইলেন নিত্যানন্দ মূর্ত্তি সেই ক্ষণে॥ বিদ্যুতের পুঞ্জ জিনি রূপের মাধুরী। লক্ষ্মীপতি অধৈর্য্য হইলা শোভা হেরি॥ নিত্যা-

নন্দ রাম করে করুণা প্রকাশ। শ্রীলক্ষ্মীপতির পূর্ণ কৈল অভিলাষ॥ এ সকল অন্যে জানাইতে নিষেধিয়া। অন্তর্ধান হৈলা প্রভু পুন প্রবোধিয়া॥ প্রভু অদর্শনে দুঃখী হৈলা লক্ষ্মীপতি। দূরে গেল নিদ্রা দেখে পোহাইল রাতি॥ কারে কিছু না কহে ধরিতে নারে ধৈর্য্য। সেই দিন হৈতে দশা হইল আশ্চর্য্য॥ দেখিয়া চিন্তিত হইলেন শিষ্যগণ। অকস্মাৎ লক্ষ্মীপতি হৈলা সঙ্গোপন॥ কহিতে কি জানি লক্ষ্মীপতির চরিত। নিত্যানন্দ প্রিয় যেহোঁ জগতে বিদিত॥ পাণ্ডুর গ্রামীর ভক্তি কহনে না যায়। অদ্যাপি প্রবল ভক্তি নিতাইর কৃপায়॥ এথা নিত্যানন্দ প্রভু আপন ইচ্ছায়॥ তীর্থ পর্য্যটন করে উল্লাস হিয়ায়॥ কথোদিন পরে মাধবেন্দ্রের সহিতে। দেখা হৈল প্রতীচী তীর্থের সমীপেতে॥ যে প্রেম প্রকাশ হৈল দোঁহার মিলনে। তাহা কে বর্ণিব যে দেখিল সেই জানে॥ নিত্যানন্দে বন্ধু জ্ঞান করে মাধবেন্দ্র। মাধবেন্দ্রে গুরু বুদ্ধি করে নিত্যানন্দ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে মাধবেন্দ্র বাক্যং॥

জানিনু কৃষ্ণের প্রেম আছে মোর প্রতি। নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইনু সম্প্রতি॥

তত্রৈব কবিবাক্যং॥

মাধবেন্দ্র প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়। গুরু বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয়॥ শ্রীঈশ্বরপুরী আদি দেখি চমৎকার। নিত্যানন্দে গাঢ় রতি হইল সবার॥ কথোদিন দোঁহে কৃষ্ণ রসে মগ্ন হৈলা। মনের আনন্দে দিবা রাত্রি গোঙাইলা॥

নিত্যানন্দ বিদায় হইয়া পুরী স্থানে। সেতুবন্ধ গেলা রামেশ্বর দরশনে ॥ শ্রীমাধবপুরীশ্বরাদিক শিষ্যে লৈয়া। চলিলা সরযূ তীর্থে বিদায় হইয়া ॥ হৈলা মৃত্যু প্রায় দোঁহে দোঁহার বিরহে ॥ এক কৃষ্ণ প্রেমাবেশে রক্ষা পাইলা দোঁহে। যদ্যপি শ্রীনিত্যানন্দ পরম সুধীর। ভ্রমিলেন সর্ব্বত্র হইতে নারে থির ॥ কথোদিনে আসি প্রভু মথুরা নগরে। বাল্যাবেশে বালক সহিত ক্রীড়া করে ॥ নিত্যানন্দ চান্দেরে বারেক দেখে যেহোঁ। তিলার্দ্ধেক সঙ্গ না ছাড়িতে পারে সেহো ॥ পরম মধুর মূর্ত্তি নিত্যানন্দ রায়। নিত্যানন্দে দেখিতে অসংখ্য লোক ধায় ॥ নিত্যানন্দ স্থির না রহয়ে এক ঠাই। করয়ে ভ্রমণ ব্রজে মহানন্দ পাই। মধ্যে মধ্যে শ্রীগোকুল মহাবনে যাই ॥ মদনগোপালে দেখি রহেন তথাই ॥ নন্দের আলয় দেখি কত উঠে মনে। করিয়া রোদন চলে তীর্থ পর্য্যটনে ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে ॥

গোকুলে নন্দের ঘর বসতি দেখিয়া। বিস্তর রোদন প্রভু করিলা বসিয়া ॥ তবে প্রভু মদনগোপালে নমস্করি। চলিলা হস্তিনাপুর পাণ্ডবের পুরী ॥ দেখিয়া সকল বন আসি বৃন্দাবনে। খেলয়ে অদ্ভুত খেলা যমুনা পুলিনে ॥ এই যে অপূর্ব্ব বট বৃক্ষের তলাতে। ক্ষণে বৈসে ক্ষণে উঠে লোটায় ধূলাতে ॥ ক্ষণে নানা পুষ্পে বেশ করে আপনার। ক্ষণে কহে কোথা প্রাণ কানাই আমার ॥ নিত্যানন্দ ভাবাবেশে করে টল মল। অশ্রুজলে পূর্ণ দীর্ঘ নয়ন যুগল ॥ ঐছে নিত্যানন্দ বৃন্দাবনেতে বিহরে। নিত্যানন্দ চেষ্টা কে

বুঝিতে শক্তি ধরে॥ জানিলেন শ্রীগৌরসুন্দর নবদ্বীপে। গুপ্ত রূপে বিহরি বিহরে ব্যক্ত রূপে॥ মনে মনে হাসি নিত্যানন্দ হলধর। নিরন্তর পুলকে পূর্ণিত কলেবর॥ হইলা অধৈর্য্য সে প্রভুর আকর্ষণে। নবদ্বীপে গমন করিলা এথা হনে॥ বিংশতি বৎসর কৈলা তীর্থ পর্য্যটন। যথা যে বিলাস তাহা কে করু বর্ণন॥ এই প্রভু শ্রীনিত্যানন্দের ক্রীড়া স্থান। যে করে দর্শন সে পরম ভাগ্যবান্॥ অহে শ্রীনিবাস এই চীর ঘাট হয়। কেহো বা চয়ন ঘাট ইহারে কহয়॥ এক দিন রাধাকৃষ্ণ সখীগণ সনে। রাসাদি বিলাস অন্তে এথা আইলা স্নানে॥ বস্ত্রাদিক রাখি এই নীপ বৃক্ষ তলে। সূক্ষ্ম খর্ব্ব বস্ত্রপরি নামিলেন জলে॥ হইয়াছিলেন শ্রান্ত বিবিধ বিলাসে। শ্রম শান্তি হৈল স্নিগ্ধ যমুনা পরশে॥ বারি বিহরণে মহারঙ্গ উপজিল। সকলেই গিয়া পদ্মবনে প্রবেশিল॥ কৃষ্ণ কোন ছলেতে আসিয়া বৃক্ষতলে। করি বস্ত্র গোপন প্রবেশে পুন জলে॥ কত ক্ষণ জল কেলি করি উঠে তীরে। বস্ত্র না দেখিয়া সবে চিন্তিত অন্তরে॥ কৃষ্ণ সে সময়ে অদ্ভুত শোভা হেরি॥ দিলেন সবারে বস্ত্র পরিহাস করি॥ শ্রম শান্তি বস্ত্র চৌর্য্যাদিক এথা হৈল। আর এই স্থানে কৃষ্ণ নানা ক্রীড়া কৈল॥ অহে শ্রীনিবাস রাধাকৃষ্ণ সখী সনে। নিধুবন ক্রীড়া রত এই নিধুবনে॥ এই কেশী তীর্থ দেখ অহে শ্রীনিবাস। ইহার মহিমা বহু পুরাণে প্রকাশ॥

তথাহি আদিবারাহে॥

গঙ্গা শতগুণং পুণ্যং যত্র কেশী নিপাতিতঃ।

তত্রাপি চ বিশেষোঽস্তি কেশিতীর্থে বসুন্ধরে ॥
তস্মিন্ পিণ্ড প্রদানেন গয়াপিণ্ড ফলং লভেৎ ॥

কেশি বধ কৈলা কৃষ্ণ পরম কৌতুকে। যমুনায় হস্ত পাখালিলা মহাসুখে ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৮৫ শ্লোকঃ ॥

হেষাভি র্জগতীত্রয়ং মদভরৈরুৎকম্পয়ন্তং পরৈঃ
ঘূর্ণন্নেত্র বিঘূর্ণনেন পরিতঃ পূর্ণং দহন্তং জগৎ।
তং তাবত্তৃণ বদ্বিদীর্য্যবকভিদ্বিদ্বেষিণং কেশিনং
যত্র ক্ষালিতবান্ করৌ সরুধিরৌ তৎ কেশিতীর্থং ভজে ॥

অহে শ্রীনিবাস এই শ্রীধীর সমীরে। কৃষ্ণের নিকুঞ্জ লীলা অশেষ প্রকারে ॥ শ্রীরাধাকৃষ্ণের এথা অদ্ভুত মিলন। মহাসুখে আস্বাদয়ে তাঁর প্রিয়গণ ॥

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে ৫সর্গে ২গীতে
শ্রীরাধিকাং প্রতি দূতী বাক্যং ॥

পূর্ব্বং যত্র সমং ত্বয়া রতিপতে রাসাদিতাঃ সিদ্ধয়
স্তস্মিন্নেব নিকুঞ্জমন্মথমহাতীর্থে পুন র্মাধবঃ।
ধ্যায়ং স্ত্বামনিশং জপন্নপি তবৈবালাপ মন্ত্রাক্ষরং
ভূয়স্তৎ কুচকুম্ভনির্ভর পরীরম্ভামৃতং বাঞ্ছতি ॥

তত্রৈব গীতং ॥

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশং।
ন কুরু নিতম্বিনি গমন বিলম্বন মনুসর তং হৃদয়েশং ॥
ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালীতি।

দেখ শ্রীরাধিকা মান ভঞ্জন এখানে। এ মনিকর্ণিকা কৃষ্ণ বিলসে এ বনে ॥ অহে শ্রীনিবাস এই যমুনা নিকট। পরম অদ্ভুত শোভাময় বংশীবট ॥ বংশীবট ছায়া জগতের দুঃখ

হবে। এথা গোপীনাথ সদা আনন্দে বিহরে॥ ভুবনমোহন বেশে সুচারু ভঙ্গিতে। গোপীগণে আকর্ষয়ে বংশীর গানেতে॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে
আদিলীলায়াং ১ পরিচ্ছেদ ১৭ শ্লোকঃ॥
শ্রীমদ্রাসরসারম্ভী বংশী বটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈ র্গোপী র্গোপীনাথঃ শ্রিয়েহস্তু নঃ॥

যমুনা প্লাবিত ওই বংশী বট স্থান। বংশীবট যমুনায় হৈলা অন্তর্ধান॥ তার এক ডাল আনি গোস্বামী আপনে। করিলা স্থাপন এ পূর্ব্বের সন্নিধানে॥ দেখ শ্রীনিবাস এ পরম রম্য-স্থল। সদা মন্দ মন্দ বহে সমীর শীতল॥ বংশী রবে সব ছাড়ি অধৈর্য্য হিয়ায়। গোপীগণ আসি কৃষ্ণে মিলয়ে এথায়॥ গোপীগণ কৃষ্ণ শোভা সমুদ্রে সাঁতারে। কৃষ্ণ গোপীগণে দেখি স্থির হৈতে নারে॥ ধৈর্য্যাবলম্বন করি মনের উল্লাসে। কে বুঝে মরম যৈছে কুশল জিজ্ঞাসে॥ কৃষ্ণ এথা কৈলা গোপী প্রেমের পরীক্ষা। পুন গৃহে যাইতে দিলেন বহু শিক্ষা॥ রাসারম্ভে অসমতা দেখি গোপীগণে। রাধা সহ অন্তর্হিত হৈতে হৈল মনে॥ এই খানে কৃষ্ণ চন্দ্র হৈয়া অদর্শন। গোপিকাবিলাপ দুঃখে করিলা শ্রবণ॥ কৃষ্ণ বিনা গোপীগণ এ বৃক্ষ লতায়। জিজ্ঞাসে কৃষ্ণের কথা ব্যাকুল হিয়ায়॥ করি কৃষ্ণ লীলানুকরণ গোপীগণ। এথা কৈল রাধিকার সৌভাগ্য বর্ণন॥ রাধিকার মনোহিত কৃষ্ণ এথা কৈলা। এই খানে তাঁরে রাখি অদর্শন হৈলা॥ এথা অন্য গোপীগণ দেখি রাধিকারে। কহিল অনেক অতি অধৈর্য্য অন্তরে॥ সবে এক হৈয়া কৃষ্ণ দর্শন লালসে। গাইল কৃষ্ণের

গুণ অশেষ বিশেষে ॥ এই খানে শ্রীকৃষ্ণ দিলেন দরশন। পরম আনন্দে মগ্ন হৈলা গোপীগণ ॥ যত্নে গোপীগণ কৃষ্ণে বসাইলা এথা। এই খানে পরস্পর হৈল বহু কথা ॥ শ্রীযমুনা পুলিন দেখহ শ্রীনিবাস। এই খানে কৃষ্ণ আরম্ভিলা মহারাস ॥ শত কোটি অঙ্গনা বেষ্টিত কুতূহলে। বিলসয়ে কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাস মণ্ডলে ॥ হৈল কল্পসম রাত্রি শ্রীরাস বিহারে। বর্ণিলেন ব্যাসাদি কবি বিবিধ প্রকারে ॥ স্ত্রীরত্নে বেষ্টিত কৃষ্ণ রসিকশেখর। সর্ব্ব চিত্তাকর্ষে রাস ক্রীড়ায় তৎপর ॥

তথাহি শ্রীদশমে ত্রয়স্ত্রিংশদধ্যায়ে ॥

তত্রা রভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ।
স্ত্রীরত্নৈ রন্বিতঃ প্রীতৈ রন্যোন্যাবদ্ধবাহুভিঃ ॥
রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ ॥
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।
যং মন্যেরন্নভস্তাবদ্বিমান শত সঙ্কুলং।
দিবৌকসাং সদারাণমত্যৌৎসুক্যভৃতাত্মনাং ॥
ততো দুন্দুভয়োনেদু র্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ।
জগু র্গন্ধর্ব্বপতয়ঃ সস্ত্রীকাস্তদযশোহ মলং ॥
বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাং।
সপ্রিয়াণামভূচ্ছব্দ স্তুমুলো রাসমণ্ডলে ॥
তত্রাতি শুশুভে তাভি র্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতোযথা ॥
পাদন্যাসৈ র্ভুজ বিধুতিভিঃ সস্মিতৈ র্ভ্রূবিলাসৈ

র্ভজ্যন্মধ্যেশ্চলকুচপটৈঃ কুণ্ডলৈ র্গণ্ডলোলৈঃ।
স্বিদ্যন্মুখ্যঃ কবর রসনাগ্রন্থ্যঃ কৃষ্ণবধ্বো-
গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ॥
উচ্চৈ র্জগু র্নৃত্যমানা রক্তকণ্ঠ্যো রতিপ্রিয়াঃ।
কৃষ্ণাভিমর্ষ মুদিতা যদ্গীতেনেদমাবৃতং॥
কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজাতীরমিশ্রিতা॥
উন্নিন্যে পূজিতা তেন প্রিয়তা সাধুসাধ্বিতি॥
তদেব ধ্রুব মুন্নিন্যে তস্যৈ মানঞ্চ বহ্বদাৎ॥ ইতি॥
শ্রীগোপালচম্পূপ্রবন্ধে ২৬ পূরণে ৩৩ অঙ্কাবধি॥

যথা রাগঃ॥

জয় জয় সদ্গুণসার। জগতি বিশিষ্টং কলয়িতু মিষ্টং গোকুল লসদবতার॥ ধ্রু॥ ১॥

কমলভবেশ্বর বৈকুণ্ঠেশ্বর পত্নীচিন্তিতসেব। রাজসি রাসে বলিত বিলাসে নিজ রমণীভি র্দেব॥২॥ নটবৎ পরিকর নিখিল কলাধর রচিত পরস্পর মোদ। আলিঙ্গন মুখরিততম মহাসুখ বল্লববধূহৃততোদ॥ ৩॥ ব্যতিবীক্ষণ কৃত সাত্বিক পরিবৃত মণ্ডল মনু বহু মূর্ত্তে। ব্রজতরুণীগণ রচিত নয়ন পণ সচিত বশীকৃত পূর্ত্তে॥৪॥ চরণ কঞ্জধৃতি কর পল্লবকৃতি চিল্লীবলিতবিহারান্। মধ্যভঙ্গততি মণিকুণ্ডলগতি পুলক স্বেদ বিকারান্॥৫॥ কলয়তি ভবতা ঘনসাম্যবতা তড়িদিব সর্ব্বা ললনা। অপি বঃ পরিমিতি তরতমতা মিতি সেয়ং জ্ঞপয়তি তুলনা॥৬ সমধুরকণ্ঠে নৃত্যোৎকণ্ঠে তব রতি মাত্রপ্রীতে। ত্বৎস্পর্শামৃত মদচয় সংবৃত চিত্তে ভাব ক্রীতে॥৭॥ যুবতীজাতে গীতজশাতেনাবৃত বিশ্বপ্রভবে। যস্ত্বং রাজসি

তৎ সুখভাগসি নম এতস্মৈ প্রভবে ॥ ৮ ॥ যা সহ ভবত। বিস্ময় মবতা স্বরজাতী রতি শুদ্ধং। গায়তি সেয়ং নিখিলৈর্গেয়ং কলয়তি নিজগুণরুদ্ধং ॥৯॥ তত উৎকর্ষং বলয়িত হর্ষং বলয়তি যেয়ং গানে। সা শ্রীরাধা বলিতারাধা ভবতা কলিতা মানে ॥১০॥ যেয়ং রাসে শ্রমজবিলাসে বিগলন্মল্লীবলয়া। সা ভবদংসে লসদবতংসে ধরতি করং বরকলয়া ॥১১ যাচাসংপরি ভুজপরিঘংপরি চুম্বতি তব স বিনোদং। হৃষ্যতি সেয়ং তনুগণেয়ং যদ্রোমচসামোদং ॥ ১২ ॥ চল কুণ্ডলধর গণ্ডমুকুরবর সমির স্পর্শবিধানে। তাম্বূল দ্রব পরিবর্ত্তোদ্ভব ময়সে চুম্বন দানে ॥১৩॥ এষা নর্ত্তন কীর্ত্তন বর্ত্তন সিঞ্জিতজাত সুতালা। তব রামানুজ কর মতুলাম্বুজ মিষমাধাদ্ধৃদিবালা ॥ ১৪ ॥ অথ রাসক্রম পরিবলিতশ্রম বনিতালঙ্কিত দেহ। পরিতৌ ভ্রমণক গণ বিশ্রমণক সমুদিতপরম স্নেহ ॥১৫॥ কবিকৃত নিশ্চয় শুভ্র যশশ্চয় মালা সমুদয় হারিন্। জয় জয় জয় জয় জয় জয় জয় জয় জয় জয় রাসবিহারিন্ ॥ ১৬ ॥

অহে শ্রীনিবাস রাস বিলাস বিস্তার। যমুনা পুলিনে সে শোভার নাই পার ॥ উজ্জ্বল রজনী পূর্ণ চন্দ্রের কিরণে। যমুনা সলিল শোভা বর্ণিব কি আনে ॥ এই খানে কৃষ্ণচন্দ্র প্রিয়াগণ সঙ্গে। যমুনায় জলকেলি কৈল নানা রঙ্গে ॥ পরম কৌতুকী কৃষ্ণ কুঞ্জক্রীড়া রত। কৈল যৈছে বিশ্রাম তা বর্ণিবে কে কত ॥ রজনী প্রভাতে কৃষ্ণ প্রিয়াগণ সনে। গৃহে গতি যৈছে তা বর্ণয়ে বিজ্ঞগণে ॥

তথাহি তত্রৈব ২৯ পূরণে ৯৩ শ্লোকাবধি ললিত রাগঃ ॥

জাগরণাদথ কুঞ্জবরে। বীক্ষিত ভাস্কর রুচি নিকরে॥ কান্তা নিদ্রাভঙ্গ করে। অপি সঙ্কলিত স্বপরিকরে॥ মম ধীর্ম্মজ্জতি কংসহরে। মৌলিশিখরোপরি পিঞ্ছধরে॥ ধ্রু॥ মুহু রুল্লসিত যুবতি নিকরে। সম্ মনয়া বহিরনয়ানয় চরে॥ ঘন গহনাধ্বনি গমন পরে। তত্রচ বহু কৃত সুখ বিতরে॥ আশা স্তম্ভিত বিরহগরে। ধাম্নি সনাতন শর্ম্মহরে॥ ১॥

মহারাস বিলাসে সকল গোপিকার। কৈল মনোরথ পূর্ণ ব্রজেন্দ্র কুমার॥ শ্রীরাস বিলাস মহাসুখের আলয়। শুনিলে এ সব অভিলাষ পূর্ণ হয়॥ অহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণ ভুবনমোহন। শ্রীরাস বিলাসি রাধিকার প্রাণধন॥ ভুবনমোহিনী রাধা রাস বিলাসিনী। কৃষ্ণ প্রাণপ্রিয়া রমণীর শিরোমণি॥ কৃষ্ণ সুখ যাতে তাহা করয়ে সদায়। শ্রীরাধিকা বিনা কৃষ্ণে অন্য নাহি ভায়॥ শ্রীরাধিকা রাধিকার সখীগণ সনে। সদা রাসবিলাসে বিহ্বল বৃন্দাবনে॥ এথা এক দিবস হইল মহারঙ্গ। কহিতে বাঢ়য়ে সাধ সে সব প্রসঙ্গ॥ বৃন্দা মনে কৈল আজি বিবিধ বিধানে। দেখিব বিলাস রাই কানু সখীসনে॥ এই হেতু বৃন্দা লৈয়া অনুচরীগণ। রাসলীলারম্ভের করয়ে আয়োজন॥ নৃত্যস্থলী বিরচয়ে যে সব বিধানে। সে সকল ভেদ নাট্য শাস্ত্রেও না জানে॥ যৈছে চন্দ্রকিরণ নির্ম্মল উজিয়ার। তৈছে নৃত্যস্থলী শুভ্র শোভা চমৎকার॥ এই কুঞ্জালয়ের অঙ্গণ পরিসরে॥ চন্দ্রের কিরণ কি অদ্ভুত শোভা করে॥ চতুর্দ্দিকে শুভ্র পুষ্পাসন সর্ব্বোপরি। মধ্যে শুভ্র সিংহাসন রাখে যত্ন করি॥ তাম্বূল বীটিকা রত্ন সম্পুটে রাখয়। যাহার সৌগন্ধ সর্ব্ব চিত্ত আকর্ষয়॥ নানা পুষ্প

ভূষা আদি অনেক প্রকার। সুগন্ধি চন্দন আদি লেখা নাই তার॥ লক্ষ লক্ষ চামর শোভায় চিত্ত হরে। মৃদঙ্গাদি নানা যন্ত্র রাখে থরে থরে॥ শুক কোকিলাদি পক্ষে করয়ে আদেশ। গাও কৃষ্ণ রাধিকার চরিত্র অশেষ॥ ময়ূরগণেরে কহে নৃত্য করিবার। নিদেশে ভ্রমরগণে করিতে ঝঙ্কার॥ হেনই সময়ে সে বৃন্দার অনুচরী। শ্রীবৃন্দাদেবীর প্রতি কহে ধীরি ধীরি॥ দুহু গতি বিলম্বে চিন্তিত হৈয়া তুমি। মোরে আজ্ঞা কৈলা তথা গিয়া ছিনু আমি॥ পৌর্ণমাসী উপদেশে কৃষ্ণ হর্ষ হৈয়া। পুষ্পবনে ছিলা রাই পথ নিরখিয়া॥ শ্রীরাধিকা গৃহ হৈতে আসি সখী সনে। মিলিলেন কৃষ্ণে এই পুষ্পের কাননে॥ দোঁহার মিলনে পৌর্ণমাসী হর্ষ হৈলা। তোমার যে ক্রিয়া তাহা দোহে জানাইলা। এত কহিতেই হৈল দোঁহার গমন। কিবা পাদপদ্মের বিন্যাস মনোরম॥ দোঁহে দুঁহু স্কন্ধে চারু ভুজা আরোপিয়া। রসাবেশে রহে দোঁহে দোঁহা নিরখিয়া॥ কহিতে সে শোভার অবধি নাহি হয়। নিরখিতে নয়ন নিমিষ দূরে রয়॥ দুঁহু রূপছটা আলো করে ত্রিভুবন। সজল জলদঘটা দামিনীদমন॥ ললিতাদি সখী সুবেষ্টিত শোভা অতি। ঝলমল করে সে সবার অঙ্গদ্যুতি॥ অদ্ভুত ভঙ্গিতে চলে কুঞ্জের মাঝার। মন্দ মন্দ নুপুরের ধ্বনি অনিবার॥ রাই কানু সখীসহ কুঞ্জে প্রবেশিয়া। বৃন্দা বিরচিত শোভা দেখে হর্ষ হৈয়া॥ দোঁহে হাসি বৈসে সে বিচিত্র সিংহাসনে। চতুর্দ্দিকে সখী সুখে আপনা না জানে॥ লক্ষ লক্ষ দাসী করে চামর ব্যজন। শুক কোকিলাদি গায় দুঁহু গুণ গণ॥ সুমধুর বাদ্য প্রায়

ভ্রমর গুঞ্জরে। চতুর্দ্দিকে ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করে॥ বৃন্দা-দেশে সবে নিজ গুণ প্রকাশিল। এই ছলে বৃন্দা মনোরথ জানাইল॥ পরম সুঘড় কৃষ্ণ রসের মুরতি। হাসি নেত্র কোণে কি কহিল বৃন্দা প্রতি॥ বৃন্দা চন্দনাদি পুষ্প ভূষা সমর্পিতে। যে কৌতুক বাঢ়ে তাহা কে পারে বর্ণিতে॥ ললিতা সে তাম্বূল সম্পুট উঘাড়িয়া। হৈলা হর্ষ রাই হস্তে তাম্বূল অর্পিয়া॥ শ্রীরাধিকা তাম্বূল বীটিকা লৈয়া সুখে। দিলেন সুভঙ্গীতে কৃষ্ণের চান্দ মুখে॥ মন্দ মন্দ হাসে কৃষ্ণ অধৈর্য্য হৃদয়। তাম্বূল ভক্ষণে নানা রঙ্গ প্রকাশয়॥ শ্রীরাস বিলাস করিবেন এই মনে। অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে চায় রাই মুখ-পানে॥ আনন্দের মূর্ত্তি কৃষ্ণ রসের নিধান। কোটি কোটি কন্দর্প জিনিয়া ভঙ্গী তাঁন॥ ময়ূর চন্দ্রিকামাথে শোভয়ে অশেষ। বংশী ন্যস্ত অধরে কি সুমধুর বেশ॥ বৃন্দা মনোরথ সিদ্ধি করি বারতরে। শ্রীরাধিকা সহ কৃষ্ণ এথাই বিহরে॥ অসংখ্য প্রেয়সী তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাধা। যেহোঁ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ করে সব সাধা॥ রাধিকার বেশ যৈছে কে পারে কহিতে। ললিতাদি বেশের উপমা নাই দিতে॥ রাধিকার-গণ যত লেখা নাই তার। ললিতাদি সখীর যূথের নাই পার॥ লক্ষ লক্ষ অঙ্গনাতে বেষ্টিত হইয়া। বিলসয়ে কৃষ্ণ রাই স্কন্ধে বাহু দিয়া॥ শ্রীরাস বিলাসে শোভা ব্যাপিল ভুবন। হইলেন সঙ্গীতে নিমগ্ন সর্ব্ব জন॥ কহিতে কি সঙ্গীতের রীত চমৎকার। সর্ব্ব চিত্তাকর্ষক এ সর্ব্বত্র প্রচার॥ অহে শ্রীনিবাস পূর্ব্বে ব্রহ্মা বেদ হৈতে। প্রকাশে সঙ্গীত বেদ বিদিত জগতে॥

তথাহি ॥

পুরা চতুর্ণাং বেদানাং সারমাকৃষ্য পদ্মভূঃ।

ইদং তু পঞ্চমং বেদং সঙ্গীতাখ্যমকল্পয়ৎ ॥

সামঋক্ অথর্ব্বাদি বেদ চতুষ্টয়। ইথে জন্মে গীত পাঠ রস অভিনয় ॥

তথাহি ॥

ঋগ্‌ভ্যঃ পাঠ্য মভূদ্‌গীতং সামভ্যঃ সমপদ্যত।

যজুর্ভ্যোভিনয়া জাতা রসাশ্চাথর্ব্বণঃ স্মৃতাঃ ॥

ব্রহ্মা শিব আদি এ সঙ্গীত প্রচারক। এ মহামধুর সর্ব্ব-জগতে ব্যাপক ॥

তথাহি ॥

ব্রহ্মেশ নন্দি ভরত দুর্গা নারদ কোহলাঃ।

দশাস্যবায়ু রম্ভাদ্যা সঙ্গীতস্য প্রচারকাঃ ॥

সঙ্গীত স্বরূপ গীত বাদ্য নৃত্যত্রয়। গীত বাদ্য দ্বয়ে কেহো সঙ্গীত কহয় ॥ গীত নৃত্য বাদ্যের প্রভাব অতিশয়। দেব মনুষ্যাদি সর্ব্বচিত্ত আকর্ষয় ॥

তথাহি সঙ্গীতপারিজাতে ॥

গীত বাদিত্র নৃত্যানাং ত্রয়ং সঙ্গীত মুচ্যতে।

গীতস্যাত্র প্রধানত্বাত্তৎ সঙ্গীতমিতীরিতং ॥

সঙ্গীতশিরোমণৌ ॥

গীতং বাদ্যং চ নৃত্যং চ ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে ॥

গীত বাদ্যে উভে এব সঙ্গীত মিতি কেচন ॥

তত্তির্য্যঙ্ নরদেবাদি মনোহারি প্রকীর্ত্তিতং ॥ ইতি ॥

মার্গ দেশী ভেদে সে সঙ্গীত দ্বিপ্রকার। স্বর্গে মার্গাশ্রিত

ব্রহ্মা আচার্য্য যাহার ॥ নানা দেশ ভেদে দেশী ভূতল আশ্রিত । মার্গে দেশীদ্বয় ঐছে শাস্ত্রে সুবিদিত ॥

তথাহি সঙ্গীতসারে ॥

মার্গদেশী বিভেদেন সঙ্গীতং ভবতি দ্বিধা ।
স্বর্গে মার্গাশ্রিতং দেশ্যাশ্রিতং ভূতলরঞ্জিতং ॥

সঙ্গীতপারিজাতে ॥

মার্গদেশী বিভেদেন দ্বেধা সঙ্গীত মুচ্যতে ।
বেধা মার্গাখ্য সঙ্গীতং ভরতায়াব্রবীৎ স্বয়ং ॥
ব্রহ্মণোহধীত্য ভরতঃ সঙ্গীতং মার্গসঙ্গিতং ।
অপ্সরোভিশ্চ গন্ধর্ব্বৈ শম্ভোরগ্রে প্রযুক্তবান্ ॥
তদ্দেশীয়মিতি প্রাহুঃ সঙ্গীতং দেশ ভেদতঃ ॥

গীতাদির উৎপত্তি কারণ নাদ হয় । নাদ স্বয়ং হরিনাদ তত্ত্বকে জানয় ॥

তথাহি ॥

ন নাদেন বিনা গীতং ননাদেন বিনা স্বরঃ ।
ন নাদেন বিনা রাগ স্তস্মান্নাদাত্মকং জগৎ ॥

সঙ্গীতদামোদরে ॥

ন নাদেন বিনা জ্ঞানং ন নাদেন বিনা শিবঃ ।
নাদরূপং পরং জ্যোতি র্নাদরূপী স্বয়ং হরিঃ ॥

আঞ্জনেয়ঃ ॥

নাদাব্ধেস্তু পরং পারং ন জানাতি সরস্বতী ।
অদ্যাপি মজ্জনভয়াত্তুম্বং বহতি বক্ষসি ॥

নাদের উৎপত্তি অগ্নি বায়ু হৈতে হয় । আকাশাদি বায়ুতেও সে নাদ জন্ময় ॥ নাদের উৎপত্তি স্থান নাভি অধো

দেশে। নাভি ঊর্দ্ধে ভ্রমি মুখে ব্যক্ত হয় শেষে॥ নাদোৎপত্তি প্রকারের রীত বহু হয়। কেহো কেহো নাদোৎপত্তি অল্পে নিরূপয়॥

তথাহি সঙ্গীতসারে॥

নকারঃ প্রাণবায়ুঃ স্যাদ্দকারো হব্যবাহনঃ।
তাভ্যা মুৎপদ্যতে যস্মাত্তস্মান্নাদোঽয় মুচ্যতে॥
নাদাভ্যাং প্রাণাগ্নিভ্যাং জাতো নাদ ইত্যর্থঃ॥

সঙ্গীতমুক্তাবল্যাং॥

আকাশাগ্নি মরুজ্জাতো নাভেরূর্দ্ধং সমুচ্চরন্।
মুখেঽভিব্যক্তি মায়াতি যঃ স নাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

নাদ ত্রিধা প্রাণিতে অপ্রাণিতেও হয়। প্রাণি অপ্রাণি যোগেও সম্ভব এ ত্রয়॥ প্রাণি দেহোদ্ভব বিনা অপ্রাণি নির্দ্ধার। প্রাণী অপ্রাণী বংশাদি সম্ভব প্রচার॥ মুখ নাসা-স্পর্শ বায়ুযোগে ধ্বনি হয়। এই হেতু প্রাণী অপ্রাণী সম্ভব কয়॥

তথাহি॥

সচ প্রাণি ভবো ঽপ্রাণি ভবশ্চোভয়সম্ভবঃ।
আদ্যঃ কায়ভবো বীণা সম্ভবস্তু দ্বিতীয়কঃ॥
তৃতীয়শ্চাপি বংশাদি সম্ভবঃ স ত্রিধামতঃ॥

ব্যবহারে নাদ ত্রিধা মন্ত্র মধ্য তার। হৃদি কোটি মূর্দ্ধি-স্থান ক্রমে এ প্রচার॥ মন্দ্র হইতে দ্বিগুণ উচ্চ মধ্য হয়। মধ্য হৈতে দ্বিগুণ তারাখ্য এই ত্রয়॥

তথাহি॥

ব্যবহারেত্বসৌ নাদঃ প্রোচ্যতে ত্রিবিধো বুধৈঃ।
মন্দ্রো হৃদিস্থিতঃ কণ্ঠে মধ্যস্তারশ্চ মূর্দ্ধনি ॥
দ্বিগুণঃ কিল মানেন পূর্ব্বস্মাদুত্তরোত্তরঃ ॥

ঐছে নাদোৎপত্তি নাদ জ্ঞানের প্রকার। রাসে গোপীগণ গীত কৃরয়ে প্রচার ॥ কৃষ্ণের আহ্লাদে গোপী মুখোদ্গাত গীতে। সঙ্গীত প্রভাব ব্যক্ত সকল শাস্ত্রেতে ॥

তথাহি ॥

শ্রুতি স্মৃত্যাদি সাহিত্য নানা শাস্ত্রবিদো হপিচ।
সঙ্গীতং যে ন জানন্তি তে দ্বিপাদো মৃগাঃ স্মৃতাঃ ॥
ত্রিবর্গ ফলদাঃ সর্ব্বে জ্ঞানযজ্ঞস্তবাদয়ঃ।
একং সঙ্গীতবিজ্ঞানং চতুর্বর্গ ফলপ্রদং ॥

বিশেষমাহ ॥

সঙ্গীত দামোদরে ॥

সঙ্গীতকেন রম্যেণ সুখং যস্য ন চেতসি।
মনুষ্যবৃষভো লোকে বিধিনৈব স বঞ্চিতঃ ॥
গীতেন হরিণা বন্ধং প্রাপ্নুবন্ত্যপি পক্ষিণঃ।
বলাদায়ান্তি ফণিনঃ শিশবো ন রুদন্তি চ ॥
পরমানন্দ বিবর্দ্ধন, মভিমত ফলদং বশীকরণং।
সকলজন চিত্তহরণং, বিমুক্তিবীজং পরং গীতং ॥

অহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণ রসের আলয়। গীতজ্ঞের শিরোমণি রাসে বিলসয় ॥ পরম অদ্ভুত শোভা শ্রীরাসমণ্ডলে। পরস্পর গীত প্রকাশয়ে কুতূহলে ॥ গীতের লক্ষণ হয় অনেক প্রকার। ধাতু মাতু সহ গীত প্রসিদ্ধ প্রচার ॥ অনুরাগ জনক এ ধাতু মাতু হয়। গীত অবয়ব ধাতু মাতু রাগাদয় ॥

সঙ্গীতসারে ॥

গীতং রঞ্জক ধাতু মাতু সহিতমিতি ॥

গীতস্যাবয়বো ধাতু রাগাদি র্মাতু রুচ্যতে ॥

ধাতু নাদাত্মক ইথে অনেক বিচার। নাদাত্মক নাদ আত্মা স্বরূপ যাহার ॥

নারদ সংহিতায়াং ॥

ধাতু মাতু সমাযুক্তং গীত মিত্যভিধীয়তে।

তত্র নাদাত্মকং গেয়ং ধাতুরিত্যভিধীয়তে ॥

এথা নাদপদে নাদ জন্য শ্রুতি স্বর। মূর্চ্ছনা তালাখ্য গ্রাম প্রকার বিস্তর ॥ নাদ হৈতে অনেক শ্রুতির জন্ম হয়। শ্রুতি হইতেই জন্মে স্বরষড়্জাদয় ॥ স্বরহৈতে মূর্চ্ছনা জন্মে মূর্চ্ছনা হইতে। তালাখ্যা গ্রাম সম্ভব বিদিত জগতে ॥

তথাহি ॥

নাদাচ্চ শ্রুতয়ো জাতাস্তাভ্যঃ ষড়্জাদয়ঃ স্বরাঃ।

তেভ্যঃ স্যু র্মূর্চ্ছনা স্তাভ্য স্তালাখ্যা গ্রামসম্ভবা ইতি ॥

অহে শ্রীনিবাস এই প্রসঙ্গানুসারে। কহিব যে ক্রম তাহা কহি অল্পাক্ষরে ॥ নাদশ্রুতি স্বরগ্রাম মূর্চ্ছনা প্রচার। তাল বর্ণ গ্রহস্বর অংশস্বর আর ॥ ন্যাস স্বর জাতি এ সকল এ ক্রমেতে। অল্পে জানাইয়া ঐছে বিস্তারে অন্যেতে ॥

তথাহি ॥

নাদঃ শ্রুতিঃ স্বরগ্রাম মূর্চ্ছনা তাল বর্ণকাঃ ॥

স্বরাগ্রহাংশন্যাসাখ্যা জাতিশ্চেতি ক্রমাদিহ ॥

নাদ জানাইল এবে জান শ্রুত্যাদয়। রাসে কৃষ্ণ প্রিয়াসহ গীতে প্রকাশয় ॥ অহে শ্রীনিবাস এই শ্রীরাস-

মণ্ডলে। কি বলিব মূর্ত্তিমন্ত হৈলা এ সকলে॥ নাদ হৈতে শ্রুতি যৈছে প্রকট প্রকার। তাহা প্রকাশিতে কৃষ্ণ কৌতুক অপার॥ সে নাদ মারুতাহত শ্রুতি দ্বাবিংশতি। দ্বাবিংশতি নাড়ী বক্র ঊর্দ্ধ্ব হৃদে স্থিতি॥ যত নাড়ী তত শ্রুতি সর্ব্বত্র বিদিত। ক্রমে উচ্চ উচ্চ যুক্ত বীণাদি লক্ষিত॥ কফাদিকে দুষ্ট কণ্ঠে শ্রুতিব্যক্ত নহে। এইরূপ অনেক প্রকার সবে কহে॥

তথাহি শ্রুতয়ঃ॥

সনাদঃ শ্রুতয়ো দ্বাবিংশতিঃ স্যান্মারুতাহতঃ।
দ্বাবিংশতি স্তির্য্যগূর্দ্ধা নাড্যো হৃদয়মাশ্রিতাঃ॥
তা যাবত্যস্ত তাবত্যঃ শ্রুতয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
ক্রমাদুচ্চোচ্চতাযুক্তা বীণাদাবেব লক্ষিতাঃ॥
কফাদি দুষ্টে কণ্ঠে যত্তাসাং ব্যক্তি র্নজায়তে॥

দ্বাবিংশতি শ্রুতি ষড়্জাদিক সপ্ত স্বরে। বিভাগ ব্যবস্থা ঐছে কহে বিজ্ঞবরে॥ মধ্যমে পঞ্চমে ষড়্জে শ্রুতি চতুষ্টয়। ঋষভস্বরে ধৈবতস্বরে শ্রুতিত্রয়॥ গান্ধারে নিষাদে দ্বয় এই দ্বাবিংশতি। শ্রুতি হৈতে জন্মে স্বর এ প্রসিদ্ধ অতি॥

তথাহি॥

চতস্রঃ পঞ্চমে ষড়্জে মধ্যমে শ্রুতয়ো মতাঃ।
ঋষভে ধৈবতে তিস্রো দ্বে গান্ধারে নিষাদকে॥

শ্রুতি নাম ভিন্ন ভিন্ন দেশ বিশেষেতে। কহি বহু সম্মত ষড়্জাদি জন্মে যাতে॥ নান্দী বিশালা সুমুখী বিচিত্রা এচারি। ইথে জন্মে ষড়্জ স্বর সর্ব্ব মনোহারী॥ ১॥ চিত্র-ঘনা কন্দলিকা ঋষভে এ ত্রয়॥ ২॥ গান্ধারে সরঘামালা

শ্রুতি নামদ্বয় ॥ ৩ ॥ মধ্যমস্বরে মাগধী শিবামাতঙ্গিকা। মৈত্রেয়ী এ চতুষ্টয় সর্ব্বাংশে অধিকা ॥ ৪ ॥ বালা কলা কলরবা শার্ঙ্গরবী নাম। পঞ্চমে এ চতুষ্টয় শ্রুতি অনুপম ॥৫ মাতা রসা অমৃতে ধৈবতে এই ত্রয় ॥ ৬ ॥ নিষাদে বিজয়া মধুকরী শ্রুতিদ্বয় ॥ ৭ ॥

তথাহি ॥

নান্দী বিশালা সুমুখী বিচিত্রাঃ ষড়্জাঃ স্মৃতাঃ ॥
ষড়্জজা ইতি ষড়্জং জনয়ন্তীতি ষড়্জাঃ।
চিত্রাঘনা কন্দলিকা ঋষভে তিস্র ঈরিতাঃ ॥
গান্ধারে সরঘামালা মধ্যমে মাগধী শিবা।
মাতঙ্গিকাচ মৈত্রেয়ী চতস্রঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥
বালা কলা কলরবা শার্ঙ্গরব্যপি পঞ্চমে।
মাতরসামৃতা চেতি তিস্রো ধৈবত নামনি ॥
নিষাদ নামনী দ্বেচ বিজয়া মধুকর্য্যপি।
ইতি স্বরাণাং শ্রুতয়ো দ্বাবিংশতি রুদীরিতাঃ ॥

স্বরাণামিত্যত্র পুত্রাণাং পিতা ইতিবৎ জন্য জনক-সম্বন্ধে ষষ্ঠী। স্বরাণাং জনিকা ইত্যর্থঃ ॥

শ্রুতি নাম ভিন্ন সিদ্ধি প্রভাবত্যাদয়। ইহাতে অনেক আর প্রকার আছয় ॥

তথাহি কোহলীয়ে ॥

সিদ্ধিঃ প্রভাবতী কান্তা সুভদ্রাচ মনোহরা।
গায়ন্তীং স্বরং ষড়্জং প্রজাপতি মুখোদ্গতাঃ। ইত্যাদয়ঃ॥

শ্রুতি স্থানে স্বর যৈছে ব্রহ্মাণ্ড না জানে। সঙ্গীতজ্ঞগণ মাত্র লক্ষণ বাখানে ॥

তথাহি॥

শ্রুতিস্থানে স্বরান্ বক্তুং নালং ব্রহ্মাপি তত্ত্বতঃ।
জলেষু চরতাং মার্গো মীনানাং নোপলভ্যতে॥

অহে শ্রীনিবাস শ্রুতি স্বরূপ কে জানে। হইল কেবল ব্যক্ত রাগে রম্য গানে॥ যৈছে কৃষ্ণচন্দ্র শ্রুতি করয়ে প্রচার। তৈছে শ্রীরাধিকা ব্যক্ত করে চমৎকার॥ ললিতাদি সখীর আনন্দ অতিশয়। দেবে পুষ্প বৃষ্টি করে হইয়া বিস্ময়॥ শ্রুতিগণ নিজ নিজ ভাগ্য প্রশংসয়ে। স্বর সহ শ্রুতি সর্ব্বচিত্ত আকর্ষয়ে॥

অথ স্বরাঃ॥

শ্রুতি স্থানে হৃদয় রঞ্জক যে সে স্বর। কিম্বা স্বর সকল শ্রোতার মনোহর॥

তথাহি॥

স স্বরো যঃ শ্রুতিস্থানে স্ফুরন্ হৃদয় রঞ্জকঃ।
এতেন স্বর শব্দস্য যোগরূঢ়ত্ব মুচ্যতে।
কিম্বা শ্রোতু র্মনো যস্মাদ্রঞ্জয়ন্তি ততঃ স্বরা ইতি॥

সপ্তস্বর সংজ্ঞা যড়্জ ঋষভ গান্ধার। মধ্যম পঞ্চম ধৈবত নিষাদ আর॥ স রি গ ম প ধ নি অপর সংজ্ঞা হয়। সপ্তস্বর মধ্য তার এই ভাব ত্রয়॥ ক্রমে এ তিনের হৃৎ কণ্ঠ মস্তক স্থান। মন্দ্র হৈতে দ্বিগুণ দ্বিগুণ উচ্চ গান॥

তথাহি॥

ষড়্জর্ষভৌ চ গান্ধারো মধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা।
ধৈবতশ্চ নিষাদশ্চ স্বরাঃ সপ্তাত্র কীর্ত্তিতাঃ।
স রি গ ম প ধ নি শ্চে,-ত্যে তেষামপরাভিধাঃ।

তে ত্রিধা স্যু র্মন্দ্র মধ্যতারভাবং সমাশ্রিতাঃ।
ত্রীণি স্থানানি তেষাং হি হৃদি মন্দ্রোঽভিজায়তে।
কণ্ঠে মধ্যো মূর্দ্ধ্নি তারো দ্বিগুণশ্চোত্তরোত্তরং॥

ষড়্‌জাদি সপ্তস্বরের উৎপত্তি প্রকার। সঙ্গীতজ্ঞ কৈল অতি কৌতুকে প্রচার॥

তত্র ষড়্‌জস্বরঃ॥

বক্ষ নাসা কণ্ঠ তালু রসনা দশন। এই ছয় স্থানে ষড়্‌জ স্বরের জনম॥

তথাহি॥

নাসাং কণ্ঠ মুরস্তালুং জিহ্বাং দন্তাংশ্চ সংস্পৃশন্।
ষড়্‌ভ্যঃ সংজায়তে যস্মাত্তস্মাৎ ষড়্‌জ ইতি স্মৃতঃ॥

দামোদর স্তন্যথাহ॥

বায়ুঃ সংমূর্চ্ছিতো নাভে র্নাভ্যাশ্চ হৃদয়স্য চ।
পার্শ্বয়ো র্মস্তকস্যাপি ষণ্ণাং ষড়্‌জঃ প্রজায়তে। ইতি॥

ষড়্‌জ স্বরোৎপত্তি ঐছে শাস্ত্রে সুনির্দ্ধার।
ঋষভাদি স্বরোৎপত্তি সুগম প্রচার॥

অথ ঋষভ স্বরঃ॥

নাভি মূলাদ্যদা বায়ুরুত্থিতঃ কুরুতে ধ্বনিং।
ঋষভস্যেতি নির্যাতি হেলয়া ঋষভঃ স্মৃতঃ॥

অথ গান্ধার স্বরঃ॥

নাভেঃ সমুদ্গতো বায়ুর্গলে শ্রোত্রে চ চালয়ন্।
সশব্দং যেন নির্যাতি গান্ধার স্তেন কথ্যতে॥

অথ মধ্যমস্বরঃ॥

মধ্যমো মধ্যমস্থানাৎ শরীরস্যোপজায়তে।

নাভিমূলাচ্চ গম্ভীরঃ কিঞ্চিত্তারঃ স্বভাবতঃ ॥

অথ পঞ্চমস্বরঃ ॥

প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌ তথৈব চ।
এতেষাং সমবায়েন জায়তে পঞ্চমঃ স্বরঃ ॥

এতেষাং স্থাননিয়ম মাহ ॥

হৃদি প্রাণো গুদে ঽপানঃ সমানো নাভিমধ্যগঃ।
উদানঃ কণ্ঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ ॥

অথ ধৈবত স্বরঃ ॥

গত্বা নাভেরধোভাগং বস্তিং প্রাপ্যোর্দ্ধগঃ পুনঃ।
ধাবন্নিব চ যো যাতি কণ্ঠদেশং স ধৈবতঃ ॥

অথ নিস্বাদ স্বরঃ ॥

ষড়্জাদয়ঃ ষড়েতেঽত্র স্বরাঃ সর্ব্বে মনোহরাঃ।
নিষীদন্তি যতো লোকে নিষাদ স্তেন কথ্যতে ॥

সপ্তস্বর রূপ জান সাম্য ধ্বনি মতে। শিখী কহে ষড়্জ স্বর বিখ্যাত জগতে॥ চাতক ঋষভ হয়ে ছাগ গান্ধার। ক্রৌঞ্চ * মধ্যমাখ্যা পিক পঞ্চম প্রচার॥ ভেক ধৈবত হস্তী নিষাদ স্বর কয়। স্বর রূপ ঐছে কেহো অন্য মত কয়॥

তথাহি ॥

ময়ূরঃ ষড়্জ মাখ্যাতি ঋষভং বক্তি চাতকঃ।
ছাগো গান্ধার মাচষ্টে ক্রৌঞ্চো বদতি মধ্যমং।
কোকিলঃ পঞ্চমং ব্রূতে ভেকো বদতি ধৈবতং।
নিষাদং ভাষতে হস্তীত্যেতদ্ব্রহ্মাদি সম্মতং ॥

দামোদরস্তু ॥

ময়ূর বৃষভ চ্ছাগ ক্রৌঞ্চ কোকিল বাজিনঃ।

---

* ক্রৌঞ্চ অর্থাৎ বক। পিক—কোকিল।

মাতঙ্গশ্চ ক্রমেণাহ স্বরানেতান্ সুদুর্গমান্ ইতি ॥

পুন এই সপ্ত স্বর সংজ্ঞা চতুষ্টয়। বাদী সম্বাদী বিবাদী অনুবাদী হয় ॥ সপ্ত স্বর মধ্যে বাদী স্বর কহি তারে। বহু প্রয়োগেতে যে রাগাদি নির্ণয় করে ॥ পঞ্চমের তুল্য শ্রুতি সম্বাদিক হয়। ক্বচিৎ মধ্যম স্বর সম্বাদী না হয় ॥ গান্ধার নিষাদ আর ঋষভ ধৈবত। এ চারি বিবাদী শক্র শাস্ত্র সুসম্মত ॥ পক্ষান্তরে ঋষভ ধৈবত স্বর আর। গান্ধার নিষাদ বিবাদী এ হয় প্রচার ॥ এ সব স্বরের অবশিষ্ট যেই স্বর। অনুবাদী স্বর সেই কহে বিজ্ঞবর ॥

তথাহি ॥

তে বাদি সম্বাদি বিবাদ্যনু বাদ্যভিধাঃ পুনঃ।
স্বরাশ্চতুর্বিধাঃ প্রোক্তা স্তত্র বাদী স কথ্যতে ॥
প্রচুরো যঃ প্রয়োগেষু বক্তি রাগাদি নিশ্চয়ং।
সমশ্রুতিশ্চ সংবাদী পঞ্চমস্য ন স ক্বচিৎ ॥
গনি বিবাদিনৌ স্যাতাং বিধয়ো বাপি তৌ তয়োঃ।
অনুবাদী ভবেচ্ছেষ ইতি দন্তিল সম্মতং ॥

রাজা বাদী স্বর পাত্র সম্বাদী নির্ধার। বিবাদী স্বর শক্রু এ সর্ব্বত্র প্রচার ॥ অনুবাদী এ রাজা পাত্রের অনুচর। এ সব স্বরূপ হয় অন্য অগোচর ॥

তথাহি ॥

বাদী নৃপ স্তথা পাত্রং সম্বাদ্যথ বিবাদ্যরিঃ।
অনুবাদী ত্বনু চরো রাজ্ঞঃ পাত্রস্য চেরিতঃ ॥

অহে শ্রীনিবাস এ সকল রম্যস্বর। গীতে প্রকাশয়ে কৃষ্ণ রসিক শেখর ॥ কৃষ্ণ আগে ললিতা গায়েন লৈয়া বীণা।

স্বর স্বরূপাদি ব্যক্ত করিতে প্রবীণা॥ শুনিয়া গন্ধর্ব্বগণ লজ্জিত অন্তরে। কে বুঝিবে সে সবে যে অভিলাষ করে॥ স্বরগণ সুকৃতি মানয়ে আপনারা। স্বরের অদ্ভুত গতি গ্রামেতে প্রচারা॥

অথ গ্রামাঃ॥

স্বর সূক্ষ্মভাব সংযোজন কহি গ্রাম। ষড়্জ মধ্যম গান্ধার ত্রয় গ্রাম নাম॥ ষড়্জ মধ্যম দ্বয় বিদিত পৃথিবীতে। দেবলোকে গান্ধার প্রশস্ত সর্ব্ব মতে॥ গ্রামত্রয় মধ্যে ষড়্জ গ্রাম শ্রেষ্ঠ হয়। মূর্চ্ছনা আধার গ্রাম শাস্ত্রে নিরূপয়॥

তথাহি॥

গ্রামস্বরাণা মতিসূক্ষ্মভাবং, সংযোজনং স্থানকুলং ত্রিধা সঃ।
ষড়্জস্তথা মধ্যম এব ভূম্যাং, গান্ধারনামা কিল দেবলোকে॥

অপরঞ্চ॥

স্বরাণাং সুব্যবস্থানাং সমূহো গ্রাম ইষ্যতে॥

সঙ্গীতপারিজাতে॥

অথ গ্রামাস্ত্রয়ঃ প্রোক্তাঃ স্বরসন্দোহ রূপিণঃ।
ষড়্জ মধ্যম গান্ধার সংজ্ঞাভি স্তে সমন্বিতাঃ।
মূর্চ্ছনাধারভূতাস্তে ষড়্জগ্রাম স্ত্রিষূত্তম ইতি॥

গ্রামত্রয়ে সপ্ত স্বর মূর্চ্ছনা প্রচার। ষড়্জ গ্রামে স রি গ ম প ধ নি নির্দ্ধার॥ ম প ধ নি স রি গ মধ্যম গ্রামে হয়। গ ম প ধ নি স রি গান্ধারে সুনিশ্চয়॥

পারিজাতে॥

স রি গ ম প ধ নিশ্চ মপৌধ নি স রী গ চ।
গম পধ নি সা রিশ্চ গ্রাম ত্রিতয় মূর্চ্ছনা॥

অন্যেঽপি ॥

স রি গ ম প ধ নীতি ষড়্জ গ্রামস্য মূর্চ্ছনাঃ।

ম প ধ নি স রি গেতি মধ্যম গ্রাম মূর্চ্ছনাঃ ॥

গ ম প ধ নি স রীতি গান্ধার গ্রাম মূর্চ্ছনাঃ ॥

প্রতি গ্রামে ঐছে সপ্তস্বর সুবিস্তার। সপ্তে ভেদ ক্রমে একবিংশতি প্রকার ॥ এ সব বিদিত ভরতাদি নিরূপয়। জাতি শ্রুতি স্বর আদি গ্রাম প্রাপ্ত হয় ॥

কোহলোঽপি ॥

জাতিভিঃ শ্রুতিভিশ্চৈব স্বরা গ্রামত্ব মাগতাঃ। ইতি ॥

ওহে শ্রীনিবাস এই মধুর বৃন্দাবনে। পরম আনন্দ রাসে কৃষ্ণপ্রিয়া সনে ॥ বিবিধ প্রকারে প্রকাশয়ে গ্রাম ত্রয়। শিব ব্রহ্মাদির যাতে জন্ময়ে বিস্ময় ॥ প্রাণনাথে রাধিকা প্রশংসি বার বার। গ্রাম সঞ্চারয়ে যাতে কৃষ্ণে চমৎকার ॥ অধৈর্য্য হইয়া কৃষ্ণ রাই আলিঙ্গয় ॥ ললিতাদি সখীর উল্লাস অতিশয় ॥ যে কৌতুক গানে তাহা কহি কি শকতি। গ্রাম ত্রয়ে মূর্চ্ছনা প্রকাশে নানা ভাতি ॥

অথ মূর্চ্ছনাঃ ॥

মূর্চ্ছনা গ্রাম সম্ভব ভরত কহয়। স্বর সংমূর্চ্ছিত গ্রামে রাগ প্রাপ্ত হয় ॥

তথাহি ॥

স্বরঃ সংমূর্চ্ছিতো যত্র রাগতাং প্রতিপদ্যতে।

মূর্চ্ছনা মিতি তামাহু র্ভরতা গ্রাম সম্ভবাং ॥

অপরঞ্চ ॥

যত্র স্বরো মূর্চ্ছিত এব রাগতাং

প্রাপ্তশ্চ তা মাহ মুনিশ্চ মূর্চ্ছনাঃ।

গ্রামোদ্ভবাস্তাঃ স্বরসপ্তসংযুতাঃ

স্থানত্রয়ে স্যুঃ পুনরেক বিংশতিঃ ॥

গ্রামত্রয়ে ত্রিসপ্ত স্বর মূর্চ্ছনা হয়। মূর্চ্ছনাখ্যা ললিতা মধ্যমা চিত্রাদয়॥

তথাহি॥

ললিতা মধ্যমা চিত্রা রোহিণীচ মতঙ্গজা।

সৌবীরা বর্ণমধ্যা চ ষড়্‌জ মধ্যা চ পঞ্চমী।

মৎসরী মৃদুমধ্যা চ শুদ্ধান্তাচ কলাবতী।

তীব্রা রৌদ্রী তথা ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী খেচরী বরা।

নাদাবতী বিশালা চ ত্রিষু গ্রামেষু বিশ্রুতাঃ।

এক বিংশতি রিত্যুক্তা মূর্চ্ছনাশ্চন্দ্রমৌলিনা॥

মূর্চ্ছনা জ্ঞানেতে সুখবাঢ়ে অনুক্ষণ। ভরতাদি কহয়ে মূর্চ্ছনা প্রয়োজন॥

তথাহি॥

শিরাগ্রে মূর্চ্ছনাং কৃত্বা ব্রহ্মহাপি বিমুচ্যতে॥

ওহে শ্রীনিবাস গ্রামসম্ভব মূর্চ্ছনা। ইথে যে প্রকার তা না জানে অন্য জনা॥ প্রিয়াগণ সঙ্গে কৃষ্ণ মনের উল্লাসে। অদ্ভুত ভঙ্গীতে রাসবিলাসে প্রকাশে॥ কি বলিব কৃষ্ণ মহা-রসিক শেখর। বিস্তারয়ে নানা তাল গান মনোহর॥

অথ তালাঃ॥

মূর্চ্ছনা হয়েন তালশুদ্ধাদি নিশ্চয়। সপ্তস্বরোদ্ভব তাল এহো নিরূপয়॥ তাল ঊনপঞ্চাশৎ শাস্ত্রেতে প্রচার। পৃথক্ পৃথক্ কূট তাল সুবিস্তার॥ পঞ্চসহস্র ত্রয়স্ত্রিংশত এ হয়।

তাল সংজ্ঞা অনেক প্রভাব অতিশয় ॥

তথাহি ॥

মূর্চ্ছনা এব তালাঃ স্যুঃ শুদ্ধা আরোহণাশ্রিতাঃ ॥

দামোদরস্তু ॥

বিস্তার্য্যন্তে প্রয়োগা যৈ মূর্চ্ছনাঃ শেষসংশ্রয়াঃ।

তালাস্তে হ্যূনপঞ্চাশৎ সপ্তস্বর সমুদ্ভবাঃ ॥

তেভ্য এব ভবন্ত্যন্যে কূটতালাঃ পৃথক্ পৃথক্।

ভেদা বহুতরা স্তেষাং কস্তান্ কাৎস্ন্যেন বক্ষ্যতি ॥

গ্রামাণাং মূর্চ্ছনানাঞ্চ তালানাং বহবো ভিদাঃ।

প্রকৃতানুপযোগিত্বাদজ্ঞেয়ত্বাচ্চ নেরিতাঃ ॥

তদুক্তং তালাধিকারে ॥

তালাঃ পঞ্চসহস্রাণি ত্রয়স্ত্রিংশস্তুবন্ত্যমী। ইতি ॥

অগ্নিষ্টোমিক তালেন শিবং স্তুত্বা শিবো ভবেৎ।

তালানা মিহ শুদ্ধানা মগ্নিষ্টোমাদিকাভিধাঃ ॥

সন্তি প্রয়োগ বৈধুর্য্যান্ন ময়া তাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

এ সকল তালের সৌভাগ্য অতিশয়। মূর্ত্তিমন্ত হৈয়া কৃষ্ণ আগে বিলসয় ॥ ললিতাদি যূথেশ্বরী সখী রাধিকার। পৃথক্ পৃথক্ তাল করয়ে সঞ্চার ॥ রাই কানু পরম আনন্দে সখীসনে। প্রকাশয়ে বর্ণ গান বিচিত্র বন্ধানে ॥

অথ বর্ণমাহ ॥

গান ক্রিয়া আরম্ভ প্রযুক্ত স্বর বর্ণ। সে চারি প্রকার যাতে গায়ক প্রসন্ন ॥ স্থায়ী বর্ণ আরোহাবরোহী বর্ণ আর। সঞ্চারী এ চতুষ্টয় লক্ষণ প্রচার ॥ এক এব স্বর বহি বহি প্রয়োগেতে। স্থায়ী বর্ণ হয় এ বিদিত সর্ব্বমতে ॥ আরো-

হাবরোহী স্বরস্থায্যনুগতার্থ। এ ত্রয় মিশ্রিত বর্ণ সঞ্চারী সম্মত॥

তথাহি॥

স্বরো গান ক্রিয়ারম্ভ প্রযুক্তো বর্ণ উচ্যতে।

স্থায্যারোহাবরোহী চ সঞ্চারীতি চতুর্ব্বিধঃ॥

প্রত্যেকং লক্ষণমাহ॥

স্থায়ং স্থায়ং প্রয়োগঃ স্যাদেকস্যৈব স্বরস্য চেৎ।

স্থায়ী বর্ণঃ স বিজ্ঞেয়ঃ পরাবন্বর্থ সংজ্ঞিকৌ॥

পরৌ আরোহি স্বরো হ্বরোহি স্বরশ্চ, তৌ অন্বর্থ সংজ্ঞিকৌ অনুগতার্থনামানৌ। অর্থস্তু আরোহতীত্যর্থে আরোহী অবরো হতীত্যবরোহীত্যর্থঃ॥

সঙ্গীত পারিজাতে॥

স্থিত্বা স্থিত্বা প্রয়োগঃ স্যাদেকৈকস্মিন্ স্বরে পুনঃ।

স্থায়ী বর্ণঃ স বিজ্ঞেয়ঃ পরাবন্বর্থনামকৌ॥

এতৎ সংমিশ্রণাদ্বর্ণঃ সঞ্চারীতি নিগদ্যতে॥

এতেষাং স্থায্যারোহাবরোহি স্বরাণাং॥

স রি গ ম প ধ নী এ বর্ণ সপ্ত স্বর। রচনা বিশেষ অলঙ্কার বহুতর॥

তথাহি॥

বর্ণা ভবন্ত্যলঙ্কারা রচনায়া বিশেষতঃ॥

স্থায়ী ষড়্বিংশতি দ্বাদশারোহ নিশ্চয়। দ্বাদশাবরোহ সংচারী দ্বাদশ হয়॥ সবে মিলি বাষষ্টি প্রকার অলঙ্কার। ইথে বহু ভেদ তাহা শাস্ত্রেতে প্রচার॥

তথাহি॥

ষড়্বিংশতিঃ স্থায়িনঃ স্যু রোহিণো দ্বাদশৈব তু।
সঞ্চারিণো দ্বাদশৈব দ্বাদশৈবাবরোহিণঃ। ইতি ॥
ইতি প্রসিদ্ধালঙ্কারা দ্বাষষ্টিঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥

অলঙ্কার প্রয়োজন বহুবিধ হয়। স্বর জ্ঞানে দৃঢ়াভ্যাসাদিক শাস্ত্রে কয় ॥

তথাহি ॥

স্বর জ্ঞানে দৃঢ়াভ্যাসো রঞ্জলাভশ্চ জায়তে।
বর্ণ জ্ঞান বিচিত্রত্ব মলঙ্কার প্রয়োজনং ॥

সঙ্গীত পারিজাতে ॥

অলঙ্কারাদ্বিনা রাগা বিস্তারং নাপ্নুবন্তিহি। ইতি ॥

স্থায়িবর্ণমাহ ॥

স্থায়ি বর্ণে অলঙ্কার দিশা ঐছে কয়। যে বর্ণে আরম্ভ তাহা অন্তে পুন হয় ॥ ইথে জানাইয়ে ভদ্র নাম অলঙ্কার। একেক স্বরের হানিক্রম এ প্রস্তার ॥

তথাহি পারিজাতে ॥

যমারভ্যাগ্রিমং গত্বা পুনঃ পূর্ব্বস্বরং বদেৎ ॥
ভদ্র নাম হ্যলঙ্কারমাঞ্জনেয়ো বদেৎ সুধীঃ।
একৈকস্য স্বরস্যাত্র হানাদেব ক্রমো ভবেৎ ॥

উদাহরণং।

সরিস, রিগরি, গমগ, মপম, পধপ। ধনিধ, নিসনি, সরিস ॥

আরোহ বর্ণমাহ ॥

ঐছে দিগ্দর্শাইয়ে আরোহালঙ্কারে। বিস্তীর্ণাখ্যা দীর্ঘ বর্ণ হয় সপ্ত স্বরে ॥

পারিজাতে ॥

মূর্চ্ছনাদেঃ স্বরাদ্যত্র ক্রমেণারোহণং ভবেৎ।
স্থিত্বা স্থিত্বা স্বরৈ দীর্ঘৈঃ স বিস্তীর্ণো হভি ধীয়তে॥

উদাহরণং।

সা রী গা মা পা ধা নী॥

আদিদ্বয় হ্রস্ব দীর্ঘ তৃতীয় অক্ষর। প্রচ্ছাদন নাম অলঙ্কার মনোহর॥

পারিজাতে॥

হ্রস্ব মাদ্যদ্বয়ং কৃত্বা দীর্ঘং কৃত্বা তৃতীয়কং।
হনূমানাহ সর্ব্বজ্ঞঃ সন্ধিঃ প্রচ্ছাদনং পরং॥

উদাহরণং।

সরিগা, রিগমা, গমপা। মপধা, পধনী, ধনিসা॥

উদ্বাহিত নাম আদ্য উক্ত চতুর্ব্বার। দ্বিতীয় দ্বিবার দ্বি ত্রি বর্ণ এক বার॥

পারিজাতে।

আদ্যং স্বরং চতুর্ব্বারং দ্বিবারঞ্চ তৃতীয়কং।
সকৃদুক্ত্বা তৃতীয়স্তু তথা সকৃচ্চতুর্থকং॥
উদ্বাহিত অলঙ্কার হনুমানঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

উদাহরণং।

সস সস রিরি গম। রিরি রিরি গগ মপ। গগ গগ মম পধ। মম মম পপ ধনি। পপ পপ ধধ নিস॥

অবরোহ বর্ণমাহ॥

অবরোহ অলঙ্কার এই রূপ হয়। কহিতে বাহুল্য ইহা অন্যেও না কয়॥

পারিজাতে ॥

অবরোহ ক্রমাদেতে দ্বাদশা অবরোহিণী।

গৌরবাদবরোহস্য লেখনং ন কৃতং ময়া ॥

সঞ্চারি বর্ণমাহ ॥

সর্ব্বত্র সঞ্চরে এই সঞ্চারী ইহাতে। দিগ্ দর্শাইয়ে গায়-কের সুখ যাতে॥ আদ্য দ্বয় বর্ণ ত্রিরাবৃত্তি তার পর। তৃতীয় বর্ণের পর দ্বিতীয় অক্ষর॥ ঐছে উক্ত প্রসাদ নামেতে অলঙ্কার। এ সকল জ্ঞানে সুখ শাস্ত্রেতে প্রচার॥

পারিজাতে ॥

সঞ্চারিতাশ্চ সর্ব্বত্র সঞ্চারিণো যত স্ততঃ।

আদ্য ত্রয়ং ত্রিরাবৃত্ত্যা তৃতীয়ঞ্চ দ্বিতীয়কং ॥

উক্ত্বা তত্র প্রসাদং তমলঙ্কারং জগু র্বুধাঃ ॥

উদাহরণং।

সরি সরি সরি গরি। রিগ রিগ রিগ মগ। গম গম গম পম। মপ মপ মপ ধপ। পধ পধ পধ নিধ। ধনি ধনি ধনি সনি ॥

ইথে এক অলঙ্কারাপেক্ষ নাম হয়। ক্রমে উক্ত প্রথম হইতে স্বরত্রয় ॥

পারিজাতে ॥

ক্রমাৎ স্বরত্রয়ং যত্র জগু রাক্ষেপকং বুধাঃ ॥

উদাহরণং।

সরিগ, রিগম, গমপ। মপধ, পধনি, ধনিস ॥

কোকিলাখ্য বর্ণ সিংহাবলোকন প্রায়। সরি গ সরি গম এ প্রকার ইহায় ॥

পারিজাতে ॥

সরী গশ্চ সরী গোম ইত্যেতৈঃ কোকিলো ভবেৎ ॥

উদাহরণং।

সরিগ সরিগম। রিগম রিগ মপ। গমপ গমপধ। মপধ মপধনি। পধনি পধনিস ॥

এ সকল স্বর বর্ণালঙ্কার মধুর। ঐছে উচ্চারয়ে যাতে দুঃখ যায় দূর ॥ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চারু মুখচন্দ্র হৈতে। ঝরে যেন সুধা বর্ণালঙ্কার রূপেতে ॥ শ্রীরাধিকা ললিতাদি সখী-গণ সঙ্গে। গায় বর্ণালঙ্কার পরমাদ্ভুত রঙ্গে ॥ গন্ধর্ব্বাদি-গণের হইল দর্প চূর। জগতে উপমা নাই ঐছে সুমধুর ॥ সভা প্রশংসিয়া কৃষ্ণ উল্লসিত মনে। অনিমিষ নেত্রে চাহে রাই মুখ পানে ॥ গ্রহ স্বর অংশস্বর ন্যাস স্বর ত্রয়। প্রকা-শয়ে রঙ্গে কৃষ্ণ রসের আলয় ॥

অথ গ্রহ স্বরমাহ ॥

সপ্তস্বরে যে স্বর গীতাদে সমর্পয়। সেই গ্রহস্বর মুনি ভরতাদি কয় ॥

তথাহি ॥

স গ্রহস্বর ইত্যুক্তো যো গীতাদৌ সমর্পিতঃ।

সংগীত পারিজাতে চ ॥

গীতাদৌ স্থাপিতো যস্তু স গ্রহস্বর উচ্যতে ॥

অংশ স্বরমাহ ॥

অংশ স্বর অনুরাগ প্রকাশক গানে। ভরতাদি ঐছে বহু প্রভাব বাখানে ॥

তথাহি ॥

যো রঞ্জি ব্যঞ্জকো গেয়ে যস্য সর্ব্বে হনুগামিনঃ।
যঃ স্বয়ংগ্রহতাং যাতো ন্যাসাদীনাং প্রয়োগতঃ॥
যস্য সর্ব্বত্র বাহুল্যং স বাদ্যংশো নৃপোপমঃ॥

বাদী রাগাদির্নিশ্চয়কর্ত্তেতি গীত প্রকাশ কারঃ। যঃ স্বয়ং গ্রহতাং যাত ইত্যনেন অংশস্বরস্য গ্রহস্বর কারণ-মিত্যর্থঃ॥

অপরঞ্চ॥

রাগাণাং জীবভূতা যে প্রোক্তা স্তে হংশস্বরা বুধৈরিতি॥

সঙ্গীত পারিজাতে॥

বহুলত্বং প্রয়োগেষু স অংশ স্বর উচ্যতে॥

ন্যাস স্বরমাহ॥

ন্যাসস্বর গীতাদিক সমাপ্ত করয়। সে পায় আনন্দ যার ইথে জ্ঞান হয়॥

তথাহি॥

ন্যাসঃ স্বরস্তু সংপ্রোক্তো যো গীতাদি সমাপ্ত কৃৎ।

তথা সঙ্গীত পারিজাতে।

ন্যাস স্বরস্তু বিজ্ঞয়ো যস্তু গীত সমাপকঃ॥

অহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণ রসের আবেশে। গ্রহ অংশ ন্যাস-স্বর বিন্যাস প্রকাশে॥ শিব ব্রহ্মাদির যাতে হয় চমৎকার। ঐছে স্বর জাত্যাদিক করয়ে প্রচার॥

অথ জাতিমাহ॥

যাতে হইতে জন্মে রাগ তারে জাতি কয়। সে রাগের মাতা পুন জাতি ভেদত্রয়॥ শুদ্ধা বিকৃতাখ্যা হয় এ দ্বয় মিলনে। সঙ্কীর্ণাখ্যা এই ত্রয় কহে বুধগণে॥

তথাহি ॥

যস্যা রাগজনিস্তু জাতিরিহ সা রাগস্য মাতাপি সা।
শুদ্ধাখ্যা বিকৃতা দ্বয়োশ্চ মিলনাৎ সঙ্কীর্ণকা চ ত্রিধা ॥

শুদ্ধা জাতি সপ্তমে ষড়্জাদি স্বরাখ্যান। শুদ্ধা জাতা বিকৃতা কহয়ে বিদ্যাবান্ ॥ বিকৃতাখ্যা একাদশ শাস্ত্রে নিরূপয়। শেষা সঙ্কীর্ণাখ্যা সে বিকৃতা জাতা হয় ॥ শুদ্ধা বিকৃতা এ অষ্টাদশ পরকার। এ দ্বয়ে আচার্য্যগণ কৈলা অঙ্গীকার ॥ শুদ্ধা জাতি ষাড়্জর্ষভা আদি সংজ্ঞা কয়। বিকৃতা ষড়্জ কৈশিকী আদি নাম হয় ॥ ষড়্জ কৈশিকী ষড়্জ গান্ধার যোগে জাত। ঐছে বিকৃতাখ্যা হয় সর্ব্বত্র বিখ্যাত ॥

তথাহি ॥

শুদ্ধাঃ স্যু র্জাতয়ঃ সপ্ত তাঃ ষড়্জাদি স্বরাভিধাঃ।
তা এব বিকৃতাঃ শেষা জাতা বিকৃতি সঙ্করাৎ ॥
ইতি দ্বিধেত্যন্যে।

তদুক্তং হরিনায়কেন।

শুদ্ধাভি র্বিকৃতাভিশ্চ মিলিতা জাতয়ঃ পুনঃ।
অষ্টাদশ সমুদ্দিষ্টা স্তা রাগাণাঞ্চ মাতরঃ। ইতি ॥

অয়মেব পক্ষঃ প্রধানইব
প্রতিভাতি, যতঃ প্রাচীনাচার্য্যৈ রঙ্গীকৃতঃ।

তদুক্তং নিবন্ধান্তরে।

ষাড়্জর্ষভী চ গান্ধারী মাধ্যমী পাঞ্চমী তথা।
ধৈবতী চাথ নৈষাদী সপ্তৈতাঃ শুদ্ধ জাতয়ঃ।
স্যাৎ ষড়্জ কৈশিকী ষড়্জ মধ্যমাচ ততঃ পরং।
গান্ধারী পঞ্চমাষ্ক্রীচ ষড়্জাপি চবর্ত্তী তথা।

কাশ্মাবরী নন্দয়ন্তী গান্ধারোদীচ্চরাপিচ।
মধ্যমোদীচ্চরা রক্তগান্ধারী কৈশিকীত্যপি ॥
এব মেকাদশ প্রোক্তা বিকৃতা ভরতাদিভিঃ।
শুদ্ধা সিদ্ধা বিকৃতানা মথ হেতূন্ প্রচক্ষমহে ॥
ষড়্‌জ গান্ধারিকা যোগাজ্জায়তে ষড়্‌জ কৈশিকী।
ষাড়্‌জিকা মধ্যমাভ্যাস্তু জায়তে ষড়্‌জ মধ্যমা ॥
গান্ধারী পঞ্চমীভ্যাস্তু জাতগান্ধারপঞ্চমী। ইত্যাদয়ঃ ॥

এ অষ্টাদশের গ্রাম সম্বন্ধ প্রকার। বিস্তারি বর্ণিলা ভরতাদি গ্রন্থকার ॥ শ্রুতি আদি অন্তে জাতি কহিল অল্পেতে। এ সব কিঞ্চিৎ ব্যক্ত জানহ বীণাতে ॥

তথাহি

শ্রুতিমারভ্য জাত্যন্তং ময়া যদ্বৎ সমীরিতং।
তত্তদ্বীণাস্বেব কিঞ্চিদ্বুধৈ র্জ্ঞেয়ং ন চান্যতঃ ॥

রাগের জননী জাতি রাসে মূর্ত্তিমন্ত। গানে নিজ সুকৃতি কহিতে নাই অন্ত ॥ অহে শ্রীনিবাস রাসক্রীড়া সর্ব্বোপরি। কে কহিতে জানে যৈছে গানের মাধুরী ॥ রাই কানু কণ্ঠ ধ্বনি জিনি বীণানাদ। প্রকাশয়ে জাতি যাতে সখীর আহ্লাদ ॥ পৃথক্ পৃথক্ রাগগণে প্রকাশিতে। যে কৌতুক বাঢ়ে তাহা কে পারে বর্ণিতে ॥

অথ রাগমাহ ॥

ভরতাদি কহে এই রাগের লক্ষণ। ত্রিজগত বর্ত্তি চিত্ত রঞ্জে রাগগণ ॥ ষোড়শ সহস্র রাগ শাস্ত্রে নিরূপয়। সে সকল মেরু চতুঃপার্শ্বে বিলসয় ॥ সে সকল রাগ মধ্যে রাগ ষট্‌ত্রিংশত। জগতে বিশ্রুত এই কহে বিজ্ঞ মত ॥

তথাহি॥

যৈস্তু চেতাংসি রজ্যন্তে জগত্ত্রিতয় বর্ত্তিনাং।
তে রাগা ইতি কথ্যন্তে মুনিভি র্ভরতাদিভিঃ॥

নারদ পঞ্চম সার সংহিতায়াং।

সঙ্গীত মারভৎ কৃষ্ণো মুরলীনাদ মোহিতং।
গোপীভি র্গীত মারব্ধ মেকৈকং কৃষ্ণসন্নিধৌ।
তেন জাতানি রাগাণাং সহস্রাণি তু ষোড়শঃ॥

অপরঞ্চ॥

এষু রাগেষু ষট্ত্রিংশদ্রাগা জগতি বিশ্রুতাঃ।
সন্তি মেরু চতুর্দ্দিক্ষু সর্ব্বে তেঽপীতি কেচন॥

যট্ ত্রিংশতে রাগ ছয় রাগিণী ত্রিংশত। প্রতি রাগে পঞ্চ ভার্য্যা এহো সুসম্মত॥ ভৈরবাদি রাগ ছয় এ ছয় ক্রমেতে। ভৈরবী আদি রাগিণী বিদিত শাস্ত্রেতে॥

তথাহি সঙ্গীত দামোদরে॥

রাগাঃ ষড়েব তু প্রোক্তা রাগিণ্য স্ত্রিংশদেব হি।
ভৈরবো ঽথ বসন্তশ্চ রাগো মালব কৈশিকঃ।
শ্রীরাগো মেঘরাগশ্চ নটনারায়ণ স্তথা॥
এতে পুমাংসঃ ষড়্রাগাঃ ক্রমাত্তদ্রাগিণী র্ব্রুবে॥
ভৈরবী কৈশিকী চৈব ভাষা বেলাবলী তথা।
বঙ্গালীচেতি রাগিণ্যো ভৈরবস্যেহ বল্লভাঃ॥ ১॥
আন্দোলিতাচ দেশাখ্যা লোলা প্রথমমঞ্জরী।
মল্লারী চেতি রাগিণ্যো বসন্তস্য সদানুগাঃ॥ ২॥
গৌরী গুণ্ডকিরী চৈব বরাড়ীচ ক্ষমাবতী।
কর্ণাটীচেতি রাগিণ্যঃ প্রিয়া মালবকৈশিকে॥ ৩॥

গান্ধারী দেবগান্ধারী মালবশ্রীশ্চ সাবরী।
রামকির্য্যপি রাগিণ্যঃ শ্রীরাগস্য প্রিয়া ইমাঃ ॥ ৪ ॥
ললিতা মালসী গৌরী নাটী দেবকিরী তথা।
মেঘরাগস্য রাগিণ্যো ভবন্তীমাঃ সুবল্লভাঃ ॥ ৫ ॥
তারামণী সুধাভীরী কামোদী গুর্জ্জরী তথা।
ককুভাচেতি রাগিণ্যো নটনারায়ণ প্রিয়াঃ ॥ ৬ ॥

কেহ কহে ষট্‌রাগ রাগিণী ষট্‌ত্রিংশত। প্রতিরাগে ভার্য্যা ছয় এহো সুসঙ্গত ॥

তথাহি নারদ পঞ্চম সারসংহিতায়াং।
রাগাঃ ষড়থরাগিণ্যঃ ষট্‌ত্রিংশচ্চারুবিগ্রহাঃ।
শিবশক্তিময়ো রাগঃ পরপ্রেম রসার্ণবঃ।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ বিষ্ণুরাদ্রবতো হভবৎ ॥
তত্র রাগঃ ॥
মালবশ্চৈব মল্লারঃ শ্রীরাগশ্চ বসন্তকঃ।
হিন্দোলশ্চাথ কর্ণাটঃ ষট্ পুংরাগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
ধানসী মালসী রামকেরীচ সিন্ধুরা তথা।
আসাবরী ভৈরবীচ মালবস্য প্রিয়া ইমাঃ ॥ ১ ॥
বেলাবলীচ প্রবরা কানড়ী মাধবী তথা।
কোড়ী কেদারিকা চৈব মল্লারস্য প্রিয়া ইমাঃ ॥ ২ ॥
বেলাপারীচ গৌরীচ গান্ধারী সুভগা তথা।
কৌমারীচৈব বৈরাটী শ্রীরাগস্য প্রিয়া ইমাঃ ॥ ৩ ॥
তোড়ীচ পঞ্চমী চৈব ললিতা পঠমঞ্জরী।
গুর্জ্জরীচ বিভাষাচ বসন্তস্য প্রিয়া ইমাঃ ॥ ৪ ॥
মায়ূরী দীপিকা চৈব দেশকারী চ পাহড়া।

বরাড়ী গারহট্টাচ এতা হিন্দোল যোষিতঃ॥ ৫॥
নাটিকা চাথ ভূপালী রামকেরী গড়া তথা।
কামোদী চাথ কল্যাণী কর্ণাটস্য প্রিয়া ইমাঃ॥ ৬॥

ঐছে নানা প্রকার কহয়ে বিদ্যাবান্। কল্পান্তরাভিপ্রায়ে এ হয় সমাধান॥ দেশে দেশে রাগ গণ নাম ভিন্ন হয়। কেহ না করিতে পারে রাগের নির্ণয়॥

তথাহি॥

দেশে দেশে ভিন্ননাম্নাং রাগাণাং তত্ব নির্ণয়ং।
কোঽপি কর্ত্তুং ন শক্নোতি ন বীণায়া ন তন্ময়া॥

রাগভেদ ত্রিধা সঙ্গীতজ্ঞ নিরূপয়। সম্পূর্ণ যাড়ব আর ঔড়ব এ ত্রয়॥

তথাহি॥

সম্পূর্ণাঃ যাড়বা স্তত্র ঔড়বা শ্চেতি তে ত্রিধা॥

তে রাগাঃ॥

তত্র সম্পূর্ণাঃ॥

যে যে রাগ সপ্তস্বরে করয়ে গায়ন। সম্পুর্ণা কহয়ে তারে গীত বিজ্ঞগণ॥

তথাহি॥

সম্পূর্ণা স্তে তু যে তত্র জায়ন্তে সপ্তভিঃ স্বরৈঃ।

সপ্তস্বরে সম্পূর্ণা এ পূর্ণ রাগ কয়। শ্রীরাগ নট্ট কর্ণাট আদি বহু হয়॥

তথাহি॥

শ্রীরাগ নট্ট কর্ণাটা এতে গুপ্ত বসন্তকাঃ।
শুদ্ধা ভৈরব বঙ্গাল সোমরাগাত্র পঞ্চমাঃ॥

কামোদো মেঘরাগশ্চ তথা দ্রাবিড় গৌড়কঃ।
বারাটী গুর্জ্জরী তোড়ী মালবশ্রীশ্চ সৈন্ধবী॥
মালবশ্রীঃ মালসী, সৈন্ধবী সিন্ধুড়েত্যর্থঃ।
দেবকী চৈব রামক্রী তথা প্রথমমঞ্জরী।
নট্টা বেলাবলী গৌড়ীত্যাদ্যাঃ সম্পূর্ণ কামতাঃ॥
আদি পদেন অন্যে হপি নাটাদ্যা গৃহ্যন্তে।
তদুক্তং সঙ্গীতসারে॥
নাট ঘণ্টারবো নট্টনারায়ণক ভূপতী।
শঙ্করাভরণশ্চেতি পূর্ণরাগা ইমে মতাঃ॥

এ সম্পূর্ণা রাগ গান ফল অতিশয়। সর্ব্বত্র বিদিত সঙ্গীতজ্ঞ নিরূপয়॥

তথাহি কোহলীয়ে॥
আয়ু র্ধর্ম্মো যশঃ কীর্ত্তি র্বুদ্ধি সৌখ্য ধনানিচ।
রাজ্যাভিবৃদ্ধি সন্তানঃ পূর্ণরাগেষু জায়তে॥

সম্পূর্ণাদি রাগ মূর্ত্তি রসাদি প্রকার। কহিতে কি এ সকল শাস্ত্রে সুবিস্তার॥ সম্পূর্ণাদি মধ্যে কোন কোন রাগ কেহো। গায় বিপর্য্যয় কল্পভেদে সত্য সেহো॥

তথ ষড়বা॥

ষট্ স্বরে উত্থিত যে সকল রাগ হয়। সঙ্গীতজ্ঞগণ তাহে ষাড়ব কহয়॥

তথাহি॥
ষাড়বাস্তে হভিধীয়ন্তে যে রাগাঃ ষট্স্বরোত্থিতাঃ।

গৌড় কর্ণাট গৌড়াদি রাগ ষাড়বেতে।
সঙ্গীতজ্ঞ কহে গান ফল বহু ইথে॥

তথাহি ॥

গৌড়ঃ কর্ণাটগৌড়শ্চ দেশী ধন্নাসিকা তথা।

কোলাহলাচ বল্লালী দেশাখ্যাশাবরী তথা ॥

খম্বাবতী হর্ষপুরী মল্লারী হুংচিকা ততঃ।

ইত্যাদ্যাঃ ষড়বাঃ প্রোক্তা হরিনায়ক সম্মতাঃ ॥

আদি পদৈন্নান্যে হপি শ্রীকণ্ঠাদ্যা গৃহ্যন্তে।

তদুক্তং সঙ্গীতসারে ॥

শ্রীকণ্ঠৈশ্চৈব ভৌলীচ তারাষালগ গৌড়কঃ।

শুদ্ধা ভীরী মধুকরী ছায়া নীলোৎপলাপিচ।

ইতি ষাড়ব গণনে ॥

ফলমাহ কোহলঃ ॥

সংগ্রামে বীরতা রূপ লাবণ্য গুণকীর্ত্তনং।

গানে ষাড়বরাগাণাং গদিতং পূর্ব্বসূরিভিঃ ॥

অথ ঔড়বাঃ ॥

পঞ্চস্বরে যে রাগ উত্থিত সে ঔড়ব। ঔড়বে অনেক রাগ কহে বিজ্ঞ সব ॥

তথাহি ॥

তে খ্যাতা ঔড়বা যে হি জায়ন্তে পঞ্চভিঃ স্বরৈঃ।

মধ্যমাদি মল্লারাদি রাগ ঔড়বেতে। বহু ফল মিলে এই ঔড়ব গানেতে ॥

তথাহি ॥

মধ্যমাদিশ্চ মল্লারো দেশপালশ্চ মালবঃ।

হিন্দোলো ভৈরবো নাগধ্বনি র্গোণ্ডক্কতি স্তথা ॥

ললিতাচ ততশ্ছায়া তোড়ী বেলাবলী তথা।

প্রতাপ পূর্ব্বিকা প্রোক্তা সৈন্ধবী দ্বিতীয়ং তথা।
ইত্যাদ্যা ঔড়বাঃ প্রোক্তা রাগা জন মনোহরাঃ॥
আদিপদেন তুরস্ক গৌড়াদয়ো হপি গৃহ্যন্তে।
তদুক্তং সঙ্গীতসারে ঔড়বগণনে।
তুরস্ক গৌড়ো গান্ধার পুলিন্দ মেঘরঞ্জকাঃ। ইতি॥
ফলমাহ কোহলঃ॥
ব্যাধিনাশে শত্রুনাশে ভয় শোক বিনাশনে।
ঔড়বাস্তু প্রগাতব্যা গ্রহশান্ত্যর্থ কর্ম্মণে॥
অথ সঙ্কীর্ণাঃ॥

কহিল যে রাগ এ অন্যোন্য সংসর্গেতে। সঙ্কীর্ণা কহয়ে বিজ্ঞে শ্রুতি শোভা যাতে॥

অত্র হরিনায়কঃ॥
এষা মন্যোন্য সংসর্গাৎ রাগাণাং বহুশো হভিধাঃ।
তত্র কেচিত্তু সঙ্কীর্ণাঃ কথ্যন্তে শ্রুতিশোভনাঃ॥

পৌরবী কল্যাণী আদি সঙ্কীর্ণাখ্যা হয়। সঙ্কীর্ণার্থ রাগ-দ্বিত্র্যাদি সংযোগময়॥

তত্র পৌরবী॥

দেশী মল্লারী অংশে পৌরবী সংজ্ঞা হয়। ঐছে এ সুগম রাগ বিজ্ঞে প্রকাশয়॥

তথাহি॥
দেশাখ্যায়াশ্চাথ মল্লারিকায়াঃ
স্যাদংশাভ্যাং পৌরবীয়ং প্রদিষ্টা।
কল্যাণী॥
বারাট্যাখ্যা নাট কর্ণাটকেভ্যঃ

সম্ভূতেয়ং মঞ্জু কল্যাণিকাখ্যা॥
সারঙ্গঃ॥
সারঙ্গঃ স্যাত্তোড়ি ধন্নাসিকাভ্যাং
গৌরী॥
শ্রীরাগঃ স্যাদ্গৌড়রাগাচ্চ গৌরী।
নট্টমল্লারিকা॥
জাতা নাটস্যাথ মল্লারকস্য
স্যাদংশাভ্যাং নট্টমল্লারিকা চ॥
বল্লবী॥
দেশাখ্যাশাবরী যোগাদ্বল্লবী পরিকীর্ত্তিতা।
কর্ণাটিকা॥
কর্ণাটতো ভৈরবতোঽংশকাভ্যাং
কর্ণাটিকাখ্যা গদিতা সকম্পা।
মুখাবরী॥
সৈন্ধবী তোড়িকা যোগাৎ সমুৎপন্না মুখাবরী॥
আশাবরী॥
মল্লারী সৈন্ধবীতোড়ী যোগাদাশাবরী ভবেৎ॥
রামকেলী॥
গুর্জ্জরীদেশিকা সঙ্গাদ্রামকেলি রজায়ত॥
অন্যে ঽপি সন্তি ভূয়াংসো রাগাঃ সঙ্কীর্ণলক্ষণাঃ।
যে যে যথা শ্রুতাদেশে জ্ঞেয়াস্তেতে তথা বুধৈঃ॥

এসব রাগের যে যে কালে গান যুক্ত। সে সকল সময় সঙ্গীত শাস্ত্রে উক্ত॥ অসময় গানে গায়কের দোষ হয়। গুর্জ্জরী রাগাদি গানে সে দোষ নাশয়॥

তথাহি ॥

সময়োল্লঙ্ঘনং গানে সর্ব্বনাশকরং ধ্রুবঃ।

শ্রেণীবদ্ধে নৃপাজ্ঞায়াং বঙ্গভূমৌ ন দোষদং ॥ ইতি ॥

লোভান্মোহাচ্চ যে কেচিদ্গায়ন্তি চ বিয়োগতঃ।

সুরসা গুজ্জরী তস্য দোষং হন্তীতি কথ্যতে ॥ ইতি ॥

বসন্ত রামকেরী গুজ্জরী এই ত্রয়ে। সর্ব্বকাল গানে কোন দোষ না জন্ময়ে ॥

তথাহি রত্নমালায়াং ॥

বসন্তো রামকেরী চ গুজ্জরী সুরসাপিচ।

সর্ব্বস্মিন্ গীয়তে কালে নৈব দোষো হভিজায়তে ॥

নারদস্তু বিশেষমাহ ॥

দশদণ্ডাৎ পরে রাত্রৌ সর্ব্বেষাং গান মীরিতং ॥ ইতি ॥

এ সকল রাগ মূর্ত্তি ধরি সাবহিতে। আপনা মানয়ে ধন্য রাসমণ্ডলেতে ॥ কি বলিব শ্রীনিবাস শ্রীরাসমণ্ডলে। নানা রাগ গানে সুখসমুদ্র উথলে ॥ গানের তুলনা নাই ভুবন ভিতর। পরম অদ্ভুত সুধাবর্ষে পরস্পর ॥ কৃষ্ণ রাই মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করি। প্রকাশয়ে গীতে কত অদ্ভুত চাতুরী ॥ গীতের লক্ষণ কিছু পূর্ব্বে উক্ত হৈল। এবে জান যৈছে গীত ভেদ প্রকাশিল ॥ অনিবদ্ধ নিবদ্ধ দ্বিবিধ গীত হয়। অনিবদ্ধ রাগালাপ রূপী নিরূপয় ॥ বন্ধহীন যে গীত সে অনিবদ্ধ হন। রাগালাপ কহি রাগ প্রকটীকরণ ॥

তথাহি ॥

অনিবদ্ধং নিবদ্ধঞ্চ দ্বিধা গীত মুদীরিতং।

আলপ্তি র্বদ্ধহীনঃ স্যাদ্রাগালাপন রূপিণী ॥

তদুক্তং ॥

আলপ্তি র্বদ্ধহীনত্বাদনিবদ্ধমিতীরিতং ॥ ইতি ॥

রাগস্য আলাপনং--প্রকটীকরণ মিত্যর্থঃ ॥

আলাপ বর্ণালঙ্কার দুই মত হয়। আতানারি ত্রক আর সরিগমাদয়॥ হুঙ্কার মাত্র এ আতানারি চতুষ্টয়ে। হরি-গৌরী হর ব্রহ্মা ক্রমে নিরূপয়ে ॥

তথাহি নারদসারসংহিতাদৌ ॥

হুঙ্কারাৎ প্রসবশ্চৈব যথাবেদস্য ওমিতি।

তা শব্দেনোচ্যতে গৌরী নাশব্দেনোচ্যতে হরঃ।

তানেতি শব্দহুঙ্কারাৎ প্রোথাপ্যন্তে শনৈঃ শনৈঃ ॥

তত্রেচ ॥

আকারেণ হরিঃ প্রোক্তো রিকারেণ পিতামহঃ।

আতানারীতি শব্দেন সর্ব্বেষামেব সম্ভবঃ ॥

সরি গম পধনী সপ্তবর্ণালঙ্কার। ষড়্জাদিক স্বর বর্ণালাপ এ প্রচার ॥ আলাপে গমক স্থান অতি বিচিত্রিত। ইথে নানা ভঙ্গি মনোহর এ বিদিত ॥ যতেক অতাল তাহা আলাপে প্রবেশ। গীতজ্ঞ আলাপ ভেদ কহয়ে অশেষ ॥

হরিনায়কস্তু ॥

বর্ণালঙ্কার সংযুক্তো গমক স্থান চিত্রিতা।

আলপ্তি রুচ্যতে তজ্জ্ঞৈ র্ভূরি ভঙ্গি মনোহরা ॥ ইতি ॥

এতেন অতালানাং সর্ব্বেষাং আলাপে প্রবেশ ইত্যর্থঃ ॥ বর্ণালঙ্কারস্তু নিরর্থক হুঙ্কারাদি শব্দঃ সঙ্গীতোক্ত সরি গমে-ত্যাদি বর্ণালঙ্কারশ্চ ॥

আলপ্তে র্বহুধা ভেদা ন প্রপঞ্চভিয়েরিতাঃ ॥

অহে শ্রীনিবাস রাসমণ্ডলী মাঝারে। করয়ে আলাপ সবে অশেষ প্রকারে॥ সে আলাপে কারে বা চমক নাই লাগে। কি ছার কোকিল সে কণ্ঠের ধ্বনি আগে॥ আলাপ সময়ে অতি অদ্ভুত বিলাস। নিজ নিজ চতুরতা করয়ে প্রকাশ॥ রসিকশেখর কৃষ্ণ আলাপে বংশীতে। জগৎ মাতায় তার উপমা কি দিতে॥ বীণাযন্ত্রে আলাপয়ে বৃন্দাবনেশ্বরী। কে বর্ণিতে পারে তার আলাপমাধুরী॥ ললিতাদি সখী নানা যন্ত্রে আলাপয়। আনের কা কথা শুনি পাষাণ গলয়॥ এক মুখে কে কহিবে আলাপ প্রসঙ্গ। উথলয়ে যেন সুধা সমুদ্র তরঙ্গ। অনিবদ্ধ গানে মগ্ন হৈয়া পরস্পরে। গায়েন নিবদ্ধ গীত বিবিধ প্রকারে॥

অথ নিবদ্ধমাহ॥

ধাতু অঙ্গে বদ্ধ হৈলে নিবদ্ধাখ্যা হয়। শুদ্ধাছায়া নগক্ষুদ্র নিবদ্ধ এ ত্রয়॥

তথাহি॥

বদ্ধং ধাতুভি রঙ্গৈশ্চ নিবদ্ধ মভিধীয়তে।
শুদ্ধং ছায়া নগং ক্ষুদ্র মিতি তচ্চ ত্রিধা মতং॥
তৎ নিবদ্ধ মিত্যর্থঃ॥

তত্র শুদ্ধমাহ॥

আলাপ ধাতু অঙ্গ সংযুক্ত শুদ্ধ হয়। আলাপ সার্থক পদ এথা নিরূপয়॥

তথাহি॥

আলাপৈ র্ধাতুভি শ্চাঙ্গৈঃ সংযুক্তং শুদ্ধ মুচ্যতে।
আলাপো হ্যত্র সার্থকপদৈরেবেতি সাম্প্রদায়িকা ইত্যর্থঃ॥

হরিনায়কস্তু ॥

আলাপো গমকালপ্তিরক্ষরৈ র্ব্বজ্জিতা মতেত্যাহ ॥

নিরূপিল নিবদ্ধ গীতের ভেদত্রয়। শুদ্ধ শালগ সংকীর্ণ ঐছে কেহ কয় ॥

সঙ্গীতসারে ॥

শুদ্ধ শালগ সংকীর্ণভেদাদ্গীতং ত্রিধামতং ॥

তত্র ক্ষুদ্রগীতমেব সঙ্কীর্ণশব্দেনোচ্যতে ॥

তচ্চস্যাত্রিবিধস্তু শুদ্ধকমিদং ছায়া নগং ক্ষুদ্রকং ইতি তেনৈবোক্তত্বাৎ ॥

কেহো কহে নিবদ্ধ গীতের সংজ্ঞাত্রয়। প্রবন্ধ বস্তু রূপক এ প্রসিদ্ধ হয়। ধাতু চতুষ্টয় আর ষড়ঙ্গ ইহায়। হইলে প্রকৃষ্ট বদ্ধ প্রবন্ধ কহায় ॥ শুদ্ধ গীতে প্রবন্ধ কহয়ে বিজ্ঞগণ। এবে জানো বস্তু আর রূপক লক্ষণ ॥ ধাতু ত্রয়াদি পঞ্চাঙ্গের বস্তু নিরূপয়। দ্বি ধাতুক অঙ্গদ্বয়ে রূপক কহয় ॥

হরিনায়কস্তু ॥

সংজ্ঞাত্রয়ং প্রবন্ধস্য প্রবন্ধো বস্তু রূপকং।

চতুর্ভি র্ধাতুভি র্বদ্ধস্ত্বঙ্গৈঃ ষড়্‌ভিশ্চ কল্পিতঃ ॥

প্রকৃষ্টো যশ্চ বন্ধঃ স্যাৎ স প্রবন্ধো নিগদ্যতে ॥ ইত্যর্থঃ।

এতেন শুদ্ধগীতমেব প্রবন্ধ ইত্যুচ্যতে ॥

ত্র্যাদিভি র্ধাতুভিশ্চাঙ্গৈঃ পঞ্চভি র্বস্তু কথ্যতে।

দ্বি ধাতুকং তথা দ্ব্যঙ্গ রূপকং পরিকীর্ত্তিতং ॥ ইতি ॥

অথ ধাতুমাহ ॥

প্রবন্ধের অবয়ব ধাতু নিরূপয়। অবয়ব জানো ভাগ বিশেষ কহয় ॥

কেহো কহে ধাতু চারি উদ্গ্রাহক আর। মেলাপক ধ্রুবাভোগ ক্রমে এ প্রচার॥ উদ্গ্রাহ প্রথম মেলাপক তদু-পরি। তার পর ধ্রুব অন্তে আভোগ এ চারি॥

তথাহি॥

প্রবন্ধাবয়বো ধাতুঃ স চতুর্দ্ধা প্রকীর্ত্তিতঃ।
উদ্গ্রাহক মেলাপক ধ্রুবা ভোগ ইতি ক্রমাৎ॥
উদ্গ্রাহঃ প্রথমো ভাগ স্ততো মেলাপকঃ স্মৃতঃ।
ধ্রুবত্বাচ্চ ধ্রুবঃ পশ্চাদাভোগ স্ত্বন্তিমো মতঃ॥

প্রবন্ধ লক্ষণে কেহো ঐছে নিরূপয়। উদ্গ্রাহ ধ্রুব আভোগ ধাতু এই ত্রয়॥ গীতের প্রথম পাদ উদ্গ্রাহ কহয়ে। ধ্রুব মধ্যে অন্তেতে আভোগ নিরূপয়ে॥

তথাহি শিরোমণৌ॥

উদ্গ্রাহঃ প্রথমঃ পাদঃ কথিতঃ পূর্ব্বসূরিভিঃ।
ধ্রুবত্বাচ্চ ধ্রুবো মধ্য আভোগ শ্চান্তিমঃ স্মৃতঃ॥
ধ্রুবত্বাৎ নিশ্চলত্বাৎ পুনঃ পুন রুপাদানাদিত্যর্থঃ॥

ধ্রুব আর আভোগের মধ্যে যে চরণ। অন্তরাখ্যা ধাতু তারে কহে বিজ্ঞগণ॥

তথাহি হরিনায়কেনোক্তং॥

ধ্রুবাভাগোন্তরে জাতো ধাতু রন্যো হন্তরাভিধঃ॥ ইতি॥

আভোগেতে কবি নায়কের নাম হয়। এই হেতু গীতজ্ঞ আভোগ সংজ্ঞা কয়॥

তথাহি॥

আভোগে কবিনাম স্যা ত্তথা নায়কনাম চ॥

প্রবন্ধে যে ধাতু সে লক্ষণ ঐছে হয়। গীত বিজ্ঞগণ

নানা গীতে প্রকাশয়॥

গীতে যথা॥

উদিত পূরণ, নিশি নিশাকর, কিরণ করু তম দূরি। ভানু নন্দিনি, পুলিন পরিসর, শুভ্র শোভত ভূরি॥

উদ্গ্রাহঃ॥

মন্দ মন্দ সুগন্ধ শীতল, চলত মলয় সমীর। ভ্রমরগণ ঘন ঝঙ্করু কত কূহকে কোকিল কীর॥

মেলাপকঃ॥

বিহরে বরজ কিশোর। মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী পেখি পরম বিভোর॥

ধ্রুবঃ॥

দেব ছুলহ সুরাসমণ্ডলে বিপুল কৌতুক আজ। বংশী-কর গহি, অধর পরশত, মোদ ভরুহিয় মাঝ॥ রাধিকাগুণ চরিত ময়বর বিরচিব বহুবিধ গীত। গানরত রতিনাথ মদ ভর হরণ নিরুপম গীত॥

অন্তরা॥

কঞ্জলোচনে ললিত অভিনয় বরিষে রস জনু মেহ। ভনব কিয়ে ঘনশ্যাম প্রকটত জগতে অতুলিত লেহ॥

আভোগঃ॥

অথাঙ্গান্যাহ॥

প্রবন্ধের ধাতু পঞ্চ শাস্ত্রে এ নির্দ্ধার। ষড়ঙ্গ প্রবন্ধ গীত সর্ব্বত্র প্রচার॥ স্বর বিরুদ পদ তেনক পাঠ তাল। এই ছয় অঙ্গে গীত পরম রসাল॥ স্বর সরি গম পধাদিক নিরূপয়।

গুণ নামযুক্ত মতে বিরুদ কহয়॥ পদ শব্দ বাচক প্রকার বহু ইথে। তেনা তেনাদিক শব্দ মঙ্গল নিমিত্তে॥ পাঠ বাদ্যোদ্ভবাক্ষর ধা ধা খিলঙ্গাদি। তাল চচ্চৎ পুট যত্যাদিক যথাবিধি॥ এ ষড়ঙ্গ প্রাচীন আচার্য্য নিরূপয়। বাক্য স্বর তাল তেনা চারি কেহ কয়॥

তথাহি॥

প্রবন্ধস্য ষড়ঙ্গানি স্বরশ্চ বিরুদঃ পদং।
তেনক পাঠ তালৌচ স্বরাঃ সরি গ মাদয়ঃ॥
গুণোল্লেখতয়া যত্তদ্বিরুদং পরিকীর্ত্তিতং।
ততো হন্যবাচিকং যত্তু তৎ পদং সমুদাহৃতং॥
তেনেতি শব্দ স্তেনঃ স্যান্মঙ্গলার্থে হবধারিতঃ।
ধাং ধাং ধুগ ধুগেত্যাদ্যাঃ পাঠা বাদ্যাক্ষরোৎকরাঃ।
আদি যত্যাদিকা স্তালা স্তালঃ স কথয়িষ্যতে॥

সঙ্গীত পারিজাতে॥

পদতালস্বরাঃ পাঠাস্তেন বিরুদ নামকঃ।
ইতি গীতে ষড়ঙ্গানি কথিতানি মনীষিভিঃ॥
পদানি বাচকাঃ শব্দা স্তালাশ্চচ্চৎ পুটাদয়ঃ।
স্বরাঃ ষড়্জাদয় স্তে স্যুঃ পাঠো বাদ্যোদ্ভবাক্ষরঃ।
তেন স্যান্মঙ্গলঃ শব্দো বিরুদং গুণনামযুক্॥

প্রবন্ধের জাতি পঞ্চ মেদিনী নন্দিনী। দীপনী পাবনী তারাবলী কহে মুনি॥ ষড়ঙ্গ মেদিনী নাম পঞ্চাঙ্গ নন্দিনী। চারি অঙ্গ দীপনী এ ত্রয়াঙ্গ পাবনী॥ অঙ্গদ্বয় তারাবলী গীত বিজ্ঞ কহে। ইথে জান একাঙ্গ প্রবন্ধ সিদ্ধ নহে॥

তথাহি॥

জাতয়ঃ স্যুঃ প্রবন্ধানাং পঞ্চৈব মুনিসম্মতাঃ।
মেদিনী নন্দিনী দীপন্যথ স্যাৎ পাবনী তথা॥
তারাবলী তথৈতাসাং লক্ষণং প্রতিপাদ্যতে।
ষড়ঙ্গা মেদিনীপ্রোক্তা পঞ্চাঙ্গা নন্দিনী তথা॥
দীপনী চতুরঙ্গা স্যাৎ পাবনী ত্র্যঙ্গিকা মতা।
দ্ব্যঙ্গা তারাবলী প্রোক্তা পুরাণৈ গীতবেদিভিঃ।
এতেন একাঙ্গ প্রবন্ধো ন ভবতীতি প্রতিপাদিতং॥
সঙ্গীত পারিজাতে॥
প্রবন্ধ জাতয়ঃ পঞ্চ বর্ত্তন্তে তাঃ ক্রমেণ চ।
ষড়্ভি রঙ্গৈ র্মেদিনী স্যান্নন্দিনী পঞ্চভি র্ভবেৎ॥
চতুর্ভি র্দীপনী প্রোক্তা ত্রিভি রঙ্গৈস্তু পাবনী।
দ্বাভ্যাং তারাবলী জাতি রঙ্গাভ্যা মুপজায়তে॥

শুদ্ধ প্রবন্ধের ভেদ অন্ত নাহি হয়। বিবিধ প্রকারে সঙ্গীতজ্ঞ নিরূপয়॥

তথাহি॥
ভেদঃ শুদ্ধ প্রবন্ধানা মানন্ত্যাদেক এব হি॥
তত্রাপি॥
তালেনৈকেন বাদ্যাভ্যাং ত্রিভি র্বা বহুভি স্তথা।
প্রবন্ধান্ সুকবি র্নূনং যথেচ্ছ মুপকল্পয়েৎ॥
কিঞ্চ॥
বহুতালাঃ প্রবন্ধাস্তু রাগৈ র্বহুভি রেবচ।
এক রাগেণ বা কল্প্যাঃ পাঠাদীনাং বিধানতঃ।
ভেদা বহুতরা স্তেষাং কস্তান্ কাৎস্ন্যেন বক্ষ্যতি॥
তদুক্তং॥

ন রাগাণাং ন তালানাং ন বাদ্যানাং বিষেশতঃ।
নাপি প্রবন্ধ গীতানা মন্তো জগতি বিদ্যতে ॥ ইতি ॥

ওহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণ প্রিয়াসহ রাসে। ব্রহ্মাদি অগম্য শুদ্ধ প্রবন্ধ প্রকাশে ॥ গানে মগ্ন রাই কানু শোভা নিরখিয়া। বৃন্দাদেবী আনন্দে ধরিতে নারে হিয়া ॥ শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাগুণ মহিমা বর্ণনে। করয়ে নিদেশ শুক শারি পিক গণে ॥

বৃন্দাদেশে হর্ষ শুক শারি পিকগণ। শ্রীকৃষ্ণরাধিকা গুণ করয়ে বর্ণন ॥

শুকঃ প্রাহ ষড়ঙ্গা মেদিনী গীতে যথা ॥

জয় জনরঞ্জন কঞ্জনয়ন ঘন অঞ্জন নিভ নব নাগর ঐ ঐ। গোকুল কুলজা কুলধৃতি মোচন চন্দ্রবদন গুণ সাগর ঐ ঐ ॥ নন্দ তনুজ ব্রজভূষণ রসময় মঞ্জুল ভুজ মুদবর্দ্ধন ঐ ঐ। শ্রীবৃষভানু তনয়ী হৃদিসম্পদ মদনার্ব্বুদ মদ মর্দ্দন ঐ ঐ ॥ গীত নিপুণ নিধুবন নয় নন্দিত নিরুপম তাণ্ডব পণ্ডিত ঐ ঐ। ভানুতনয়ী পুলিনাঙ্গণ পরিসর রমণীনিকর মণিমণ্ডিত ঐ ঐ ॥ বংশীধর ধরণীধর কৃত বন্ধুর অধরারুণ সুন্দর ঐ ঐ। কুন্দরদন কমনীয় কৃশোদর বৃন্দাবিপিন পুরন্দর ঐ ঐ ॥ কৃষ্ণকেলি কলহৈক ধুরন্ধর ধা ধা ধি ধি ত গ ধেম্না ঐ ঐ। স স্বরি গরি নরহরিনাথ এ ই অ ইতি অই অই অতেম্না ঐ ঐ ॥

সারিকা প্রাহ ॥

মেদিনী গীতে যথা ॥

জয় জগত বন্দিনি, বিদিত নৃপনন্দিনী, রাধিকা চন্দ্রবদনী দুঃখমোচনী। শ্যাম মনোরঞ্জিনী, ধৈর্য্য ভর ভঞ্জিনী, কঞ্জ-খঞ্জন মীন গঞ্জি মৃগলোচনী ॥ কান্তিজিত দামিনী, পরম অভি-

রাগিণী, ভামিনী সিন্ধু কন্যাদি মদ মর্দ্দিনী। মঞ্জু মৃদু হাসিনী, ললিত কলভাষিণী, ভুবনমোহিনী ললিতাদি মুদবর্দ্ধিনী॥ সুভগ শৃঙ্গারিণী, নব নব বিহারিণী, বৃন্দাবিপিন বিনোদিনী গজ-গামিনী। রাসরস রঙ্গিণী, মধুরতরঙ্গিনী, সকল রমণী মণি নরহরি স্বামিনী॥ ঝান্তা ঝাং ঝান্তা তাথা বিত কতো থুন্না দৃমিকি ত্রিগও ত্তকতা তা থৈয়া। সরি রিগম পমগ মম্ম গরি সাস্‌সাতি অই তেন্না তেন্না তে নাং তি অই ঐ আ॥

পিকঃপ্রাহ।পঞ্চাঙ্গা নন্দিনী। গীতে যথা॥

জয় জয় কৃষ্ণ কৃপাময় কেশব কমলেক্ষণ জন রঞ্জনু আ।
যুবতি কঞ্জবন কুঞ্জর মঞ্জু প্রিয়া হৃদি পঞ্জর খঞ্জনু আ॥
বন্ধুর বদনচন্দ্র মধুরস্মিত রাধাধৃতি ভর ভঞ্জনু আ। সুন্দর নটবর নন্দ তনুজ নব নব তরুণী নয়নাঞ্জনু আ॥ সরি গম গম পম মম্মম গরিশ তেন্না তেন্নাতি অতি অই ইয়া। অই নরহরি মুদবর্দ্ধন ঐ ঐ আই অতি অই তিয়া॥

অহে শ্রীনিবাস পক্ষিগণ নানা মতে। গায় রাধাকৃষ্ণের সুযশ শুদ্ধ গীতে॥ গীত প্রবন্ধের ভেদ কহিল না হয়। শক্তি বর্ণ বিশেষাদি শাস্ত্রে নিরূপয়॥ এলাদি দুষ্কর তাহে গীত ষড়্‌বিংশতি। সুগম দুর্গম শাস্ত্রে প্রকাশিল ইথি॥ প্রথমেই পঞ্চ তালেশ্বর নাম হয়। তদুপরি বর্ণ স্বরে ভেদ চতুষ্টয়॥ স্বরাদি বর্ণ স্বর পাঠাদি বর্ণ স্বর। পদাদি বর্ণ স্বর তেনাদি বর্ণ স্বর॥ তদুপরি স্বরার্থ মাতৃকা গীত কয়। গীতবিজ্ঞ ঐছে ষড়্‌বিংশতি নিরূপয়॥

তথাহি॥

এলাদ্যা দুষ্করাঃ সন্তি প্রবন্ধা মুনিভাষিতাঃ।
তেভ্যঃ ষড়্‌বিংশতিঃ প্রোক্তা হরিনায়ক সূরিণা॥

কথ্যন্তে ক্রমশ স্তে চ নামমাত্রেণ কেবলং।
পঞ্চ তালে স্বরো বর্ণস্বরশ্চৈবাঙ্গচারিণী ॥
স্বরার্থ মাতৃকাচৈব তথা রাগ কদম্বকঃ।
স্বরাদ্যকরণং বর্ত্ম ন্যথ তালার্ণব স্তথা ॥
শ্রীরঙ্গঃ শ্রীবিলাসশ্চ পঞ্চভঙ্গি স্ততঃ পরং।
পঞ্চাননোমাতিলকো সিংহনীল স্তথাপরঃ ॥
ত্রিভঙ্গি হংসনীলশ্চ তথা হরিবিলাসকঃ।
সুদর্শনঃ স্বরাঙ্গঃ শ্রীবর্দ্ধনো হর্ষবর্দ্ধনঃ ॥
বীরঃ শ্রীমঙ্গলশ্চৈব লাহড়ী চ প্রকীর্ত্তিতা।
নবরত্নাভিধঃ প্রোক্ত স্তথা সরভ নীলকঃ ॥
কণ্ঠাভরণনামাচেত্যেতে ষড়্বিংশতি র্মতাঃ।
চন্দ্রপ্রকাশকাদ্যাশ্চ বিদ্যন্তে ষট্ তথাপরে ॥ ইতি ॥

এ সকল প্রবন্ধ লক্ষণ সুবিদিত। বর্ণে কবিগণ যাতে সর্ব্ব মনোহিত ॥ বৃন্দাদেশে ভ্রমর পরম কুতূহলে। স্বরার্থ প্রবন্ধগায় গুঞ্জরের ছলে ॥ স্বরার্থ প্রবন্ধাক্ষর সরি গমাদয়। শুদ্ধ মিশ্র দ্বিভেদে যথেচ্ছা নিরূপয় ॥

তথাহি ॥

যত্র স্বরাক্ষরৈরেব বাঞ্ছিতার্থো হভিধীয়তে।
স স্বরার্থো ভবেদ্দ্বেধা শুদ্ধ মিশ্র প্রভেদতঃ ॥

স্বরাক্ষরৈঃ সরি গম পধনিভি র্যথেচ্ছং বাঞ্ছিতার্থো হভিধীয়তে চেত্তদা স্বরার্থ ইত্যর্থঃ ॥

স্বরার্থ প্রবন্ধ রঙ্গে ভৃঙ্গ প্রকাশয়। শুনি শ্রীললিতাদি
সুখোদয় ॥

তদ্যথা ॥

রাগঃ কেদারঃ ॥

জয় রসিক শেখর কৃষ্ণকোমল অঙ্গ অঞ্জন ঘনত্বিষা। স্মিত অমৃত অঙ্কিত মুখ মৃগাঙ্ক সুকিরণ নির্ম্মল কৃতদিশা ॥ জিতজলজ মঞ্জু বিশাল লোচন তরুণীগণ ধৃতি ধনহরা। ব্রজ-বিজয়ি নবযুঁবরাজ নটবর বংশীধর অরুণাধরা ॥ রতিনাথ মদহর মধুর রাসবিলাসি সুন্দর নিরুপমা। ব্রজরমণীমণি-মুখপদ্ম পরিমল লুব্ধ বঙ্ক রতন সমা ॥ নবকুঞ্জ ভূপ ভুজঙ্গ দমন মনোজ্ঞবেশ বিবিধবিধা। ঘনশ্যাম মৃদবর্দ্ধন পম গমম্ম-গরি মপ ধনি পধ নিধা ॥

ঐছে নানা পক্ষিগণে বৃন্দা নিদেশয়। বিবিধ প্রবন্ধগানে সবে সন্তোষয় ॥ ওহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণপ্রিয়া সহ রাসে। শুদ্ধ-গীত প্রবন্ধের সীমা পরকাশে ॥ শুদ্ধ মধ্যে কেহ শূড় প্রবন্ধ কহয়। কেহ ছায়ালগ মধ্যে শূড় প্রকাশয় ॥

অথ ছায়ালগঃ ॥

শুদ্ধ ছায়া লগ্ন হেতু ছায়ালগ কয়। ইথে তাল বাদ্যাদি কল্পিত শূড় হয় ॥ বহু তালে গুম্ফন এ শূড় মনোহর। ছায়ালগ সংজ্ঞা রসালগ নামান্তর ॥

তথাহি ॥

শুদ্ধস্য লগতিচ্ছায়াং যত্তু ছায়ালগং বিদুঃ।
রঞ্জকং তত্তুবেত্তালৈ র্বাদ্যাদ্যৈঃ শূড়কল্পিতং ॥
বহু তালানামেকত্র গুম্ফনং শূড় ইত্যর্থঃ ॥

ছায়াংলগতীত্যনেন শুদ্ধস্য যৎকিঞ্চিল্লক্ষণেনেদং ভবতীত্যুক্ত মিত্যর্থঃ ॥

তদুক্তং ॥

উক্তানামেব ভাবানাং ছায়ামাত্রং ভবেদ্যদি।
ছায়ালগঃ স বিজ্ঞেয়ো মুনিভি র্ভরতাদিভিঃ॥
অস্য সালগমিতি নামান্তর মপীত্যর্থঃ॥
তদুক্তং হরিনায়কেন॥
অথ ছায়ালগো যস্তু শূড়ঃ স এব সালগঃ॥ ইতি॥

মত ভেদে সালগ শূড় বহুত্ব হয়। তথাচ ধ্রুবকাদি প্রশস্ত নিরূপয়॥

তথাহি দামোদর পঞ্চম সারসংহিতয়োঃ।
ধ্রুবকো মণ্ঠকশ্চৈব প্রতিমণ্ঠো নিশারুকঃ॥
বাসকঃ প্রতিতালশ্চ তথান্যাচৈকতালিকা।
যতিশ্চ ঝুমরীচেতি সালগং শূড় মীরিতং॥
ধ্রুবকাদীনাং ভেদমাহ॥
ধ্রুবকাঃ ষোড়শ প্রোক্তা মণ্ঠকাঃ ষট্ প্রকারকাঃ।
প্রতিমণ্ঠাশ্চ পঞ্চৈব সপ্ত খ্যাতা নিশারুকাঃ॥
চত্বারো বাসকাঃ প্রোক্তাশ্চত্বারঃ প্রতিতালকাঃ।
একতালীচ ত্রিবিধা চতস্রো যতয়ো মতাঃ॥
একৈব ঝুমরিশ্চেতি সালগাঃ কথিতা ইমে।
কেহপ্যাহু শ্চর্চ্চরীকাদ্যাঃ সন্ত্যন্যে দশ সালগাঃ।
উনবিংশতি রেবং তে ভবন্তি ভূরি সালগাঃ॥

ধ্রুবকাদি লক্ষণ দুষ্কর অতিশয়। নয় তালে শূড় এ সর্ব্বার্থে সুখোদয়॥

তথাহি॥
আদি র্যতি র্নিসারুশ্চাড্ডতাল স্ত্রিপুট স্তথা।
রূপকো ঝম্পকো মণ্ঠ একতালীতি কীর্ত্তিতা॥

এভিস্তু নবভি স্তালৈঃ কথিতঃ শূড় উচ্যতে।
ইত্যেষ রঞ্জকঃ শূড়ো গানে বাদ্যে চ নর্ত্তনে॥ ইতি॥

শূড়াদি প্রবন্ধ ভেদ বিবিধ প্রকার। লক্ষণোদাহরণাদি শাস্ত্রেতে প্রচার॥ গীতেতাল যুক্ততাল বিনা শুদ্ধি নয়। যৈছে কর্ণধার বিনা নৌকা তৈছে হয়॥ তাল শব্দ ব্যুৎপত্তি অনেক পরকার॥ আচার্য্য গণেতে তাহা করিল প্রচার॥

তথাহি॥
বিনা তালেন গীতাদে র্গীতশুদ্ধি র্ন জায়তে।
কর্ণধারং বিনা নাব ইবাতস্তান্ * প্রচক্ষমহে॥
তত্রাচার্য্যৈ স্তালশব্দে ব্যুৎপত্তি র্বহুধেরিতা॥
তত্র হরিনায়কঃ॥
সময়স্থ সমত্বেন রঞ্জকত্বেন চাধিকং।
তালয়ত্যেষ সঙ্গীতং যত্তালো নিগদ্যতে॥ ইতি॥
তালয়তি প্রতিষ্ঠাপয়তি। তলপ্রতিষ্ঠায়াং ধাতুঃ॥
সঙ্গীতসারেতু॥
তকার ঈশো গিরিজা লকার-
স্তাল স্ততঃ স্যাৎ শিবশক্তি যোগাৎ।
তলেস্তু ধাতো র্ঘঞি বেহতাল-
স্তালো হথবা স্যাত্তলয়ো হস্ত যোগাৎ॥
রত্নমালায়াং॥
তকারঃ শরজন্মা স্যাদকারো বিষ্ণুরুচ্যতে।
লকারো মারুতঃ প্রোক্ত স্তালে দেবা বসন্ত্যমী॥
বাচস্পতিস্তু॥
হস্তাঙ্গুলি প্রসরণা কুঞ্চনাদি ক্রিয়া হি যা।

* অতঃ কারণাৎ তান্ প্রচক্ষহে বদাম ইতি যোজনা।

তয়া কালস্য মানং যৎ স তাল ইহ কথ্যতে ॥ ইতি ॥

অথ তালানাহ ॥

তাল চঞ্চতপুট চাচপুটাদি প্রধান। একাধিক শত তাল সর্ব্বত্র প্রমাণ ॥

তথাহি ॥

চঞ্চৎপুটশ্চাচপুটঃ ষট্ পিতা পুত্রক স্তথা।
সম্পর্কে হষ্টক উদ্ঘট্ট আদি তালশ্চ দর্পণঃ ॥
চর্চ্চরী সিংহ নীলশ্চ কন্দর্পঃ সিংহবিক্রমঃ।
শ্রীরঙ্গো রঙ্গনীলশ্চ রঙ্গতালঃ পরিক্রমঃ ॥
প্রত্যঙ্গো গজলীলশ্চ ত্রিভিন্নো বীরবিক্রমঃ।
হংসনীলো বর্ণনীলো রাজচুড়ামণি স্তথা।
রঙ্গদ্যোতো রাজতালঃ সিংহবিক্রীড়িত স্তথা ॥
বনমালী বর্ণতালো মিশ্রো রঙ্গপ্রদীপকঃ ॥
হংসনাদঃ সিংহনাদো মল্লিকামোদসংজ্ঞকঃ।
ততঃ শরভলীলশ্চ রঙ্গাভরণ এবচ ॥
ততস্তুরগলীলশ্চ তস্মাচ্চ সিংহ নন্দনঃ।
জয়শ্রীবিজয়ানন্দঃ প্রতিতালো দ্বিতীয়কঃ ॥
মকরন্দঃ কীর্ত্তিতালো বিজয়ো জয়মঙ্গলঃ।
রাজবিদ্যাধরো মণ্ঠো জয়তালঃ স্থতুর্ব্বলঃ ॥
ততো নিঃশারুকঃ ক্রীড়াত্রিভঙ্গী কোকিলপ্রিয়ঃ।
শ্রীকান্তো বিন্দুমালীচ সমতালশ্চ নন্দনঃ ॥
উদীক্ষণো মল্লিকাচ ঢেঙ্কিকা বর্ণমণ্ঠিকা।
অভিনন্দো হন্তরক্রীড়া লঘুতালশ্চ দীপকঃ ॥
অনঙ্গতালো বিষমো নান্দীকুন্দমুকুন্দকৌ।

একতালীচ কঙ্কালশ্চতুশ্চালশ্চ খংখুড়ী ॥
অভঙ্গো রাজঝঙ্কার স্তথৈব লঘুশেখরঃ।
প্রতাপশেখরশ্চান্যো গজঝম্প শ্চতুর্মুখঃ ॥
ঝঙ্কারঃ প্রতিমণ্ঠশ্চ তথা তাল স্তৃতীয়কঃ।
তস্মাদুপরি বিজ্ঞেয়ো বসন্তো ললিতঃ শিবঃ ॥
করশাখাচ ষট্‌তালো বর্দ্ধনো বর্দ্ধকস্তথা।
রাজনারায়ণ স্তস্মাদ্বিদ্বদ্ভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
মদনশ্চৈব বিজ্ঞেয়ঃ পার্ব্বতীলোচন স্তথা।
ততঃ সারঙ্গতালঃ স্যাত্ততঃ শ্রীনন্দিবর্দ্ধনঃ ॥
লীলাবিলোকিত শ্চান্যো ললিতাপ্রিয় এবচ।
জনকশ্চৈব লক্ষ্মীশো রাগবর্দ্ধন সংজ্ঞকঃ ॥
উৎসবশ্চেতি তালানা মেকেনৈবাধিকং শতং ॥ ইতি ॥
দামোদরাদাবেতেষাং কেষুচিদ্দৃশ্যতে হ্যন্যথা।
ঋষীণাং মতবাহুল্যাদ্বিকল্পে তেষু কাঙ্ক্ষতিঃ ॥

এ সকল তালের লক্ষণোদাহরণ। করিল প্রচার সুখে সঙ্গীতজ্ঞ গণ ॥ তালাঙ্গ পঞ্চধা অনুদ্রুতাদিক কয়। আর লঘু মাত্রাদি নিয়ম নিরূপয় ॥

তথাহি ॥

অনুদ্রুতো দ্রুতশ্চৈব লঘু র্গুরুতরঃ পরং।
প্লুতশ্চৈব ক্রমেণৈব তালাঙ্গানি তু পঞ্চধা ॥
অনুদ্রুতং বিনান্যেষাং সঙ্গাদলংগপাত্মিকাঃ।
লঘ্বেকমাত্রঞ্চ গুরুর্দ্বিমাত্রঃ
প্লুত স্ত্রিমাত্রো দ্রুতমর্দ্ধমাত্রং।
অনুদ্রুতস্তু দ্রুতকার্দ্ধ মাত্রং

বিরাম ইত্যস্য ভবেচ্চ নাম ॥

অনুদ্রুত দ্রুত লঘু গুরু প্লুতেত্যাকারঃ ॥ ( আকারো যথা—. I, ৬, I I I, ) ॥ এতেষাং সাবধিক ঘাতস্থানমাহ ॥

দ্রুত হস্তাঘাত উচ্চাঙ্গুলি চতুষ্টয়। লগপাষ্ট ষোলো চতুর্ব্বিংশতি এ হয় ॥

তথাহি ॥

দ্রুতাশ্রয়স্তু কথিতং চতুরঙ্গুল মুচ্ছ্রিতং ॥

উচ্ছ্রিতং উচ্চমিত্যর্থঃ ॥

লঘুরষ্টাঙ্গুলঃ প্রোক্তো গুরুঃ স্যাৎ ষোড়শাঙ্গুলঃ।

প্লুতস্ত্র্যষ্টাঙ্গুলশ্চাপি দ্রুতঃ কিঞ্চিৎকরক্রিয়া ॥

অথৈষাং ধরণ প্রকারমাহ ॥

সশব্দ নিঃশব্দ তাল দ্বিবিধ ধরণ। গুরু প্লুত দ্বয়াদে নিঃশব্দ প্রয়োজন ॥ তালৈক সশব্দ এক নিঃশব্দ গুরুতে। প্লুতে এক শব্দ দ্বয় নিঃশব্দানুদ্রুতে ॥ নিঃশব্দ রহিত তাল লঘু দ্রুতদ্বয়। উচ্চ হস্তাঘাতে তাল সশব্দ কহয় ॥

তথাহি ॥

সশব্দং শব্দহীনঞ্চ তালস্য ধরণং দ্বিধা।

উচ্চৈর্ঘাতঃ সশব্দঃ স্যাদেক এব লঘোঃ পরং।

গুরো ঘাতদ্বয়ং প্রোক্তমেকো নাদঃ পরো হস্বনঃ।

সোহপ্যর্দ্ধং যাতি চ লঘো রর্দ্ধনাদাদ্দ্রুতা ইতিঃ ॥

প্লুতে ঘাতঃ সশব্দঃ স্যাদেকো ঘাতদ্বয়ং ততঃ।

তন্নিঃশব্দ মেক ঊর্দ্ধং প্রপতেদপরস্ত্বধঃ ॥

তালের প্রভেদ যত তার নাই অন্ত। শ্রীরাসমণ্ডলে সবে হৈলা মূর্ত্তিমন্ত ॥ কৃষ্ণ হস্তদ্বয় যোগে মধুর ভঙ্গিতে।

ঐছে তাল ধরে তার উপমা কি দিতে॥ শ্রীরাধিকা অদ্ভুত ভঙ্গিমা প্রকাশিয়া। হস্তে হস্ত সংযোজয়ে ঈষৎ হাসিয়া॥ হস্তাঘাত বলয়াদি ধ্বনি সম্মিলনে। যে অপূর্ব্ব হয় তা বর্ণিব কুন জনে॥ নানা ভাতি হস্তাঘাত নানা তাল গীতে। লক্ষ্মী আদি বিস্ময় সে উপমা কি দিতে॥ রাধিকার গণ যত সবে চমৎকার। কেহো কুন তালে গীত করয়ে প্রচার॥ ছায়ালগে গীত যে দুষ্কর অতিশয়। ললিতা সুন্দরী তাহা সুখে প্রকাশয়॥ পরম কৌতুকী কৃষ্ণ ললিতাদি প্রতি। ক্ষুদ্র গীত গাইতে দিলেন অনুমতি॥

অথ ক্ষুদ্র গীত মাহ॥

তাল ধাতু যুক্ত বাক্য মাত্র ক্ষুদ্র গীত। ধাতু পূর্ব্ব উক্ত উদ্গ্রাহাদি যথোচিত॥

তথাহি॥

তালধাতুযুতং বাক্যমাত্রং ক্ষুদ্র মিতীর্য্যতে॥

শুদ্ধ সালগের প্রায় ক্ষুদ্র গীত হয়। ইথে অন্ত্যানুপ্রাস প্রশস্ত শাস্ত্রে কয়॥ ক্ষুদ্রগীতভেদ চারি চিত্রপদা আর। চিত্রকলা ধ্রুবপদা পঞ্চালী প্রচার॥

তথাহি॥

তচ্চতুর্ব্বিধ মেব স্যাত্তত্র চিত্রপদাগ্রিমা।
চিত্রকলা ধ্রুবপদা পঞ্চালীতি প্রভেদতঃ॥

এ সকল গীতের লক্ষণ সুবিস্তার। পদ বৈচিত্রীতে চিত্র কলাখ্যা প্রচার॥

তথাহি॥

কেবলং পদমাত্রেণ বৈচিত্র্যং যত্র দৃশ্যতে।

ন ধাত্বাদৌ বিচিত্রত্বং জ্ঞেয়া চিত্রপদেতি সা ॥
পদবৈচিত্র্যন্তু অকঠোরানুপ্রাস প্রসাদাদি গুণযুক্তত্বং ॥
ইতি চিত্রপদা ॥

অথ চিত্রকলা ॥

চিত্রকলা ধ্রুবে মাত্রা ন্যূন অন্য সম। পাদত্রয় অষ্টাবধি এ গীত নিয়ম ॥

তথাহি ॥

উদ্‌গ্রাহাভোগয়োর্মাত্রা সমা ন্যূনা ধ্রুবে যদি।
ত্র্যাদ্যাষ্টাবধি পাদাঢ্যা জ্ঞেয়া চিত্রকলাহি সা ॥

ধ্রুবপদাদি লক্ষণ সর্ব্বত্র বিদিত। ভাষা সংস্কৃতে গায় নানাবিধ গীত ॥ গীত সংস্কৃত ভাষাদি প্রসিদ্ধ হয়। দিব্যাদি দিব্যাদি প্রকার সঙ্গীতজ্ঞ নিরূপয় ॥

তদুক্তং ॥

দিব্যঞ্চ মানুষঞ্চৈব গীতং স্যাদ্দিব্যমানুষং।
দিব্যং সংস্কৃতসম্পন্নং মানুসং প্রাকৃতোত্থিতং।
সংস্কৃত প্রাকৃতোত্থঞ্চ দিব্যমানুষ মুচ্যতে।
কেচিদ্দেশ বিশেষোত্থভাষয়া মানুষং বিদুঃ ॥
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গাদ্যাদেশ ভাষাদি হেতবঃ।
যেষু যেষু চ দেশেষু যা ভাষাশ্চৈকবল্লভাঃ ॥
তাস্তু তজ্জনালাপাদাহৃত্য প্রতিযোজয়েৎ ॥

কেহ গীত রচনাদি বিশেষ নিরূপয়। সম অৰ্দ্ধ সম বিষমাখ্যা ভেদ ত্রয় ॥

তথাহি কোহলে ॥

সমমৰ্দ্ধ সমং চেতি বিষমং গীতকং ত্রিধা।

পাদৈঃ সমানমাত্রৈস্তু চতুর্ভিঃ সম মুচ্যতে ॥
তৃতীয়প্রথমৌ পাদৌ সমৌ তু দ্বিচতুর্থকৌ।
জায়তে যস্য গীতস্য তদর্দ্ধসম মীরিতং ॥
চত্বারো হপি পৃথক্ পাদা যস্য মাত্রানুসংখ্যয়া।
তদ্গীতং বিষমং প্রাহু র্মুনয়ো ভরতাদয়ঃ ॥

গীতে যে বিশেষ আর অন্যে কি জানয়। শ্রীরাস বিলাসে কৃষ্ণ সব প্রকাশয় ॥ সখীগণ গানে কৃষ্ণ উল্লসিত মনে। কত প্রশংসিয়া আলিঙ্গয়ে সখীগণে ॥ সখী আলিঙ্গনে রাধিকার মহাসুখ। আনে কি জানিবে গীতে বাঢ়ে যে কৌতুক ॥ কহিতে কি গীত গুণ বহুবিধ হয়। যে সকল শ্রীরাসমণ্ডলে বিলসয় ॥

অথ গীতগুণাঃ ॥

গীতগুণ গীতজ্ঞ এ করিলা প্রচার। গ্রহ লয় যতি মান বিচিত্র প্রকার ॥ ধাতু পুনরুক্ততাত্র নবনবত্বতা। মাতু বাক্যে নৈকার্থতা রাগ সুরম্যতা ॥ গমক অর্থ নৈর্ম্মল্যেতে না না পাঠস্বর। বিবিধ আকার সংযোজন মনোহর ॥ গীত গুণ জানো এই গ্রহাদিক নয়। ইথে আর বিবিধ প্রকার ভেদ হয় ॥

তথাহি ॥

গীতস্যাথগুণাগ্রহো লয়যতী মানস্য বৈচিত্র্যকং,
স্যাদ্ধাতোঃ পুনরুক্ততা নবনবত্বং চেতি নৈকার্থতা।
মাতোরাগসুরম্যতাথ গমকশ্চার্থস্য নৈর্ম্মল্যকং,
তেষ্বানাং স্বরপাঠয়োশ্চ বিবিধাকারেণ সংযোজনং ॥
কিঞ্চ ॥

এষু সর্ব্বেষ্বপি গুণেষ্বাবশ্যকতমস্ত্বিদং ॥
গুণালঙ্কাররসবদ্বাক্যস্য গ্রহণন্তু যৎ ॥

গ্রহাদি যতেক গুণ কৈল নিরূপণ। ইহা নানাপ্রকারে বিস্তারে বিজ্ঞগণ ॥

তত্র গ্রহমাহ ॥

গ্রহ অনাগত সম অতীত এ ত্রয়। অনাগত গ্রহাদি এ সংজ্ঞা তিন হয় ॥

তথাহি ॥

তালো গীতগতেঃ সাম্যকারী তস্য গ্রহস্ত্রয়ঃ।
অনাগত সমাতীত সংজ্ঞাঃ সর্ব্বত্র তে মতাঃ ॥

অনাগত মাহ ॥

গীতারম্ভ পূর্ব্ব তাল গ্রহণ হইলে। অনাগত গ্রহ সংজ্ঞা কহয়ে সকলে ॥

তথাহি ॥

গীতারম্ভাদ্যদা পূর্ব্বং সমুচ্চার্যাক্ষরদ্বয়ং।
তালস্য ন্যসনাদুক্ত স্তদৈবানাগতগ্রহঃ ॥

অত্র গীতাদৌ যদক্ষরমধিকং গৃহ্যতে তদনাগতং তালাভ্যন্তরে কদাপি ন প্রবিষ্ট মিত্যর্থঃ ॥

সম মাহ ॥

সমকালোদ্ভব তাল গীত যদি হয়। তবে তার সম গ্রহ সংজ্ঞা বিজ্ঞে কয় ॥

তথাহি ॥

গীতোচ্চারণমাত্রেণ যদা তালস্য সঙ্গতিঃ।
তদা সমগ্রহঃ প্রোক্তঃ সমকাল সমুদ্ভবাৎ ॥

ঐছে অতীত গ্রহ প্রকার বহু ইথে। সঙ্গীতজ্ঞগণ প্রকাশিল নানা মতে ॥

তথাহি ॥

কলা যাস্তু পতিষ্যন্তি পশ্চাৎ সা প্রথমে যদি।
বিন্যসন্ গীয়তে তালস্তদা তালগ্রহঃ স্মৃতঃ ॥ ইতি ॥

অথ লয়ঃ ॥

লয় গ্রহাদিক ক্রিয়া সমতা স্ফুরিতে। দ্রুত বিলম্বিত মধ্য ভেদত্রয় ইথে ॥

তথাহি ॥

গীত বাদ্য পদন্যাস ক্রিয়াণাং সমতা মিথঃ।
তথা ক্রিয়াতালয়োর্ব্বা লয় ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥
ইতি বাচস্পতিঃ ॥

হরিনায়কস্তু ॥

ক্রিয়ান্তরেণ বিশ্রান্তি র্লয় ইত্যভিধীয়তে ॥ ইতি ॥
স ত্রিধা কথিতঃ প্রাজ্ঞৈ দ্রুতো মধ্যো বিলম্বিতঃ।
একমাত্রো দ্রুতো মধ্যো বিশ্রান্তি র্দ্বিগুণাদ্দ্রুতাৎ।
বিলম্বিতস্তু দ্বিগুণঃ সর্ব্বে হমী সর্ব্বতালগাঃ ॥

কেহ তাল নিরূপণ করয়ে ইহাতে। লয় গান বিশেষ রূপত্ব সর্ব্বমতে ॥

যতিমাহ ॥

লয় প্রবর্ত্তনের নিয়ম যতি হয়। স্রোতোবহা, সমা, গোপুচ্ছিকা, ভেদ ত্রয় ॥ বিশ্রাম বিশেষ এ তিনেতে নিরূপণ। ইথে নানা প্রকার বিস্তারে বিজ্ঞগণ ॥

তথাহি ॥

লয় প্রবর্ত্তনস্যৈব নিয়মো হ্যসৌ যতি র্ভবেৎ।
শ্রোতোবহা সমা গোপুচ্ছিকেতি ত্রিবিধৈব সা॥
শ্রোতোবহা সমা গোপুচ্ছিকা লয়ত্রয়। লক্ষণ সুগম জানো শাস্ত্রে বিস্তারয়॥

মানমাহ॥

বিশ্রান্তি কারিণী তাল ক্রিয়া মান কয়। এ আবর্ত্ত বর্দ্ধমান সংজ্ঞা এক হয়॥ দ্বিতীয় আবর্ত্ত বর্দ্ধমানাখ্য নির্দ্ধার। এ দ্বয় লক্ষণ জানো সুগম প্রচার॥

তথাহি॥

বিশ্রান্তিকারিণী তালক্রিয়া মান মিহোচ্যতে।
তাল বিশ্রাম কারিত্বান্মানং তালসমাপ্তকৃৎ॥
তচ্চেদ্ধ্রুবে দ্বিতীয়ায়াং কলায়াং নিপতেত্তদা।
আবর্ত্তো বর্দ্ধমানাখ্য স্তালে তালজ্ঞ সম্মতঃ॥
মানং ধ্রুবে ত্বন্তিমায়াং কলায়াং নিপতেত্তদা।
আবর্ত্তো হীয়মানাখ্য স্তদা প্রোক্তো মনীষিভিঃ॥

অথ ধাতোঃ পুনরুক্ততা॥

ধাতু পুনরুক্ততা প্রকার কহে ভব্য। গীত অবয়ব পুনঃ পুন গান নব্য॥

মাতোর্বাক্যস্য নৈকার্থতা॥

মাতু বাক্য নৈকার্থতা ঐছে নিরূপয়। একার্থ বাক্যভঙ্গিতে প্রয়োগ না হয়॥ ধাতু মাতু লক্ষণ পূর্ব্বেই জানাইল। সুগম প্রকার তেঞি বিস্তার নহিল॥

রাগ সুরম্যতা মাহ॥

রাগ সুরম্যতা ব্যক্ত বহু দুঃখ নাশে। কর্ণ প্রিয় আদি

গুণ রাগজ্ঞ প্রকাশে ॥

তথাহি ॥

কর্ণপ্রিয়ং যতিস্থং স্যাত্ত্ব্যঙ্গ্যযুক্তং সুখাবহং।
মন্ত্র মধ্যম তারাঢ্যং রাগ রম্যন্ত্ব মীহিতং ॥

গমক-মাহ ॥

স্বরের কম্পন হয় গমক স্বরূপ। শ্রোতাগণ-চিত্তে অতি উপজয় সুখ ॥ গমকের ভেদ পঞ্চদশ পরকার। তিরিপাদি ক্রমে সব লক্ষণ প্রচার ॥

তথাহি ॥

স্বরস্য কম্পো গমকঃ শ্রোতৃ চিত্ত সুখাবহঃ।
তস্য প্রভেদ স্তিরিপঃ স্ফুরিতঃ কম্পিত স্তথা ॥
নীল আন্দোলিত বলি ত্রিভিন্ন কুবলাহতাঃ।
উম্নামিতঃ প্লাবিতশ্চ হুঙ্কতো মুদ্রিত স্তথা ॥
নামিতো মিশ্রিতঃ পঞ্চদশেতি পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥

এষাং লক্ষণ মাহ ॥

লঘিষ্ট ডমরু ধ্বনি কম্পানুকৃতিসুন্দরঃ।
দ্রুত তূর্য্যাংশ বেগেন তিরিপঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১ ॥
বেগে দ্রুত তৃতীয়াংশ নির্ম্মিতে স্ফুরিতো মতঃ ॥ ২ ॥
দ্রুতার্দ্ধমান গানেন কম্পিতং গমকং বিদুঃ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥
নীলস্তু দ্রুতবেগেনান্দোলিতো লঘুবেগতঃ ॥ ৫ ॥
বলি র্বিবিধ বক্রত্ব যুক্তো রাগবশাদ্ভবেৎ ॥ ৬ ॥
ত্রিভিন্নস্তু ত্রিভিঃ স্থানেষ্ববিশ্রান্ত ঘনস্বরঃ ॥ ৭ ॥
কুবলো বলিরেব স্যাৎ গ্রন্থিনঃ কণ্ঠকোমলঃ ॥ ৮ ॥
স্বর মগ্রিম মাহৃত্য নিবৃত্ত স্ত্বাহতো মতঃ ॥ ৯ ॥

উন্নামিতঃ স তু প্রোক্তো যঃ স্বরানুত্তরোত্তরান্ ॥ ১০॥
ক্রমাদ্গচ্ছেৎ, প্লাবিতস্তু প্লুতগানেন কম্পনং ॥ ১১॥
হৃদয়ঙ্গম হুঙ্কার গর্ব্বিতো হুঙ্কৃতো মতঃ ॥ ১২ ॥
মুখমুদ্রণ সম্ভূতো মুদ্রিতো গমকো ভবেৎ ॥ ১৩ ॥
স্বরাণাং নমনাদুক্তৌ নামিতো ধ্বনি বেদিভিঃ ॥ ১৪ ॥
এতেষাং মিলনান্মিশ্রস্তস্য স্যু র্ভূরয়ো ভিদাঃ ॥
নোক্তাঃ প্রয়োগানর্হত্বাদজ্ঞেয়ত্বাচ্চ তে ময়া ॥
এতদভ্যাস প্রকারস্তু ॥
মাঘ পৌষ নিশায়াস্তু শেষ প্রহর মাত্রকে।
সাধকঃ সলিলে স্থিত্বা গমকান্ সাধয়েদিমান্ ॥

পঞ্চদশ প্রকার গমক এই হয়। কেহ সপ্ত স্বরভেদে সপ্ত মত কয় ॥

তথাহি স্বরস্য কম্পো গমকঃ স্বরভেদাৎ স সপ্তধা ॥ ইতি ॥
সপ্ত স্বরভেদেন সপ্তপ্রকারো ভবতীত্যর্থঃ—
ইদন্তু নারদসংহিতায়াং দৃষ্টং ॥
অথার্থ নৈর্ম্মল্যং ॥

উচ্চারণে বাক্যের সকল বোধ হয়। অদোষ রসযুক্তার্থ নৈর্ম্মল্য কহয় ॥

তথাহি ॥
উচ্চারণেন বাক্যস্য সম্যগর্থাববোধনং।
সুখতা ঽদোষ রসযুগর্থ নৈর্ম্মল্য মেব তৎ ॥
তেন পাঠস্বরাণাঞ্চ বৈচিত্র্যেণ নিবেশনং।
পাঠস্বরান্তে তেনস্য প্রয়োগো নাদিতঃ ক্বচিৎ ॥ ইতি ॥

গুণাদির অভাবে যে দোষ হয় গীতে। তাহা কিছু

জানো, এ বিস্তারে গীতজ্ঞেতে॥ তালহীনে রোগ, ধাতু-হীনে ধন ক্ষয়। ধাতু মাতু পদ বিনা গীত রিপু হয়॥

তথাহি॥

তালহীনে কায়রোগো ধাতুহীনে ধন ক্ষয়ঃ।
ধাতু মাতু পদং যত্র নাস্তি তদ্গীতকং রিপুঃ॥

অথ গীত দোষমাহ॥

গীতে দোষ অনেক প্রকার কেহ কয়। কেহ অল্পে বাণী-স্খলনাদি নিরূপয়॥

তথাহি॥

গীতেষু দোষাঃ স্খলনাদি বাণ্যা-
স্তালাদ্যভাবেন নিবন্ধনঞ্চ।
স্যাদ্ধাতু মাত্বাদি হতিঃ কটূক্তী-
রসাদি হানি শ্রবণা প্রিয়ত্বং॥

ইত্যাদি দোষা গীতেষু বহবো যদি সন্ত্যপি।
নোক্তাস্তে চেদ্গ্রহস্তেষাং জ্ঞানে তত্তদ্বিলোক্যতাং॥ ইতি॥

গীত গায় যে জন গায়ক কহি তারে। গায়ক-লক্ষণ ব্যক্ত বিবিধ প্রকারে॥

গায়ক লক্ষণমাহ॥

গায়ক ত্রিবিধ উত্তম মধ্যম অধম। এ তিন লক্ষণ শাস্ত্রে কহয়ে সুগম॥

তথাহি।

গায়কস্তু ত্রিধা প্রোক্তো উত্তমো মধ্যমো ঽধমঃ।
মৃষ্টধ্বনিঃ সুশারীরো নানারাগপ্রভেদবিৎ॥
গ্রহ মান লয়োপেত স্তালজ্ঞো বিজিতশ্রমঃ।

ত্রিস্থান স্পর্শ গমকেষ্বনায়াস লসদ্গতিঃ।
প্রবন্ধ গানকুশলঃ সাবধান ক্রিয়াপরঃ।
আয়ত্তকণ্ঠ স্থায়িজ্ঞো নির্দ্দোষো ধারণান্বিতঃ।
উত্তমো মধ্যমঃ প্রোক্তো গুণৈঃ কতিপয়ৈরিতঃ॥
গুণযুক্তো ঽপি দোষাঢ্যো যস্তু সো ঽধম উচ্যতে॥

শিক্ষাকারাদিক আর পঞ্চ পরকার। শিক্ষায় নিপুণ-শিক্ষাকারাদি প্রচার॥

তথাহি॥

শিক্ষাকারো ঽনুকারশ্চ রসিকো ব্যঞ্জক স্তথা।
ভাবকশ্চেতি গীতজ্ঞাঃ পঞ্চধা গায়নং জগুঃ॥
অন্যূন শিক্ষণে দক্ষঃ শিক্ষাকারো মতঃ সতাং।
অনুকার ইতি প্রোক্তঃ পরভঙ্গ্যনুকারকঃ॥
রসাবিষ্টস্তু রসিকো রঞ্জকঃ শ্রোতৃরঞ্জকঃ।
গীতস্যাতিশয়াধানাদ্ভাবকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

গায়ক ত্রিবিধ আর কহে বিজ্ঞগণ। এক দ্বয় বহুত্ব এ সুগম লক্ষণ॥

তথাহি॥

একলো যমলো বৃন্দো গায়ক শ্চেতি স ত্রিধা।
এক এব তু যো গায়েদসাবেকলগায়নঃ॥
স দ্বিতীয়স্তু যমলঃ স বৃন্দো বৃন্দ গায়নঃ॥

গায়ক দোষমাহ॥

গায়কের দোষ হয় অনেক প্রকার। ভয় অব্যক্ত পদাদি শাস্ত্রে সুপ্রচার॥

তথাহি॥

ভীতো ঽব্যক্তপদঃ শিরোবিচলিতঃ ফুৎকারকো বিস্বরঃ

স্যাৎ সন্দষ্ট রদো নিমীল নয়নো গ্রামাব্যবস্থ স্তথা।
গায়ন্ বক্রগলঃ স্বরাল্প বহুলঃ স্যাদ্রাগ সংমিশ্রকঃ
কম্পাঙ্গো হ্নবধানকো বিরসকৃৎ কাকস্বরঃ সত্বরঃ॥
কাকঃ ক্রূররব ইত্যর্থঃ॥
কিঞ্চ॥
বিতালকো গীত তনু প্রসারকঃ
করালক চ্ছাগগলো হ্যব্যবস্থিতঃ।
উৎফুল্ল গণ্ড স্তনু নাসিকঃ স্যা-
দেবং হি দৃষ্টো কিল গায়নঃ স্যাৎ॥
সন্ত্যন্যে বহবো দোষা নোক্তা বিস্তরশঙ্কয়া।
গ্রন্থান্তরেভ্য স্তজ্‌জ্ঞেয়া অনুক্তা গুণদোষকাঃ॥

রাগ যকারাদি আর যতেক প্রকার। সঙ্গীতজ্ঞ গণ তাহা করিলা বিস্তার॥

অপ্রাকৃত এ গীতাদি নাহি দোষ লেশ। প্রসঙ্গে কহিল কিছু করিতে উদ্দেশ॥ গুণ দোষ রহিত কৃষ্ণ পুরুষ উত্তম। যে করয়ে লীলা সেই সর্ব্ব মনোরম॥ অলোক পুরুষ সেই লোকতুল্য লীলা। দেখিয়া শুনিয়া গলে তৃণ কাষ্ঠ শিলা॥ যে সে কোন রূপে তাহা যে করে বর্ণন। দুঃসঙ্গ বিমুক্ত হৈয়া পায় সে চরণ॥ ওহে শ্রীনিবাস কি কহিব রাসরঙ্গে। প্রকাশয়ে কৃষ্ণ সে সকল প্রিয়া সঙ্গে॥ নাদ শ্রুতি স্বরাদি যতেক পরকার। ভরতাদি মুনিও না পায় অন্ত যার॥

ব্রহ্মাদির পরম বিস্ময় জন্মে যাতে। হেন সে অদ্ভুত সব প্রকাশয়ে গীতে॥ সুসংস্কৃত নানা দেশ ভাষা গীতগণ। গায়েন সে সব রীতে করিয়া বর্ণন॥ ক্ষণে একা গায় ক্ষণে

রাধিকা সহিত। কে বর্ণিতে পারে সে দোঁহার গানরীত॥ ক্ষণে ললিতাদি সখীগণের সহিতে। গায়েন রাধিকাকৃষ্ণ অদ্ভুত ভঙ্গিতে॥ সে সকল কণ্ঠধ্বনি অমৃতের সার। তাহে নানা গমকের অদ্ভুত সঞ্চার॥ শুনিতে সে গান কেহো স্থির হৈতে নারে। উপমার স্থান নাই ভুবন ভিতরে॥ যৈছে গান তৈছে নানা বাদ্য মহাশ্চর্য্য। বাদ্যধ্বনি জগত্রয়ের হরে ধৈর্য্য॥

অথ বাদ্যমাহ॥

বাদ্যে গীত তাল শোভা বাদ্য চতুষ্টয়। তত আনদ্ধ শুষির ঘনাখ্যা শাস্ত্রে কয়॥ তত বীণাদি আনদ্ধ মুরজাদি হন। বংশ্যাদি শুষির কাংস্য তালাদিক ঘন॥

তথাহি॥

ন বাদ্যেন বিনা যস্মাদ্গীতং তালশ্চ শোভতে।
তস্মান্মাঙ্গল্য মস্মাভি র্বাদ্য মত্র নিগদ্যতে।
তত আনদ্ধ শুষির ঘনানীতি চতুর্ব্বিধং।
ততং বীণাদিকং বাদ্য মানদ্ধং মুরজাদিকং।
বংশ্যাদিকন্তু শুষিরং কাংশ্য তালাদিকং ঘনং॥

সঙ্গীত দামোদরে॥

ততং শুষির মানদ্ধং ঘন মিত্থং চতুর্ব্বিধং।
ততং তন্ত্রীগতং বাদ্যং বংশ্যাদ্যং শুষিরং তথা।
চর্ম্মাবনদ্ধ মানদ্ধং ঘনং তালাদিকং মতং॥

নাম মাত্র কিছু জানাইয়ে চতুষ্টয়ে। সঙ্গীতজ্ঞ বাদ্য লক্ষণাদি প্রকাশয়ে॥

ততং যথা॥

ততবাদ্য অলাবনী ব্রহ্মবীণা আর। কিন্নরী লঘু কিন্নরী আদি এ প্রচার॥

তথাহি সঙ্গীতদামোদরে॥

অলাবনী ব্রহ্মবীণা কিন্নরী লঘুকিন্নরী।
বিপঞ্চী বল্লকী জ্যেষ্ঠা চিত্রা ঘোষবতী জয়া॥
হস্তিকা কুব্জিকা কূর্ম্মা সারঙ্গী পরিবাদিনী॥
ত্রিশরী শততন্ত্রী চ নকুলৌষ্ঠা চ কংশরী।
ঔড়ম্বরী পিনাকী চ নিবন্ধঃ পুষ্কল স্তথা॥
গদাবারুণ হস্তশ্চ রুদ্রো হথ স্বরমণ্ডলঃ।
কবিলাসো মধুস্যন্দী ঘোণেত্যাদি ততং ভবেৎ॥

তথাচ॥

অপরা কচ্ছপী বীণা সৈব রূপবতী ক্বচিৎ॥

ইয়মেব রূপবতীত্যুচ্যত ইত্যর্থঃ॥

রুদ্রেতি রুদ্রবীণা॥

আনদ্ধং যথা॥

আনদ্ধ প্রভেদ জানো মর্দ্দলাখ্যা আর। মুরজ ঢক্কা পটহ আদি এ প্রচার॥

তথাহি॥

মর্দ্দলো মুরজ শ্চৈব ঢক্কা পটহ চাঙ্গবঃ।
পণবঃ কুণ্ডলী ভেরী ঘটবাদ্যঞ্চ বর্ঝরঃ॥
ডমরু ষ্টমকি র্মস্থো হুড়ুক্কা মড্ডুডিণ্ডিমৌ।
উপাঙ্গ দর্দ্দুরাবিত্যাদিক মানদ্ধ মীরিতং॥

আনদ্ধ মর্দ্দল শ্রেষ্ঠ মৃদঙ্গাখ্যা তার। কাষ্ঠ মৃত্তিকা নির্ম্মিত এ দ্বয় প্রকার॥ সর্ব্ব বাদ্যোত্তম এ মর্দ্দল সংযো-

গেতে। সর্ব্ব বাদ্য শোভা পায় বিদিত শাস্ত্রেতে॥ মৃদঙ্গে ব্রহ্মাদি দেব স্থিতি নিরন্তর। পরম মঙ্গলধ্বনি সর্ব্ব মনোহর॥

তথাহি সঙ্গীত দর্পণে॥

আনদ্ধে মর্দ্দল শ্রেষ্ঠেতি॥

সঙ্গীত দামোদরে॥

মৃত্তিকা নির্ম্মিতাশ্চৈব মৃদঙ্গাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
এবং মর্দ্দলকঃ প্রোক্তঃ সর্ব্ববাদ্যোত্তমোত্তমঃ॥
অস্য সংযোগ মাসাদ্য সর্ব্বং বাদ্যঞ্চ শোভতে॥

সঙ্গীত পারিজাতে॥

মধ্যদেশে মৃদঙ্গস্য ব্রহ্মা বসতি সর্ব্বদা।
যথা তিষ্ঠন্তি তল্লোকে দেবা অত্রাপি সংস্থিতাঃ॥
সর্ব্ব দেবময়ো যস্মান্মৃদঙ্গঃ সর্ব্বমঙ্গলঃ॥

মৃদঙ্গ নির্ম্মাণ বাদ্য ভেদাদি লক্ষণ। বিবিধ প্রকারে বর্ণে সঙ্গীতজ্ঞ গণ॥ বাদ্যোদ্ভব বর্ণ কেহো কহয়ে বিংশতি। কেহো কিছু কহে বর্ণ বিন্যাস সুরীতি॥

তথাহি পারিজাতে॥

উমাপতি প্রণীতাস্তে পাঠবর্ণাশ্চ বিংশতিঃ॥ ইত্যাদয়ঃ॥

মৃদঙ্গ বাদকের লক্ষণ বহু হয়। ধীর বাদ্য বিশারদাদিক কেহো কয়॥

তথাহি॥

ধীরো বাদ্য বিশারদঃ প্রবচনঃ পাঠাক্ষর ব্যঞ্জক-
স্তালাভ্যাস রতঃ সমস্ত গমক প্রৌঢ় প্রকাশ ক্ষমঃ।
নানা বাদ্য বিবর্ত্ত নর্ত্তন পটুঃ সভ্যস্থ গীত ক্রমঃ

সন্তুষ্টৌ মুখবাদকৌ দ্রুতকরো মার্দ্দঙ্গিকঃ কীর্ত্তিতঃ ॥

এ সকল বিস্তারিল সঙ্গীতজ্ঞ গণ। শুষির বাদ্য প্রভেদ অতি রসায়ন ॥

অথ শুষিরং ॥

শুষির বাদ্য প্রভেদ নানা নিরূপয়। বংশী পাবী মধুরী তিত্তিরী শঙ্খাদয় ॥

তথাহি ॥

বংশো হথ পাবী মধুরী তিত্তিরী শঙ্খ কোহলাঃ।
ডোড়হী মুরলী বুক্কা শৃঙ্গিকা স্বরনাভয়ঃ ॥
শৃঙ্গলাপিক বংশশ্চ চর্ম্মবংশ স্তথা পরঃ।
এতে শুষির ভেদাস্তু কথিতাঃ পূর্ব্বসূরিভিঃ ॥

বংশাখ্য লক্ষণ শাস্ত্রে বহুবিধ হয়। মঞ্জুল সরল পর্ব্ব দোষ হীনাদয় ॥

তথাহি ॥

মঞ্জুলঃ সরলশ্চৈব পর্ব্ব দোষ বিবর্জ্জিতঃ।
বৈণবং খদিরো হপি স্যাদ্রক্ত চন্দনজো হথ বা ॥
বৈণবো বংশ ইত্যর্থঃ ॥
শ্রীখণ্ডজো হথ সৌবর্ণো দন্তি দন্ত ময়ো হথ বা।
কনিষ্ঠাঙ্গুলি তুল্যেন গর্ভরন্ধ্রেণ সো হন্বিতঃ॥ ইত্যাদয়ঃ॥

বংশিকা প্রমাণ হয় ষড়ঙ্গুল হৈতে। অষ্টাদশাঙ্গুল পর্য্যন্ত এ শাস্ত্র মতে ॥

তথাহি ॥

পঞ্চাঙ্গুলো হয়ং বংশঃ স্যাৎ একৈকাঙ্গুল বর্দ্ধিতঃ।
ষড়ঙ্গুলাদি নাম্না স্যাদযাবদষ্টাদশাঙ্গুলং ॥

অঙ্গুলী ন্যূনেতে বংশীনাম বহু হয়। মহানন্দাদি প্রশস্ত শাস্ত্রে নিরূপয় ॥

তথাহি ॥

মহানন্দ স্তথা নন্দো বিজয়স্তু জয় স্তথা।
চত্বার উত্তমা বংশা মতঙ্গ মুনি সম্মতাঃ ॥
দশাঙ্গুলো মহানন্দো নন্দ একাদশাঙ্গুলঃ।
দ্বাদশাঙ্গুল মানস্তু বিজয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
চতুর্দ্দশাঙ্গুলমিতো জয় ইত্যভিধীয়তে ॥

বংশী গুণ দোষাদি প্রকাশে বিজ্ঞগণ। এ সব প্রচার জানাইয়ে বাদ্য ঘন ॥

অথ ঘনং ॥

ঘনবাদ্যে করতাল কাংশ্য বল আর। জয় ঘণ্টা সুক্তি কাদি বিবিধ প্রকার ॥

তথাহি ॥

করতালঃ কাংশ্যবলো জয় ঘণ্টাথ সুক্তিকঃ।
কম্পকা ঘটবাদ্যঞ্চ ঘণ্টাতোদ্যঞ্চ ঘর্ঘরং ॥
ঝঞ্ঝা তালশ্চ মঞ্জীরঃ কর্ত্তু র্যঙ্গুর এবচ।
দ্বাদশৈতে মুনীন্দ্রেণ কথিতা ঘন সংজ্ঞকাঃ ॥

করতালাদি লক্ষণ শাস্ত্রেতে প্রচার। ততাদিক বাদ্যে দেবাদির অধিকার ॥

তথাহি ॥

ততং বাদ্যঞ্চ দেবানাং গন্ধর্ব্বাণাঞ্চ শৌষিরং।
আনদ্ধং রাক্ষসানাঞ্চ মানবানাং ঘনং বিদুঃ ॥

এ সব বাদ্যের মহা সৌভাগ্য উদয়। শ্রীরাসমণ্ডলে

হৈল শোভা অতিশয়॥ ওহে শ্রীনিবাস রাসে কি অদ্ভুত রীত। বায় নানা বাদ্য যাতে ব্রহ্মাদি মোহিত॥ সর্ব্ব বাদ্য বিশারদ ব্রজেন্দ্র তনয়। প্রেয়সী—বেষ্টিত কোটি কন্দর্প মোহয়॥ বাজায়েন বংশী কি বা অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে। ত্রিজগতে শোভার উপমা নাই দিতে॥ মন্ত্র মধ্য তারে স্বরালাপ মনোহর। বংশীধ্বনি শ্রবণে বিহ্বল মহেশ্বর॥ ভুবন মোহিনী রাধা রসের মুরতি। বাজায়েন অলাবনী যন্ত্র শুদ্ধ রীতি॥ ষড়্‌জ আর মধ্যম গান্ধার গ্রাম ত্রয়। যৈছে গানে ব্যক্ত তৈছে বাদ্য প্রকাশয়॥ ললিতা কৌতুকে বাজায়েন ব্রহ্মবীণা। শ্রুতি আদি বাদ্যে প্রকাশিতে যে প্রবীণা॥ বিশাখা সুন্দরী মহা মধুর ভঙ্গিতে। বাজায় কচ্ছপী বীণা নানা ভেদ মতে॥ রুদ্র বীণা বাজায়েন সুচিত্রা সুন্দরী। স্বর জাতি প্রভেদ প্রকাশে ভঙ্গি করি॥ বিপঞ্চী বাজান রঙ্গে চম্পক লতিকা। মূর্চ্ছনা তালাদি প্রকাশেন সর্ব্বাধিকা॥ রঙ্গদেবী বাজায়েন যন্ত্রক বিলাস। তাহা কি অদ্ভুত গমকের পরকাশ॥ সুদেবী সুন্দরী রঙ্গে সারঙ্গী বাজায়। নানা রাগ-প্রভেদ প্রবন্ধ ব্যক্ত তায়॥ বাজান কিন্নরী তুঙ্গবিদ্যা কুতূহলে। করয়ে অমৃত বৃষ্টি শ্রীরাসমণ্ডলে॥ ইন্দুলেখা রঙ্গেশ্বর মণ্ডল বাজায়। স্বরের প্রভেদ ব্যক্ত করয়ে হেলায়॥ শ্রীরাধিকা সখীসমূহের গণ যত। সবে সর্ব্ব প্রকারে সকল বাদ্যে রত॥ কেহ বায় মর্দ্দল মাদক সর্ব্ব মতে। প্রকাশে অদ্ভুত তাল অশ্রুত জগতে॥ কেহো কেহো মুরজ উপাঙ্গ বাদ্য বায়। যাহার শ্রবণে ধৈর্য্য না রহে হিয়ায়॥ কেহো বায় ডমরু পরম চাতুর্য্যেতে। শিব প্রিয় ডমরু এ বিদিত জগতে॥

তথাহি সঙ্গীতপারিজাতে ॥

দ্বিমুষ্টি র্ডমরু র্জ্ঞেয়ো দ্বিমুখো মধ্য সূক্ষ্মকঃ।
তদাস্যং মুষ্টিমানেন সূক্ষ্মেণ চর্ম্মণা যুতঃ ॥
তত্র সংলগ্ন সূত্রস্থ গ্রন্থিভ্যাং বাদ্যতে চ সঃ।
উমাপতেঃ করে নিত্যং বাদ্য মেতৎ সুশোভতে ॥

কেহো কেহো করতালাদিক বাদ্য বায়। শ্রীরাসমণ্ডল ব্যাপ্ত বাদ্যের ঘটায় ॥ শ্রীরাধিকা সখীসমূহের গণ হত। নানা বাদ্য যুক্তে শোভা কে কহিবে কত ॥ সর্ব্ব বাদ্যধ্বনি কি অদ্ভুত এক মেলে। সুধা বৃষ্টি করে যেন শ্রীরাসমণ্ডলে ॥ শ্রীবৃন্দাদেবীর অতি আনন্দ অন্তর। যোগান অদ্ভুত বাদ্য শাস্ত্র অগোচর ॥ রাই কানু নিমগ্ন হইয়া বাদ্য রসে। করয়ে নর্ত্তন অতি মনের উল্লাসে ॥ ললিতাদি সখীর আনন্দ যথোচিত। করয়ে নর্ত্তন ভেদ জানাই কিঞ্চিৎ ॥

অথ নৃত্যমাহ ॥

নর্ত্তন ক্রমেতে নাট্য নৃত্য নৃত্যত্রয়। বেদোদ্ভব এ তিন নৃত্যজ্ঞ নিরূপয় ॥

নর্ত্তনং ত্রিবিধং নাট্যং নৃত্য নৃত্য মিতি ক্রমাৎ ॥

তত্র নাট্যং যথা ॥

যে লোক স্বভাবাবস্থা ভেদ সুপ্রকার। সে নাট্য অঙ্গাভিনয় যুক্ত এ প্রকার ॥

তথাহি ॥

যোঽয়ং স্বভাবো লোকস্য নানাবস্থান্তরাত্মকঃ।
সো ঽঙ্গাভিনয়ৈর্ যুক্তো নাট্য মিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥

অপরঞ্চ ॥

নাটকস্থিত বাক্যার্থ পদার্থাভিনয়াত্মকং।
তত্রাদ্যং ভরতেনোক্তং রসভাব সমন্বিতং॥
নাটকাদিষু তন্নূন মুপযুক্তং মুনীশ্বরৈঃ॥
অথ নৃত্যং॥

দেশ রীতি প্রতীত যে তালাদি আশ্রিত। সে নৃত্যবিলাস অঙ্গ বিক্ষেপ বিদিত॥

তথাহি॥
দেশরীত্যা প্রতীতো য স্তাল মানলয়াশ্রিতঃ।
সবিলাসাঙ্গ বিক্ষেপো নৃত্য মিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥
বিলাসো যথা॥
নায়কালোকনাদৌ তু বিশেষো হি ক্রিয়াসু যঃ।
শৃঙ্গার চেষ্টা সহিতো বিলাসঃ স নিগদ্যতে॥
নৃত্য মাহ॥

নৃত্যাখ্য লক্ষণ সর্ব্বাভিনয় বর্জ্জিত। অঙ্গের বিক্ষেপ মাত্রাদিক এ বিদিত॥

তথাহি॥
গাত্র বিক্ষেপ মাত্রস্তু সর্ব্বাভিনয় বর্জ্জিতঃ।
আঙ্গিকোক্ত প্রকারেণ নৃত্যং নৃত্যবিদো বিদুঃ॥ ইতি॥

নাট্য নৃত্য নৃত্যত্রয় হয় দ্বিপ্রকার। মার্গ দেশী ভেদ ইহা শাস্ত্রে সুপ্রচার॥

তথাহি॥
এতত্ত্রয়ং দ্বিধা প্রোক্তং মার্গদেশীতি ভেদতঃ॥
তত্র মার্গমাহ॥
ব্রহ্মাদ্যৈ র্মার্গিতং শম্ভোঃ প্রযুক্তং ভরতাদিভিঃ।

গান্ধর্ব্বং বাদনং নৃত্যং যৎ স মার্গ ইতি স্মৃতঃ ॥

মার্গিতং মিতি প্রার্থিত মিত্যর্থঃ ॥

দেশীমাহ ॥

দেশে দেশে নৃপাদীনাং যদাহ্লাদকরং নরং।

গানং বাদ্যং তথানৃত্যং তদ্দেশীত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥

মার্গ নাট্য বিংশতি কোহলে নিরূপয়। নাটক প্রকরণ ভাণ প্রহসনাদয় ॥ কেহ কহে মার্গ নাট্য দশ পরকার। নাটিকা প্রাকরণিকাদিক এ প্রচার ॥ দস্তিনাদি দেশী নাট্য ষোড়শ কহয়। ষট্টক ত্রোটক গোষ্ঠী বৃন্দকাখ্যাদয় ॥ ঐছে নানাপ্রকার নাট্যাঙ্গ মনোহিত। এথা দিগ্ দর্শাইনু শাস্ত্রে সুবিদিত ॥ নৃত্য নৃত্য দ্বয়েতে তাণ্ডব লাস্যদ্বয়। কহয়ে নৃত্যজ্ঞ যাতে সর্ব্ব সুখোদয় ॥

তথাহি ॥

তাণ্ডবং লাস্য মিত্যেতদ্দ্বয়ং দ্বেধা নিগদ্যতে।

দ্বয়ং নৃত্যং নৃত্তঞ্চেত্যর্থঃ ॥

তাণ্ডব উদ্ধত প্রায়াদিক নৃত্য হয়। পুরুষ স্ত্রী দ্বয়ে এ তাণ্ডব লাস্য দ্বয় ॥

তথাহি ॥

তাণ্ডুক্ত মুদ্ধতপ্রায়ং প্রয়োগং তাণ্ডবং বিদুঃ ॥

তণ্ডুর্নাম শম্ভো র্গণ বিশেষ ইত্যর্থঃ ॥

নারদ সংহিতায়াং ॥

পুং নৃত্যং তাণ্ডবং প্রোক্তং

স্ত্রীনৃত্যং লাস্য মুচ্যতে ॥ ইতি ॥

তাণ্ডব দ্বিবিধ প্রেরণী তাণ্ডব আর। বহু রূপ তাবণ্ড এ

সুগম প্রচার ॥

তথাহি ॥

প্রেরণী বহুরূপং চেত্যেবং স্যাত্তাণ্ডবং দ্বিধা ॥

তত্র প্রেরণী যথা ॥

অঙ্গবিক্ষেপ বাহুল্যং তথাভিনয় শূন্যতা।

যত্র সা প্রেরণী প্রোক্তা সংজ্ঞা দেশীতি লোকতঃ ॥

বহুরূপং যথা দামোদরে ॥

ছেদনং ভেদনং যত্র বহুরূপা মুখাবলী।

তাণ্ডবং বহুরূপঞ্চ তদ্বাণীগত মুদ্ধতং ॥

প্রেরণী বহুরূপ অন্যত্র বিস্তারিত। লাস্য কন্দর্প বর্দ্ধন শাস্ত্রে সুবিদিত ॥

লাস্যমাহ ॥

লাস্য নৃত্য দ্বিবিধ স্ফুরিত লাস্য আর। যৌবত লাস্য এ দ্বয় সর্ব্বপ্রচার ॥

তথাহি লাস্যং তু সুকুমারাঙ্গং মকরধ্বজ বর্দ্ধনং।

স্ফুরিতং যৌবতঞ্চেতি তদপি দ্বিবিধং মতং ॥

স্ফুরিতমাহ ॥

যত্রাদ্যে হ্ভিনয়ে ভাবৈ রসৈ রাশ্লেষ চুম্বনৈঃ।

নায়িকা নায়কো যত্র নৃত্যতঃ স্ফুরিতং হি তৎ ॥

আদ্যে প্রধানে রসৈ রসজনকৈ র্ভাবৈ শ্চেষ্টিতৈ রিত্যর্থঃ ॥

আশ্লেষ আলিঙ্গন মিত্যর্থঃ ॥

যৌবত লাস্যমাহ ॥

মধুরাবদ্ধলীলাভি র্নটীভি র্যত্র নৃত্যতে।

বশীকরণবিদ্যাভং তল্লাস্যং যৌবতং মতং ॥

অথ নৃত্যমাহ ॥

নৃত্যনাম মাত্র কহি ইথে ভেদ ত্রয়। বিষম বিকট লঘু শাস্ত্রে বিস্তারয় ॥

তথাহি ॥

নৃত্যঞ্চাপি ত্রিধা প্রোক্তং বিষমং বিকটং লঘু।
বিষমং তৎ সমুদ্দিষ্টং যদ্রজ্জুভ্রমণাদিকং ॥
বিরূপ বেশাবয়ব ব্যাপারং বিকটং মতং।
উপেতং করণৈ রল্পৈ রঞ্জিতাদ্যৈ লঘু স্মৃতং ॥

অঞ্জিতাদি করণ বিশেষঃ স চ বক্ষ্যতে কোহলোক্ত নৃত্য বিশেষাড়ম্বিকা ভাণিকাদয় স্তূক্তা এব ॥

ওহে শ্রীনিবাস নর্ত্তনের নানা গতি। সম্যক্ কহিবে, ঐছে কাহার শকতি ॥ শ্রীরাসমণ্ডলে কৃষ্ণ রসিকশেখর। প্রকাশে নর্ত্তন শিব ব্রহ্মা অগোচর ॥ কৃষ্ণের অদ্ভুত নৃত্যে কে বা ধৈর্য্য ধরে। সখীসহ রাই ভাসে সুখের সায়রে ॥ পরস্পর নৃত্যে মহাকৌতুক বাঢ়য়। পরম আশ্চর্য্য সে অঙ্গের অভিনয় ॥

অথাঙ্গাভিনয়ঃ ॥

অঙ্গ অভিনয় ত্রিধা অঙ্গোপাঙ্গ আর। প্রত্যঙ্গ এ তিনে ভেদ অনেক প্রকার ॥

তথাহি

তত্রাঙ্গানা মুপাঙ্গানাং প্রত্যঙ্গানাং নিরূপণং।
যথামতীহ ক্রিয়তে শার্ঙ্গদেবাদি সম্মতং ॥

অঙ্গ অভিনয় শির অংশ কহি আর। উরঃ পার্শ্ব হস্ত কটি পদ এ প্রচার ॥

তথাহি ॥

সপ্তাঙ্গানি শিরো হংসোরঃ পার্শ্বহস্ত কটী পদং ॥

প্রত্যঙ্গ জানহ নয় প্রকার সুন্দর। গ্রীবা বাহু অংশ মণিবন্ধ পৃষ্ঠোদর ॥ উরু আর জঙ্ঘা জানু ভূষণ এ নয়। প্রত্যঙ্গাভিনয়ে নৃত্য বিজ্ঞ নিরূপয় ॥

তথাহি ॥

প্রত্যঙ্গানি নব গ্রীবা বাহ্বংস মণিবন্ধকৌ ।

পৃষ্ঠোদরোরু জঙ্ঘাশ্চ জানুনী ভূষণানি চ ॥

উপাঙ্গ দ্বাদশ অভিনয় সুপ্রকার। মূৰ্দ্ধ দৃক্ তারা ভ্রূকুটী মুখাদি প্রচার ॥

তথাহি ॥

দ্বাদশোপাঙ্গানি মূর্দ্ধ্নো দৃক্ তারা ভ্রূকুটী মুখং ।

নাসে নিশ্বাস চিবুকে জিহ্বা গণ্ড রদাধরান্ ।

মুখরাগ মুপাঙ্গেষু শার্ঙ্গদেবো গৃহীতবান্ ॥

কেহো কহে ষড়ঙ্গ প্রত্যঙ্গ দশ হয়। ত্রয়োবিংশতি প্রকার উপাঙ্গাভিনয় ॥ এ সব বিস্তার অঙ্গ প্রধান ইহাতে। কিছু জানাইয়ে সর্ব্বচিত্ত কর্ষে যাতে ॥

তথাহি ॥

তত্রাঙ্গানাং প্রধানত্বাৎ তান্যুচ্যন্তে সমাসতঃ ॥

তত্রাদৌ শির আহ ॥

শিরঃকর্ম্ম ধূত বিধূত আধুত আর। অবধূত আদি চতুর্দ্দশ পরকার ॥

তথাহি ॥

ধূতং বিধূত মাধূত মবধূতঞ্চ কম্পিতং ।

আকম্পিতোদ্বাহিতে চ পরিবাহিত মঞ্চিতং ॥
নিকুঞ্চিতং পরাবৃত্ত মুৎক্ষিপ্তাধোমুখে তথা।
লোলিতঞ্চেতি বিজ্ঞেয়ং চতুর্দ্দশ বিধং শিরঃ ॥
আকম্পিত মিতি ঈষৎ-কম্পিত মিত্যর্থঃ ॥

তত্র ধূতং ॥

ক্রমে অল্প বক্র শিরঃকম্প ধূত হয়। বিষাদ বিস্ময়াদিকে ধূত নিরূপয় ॥

তথাহি ॥

ক্রমেণ শনকৈ স্তির্য্যক্ ধূত মুক্তং ধুতং শিরঃ ॥
প্রতিষেধে হ্লিপ্সিতে চ বিষাদে বিস্ময়ে ভবেৎ ॥

বিধূতাদি লক্ষণ জানহ এই মত। অংশ অভিনয় ঐছে ব্যক্ত সুসম্মত ॥

অথাংসৌ ॥

অংশ পঞ্চ এক লগ্ন উচ্চ কর্ণ আর। উচ্ছ্রিত স্রস্ত লোলিত লক্ষণ প্রচার ॥

তথাহি ॥

একোচ্চৌ লগ্নকর্ণৌ চোচ্ছ্রিতৌ স্রস্তৌ চ লোলিতৌ।
ইত্যুক্তৌ পঞ্চধাস্কন্ধৌ নাম্নৈব ব্যক্ত লক্ষণৌ ॥

একোচ্চাভিনয় মুষ্টি কুন্ত প্রহারেতে। ঐছে কর্ণ লগ্নাদির লক্ষণ শাস্ত্রেতে ॥

তথাহি ॥

একোচ্চৌ কথিতৌ স্কন্ধৌ মুষ্টি কুন্ত প্রহারয়োঃ।
আশ্লেষে শিশিরে চাংসৌ কর্ণলগ্নৌ সতাং মতৌ ॥
উচ্ছ্রিতৌ হর্ষ গর্ব্বাদৌ স্রস্তৌ দুঃখে শ্রমে মদে।

মূর্চ্ছায়াং চাথ কর্ত্তব্যৌ লোলিতৌ বিটনর্ত্তনে ॥
বিট নর্ত্তনে জার পুরুষ নর্ত্তন ইত্যর্থঃ ।
নৃত্যৈস্তু গদিতৌ হাস্তে হুড্ডুকা বাদ্য বাদনে ॥
ইত্যংসৌ পঞ্চধা ॥

অথ উরঃ ॥

বক্ষ অভিনয় পঞ্চ সমাভুগ্ন আর । নির্ভুগ্ন কম্পিতোদ্বাহিত এ প্রচার ॥

তথাহি ॥

স্যাদ্বক্ষঃ সম মাভুগ্নং নির্ভুগ্নঞ্চ প্রকম্পিতং ।
উদ্বাহিতং পঞ্চধেতি তেষাং লক্ষাভিদধ্মহে ॥

তত্র সমং ॥

বক্ষ সৌষ্ঠবাদি জান সম অভিনয় । আভুগ্নাদি লক্ষণ শাস্ত্রজ্ঞ নিরূপয় ॥

তথাহি ॥

সৌষ্ঠবাধিষ্ঠিতং বক্ষ শ্চতুরস্রাঙ্গ সংশ্রয়ং ।
প্রকৃতিস্থং সমং প্রাহুঃ স্বভাবাভিনয়ে সমং ॥ ইত্যাদয়ঃ ॥

অথ পার্শ্বং ॥

পার্শ্ব বিবর্ত্তিত অপসৃত প্রসারিত । নত উন্নত এ-পঞ্চ লক্ষণ বিদিত ॥

তথাহি ॥

বিবর্ত্তিতং চাপসৃতং প্রসারিত মথো নতং ।
উন্নতং চেতি সংচক্ষুঃ পার্শ্বং পঞ্চবিধং বুধাঃ ॥
বিবর্ত্তনাত্রিকস্য স্যাৎ পরাবৃত্তে বিবর্ত্তিতং ॥ ইত্যাদয়ঃ । ত্রিকস্য পৃষ্ঠদেশস্য ইত্যর্থঃ ॥ পৃষ্ঠ বংশাধরে ত্রিকং ॥ ইতি ॥

অথ হস্তঃ ॥

হস্ত অভিনয় ত্রিধা সংযুতাখ্যা আর। অসংযুতা নৃত্য হস্তা এ ত্রয় প্রচার ॥

তথাহি ॥

অসংযুতা সংযুতাশ্চ নৃত্য হস্তা ইতি ত্রিধা।
হস্তকাঃ কথিতা স্তজ্ঞৈঃ সামান্যা নৃত্যভেদতঃ ॥

এক হস্তে অভিনয় কর্ম্ম অসংযুতা। হস্তদ্বয়ে কর্ম্ম যে সে হয়েন সংযুতা ॥ নৃত্য মাত্রস্থিত কিছু বস্তু না প্রচারে। অঙ্গ হাব সহ নৃত্য হস্তা কহে তারে ॥

তথাহি ॥

হস্তেনৈকেন কর্ম্মাণি যেষাং তে স্যু রসংযুতাঃ।
যেষাং হস্তদ্বয়েনৈব কর্ম্ম তে স্যু স্তু সংযুতাঃ ॥
নৃত্য মাত্র স্থিতা যে তু ন কিঞ্চিদ্বস্তু বাচিনঃ।
অঙ্গ হাবেন সহিতা নৃত্যহস্তা স্তু তে মতাঃ ॥

হস্তের সঞ্চার ত্রিধা নৃত্যজ্ঞ কহয়। উত্তান পার্শ্বগ অধোমুখ এই ত্রয় ॥

তথাহি ॥

উত্তানঃ পার্শ্বগশ্চৈব তথাধোমুখ এব চ।
হস্ত সঞ্চার স্ত্রিবিধা ভরতেন * প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

কেহো কহে পঞ্চদশ ইহাও মানিয়ে। ক্রম প্রাপ্ত মতে অসংযুত জানাইয়ে ॥

অসংযুতমাহ ॥

অসংযুতা হস্তক পতাকা কহি আর। ত্রিপতাকা দিক

---

*। নাট্যশাস্ত্রাণাং সূত্রকারো ভরতঃ।

চতুর্ব্বিংশতি প্রকার॥ ইহাতে অধিক কেহ কহে চতুষ্টয়। কেহ কহে ত্রিংশত এ সুসম্মত হয়॥ অসংযুতা অর্থবশে সংযুতা প্রমাণ। এ সব বিস্তারি নিরূপয়ে বিদ্যাবান্॥

তথাহি॥

পতাকস্ত্রিপতাকো ঽর্দ্ধচন্দ্রাখ্যঃ কর্ত্তরীমুখঃ।
অরাল মুষ্টি শিখর কপিত্থ খটকা মুখাঃ॥
শুকতুণ্ডঃ কাঙ্গুলশ্চ পদ্মকোষো ঽথ পল্লবঃ।
সূচীমুখঃ সর্পশিরাশ্চতুরো মৃগশীর্ষকঃ॥
হংসাস্যো হংসপক্ষশ্চ ভ্রমরো মুকুল স্তথা।
ঊর্ণনাভশ্চ সংদংশ স্তাম্রচূড়ো ঽপরঃ কবিঃ॥
অমী অসংযুতা হস্তা শ্চতুর্ব্বিংশতি রীরিতাঃ।
উপধানঃ সিংহমুখঃ কদম্বশ্চ নিকুঞ্জকঃ॥
অসংযুতেষু চতুরো ঽধিকানেতান্ পরে জগুঃ।
ত্রিংশদ্দামোদরেণোক্তা অমী হস্তা অসংযুতাঃ॥
অসংযুতা অর্থবশাদেতে স্যুঃ সংযুতা অপি॥

এ সকল হস্তকের লক্ষণ প্রকার। যে বিষয়ে প্রয়োগ তা শাস্ত্রেতে প্রচার॥ হস্তক লক্ষণ অতি বিস্তারিত হয়। এথা দর্শাইয়ে দিশা যৈছে অভিনয়॥

পতাকামাহ॥

অঙ্গুষ্ঠ বক্রতা তর্জ্জনী মূল সমাশ্রিত। আর সর্ব্বাঙ্গুল সোঝা পতাকা বিদিত॥

তথাহি॥

অঙ্গুষ্ঠো যস্য বক্রঃ সন্ তর্জ্জনী মূল সংশ্রিতঃ।
ঋজবো ঽঙ্গুলয়ঃ শ্লিষ্টাঃ স পতাক ইতি স্মৃতঃ॥

পতাকাভিনয় স্পর্শাদিক বহু স্থানে। ইহা নানা প্রকারেতে নৃত্যজ্ঞ বাখানে॥

তথাহি॥

এষ স্পর্শে চ পেটে চ পতাকা তালিকাদিযু।
জ্বালাস্বর্দ্ধ গতাস্তস্যাঙ্গুল্যঃ প্রবিরলা শ্চলাঃ॥
ধারাস্বধোগতা পক্ষি পক্ষে তস্য কটিস্থিতিঃ।
ঊর্দ্ধং গচ্ছন্নুচ্ছ্রিতেষু পুষ্করে গ্রহণে ত্বধঃ॥
ঊর্দ্ধং গচ্ছন্ কটি ক্ষেত্রাৎ উৎক্ষেপাভিনয়ে করঃ।
কটি ক্ষেত্রাৎ কটি স্থান ইত্যর্থঃ॥
আভিমুখ্যে মুখ ক্ষেত্র মাগচ্ছন্নিজ পার্শ্বতঃ।
কম্প্রঃ পার্শ্বে নিষেধে চ পার্শ্বে বিভজনে পৃথক্॥
পতাকং চ শনৈ র্ঘর্ষোন্মর্দ্দনে মার্জ্জনে তথা।
শিলাদি স্থূল বস্তূনাং ধারণোৎপাটনাদিষু॥
উচ্ছ্রিতো বিচ্যুতৌ কার্য্যাবেতাবন্যোন্যসম্মুখৌ।
উচ্ছ্রিতৌ উচ্চগতৌ ইত্যর্থঃ।
অধোগতোচ্ছ্রিত তলাঙ্গুলি র্ব্বায়ূর্ম্মিবেগয়োঃ।
সরঃ পল্লল নির্দ্দেশে স্বস্তিকীভূয় বিচ্যুতা।
সরঃপল্ললঃ ক্ষুদ্রপুষ্করিণীত্যর্থঃ।
কার্য্যোপতাকো বিশ্লিষ্য স্বস্তিকাকারতাং গতৌ॥
ছেদনে গোপনাদর্শ বাচন প্রোঞ্ছনেষু চ।
প্রোঞ্ছনে পোঁছনে ইতি ভাষা ইত্যর্থঃ।
অধো মুখোত্তাল তলৌ হস্তৌ কিঞ্চিৎ প্রসারিতৌ॥
কৃত্বা প্রদর্শয়েদ্বেলাং বিলং গ্রাহং গৃহং গুহাং।

যদ্যপি নির্ব্বিশেষেন হস্ত প্রয়োগা উক্তাতথাপি লোকপ্রযুক্তি মনু সৃত্যেব প্রয়োজ্যং॥

তদুক্তং ॥

লোক প্রয়োগ মুদ্বীক্ষ্য নাট্যাঙ্গ মুপজীব্য চ।
তত্তচ্চেষ্টানুসারেণ হস্তকান্ সংপ্রযোজয়েৎ ॥
ঘর্ষণচ্ছেদনাদর্শ বিভাগাদো স্ফুটং হি তৎ ॥
ইতি পতাকঃ ॥

ঐছে ত্রিপতাকাদি নৃত্যজ্ঞ নিরূপয়। ইথে যে কৌতুক তাহা অন্যে কি বুঝয় ॥

ইত্যসংযুত হস্তাঃ ॥

অথ ক্রমপ্রাপ্তং সংযুতমাহ ॥

সংযুত হস্তক ত্রয়োদশ নিরূপয়। অঞ্জলি কপোত কর্ক্কট স্বস্তিকাদয় ॥

তথাহি ॥

অঞ্জলিশ্চ কপোতশ্চ কর্ক্কটঃ স্বস্তিক স্তথা।
দোল পুষ্প পুটোৎসঙ্গ খটকা বর্দ্ধমানকঃ ॥
গজদন্ত শ্চাবহিত্থো নিবধো মকর স্তথা।
বর্দ্ধমানশ্চেতি হস্তাঃ সংযুতাঃ স্যু স্ত্রয়োদশ ॥
অত্রাঞ্জলিঃ ॥

পতাকা দ্বিহস্ত তল সংশ্লিষ্ট অঞ্জলি। দেবাদি নমস্কারাদি ক্রিয়াযুক্তাঙ্গুলি ॥

তথাহি ॥

পতাক হস্তৌ তলয়োঃ সংশ্লিষ্ট শ্চেত্তদাঞ্জলিঃ।
নমস্কারে দেবতানাং শিরঃস্থো হয় মুদীরিতঃ ॥
গুরুণাস্তু নমস্কারে মুখক্ষেত্রগতো ভবেৎ।
নমস্কারে তু বিপ্রাণাং হৃদিস্থঃ সদ্ভিরিষ্যতে ॥

অন্যেম্বনিয়মো জ্ঞেয়স্ত্রিভিঃ কার্য্যো যথেষ্টতঃ ॥

ইত্যঞ্জলিঃ ॥

কপোতাদি সংযুত লক্ষণ বহু হয়। বিবিধ প্রকার নৃত্য-বিজ্ঞ বিস্তারয় ॥

অথ নৃত্য হস্তাঃ ॥

নৃত্য হস্তা নৃত্য উপযোগি মাত্র হয়। এ ত্রিংশত প্রকার দ্বাত্রিংশ কেহো কয় ॥ চতুরস্র উদ্বৃত্তাদি ত্রিংশৎ প্রকার। এসভার লক্ষণাদি শাস্ত্রে সুপ্রচার ॥

তথাহি ॥

চতুরস্রাবথোদ্বৃত্তৌ হস্তৌ তেন মুখাভিধৌ ॥

ইত্যাদয়ঃ ॥

হস্তক অনন্ত বিজ্ঞে দিগ্ দর্শাইল। আর যে যে হস্তক প্রকারে বিস্তারিল ॥

তথাহি ॥

দিঙ্মাত্র দর্শনায়ৈতে ময়োক্তা হস্তকা ইমে।

আনন্ত্যাদভিনেয়ানাং সন্ত্যনন্তাঃ পরে করাঃ ॥

ইতি হস্তঃ ॥

অথ কটিমাহ ॥

কটি অভিনয় পঞ্চ কম্পিতোদ্বাহিত। ছিন্না বিবৃতা রেচিতা লক্ষণ বিদিত ॥

তথাহি ॥

কম্পিতোদ্বাহিতা চ্ছিন্না বিবৃতা রেচিতা তথা।

কটি পঞ্চবিধা প্রোক্তেতি ॥

অথ পদং ॥

পদ সম অঞ্চিত কুঞ্চিত সূচ্যাদয়। ত্রয়োদশ প্রকার নৃত্যজ্ঞ নিরূপয়॥

তথাহি॥

সমো ঽঞ্চিতঃ কুঞ্চিতশ্চ সূচ্যগ্রতল সঞ্চরঃ।
মর্দ্দিতোদ্ঘাটিতৌ চেত্যগ্রগঃ পার্শ্বগপার্ষ্ণিগৌ॥
তাড়িতোদ্ঘট্টিতোচ্ছেধ উদ্ঘাটিত ইতি ক্রমাৎ।
ত্রয়োদশবিধঃ প্রোক্ত শ্চরণো নৃত্যকোবিদৈঃ॥
স্বভাবেন স্থিতৌ পাদৌ সমঃ পাদো ঽভিধীয়তে॥

ইতি সপ্তাঙ্গানি॥

প্রত্যঙ্গ উপাঙ্গে অভিনয় যে প্রকার। নৃত্যজ্ঞ গণেতে তাহা করিল বিস্তার॥ আর যে যে নাট্য ক্রিয়া প্রচারিল ইথে। সে সকল বিস্তারিয়া নারি জানাইতে॥ ওহে শ্রীনিবাস রাসে ব্রজেন্দ্র তনয়। ব্রহ্মাদি দুর্জ্ঞেয় যাহা তাহা প্রকাশয়॥ অঙ্গ অভিনয়ের উপমা নাই দিতে। নানা ভাব প্রকাশয়ে অশেষ ভঙ্গিতে॥ শ্রীরাধিকা রাধিকার সখীগণ যত। প্রকাশয়ে ভঙ্গি তা কহিবে কে বা কত॥ পরম অদ্ভুত শোভা কহিল না হয়। সখীগণ মধ্যে রাই কানু বিলসয়॥ কহিতে কি দোঁহার মাধুর্য্য মনোহর। বিবিধ প্রকারেতে বর্ণয়ে বিজ্ঞবর॥

তথাহি গীতে॥ শ্রীকৃষ্ণস্য॥ যথা রাগঃ॥

রাস বিনোদিয়া শ্যামরায়। ভঙ্গিতে ভুবন মুরুছায়॥ দলিত অঞ্জন ঘন ঘটা। যিনি সুকোমল অঙ্গ ছটা॥ ময়ূরচন্দ্রিকা শিরে শোহে। যুবতি গণের মন মোহে॥ বিচিত্র তিলক চারু ভালে। কে না ভুলে অলক অরালে॥ দুটি

ভুরু কামের কামান। আঁখি কোণে শরের সন্ধান ॥ চঞ্চল কুণ্ডল শ্রুতি তটে। দোলয়ে মুকুতা নাসা পুটে ॥ বদন চন্দ্রমা চারি দেশে। বরিষে অমিয়া হাসি লেশে ॥ পরিসর বুকের মাধুরী। করয়ে ধৈরজ ধন চুরি ॥ গলে বিলসয়ে বন-মালা। হেরি হিয়া ধরে কি অবলা ? ॥ ভুজার বলনি প্রাণ হরে। জগত মাতায় কৃশোদরে ॥ বসন ভুষণ সাজে ভালি। উরু নিন্দে উলট কদলি * ॥ বাজয়ে নূপুর রাঙ্গা পায়। নরহরি নিছনি তাহায় ॥ ১ ॥

যথা রাগঃ ॥ অথ শ্রীরাধিকায়াঃ ॥

রাস বিলাসিনী রাই রাসে। সখী মাঝে বিলসে শ্যামের বাম পাশে ॥ আহা মরি রূপের কি ছটা। আলো করে জগ জিনি উপমার ঘটা ॥ বদনে চান্দের মদ নাশে। অমিয়া গরব হরে সুমধুর হাসে ॥ ভুরু দুটি ভ্রমরের পাঁতি। কমল-নয়ন কোণে ভঙ্গি নানা ভাঁতি ॥ নাসায় বেশর ভাল সাজে। কি নব সিন্দূর বিন্দু ললাটের মাঝে ॥ শ্রবণে তা-ড়ঙ্ক § মনোরমা। কনক দর্পণ নিন্দে গণ্ডের সুষমা ॥ বলয়া কঙ্কণ করে শোহে। কাঁচুলি অঞ্চিত কুচ কানু মন মোহে ॥ কিঙ্কিণী বলিত মাজা ক্ষীণ। পরিধেয় বিচিত্র বসন তনু লীন ॥ ললিত নিতম্ব উরুদেশ। যে গঢ়িল তার কি রহিল ধৃতি লেশ ॥ মণিময় নূপুর চরণে। নরহরি নিছনি সু নখের কিরণে ॥ ২ ॥

রাই কানু সখী সহ বিবিধ প্রকারে। শ্রীবৃন্দাদেবীর

---

*। কদলী বৃক্ষকে যদি মূল দেশ উপরে করা যায়, তাহার ন্যায় জানু।

§ তাড়ঙ্ক কর্ণভূষণ, কাণতাড়্কা।

মনোরথ পূর্ণ করে ॥ কিবা রঙ্গ উপজয়ে শ্রীরাসমণ্ডলে। মৃদঙ্গাদি নানা বাদ্য বাজে এক মিলে ॥ নাচয়ে রসিক-শিরোমণি শ্যাম রায়। কত সাধে সে নৃত্য মাধুরী কবি গায় ॥

গীত যথা ॥ রাগঃ কেদারঃ ॥

নৃত্যত ব্রজনাগর রস সাগর সুখধামা। ঝমকত মঞ্জীর চরণ, নানা গতি তাল ধারণ, ধৈরজ ভর হরণ, ভূরি ভঙ্গিম নিরুপামা ॥ ধ্রু ॥

ললনা কুল কৌতুক ধৃত, বিবিধ ভাঁতি হস্তক নত, মস্তক অভিনয় নব—শিখি পিঞ্ছ বলিত বামা। মঞ্জু বদন রদনচ্ছদ, নিরসই চন্দ্র অরুণ মদ,কুন্দ রদন দমকত,মধুরস্মিত জিত কামা ॥ চারুপাঠ উঘটত কত, ধা ধা ধিকি ধিকি তক তত, থৈ থৈ থৈ থো দি দৃমিকি, দৃমিকট দিদি দ্রামা। তাত্তা তক থোঙ্গ থোঙ্গ, থবি কুকু কুকুধা ধিলঙ্গ, ধিক্কট ধিধি কট ধিধি কট, ধিধি ধিল্লি লি লি ললামা ॥ কটি ভূষণ ধ্বনি রসাল, লম্বিত উর পুহপ মাল, দোলত অল-কালি ভাল, ভালয় অভিরামা। ঝলকত শ্রুতি কুণ্ডল মণি, চঞ্চল নব খঞ্জন জিনি, কঞ্জনয়ন চাহনি, নিরমঞ্জন ঘন-শ্যামা ॥ ১ ॥

পুনঃ ॥ কেদারঃ ॥

শ্যামরসময় রাসমণ্ডল মধ্য লসত সু ভঙ্গিতে। ললিত বেশ বিলাস অতিশয় নিপুণ নব নব সঙ্গীতে ॥ জাতি শ্রুতি স্বর গ্রাম মুরুছন তান সরস প্রকাশঈ। থোদিত কত থৈতা থৈ থৈ বদত মৃদু মৃদু হাসঈ ॥ মঞ্জু বদন ময়ঙ্ক ঝলকত মদন

মদভর ভঞ্জএ। লোল লোচন কঞ্জ চাহনি যুবতিগণ হৃদি রঞ্জএ॥ ঝন নন নন শব্দকৃত মঞ্জীর চরণে বিরাজঈ। নিছনি নরহরি মধুর নৃত্যে মৃদঙ্গ দৃমি দৃমি বাজঈ॥ ২॥

পুনঃ ভুপালী॥

নাচয়ে রসিক শ্যামরায়। দেখি কে না পরাণ জুড়ায় ?॥ কি মধুর ছান্দে মৃদু হাসে। যুবতি ধৈরজ ধর্ম্ম নাশে॥ দোলয়ে কুণ্ডল শ্রুতিমূলে। গণ্ডের ছটায় কে না ভুলে॥ করয়ে কতনা অভিনয়। যাহাতে মদন পরাজয়॥ চঞ্চল দীঘল আঁখি কোণে। কি রস ঢালয়ে কে বা জানে॥ চরণ কমলে তাল ধরে। নূপুরের ধ্বনি প্রাণ হরে॥ তা থৈ তা থৈ থৈ থৈয়া। কহে কি ভঙ্গিতে রৈয়া রৈয়া॥ দৃমি দৃমি মাদল বাজয়ে। নরহরি পরাণ নিছয়ে॥ ৩॥

ওহে শ্রীনিবাস রাই নৃত্য চমৎকার। কবিগণ বর্ণে কিছু, নাহি পায় পার॥

তথাহি গীতে॥ কেদারঃ॥

নৃত্যতি রাধা ধৃতি ভর ভঞ্জিনী গজগামিনী। মঙ্গলময় হীন মলিন,কোমল কালিন্দী পুলিন,ধনি ধনি ধনি নির্ম্মল বর সরস পুলিন যামিনী॥ ধ্রু॥

বাজত মৃদুতর মৃদঙ্গ, ধিগি ধিগি ধিগি তগ ধিলঙ্গ, ধা দৃগু দৃগু ঝেন্দ্রাং দৃমি, দৃমি দৃমি দৃমি দ্রামিনী। ঝুনু নুনু পগ নূপুর ধ্বনি, কিঙ্কিণী কটি ঝিনি নিনি নিনি, ঝঙ্কৃত কর বলয় ঝনন,ঝনন অতিরামিণী॥ প্রফুল্লিত মুখকঞ্জ বসন, দশনাবলি ললিত হসন, নিগদত তক থৈ থৈ, থৈ তক সুখধাম্মিনী। সুললিত মণিভূষণ গণ, গীম ধুনত কৌতুক

ঘন, লোল লোচনাঞ্চল ভরু, অলক কুল ললামিনী। চামীকর গরব হরণ, পরম মধুর মধুরিমতন, আবৃত বসনাঞ্চল চল, ঝলকত অনুপামিনী। হস্তক বহুভীতি করত, শোভা রস পুঞ্জ ঝরত, নরহরি বহু নিছনি নিরখি—লজ্জিত সুরকামিনী॥১

পুনঃ কর্ণাটঃ॥

নৃত্যতি রাসবিলাসিনী রাধা। বাজত মৃদঙ্গ ধিক ধিক ধা ধা॥ ঝলকত অঙ্গ কিরণ মনহরই। মুখশশি হসনি অমিয় যনু ঝরই॥ উঘটত থৈ থৈ ধিকি তক ধেন্না। আই অতি অই অতি ওইঅ তেন্না॥ কঞ্জ নয়ন গতি খঞ্জন দলয়ে। অভিনয় কৃতকর শোভিত বলয়ে॥ কিঙ্কিণী মুখর বলিত কটি ক্ষীণা। পহিরণ বসন তরল তনুলীনা॥ ঝনন ঝলিত-মণি নূপুর চরণে। নরহরি নিছনি ললিত পগ ধরণে॥ ২॥

পুনঃ কামোদঃ॥

নাচে রাই রমণীর মণি। চরণে নূপুর বাজে কটিতে কিঙ্কিণী॥ ফণি জিনি বেণী পীঠে দোলে। গ্রীবার ভঙ্গিমা কিবা রসের হিল্লোলে॥ কি মধুর অভিনয় করে। তাথৈআ তা থৈয়া থৈয়া কহি তাল ধরে॥ বদনে চান্দের মদ নাশি। হাসিতে বরিষে কি অমিয়া রাশি ২ঁ॥ আঁখি অভিনয় কত ছান্দে। মাতায় মদন ভূপ বরজের চান্দে॥ নরহরি কি দিব উপমা। জগত করয়ে আলো অঙ্গের সুষমা॥ ৩॥

ওহে শ্রীনিবাস রাই কানু কতরঙ্গে। করয়ে অদ্ভুত নৃত্য ললিতাদি সঙ্গে॥

তথাহি গাতে। কেদারঃ॥

আজু রাস বিলাস অতিশয়, শ্যাম শোহত পরম রসময়,

রাধিকা করকঞ্জহি মহিধর চরণ রঞ্জনা। হসিতবদনে সুপাঠ উঘটত, থৈতাথৈ থৈ তাথৈ ততথো, দ্বি দি দিগণ হস্ত অভিনয়, মদন মদভর ভঞ্জনা॥ রমণীমণি নিজপ্রাণ প্রিয়মুখ, নিরখি বাঢ়ত গাঢ় মনসুখ, বিপুল পুলকিত গাত পদতল, তালধৃত গতি চঞ্চলে। বাদত দৃমি দৃমিকি দৃমিধা, থৈ তথৈ তত থৈ তথৈথা, থুং নুং নুং রসপুঞ্জ বরষত, লোল লোচন অঞ্চলে॥ যুগল ছবি অবলোকি প্রমুদিত, নিছই জলধর তড়িত অতুলিত, নৃত্য রত ললিতালি লহু লহু, গীগ ধুনত সুভঙ্গিতে। মধুর সুরকত ভাঁতি উচরত, থৈ তাথৈ থৈ দৃমি কি দৃমি তথো, দিগ দিগ দিগ দিগ থৈ তাথৈ, প্রবিণাতিশয় সহ সুসঙ্গীতে॥ বনি সুবেশ বিশাখিকা দিক নটত, ঘন ঘন তাধিক ধিগিতি রটত, ধিগিতি ধিগি ধিগি, ধিক্ক ধৈকট, ধা ধি নি নি নি ন্নিনিধিন্নিনা। দৃমিকি দৃমি দৃমি মর্দ্দল ধ্বনি হর, ধৃতি ঘনশ্যাম ভণি অনিবার, তিঅই অইতি অইআ, আইঅতি অইঅ তিন্নিনা॥১॥

পুনঃ কেদারঃ॥

আজু কি নব পুণিম নিশা। যমুনা পুলিন ঝলকহ রাসে শশি উজোরএ দিশা॥ রাই কানু কি মধুর ছাঁদে। নাচে দুহুঁ অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া ভুজা আরোপিয়া কাঁধে॥ তিলে তিলে কি কৌতুক চিতে। দোঁহেবায় বাঁশি, মিশাইয়া মুখ, তার কি উপমা দিতে॥ চারু নয়নে নয়ন নিয়া। অধরে অধর, পরশয়ে রস,আবেশে উলাস হিয়া॥ বাম দক্ষিণ যুগলকরে। প্রকাশয়ে কত, ভাঁতি অভিনয়, মদন ধৈরয হরে॥ তা তা তাথৈ তাথৈ কহে। অনিবার রব বদনচান্দে কি অমিয়া

ধারা বহে॥ দৃমি দৃমিকি মৃদঙ্গ বাজে। মহীতলে তাল, ধরয়ে চরণে, কি নব নূপুর সাজে॥ ললিতাদি দেখি সে না শোভা। নটন ভঙ্গিতে, গায় নানা মতে, নরহরি মন লোভা॥ ২॥

ওহে শ্রীনিবাস রাসবিলাস বিশেষ। বর্ণে কবিগণ যাতে আনন্দ অশেষ॥ এ সব শ্রবণে নানা অমঙ্গল নাশে। রাধা-কৃষ্ণ পাদপদ্ম মিলে অনায়াসে॥ শ্রীরাসবিলাসি কৃষ্ণ ভুবন মোহন। যমুনায় জলকেলি করে কতক্ষণ॥ তাহে যে কৌতুক তাহা কে বর্ণিতে পারে। রচয়ে বিচিত্র বেশ এই কুঞ্জাগারে॥ দোঁহে মহারঙ্গে এথা করয়ে শয়ন। নিশান্ত সময়ে জাগায়েন সখীগণ। দোঁহে সখীসহ নিজ নিজ গৃহে যান। দোঁহার বিচ্ছেদে দোঁহে না ধরে পরাণ॥ সখীগণ নানারূপে দোঁহে প্রবোধয়। দোঁহে নিজগৃহে স্থতি স্বপ্নেতে মিলয়॥

তথাহি গীতে॥

সখীসহ রাই শ্যামরায়। বিপুল বিলাস রাসে উল্লাস হিয়ায়॥ জলকেলি করিবার তরে। প্রবেশি যমুনা জলে কত ভঙ্গি করে॥ পরস্পর বারি বরিষয়। ভিজয়ে বসন তনু-লীন শোভাময়॥ লাজে ধনি চাহি শ্যাম পানে। লুকায় অগাধ জলে কমলের বনে॥ কালিয়া সে বিভোল প্রেমেতে। চুম্বয়ে কমল রাইমুখের ভ্রমেতে। ললিতাদি সখী চারি পাশে। দেখিয়া শ্যামের রঙ্গ মৃদু মৃদু হাসে॥ রাই সখী ইঙ্গিত পাইয়া। দাঁড়ায় শ্যামের অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া॥ বাঢ়য়ে কৌতুক তিলে তিলে। করি জলকেলি উঠে যমুনার

কূলে ॥ পিয়ে মধু মদনে মাতিয়া। সুরত সমর সুখে উথলয়ে হিয়া ॥ নিশিশেষে নিকুঞ্জ হইতে। চলে সচকিত গতি অলখিত পথে ॥ দোঁহে নিজ নিজ গৃহে গিয়া। সুতয়ে বিচ্ছেদদুখে ব্যাকুল হইয়া ॥ স্বপনে মিলয়ে মোদ চিতে। নরহরি নিছনি এ দোঁহার পিরিতে' ॥

পুন আসি বিলসয়ে এই কুঞ্জাগারে। ক্রমে কবি বর্ণে ইহা বিবিধ প্রকারে ॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে ১সর্গে ৪র্থ পদ্যং ॥

কুঞ্জাদ্গোষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশতি কুরুতে দোহনান্নাশনাদ্যাং
প্রাতঃ সায়ঞ্চ লীলাং বিহরতি সখিভিঃ সঙ্গবে চারয়ন্ গাঃ।
মধ্যাহ্নে চাথনক্তং বিলসতি বিপিনে রাধয়াদ্ধাপরাহ্নে
গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি সুহৃদো যঃ স কৃষ্ণোহবতান্নঃ॥

গীতে যথা ॥

রজনী শেষ, নবকুঞ্জে শয়ন, ব্রজভূষণ শ্যামগোরি নব লেহ। কৌতুকে জাগি, কঠিন গুরুজন ভয়ে, চলু অতি তুরিত সুতহি পুন গেহ ॥ স্নানাদিক রত, প্রাতে ধনি যশোমতী, গৃহ গতকৃত রন্ধন সখি সঙ্গ। গোদোহন করু, স্নান কানুসুখে, গণ সহ ভুঞ্জি শয়নের বহুরঙ্গ ॥ পূর্ব্বাহ্নে বন,-গমন ধেনু সহ, বিলসি চপল চলু কুণ্ডকতীর। প্রিয় অদর্শন, সহি পুন ধনি নিজ,-প্রেষিত দূতী পথ নিরিখে অথির ॥ মধ্যাহ্নে সখী,-সহ সুন্দরী নিজ,-কুণ্ডনিকট প্রিয় মিলনে উলাস। বংশীহরণ মধু,-পান স্নান রবি,-পূজন অরুকত বিবিধ বিলাস॥ গৃহ চলু গোরী, সাজি অপরাহ্নহি, সখীসহ প্রিয় পথ রহই নেহারি। ধেনু সখা সঞে, শ্যাম গমন গৃহ, ও মুখ লখি ব্রজজন সুখ ভারি ॥

সাঁঝহু সময়ে,জননী করু লালন,গোদোহন আদি করহু রঙ্গ। রাইক প্রেষিত, বিবিধ দ্রব্য সুখে, ভুঞ্জই প্রিয় সুবলাদিক সঙ্গ ॥ সময় প্রদোষে, সাজি ব্রজনাগর, শুনি গুণি গান গমন করু কুঞ্জ। রাই রমণী মণি, বনী অলখিত গতি,সখীসহ শ্যাম মিলনে সুখপুঞ্জ ॥ মধুর নিশা নব,-নৃত্য গীতরত, রাসবিলাস ভুবনে অনুপাম। কুঞ্জভবনে রতি, কেলিকলহ দুঁহু, শয়ন সেবই সুখে সখী ঘনশ্যাম ॥ ১ ॥

ওহে শ্রীনিবাস এই যমুনার কূলে। ঝুলে কৃষ্ণ প্রিয়া সহ বিচিত্র হিন্দোলে ॥

গীতে যথা। মল্লার ॥

আজু ঝুলত নাগর রাজ। মহামঞ্জু নিকুঞ্জ কি মাঝ ॥ নব নির্ম্মিত রত্নহি ডোর। তহি রাজত রঙ্গ বিভোর ॥ বাম-ভাগেতে সুন্দরী শোহে। শ্যামসুন্দরের মনমোহে ॥ দুহু রূপ নিরুপম ছটা। দূরে দামিনী জলদঘটা ॥ হেমমণি বিভূ-ষণ গায়। অতি বিচিত্র বসন তায় ॥ গলে দোলে সুললিত হার। নেত্র ভঙ্গি কি উপমা তার ॥ মুখচন্দ্রে সুমধুর হাসি। অনিবার ঝরে সুধারাশি ॥ দোহে অধরে অধর দিয়া। রহে অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া ॥ ললিতাদি সখী চারি পাশে। রঙ্গ দেখি কি আনন্দে ভাসে ॥ হাসি ঝুলায়ই মন্দ মন্দ। মিলি গায়ই গীত সুছন্দ ॥ কেহ২ মৃদঙ্গাদি বায়। চারু চামর কেহ ঢুলায় ॥ বরষা ঋতু রীতি অশেষ। বহে মন্দ সমীর সুদেশ ॥ বেঢ়ি বৃক্ষলতা রুচিকারী। নানা পুষ্প প্রফুল্লিত ভারি ॥ ভ্রমে ভৃঙ্গ ধ্বনি পরতেক। শিখী কোকিল পক্ষ অনেক ॥

ঘন দাদুর*শবদ বহু। রস বাদর ঝুমি রহু॥ কহুকো উপমা নহু থোর। ঘনশ্যাম সে কৌতুকে ভোর॥ ১॥

দেখহ ফল্গুণ খেলাস্থান শ্রীনিবাস। এথা রাই কানুর কি অদ্ভুত বিলাস॥

গীতে বসন্তঃ॥

আজু পরম, রঙ্গ হরষে, শ্যাম রসিক রাজ। বেশ বিরচি, বিলসত নব,-কুঞ্জ ভবন মাঝ॥ রাধা বিধুবদনী বনী,-কি উপমা নহু থোরি। নাহ সমীপ, ভঙ্গিম সঞে, বাজত রস ভোরি॥ ডারত দুঁহু, ফাগু দুঁহুক, অঙ্গ অরুণ ভেল। মৃগমদ চ,-ন্দন পরাগ, কুঙ্কুম পুন দেল॥ সহচরীগণ, হেরি দুঁহুক, শোভা বহু ভাঁতি। বাজত কত,যন্ত্র চরিত,গায়ত মুদ মাতি॥ চঞ্চল মন,-মোহন ঘন, ছাড়ত পিচকারি। ভীগল তনু, বসন লাগি সচকিত সুকুমারী॥ ললিতা দলি,-তাঞ্জন জল, নাগর শীরে ঢালি। হো হো হো, হোরি উচরি, বিরচই করতালি॥ কেলিকলহ,-পটু নটবর,কাহুক গহি আনি। চুম্বিবদন,কাহুক কুচ,-কমলে ধরই পাণি॥ কাহুক পরিরম্ভই বহুঁ, কহি সুমধুর বাত। লোচন শর, বরিষে পরশ,-পর পুলকিত গাত, ঐছে ফাগু, খেলা সুখ, কোন করব অন্ত। মানি সুকৃতি, অতিশয় ঋতু,-রাজ ঋতুবসন্ত॥ মঙ্গল ময়,জয় জয় পিক,কুহকত অনি-বারি। ভণব কি ঘন,-শ্যাম বিপুল, কৌতুক বলিহারি॥

ওহে শ্রীনিবাস মহাকৌতুক এথায়। রাই কুঞ্জদেবী হৈলা সখির ইচ্ছায়॥

গীতে যথা। যথা রাগঃ॥

সুন্দরী সখীসহ, করিয়া যুগতি, শ্যামে মিলিবারে চলয়ে

---

* দাদুর অর্থাৎ ভেক ( বেঙ্ ) দর্দ্দুর।

রঙ্গে। নিকুঞ্জে প্রবেশি, বৈসে একা সুখে, সুচারু বসন ঝাপিয়া অঙ্গে॥ নাগর বর ত,-রুতলে তরল, রাই পথ হেরে প্রেমের ভরে। কুঞ্জেতে সে ধনি,-পানে চা'য়া ধা'য়া, যা'য়া পুছে বৃন্দাদেবীরে ধীরে॥ কহ কহ নব,-নিকুঞ্জে একাকী, কেবা বসিয়াছে অপূর্ব্ব বেশে। হেন শোভা কভু, না দেখি ভূমাঝে, উহার মূরতি উপমা কিসে॥ শুনি বৃন্দা, ব্রজরাজ সুত প্রতি, কহে ইহ এই নিকুঞ্জ দেবী। মোর যত পরা,-ক্রম তাহা তুমি, জানিহ উহাঁর চরণ সেবি॥ শুনি বাণী বিদ,-গদ গতিপর, পরমাদর দরশ আশে। চঞ্চলচিত্ত, চারুকুঞ্জে গিয়া, দাড়ায় ও নব দেবীর পাশে॥ যুড়ি দুই কর, কহে আজু সব, সাধ সিধি হ'বে তোমারে সেবি। বঞ্চনা না করি, কর দয়া সুখ,-হবে নিবেদিয়ে শুনহ দেবি!॥ মোর প্রাণ প্রিয়া, হিয়ার পুতলি, বৃষভানু সুতা রমণী মণি। তাঁর অদরশ, না সহে পরাণে, কত শত যুগ ক্ষণেকে গণি॥ তেঁহো কুলবতী, অতি মৃদু সদা, প্রাণ কাঁপে গুরুজনের ডরে। তাহে শুভঙ্করী, এই ক'রো যেন, তাঁরে কেহো কিছু কহিতে নারে॥ এত কহি কানু, প্রণময়ে পদ,-পরশি কুসুম অঞ্জলি দিয়া। তা, দেখি ললিতাদি, থাকিয়া গুপতে, হাসে অতিশয় পুলক হিয়া॥ বৃন্দাদেবী কহে, কি কর কালিয়া, এরূপ পূজনে কি ফল পা'বে। প্রতি অঙ্গ দিয়া, পূজ প্রতি অঙ্গ, তবে সে এ দেবী প্রসন্ন হবে॥ শুনি শশিমুখী, ঘুঙটে বদন,-রাখি মৃদু হাসে আনন্দে ভাসি। নেত্র কোণে নিবা,-রয়ে যে বৃন্দারে, সে প্রকাশয়ে পুন ঈষত হাসি॥ মদন মদে, মাতিয়া নাগর, হেরি হাসি ভাসি আনন্দ জলে। আইস

আইস মোর, প্রাণ প্রিয়া দেবি !, ইহা বুলি তুলি করয়ে কোলে॥ ললিতা লতামাঝ,তেজিয়া নিকটে,আসি কহে কত বুঝাব আমি। কুঞ্জ দেবী বলি, ভয় নাহি করো, বিপরীত রতি লম্পট তুমি ॥ ইথে, দোষ না মানো ?, শুনিয়া কহয়ে, যাবে দোষ তুয়া পরশ পা'য়া । ইহা শুনি নর,-হরি সহসহ,-চরী হাসে মুখে বসন দিয়া ॥ ১ ॥

ওহে শ্রীনিবাস এক দিন এই খানে। হৈলা মহা ব্যাকুল শ্রীকৃষ্ণ রাই বিনে॥ দূতীমুখে রাধিকার শুনিয়া গমন। মহানন্দে মত্ত হৈলা ব্রজেন্দ্র নন্দন॥ নেত্র মন রাধিকা গমন পথে থুইলা। আপনা না চিনে ঐছে বিহ্বল হইলা॥ এথা রাধা প্রিয় সখীগণের ইচ্ছায়। কৃষ্ণ আগে চলে চন্দ্রাবলী দূতী প্রায়॥

গীতে যথা। যথা রাগঃ॥

রাধা সুধামুখী, সুখি সখিগণে, রাখি কথোদূরে কৌতুক অতি। প্রাণসম প্রিয়া, পাশে চলে একা, অলখিত চন্দ্রা-বলীর দূতী॥ নিকুঞ্জে নাগর, গর গর রাই,-দরশন আশে বিভোর হৈয়া। কত মনোরথ, করে মনে মনে, পিয়া পথ পানে সঘনে চা'য়া॥ তথা ভৃঙ্গগণ,ভ্রমে ভঙ্গি ভূরি,-রঙ্গে রহে করি গুঞ্জর ছলা। চন্দ্রাবলী দূতী, ফিরে বনে কেনে, না জানিয়ে শুনি চমকে কালা॥ হেনই সময়ে, সে দূতী তুরিত উপনীত পাশে চাহি তা পানে। বিমরিষ মুখ,মলিন বিষম,স-ঙ্কট জানিয়া ব্যাকুল মনে॥ থির হৈয়া পুন, চাতুরী প্রকাশি, দূতী প্রতি কহে আদর করি। যাহ তুয়া পাছে, পাছে যাবো বেগে, দূতি কহে ছাড়ি যাইতে নারি॥ তুয়া বিনু

চন্দ্রা,-বলী না জীয়য়ে,কি কর সে দশা দেখহ যা'য়া। উঠ উঠ আর, না সহে বিলম্ব, এত কহি পায় ধরয়ে ধা'য়া ॥ পরশে পরম, পরশন দূতী, কতরূপে ধৃতি ধরয়ে মেনো। দূতী সুপরশ, পাই শ্যামশশী, বিবশ সাপিনী দংশয়ে যেনো ॥ চঞ্চল লোচনে, চাহে বৃন্দা প্রতি, কহে কহ ইকি হইল মোরে। বৃন্দা কহে কেনে, ভাবো ভালো হবে, বারেক দূতীরে করহ কোরে ॥ শুনি সুচতুর,-মণি অনিবার, দূতী কোরে করি আনন্দে ভাসে। দূরে থাকি তাহা, দেখি সখী সব, বৃন্দা পানে চা'য়া ঈষত হাসে ॥ ললিতা ললিত, মল্লী বল্লী মধ্য,তেজি রোষে কহে ভ্রূভঙ্গি করি। যাহ যাহ তথা, এথা বৃথা স্থিতি, রীতি অনুপম সহিতে নারি ॥ কত বা না কর, ও রতি লম্পট, সে সকল কথা রহিল দূরে। চন্দ্রা-বলী সহ, যে রূপ তোমার, তাহা জানিলাম দূতীর দ্বারে ॥ আহামরি তুয়া, পিরিতি এ রূপ, পুলক কভু না দেখিয়ে অঙ্গে। আমা সভাকারে, কিসের সঙ্কোচ, চন্দ্রাবলী সুধা পিবহ রঙ্গে ॥ শুনি কানু কহে,যিনি চন্দ্রাবলি, এ চান্দবদনে অমিয়া রাশি। পাইনু অনুমতি, পান করি এবে, এত কহি মুখ চুম্বয়ে হাসি ॥ চিবুক'পরিধরি, কর পল্লব, পরিহাস করে রসের ভরে। উরূপরি রাখি, রচিয়া সুবেশ, বিলসয়ে নব পালঙ্ক'পরে ॥ জানি সুসময়, প্রিয় সখী দুঁহু, শ্রম নিবারয়ে যতন করি। পাইয়া ইঙ্গিত, রঙ্গে নরহরি,করয়ে চামর ওরূপ হেরি ॥ ১ ॥

ওহে শ্রীনিবাস আর এ রসকুঞ্জেতে। যৈছে বিহরয়ে তাহা কে পারে কহিতে ॥ পরম অদ্ভুত লীলা সখী বিস্তা-

রয়। মনের আনন্দে তাহা সখী আস্বাদয়॥ সখী বিনা সুখ না জন্ময়ে কদাচিত। সখীর মাহাত্ম্য হয় সর্ব্বত্র বিদিত॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ সখীভেদে ১ শ্লোকঃ॥

প্রেম লীলা বিহারাণাং সম্যগ্বিস্তারিকা সখী।
বিশ্রম্ভরত্ন পেটী চ ততঃ সুষ্ঠু বিবিচ্যতে॥

ওহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণ রসের মুরুতি। যে যে স্থানে যে যে লীলা কহি কি শকতি॥ নায়ক প্রভেদে সর্ব্বত্রেই বিলসয়। নায়কের শিরোমণি ব্রজেন্দ্র তনয়॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ॥

নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং॥

ধামভেদে নায়কের ভেদ ষণ্ণবতি ৯৬। ব্রজে পূর্ণতম কৃষ্ণ ভাব উপপতি॥ সহস্র সহস্র যূথেশ্বরীগণ সঙ্গে। সর্ব্ব নায়কের ক্রিয়া প্রকাশয়ে রঙ্গে॥ যূথে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা চন্দ্রাবলী শ্রীরাধিকা। সর্ব্বত্র বিদিত ইথে রাধিকা অধিকা॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ॥

অত্রাপি সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠে রাধাচন্দ্রাবলীত্যুভে।
যূথয়স্তু যয়োঃ সন্তি কোটি সংখ্যা মৃগীদৃশঃ॥
অভূদাকূলিতো রাসঃ প্রমদা শতকোটিভিঃ।
পুলিনে যামুনে তস্মিন্নিত্যেষাগমিকা প্রথা।
তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাব স্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী॥ ৩॥

শ্রীরাধিকা সহ যৈছে কৃষ্ণের বিহার। তাহা বিস্তারিয়া যা বর্ণিতে শক্তিকার॥ এথা কৃষ্ণ পরম কৌতুকে বিলসয়।

ধীরোদাত্ত নায়কের ক্রিয়া প্রকাশয় ॥ ধীরোদাত্ত হয় সর্ব্ব মানে প্রবীণ অতি । পরম গভীর বিনয়াদি শুদ্ধ রীতি ॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ॥

গম্ভীরো বিনয়ী ক্ষন্তা করুণঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ ।
অকত্থনো গূঢ়গর্ব্বো ধীরোদাত্তঃ সুসত্ত্বভৃৎ ॥

অয়ং রঘুনাথবৎ ॥

কৃষ্ণ ধীর ললিত নায়ক মনোহর । এই কুঞ্জমন্দিরে বিলসে নিরন্তর ॥ বিদগ্ধ নিশ্চিন্ত পরিহাসরত অতি । প্রেয়সীর বশ পরমানন্দময় রীতি ॥

তত্রৈব ॥

বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাস বিশারদঃ ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ ॥

অয়ং কন্দর্পবৎ ॥

ধীরশান্ত নায়ক শ্রীব্রজেন্দ্র তনয় । শাস্ত্রদর্শী জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিকাতিশয় ॥ বিনয়াদি গুণ প্রকাশয়ে প্রিয়াপাশ । এ কুঞ্জভবনে অতি অদ্ভুত বিলাস ॥

তত্রৈব ॥

সমপ্রকৃতিকঃ ক্লেশসহনশ্চ বিবেচকঃ ।
বিনয়াদি গুণোপেতো ধীরশান্ত উদীর্য্যতে ॥

অয়ং যুধিষ্ঠিরবৎ ॥

ধীরোদ্ধত নায়কের যৈছে গুণ ক্রিয়া । কৃষ্ণ এথা প্রকাশে যাহাতে হর্ষপ্রিয়া ॥ আত্মশ্লাঘাদিক সে পরম চমৎকার । যে কৌতুক এ কুঞ্জে তা না হয় বিস্তার ॥

তত্রৈব ॥

মাৎসর্য্যবানহঙ্কারী মায়াবী রোষণ শ্চলঃ।
বিকত্থনশ্চ বিদ্বদ্ভি র্ধীরোদ্ধত উদাহৃতঃ॥
অয়ং ভীমসেনবৎ॥

ওহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণ রসের মুরতি। ব্যক্ত কৈলা অনুকূল নায়কের রীতি॥ অনুকূল নায়কের নাহি সমতুল। একনায়িকাতে অনুরাগ অনুকূল॥ অনুকূল নায়ক শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার। একা রাই সঙ্গে এথা অদ্ভুত বিহার॥

শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ॥

অতিরক্ততয়া নার্য্যাং ত্যক্তান্যললনাস্পৃহঃ।
সীতায়াং রামবৎ সো হয় মনুকূলঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
রাধায়ামেব কৃষ্ণস্য সুপ্রসিদ্ধানুকূলতা।
তদালোকে কদাপ্যস্য নান্যাসঙ্গস্মৃতিং ব্রজেৎ॥

রাধা প্রেমাধীন কৃষ্ণ যৈছে দুঁহু প্রীতি। বিবিধপ্রকারে কবি বর্ণে সেনা রীতি॥

তথাহি শ্রীগৌর চরিত্র চিন্তামণৌ শ্রীযমুনা গঙ্গাং প্রত্যাহ॥

গীতে যথা॥ পৌরবী॥

ওহে প্রাণ সম,সখি সুখময়ি !, বিকাইনু মুই তোমার গুণে। এবে কহি শুন, শ্যামসুন্দরের, অধিক পিরিতি যাহার সনে॥ চন্দ্রাবলী ব্রজে, বিদিতা সুন্দরী,অপরূপরূপে লজ্জিতা রমা। নবীনযৌবনী, রসিকিনী ধনি, সে গুণ চরিতে নাহিক সমা॥ সুবলিত নব,-নিকুঞ্জ মন্দিরে, শ্যাম সহ রঙ্গে বিলসে নিতি। শ্যাম রসময়, মাতয়ে তেমতি, তাঁর প্রেমাধীন কে বুঝে রীতি॥ পরানন্দসিন্ধু, মাঝে ভাসে যবে, সে ধনি রতন পরশ ক'রে। মুখশশি সুধা,পানে নিমগন,তখন নাগরে কিছু

না স্ফুরে॥ যদি সে সময়ে, রাধা তনু গন্ধ, কিঞ্চিত সে নাসা পরশে গিয়া। তখনি তাহারে, তেজিয়া চঞ্চল কালা-ধায় যেন পাগল হৈয়া॥ কি আর বলিব,ইথে জানো চিতে,যা সনে কানুর অধিক লেহা। নরহরি হেন, প্রেমের নিছনি, গণইতে গুণ কে বাঁধে থেহা॥

পুনস্তত্রৈব॥ কামোদঃ॥

কি বলিব ওগো, জগতে অতুল, রাধামাধবের পিরিতি খানি। প্রাণ এক তনু, ভিন ভিন কেবা, গড়িয়াছে কত আনন্দ মানি॥ যদি বলো দুঁহু, এক ইথে কেন, হইল দোহার বরণ ভিনো। তাহ তুয়া প্রতি, কহিয়ে কিঞ্চিত, যতন করিয়া সে কথা শুনো॥ বিবিধ বরণ, আছে তাথে শ্যাম, গৌর বরণে অধিক শোভা। তাহার অবধি ,দেখা'য়া জগতে,হাসে জগজন নয়ন লোভা॥ আর বলি ওহে,কালিয়া চঞ্চল, যখন দেখয়ে রঙ্গিণী রাধে। আতুর হইয়া, তখন দু-বাহু,পসারিয়া কোরে করয়ে সাধে॥ সে সময়ে যদি, বিপক্ষ লোকেতে, হঠাৎ নিকটে দেখে এ রীতি। ঘন তড়িতাদি; ভ্রমে ভুলে কেহ, লখিতে নারয়ে কৌতুক অতি॥ আর বলি সেই, সুকবি বিধাতা, বহুজনে অনেক আনন্দ দিতে। নির-খিয়া শ্যাম, গৌর রুচির, উপমা রচিব অনেক মতে॥ এই হেতু কত, কত ভিন নহে, রাইপ্রেমে গঢ়া শ্যামের দেহা। রাধা কানু তনু,প্রেমময় এই,জগতে বিদিত দেহের লেহা॥ এ দোঁহার রীতি, আনে কি জানিব, জানয়ে কেবল রসিক জনে। এ রসে বঞ্চিত, যে হইল নর,-হরি তাহে পশু সমান গণে॥

ওহে শ্রীনিবাস এক দিন এই খানে। হইল মিলন স্থির চন্দ্রাবলী সনে॥ হইলা চঞ্চল কৃষ্ণ তাঁহারে মিলিতে। তেঁহ অভিসার কৈলা নিজসখী সাঁথে॥ হেন কালে রাধিকার নিকুঞ্জ গমন। শুনি এথা হৈতে চলে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ রাধিকা নিকটে আসি অধৈর্য্য হইলা। চন্দ্রাবলী মিলনাদি সকল ভুলিলা॥ এই কুঞ্জে রাই সহ হৈল যে বিলাস। তাহা না কহিতে জানি ওহে শ্রীনিবাস॥ দক্ষিণ নায়ক কৃষ্ণ ক্রিয়া রসময়। সর্ব্ব নায়িকাতে সম দক্ষিণ কহয়॥ প্রিয়াগণ সঙ্গে কৃষ্ণ চন্দ্র এই খানে। যৈছে বিলসয়ে তা কহিতে কেবা জানে॥

তত্রৈব॥

যো গৌরবং ভয়ং প্রেম দাক্ষিণ্যং পূর্ব্ব যোষিতি।
ন মুঞ্চত্যন্যচিত্তো হপি জ্ঞেয়ো হসৌ খলু দক্ষিণঃ॥

যদ্বা॥

নায়িকাস্বপ্যনেকাসু তুল্যো দক্ষিণ উচ্যতে॥

দক্ষিণানুকূলনায়কের যেই রীতি। রাসে প্রকাশিল কৃষ্ণ রসের মুরতি॥

তথাহি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে ৮ পরিচ্ছেদে॥

শত কোটি গোপী লৈয়া শ্রীরাস বিলাস। তার মধ্যে এক মূর্ত্তি রহে রাধা পাশ॥ সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা। রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা॥ ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি। তাঁহারে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলা হরি॥ সম্যক্‌বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা। রাসলীলাবাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা॥ তাঁহা বিনা রাসলীলা নাহি

ভায় চিতে। মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অম্বেষিতে ॥ ইত-স্তত ভ্রমি কাহাঁ রাধা না পাইয়া। বিষাদ করেন কামবাণে খিন্ন হৈয়া ॥ শত কোটি গোপীতে নহে কাম নির্ব্বাপণ। তাহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ ॥এথা কৃষ্ণ শঠ নায়কতা প্রকাশয়। সাক্ষাতে প্রিয় পরোক্ষেতে অপ্রিয় করয় ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ ॥

প্রিয়ং ব্যক্তি পুরো হন্যত্র বিপ্রিয়ং কুরুতে ভৃশং
নিগূঢ় মপরাধঞ্চ শঠো হয়ং কথিতো বুধৈঃ ॥

এই খানে কৃষ্ণ ধৃষ্টনায়কের ক্রিয়া। প্রকাশে নায়িকা আগে উল্লাসিত হৈয়া ॥ অন্য নায়িকার ভোগ চিহ্নেও নির্ভয়। মিথ্যা বাক্য প্রয়োগে প্রবীণ অতিশয় ॥

তত্রৈব ॥

অভিব্যক্তান্যতরুণীভোগলক্ষ্মাপি নির্ভয়ঃ।
মিথ্যা বচন দক্ষশ্চ ধৃষ্টো হয়ং খলু কথ্যতে ॥

এথা কৃষ্ণ রাধা প্রাণ প্রিয়ার সহিতে। যে বিলাসে বিহ্বল তা কে পারে বর্ণিতে ॥ মধ্যবয়স্থিতা রাধা গুণ-রত্ন খনি। যে বিদিতা সর্ব্ব নায়িকার শিরোমণি ॥ সর্ব্ব-নায়কাবস্থা কৃষ্ণে সম্ভব যৈছে। সর্ব্বনায়িকাবস্থা শ্রীরাধি-কাতে তৈছে ॥

তত্রৈব ॥

যথাস্য্য নায়কাবস্থা নিখিলা এব মাধবে।
তথৈব নায়িকাবস্থা রাধায়াং প্রায়শো মতাঃ ॥

স্থানভেদে স্বীয়া পরকিয়া নিরূপয়। তিন শত ষাঠি নায়িকার ভেদ হয় ॥ ব্রজে পরকিয়া রাধা নায়িকা উত্তমা।

মুগ্ধাদি প্রভেদে বিলসয়ে নাহি সীমা ॥ ওহে শ্রীনিবাস এই নিকুঞ্জ ভবনে। বিলসয়ে কৃষ্ণ, মুগ্ধা নায়িকার সনে ॥ সখীর অধীন মুগ্ধা নবীনযৌবনা। নব কাম কলা চাতুর্য্যে অল্প-প্রবীণা ॥ মান বিষয়েতে মৃদু অক্ষমা তাহায়। কৃষ্ণে মিলা-ইয়া সখী মহা সুখ পায় ॥

তত্রৈব ॥

মুগ্ধা ১ নববয়ঃকামা ২ রতৌ রামা ৩ সখীবশা ৪।
রতচেষ্টাস্বতিব্রীড় চারুগূঢ় প্রযত্ন ভাক্ ৫ ॥
কৃতাপরাধে দয়িতে বাষ্পরুদ্ধাবলোকনা ৬ ॥
প্রিয়াপ্রিয়োক্তৌ চাশক্তা মানে চ বিমুখী সদা ॥

মানে বিমুখী যথা।

মৃদ্বী ১ তথা ক্ষমা ২ চেতি সা মানে বিমুখী দ্বিধা ॥

এই যে নিকুঞ্জ দেখ ওহে শ্রীনিবাস। এথা মধ্যা প্রিয়া সহ কৃষ্ণের বিলাস ॥ মধ্যা ব্যক্তযৌবনা প্রবীণা সর্ব্ব মতে। ধীরাদিক ভেদত্রয় মানবিষয়েতে ॥

তত্রৈব ॥

সমান লজ্জা মদনা প্রোদ্যত্তারুণ্য শালিনী।
কিঞ্চিৎ প্রগল্ভ বচনা মোহান্ত সুরতক্ষমা ॥
মধ্যা স্যাৎ কোমলা ক্বাপি ৫ মানে কুত্রাপি কর্কশা ৬॥
ত্রিধাসৌ মানবৃত্তিঃ স্যাদ্ধীরাধীরোভয়াত্মিকা ॥

ধীরা মধ্যা মানে এই কুঞ্জ পরিসরে। বক্র উক্তি পবিত্র ভৎর্সন কৃষ্ণে করে ॥

তত্রৈব ॥

ধীরা তু বক্তি বক্রোক্ত্যা সোৎপ্রাসং সাগসং প্রিয়ং ॥

এ কুঞ্জে অধীর মধ্যা ক্রোধে প্রাণ নাথে। নির্ভয় নিষ্ঠুর বাক্যে সখী সুখ যাতে॥

তত্রৈব॥

অধীরা পরুষৈ র্বাক্যৈ র্নিরস্যেদ্বল্লবং রুষা॥

ধীরা ধীরমধ্যা কৃষ্ণে বাষ্পযুক্ত হৈয়া। কহে বক্র বাক্যে এথা সখীপানে চা'য়া॥

তত্রৈব॥

ধীরাধীরা তু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদতি প্রিয়ং॥

সর্ব্ব রসোৎকর্ষ মধ্যা নায়িকা এ হয়। মধ্যা রাধাকৃষ্ণে এথা আনন্দ বিতরয়॥

তত্রৈব॥

সর্ব্ব এব রসোৎকর্ষো মধ্যায়া মেব যুজ্যতে।
যদস্যাং বর্ত্ততে ব্যক্তং মৌগ্ধ্য প্রাগল্‌ভ্যয়ো র্যুতিঃ॥

এ কুঞ্জে প্রগল্‌ভা পূর্ণযৌবনা সুন্দরী। কৃষ্ণে সুখ দিতে কত প্রকাশে চাতুরী॥ সুরতে উৎসুকা যৈছে কহিল না হয়। মানবৃত্তে প্রগল্‌ভা ধীরাদি ভেদ ত্রয়॥

তত্রৈব॥

প্রগল্‌ভা পূর্ণতারুণ্যা মদান্ধোরু রতোৎসুকা।
ভূরিভাবোদ্গমাভিজ্ঞা রসেনাক্রান্ত বল্লভা।
অতি প্রৌঢ়োক্তি চেষ্টাসৌ মানে চাত্যন্তকর্কশা॥

এই কুঞ্জে ধীর প্রগল্‌ভা মানেতে প্রবীণা। করি ক্রোধ গোপন সুরতে উদাসীনা॥

তত্রৈব॥

উদাস্তে সুরতে ধীরা সাবহিত্থাচ সাদরা॥

অধীর প্রগল্ভা এই নিকুঞ্জ ভবনে। কর্ণোৎপলে তাড়ে কৃষ্ণে নিষ্ঠুর তর্জ্জনে॥

তত্রৈব॥

সন্তর্য্য নিষ্ঠুরং রোষাদধীরা তাড়য়েৎ প্রিয়ং।

ধীরা ধীরপ্রগল্ভার ক্রোধ অলক্ষিত। এ কুঞ্জে ভঙ্গিতে কৃষ্ণ তর্জ্জয়ে কিঞ্চিত॥

তত্রৈব॥

ধীরাধীর গুণোপেতা ধীরাধীরেতি কথ্যতে॥

দেখ শ্রীনিবাস এই কুঞ্জে শ্রীরাধিকা। করায়েন কৃষ্ণে অভিসার প্রেমাধিকা॥ শ্রীরাধিকা অভিসার করি সঙ্গোপনে। সময় উচিত বেশে মিলে কৃষ্ণ সনে॥ অভিসারিকা নায়িকা রাধিকা রূপসী। কভু সখীসঙ্গে কভু একা মিলে আসি॥

তত্রৈব॥

যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং চাভিসরত্যপি।

সা জ্যোৎস্নী তামসী যানযোগ্যবেশাভিসারিকা॥

লজ্জয়া স্বাঙ্গলীনেব নিঃশব্দাখিল মণ্ডনা।

কৃতাবগুণ্ঠা স্নিগ্ধৈক সখীযুক্তা প্রিয়ং ব্রজেৎ॥

বাসকসজ্জা নায়িকা এ কুঞ্জ ভবনে। শয্যাদিক সজ্জা করে হর্ষে সখীসনে॥ কৃষ্ণের গমনপথে অর্পয়ে নয়ন। বার বার দূতীরে করয়ে নিরীক্ষণ॥ বাসকসজ্জা নায়িকা রাধিকা সুন্দরী। প্রকাশে যে চেষ্টা তাহা কহিতে না পারি॥

তত্রৈব॥

স্ববাসকবশাৎ কান্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ।
সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বাসকসজ্জিকা॥
চেষ্টা চাস্যাঃ স্মরক্রীড়া সঙ্কল্পো বর্ত্মবীক্ষণং।
সখীবিনোদবার্ত্তা চ মুহুর্দূতীক্ষণাদয়ঃ॥

এই কুঞ্জে মিলনের সঙ্কেত আছিল। কৃষ্ণের বিলম্বে সে না উৎসাহ ঘুচিল। বাঢ়িল বিরহ উৎকণ্ঠার সীমা নাই। বিরহোৎকণ্ঠিতাবস্থা রাধিকা এথাই॥ না আইল কেনে কৃষ্ণ তর্কনা করয়। হৃত্তাপ কম্পাদি চেষ্টা কহিল না হয়॥

তত্রৈব॥

অনাগসি প্রিয়তমে চিরয়ত্যুৎসুকা তু যা।
বিরহোৎকণ্ঠিতা ভাববেদিভিঃ সা সমীরিতা॥
অস্যাস্তু চেষ্টা হৃত্তাপো বেপথুর্হেতু তর্কণং।
অরতি র্বাষ্পমোক্ষশ্চ স্বাবস্থা কথনাদয়ঃ॥

অন্যকান্তা ভোগচিহ্ন করিয়া ধারণ। করিলেন কৃষ্ণ এই কুঞ্জে আগমন॥ অতি ক্রোধে ধৃষ্ট নায়কের পানে চাই। খণ্ডিতা নায়িকাবস্থা রাধার এথাই॥

তত্রৈব॥

উল্লঙ্ঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ানন্যোপভোগবান্।
ভোগলক্ষ্মাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ খণ্ডিতা হি সা॥
এষা তু রোষ নিঃশ্বাস তূষ্ণীম্ভাবাদিভাগ্ ভবেৎ॥

বিপ্রলব্ধাবস্থা রাই তমাল কুঞ্জেতে। আসিবেন কৃষ্ণ না আইলা চিন্তে চিতে॥ সেই এ তমালকুঞ্জ দেখ শ্রীনিবাস। বিপ্রলব্ধা চেষ্টা যৈছে সর্ব্বত্র প্রকাশ॥

তত্রৈব॥

কৃত্বা সঙ্কেত মপ্রাপ্তে দৈবাজ্জীবিতবল্লভে।
ব্যথমানান্তরা প্রোক্তা বিপ্রলব্ধা মনীষিভিঃ।
নির্ব্বেদ চিন্তা খেদাশ্রু মূর্চ্ছা নিঃশ্বসিতাদি ভাক্ ॥

এই কুঞ্জে কলহান্তরিতাবস্থা রাই। মানান্তে পশ্চাৎ-তাপ করেণ এথাই ॥ প্রলাপাদি চেষ্টা যৈছে কহিল না হয়। দেখি সখীগণ নানা যুক্তি বিচারয় ॥

তত্রৈব ॥

যা সখীনাং পুরঃ প্রাপ্তং পতিতং বল্লভং রুষা।
নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হি সা।
অস্যাঃ প্রলাপ সন্তাপ গ্লানি নিঃশ্বসিতাদয়ঃ ॥

প্রোষিত ভর্ত্তৃকাবস্থা রাধিকা এথাতে। কৃষ্ণ দূরদেশ গে'লে নারে স্থির হৈতে ॥

তত্রৈব ॥

দূরদেশং গতে কৃষ্ণে ভবেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা ॥
প্রিয় সঙ্কীর্ত্তনং দৈন্য মস্যা স্তানব জাগরৌ।
মালিন্যমনবস্থানং জাড্যং চিন্তাদয়ো মতাঃ ॥

কৃষ্ণ লৈয়া অক্রূর যাইতে মথুরায়। এথা যৈছে হৈলা রাই কহনে না যায় ॥

তথাহি হংসদূত কাব্যে ২ শ্লোকঃ ॥

যদায়াতো গোপীহৃদয়মদনো নন্দ সদনা-
ন্মুকুন্দো গান্ধিন্যাস্তনয় মনুবিন্দন্ মধুপুরীং।
তদা হমাঙ্ক্ষীচ্চিন্তাসরিতি ঘনঘূর্ণাপরিচয়ৈ-
রগাধায়াং বাধাময় পয়সি রাধাবিরহিণী ॥

কি বলিব অক্রূরের ব্রজে যশ নাই। অদ্যাপি অক্রূরে

ক্রূর কহে দুঃখ পাই ॥ পরস্পর অক্রূরে নিন্দয়ে বার বার। না বুঝয়ে ব্রজের মরম যে প্রকার ॥ গান্ধিনী আপন মায়ে প্রসব সময়। দিল মহাদুঃখ ইহোঁ তাহারি তনয় ॥ অক্রূরের নাম কেহ শুনিতে না পারে। মনে করিতেই দুঃখসমুদ্রে সাঁতারে ॥ দেখ যমুনার কূলে কুঞ্জ শোভাময়। এথা রাই কানু কি আনন্দে বিলসয় ॥ সুরতান্তে রাই যে কহেন কৃষ্ণ প্রতি। তাহাই করেণ কৃষ্ণ প্রেমাধীন অতি ॥ স্বাধীন ভর্ত্তৃকাবস্থা রাধা প্রকাশয়। তিলে তিলে যে কৌতুক কহিল না হয় ॥

তথাহি শ্রীউজ্জলনীলমণৌ নায়িকাভেদে ৪৯ লক্ষণং ॥

স্বায়ত্তাসন্ন দয়িতা ভবেৎ স্বাধীন ভর্ত্তৃকা।
সলিলারণ্যবিক্রীড়া কুসুমাবচয়াদিকৃৎ ॥

ওহে শ্রীনিবাস এই পুষ্পের কাননে। ভ্রমে রাধামাধববেষ্টিত সখীগণে ॥ অনুরাগে রাধিকার উথলয়ে হিয়া। প্রাপ্ত প্রেমবৈচিত্ত্য দশানুরাগ ক্রিয়া ॥

তত্রৈব স্থায়িভাব প্রকরণে ১০২ লক্ষণং ॥

সদানুভূত মপি যঃ কুর্য্যান্নব নবং প্রিয়ং।
রাগো ভবন্নবনবঃ সো হনুরাগ ইতীর্য্যতে ॥
পরস্পর বশীভাবঃ প্রেমবৈচিত্ত্যকং তথা।
অপ্রাণিন্যপি জন্মাপ্ত্যৈ লালসাভর উন্নতঃ।
বিপ্রলম্ভে হস্য বিস্ফূর্ত্তি রিত্যাদ্যাঃ স্যু রিহ ক্রিয়াঃ ॥

কিবা প্রেমবৈচিত্ত্য দশায় প্রেমাধিকা। হইতে বিশ্লেষ বুদ্ধি ব্যাকুল রাধিকা ॥ কোথা কৃষ্ণ বলি অশ্রু ঝরয়ে নয়নে। নিকটেই কৃষ্ণ তাহা স্মৃতি নাই মনে ॥

তত্রৈব ॥

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষে হপি প্রেমোৎকর্ষ স্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষ ধিয়ার্ত্তি স্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্য মুচ্যতে ॥

প্রেমবৈচিত্ত্য সম্ভোগ নহে পৃথকত। সম্পন্ন সমৃদ্ধিমান্ ইথে সুসঙ্গত ॥ প্রেমবৈচিত্ত্য বিলাস হয় পরম মধুর। বর্ণে কবিগণ যাতে তাপ যায় দূর ॥

গীতে যথা ॥ কামোদঃ ॥

রাই কানু রসের আবেশে। বৈসে একাসনে সখীগণ চারি পাশে ॥ কিবা অনুরাগের তরঙ্গ। না ধরে ধৈরয ধনি হৈল ক্ষীণ অঙ্গ ॥ সখীরে সুধায় বারে বারে। প্রাণনাথ ছাড়ি কোথা গেলেন আমারে ॥ আর কি পাইব প্রাণনাথে। এত কহি করাঘাত করে নিজ মাথে ॥ ভাসে দুটি নয়নের জলে। ছাড়ি দীর্ঘ নিশ্বাস লোটায় মহীতলে ॥ রসিকশেখর শ্যামরায়। দেখিয়া বিষম দশা প্রবোধে রাধায় ॥ প্রবোধে পরাণ জুড়াইল। ঘুচিল বিচ্ছেদ বুদ্ধি দুঃখ দূরে গেল ॥ সখী কি কহিলা আঁখি কোণে। পুলকে বলিত হৈয়া বিলসে গোপনে ॥ কালা আলিঙ্গয়ে মেলি বাহু। লাজে নতমুখী রাই হাসে লহু লহু ॥ মাধব ধরিতে নারে ধৃতি। মুখে মুখ ঝাপয়ে মদনমদে মাতি ॥ উচকুচ যুগে কর দিতে। না জানে আছয়ে কোথা কত উঠে চিতে ॥ হাসি নিবীবন্ধ খসাইয়া। রহয়ে কুসুম শেযে অঙ্গ গড়াইয়া ॥ তনু তনু মিশা শোহে হেন। নীলমণি কনক দামিনী ঘন যেন ॥ বাঢ়য়ে কৌতুক অতিশয়। দুঁহু বেশ বিরচিয়া দোঁহে নিরিখয় ॥ সময় জানিয়া সহচরী। শ্রম উপশমে কত কহে ধিরি

ধিরি ॥ নরহরি সখীর ইঙ্গিতে। করয়ে সুবাতাস ঘরম নিবারিতে ॥

ওহে শ্রীনিবাস এই কালিন্দী কাননে। বিলসয়ে কৃষ্ণ পঞ্চবিধ সখাসনে ॥ চেট বিট বিদূষক পীঠমর্দ্দ আর। প্রিয়নর্ম্ম এই পঞ্চ সহায় তাঁহার ॥ বিবিধ প্রকারে করে কৃষ্ণের সহায়। এসব সখার গুণ কেবা নাহি গায় ॥

তথাহি শ্রীউজ্জ্বলনীলমণৌ সহায়ভেদপ্রকরণে ১লক্ষণং॥

অথ তস্য সহায়াঃ স্যু পঞ্চধা চেটকো বিটঃ।
বিদূষকঃ পীঠমর্দ্দঃ প্রিয়নর্ম্মসখ স্তথা।
নর্ম্মপ্রয়োগে নৈপুণ্যং সদা গাঢ়ানুরাগিতা।
দেশকালজ্ঞতা দাক্ষ্যং রুষ্টগোপীপ্রসাদনং।
নিগূঢ়মন্ত্রতেত্যাদ্যাঃ সহায়ানাং গুণা মতাঃ ॥

এথা কৃষ্ণ চেট ভৃঙ্গ ভঙ্গুরাদি সনে। বিলসে সে সব দক্ষ সকল সন্ধানে ॥

তথাহি তত্রৈব ॥

সন্ধান শ্চতুর শ্চেটো গূঢ়কর্ম্মা প্রগল্ভধীঃ।
স তু ভঙ্গুর ভৃঙ্গারাদিকপ্রোক্তাত্র গোকুলে ॥

বিট সখা কাড়ার ভারতী আদি এথা। কৃষ্ণবেশ বিন্যাসে নিপুণাদ্ভুত প্রথা ॥

তত্রৈব ॥

বেশোপচার কুশলো ধূর্ত্তো গোষ্ঠীবিশারদঃ।
কাম তন্ত্র কলাবেদী বিট ইত্যভিধীয়তে।
কড়ারো ভারতী বন্ধ ইত্যাদি র্বিট ঈরিতঃ ॥

এথা বিদূষক বসন্তাদি সখাগণ। বাঢ়ায় কৌতুক কৃষ্ণ

করিতে ভোজন ॥

বসন্তাদ্যভিধো লোলো ভোজনে কলহপ্রিয়ঃ।
বিকৃতাঙ্গ বচোবেশৈ র্হাস্যকারী বিদূষকঃ।
বিদগ্ধমাধবে খ্যাতো যথাসৌ মধুমঙ্গলঃ॥

পীঠমর্দ্দ শ্রীদাম গুণের অন্ত নাই। করে কত কৃষ্ণের সহায় এই ঠাঁই॥

তত্রৈব ॥

গুণৈ র্নায়ককল্পো যঃ প্রেম্না তত্রানুবৃত্তিমান্।
পীঠমর্দ্দঃ স কথিতঃ শ্রীদামা স্যাদ্‌যথা হরেঃ॥

প্রিয় নর্ম্ম সখা সুবলাদিক এথায়। কৃষ্ণ সুখ যাতে তাহা করে সর্ব্বথায়॥

তত্রৈব ॥

আত্যন্তিক রহস্যজ্ঞঃ সখীভাব সমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বেভ্যঃ প্রণয়িভ্যো হসৌ প্রিয়নর্ম্মসখো বরঃ।
স গোকুলে তু সুবল স্তথা স্যাদর্জ্জুনাদিকঃ॥

ওহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণ এ রম্য কাননে। স্বয়ং মিলে গোপিকা কর্ষয়ে বংশীস্বানে॥ স্বয়ং দূতী রাধিকাপ্ত-দূতী যৈছে তাঁর। তৈছে শ্রীকৃষ্ণের ইথে আনন্দ অপার॥

তত্রৈব ॥

হরি প্রিয়া প্রকরণে বক্ষ্যন্তে যাস্তু দূতিকাঃ।
অত্রাপি তা যথাযোগ্যং বিজ্ঞেয়া রসবেদিভিঃ॥
তত্র স্বয়ং বংশী চ। স্বয়মিতি স্বয়ং দূতীত্যর্থঃ॥

বীরা বৃন্দাদিক শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী। এ কুঞ্জে মিলায় দোঁহে কি অদ্ভুত রীতি॥

তত্রৈব ॥

বীরা বৃন্দাদি রপ্যাপ্ত দূতী কৃষ্ণস্য কীর্ত্তিতা।
বীরা প্রগল্‌ভবচনা বৃন্দা চাটূক্তি পেষলা ॥
অস্যাঃ সাধারণা দূত্যো বীরাদ্যাঃ কথিতা হরেঃ।
লিঙ্গিন্যস্তাস্তু বক্ষ্যন্তে যাস্তাঃ সাধারণা দ্বয়োঃ ॥

কি বলিব এথা সখ্যাদিক রাধিকার। করয়ে সহায় যৈছে না হয় বিস্তার ॥ রাধিকার সখী পঞ্চবিধা সখী আর। নিত্যসখী প্রাণসখী আদি এ প্রচার ॥ এ সকল সখী লৈয়া রাধিকা সুন্দরী। এই কুঞ্জে রহেন কৃষ্ণের পথ হেরি ॥

তত্রৈব ॥

তাস্তু বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ সখ্যঃ পঞ্চবিধা মতাঃ।
সখ্যশ্চ নিত্যসখ্যশ্চ প্রাণসখ্যশ্চ কাশ্চন।
প্রিয়সখ্যশ্চ পরমপ্রেষ্ঠসখ্যশ্চ বিশ্রুতাঃ ॥

সখী কুসুমিকা বিন্ধ্যা ধনিষ্ঠাদি এথা। যতনে সাধয়ে রাধিকার মন কথা ॥

তত্রৈব ॥

সখ্যঃ কুসুমিকা বিন্ধ্যা ধনিষ্ঠাদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

নিত্য সখী কস্তুরী মণিমঞ্জরিকাদি। এথা রাধা মনোবৃত্তি সাধে নিরবধি ॥

তত্রৈব ॥

নিত্যসখ্যস্তু কস্তুরী মণিমঞ্জরিকাদয়ঃ ॥

প্রাণসখী বাসন্ত্যাদি রাধা তুল্য প্রায়। এই কুঞ্জে রাধাকৃষ্ণে কৌতুক বাঢ়য় ॥

তত্রৈব ॥

প্রাণসখ্যঃ শশিমুখী বাসন্তী লাসিকাদয়ঃ।
গতা বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ প্রায়েণেমাঃ স্বরূপতাং॥
স্বরূপতাং তুল্যতা মিত্যর্থঃ॥

প্রিয়সখী কুরঙ্গাক্ষী আদি অনুপমা। এ কুঞ্জে বিহ্বল দেখি দোঁহার সুষমা॥

তত্রৈব॥

প্রিয়সখী কুরঙ্গাক্ষী সুমধ্যা মদনালসা।
কমলা মাধুরী মঞ্জুকেশী কন্দর্প সুন্দরী॥
মাধবী মালতী কামলতা শশিকলাদয়ঃ॥

পরম প্রেষ্ঠসখী ললিতাদিক এথায়। দোঁহে মিলাইয়া মহা উল্লাস হিয়ায়॥

তত্রৈব॥

পরমপ্রেষ্ঠসখ্যস্তু ললিতা সবিশাখিকা।
সুচিত্রা চম্পকলতা তুঙ্গবিদ্যেন্দুলেখিকা।
রঙ্গদেবী সুদেবী চেত্যষ্টৌ সর্ব্বগুণাগ্রিমাঃ।
আসাং সুষ্ঠুদ্বয়োরেব প্রেম্নঃ পরমকাষ্ঠয়া।
ক্বচিজ্জাতু ক্বচিজ্জাতু তদাধিক্য মিবেক্ষ্যতে॥

ওহে শ্রীনিবাস এই নিকুঞ্জ আবাসে। স্বয়ং দূতী আপ্ত-দূতী চাতুর্য্য প্রকাশে॥

তথাহি তত্রৈব॥

অথাশ্রিত সহায়ানাং কৃষ্ণসঙ্গম তৃষ্ণয়া।
এতাসাং পূর্ব্বরাগাদৌ দূত্যযুক্তি বিলিখ্যতে।
দূতী স্বয়ং তথাপ্তা চ দ্বিধাত্র পরিকীর্ত্তিতা॥

স্বয়ং দূতী এথা কৃষ্ণে করিয়া দর্শন। বাচিকাঙ্গিক চাক্ষুষে

সাধে প্রয়োজন ॥ স্বয়ং দূতী শ্রীরাধিকা সর্ব্বাংশে প্রবীণা। বিলসয়ে এ কুঞ্জে সুখের নাহি সীমা ॥

তত্রৈব ॥

অত্যৌৎসুক্য ত্রুটদ্ ব্রীড়া যা চ রাগাদিমোহিতা।
স্বয়মেবাভিযুঙ্‌ক্তে সা স্বয়ংদূতী ততঃ স্মৃতা ॥
স্বাভিযোগা স্ত্রিধা প্রোক্তা বাচিকাঙ্গিক চাক্ষুষাঃ ॥

ওহে শ্রীনিবাস এই কদম্ব কাননে। সদা রাধাসুখ বাঞ্ছে আপ্তদূতীগণে ॥ আপ্তদূতীগণ চেষ্টা কহিল না হয়। অমিতার্থা নিসৃষ্টার্থা পত্রহারী ত্রয় ॥

তত্রৈব ॥

ন বিশ্রম্ভস্য ভঙ্গং যা কুর্য্যাৎ প্রাণাত্যয়েষ্বপি।
স্নিগ্ধা চ বাগ্মিনী চাসৌ দূতী স্যাদ্গোপসুভ্রুবাং।
অমিতার্থা নিসৃষ্টার্থা পত্রহারীতি সা ত্রিধা ॥
বিশ্রম্ভো বিশ্বাস ইত্যর্থঃ—

অমিতার্থা দূতী অতিপ্রবীণা ইঙ্গিতে। রচিয়া উপায় দোঁহে মিলায় এথাতে ॥

তত্রৈব ॥

জ্ঞাত্বাঙ্গিতেন যা ভাবং দ্বয়ো রেকতরস্য বা।
উপায়ৈ র্মিলয়েত্তৌ দ্বা বমিতার্থা ভবেদিয়ং ॥

নিসৃষ্টার্থা দূতীকে অর্পয়ে কার্য্য ভার। এ কুঞ্জে করেন যুক্তি ঘটনা দোঁহার ॥

তত্রৈব ॥

বিন্যস্ত কার্য্যভারা স্যাদ্দ্বয়োরেকতরেণ যা।
যুক্ত্যোভৌ ঘটয়েদেষা নিসৃষ্টার্থা নিগদ্যতে ॥

পত্রহারী দূতীমাত্র পত্রিকা লইয়া। দেন দোঁহে, দোঁহে মিলে নিকুঞ্জে আসিয়া ॥

তত্রৈব ॥

সন্দেশমাত্রং যা যূনো র্হর্যেৎ সা পত্রহারিকা ॥

দূতী শিল্পকারী দৈবজ্ঞা লিঙ্গিনী আর। 'পরিচারিকা ধাত্রেয়ী সর্ব্বত্র প্রচার। বনদেবী সখী আদি এ সব কুঞ্জেতে। নিজ নিজ গুণ প্রকাশয়ে হর্ষ চিতে ॥

তথাহি তত্রৈব ॥

তাঃ শিল্পকারী দৈবজ্ঞা লিঙ্গিনী পরিচারিকাঃ।

ধাত্রেয়ী বনদেবী চ সখী চেত্যাদয়ো ব্রজে ॥

শিল্পকারী নানা শিল্পে প্রবীণা এথায়। দেখাইয়া শিল্প, সুখী করেণ দোঁহায় ॥ দৈবজ্ঞাপ্তদূতী গণনায় বিচক্ষণা। কহে এই কুঞ্জে অদ্য দোঁহার ঘটনা ॥ লিঙ্গিনী তাপসী বেশা যৈছে পৌর্ণমাসী। পৌর্ণমাসী দোঁহে মিলায়েন এথা আসি ॥

তত্রৈব ॥

লিঙ্গিনী তাপসী বেশা পৌর্ণমাসীবদীরিতা ॥

পরিচারিকা লবঙ্গমঞ্জর্য্যাদি রঙ্গে। রাধিকারে এ কুঞ্জে মিলান কৃষ্ণসঙ্গে ॥

তত্রৈব ॥

লবঙ্গমঞ্জরী ভানুমত্যাদ্যাঃ পরিচারিকাঃ ॥

ধাত্রেয়ী যাবট হৈতে আনিয়া রাধায়। এ কুঞ্জে কৃষ্ণের সহ কৌতুকে মিলায় ॥ বনদেবীগণ বনে রহে সর্ব্বক্ষণ। এই কুঞ্জে দেখে রাই কানুর মিলন ॥ সখী এই কুঞ্জে দোঁহে

কৌতুকে মিলায়। সখীরিত বিদিত কে বা না যশ গায়॥

তত্রৈব॥

আত্মনো হপ্যধিকং প্রেম কুর্ব্বাণান্যোন্য মচ্ছলং।
বিশ্রম্ভিণী বয়োবেশাদিভি স্তুল্যা সখী মতা॥
বাচ্য ব্যঙ্গমিতি দ্বেধা তদ্দূত্য মুভয়ো রপি॥

তত্তস্যাঃ সখ্যাঃ--
উভয়োর্নায়ক নায়িকয়োরিত্যর্থঃ॥

বিবিধ প্রকারে এই নিকুঞ্জ আলয়ে। সম্ভোগে দোঁহার সুখ সখী বিস্তারয়ে॥ মুখ্য গৌণ রূপে সম্ভোগ অষ্ট পরকার। পূর্ব্ব রাগাদিকে সংক্ষিপ্তাদি এ প্রচার॥

তথাহি তত্রৈব॥

দর্শনালিঙ্গনাদীনা মানুকূল্যান্নিষেবয়া।
যূনো রুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্য্যতে॥
মনীষিভি রয়ং মুখ্যো গৌণশ্চেতি দ্বিধোদিতঃ।
মুখ্যো জাগ্রদবস্থায়াং সম্ভোগঃ স চতুর্ব্বিধঃ॥
তান্ পূর্ব্বরাগতো মানাৎ প্রবাসদ্বয়তঃ ক্রমাৎ।
জাতান্ সংক্ষিপ্ত সঙ্কীর্ণ সম্পন্নর্দ্ধিমতো বিদুঃ॥

পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ সংক্ষেপেতে। সখী দোঁহে মিলান সুপ্রকারে এথাতে॥

তত্রৈব॥

যুবানৌ যত্র সংক্ষিপ্তান্ সাধ্বস ব্রীড়িতাদিভিঃ।
উপচারান্নিষেবেতে স সংক্ষিপ্ত ইতীরিতঃ॥

বিবিধ প্রকারে মান ভঞ্জন হইলে। এথা সঙ্কীর্ণ সম্ভোগে সুখ সখীমিলে॥

তত্রৈব ॥

যত্র সঙ্কীর্য্যমাণাঃ স্যু র্ব্যলীক স্মরণাদিভিঃ।

উপচারাঃ স সঙ্কীর্ণঃ কিঞ্চিত্তপ্তেক্ষুপেশলঃ ॥

অদূর প্রবাসে সম্পন্ন সে ভেদদ্বয়। এথাতে সম্ভোগ সুখ সখী আস্বাদয় ॥

প্রবাসাৎ সঙ্গতে কান্তে ভোগঃ সম্পন্ন ঈরিতঃ।

দ্বিধা স্যাদাগতিঃ প্রাদুর্ভাবশ্চেতি স সঙ্গমঃ ॥

আগতিঃ ॥

লৌকিক ব্যবহারেণ স্যাদাগমন মাগতিঃ ॥

প্রাদুর্ভাবঃ ॥

প্রেষ্ঠাণাং প্রেম সংরম্ভ বিহ্বলানাং পুরো হরিঃ।

আবির্ভবত্যকস্মাদ্যৎ প্রাদুর্ভাবঃ স উচ্যতে ॥

সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ সুদূর প্রবাসে। আচ্ছন্ন প্রকাশ ভেদে এ কুঞ্জে বিলাসে ॥

তত্রৈব ॥

দুর্ল্লভালোকয়ো র্যূনোঃ পারতন্ত্র্যাদ্বিযুক্তয়োঃ।

উপভোগাতিরেকো যঃ কীর্ত্ত্যতে স সমৃদ্ধিমান্ ॥

ছন্ন প্রকাশ ভেদেন কৈশ্চিদেষাং দ্বিরূপতা।

ইষ্টাপ্যত্র নহি প্রোক্তা নাত্যুল্লাসকরী যতঃ ॥

ওহে শ্রীনিবাস এই পথে রাই রঙ্গে। প্রবেশয়ে এ কুঞ্জ-ভবনে গণ সঙ্গে ॥ রাধিকার গণ যত অন্ত নাই তার। ললিতাদি সখী মধ্যে শোভা চমৎকার ॥ সর্ব্ব গুণে পরিপূর্ণা সখী শ্রীললিতা। রত্নপ্রভা আদি অষ্ট গুণে সুবেষ্টিতা ॥

তথাহি শ্রীবৃহৎকৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকায়াং ॥

রত্নপ্রভা রতিকলা সুভদ্রা ভদ্ররেখিকা।
সুমুখী চ ধনিষ্ঠা চ কলহংসী কলাপিনী॥

বিশাখার সৌন্দর্য্য উপমা নাহি হয়। বেষ্টিত মাধবী আদি গণাষ্ট শোভয়॥

তথাহি তত্রৈব॥

মালতী মাধবী চন্দ্ররেখিকা কুঞ্জরী তথা।
হরিণী চপলানাম্নী সুরভী চ শুভাননা॥

সর্ব্বাংশে প্রবীণা সুচিত্রাদি সুচরিতা। কুরঙ্গাক্ষী আদি নিজ গণাষ্টে অন্বিতা॥

তত্রৈব॥

কুরঙ্গাক্ষী সুচরিতা মণ্ডলী মণিকুণ্ডলা।
চন্দ্রিকা চন্দ্রলতিকা কুন্দকাক্ষী সুমন্দিরা॥

চম্পকলতার অতি অদ্ভুত মাধুর্য্য। রসালিকা আদি অষ্ট গণে শোভাশ্চর্য্য॥

তত্রৈব॥

রসালিকা তিলকিনী সৌরসেনী সুগন্ধিকা।
বামিনী কাম নগরী নাগরী নাগবেণিকা॥

শ্রীরঙ্গদেবীর রূপে কেবা ধৈর্য্য ধরে। মঞ্জু মেধাদি গণাষ্ট শোভা চিত্ত হরে॥

তত্রৈব॥

মঞ্জুমেধা সুমধুরা সুমেধ্যা মধুরেক্ষণা।
তনুমধ্যা মধুসান্দ্রা গুণচূড়া বরাঙ্গদা॥

সুদেবী রাধিকা প্রীতে সদা প্রফুল্লিতা। তার অষ্টগণ তুঙ্গভদ্রাদি বিদিতা॥

তত্রৈব ॥

তুঙ্গভদ্রা রসোত্তুঙ্গা রঙ্গবাটী সুসঙ্গতা।
চিত্রলেখা বিচিত্রাঙ্গী মোদিনী মদনালসা ॥

তুঙ্গবিদ্যা পরমরূপসী শোভা অতি। কলকণ্ঠী আদি অষ্টগণাদ্ভুত রীতি ॥

তত্রৈব ॥

কলকণ্ঠী শশিকলা কমলা মধুরেন্দিরা।
ইন্দুলেখা সর্ব্ব চিত্তাকর্ষে সুচরিতে। কাবেরী আদি গণাষ্ট উপমা কি দিতে ॥

তত্রৈব ॥

কাবেরী চারুকবরা সুকেশী মঞ্জুকেশিকা।
হারহীরা মহাহীরা হারকণ্ঠী মনোহরা ॥

ওহে শ্রীনিবাস ললিতাদি গণসঙ্গে। এই কুঞ্জে দোঁহার মিলন দেখি রঙ্গে ॥ তিলে তিলে উল্লাসে ধরিতে নারে হিয়া। ললিতাদি সখীর পরমাদ্ভুত ক্রিয়া ॥

তথাহি শ্রীউজ্জ্বলনীলমণৌ ॥

মিথঃ প্রেম ১ গুণোৎকীর্ত্তি ২ স্তয়ো রাশক্তিকারিতা ৩।
অভিসারো ৪ দ্বয়োরেব সখ্যা কৃষ্ণে সমর্পণং ৫।
নর্ম্মা ৬ শ্বাসন ৭ নেপথ্যং ৮ হৃদয়োদ্ঘাটপাটবং ৯।
ছিদ্রসংবৃতি ১০ রেতস্যাঃ পত্যাদেঃ পরিবঞ্চনা ১১ ॥
শিক্ষা ১২ সঙ্গমনং কালে ১৩ সেবনং ব্যজনাদিভিঃ ১৪।
তয়ো র্দ্বয়োরুপালম্ভঃ ১৫ সন্দেশ প্রেষণং তথা ১৬ ॥
নায়িকা প্রাণসংরক্ষা প্রযত্নাদ্যাঃ ১৭ সখীক্রিয়া ॥

ওহে শ্রীনিবাস কহিবার সাধ্য নাই। কৃষ্ণ মনোহিত

পুষ্প বাটী এই ঠাঁই ॥ কি অপূর্ব্ব শোভা এই বনের ভিতর। গুণাতীত লিঙ্গরূপ নাম গোপীশ্বর ॥ এই সদাশিব বৃন্দা বিপিন পালয়। ইহাঁকে পূজিলে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয় ॥ গোপীগণ সদা কৃষ্ণ সঙ্গের লাগিয়া। নিরন্তর পূজে যত্নে নানা দ্রব্য দিয়া ॥ কহিতে কি পারি যে মহিমা গুরুতর। গোপিকা পূজিত তেঞি নাম গোপীশ্বর ॥ ইন্দ্রাদি দেবতা স্তুতি করয়ে সদায়। বৃন্দাবনে প্রীতিবৃদ্ধি ইহার কৃপায় ॥

তথাহি ॥

শ্রীমদ্গোপীশ্বরং বন্দে শঙ্করং করুণাময়ং।
সর্ব্ব ক্লেশ হরং দেবং বৃন্দারণ্য রতিপ্রদং ॥

তথাচ স্তবামৃত লহর্য্যাং ॥

বৃন্দাবনাবনিপতে জয় সোমসোম-
মৌলে সনন্দন সনাতন নারদেড্যঃ।
গোপেশ্বর ব্রজবিলাসি যুগাঙ্ঘ্রি পদ্মে
প্রেম প্রযচ্ছ নিরুপাধি নমো নমস্তে ॥

দেখ ব্রহ্মকুণ্ড এই পরম নির্জ্জন। বহু গুল্মলতাবৃত অতি সুশোভন ॥ এথা স্নান একরাত্রি উপবাস কৈলে। গন্ধর্ব্বাদি সহ ক্রীড়া করে কুতুহলে ॥ প্রাণত্যাগ হৈলে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়। ব্রহ্মকুণ্ড মহিমা পুরাণে ব্যক্ত হয় ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

তত্র ব্রাহ্মে মহাভাগে বহুগুল্ম লতাবৃতে।
তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বীত একরাত্রোষিতো নরঃ ॥
গন্ধর্ব্বৈ রপ্সরোভিশ্চ ক্রীড়মানঃ স মোদতে।
তত্রাথ মুঞ্চতে প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি ॥

ব্রহ্মকুণ্ড পার্শ্বে আর যে যে চমৎকার। তাহা কি কহিব কৈল পুরাণে প্রচার॥

তথাহি বারাহে॥

তস্য তত্রোত্তরে পার্শ্বে হ্যশোকবৃক্ষঃ সিতপ্রভঃ।
বৈশাখস্য তু মাসস্য শুক্লপক্ষস্য দ্বাদশী।
স পুষ্পাতি চ মধ্যাহ্নে মম ভক্তসুখাবহঃ।
ন কশ্চিদপি জানাতি বিনা ভাগবতং শুচিং॥

এথা বৃন্দাদেবী মনোবৃত্তি প্রকাশিল। নারদ মুনির মনোরথ পূর্ণ কৈল॥ ওহে শ্রীনিবাস এই বেণুকূপ হয়। এথা কৃষ্ণচন্দ্রের কৌতুক অতিশয়॥ প্রিয়াগণ তৃষ্ণাযুক্ত কৃষ্ণ তা জানিয়া। ভূমিতলে দিলা দৃষ্টি বেণু করে লৈয়া॥ বেণু ফুকিতেই শব্দ প্রবেশে পাতালে। অকস্মাৎ হৈল কূপ পরিপূর্ণ জলে॥ সবে জল পান করি প্রশংসে কৃষ্ণেরে। বেণুকূপ নাম তেঞি বিদিত সংসারে॥ ওহে শ্রীনিবাস কালি দমনের দিনে। দাবানল পান কৃষ্ণ কৈলা এই খানে॥ এই দাবানল স্থান যে করে দর্শন। সংসার দাবাগ্নি হৈতে হয় বিমোচন॥ এই শ্রীগোবিন্দস্বামি তীর্থ মহোত্তম। দেখহ অপূর্ব্ব শোভা নাহি যার সম॥ এথা স্নান কৈলে পূর্ণ হয় অভিলাষ। এথা গোবিন্দের অতি অদ্ভুত বিলাষ॥

তথাহি সৌরপুরাণে॥

গোবিন্দস্বামি তীর্থাখ্য মস্তি তীর্থ মহোত্তম।।
বাসুদেব তনূজস্য বিষ্ণো রত্যন্ত দুর্ল্লভং॥
গোবিন্দ স্বামিনামাত্র বসত্যর্চ্চাত্মকো হ্চ্যুতঃ।
তত্র স্নাত্বা তমভ্যর্চ্চ্য মুক্তি মিচ্ছন্তি সাধবঃ॥

ব্রজে নানা লীলা শুনি মাধুর্য্যাদি যত। ব্রহ্মাদি অগম্য আনে জানিব বা কত ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ১০৪ শ্লোকঃ ॥

ন ব্রহ্মা নচ নারদো ন হি হরো ন প্রেম ভক্তোত্তমাঃ
সম্যক্‌জ্ঞাতু মিহাঞ্জসার্হতি তথা যস্যোল্লসন্মাধুরীং।
কিন্ত্বেকো বলদেব এব পরিতঃ সার্দ্ধং স্বমাত্রা স্ফুটং
প্রেম্নাপ্যুদ্ধব এষ বেত্তি নিতরাং কিং স ব্রজো বর্ণ্যতে ॥

সর্ব্ব চিত্তাকর্ষ এই দ্বাদশ কানন। ভূমিগত হৈয়া ভক্ত-বন্দে অনুক্ষণ ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৯৮ শ্লোকঃ ॥

গন্ধব্যাকুল ভৃঙ্গসঞ্চয় চমূ সংস্পৃষ্ট পুষ্পোৎকরৈ-
র্ভ্রাজৎ কল্পলতা-পলাশি নিকরৈ র্বিভ্রাজিতানি স্ফুটং।
যানি স্ফার তড়াগ পর্ব্বত নদীবৃন্দেন রাজন্ত্যহো
কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ বনানি তানি নিতরাং বন্দে মুহু র্দ্বাদশ ॥

ওহে শ্রীনিবাস ভক্ত সদা সংপ্রার্থয়ে। অন্য প্রসঙ্গেও যেন ব্রজে বাস হয়ে ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ১০৫ শ্লোকঃ ॥

অন্যত্র ক্ষণমাত্র মচ্যুতপুরে প্রেমামৃতাম্ভোনিধি-
স্নাতো হপ্যচ্যুত সজ্জনৈরপি সমং নাহং বসামি ক্বচিৎ।
কিন্ত্বত্র ব্রজবাসিনা মপি সমং যেনাপি কেনাপ্যলং
সংলাপৈর্ম্ম নির্ভরঃ প্রতি মুহুর্বাসো হস্তু নিত্যং মম ॥

ব্রজভূমে বৈসে যে সে কৃষ্ণ প্রিয় হন। তা সবারে বন্দে নিত্য ভাগ্যবন্তগণ ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ১০০ শ্লোকঃ ॥

মুদা যত্র ব্রহ্মা তৃণ নিকর গুল্মাদিষু পরং
সদা কাঙ্ক্ষে জন্মার্পিত বিবিধকর্ম্মাপ্যনুদিনং।
ক্রমাদেষ তত্রৈব ব্রজভুবি বসন্তি প্রিয়তমা
ময়া তে তে বন্দ্যাঃ পরম বিনয়াৎ পুণ্যখচিতাঃ ॥

ব্রজস্থিত তৃণ গুল্ম কীটাদিক যত। সে সবে প্রণমে ভাগ্যবন্ত অবিরত ॥

তথাহি তত্রৈব ১০২ শ্লোকঃ ॥

যৎকিঞ্চিত্তৃণ গুল্ম কীটক মুখং গোষ্ঠে সমস্তং হি তৎ
সর্ব্বানন্দময়ং মুকুন্দদয়িতং লীলানুকূলং পরং।
শাস্ত্রৈ রেব মুহুর্মুহুঃ স্ফুটমিদং নিষ্টঙ্কিতং যাচ্ঞয়া
ব্রহ্মাদেরপি সংস্পৃহেণ তদিদং সর্ব্বং ময়া বন্দ্যতে ॥

কেহো রাধাকৃষ্ণ নামোচ্চারি নেত্রনীরে। কৃষ্ণকেলি-স্থান সিঞ্চিবারে বাঞ্ছা করে ॥

তথাহি তত্রৈব ১০৩ শ্লোকঃ ॥

ভ্রমন্ কচ্ছে কচ্ছে ক্ষিতিধরপতে র্বক্রিমগতৈ-
র্লপন্ রাধে কৃষ্ণেত্যনবরত মুন্মত্তবদহং।
পতন্ ক্বাপি ক্বাপ্যুচ্ছলিত নয়নদ্বন্দ্ব সলিলৈঃ
কদা কেলিস্থানং সকলমপি সিঞ্চামি বিকলঃ ॥

ওহে শ্রীনিবাস বৃন্দাবনের মাধুরী। মনে অভিলাস সদা রাখি নেত্রে ভরি ॥ তোমা দোঁহা লৈয়া মহা আনন্দে ভ্রমিনু। পুন না হইবে হেন মনে বিচারিনু ॥ জন্মে জন্মে তুমি দুই প্রভুর কিঙ্কর। এত কহি পণ্ডিতের অধৈর্য্য অন্তর ॥ নরোত্তম শ্রীনিবাস আচার্য্যঠাকুর। নেত্রজলে ভাসে দোঁহে

ধৈর্য্য গেল দূর ॥ পণ্ডিতের পদতলে পড়ে লোটাইয়া। পণ্ডিত নয়ন জলে সিঞ্চে কোলে লৈয়া॥ রাধাকৃষ্ণ চৈতন্যের চরিত্র কীর্ত্তনে। হইলেন মত্ত দেহ স্মৃতি নাই মনে ॥বৃন্দাবন ভূমে প্রণমিয়া বারবার। করে যে প্রার্থনা তা কহিতে নাই পার ॥ এই রূপ নির্জ্জনে বসিয়া তিন জন। করিলেন কতক্ষণ ধৈর্য্যাবলম্বন॥ চলিলেন শ্রীগোবিন্দ-দেবের দর্শনে। যাঁর রূপ মাধুর্য্যাদি বর্ণে বিজ্ঞগণে॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ॥

বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষ সুবর্ণ সদন। মহাযোগপীঠ তাহা রত্নসিং-হাসন ॥ তাতে বসিয়াছে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন। শ্রীগোবিন্দ নাম সাক্ষাৎ মন্মথ মথন ॥ যাঁর ধ্যান লোকে সদা করে পদ্মা-সনে। অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে করে উপাসনে॥ সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন ইথে নাহি আন। যেই অজ্ঞ জন করে প্রতিমা হেন জ্ঞান ॥ সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার। ঘোর নরকে পড়য়ে কি বলিব আর ॥

তথাহি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ॥

প্রাপ্যাপি দুর্ল্লভতরং মানুষ্যং বিবুধেপ্সিতং।
যৈ রাশ্রিতো ন গোবিন্দ স্তৈ রাত্মা বঞ্চিত শ্চিরং ॥
দ্রষ্টুং ন যোগ্যা বক্তুং বা ত্রিষু লোকেষু তে হধমাঃ।
শ্রীগোবিন্দ পদদ্বন্দ্বে বিমুখা যে ভবন্তি হি ॥

তথাচ ॥

দোলায়মানং গোবিন্দং মঞ্চস্থং মধুসূদনং।
রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

শ্রীগোবিন্দ দর্শন করিয়া তিন জন। হৈল মহানন্দ জুড়-

ইল নেত্র মন॥ শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত তিনে দেখিয়া উল্লাসে। শ্রীমালা প্রসাদ দিয়া মঙ্গল জিজ্ঞাসে॥ রাঘবপণ্ডিত ক্রমে সব নিবেদিয়া। সর্ব্বত্র দর্শন কৈলা উল্লাসিত হৈয়া। শ্রীজীব গোস্বামির বাসা গেলেন ত্বরায়। শ্রীজীবের মহানন্দ দেখিয়া সবায়॥ শ্রীরাঘবপণ্ডিত গোস্বামী শ্রীজীবেরে। কহিল সকল শুনি উল্লাস অন্তরে॥ দুই এক দিবস রহিয়া বৃন্দাবনে। রাঘবপণ্ডিত শীঘ্র গেলা গোবর্দ্ধনে॥ ওহে শ্রোতা মথুরামণ্ডল পরিক্রমা। সংক্ষেপে কহিল ইথে অদ্ভুত মহিমা। এ মাহাত্ম্য যত্নে পড়ে যে সবে শুনয়। শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত সে উদ্ধারে পক্ষদ্বয়॥

তথাহি আদিবরাহে॥

যে পঠন্তি মহাভাগে শৃণ্বন্তি চ সমাহিতাঃ।
মথুরায়াশ্চ মাহাত্ম্যং তে যান্তি পরমাং গতিং॥
কুলানি তে তারয়ন্তি দ্বে শতে পক্ষয়োর্দ্বয়োঃ॥

শ্রীব্রজমণ্ডল ভ্রমণেতে সুখ যত। সেই সে জানয়ে যে ব্রজের অনুগত॥ ব্রজে লীলাস্থলী নাম করহ কীর্ত্তন। অনায়াসে হবে সব বাঞ্ছিত পূরণ॥ লীলা আস্বাদহ ভক্তগণের সহিতে। মিলিবে নির্ম্মল ভক্তি ভক্তের কৃপাতে॥ ভক্তস্থানে সাবধান হবে সর্ব্বমতে। যেন কোন অকৌশল নহে তাঁর চিতে॥ অকৌশল হইলে সব হয় অন্তরায়। প্রসঙ্গ পাইয়া কিছু কহিয়ে এথায়॥ এক দিন শ্রীরূপ গোস্বামী বৃন্দাবনে। ভাবয়ে মানসে মহা উল্লাসিত মনে॥ রাধিকার বেশ বিরচয়ে সখীগণ। পৃষ্ঠদেশে রহি কৃষ্ণ করে নিরী-

ক্ষণ॥ কৃষ্ণ যে দেখেন তাহা রাধিকা না জানে। জানাইতে সখীর কৌতুক বাড়ে মনে॥ বিচিত্রবন্ধানে কেশ করিয়া বন্ধন। রাধিকার আগে সখী ধরিলা দর্পণ॥ শ্রীরাধিকা নিজ মুখশোভা নিরখিতে। কৃষ্ণ মুখচন্দ্র দেখে সেই দর্পণেতে॥ ব্যস্ত হইলেন রাই লজ্জা অতিশয়। লইয়া বসন শীঘ্র সর্ব্বাঙ্গ ঝাঁপয়॥ সখীগণ হাসে মহা কৌতুক হইল। শ্রীরূপগোস্বামী সেই সঙ্গেই হাসিল॥ হেনকালে আইলা বৈষ্ণব এক জন। শ্রীরূপে দেখিতে অতি উৎকণ্ঠিত মন॥ শ্রীরূপ হাসেন দেখি কিছু না কহিলা। বিমর্ষ হইয়া সনাতন আগে গেলা॥ বৈষ্ণব কহয়ে গেনু শ্রীরূপ দেখিতে। আমারে দেখিয়া তেহোঁ লাগিলা হাসিতে॥ মনোদুঃখী হৈয়া তাঁরে কিছু না কহিনু। না বুঝি কারণ কিছু জিজ্ঞাসিতে আইনু॥ যে নিমিত্ত হাসে তা কহিলা সনাতন। শুনি বৈষ্ণবের হৈল খেদ যুক্ত মন॥ বৈষ্ণব কহেন এ সময়ে কেন গেনু। তাঁর মন না বুঝিয়া অপরাধ কৈনু॥ ঐছে সে বৈষ্ণব অতি ব্যাকুল হইলা। সনাতনগোস্বামী তাঁহারে স্থির কৈলা॥ এথা রূপ মগ্ন ছিলা লীলা দরশনে। সে আনন্দ অন্তর্দ্ধান হৈল সেই ক্ষণে॥ শ্রীরূপ ব্যাকুল হৈয়া চতুর্দ্দিকে চায়। মনে স্থির কৈল কেহ আইলা এথায়॥ অপরাধ হৈল মোর তাঁর অসম্মানে। ঐছে বিচারিয়া চলে গোস্বামির স্থানে॥ সে বৈষ্ণব শ্রীরূপের গমন দেখিয়া। ভূমে পড়ি প্রণময়ে কথো দূরে গিয়া॥ অতি দীনপ্রায় শ্রীরূপের প্রতি কয়। অপরাধ কৈনু মুঞি ক্ষম মহাশয়॥ এই কতক্ষণ হৈল তথা গিয়াছিনু। না বুঝি তোমার ক্রিয়া মনে কিছু কৈনু॥

গোস্বামির পাশে আসি কৈনু নিবেদন। তেঁহো অনুগ্রহ করি ঘুচাইলা ভ্রম ॥

তুমি যদি অনুগ্রহ করহ আমারে। তবে মন স্থির হয় কহিনু তোমারে ॥ শুনিয়া শ্রীরূপ অতি কাতর অন্তরে। ভূমে পড়ি প্রণমি কহয়ে যোড় করে ॥ অপরাধ কৈনু কত কহিতে না পারি। অপরাধ ক্ষম মোর অনুগ্রহ করি ॥ ভক্তিরসাবেশে দোঁহে দৈন্য বহু কৈল। অপরাধ ক্ষমাইয়া দোঁহে স্থির হৈল ॥ দোঁহে আইলা সনাতন গোস্বামির পাশে। কথোক্ষণ মগ্ন হৈলা কৃষ্ণকথা রসে ॥ শ্রীরূপের এ প্রসঙ্গ সকলে শুনিল। শুনিয়া সবার অতি বিস্ময় হইল ॥ ওহে ভাই বৈষ্ণবেতে সাবধান হবে। প্রাণ পণ করি অপরাধ ক্ষমাইবে ॥ বৈষ্ণবের দোষ দৃষ্টে হবে সাবধান। নিরন্তর করিবে বৈষ্ণবের গুণ গান ॥ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাগবতগণ এই কয়। বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয় ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু প্রিয়ভক্ত দ্বারে। অন্যেরে দিলেন শিক্ষা এই ত প্রকারে ॥ ভক্ত পাদপদ্ম ধরি মস্তক উপর। ভক্তিরস সায়রে ডুবহ নিরন্তর ॥ শ্রীনিবাস আচার্য্য চরণ চিন্তা করি। ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরত্নাকরে ব্রজপরিক্রমাদিবর্ণনং নাম পঞ্চম স্তরঙ্গঃ ॥ * ॥ ৫ ॥ * ॥

# অথ ষষ্ঠতরঙ্গ।

জয় জয় শ্রীগৌরগোবিন্দ গুণমণি। জয় নিত্যানন্দ রাম প্রেম রত্ন খনি.॥ জয় শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র করুণার সিন্ধু। জয় গদাধর পণ্ডিতের প্রাণবন্ধু॥ জয় জয় দয়াময় পণ্ডিত শ্রীবাস। জয় বক্রেশ্বর শ্রীমুরারি হরিদাস॥ জয় জয় শ্রীস্বরূপ রূপ সনাতন। জয়জয় শ্রীগৌরচন্দ্রের ভক্তগণ॥ জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়। এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয়॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য নরোত্তম দুই জনে। বিলসয়ে পরম আনন্দে বৃন্দাবনে॥ এক দিন শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর। নরোত্তম প্রতি কহে বচনমধুর॥ আজি নানা মঙ্গল দেখিয়ে ক্ষণেক্ষণ। স্পন্দন করয়ে বাহু দক্ষিণ নয়ন॥ অকস্মাৎ মহাসুখ উপজয়ে চিতে। অবশ্য মিলিব কোন বৈষ্ণব সহিতে॥ নরোত্তম কহয়ে শুনিনু যাঁর কথা। সেই দুখীকৃষ্ণদাস মিলিবেন এথা॥ ঐছে কত কহে বিচারিয়া হর্ষ মনে। চলিলেন জীবগোস্বামির দরশনে॥ এথা শ্যামানন্দ আইলা গোস্বাঞির বাসায়। গোসাঞি পাইলা প্রীত তাঁহার চেষ্টায়॥ পূর্ব্বে জানাইল এই শ্যামানন্দ রীত। এবে কিছু কহি যাতে হয় মহা হিত॥ চৈত্র পূর্ণিমাতে জন্মিলেন শ্যামানন্দ। দিনে দিনে বাড়িলেন যৈছে বাড়ে চন্দ্র॥ বাল্য পৌগণ্ডাদি গৃহে করিলা বিলাস। নব্য-যৌবনেতে গৃহে হইলা উদাস॥ ফাল্গুন মাসেতে শ্যামানন্দ মহাধীর। গৃহ ছাড়িবেন মনে করিলেন স্থির॥ দণ্ডেশ্বর-

গ্রামে মাতা পিতার সাক্ষাতে। বিদায় হইয়া আইলা অম্বিকা গ্রামেতে॥ হৃদয় চৈতন্য ঠাকুরের শিষ্য হৈলা। তাঁর পাদপদ্মে নিজ আত্মা সমর্পিলা॥ ফাল্গুণ পূর্ণিমা শুভক্ষণে শিষ্য হৈয়া। চলিলেন বৃন্দাবনে ইষ্ট আজ্ঞা পাইয়া॥ কথোদিন করি নানা তীর্থ পর্য্যটন। মহাসুখে কৈলা ব্রজমণ্ডলে ভ্রমণ॥ গোবর্দ্ধন হৈতে অতি আনন্দ অন্তরে। আইলেন শ্যামানন্দ রাধাকুণ্ড তীরে॥ রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড শোভা নিরখিয়া। নেত্রজলে ভাসে মহাবিহ্বল হইয়া॥ শ্যামানন্দচেষ্টা দেখি দাস ব্রজবাসী। জিজ্ঞাসিলা সকল পরমানন্দে ভাসি॥ শ্রীদাস গোস্বামির নিকটে লৈয়া গেলা। শ্যামানন্দ গমন বৃত্তান্ত জানাইলা॥ শ্যামানন্দ ভূমিতে পড়িয়া বার বার। করয়ে প্রণাম নেত্রে বহে অশ্রুধার॥ শ্রীদাসগোস্বামী অতি অনুগ্রহ কৈল। বসাইয়া নিকটে কুশল জিজ্ঞাসিল॥ শ্যামানন্দ ক্রমে সব কৈল নিবেদন। শুনি গোস্বামির অতি হর্ষ হৈল মন॥ সে দিবস আপনার নিকটে রাখিয়া। বৃন্দাবনে পাঠাইলা লোক সঙ্গে দিয়া॥ তেহোঁ জীবগোস্বামির স্থানে লৈয়া গেলা। শ্যামানন্দ বৃত্তান্ত সকল জানাইলা॥ শ্যামানন্দ পড়িয়া গোস্বামি-পদতলে। আপনা মানয়ে দীন, ভাসে নেত্রজলে॥ শ্রীজীবগোস্বামী অতি বাৎসল্য- স্নেহেতে। আলিঙ্গন করি আজ্ঞা করিলা বসিতে॥ জিজ্ঞাসিয়া শ্রীগৌড় ভক্তের সমাচার। জিজ্ঞাসয়ে দুই প্রভু সেবার প্রকার॥ শ্রীহৃদয়চৈতন্যের চেষ্টা জিজ্ঞাসিল। ক্রমে ক্রমে শ্যামানন্দ সব নিবেদিল॥ আপন বৃত্তান্ত কহে করি পরিহার। ভক্তি গ্রন্থাস্বাদ কৈছে হইবে আমার॥

গোস্বামী কহেন কিছু চিন্তা না করিবে। শ্রীনিবাস নরোত্তম সহ আস্বাদিবে॥ শ্রীনিবাস নরোত্তম নাম শ্রবণেতে। পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ উল্লাস মনেতে॥ গোস্বামির প্রতি পুন করে নিবেদন। আজ্ঞা হৈলে করি গিয়া দোঁহার দর্শন॥ এত কহিতেই নরোত্তম শ্রীনিবাস। হৃষ্ট হৈয়া আইলেন গোস্বামির পাশ॥ শ্রীনিবাসে গোস্বামী কহেন হর্ষ চিতে। দুঃখী কৃষ্ণদাস এই আইলা গৌড় হৈতে॥ হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের শিষ্য হন। কহিতে কি তাঁর অলৌকিক গুণগণ॥ তাঁ-সবার মঙ্গল সম্বাদ শুনাইলা। এই কথোক্ষণ রাধাকুণ্ড হৈতে আইলা॥ তোমা দোঁহা দেখিতে উদ্বিগ্ন অতিশয়। এত কহি শ্যামানন্দে দিল পরিচয়॥ শ্যামানন্দ ভূমিতলে পড়ি প্রণমিতে। শ্রীনিবাস কোলে লৈয়া না পারে ছাড়িতে॥ নরোত্তমে প্রণমিতে তেঁহো প্রণমিয়া। আলিঙ্গন কৈল অতি স্নেহাবিষ্ট হৈয়া॥ স্বাভাবিক প্রেমচেষ্টা কহিল না হয়। শ্যামানন্দ মিলনে আনন্দ অতিশয়॥ শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ তিনে। যে অদ্ভুত রীত তা কহিতে কে বা জানে॥ শ্রীজীব গোস্বামী অতি প্রসন্ন হইলা। শ্যামানন্দে ভক্তি-গ্রন্থারম্ভ করাইলা॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য শ্যামানন্দে সমর্পিলি। কথোদিনে শ্যামানন্দ অধ্যাপক হৈল॥ শ্রীশ্যামানন্দের ভক্তি-রীত চমৎকার। মধ্যে মধ্যে অম্বিকা পাঠান সমাচার॥ রাধিকার দাসীভাব এই ইচ্ছা মনে। শ্রীগুরু আজ্ঞায় লভ্য হৈল জীবস্থানে॥ শ্রীজীব গোস্বামী শ্যামানন্দে কৃপা করি। করিলেন মানস সেবার অধিকারী॥ রাধা শ্যামসুন্দরের সুখ জন্মাইল। জানিয়া শ্রীজীব শ্যামানন্দ নাম থুইল॥ দিনে

দিনে বাড়ে শ্যামানন্দ ভক্তি রীত। বৃন্দাবনবাসী সবে হৈলা উল্লাসিত॥ শ্রীজীব গোস্বামি-পদে নির্ম্মল ভকতি। শ্রীনিবাস নরোত্তম সঙ্গে সদা স্থিতি॥ গণসহ নিতাই চৈতন্য গুণগানে। নিরন্তর মহামত্ত আপনা না জানে॥ শ্রীগুরু শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভু বলি। যমুনার তীরে সদা নাচে বাহু তুলি॥ সিদ্ধ ভক্ত ক্রিয়া না বুঝিয়া জীব মূর্খ॥ করয়ে কুতর্ক ইথে পায় মহাদুঃখ॥ শ্যামানন্দ সদা ভক্তিরসে মাতোয়ার। সর্ব্বত্র দর্শনে সুখ বাড়য়ে অপার॥ শ্রীরাধাগোবিন্দ রাধা মদনমোহন। রাধাগোপীনাথে দেখি নিছয়ে জীবন॥ কি অদ্ভুত এ তিনের সৌন্দর্য্য দেখিতে॥ কে আছে এমন যে ধৈরয ধরে চিতে॥ সদা নহে এ তিনের যুগল দর্শন। একাদশী পূর্ণিমাবস্যায় নিয়ম॥ যে সময়ে সিংহাসনে বৈসে একত্রেতে। সে সময়ে যে শোভা উপমা নাই দিতে॥ শ্রীগোবিন্দ যে সময়ে প্রকট হইলা। সে সময়ে শ্রীমতী রাধিকা নাহি ছিলা॥ ছিলেন শ্রীমদনমোহন প্রভু ঐছে। সংক্ষেপে কহিয়ে শ্রীযুগল হৈলা যৈছে॥ মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের কুমার। পুরুষোত্তম-জানা নাম সর্ব্বাংশে সুন্দর॥ তেঁহো দুই প্রভুর এ সম্বাদ শুনিয়া। যত্নে দুই ঠাকুরাণী দিল পাঠাইয়া॥ বৃন্দাবন নিকট আইলা কথোদিনে। শুনি সবে পরমানন্দিত বৃন্দাবনে॥ সেবা অধিকারি প্রতি মদনমোহন। স্বপ্নচ্ছলে ভঙ্গিতে কহয়ে হর্ষ মন॥ পাঠাইলা দুই মূর্ত্তি শ্রীরাধিকা ভানে। রাধিকা ললিতা দোঁহে ইহা নাহি জানে॥ আগুসরি শীঘ্র তুমি দোঁহারে আনহ। ছোট শ্রীরাধিকা মোর বামেতে রাখহ॥ বড় ললিতায় রাখো আমার

দক্ষিণে। ইহা শুনি অধিকারী চলে সেই ক্ষণে॥ দোঁহারে আনিয়া অতি আনন্দ অন্তরে॥ আজ্ঞা অনুরূপ কার্য্য করিলা সত্বরে॥

তথাহি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত স্তবামৃত লহর্য্যাং॥

তরণিজা তীর ভুবি তরণিকরবারক-
প্রিয়ক ষণ্ডস্থমণি সদন মহিত স্থিতে।
ললিতয়া সার্দ্ধ মনুপদ রমিত রাধয়া
মদনগোপাল নিজ সদন মনুরক্ষ মাং॥

শ্রীমদনগোপাল বিলাস ব্যক্ত হৈল। বৈষ্ণব সমাজে মহা কৌতুক বাঢ়িল॥ এ অদ্ভুত কথা ক্ষেত্রে শুনি বড় জানা। আনন্দে বিহ্বল অতি না জানে আপনা॥ শ্রীগোবিন্দে ঠাকুরাণী পাঠাইতে চায়। করয়ে যতন কত না দেখে উপায়॥ এক দিন চিন্তাযুক্ত হৈয়া নিদ্রা গেলা। স্বপ্নছলে শ্রীরাধিকা সাক্ষাৎ হইলা॥ পুরুষোত্তম জানারে কহয়ে ধিরে ধিরে। শ্রীগোবিন্দ-নিকট পাঠাহ শীঘ্র মোরে॥ শ্রীজগন্নাথের চক্রবেড় ভ্রমণেতে। মোরে দেখি রাধিকা কল্পনা কৈলা চিতে॥ বহুকাল চক্রবেড় মধ্যে আছি আমি। সকলে কহেন মোরে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী॥ আমি যে রাধিকা ইহা কেহো নাহি জানে॥ এত কহি অন্তর্দ্ধান হৈলা সেইক্ষণে॥ নিদ্রা ভঙ্গে বড় জানা অতি ত্রস্ত হৈলা। চক্রবেড় মধ্যে গিয়া সাক্ষাৎ দেখিলা॥ চক্রবেড়ে রাধিকার যৈছে হৈল স্থিতি। প্রসঙ্গ পাইয়া কহি সঙ্ক্ষেপে সম্প্রতি॥ যৈছে শ্রীগোপাল গোবিন্দের স্থান হৈতে। আইলা দক্ষিণে পদব্রজে সাক্ষ্য দিতে॥

তথাহি সাধনদীপিকায়াং॥

শ্রীগোবিন্দ স্থানবাসী শ্রীগোপালো দয়াম্বুধিঃ।
সাক্ষ্যং দাতুং ব্রাহ্মণস্য স্বপদাভ্যাং যতো গতঃ॥
অদ্যাপি রাজতে ওড্রদেশে হ্যসৌ ভক্তবৎসলঃ।
কর্ত্তুং ন কর্ত্তুং তৎ কর্ত্তুং সমর্থো হরিরীশ্বরঃ॥

শ্রীগোপাল গমন অন্যত্র বিস্তারিত। তৈছে কহি শ্রীরাধিকা গমন কিঞ্চিত॥

কোন এক সময়ে রাধা বৃন্দাবন হৈতে। আইলা উৎকল দেশে ভক্তাধীন মতে॥ উৎকল দেশেতে গ্রাম শ্রীরাধানগর। তথা বৈসে এক দাক্ষিণাত্য বিপ্রবর॥ পরম বৈষ্ণব বৃহদ্ভানু নাম তাঁর। সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত সে সর্ব্বত্র প্রচার॥ শ্রীরাধিকা সে বৃহদ্ভানুর কন্যা প্রায়। তাঁর গৃহে বিলসয়ে উল্লাস

তথাহি সাধনদীপিকায়াং॥

অত্রাপি শ্রূয়তে কাচিৎ কথা পৌরাতনী শুভা।
বিপ্রো বৃহদ্ভানুনামা দাক্ষিণাত্যঃ সুবৈষ্ণবঃ।
ওড্রদেশনিবাসী স রাধানগর গ্রামকে।
পুত্রীভাবেন তেনেয়ং কতি বর্ষাণি সেবিতা।
যদিয়ং করুণা তস্যাস্তত্র কিঞ্চিন্ন দুর্ঘটং॥

বৃহদ্ভানু বিপ্রের বাৎসল্য যে প্রকার। তাহা এক মুখে কি বর্ণিব মুই ছার॥ তিলার্দ্ধেক না দেখিলে যুগ হেন মানে। রাধা সে সর্ব্বস্ব রাধা বিনা নাহি জানে॥ কথোদিন পরে বিপ্র হৈলা সঙ্গোপন। লোক মুখে রাজা তাহা করিলা শ্রবণ॥ ক্ষেত্রস্থ সে রাজা জগন্নাথপ্রিয় অতি। শ্রীরাধানগরে আসি দেখে দিব্য মূর্ত্তি॥ মহা বিজ্ঞ রাজা

সদা চিন্তে মনে মনে। শ্রীরাধিকা তাঁরে আজ্ঞা করয়ে স্বপনে॥ জগন্নাথালয়ে মোরে রাখ শীঘ্র লৈয়া। রাজা মহা হর্ষ হৈলা ঐছে আজ্ঞা পাইয়া॥ শ্রীজগন্নাথের চক্রবেড় রম্য স্থানে। রাখিল শ্রীরাধিকারে পরম যতনে॥ চক্র বেড়ে বহু দিন অতীত হইল। ইহোঁ লক্ষ্মী এই কথা সর্ব্বত্র ব্যাপিল॥ লক্ষ্মী বলি সকলেই করয়ে পূজন। সেহো সত্য শ্রীরাধিকা পূর্ণলক্ষ্মী হন॥ এইরূপে চক্রবেড়ে করিলেন স্থিতি। কে বুঝিতে পারে লীলা কাহার শকতি॥ বৃন্দাবন গমনের সময় হইল। তেঞি পুরুষোত্তম জানায় জানাইল॥ স্বপ্না-দেশে রাজপুত্র পরম যতনে। বহুলোক সঙ্গে পাঠাইলা বৃন্দাবনে॥ শ্রীরাধিকা ক্ষেত্র হৈতে বৃন্দাবন গেলা। গৌড় উৎকলাদি দেশে সকলে জানিলা॥ যে দিবস বৃন্দাবনে প্রবেশ করিল। সে দিবস সুখের সমুদ্র উথলিল॥ গোবি-ন্দের বামে বসাইলা সিংহাসনে। হইল অদ্ভুত রঙ্গ দোঁহার মিলনে॥ শ্রীরাধিকা সহ গোবিন্দের শোভা যৈছে। এক মুখে তাহা বা বর্ণিব কে বা কৈছে॥ ঐছে ঠাকুরাণীর হইল আগমন। এ সকল বর্ণিলেন পূর্ব্ব কবিগণ॥ সাধন দীপি-কাদিক গ্রন্থে এ বিস্তার। এ সব যে শুনে প্রেমভক্তি লভ্য তাঁর॥ শ্রীরাধিকা সহ গোপীনাথের প্রকট। পূর্ব্বে জানা-ইল বংশীবটের নিকট॥ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমো-হন। এ তিন ঠাকুর গৌড়িয়ার প্রাণধন॥ এ তিন গৌড়ি-য়ার সর্ব্বস্ব সবে জানে। গৌড়িয়াকে আত্মসাৎ কৈলা এই তিনে॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে॥

"এই তিন গৌড়িয়াকে কৈলা আত্মসাৎ। এই তিন ঠাকুর বন্দো তিন মোর নাথ॥" শ্যামানন্দ এ তিনের আশ্চর্য্য দর্শনে। তিলার্দ্ধেক ধৈরয ধরিতে নারে মনে॥ শ্রীরাধাবিনোদ আর শ্রীরাধারমণ। রাধাদামোদরে দেখি প্রফুল্ল নয়ন॥ লোকনাথ ভূগর্ভ গোপালভট্ট আদি। সবে শ্যামানন্দে করে কৃপার অবধি॥ শ্রীগোস্বামিগণের সমাধি যে যে ঠাঁই। তাহা দেখি যৈছে তা কহিতে সাধ্য নাই। মধ্যে মধ্যে শ্রীরাধিকা শ্যামকুণ্ডে গিয়া। আইসে দাস গোস্বামির দর্শন করিয়া॥ শ্রীশ্যামানন্দের বৃন্দাবনে যৈছে ক্রিয়া। বর্ণিলেন কেহো তা বর্ণিবে বিস্তারিয়া॥ শ্রীআচার্য্য-ঠাকুর ঠাকুর মহাশয়। এ দোঁহার সঙ্গে সদা সুখে বিলসয়॥ শ্রীশ্যামানন্দের অলৌকিক চেষ্টা দেখি। শ্রীনিবাস আচার্য্য হয়েন মহাসুখী॥ শ্রীনিবাস আচার্য্যের কি আশ্চর্য্য রীতি। এক মুখে কহে হেন কাহার শকতি॥ নবদ্বীপ বৃন্দাবনে প্রভুর বিহার। মানসে ভাবয়ে তাহা যথা যে প্রকার॥ নব-দ্বীপ লীলা যৈছে করয়ে ভাবনা। তাহা বিস্তারিয়া বা বর্ণিব কোনজনা॥ একদিন পরম নির্জ্জনে শ্রীনিবাস। চিন্তয়ে শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের বিলাস॥ ব্রহ্মাদি বন্দিত নবদ্বীপ রম্যস্থান। বসন্তাদি ছয় ঋতু সদা মূর্ত্তিমান্॥ শোভয়ে বিবিধ বৃক্ষলতা পুষ্পময়। কোকিলাদি শব্দে সর্ব্ব চিত্ত আকর্ষয়॥ নবদ্বীপ-মধ্যে কি আশ্চর্য্য মায়াপুর। সে স্থান দর্শনে সর্ব্ব তাপ যায় দূর॥ তথা গৌরসুন্দর বিচিত্র সিংহাসনে। বিলসয়ে উল্লাসে বেষ্টিত প্রিয়গণে॥ সে অপূর্ব্ব শোভা নিরখিয়া শ্রীনিবাস। প্রভুর আদেশে সবে রহি প্রভুপাশ॥ ✓সুগন্ধি

চন্দন লৈয়া পরম যতনে। প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দিলা বিচিত্র বন্ধানে॥ নানা পুষ্প হার দিয়া প্রভুর গলায়। চামরে ব্যজন করে কৌতুক হিয়ায়॥ শ্রীগৌরচন্দ্রের মুখচন্দ্র সুধা-পানে। শ্রীনিবাস বিহ্বল আপনা নাহি জানে॥ ধরিতে নারয়ে অঙ্গ করে টল মল। সুদীর্ঘ লোচনে বহে প্রেমানন্দ-জল॥ ভাবের বিকার বহু দেহে নাই স্মৃতি। শ্রীনিবাস-চেষ্টা দেখি প্রভু হর্ষ অতি॥ আপন গলার মালা দিলা ভক্ত দ্বারে। পাইয়া সে মালাস্পর্শ আনন্দে সাঁতারে॥ আচার্য্যের বাহ্য জ্ঞান হৈল হেন কালে। প্রভুদত্ত মালা দেখে আপনার গলে॥ শ্রীমালার শোভা সৌগন্ধের সীমা নাই। প্রতিদিকে ভ্রমর করয়ে ধাওয়া ধাই॥আচার্য্য করিলা শীঘ্র মালা সঙ্গোপন। অলক্ষিত তাহা দেখিলেন কোন জন॥ আচার্য্যের কার্য্য সঙ্গোপনে নিতি নিতি। নবদ্বীপ বিহারে নিমগ্ন দিবা রাতি॥ ঐছে বৃন্দাবন লীলা সমুদ্র তরঙ্গে। নিরবধি ভাসয়ে পরম প্রেম রঙ্গে॥ এক দিন শ্রীনিবাস বসন্ত সময়ে। শ্রীকৃষ্ণের হোলী ক্রীড়া মানসে ভাবয়ে॥ ফাল্গুনস্থ লীলা নামে স্থান এক হয়। এবে ফাগুতলা তারে সকলে কহয়॥ পরম নির্জ্জন স্থান শোভা মনোহর। মন্দ মন্দ স্নিগ্ধ বায়ু বহে নিরন্তর॥ চতুর্দ্দিকে কিবা নব কদম্বের বন। সারি সুক পিক আদি শব্দ রসায়ণ॥ প্রফুল্লিত নানা পুষ্পে ভ্রমর গুঞ্জরে। লক্ষ লক্ষ ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করে॥ কুরঙ্গ কুরঙ্গীগণ ফিরে মত্ত হৈয়া। সখী সহ রাইকানু দেখে দাঁড়াইয়া॥ তথা বৃন্দা লক্ষ লক্ষ দাসীগণ সঙ্গে। হোলী খেলা দ্রব্য সজ্জ করে নানা রঙ্গে॥

বিবিধ প্রকার ফল্গুনাদি সাজাইলা। বীণাদিক নানা যন্ত্র সুমেলি করিলা॥ সখীসহ রাইকানু উল্লাস অন্তরে। হোলী খেলা আরম্ভ করিলা কুঞ্জাগারে॥ সখীগণ বেষ্টিত রাধিকা মহারঙ্গে। ডারয়ে অপূর্ব্ব ফাগু শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে॥ সখীর ইঙ্গিতে শ্রীনিবাস দাসী রূপে। ফল্গুন যোগান রহি রাধিকা-সমীপে॥ কি অদ্ভুত বন্ধানে খেলয়ে রাই শ্যাম। শোভা দেখি মূর্চ্ছিত হয়েন কোটি কাম॥ উড়য়ে ফল্গুন হৈল অরুণ আচ্ছন্ন। নানা যন্ত্র বাদ্য কোলাহলে রুদ্ধ কর্ণ॥ রসিকশেখর কৃষ্ণ কৌতুকী অপার। সবার উপরে ফাগু বর্ষে অনিবার॥ সিক্ত করি মৃগমদ কুঙ্কুমাদি জলে। আলিঙ্গন চুম্বনাদি করে নানা ছলে॥ নিরুপম হোলী খেলা খেলে দুই জন। পুলকে পূর্ণিত ললিতাদি সখীগণ॥ সকলেই সুস্থির হইয়া কথোক্ষণে। রাইকানু দোঁহে বসাইলা সিংহাসনে॥ শ্রম দূর করি কৈল চামরে বাতাস। শ্রীনিবাস দাসীর পূরিল অভিলাস॥ হৈল সেবা সমাধান বাহ্য জ্ঞান হৈতে। দেখে ফাগুময় অঙ্গ নারে লুকাইতে॥ ঝলমল করে ফাগু সৌগন্ধি অপার। স্থির হৈতে নারে নাসা স্পর্শয়ে যাহার॥ নিতি নিতি ঐছে নানা মানসে বিহ্বল। কে বর্ণিতে পারে যৈছে প্রেম অনর্গল॥ শ্রীনিবাস আচার্য্যের দেখি প্রেম-ক্রিয়া। নরোত্তম আনন্দে ধরিতে নারে হিয়া॥ শ্রীনরোত্তমের যৈছে মানসে সেবন। তাহা এক মুখে বা বর্ণিব কোনজন॥ এক দিন রাধাকৃষ্ণ সখীগণ সঙ্গে। বিলসয়ে নিকুঞ্জে পরম প্রেম রঙ্গে॥ শ্রীরাধিকা কৌতুকে কহয়ে সখী প্রতি। এথা ভক্ষ্য দ্রব্য শীঘ্র করো সুসঙ্গতি॥ ললিতাদি সখী মহা

উল্লসিত হৈয়া। ভক্ষণ সামগ্রী সবে করে যত্ন পাইয়া॥ নরোত্তম দাসীরূপে অতি যত্ন মতে। দুগ্ধ আবর্ত্তন করে সখীর ইঙ্গিতে॥ উথলি পড়য়ে দুগ্ধ দেখি ব্যস্ত হৈলা। চুল্লী হৈতে দুগ্ধ পাত্র হস্তে নামাইলা॥ হস্ত দগ্ধ হৈল তাহা কিছু স্মৃতি নাই। দুগ্ধ আবর্ত্তন করি দিলা সখী ঠাঁই॥ মনের আনন্দে রাধাকৃষ্ণে ভুঞ্জাইল। অবশেষ লভ্যমাত্রে বাহ্য জ্ঞান হৈল॥ দগ্ধ হস্ত দৃষ্টিমাত্রে কৈলা সঙ্গোপন। জানিলেন মর্ম্ম অন্তরঙ্গ কোন জন॥ শ্রীনরোত্তমের যৈছে মানস ভাবনা। তাহা বিস্তারিয়া বা কহিবে কোন জনা॥ সদা মন ভ্রমে নবদ্বীপ বৃন্দাবনে। আনন্দে বিহ্বল শ্রীনিবাসাচার্য্য সনে॥ শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীনরোত্তমে লৈয়া। মধ্যে মধ্যে রহেন শ্রীগোবর্দ্ধনে গিয়া॥ এক দিন শ্রীগোবর্দ্ধনের কন্দরাতে। শুনি বংশীধ্বনি ত্রিজগত মুগ্ধ যাতে॥ বংশীধ্বনি শ্রবণেতে হইলা বিহ্বল। ধরিতে না রয়ে অঙ্গ করে টল মল॥ প্রবেশিতে শ্রীগোবর্দ্ধনের কন্দরায়। কৃষ্ণাঙ্গ সৌগন্ধ আসি প্রবেশে নাসায়॥ সে সৌগন্ধ পাইয়া সুখের সীমা নাই। মূর্চ্ছিত হইয়া দোঁহে পড়িলা তথাই॥ কতক্ষণে বাহ্যজ্ঞান হইল দোঁহার। সম্মুখে দেখয়ে এক গোপের কুমার॥ অপূর্ব্ব উষ্ণীষ মাথে সুন্দর শরীর। করে এক যষ্টি মাত্র অত্যন্ত সুধীর॥ হেন গোপপুত্রে দেখি করিয়া আদর। জিজ্ঞাসয়ে শ্রীনিবাস উল্লাস অন্তর॥ কহ কহ গোপ পুত্র কি হেতু এখানে। তেঁহো কহে তোমা দোঁহা রক্ষার কারণে॥ এথা নানা ভয় তাহা না জানো তোমরা। গোচারণে এথা সব জানি যে আমরা॥ দূরে

হৈতে দেখিনু তোমরা দুই জন। ভূমে পড়িয়াছ কারো নাহিক চেতন॥ সঙ্গিগণ ছাড়ি আইনু অতি ব্যস্ত হৈয়া। বহুক্ষণ হৈল এথা আছি দাঁড়াইয়া॥ এবে নিরুদ্বেগ চিত্তে গোচারণে যাই। এত কহি অদর্শন হইলা তথাই॥ শ্রীনিবাস আচার্য্য চিন্তয়ে মনে মনে। কোথা গেলা গোপের কুমার এই খানে॥ অদর্শন হৈলা সিক্ত করি বাক্যামৃতে। আপন দুর্দ্দৈব দোষে নারিনু চিনিতে॥ ঐছে কত কহে দোঁহে বসি বৃক্ষতলে। ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস ভাসে নয়নের জলে॥ মনের দুঃখেতে দোঁহে দিবা গোঙাইল। কথোরাত্রে কৃষ্ণেচ্ছায় নিদ্রা আকর্ষিল॥ স্বপ্ন ছলে দেখা দিলা ব্রজেন্দ্রনন্দন। শ্যামল সুন্দর মূর্ত্তি ভুবন মোহন॥ নটবর বেশ বংশী করে সুশোভয়। মুখচন্দ্র ছটায়ে মদন মুরুছয়॥ মধুর মধুর হাসি কহে ধিরে ধিরে। মোহিত হইলা মোর মুরলীর স্বরে॥ মূর্চ্ছিত হইলা অঙ্গ সৌগন্ধ পাইয়া। তোমা দোঁহা আগে মুই আইনু ধাইয়া॥ গোপবালকের ছলে দিনু দরশন। চেতন পাইলে ছলে করিনু গমন॥ হইলা ব্যাকুল দোঁহে আমার লাগিয়া। দেখা দিনু দেখ মোরে প্রসন্ন হইয়া॥ এত কহি কথোক্ষণে হৈলা অদর্শন। স্বপ্ন ভঙ্গে নহে নেত্র ধারা নিবারণ॥ কতক্ষণে দোঁহে অতি সুস্থির হইয়া। হৈল প্রাতঃকাল প্রাতে কৈল প্রাতঃক্রিয়া॥ গোবর্দ্ধনে কৃষ্ণের বিলাস অতিশয়। সে সব প্রসঙ্গে সদা উল্লাস হৃদয়॥ ঐছে মধ্যে মধ্যে রাধাকুণ্ডে করে বাস। দোঁহে দাস গোস্বামির দর্শনে উল্লাস॥ যৈছে দাসগোস্বামির কৃপা দোঁহা প্রতি। তাহা বর্ণিবারে মোর নাহিক শকতি॥ কৃষ্ণদাস

কবিরাজ আদি প্রেমময়। তাঁ সভার যৈছে স্নেহ কহিল না হয় এ সবার স্নেহানন্দে বিহ্বল হইয়া। কৃতার্থ মানয়ে কুণ্ড-শোভা নিরখিয়া ॥ এক দিন শ্রীনিবাস মধ্যাহ্ন সময়। নরোত্তম সঙ্গে নানা নিকুঞ্জে ভ্রময় ॥ নরোত্তম প্রতি কহে এই পথ দিয়া। সূর্য্য পূজে শ্রীরাধিকা সূর্য্যালয়ে গিয়া ॥ এত কহিতেই অকস্মাৎ সেই স্থানে। নূপুরের শব্দ আসি শামাইল কাণে ॥ যে আনন্দে উন্মত্ত হইলা দুই জন। সে সব বিস্তারি এথা না হয় বর্ণন ॥ নন্দ গ্রাম জাবট বর্ষাণ আদি স্থানে। যে কৌতুকে বিহ্বল তা কহিতে কে জানে ॥ বৃন্দাবনে সুখের সমুদ্রে মগ্ন হৈলা। কহিতে না জানি যে যে রহস্য দেখিলা ॥ গোস্বামী সকল যৈছে অনুগ্রহ কৈল। গ্রন্থ-বিস্তারের ডরে বর্ণিতে নারিল ॥ সকল গোস্বামী মিলি দৃঢ়াইলা চিতে। শ্রীনিবাসে শীঘ্র গৌড়দেশ পাঠাইতে ॥ এই কথা সর্ব্বত্রেই হইল প্রকাশ। গ্রন্থ লৈয়া গৌড়ে যাই-বেন শ্রীনিবাস ॥ গ্রন্থরত্ন প্রদান করিব স্থানে স্থানে। গমন হইব শুক্লপক্ষে অগ্রায়ণে ॥ শ্রীনিবাস এথা হৈতে করিলে গমন। কি রূপে ধরিবে ধৈর্য্য প্রভু প্রিয়গণ ॥ মো সভার অন্তর কি রূপে হবে থির। এত কহিতেই নেত্রে বহে প্রেম নীর ॥ না ধরে ধৈরয বিজ্ঞ ব্রজবাসিগণ। শ্রীনিবাসাচার্য্য যেন সবার জীবন ॥ শ্রীনিবাস চেষ্টায়ে কে বা না সুখপায়। অতি দীনহীন যৈঁহো মানে আপনায় ॥ যাঁর ভক্তিপ্রথা দেখি শ্রীজীব গোসাঞি। নিরন্তর অন্তরে সুখের সীমা নাই ॥ এক দিন শ্রীজীবাদি গোবিন্দ মন্দিরে। হইলা একত্র সবে উল্লাস অন্তরে ॥ শ্রীগোবিন্দ দেবে কহে

সুমধুর ভাষে। গ্রন্থ বিতরণ শক্তি দেহ শ্রীনিবাসে॥ এত কহিতেই গোবিন্দের কণ্ঠ হৈতে। ছিঁড়িয়া পড়িল মালা শ্রীনিবাসে দিতে॥ আস্তে ব্যস্তে পূজারী শ্রীমালা যত্নে লৈয়া। শ্রীনিবাসে দিলেন প্রেমাশ্রু যুক্ত হৈয়া॥ শ্রীনিবাস শ্রীমালা লইয়া যত্ন করি। হইলা অধৈর্য্য শ্রীগোবিন্দ-মুখ হেরি॥ পুন পুন প্রণময়ে পড়িয়া ভূমিতে। নয়নে বহয়ে ধারা নারে নিবারিতে॥ গোবিন্দের অনুগ্রহ দেখি শ্রীনি-বাসে। সবে প্রশংসয়ে মহা মনের উল্লাসে॥ শ্রীজীব গোস্বামী আদি সবে সেইক্ষণে। করিল দিবস স্থির শ্রীগৌড়-গমনে॥ অগ্রহায়ণ শুক্লপক্ষে পঞ্চমী প্রশস্ত। সবার সম্মত যাত্রা করাইতে ত্রস্ত॥ শ্রীজীব গোস্বামী দাস গোস্বামির পাশে। বিদায় হইতে পাঠাইলা শ্রীনিবাসে॥ শ্রীদাস গোসাঞির কথা কহনে না যায়। নিরন্তর দগ্ধে হিয়া বিরহ ব্যথায়॥ কোথা শ্রীস্বরূপ রূপ সনাতন বলি। ভাসয়ে নেত্রের জলে বিলুঠয়ে ধূলি॥ অতি ক্ষীণ শরীর দুর্ব্বল ক্ষণে ক্ষণে। করয়ে ভক্ষণ কিছু দুই চারি দিনে॥ যদ্যপি হ শুষ্ক দেহ বাতাসে হালয়। তথাপি নির্ব্বন্ধ ক্রিয়া সব সমাধয়॥ ভূমে পড়ি প্রণমি উঠিতে নাহি পারে। ইথে যে নিষেধে কিছু না কহয়ে তারে॥ অনুকূল কৈলে প্রশংসয়ে বার বার। দেখি সাধনাগ্রহ দেবেও চমৎকার॥ প্রভু দত্ত গোবর্দ্ধন শিলা গুঞ্জাহারে। সেবে কি অদ্ভুত সুখে আপনা পাসরে॥ দিবা নিশি না জানয়ে শ্রীনাম গ্রহণে। নেত্রে নিদ্রা নাই অশ্রুধারা দুনয়নে॥ দাস গোস্বামির চেষ্টা বুঝিতে কে পারে। সদা মগ্ন রাধাকৃষ্ণ চৈতন্যবিহারে॥ নির্জ্জনে বসিয়া

করে গ্রন্থানুশীলন। হেনকালে শ্রীনিবাসাচার্য্যের গমন॥ শ্রীনিবাস দাস গোস্বামির সন্দর্শনে। আপনা মানয়ে ধন্য পড়িয়া চরণে॥ শ্রীদাস গোস্বামী শ্রীনিবাসে আলিঙ্গিলা। জিজ্ঞাসিয়া কুশল নিকটে বসাইলা॥ নরোত্তম শ্যামানন্দ আইল সেইক্ষণে। প্রণমিলা দাস গোস্বামির শ্রীচরণে॥ অতি অনুগ্রহে দাস গোস্বামী দোঁহায়। জিজ্ঞাসি কুশল শ্রীনিবাস পানে চায়॥ শ্রীনিবাস শ্রীগৌড় গমন নিবেদিল। শুনি শ্রীগোস্বামী সুখে অনুমতি দিল॥ সর্ব্বমতে সাবধান করি শ্রীনিবাসে। আলিঙ্গন করি দুই নেত্র জলে ভাসে॥ নরোত্তম শ্যামানন্দে কৈল আলিঙ্গন। সবে বন্দিলেন যত্নে গোস্বামি-চরণ॥ বিদায় হইলা গোস্বামির স্নেহ যৈছে। বর্ণিতে করিয়ে সাধ শক্তি নাহি তৈছে॥ এ সবে হইলা যৈছে বিদায়ের কালে। তাহা দেখি কেবা না ভাসয়ে নেত্রে জলে॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজ আদি বিজ্ঞগণ। এ তিনে লইয়া শীঘ্র আইলা বৃন্দাবন। আর যে যে স্থানে যে যে বৈষ্ণব আছিলা। শুনিয়া সম্বাদ সভে বৃন্দাবনে আইলা। শ্রীজীব গোস্বামী ব্রজবাসি-বৈষ্ণবেরে। করি সমাদর বাসা দিলেন সভারে। মথুরার কোন ভাগ্যবন্ত মহাজনে। অনুগ্রহ করি আজ্ঞা করয়ে তাহানে॥ শ্রীনিবাস আচার্য্য লইয়া গ্রন্থগণ। দুই চারি দিনে গৌড়ে করিব গমন॥ যে রূপে যায়েন শীঘ্র করহ উপায়। শুনি মহাজন ধন্য মানে আপনায়॥ শীঘ্র রাজপাত্র পদাতিক গাড়ি কৈলু। সঙ্গে দিতে প্রবীণ মনুষ্য নিযোজিলু॥ পথের নির্ব্বাহ হেতু মুদ্রা দিয়া তাঁরে। হইল প্রস্তুত জানাইলা গোস্বামিরে॥ গোস্বামীহ দেখি গ্রন্থ ভার-

চতুষ্টয়। রাখে কাষ্ঠ-সম্পুটে নিবারি বর্ষা ভয়॥ হইল সম্পুট পূর্ণ গ্রন্থ রত্নগণে। দূরে যায় তাপ সে গ্রন্থের সন্দর্শনে॥ যে সকল গ্রন্থ সম্পুটেতে সজ্জ কৈল। সে সব গ্রন্থের নাম পূর্ব্বে জানাইল॥ নিজ কৃত সিদ্ধান্তাদি গ্রন্থ কথো দিয়া। মৃদু মৃদু কহে শ্রীনিবাস মুখ চা'য়া॥ রহিল যে গ্রন্থ পরিশোধন করিব। বর্ণিব যে সব তাহা ক্রমে পাঠাইব॥ এত কহি শ্রীনিবাসে লৈয়া সেইক্ষণে। চলিলেন শ্রীমদনগোপাল দর্শনে॥ শ্রীনিবাস শ্রীমদনগোপালে দেখিয়া। না ধরে ধৈরয প্রেমে উমড়য়ে হিয়া॥ হইতে বিদায় অশ্রু নহে নিবারণ। ভঙ্গিতে বিদায় কৈল মদনমোহন॥ শ্রীমালা প্রসাদ দিলা পূজারী গোসাঞি। সবে যে প্রবোধে তা কহিতে অন্ত নাই॥ সনাতন গোস্বামির সমাধি দর্শনে। যেরূপ হইল তা বর্ণিতে কেবা জানে॥ পরদুঃখে দুঃখী প্রভু সনাতন বলি। ধরিতে নারয়ে অঙ্গ বিলুঠয়ে ধূলি॥ সনাতন চরিতে নিমগ্ন অতিশয়। অন্যের দুর্গম সনাতনের হৃদয়॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু পরম আনন্দে। নীলাচলে যাঁর কথা কহে রামানন্দে॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে॥

ইহাঁর যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাম সনাতন। পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তাঁর সম॥ তোমার বিষয়ত্যাগ তাঁর তৈছে রীতি। দৈন্য বৈরাগ্য পাণ্ডিত্যের তাহাতেই স্থিতি॥ ঐছে প্রভু স্থানে স্থানে কহে ভক্ত গণ। প্রভু প্রিয়পাত্র শ্রীগোস্বামী সনাতন॥ ঐছে পরদুঃখে দুঃখী কেহো নাই আর। কৃপার সমুদ্র ক্রিয়া জগতে অপার॥

তথাহি বিলাপে ॥

বৈরাগ্য যুগ্‌ভক্তিরসং প্রযত্নৈ-

রপায়য়ন্মামনভীপ্সমন্ধং।

কৃপাম্বুধি র্যঃ পরদুঃখ দুঃখি-

সনাতনং তং প্রভু মাশ্রয়ামি ॥

তাঁর শাখা. শ্রীরূপ গোস্বামী সর্ব্বোপরি। শ্রীরাজেন্দ্র গোস্বামী কৃষ্ণাখ্য ব্রহ্মচারী॥ কৃষ্ণমিশ্র গোস্বামী অদ্ভুত ক্রিয়া যাঁর। গোস্বামী শ্রীভগবন্ত দাসাদি প্রচার ॥ সনাতন-গুণে মগ্ন শ্রীনিবাসাচার্য্য। নিবারিতে নারে নেত্রধারা কি আশ্চর্য্য ॥ শ্রীজীব গোস্বামী স্থির করি নানা মতে। শ্রীনি-বাসে লৈয়া গেলা আপন বাসাতে॥ তথা শ্রীনিবাস করি ধৈর্য্যাবলম্বন। কৈল রূপ গোস্বামির সমাধি দর্শন॥ ভূমে পড়ি প্রণমিয়া বিদায় হইতে। নয়নে বহয়ে ধারা নারে স্থির হৈতে॥ শ্রীরূপ গোস্বামী চারু চরিত্র চিন্তিয়া। শ্রীনিবাস আচার্য্যের উমড়য়ে হিয়া॥ আহা মরি শ্রীরূপের মহিমা অপার। যে যৈছে বর্ণয়ে তাহা সর্ব্বত্র প্রচার ॥

যথা শ্রীকবিকর্ণপূর কৃত নাটকস্থং। ৯ অঙ্কে ৪৩ পদ্যং ॥

প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে,

প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।

নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে;

ততান রূপে স্ববিলাসরূপে ॥

সাধনদীপিকায়াং ॥

মতাদ্বহিষ্কৃতা যে চ শ্রীরূপস্য কৃপাম্বুধেঃ।

তেষু সঙ্গো ন কর্ত্তব্যো রাগাদ্ধপাশ্চিকৈঃ খলু ॥

পুনঃ ॥

শ্রীমদ্রূপ পদাম্ভোজ দ্বন্দ্বং বন্দে মুহু র্মুহুঃ।
যস্য প্রসাদাদজ্ঞো হপি তন্মতজ্ঞানভাগ্ ভবেৎ ॥

পুনঃ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায়াং ॥

শ্রীচৈতন্যমনো হভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
সো হয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকং ॥

পুনঃ সাধনদীপিকায়াং ॥

রূপেতি নাম বদ ভো রসনে ! সদা ত্বং
রূপঞ্চ সংস্মর মনঃ করুণাস্বরূপং।
রূপং নমস্কুরু শিরঃ সদয়াবলোকং
তস্যাদ্বিতীয়ঃ সুতনুং রঘুনাথদাসং ॥

শ্রীরূপ গোসাঞি কি অদ্ভুত গুণ গণ। ঐছে নানা প্রকারে বর্ণিলা বিজ্ঞগণ ॥

তথাহি গীতে ॥ বিভাষঃ ॥

যৌ কলিরূপ শরীর না ধারত। তৌ ভূতল ব্রজ, প্রেম মহানিধি, কৌন কপাট উঘারত ॥ ধ্রু ॥

কো সব ত্যজি,ভজি শ্রীবৃন্দাবন,কো সব গ্রন্থ বিচারত। মিশ্রিত খীর, নীর বিনু হংসন, কোন পৃথক করি পারত ॥ কো জানত, মথুরা বৃন্দাবন, কো জানত ব্রজরীত। কো জানত, রাধা মাধব রতি, কো জানত সয়নীত ॥ যাকে চরণ, প্রসাদ সকল জন, গাই গাই সুখ পায়ত। কি রতি বিমল শুনত জন মাধো, হৃদে আনন্দ বাঢ়ায়ত ॥

আনের কা কথা কৃষ্ণচৈতন্য আপনে। হয়েন অধৈর্য্য শ্রীরূপের গুণ গণে ॥ সর্ব্বত্র বিদিত এক হিতে অন্ত নাই।

প্রভু প্রিয়গণ প্রাণ শ্রীরূপ গোসাঞি ॥ ওহে ভাই সনাতন রূপের মহিমা। কতরূপে গায় কেহো নাহি পায় সীমা ॥

তথাহি গীতে। বিভাষঃ ॥

জয় মেরো প্রাণ সনাতন রূপ। অগতিনকে, গতি দোউ ভায়া, যোগ যজ্ঞকে যূপ ॥ ধ্রু ॥

বৃন্দাবনকে, সহজ মাধুরী, প্রেমসুধাকে কূপ। করুণা-সিন্ধু, অনাথনবন্ধু, ভক্ত সভাকে ভূপ ॥ ভক্তি ভাগবত, মত হি আচরণ, কুশল সুচতুর চমূপ। ভুবন চতুর্দ্দশ, বিদিত বিমল, যশ রসনাকে রস তূপ ॥ চরণ কমল, কোমলরজ ছায়া, মীটত কলিবরি ধূপ। ব্যাস উপাসক, সদা উপাসে, রাধাচরণ অনূপ ॥

পুন র্বিভাষঃ ॥

জয় মেরে সাধু শিরোমণি রূপ সনাতন। জিনকে ভক্তি, এক রস নিবহী, প্রীত কৃষ্ণ রাধাতন ॥ ধ্রু ॥

বৃন্দাবনকী, সহজ মাধুরী, রৌম রৌম সুখ গাতন। সব তেজি কুঞ্জকেলি ভজি অহর্নিশি, অতি অনুরাগ রাধাতন। করুণা-সিন্ধু, কৃষ্ণচৈতন্যকে, কৃপা ফলী দো ভ্রাতন। তিন বিনু ব্যাস, অনাথন যেসে সুখে তরুবর পাতন ॥

রূপ সনাতন ক্রিয়া কে বর্ণিতে পারে। সংক্ষেপে কহিলু কিছু প্রসঙ্গানুসারে ॥ শ্রীনিবাস শ্রীরূপের সমাধি সম্মুখে। কৈল যে প্রার্থনা তা কে কবে এক মুখে ॥ শ্রীনিবাস শ্রীরূ-পের অনুগ্রহ মতে। বিদায় হইয়া চলে সমাধি হইতে ॥ শ্রীজীবের প্রাণধন রাধাদামোদরে। করয়ে দর্শন গিয়া অধৈর্য্য অন্তরে ॥ রাধাদামোদর প্রভু রসের আলয়। শ্রীনি-বাস প্রতি অনুগ্রহ অতিশয় ॥ কৈল যৈছে বিদায় কহিতে

সাধ্য নাই। শ্রীমালা প্রসাদ দিলা শ্রীজীব গোসাঞি॥ শ্রীদামোদরের কৃপা দেখি শ্রীনিবাসে। হইলা অধৈর্য্য অতি মনের উল্লাসে॥ শ্রীনিবাসে নিকটে রাখিয়া কথোক্ষণ। শ্রীনিবাস প্রতি কহে সস্নেহ বচন॥ নরোত্তম শ্যামানন্দ দোঁহে সঙ্গে লৈয়া। গোস্বামির পাশে যাহ ধৈর্য্যাবলম্বিয়া॥ আমি এথা হৈতে যাই গোবিন্দমন্দিরে। তথা যে আছয়ে কার্য্য সাধিব সত্বরে॥ কথোক্ষণ পরে তথা আসিহ যাইব। সর্ব্বত্রে তোমার আজি বিদায় হইব॥ এত কহি শ্রীগোবিন্দ-মন্দিরে চলিলা। গ্রন্থারোহণের গাড়ী তথা আনাইলা॥ আর যে যে কার্য্য শীঘ্র করি সমাধান। শ্রীভট্ট গোস্বামি-পাশে করয়ে পয়ান॥এথা শ্রীনিবাস দোঁহে লইয়া সঙ্গেতে। গোস্বামির পাশে চলে বিদায় হইতে॥ সেই পথে নির্জ্জন কুঞ্জেতে বৃক্ষতলে। দ্বিজ হরিদাসাচার্য্য ভাসে নেত্রজলে॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস। অতি ক্ষীণ দেহ নাই জীবনের আশ॥ শ্রীনিবাস গিয়া তাঁর করিল দর্শন। প্রণমিতে কৈল তেঁহো দৃঢ় আলিঙ্গন॥ দ্বিজ হরিদাসাচার্য্য অতি স্নেহাবেশে। শ্রীনিবাস প্রতি কহে সুমধুর ভাষে॥ রজনী প্রভাতে কালি গৌড়ে যাত্রা হবে। আমি যে কহিয়ে তাহা অবশ্য করিবে॥শ্রীদাস গোকুলানন্দ আমার তনয়। জন্মে জন্মে সেই দুই তোমার শিষ্য হয়॥ গৌড়ে গিয়া সে দোঁহারে দীক্ষামন্ত্র দিবা। পরম দুর্ল্লভ ভক্তিশাস্ত্র পড়াইবা॥ শুনি শ্রীনিবাস হইলেন স্তব্ধপ্রায়। দ্বিজ হরিদাসাচার্য্য প্রবোধে তাহায়॥ আপন প্রভাব যৈছে না জান আপনে। ইথে কিছু চিন্তামাত্র না করিহ মনে॥ পালিবে বচন মোর

ইথে নাই দোষ। ঐছে কহি শ্রীনিবাসে করিল সন্তোষ॥ হরিদাসাচার্য্যের অদ্ভুত গুণগণ। কহিয়ে তাঁহার যৈছে ব্রজেতে গমন॥ প্রভু বিদ্যমানে প্রভু আজ্ঞায় সকলে। করে যাতায়াত গৌড় ব্রজ নীলাচলে॥ পণ্ডিত জগদানন্দ আসি বৃন্দাবনে। পুন গৌড় হৈয়া প্রভু গেল সন্নিধানে॥ ঐছে ভক্তগোষ্ঠী গৌড় ক্ষেত্র ব্রজপুরে। নিরন্তর ভাসে সুখ সমুদ্র পাথারে॥ অদ্বৈত ইচ্ছায় প্রভু লীলা সম্বরিল। দুঃখের সমুদ্রে সব জগৎ ডুবিল॥ দ্বিজ হরিদাসাচার্য্য প্রভু অদর্শনে। দেহ ত্যাগ করিবেন করিলেন মনে॥ তিলার্দ্ধেক ধৈরয ধরিতে নাই পারে। নিরন্তর নয়নের জলেই সাঁতারে॥ কিছুই নাভায় হিয়া জলে অগ্নিপ্রায়। কোথা গেলা প্রভু বলি অবনি লোটায়॥ অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশিব রজনী বিহানে। না রাখিব প্রাণ প্রভু গৌরচন্দ্র বিনে॥ ঐছে বিচারিতে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল। স্বপ্নছলে শ্রীগৌরসুন্দর দেখা দিল॥ কিবা সে অদ্ভুত শোভা ভুবনমোহন। জগৎ করয়ে আলো অঙ্গের কিরণ॥ কনক বিদ্যুত কি উপমা তাঁর আগে। কোটি কোটি কন্দর্পের দর্প ভয়ে ভাগে। বদনচন্দ্রমা জিনি পূর্ণিমার শশী। বরিষয়ে সুধা কি মধুর মৃদু হাসি॥ কিবা বাহু বক্ষ পীন নেত্র মনোহর। কি নব ভঙ্গিতে গতি গঞ্জিয়া কুঞ্জর॥ দ্বিজ হরিদাস দেখি বিহ্বল হিয়ায়। ধরি সে চরণ মাথে ধূলায় লোটায়॥ ভক্তের জীবন প্রভু শ্রীভুজযুগলে। দ্বিজ হরিদাসে তুলি লইলেন কোলে॥ ভক্তাধীন প্রভু ধৈর্য্য ধরিতে না পারে। নেত্রজলে সিঞ্চিয়া কহয়ে ধিরে ধিরে॥ শুনিতে তোমার খেদ বিদরে হৃদয়। তুমি যে করিলা মনে

এ উচিত নয়॥ প্রেমের স্বরূপ মোর প্রিয় শ্রীনিবাস। তেঁহো গৌড়ে গ্রন্থরত্ন করিব প্রকাশ॥

কহিতে কি এ সকল পূর্ব্বেই জানহ। তাঁরে মিলি তাঁহারে করিবা অনুগ্রহ॥ আর এই তোমার নন্দন দুই জনে। করাইবা শ্রীমন্ত্র গ্রহণ তাঁর স্থানে॥ সর্ব্ব সিদ্ধি হবে শ্রীনিবাস কৃপা হৈতে। এ দোঁহার ভক্তিবল ব্যাপিব জগতে॥ তোমা সহ সাক্ষাৎ হইব বৃন্দাবনে। বিলম্ব না করো শীঘ্র যাহ সেই খানে॥ নিরন্তর তোমার নিকটে আছি আমি। মধ্যে মধ্যে আমারে দেখিতে পাবে তুমি॥ ঐছে কত কহি করি দৃঢ় আলিঙ্গন। ভকত বৎসল প্রভু হৈলা অদর্শন॥ নিদ্রাভঙ্গ হৈতে অতি ব্যাকুল হইলা। দেখি প্রাতঃকাল, প্রাতে প্রাতঃক্রিয়া কৈলা॥ পুত্রে বোলাইয়া কহে মধুর বচনে। অদ্য আমি গমন করিব বৃন্দাবনে॥ তোমা দোঁহাকার ভাগ্য কহিল না হয়। শ্রীচৈতন্য প্রভু অনুগ্রহ অতিশয়॥ ওহে বাপু প্রভু প্রিয় শ্রীনিবাস স্থানে। দীক্ষা মন্ত্র গ্রহণ করিবা কথো দিনে॥ তেঁহো ব্রজে গিয়া পুন আসিব গৌড়েতে। পরম অমূল্য ভক্তি গ্রন্থ প্রচারিতে॥ তাঁরে দেখিতেই তাঁর প্রভাব জানিবে। দেবের দুর্ল্লভ ভক্তি রত্ন লভ্য হবে॥ ঐছে কত কহি পুত্রে, হইয়া বিদায়। গৃহে হৈতে চলে কৃষ্ণচৈতন্য ইচ্ছায়॥ কথোদিনে বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলা। কিছু দিন পরম আনন্দে গোঙাইলা॥ দুঃখের সমুদ্রে মগ্ন হৈলা তার পর। কহিতে সে সব কথা বিদরে অন্তর॥ রূপ সনাতন গুণ সোঙরিয়া কান্দে। সে দশা দেখিতে কেউ স্থির নাই বান্ধে॥ কি কহিব হরিদাসা-

চার্য্যের যে রীতি। যাহার স্মরণে মিলে নির্ম্মল ভকতি॥ এইরূপে বৃন্দাবনে গমন তাঁহার। গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে না কৈলু বিস্তার॥ শ্রীনিবাসাচার্য্যে অনুগ্রহ প্রকাশিয়া। পুন পুন আলিঙ্গয়ে অনেক কহিয়া॥ হইয়া অধৈর্য্য অতি স্নেহে শ্রীনিবাসে। করিতে বিদায় সে নেত্রের জলে ভাসে॥ শ্রীনরোত্তমেরে করি দৃঢ় আলিঙ্গন। কহিল যতেক তাহা না হয় বর্ণন॥ শ্যামানন্দে আলিঙ্গন করি কৃপাময়। হইয়া ব্যাকুল মহা মঙ্গল চিন্তায়॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য আদি হইয়া বিদায়। নেত্র জলে ভাসে অতি অধৈর্য্য হিয়ায়॥ যমুনার তীরে এক বৃক্ষ মনোহর। পরম নির্জ্জন স্থান অন্য অগোচর॥ কানা'য়া নামেতে এক বিপ্র ব্রজবাসী। কৃষ্ণে আরাধয়ে সেই বৃক্ষ তলে বসি॥ তথা শ্রীনিবাস গিয়া প্রণমিতে তাঁরে। তেঁহো আলিঙ্গন করি ছাড়িতে না পারে॥ অশ্রুজলে সিঞ্চিয়া কহয়ে বার বার। এই যে হইল দেখা না হইব আর॥ তুমি প্রেমময় গৌড়ে গ্রন্থ প্রচারিবা। অনায়াসে জীবের কল্মষ নাশাইবা॥ রূপ সনাতনের করুণা পাত্র তুমি। তোমার সৌভাগ্য তা কহিব কত আমি॥ এত কহি রূপ সনাতনের চরিতে। হৈলা মহা বিহ্বল নারয়ে স্থির হৈতে॥ রূপ সনাতন প্রতি যৈছে প্রীত তাঁর। কহি কিছু বিস্তারি নারিয়ে বর্ণিবার॥

কানাইর মাতা অতি স্নেহের আলয়। রূপ সনাতনে তাঁর বাৎসল্যাতিশয়॥ কে বুঝিতে পারে কানাইর যৈছে রীতি। রূপ সনাতনের নিকটে সদা স্থিতি॥ শ্রীরূপ শ্রীসনাতনে পরম আদরে। মধ্যে মধ্যে ভিক্ষা করায়েন লৈয়া ঘরে॥

ফল মূল শাকাদি মিলয়ে যবে যাহা। দোঁহার বাসায় অতি যত্নে দেন তাহা ॥ এক দিন শ্রীকৃষ্ণ কানাই-রূপ ধরি। সনাতন গোস্বামিরে দিলা মাধুকরী ॥ কানাইর ছলে ঐছে কৃষ্ণের বিলাস। হইল কানা'খ্যা গুণ সর্ব্বত্র প্রকাশ ॥ কানাইরে কেহো না ছাড়য়ে তিল মাত্র। সনাতন রূপের পরম প্রিয়পাত্র ॥ সনাতন রূপ গোস্বামির অদর্শনে। ছাড়িব জীবন এই দঢ়াইল মনে ॥

সে দোঁহার ইচ্ছামতে রহিল জীবন। গৃহ ত্যাগ করি কৈল ব্রজেতে ভ্রমণ ॥ যমুনার তীরে বাস কৈল বৃক্ষ তলে। ধূলায় লোটায় সদা ভাসে নেত্রজলে ॥ রূপ সনাতন বলি ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস। সে দুহু বিহনে নাই জীবনের আশ ॥ সে দশা দেখিয়া শ্রীনিবাস নহে স্থির। বিদায় হইলা নেত্রে বহে প্রেমনীর ॥ শ্রীভূগর্ভ গোস্বামির নিকটে যাইয়া। প্রণমিল তাঁরে সবে ভূমে লোটাইয়া ॥ তেঁহো স্নেহাবেশে করিলেন আলিঙ্গন। শ্রীনিবাস ক্রমে সব কৈল নিবেদন ॥ গোস্বামী করিল আজ্ঞা প্রবোধি সবারে। যাত্রাকালে যাবো কালি গোবিন্দ—মন্দিরে ॥ বিদায় করিতে প্রাণ বিদরে আমার। এত কহিতেই নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ কিবা গোস্বামির স্নেহ কহিতে কে পারে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সমর্পিলেন সবারে ॥ সবে গোস্বামির পদে পুন প্রণমিয়া। চলিলেন অতিশয় ব্যাকুল হইয়া ॥ শ্রীভট্ট গোস্বামি পাশে করিতে গমন। পথে আর বৈষ্ণবের পাইলা দর্শন ॥ তাঁ সবারে প্রার্থনা করিয়া কত মতে। অনুমতি পাইয়া চলিলা কুঞ্জপথে ॥ সেই পথে আইসেন শ্রীজীব গোসাঞি। তেঁহো লৈয়া চলে ভট্ট গোসাঞির ঠাঞি ॥ শ্রীগোপালভট্ট

বসি আছয়ে নির্জ্জনে। সমর্পিয়া নেত্র মন শ্রীরাধারমণে। ক্ষণে নিজ কৃত পদ্য পঢ়য়ে সুস্বরে। শুনিতে সে নামাবলী কে বা ধৈর্য্য ধরে॥

তথাহি॥

ভাণ্ডীরেশ শিখণ্ড মণ্ডনবর শ্রীখণ্ড লিপ্তাঙ্গ! হে
বৃন্দারণ্য পুরন্দর স্ফুরদমন্দেন্দীবরশ্যামল!।
কালিন্দী প্রিয় নন্দনন্দন পরানন্দারবিন্দেক্ষণ!
শ্রীগোবিন্দ মুকুন্দ সুন্দরতনো মাং দীনমানন্দয়॥

শ্রীভট্টগোস্বামী চেষ্টা কহনে না যায়। শ্রীজীব গমন শুনি পথপানে চায়॥ শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাসাদি সহিত। শ্রীভট্টগোস্বামি-পাশে হৈলা উপনীত॥ প্রণমিয়া গোস্বামিরে কহে বার বার। শ্রীনিবাসে করো পূর্ণ শক্তির সঞ্চার॥ শ্রীনিবাস মাথে ধরো চরণ যুগল। নির্ব্বিঘ্নে যায়েন যেন শ্রীগৌড় মণ্ডল॥ পাষণ্ডিগণের দর্প করিয়া খণ্ডন। স্বচ্ছন্দে করেন যেন গ্রন্থ বিতরণ॥ ঐছে কত শুনি কহে শ্রীভট্ট গোসাঞি। করিল প্রার্থনা রাধারমণের ঠাঞি॥ শ্রীরাধারমণ শ্রীনিবাসে কৃপা করি। করিল বিদায় যৈছে কহিতে না পারি॥ শ্রীভট্ট গোসাঞি দেখি কৃপা শ্রীনিবাসে। শ্রীপ্রসাদি মালা আনি দিল স্নেহাবেশে॥ শ্রীনিবাস ভূমিতে পড়িয়া বার বার। করয়ে প্রণাম নেত্রে বহে অশ্রুধার॥ শ্রীগোপাল ভট্ট স্থির করি মৃদুভাষে। শ্রীরাধারমণে সমর্পিলা শ্রীনিবাসে॥ শ্রীনিবাসে করি অনুগ্রহের অবধি। আজ্ঞা কৈলা অচিরে হউক সব সিদ্ধি॥ নরোত্তম প্রতি কহে মধুর বচন। মনোরথ সিদ্ধি করু শ্রীরাধারমণ॥ শ্যামানন্দ

প্রতি স্নেহে কহে বারে বারে। শ্রীরাধারমণ কৃপা করুণ তোমারে ॥ এত কহি সবারে করেন আলিঙ্গন। এ সকলে কৈল যত্নে চরণ বন্দন। শ্রীভট্ট গোস্বামী কহে জীব গোস্বামিরে। কালি প্রাতে যাইব শ্রীগোবিন্দ-মন্দিরে ॥ শ্রীজীব গোস্বামী প্রণমিয়া সবা সনে। চলিলেন লোকনাথ গোস্বামির স্থানে ॥ গোস্বামী আছেন একা নিভৃতে বসিয়া। শ্রীরাধাবিনোদ মুখচন্দ্রে নেত্র দিয়া ॥ দেখি লোকনাথ শ্রীজীবের আগমন। স্নেহাবেশে হৈলা যৈছে না হয় বর্ণন ॥ প্রণমিয়া শ্রীজীব কহয়ে মৃদু ভাষে। কালি প্রাতে যাত্রা করিবেন গৌড়দেশে ॥ লোকনাথ শ্রীরাধাবিনোদে জানাইলা। তাঁর অনুগ্রহ মালা শ্রীনিবাসে দিলা ॥ শ্রীনিবাস আদি সবা প্রতি স্নেহাবেশে। কহিল যতেক তা কহিতে না আইসে ॥ শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ তিনে। ভূমে পড়ি প্রণময়ে গোসাঞির চরণে ॥

লোকনাথ গোস্বামী ধরিতে নারে হিয়া। নেত্রজলে সিঞ্চিল সবারে আলিঙ্গিয়া ॥ ধৈর্য্যাবলম্বিয়া কহে শ্রীজীবের আগে। এ সবার ভার যে তোমারে সব লাগে ॥ শ্রীজীবগোস্বামী নানা দৈন্য প্রকাশিয়া। সবা সহ চলে গোস্বামিরে প্রণমিয়া ॥ গিয়া গোপীনাথের করিলা সন্দর্শন। কিবা সে অদ্ভুত ভঙ্গি ভুবনমোহন ॥ দেখিতে সে শোভা যাহা হইল অন্তরে। এক মুখে তাহা কে বর্ণিতে শক্তি ধরে ॥ শ্রীজীব শ্রীমধু পণ্ডিতাদি প্রতি কয়। শ্রীনিবাস গমন নির্ব্বিঘ্নে যেন হয় ॥ শ্রীমধু পণ্ডিত গোপীনাথে জানাইল। শ্রীনিবাসে প্রভু আজ্ঞা মালা আনি দিল ॥ শ্রীনিবাস ভূমে প্রণময়ে বার

বার। বিদায় হইতে নেত্রে বহে অশ্রুধার॥ শ্রীনিবাসে সুস্থির করিয়া সর্ব্বজনে। আজ্ঞা কৈল পুনশ্চ আসিবা বৃন্দাবনে॥ নরোত্তম শ্যামানন্দে অনুগ্রহ করি। কহিল যতেক তাহা কহিতে না পারি॥ প্রেমাবেশে সবে এ সবারে আলিঙ্গিলা॥ সবে ভূমে পড়ি সে সকলে প্রণমিলা॥ শ্রীজীবগোস্বামী প্রতি কহয়ে সকলে। একত্র হইব কালি প্রাতে যাত্রাকালে॥ শুনিয়া শ্রীজীব নিদেশয়ে শ্রীনিবাসে। এবে যাহ সবে গোপীশ্বরের আবাসে॥ শ্রীনিবাসাচার্য্যাদি গেলেন গোপীশ্বরে। শ্রীজীবগোস্বামী গেলা গোবিন্দমন্দিরে॥ শ্রীনিবাস করি গোপীশ্বরের দর্শন। করিল প্রার্থনা যত না হয় বর্ণন॥ গোপীশ্বর পরম প্রসন্ন শ্রীনিবাসে। অলক্ষিতে বিদায় করিলা বিপ্রবেশে॥ নরোত্তম শ্যামানন্দ ব্যাকুল হইয়া। গোপীশ্বরে যে কহে তা শুনি দ্রবে হিয়া॥ প্রণমিয়া যত্নে শ্রীশঙ্কর গোপীশ্বরে। শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি চলে ধীরে ধীরে॥ কাশীশ্বর গোস্বামির সমাধি দেখিয়া। করিলেন প্রণাম ধূলায় লোটাইয়া॥ কাশীশ্বর মহিমা কহিতে কেবা জানে। শ্রীগৌরগোবিন্দে যে আনিলা বৃন্দাবনে॥ গোবিন্দের দক্ষিণেতে তাঁরে বসাইয়া। দেখি দুঁহু শোভা সুখে উমড়য়ে হিয়া॥ শ্রীচৈতন্য শ্রীকাশীশ্বরের প্রেমবশে। শ্রীবিগ্রহ রূপে আইলা পশ্চিম প্রদেশে॥

তথাহি সাধনদীপিকায়াং॥

শ্রীমৎকাশীশ্বরং বন্দে যৎপ্রীতিবশতঃ স্বয়ং।
চৈতন্যদেবঃ কৃপয়া পশ্চিমং দেশমাগতঃ॥

প্রভু প্রিয় কাশীশ্বর বিদিত ভুবনে। শ্রীরূপ শ্রীসনাতন

মগ্ন যাঁর গুণে ॥ শ্রীনিবাস আচার্য্য সে সব সোঙরিয়া। হই-লেন অধৈর্য্য ধরিতে নারে হিয়া ॥ বার বার প্রণময়ে পড়িয়া ভূমিতে। না জানে কি হবে হিয়া বিদায় হইতে ॥ রঘুনাথ ভট্টের সমাধি নিরখিয়া। ভাসয়ে নেত্রের জলে বিদরয়ে হিয়া ॥ রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামির গুণগণ। শ্রবণ মাত্রেতে কার না জুড়ায় মন ॥ সর্ব্ব শাস্ত্রে অধ্যাপক চর্চ্চা * শ্রবণেতে। বৃহস্পতি সাধুবাদ করে হর্ষ চিতে ॥ ভাগবত পাঠের উপমা দিতে নাই। ব্যাসাদি শুনিতে সাধ করে সুখ পাই ॥ যার ভক্তিরীতি দেখি দেবের বিস্ময়। ভট্টের মহিমা শ্রীনিবাস ঐছে কয় ॥ শ্রীনিবাসাদিক ভূমে পড়ি প্রণমিয়া। গোবিন্দ-মন্দিরে গেলা বিদায় হইয়া ॥ গোবিন্দ দর্শনে মহাবিহ্বল হইলা। শ্রীজীবগোস্বামি সঙ্গে বাসায় চলিলা ॥ অনুরাগ প্রবল বাঢ়য়ে ক্ষণে ক্ষণে। নিজকৃত গীত গায় আপনা না জানে ॥ শ্রীরাধিকা সখী প্রতি কহে বার বার। দেখিল গোবিন্দ রূপ অমিয়া পাথার ॥

সুহই রাগঃ।

বদন চান্দ কুন্ কুন্দারে কুন্দিল গো, কে না কুন্দিল দুটি আঁখি। দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ যেমন করে গো, সেই সে পরাণ তার সাক্ষী ॥ রতন কাটিয়া কে বা যতন করিয়া গো, কে না গঢ়াইয়া দিল কানে। মনের সহিতে মোর এ পাঁচ পরাণে গো যোগী হৈল উঁহারি ধিয়ানে ॥ নাসিকা উপরে শোভে এ গজমুকুতা গো, সোনায় মণ্ডিত তার পাশে। বিজুরি জড়িত কিবা চান্দের কলিকা গো, মেঘের আড়ালে থাকি হাসে ॥ সুন্দর কপালে শোহে

॥ * ॥ চর্চ্চা—আলোচনা।

সুন্দর তিলক গো, তাহে শোভে অলকার পাঁতি। হিয়ার মাঝারে মোর ঝলমল করে গো, চান্দে যেন ভ্রমরার পাঁতি॥ মদন ফাঁদুয়া ওনা চূড়ার টালনি গো, উহা না শিখিয়াছিল কোথা। এ বুক ভরিয়া মুখ দেখিতে না পানু গো, এ বড়ি মরমে মোর ব্যথা॥ কেমন মধুর সে না বোল খানি খানি গো, হাতের উপরে লাগি পাও। তেমন করিয়া যদি বিধাতা গঢ়িত গো, ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া তাহা খাও॥ করিবর কর জিনি বাহুর বলনী গো, হিঙ্গুলে মণ্ডিত তার আগে। যৌবন বনের পাখী পিয়াসে মরয়ে গো, তাহারি পরশ রস মাগে॥ ঠমকি ঠমকি যায় তেরচ নয়নে চায় যেনমত গজরাজ মাতা। শ্রীনিবাস দাসে কয় ও রূপ লখিল নয় রূপসিন্ধু গঢ়িল বিধাতা॥ *॥

অনুরাগে শ্রীনিবাস ধৈর্য্য নাই বাঁধে। কি মধুর মাধুরী দেখিনু বলি কান্দে॥ শ্রীজীব গোস্বামী কত যত্নে করি স্থির। স্নেহের আবেশে গেলা আপন কুটীর॥ শ্রীনিবাস আপনার বাসায় রহিলা। নরোত্তম শ্যামানন্দ নিজ বাসা গেলা॥ সর্ব্বত্র দর্শনাবেশে দিবস গোঙাই। রাত্রে যে করয়ে খেদ তার অন্ত নাই॥ দুটী বাহু তুলিয়া কহয়ে বারে বারে। এ সুখে বঞ্চিত বিধি করিল আমারে॥ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন। মো অধমে পুন কি দিবেন দরশন॥ শ্রীরাধাবিনোদ রাধারমণ প্রভুরে। পুন কি দেখিব প্রভু রাধাদামোদরে॥ শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভু আনি ব্রজপুরে। পুন কি দিবেন পাদপদ্ম সেবা মোরে॥ গোস্বামী শ্রীলোকনাথ করুণাবিগ্রহ। মো অধমে পুন কি করিব অনুগ্রহ॥ কৃপা-

ময় ভূগর্ভ্ত গোস্বামী কৃপা করি। পুন কি আনিব মো পাপির কেশ ধরি॥ গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস দয়ানিধি। পুন কি করিব মোর মনোরথ সিধি॥ শ্রীজীব গোস্বামী দীন দুঃখির জীবন। পুন কি দেখিব আমি তাঁর শ্রীচরণ॥ হাহা প্রভু প্রিয়গণ মো হেন দুর্জ্জনে। পুন ব্রজে আনি কি রাখিবা সন্নিধানে॥ ঐছে কত কহিতে কহিতে নাই পারে। কণ্ঠ-রুদ্ধ হয় নেত্র জলেই সাঁতারে॥ শ্রীনরোত্তমের খেদ কহা নাই যায়। যাহার শ্রবণে দারু পাষাণ মিলায়॥ শ্যামানন্দ অতিশয় ব্যাকুল অন্তরে। করয়ে যতেক খেদ কহিতে কে পারে॥ করিতে না পারে কেহো ধৈর্য্যাবলম্বন। বিচ্ছেদ চিন্তায় নিশি করে জাগরণ॥ শ্রীনিবাস চিত্তে যে উদ্বেগ উপজয়। তাহা সে জানেন শ্রীগোবিন্দ দয়াময়॥ শ্রীগোবিন্দ দেবের ইচ্ছায় রাত্রিশেষে। হইল কিঞ্চিৎ নিদ্রাবেশ শ্রীনিবাসে॥ স্বপ্ন ছলে শ্রীগোবিন্দ মন্দির হইতে। গজেন্দ্র-গমনে আইলা আচার্য্য অগ্রেতে॥ জিনি পুঞ্জ অঞ্জন জলদ নীলমণি। রূপের ছটায় কোটি মদন নিছনি॥ নানা রত্ন ভূষণে ভূষিত কলেবর। শিরে শিখি পিঞ্ছচূড়া পরম সুন্দর। প্রত্যঙ্গ অদ্ভুত শোভা উপমা কি তায়। সুদীর্ঘ লোচন ভঙ্গী ভুবন মাতায়॥ লক্ষ লক্ষ চন্দ্রমা জিনিয়া চান্দ মুখে। হাসিয়া কহয়ে শ্রীনিবাসে মহাসুখে॥ অহে শ্রীনিবাস খেদ কর সম্ব-রণ। শুনিতে না জানি প্রাণ করয়ে কেমন॥ তুমি মোর প্রেমমূর্ত্তি না জান তা তুমি। নিরন্তর তোমার নিকটে আছি আমি॥ মোর মনোহভীষ্ট যে তা অনেক প্রকারে। করিলু প্রকাশ রূপসনাতন দ্বারে॥ তোমা দ্বারে গ্রন্থরত্ন কৃরি

বিতরণ। হরিব জীবের দুঃখ দিয়া প্রেমধন॥ যে জন লইবে আসি শরণ তোমার। তারে আমি অবশ্য করিব অঙ্গীকার॥ হইব তোমার শিষ্য ভাগ্যবন্তগণ। তা সবা লইয়া আস্বাদিবা সঙ্কীর্ত্তন॥ কুন মতে কিছু চিন্তা না করিহ চিতে। মধ্যে ২ ঐছে মোরে পাইবা দেখিতে॥ এত কহি শ্রীনিবাসে করি অনুগ্রহ। হইলেন কি অদ্ভুত শ্রীগৌর বিগ্রহ॥ দেখি শ্রীনিবাস নারে ধৈর্য্য ধরি বারে। লক্ষ লক্ষ লোচন মাগয়ে বিধাতারে॥ ভূমে পড়ি করয়ে শ্রীচরণ বন্দন। প্রভু শ্রীনিবাস মাথে ধরয়ে চরণ॥ আলিঙ্গন করি গৌড়ে বিদায় করিয়া। মন্দিরে প্রবেশে গৌরমূর্ত্তি সম্বরিয়া॥ শ্রীগোবিন্দ অদর্শনে ব্যাকুল হৃদয়। জাগিয়া দেখয়ে নিশি প্রভাত সময়॥ পরম গভীর শ্রীনিবাস ধৈর্য্য ধরি। বসিল নিভৃতে প্রাতঃক্রিয়াদিক করি॥ শ্রীনরোত্তমের তথা হৈল আগমন। সঙ্গে শ্যামানন্দ সর্ব্বমতে বিচক্ষণ॥ শ্রীনিবাস আচার্য্য এ দোঁহে সঙ্গে লৈয়া। শ্রীজীব গোস্বামি পাশে মিলিলেন গিয়া॥ তেঁহো শ্রীনিবাসাদি সবারে সঙ্গে করি। শ্রীগোবিন্দ মন্দিরে আইলা শীঘ্র করি॥ তথা সব মহান্তের হৈল আগমন। তাঁ সবার নাম কহি শুভের কারণ॥ গোস্বামী গোপাল ভট্ট অতি দয়াময়। ভূগর্ভ্ত শ্রীলোকনাথ গুণের আলয়॥ শ্রীমাধব শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য। শ্রীমধুপণ্ডিত যার চরিত্র আশ্চর্য্য॥ প্রেমী কৃষ্ণদাস কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী। রাঘব পণ্ডিত প্রেমভক্তি অধিকারী॥ যাদব আচার্য্য নারায়ণ কৃপাবান্। শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ গোসাঞি গোবিন্দ ঈশান॥ শ্রীগোবিন্দ বাণী কৃষ্ণদাস অত্যুদার। শ্রীউদ্ধব মধ্যে মধ্যে গৌড়ে গতি যার॥ দ্বিজ

হরিদাস কৃষ্ণদাস কবিরাজ। শ্রীগোপাল দাস যার অলৌকিক কাজ॥ আইলা বৈষ্ণব যত কত নিব নাম। ব্রজবাসিগণ আইলা আনন্দের ধাম॥ শ্রীজীব গোস্বামী কৃষ্ণ পণ্ডিতাদি সুখে। আনাইলা গ্রন্থরত্ন সবার সম্মুখে॥ সবাকার অনুমতি পা'য়া সেইক্ষণ। করাইলা গাড়ীতে গ্রন্থের আরোহণ॥ গ্রন্থের সম্পুট * রাখাইলা সাবধানে। গাড়ী চালাইতে আজ্ঞা কৈল সর্ব্ব জনে॥ শুভক্ষণে গাড়ী চালাইলা গাড়োয়ান্। আগে পাছে চলে পদাতিক ভাগ্যবান্॥ আর এক লোক যোগ্য সর্ব্ব প্রকারেতে। অতিসাবধানে চলে গাড়ীর সঙ্গেতে॥ এইরূপে গাড়ী চলে মথুরার পথে। কথোদূর সকল গোস্বামী চলে সাঁথে॥ কহি কত অতিশয় ব্যাকুল হিয়ায়। শ্রীনিবাস আচার্য্যেরে করিলা বিদায়॥ শ্রীনিবাসাদি অতি ব্যাকুল হইয়া। চলিলেন সবার চরণে প্রণমিয়া॥ শ্রীজীব গোস্বামী আদি বিজ্ঞ কথো জন। করিলেন শ্রীমথুরা পর্য্যন্ত গমন॥ আর সবে নিজ নিজ বাসায় চলিলা। কে বর্ণিব বিচ্ছেদে যে রূপ সবে হৈলা॥ এথা মথুরায় সবে হৈলা উপনীত। মথুরানিবাসী লোক অতি উল্লসিত॥ সে দিবস যে কৌতুক মথুরা নগরে। গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে নারি বর্ণিবারে॥ কৃষ্ণকথারসে দিবা রাত্রি গোঙাইয়া। মথুরা হইতে চলে প্রভাতে উঠিয়া॥ শ্রীজীব গোস্বামী কথোদূর গেলা সঙ্গে। বিদায় সময়ে ভাসে দুঃখের তরঙ্গে॥ শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরে করি কোলে। করিলেন সিক্ত দুটী নয়নের জলে॥ নরোত্তম শ্যামানন্দ দোঁহে সমর্পিয়া। বিদায় করিলা অতি ব্যাকুল হইয়া॥ শ্রীনরোত্তমেরে করি দৃঢ় আলিঙ্গন।

* সম্পুট—পেটারা॥

কহিলেন যৈছে তাহা না হয় বর্ণন॥ শ্যামানন্দে সমর্পণ করিয়া স্নেহেতে। আলিঙ্গন করি তারে নারে স্থির হৈতে॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজ পণ্ডিত রাঘব। শ্রীগোপাল মাধবাদি যতেক বৈষ্ণব॥ সকলে অধৈর্য্য হৈলা বিদায়ের কালে। শ্রীনিবাস আদি সিক্ত হৈলা নেত্র জলে॥ পরস্পর আলিঙ্গন প্রণামাদি যৈছে। সে অতি আশ্চর্য্য তা বর্ণিব কে বা কৈছে॥ মথুরার গৃহস্থ বৈষ্ণব শিষ্টগণ। সে সকলে করিলেন অনেক ক্রন্দন॥ শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি সে সব সহিতে। যথা-যোগ্য মিলিলেন কান্দিতে কান্দিতে॥ বিদায় হইলা শ্রীআ-চার্য্য বিজ্ঞবর। সবে বাহুড়িয়া গেলা নিজ নিজ ঘর॥ শ্রীজীব গোস্বামি আদি গেলা বৃন্দাবন। সকলে করেন শুভ চিন্তা অনুক্ষণ॥ এথা শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি সাবধানে। চলিলেন গৌড়ে লৈয়া গ্রন্থ রত্নগণে॥ শ্রীনিবাস আচার্য্যের শ্রীগৌড়গমন। যে শুনে তাহারে মিলে ভকতি রতন॥ শ্রীনিবাস আচার্য্য চরণ চিন্তাকরি॥ ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্ভক্তিরত্নাকরে শ্রীনিবাসাচার্য্যস্য বৃন্দা-বনাদ্গৌড়গমন বর্ণনং নাম ষষ্ঠ স্তরঙ্গঃ ॥ * ॥ ৬ ॥ * ॥

# সপ্তম তরঙ্গ ॥

———০:*:০———

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দীনবন্ধু। জয় জয় নিত্যানন্দ করুণারসিন্ধু ॥ জয় শ্রীঅদ্বৈত দেব গুণের আলয়। জয় শ্রীপণ্ডিত গদাধর প্রেমময় ॥ জয় প্রেমভক্তি দাতা পণ্ডিত শ্রীবাস। জয় বক্রেশ্বর শ্রীমুরারি হরি দাস॥ জয় সার্ব্বভৌম কাশীমিশ্র রামানন্দ। জয় বাসুদেব ঘোষ মাধব মুকুন্দ ॥ জয় ধনঞ্জয় শ্রীস্বরূপ দামোদর। জয় নরহরি গৌরীদাস কাশীশ্বর ॥ জয় দাস গদাধর শ্রীধর বিজয়। জয় শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী শ্রীসঞ্জয় ॥ জয় ভট্ট গোপাল শ্রীরূপ সনাতন। জয় রঘুনাথ দাস দুঃখির জীবন ॥ জয় শ্রীভূগর্ভ্ত লোকনাথ শ্রীরাঘব। জয় রঘুনাথ ভট্ট আচার্য্য যাদব ॥ জয় জয় শ্রীজীব যে গুণের নিধান ॥ জয় কবিরাজ কৃষ্ণদাস দয়াবান্ ॥ জয় জয় শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর। জয় নরোত্তম যাঁর মহিমা প্রচুর ॥ জয় জয় শ্যামানন্দ চরিত্র অপার। ঃখিনী কৃষ্ণদাস নাম পূর্ব্বে যার ॥ জয় শ্রীবৈষ্ণবগণ দয়ার অবধি। যা সভার অনুগ্রহে হয় সর্ব্বসিদ্ধি ॥ জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়। এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয় ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য লৈয়া গ্রন্থ রত্নগণ। চলে গৌড়পথে করি গৌরাঙ্গ স্মরণ ॥ সঙ্গে নরোত্তম ঐছে দেহ ভিন্ন মাত্র। শ্যামানন্দ আচার্য্যের অতি স্নেহ পাত্র ॥ নরোত্তম শ্যামানন্দ সহ শ্রীনিবাস। নির্ব্বিঘ্নে চলয়ে পথে হইয়া

উল্লাস॥ নীলাচলে যায় লোক সংঘট্ট পাইয়া। সে সভার সঙ্গে চলে বনপথ দিয়া॥ বিশেষ শ্রীচৈতন্যের যে পথে গমন। সেই পথে নীলাচলে গেলা সনাতন॥ স্থানে স্থানে প্রভু ভৃত্য স্থিতি জিজ্ঞাসিয়া। দেখয়ে সে সব স্থান অধৈর্য্য হইয়া॥ বন পথে চলিতে আনন্দ অতিশয়। কুন দিন কোথাও না হয় কুন ভয়॥ যে যে দেশে যে যে গ্রামে অবস্থিতি কৈল। গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে তাহা না লিখিল॥ সর্ব্বত্র হইল ধ্বনি এক মহাজন। নীলাচলে যায় সঙ্গে লৈয়া বহুধন॥ রাজা বীরহাম্বীরের দস্যুগণ যত্নে। গণিয়া দেখিল গাড়ী পূর্ণ নানা রত্নে॥ রাজা প্রতি কহে গিয়া এক মহাজন। গাড়ী ভরি লৈয়া যায় অমূল্য রতন॥ দস্যুগণ মুখে শুনি হৈলা উল্লসিত। যে রূপ রাজার ক্রিয়া কহিয়ে কিঞ্চিৎ॥ দস্যুকর্ম্ম করে সদা লৈয়া দস্যুগণ। যারে দেখি ভয়ে লোক কাঁপে সর্ব্ব ক্ষণ॥ আর যে যে দুর্নীত কহিতে অন্ত নাই। সবে এক পুরাণ শুনয়ে বিপ্র ঠাঁই॥ ঐছে বীরহাম্বীর দুর্জয় দস্যুগণে। আজ্ঞা কৈল সজ্জ হৈয়া যাহ এই ক্ষণে॥ অর্থ সহ গাড়ী এথা গোপনে আনিবে। দেখাইবে ভয় কারু প্রাণে না মারিবে॥ পাইয়া রাজার আজ্ঞা চলে দস্যুগণ। তা সবারে দেখিতে কাঁপয়ে শিষ্টগণ॥ যৈছে রাজা তৈছে এ সকল অনুচর। দস্যুকর্ম্ম করিতে উল্লাস নিরন্তর॥ বনবিষ্ণুপুর হৈতে দূরদেশ গিয়া। লইল এ সব সঙ্গ অলক্ষিত হৈয়া॥ শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি গাড়ীর

সহিতে। পঞ্চকুটী হৈয়া চলে বিষ্ণুপুর পথে॥ নির্ব্বিঘ্নে আইলু দেশে ঐছে বিচারয়। বিষ্ণুপুরে রাজা দুষ্ট ইহা না জানয়॥ রাজধানী বনবিষ্ণুপুর সন্নিধানে। বন মধ্যে বৃহদ্-গ্রাম আইলা সেই খানে। ভক্ষণাদি ক্রিয়া দিবসেই সমাধিল॥ কৃষ্ণকথা সুখে অর্দ্ধ রাত্রি গোঙাইল॥ সে রাত্রিতে সকলেই করিতে শয়ন। হইলেন নিদ্রাগত নাহিক চেতন॥ গ্রামবাসি শিষ্ট লোক চিন্তে মনে মনে। কৃষ্ণ কি করিবে রক্ষা এই মহাজনে॥ নিশ্চিন্তে আছয়ে সবে শঙ্কা না জানয়। সাবধান করিতেও নারি রাজভয়॥ এথা রাজা দুষ্ট অল্প ধনের কারণে। বহুদূর পর্য্যন্ত পাঠায় দস্যুগণে॥ এই মহাজন গাড়ি ভরি ধন লৈয়া। কি রূপে আইলা পথে নির্ব্বাহ করিয়া॥ কেহো কহে এ হয় ধার্ম্মিক মহাজন। এ হেতু হরিতে ধন নারে দস্যুগণ॥ কেহো কহে দস্যুগণ আছে লাগ লৈঞা। না জানি কখন হানা দিবেক আসিয়া॥ ঐছে কত কহে লোক রহি নিজালয়ে। এথা দস্যুগণ নানা উপায় চিন্তয়ে॥ কেহো কহে ওহে ভাই কর এই কাজ। দস্যুর সমাজে যেন না পাইয়ে লাজ॥ তামড় গ্রামের সন্নিধানে সজ্জ হৈলা। তথা নিজ কার্য্য সিদ্ধি করিতে নারিলা॥ রঘুনাথ-পুরের নিকটে নিশাভাগে। হৈলা পরাভব সবে সে সবার আগে॥ এবে আইলা বনবিষ্ণুপুর সন্নিধানে। যার যৈছে বল বুদ্ধি প্রকাশ এখানে॥ অদ্য গাড়ী সহ অর্থ দিলে সে রাজারে। হইব প্রসন্ন নহে বধিব সবারে॥ ঐছে কহি

সবে এক সংঘট্ট হইয়া। পূজে চণ্ডী ছাগ মেষ মহিষাদি দিয়া॥ চণ্ডীপদে প্রণমি কহয়ে বারে বারে। কার্য্য সিদ্ধি করি রক্ষা করহ সবারে॥ ঐছে কত কহি আচার্য্যাদি-সন্নিধানে। আগে পাঠাইল শ্রেষ্ঠ চৌর এক জনে॥ তেঁহো আসি দেখে সবে নিদ্রাগত হৈলা। জানি সুসময় গিয়া দস্যু জানাইলা॥ দস্যুগণ শীঘ্র আসি ভয়ঙ্করবেশে। স্বচ্ছন্দে লইয়া গাড়ী বনেতে প্রবেশে॥ রাত্রিশেষে বনবিষ্ণুপুরে প্রবেশিয়া। দিলেন রাজারে সব বৃত্তান্ত কহিয়া॥ বনবিষ্ণু-পুরের যতেক শিষ্টগণ। শুনিলেন রাজা হরিলেন বহুধন॥ নির্জ্জনে বসিয়া কেহো কহে কারু প্রতি। কৈল অতি মন্দ কার্য্য রাজা দুষ্টমতি॥ বৃন্দাবন হৈতে মহাজন ধন লৈঞা। ক্ষেত্রে চলে জগন্নাথ দর্শন লাগিয়া॥ তারে দুঃখ দিল এ পাপিষ্ঠ দুরাচার। বুঝিল ইহার কভু নহিব উদ্ধার॥ কেহো কারু কর্ণে কহে ক্রন্দন করিয়া। বনবিষ্ণুপুর যাবে উচ্ছন্ন হইয়া॥

ঐছে দুষ্ট রাজা নাই ভারত ভূমিতে। কেহো না পারয়ে এ পাপিরে দণ্ড দিতে॥ কেহো কহে এ দুষ্ট রাজার এই রীতি। করিব নরক ভোগ কভু নাই গতি॥ কেহো কহে এ দুষ্টের সকল অনীত। কহ দেখি ইহার কি রূপে হবে হিত॥ কেহ কহে হিতকর্ত্তা প্রভু নারায়ণ। কলিতে যে কৈল কৃপা না হয় বর্ণন॥ নবদ্বীপে বিপ্রবংশে জগাই মাধাই। মহাপাতকির শিরোমণি দুই ভাই॥ যার

ভয়ে কাঁপে লোক সে দুই পামরে। কৃপা করি উদ্ধারিলা নদিয়া বিহারে॥ যাহার উদ্ধারে দেব মনুষ্যে মিশাই। করিল যতেক স্তব তার অন্ত নাই॥ জগাই মাধাই হইলেন ভক্ত-রাজ। কহিতে কে জানে অলৌকিক তাঁর কাজ॥ কেহো কহে সে কৃষ্ণ চৈতন্য ভগবান্। জীবে কৈল ব্রহ্মাদি দুর্ল্লভ রত্নদান॥ সে প্রভু হইলা নীলাচলে সংগোপন। এবে কে করিব হেন দুষ্টের তারণ॥ কেহো কহে ওহে ভাই বলিয়ে তোমায়। হেন দুষ্ট তরে তাঁর ভক্তের কৃপায়॥ কেহো কহে সে ভক্তের দুর্লভ দর্শন। এ পাপিষ্ঠ দেশে কেনে হবে আগমন॥ কেহো কহে ভক্তের এ রীত শাস্ত্রে কয়। জীব উদ্ধারিতে সর্ব্বদেশেই ভ্রময়॥ ভক্ত দ্বারে সব কার্য্য সাধে সেই প্রভু। ভক্ত কৃপা বিনা কার্য্য সিদ্ধি নহে কভু॥ কেহো কহে অহে মোর মনে এই হয়। অবশ্য আসিব এথা কুন মহাশয়॥ তাঁর কৃপালেশে না রহিব দুঃখ লব। ঘুচিব দুর্ব্বুদ্ধি রাজা হইব বৈষ্ণব॥ এত কহি প্রভুরে প্রার্থয়ে বার বার। ঘুচাহ রাজার এ অনীত ব্যবহার॥

ঐছে শিষ্টলোকগণে হিত চিন্তা করে। এথা রাজা ধন লাভে হর্ষ নিজ ঘরে॥ দস্যুগণ প্রতি অতি প্রসন্ন হইয়া। বসন ভূষণ দিল প্রশংসা করিয়া॥ শ্রীবীরহাম্বীর রাজা মনে বিচারয়। এই গাড়ী পশ্চিম দেশের সুনিশ্চয়॥ বহুদিন বহু অর্থ লাভ হৈল মোরে। এ রূপ আনন্দ কভু না হয় অন্তরে॥ বুঝিলু অমূল্যরত্ন আছয়ে ইহায়। এত কহি গ্রন্থের সম্পুট পানে

চায়॥ গ্রন্থের সম্পুট শীঘ্র খুলিয়া আপনে। দেখয়ে সম্পুট মধ্যে গ্রন্থরত্নগণে॥ গ্রন্থদৃষ্টি মাত্রেতে হইল শুদ্ধ মন। পুনঃ পুনঃ গ্রন্থরত্নে করে সন্দর্শন॥ বিস্ময় হইয়া রাজা কহে গণি তারে। কেমন গণিলা তুমি বলহ আমারে॥ তেঁহো কহে মহারাজ যখন গণিয়ে। অমূল্য-রতন ইথে তখনি দেখিয়ে॥ শুনি রাজা কহে কিছু না করিহ ভয়। যখন যে গণ তাহা সব সত্য হয়॥ এবে যে গণিলা নহে অসত্য বচন। সর্ব্ব প্রকারেতে এ অমূল্য-রত্ন হন॥ এ অমূল্যরত্ন প্রাপ্তি বহু ভাগ্যে হয়। ঐছে কত কহি দস্যু পানে নিরীক্ষয়॥ ব্যাকুল হইয়া দস্যে কহে বারে বারে। কাহু না বধিলা সত্য বলহ আমারে॥ দস্যু কহে সে সকলে নিদ্রাগত ছিলা। গাড়ী লৈয়া আইলু তাহা কেহ না জানিলা॥ পূর্ব্বেই আপনে নিষেধিলা মো সবারে। প্রাণে কি মারিব কার্য্যসিদ্ধি এ প্রকারে॥ শুনি রাজা স্থির হৈয়া কহে নিজগণে। কৈলু যে কুক্রিয়া তা ফলিল এত দিনে॥ কুন মহাশয়ের অন্তরে দিলু ব্যথা। তাঁর কোপানলে ভস্ম হইব সর্ব্বথা॥ যদি পাই এই গ্রন্থা-চার্য্যের দর্শন। তবে ত তাঁহার পায়ে লইব শরণ॥ অহে ভাই মো পাপির মনে এই হয়। মোরে অনুগ্রহ তেঁহো করিব নিশ্চয়॥ এত কহি দূত পাঠাইয়া অন্বেষণে। গাড়ী-সহ গ্রন্থরত্ন রাখিলা যতনে॥ শুনিয়া গ্রন্থের কথা রাজার বনিতা। দর্শন করিতে তেঁহো হৈলা উৎকণ্ঠিতা॥

কি বলিব গ্রন্থরত্নগণের বিজয়ে। রাজার ভবন শোভা করে অতিশয়ে॥ অকস্মাৎ বিষ্ণুপুরে ব্যাপিল মঙ্গল। ঘুচিল লোকের দুষ্ট চেষ্টা সে সকল॥ রাজা বীরহাম্বীরের সদা এই মনে। যাঁর গ্রন্থ তাঁরে বা দেখিব কত ক্ষণে॥ ঐছে বিচারিয়া রাজা ব্যাকুল হইলা। হেনই সময়ে নিদ্রাদেবী আকর্ষিলা॥ স্বপ্নচ্ছলে দেখে এক পুরুষ সুন্দর। জিনি হেম পর্ব্বত অপূর্ব্ব কলেবর॥ শ্রীচন্দ্রবদনে কহে হাসিয়া হাসিয়া। চিন্তা না করিহ তেঁহো মিলিব আসিয়া॥ হইব তোমার প্রতি প্রসন্ন অন্তর। জন্মে জন্মে হও তুমি তাহার কিঙ্কর॥ এত কহি অদর্শন হৈতে হেন কালে। হৈল নিদ্রাভঙ্গ রাজা ভাসে নেত্র জলে॥ কি দেখিলুঁ কি দেখিলুঁ বোলে বার বার। চতুর্দ্দিকে চাহে মর্ম্ম না করে প্রচার॥ এথা দস্যুগণে গ্রন্থগাড়ী লৈয়া গেলে। অকস্মাৎ নিদ্রা-ভঙ্গ জাগিলা সকলে॥ শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি প্রভাত সময়ে। ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ অন্বেষয়ে॥ কিছু খোজ না পাইয়া করয়ে ক্রন্দন। ই কি বজ্রাঘাত হৈল, কহে সর্ব্বজন॥ নরো-ত্তম কহে আমি প্রাণ তিয়াগিব। শ্যামানন্দ কহে এই অনলে পশিব॥ শ্রীনিবাস আচার্য্যের মনে হৈল যাহা। কহিতে বিদরে হিয়া কি কহিব তাহা॥ সঙ্গের যতেক লোক কাতর অন্তরে। নিশ্চয় করিল আর না যাইব ঘরে॥ গ্রন্থ-চুরি কথা সর্ব্বত্রেই ব্যক্ত হৈল। আচার্য্যাদি মহাদুঃখ সমুদ্রে ডুবিল॥ কত ক্ষণে করি সবে ধৈর্য্যাবলম্বন। পর-

স্পর কহে যাহা না হয় বর্ণন ॥ শ্রীনিবাসে অকস্মাৎ কহে কুন জনে। বিষ্ণুপুরে পাবে গ্রন্থ যাহ রাজাস্থানে ॥ এ বাক্য শ্রবণে মনে জন্মিল উল্লাস। ঐছে আর দেখে নানা মঙ্গল প্রকাশ ॥ প্রভুভঙ্গি জানি সবে করিয়া আশ্বাস। শ্রীনরোত্তমের প্রতি কহে শ্রীনিবাস ॥ খেতরি গ্রামেতে শীঘ্র করিয়া গমন। প্রভু লোকনাথ আজ্ঞা করহ পালন ॥ শ্যামানন্দে পাঠাইবা সুসঙ্গতি মতে। অম্বিকা হইয়া যাই-বেন উৎকলেতে ॥ পাঠাইব সমাচার গ্রন্থ প্রাপ্ত হৈলে। নহিবা উদ্বিগ্ন আসি মিলিবা সকালে ॥ ঐছে কত কহি দোঁহে বিদায় করিল। দোঁহে যে ব্যাকুল তাহা বর্ণিতে নারিল ॥ আচার্য্যের বাক্য না লঙ্ঘিয়া দুই জন। গেলেন খেতরি গ্রামে স্থির নহে মন ॥ কে বুঝিতে পারে মহাশয়ের এ লীলা। প্রথমেই শ্রী সন্তোষে শক্তি সঞ্চারিলা ॥ শ্রীনরোত্তমের দর্শনেতে সর্ব্ব লোক। মহাহর্ষ হৈলা পাসরিলা দুঃখ শোক ॥ মহা-যত্নে দোঁহে রাখি পরম নির্জ্জনে। গ্রন্থ চুরি কথা শুনি দুঃখী বিজ্ঞগণে ॥ এথা শ্রীনিবাস দোঁহে বিদায় করিয়া। হইলেন ব্যাকুল ধরিতে নারে হিয়া ॥ সঙ্গের মনুষ্যগণে অন্যত্র রাখিল। বনবিষ্ণুপুরে একা শীঘ্র প্রবেশিল ॥ মহা-ন্তের হৃদয় বুঝিবে কুন জন। গ্রন্থের উদ্দেশে করে একাকী ভ্রমণ ॥ যে খানে সে খানে লোক কহে পরস্পরে। অপূর্ব্ব পুরুষ এক আইলা বিষ্ণুপুরে ॥ কিবা এ দেবতা কিবা ঈশ্বরের অংশ। দেখিতে সৌন্দর্য্য কার নহে ধৈর্য্য

ধ্বংস ॥ এত কহি আচার্য্যের দর্শন লাগিয়া। চতুর্দ্দিকে ধায় লোক উল্লাস হইয়া ॥ শ্রীকৃষ্ণবল্লভ নামে ব্রাহ্মণ তনয়। আচার্য্য দর্শনে তাঁর হৈল প্রেমোদয় ॥ তেহোঁ দেউলিতে নিজ গৃহে লৈয়া গেলা ॥ আচার্য্যের পাদপদ্মে আত্মসমর্পিলা ॥ আচার্য্য ঠাকুর তাঁরে জিজ্ঞাসিল যাহা। ক্রমে বিস্তারিয়া তেহোঁ কহিলেন তাহা ॥ ভাগবত শুনে রাজা এ কথা শুনিয়া। রাজসভা চলে কৃষ্ণবল্লভে লইয়া ॥ আচার্য্যের তেজ দেখি রাজা সাবধানে। ভুঁমে পড়ি প্রণমি আপনা ধন্যমানে ॥ বসিতে দিলেন আনি অপূর্ব্ব আসন। কিছু জিজ্ঞাসিতে করে আচার্য্য বারণ ॥ অহে রাজা ভাগবত কথা সাঙ্গ পরে। যাহা জিজ্ঞাসিবে তাহা কহিব তোমারে ॥ যে, আজ্ঞা বলিয়া রাজা মনে বিচারয়। ইহোঁ গ্রন্থরত্নের অধ্যক্ষ সুনিশ্চয় ॥ মোর ভাগ্যে অকস্মাৎ দিলা দরশন। করিমু ইহার পদে আত্মসমর্পণ ॥ ঐছে বিচারিয়া রাজা এক দৃষ্টে চায়। আচার্য্য শেষেতে কিছু কহিল রাজায় ॥ পূর্ব্বেই রাজার হইয়াছে শুদ্ধ মন। শুনিতে যথার্থ অর্থ করে নিবেদন ॥ অহে মহাশয় এই হয় মোর মনে। ভাগবত পদ্য ব্যাখ্যা কর শ্রীবদনে ॥ শুনিয়া রাজার বাক্য আচার্য্য ঠাকুর। জানিল রাজার দুষ্টবুদ্ধি গেল দূর ॥ আচার্য্য কহেন কি শুনিতে হয় মন। রাজা কহে শ্রীভ্রমর গীতা কিছু কন ॥ রাজার বচনে মগ্ন হইলেন সুখে। রাজার পাঠক গ্রন্থ দিলেন সম্মুখে ॥ আচার্য্য

ঠাকুর যত্নে পাঠ আরম্ভিল। অশ্রুত অদ্ভুত অর্থ সুধাবৃষ্টি কৈল॥ সভামধ্যে সবার নেত্রেতে ঝরে জল। শ্রীবীর-হাম্বীর রাজা হইলা বিহ্বল॥ রাজার পাঠক নাম ব্যাস চক্রবর্ত্তী। কে কহিতে পারে তাঁর হৈল যৈছে আর্ত্তি॥ যে যে জন ছিলেন শ্রীকথার সময়। সে সবার চেষ্টাতে অন্যের প্রেমোদয়॥ আত্মবিস্মারিত হৈলা আচার্য্য ঠাকুর। স্থির হৈতে নারে তার আবেশ প্রচুর॥ আচার্য্যচরণে পড়ি শ্রীবীরহাম্বীর। কথা সমাধান হইলেও নহে স্থির॥ কত ক্ষণে সুস্থির হইয়া ভাবে মনে। কৈলু মহাঘোর অপ-রাধ এ চরণে॥ ঐছে দৈন্য রসে মগ্ন শ্রীবীরহাম্বীর। নেত্র জলে ভাসয়ে হইতে নারে স্থির॥ অতি নির্জ্জনেতে আচা-র্য্যেরে বাসা দিয়া। সন্ধ্যা সময়েতে শীঘ্র মিলিলেন গিয়া॥ প্রণমিয়া যোড়করে করে নিবেদন। বিবরিয়া কহ প্রভু কৈছে আগমন॥ ঐছে বাক্য শুনিয়া আচার্য্য হর্ষচিতে। রাজা প্রতি কহে এবে কহি সংক্ষেপেতে॥ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার। ব্রজে সংগোপন কৈলা প্রকট বিহার॥ সময় পাইয়া সাঙ্গোপাঙ্গ লৈয়া সঙ্গে। নবদ্বীপে অবতীর্ণ হৈলা মহারঙ্গে॥ নবদ্বীপে কৈলা প্রভু অদ্ভুত বিহার। শেষ শিবাদিক তাহা নারে বর্ণিবার॥ শাস্ত্রে যে প্রমাণ তাহা প্রত্যক্ষ করিল। সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞেতে জগৎ মাতাইল॥ কথো দিন গণ সহ করি গৃহবাস। কেশব ভারতী স্থানে করিলা সন্ন্যাস॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম বিদিত হইল। জীবে

কৃপা লাগি সর্ব্ব তীর্থেতে ভ্রমিল ॥

ভক্তে সুখ দিতে নীলাচলে কৈল বাস। তথা চলাচল ব্রহ্মের অদ্ভুত বিলাস ॥ তাঁর প্রিয়ভক্ত গৌড়রাজার উজীর। মহৈশ্বর্য্যবন্ত মহাপণ্ডিত গভীর ॥ রূপ সনাতন নাম বিদিত ভুবনে। সর্ব্ব ত্যাগ করিয়া গেলেন বৃন্দাবনে ॥ তথা বাস কৈলা মহাপ্রভুর আজ্ঞাতে। ব্রজে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারিলা শাস্ত্রমতে ॥ বর্ণিলা অনেক গ্রন্থ অমিয়া পাথার। উঘাড়িলা ব্রজলীলা রত্নের ভাণ্ডার ॥ শ্রীমদ্ভাগবতার্থাদি প্রকাশিলা যত। তাহা এক মুখে আমি কহিব বা কত ॥ মুই মহা অযোগ্য জন্মিয়া গৌড়দেশে। বৃন্দাবন গেলু প্রভুগণের আদেশে ॥ শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামির শিষ্য হৈলু। গোস্বামির গ্রন্থাদিক অধ্যয়ন কৈলু ॥ শ্রীজীব গোস্বামী আদি মহাবিজ্ঞগণ। গৌড়ে গ্রন্থ প্রকাশিতে কৈল সমর্পণ ॥ সাবধানে লইয়া আইলু এই দেশে। কথোদূরে গ্রন্থ চুরি হৈল রাত্রি শেষে ॥ সবে মিলি কৈলু ইতস্ততঃ অন্বেষণ। অনেক প্রকারে কৈলু ধৈর্য্যাবলম্বন ॥ নরোত্তম নামে এক রাজার কুমার। পরম বৈরাগ্য সর্ব্বশাস্ত্রে অধিকার ॥ শ্যামানন্দ নামে এক প্রবীণ সর্ব্বাংশে। সে দোঁহারে পাঠাইলু নিজ নিজ দেশে ॥ সঙ্গে যে আছয়ে ব্রজবাসী অস্ত্রধারী। সে সবে রাখিলু এক স্থানে বাসা করি ॥ গ্রন্থ লাগি সর্ব্বত্রেই ভ্রমণ করিলু। পুরাণ পাঠের কথা শুনি এথা আইলু ॥ কহিলু বৃত্তান্ত কিছু কহিতে কি আর। গ্রন্থ অদর্শনে হিয়া

বিদরে আমার ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্যের এ বচন শ্রবণে। ব্যাকুল হইয়া রাজা পড়ে শ্রীচরণে ॥ কান্দিয়া কহয়ে মুই দস্যু অধিকারী। করিলু কুক্রিয়া যত কহিতে না পারি ॥ প্রভু যবে বনপথে কৈলা আগমন। দূত মুখে বার্ত্তা মুই পাইলু তখন ॥ অর্থ প্রাপ্ত হেতু হৈল আনন্দ আমার। গণাইলু গণকে সে গণিল নির্দ্ধার ॥ অতিবড় মহাজন মহারত্ন আনে। হইব অবশ্য প্রাপ্ত অলপ সন্ধানে ॥ এ বাক্য শুনিয়া দস্যুগণে পাঠাইলু। প্রাণে না মারিবে কারু এতেক কহিলু ॥ দস্যুগণ অনায়াসে গাড়ি লৈয়া আইল। দেখিয়া সিন্দুক মোর মহাহর্ষ হৈল ॥ সিন্দুক খুলিয়া দেখি গ্রন্থরত্নগণ। দর্শন মাত্রেতে মোর ফিরি গেল মন ॥ হৈলু উৎকণ্ঠিত গ্রন্থঅধ্যক্ষে দেখিতে। শীঘ্র পাঠাইলু দূতগণে অন্বেষিতে ॥ অন্তর্যামি প্রভু তুমি পতিতপাবন। মু অধমে অকস্মাৎ দিলা দরশন ॥ দর্শন মাত্রেতে আত্ম সমর্পিলু পায়। অপরাধ ক্ষমি কৃপা করহ আমায় ॥ মোরে মহাপাপি দেখি ঘৃণা না করিবে। পাপে মুক্ত হঙ যৈছে উপায় কহিবে ॥ এত কহি পড়ি আচার্য্যের পদতলে। আচার্য্যের চরণ সিঞ্চয়ে নেত্র জলে ॥ দেখিয়া রাজার অতি ব্যাকুল হৃদয়। আচার্য্য করিলা অনুগ্রহ অতিশয় ॥ অশেষ প্রসঙ্গে রাত্রি প্রভাত হইল। কহিতে কি প্রেমের সমুদ্র উথলিল ॥ রাজা আচার্য্যের সে সকল লোকগণে। শীঘ্র আনাইয়া বাসা দিলা রম্য

স্থানে॥ রাজা আচার্য্যেরে যত্নে স্নান করাইলা। যথা গ্রন্থরত্ন তথা লইয়া চলিলা॥ আচার্য্যের হৈল মহাপ্রফুল্লিত মন। গ্রন্থ দেখি যে আনন্দ না হয় বর্ণন॥ রাজা গ্রন্থ পূজাইয়া বিবধ প্রকারে। অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন আচার্য্যেরে॥ আচার্য্যে দর্শন করি রাজার ঘরণী। আনন্দে বিহ্বল যৈছে কহিতে না জানি॥ প্রণমিয়া আচার্য্যের চরণ যুগলে। আপনা মানয়ে ধন্য ভাসে নেত্র জলে॥ শ্রীআচার্য্য করি কৃপা রাজার ভার্য্যায়। রাজা সহ আইলেন নির্জ্জন বাসায়॥ রাজা পুনঃ পুনঃ কহে চরণে পড়িয়া। কৈলু যে কুকর্ম্ম তাহে স্থির নহে হিয়া॥ রাজার হৃদয় জানি আচার্য্য ঠাকুর॥ পুনঃ পুনঃ কহে সব চিন্তা কর দূর॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পদে সোঁপিলু তোমারে। সেই পাদপদ্ম চিন্ত হৃদয় মাঝারে॥ আপনাকে সাপরাধ মানি সর্ব্বক্ষণ। নিরন্তর করিবে এ নাম সঙ্কীর্ত্তন॥ এত কহি রাজার হরিতে সব ক্লেশ। হরিনাম মহামন্ত্র কৈল উপদেশ॥ পুন রাজা প্রতি কহে মধুর বচনে। সদা সাবধান হবে শ্রবণ কীর্ত্তনে॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু ভুবনপাবন। এই নামমন্ত্র জীবে কৈলা বিতরণ॥ অহে রাজা গোসাঞির গ্রন্থাস্বাদ পরে। রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষা করাব তোমারে॥ এত কহি ভক্তি অঙ্গ কিছু জানাইয়া। রাজা বীরহাম্বীরের স্থির কৈল হিয়া॥ গোষ্ঠীর সহিত রাজা উল্লাস হিয়ায়। বিকাইল শ্রীনিবাস আচার্য্যের পায়॥ গ্রন্থ চুরি প্রাপ্ত দস্যু

রাজার উদ্ধার। এই কথা সর্ব্বত্রেই হইল প্রচার॥ শ্রীকৃষ্ণ-বল্লভ ব্যাস আদি সর্ব্বজন। আচার্য্যের পাদপদ্মে লইলা শরণ॥ আনন্দসমুদ্র উথলিল বিষ্ণুপুরে॥ ভক্তিদেবী অনুগ্রহ কৈলা ঘরে ঘরে॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈত-গুণে। হইলা বিহ্বল সবে অন্য নাহি জানে॥ গদাধর শ্রীবাসাদি প্রভুগণ যত। এ সবার নাম গুণে মত্ত অবি-রত॥ বাঢ়িল অদ্ভুত আর্ত্তি বৈষ্ণবদর্শনে। হৈল গাঢ়রতি নবদ্বীপ বৃন্দাবনে॥ শ্রীনিবাস আচার্য্যের মহিমা গাইতে। যে আনন্দে মগ্ন তাহা কে পারে কহিতে॥ নিজ নিজ ভাগ্য শ্লাঘা করি সর্ব্বজন। নিরন্তর করে সবে শ্রীনাম কীর্ত্তন॥ শ্রীবীরহাম্বীর রাজা মনের উল্লাসে। করযোড় করি কহে আচার্য্যের পাশে॥ অহে প্রভু মো সবার দুঃখ নিবারিলা। দেবের দুর্লভ রত্ন প্রদান করিলা॥ অহে প্রভু এবে নিবেদিয়ে শ্রীচরণে। গ্রন্থ চুরি হৈল এ জানিল সর্ব্বজনে॥ গ্রন্থ প্রাপ্তি মু অধম দস্যুর দমন। ঐছে পত্রী লিখিয়া পাঠান বৃন্দাবন॥ আর এই জানাইবা গোস্বামি-গণেরে। যেন মো পাপিরে সবে অনুগ্রহ করে॥ শ্রীঠাকুর নরোত্তম শ্যামানন্দ যথা। ঐছে পত্রী পাঠাইতে আজ্ঞা হবে তথা॥ শুনিয়া রাজার বাক্য আচার্য্য আপনে। পূর্ব্বেই লিখিল পত্রী দিল রাজা স্থানে॥ রাজা পত্রী দেখি হর্ষ হৈলা অতিশয়। আচার্য্য ঠাকুর পুন রাজারে কহয়॥ গাড়ী সহ যে লোক আইলা ব্রজহৈতে। সে সবা যাইব

গাড়ী লইয়া ত্বরিতে॥ এত কহি আচার্য্য আপনে যত্ন পাইয়া। পত্রী দিল সঙ্গিলোকগণে কত কৈয়া॥ রাজা সে সকল লোকে প্রণমি ভূমিতে। করিল সম্মান যত কে পারে কহিতে॥ যে গাড়ীতে আইলেন গ্রন্থ মহারত্ন। তাহাতেই নানা দ্রব্য দিলা করি যত্ন॥ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহনে। দিলেন বিভাগ করি আর যত স্থানে॥ লইয়া সে সব দ্রব্য অস্ত্রধারিগণ। বিদায় হইয়া শীঘ্র করিলা গমন॥ গাড়ী সহ সবে মহা উল্লসিত হৈয়া। গোস্বামিরে দিলা পত্রী বৃন্দাবনে গিয়া॥ আদ্যোপান্ত কহিল সকল সমাচার। শুনিয়া ঘুচিল সব উদ্বেগ সবার॥ পত্রী পাঠে বিশেষ সম্বাদ জ্ঞাত হৈয়া। চিন্তয়ে মঙ্গল মহাহর্ষে কত কৈয়া॥ শ্রীবীরহাম্বীর যে যে দ্রব্য পাঠাইলা। শ্রীজীব গোস্বামী তাহা সর্ব্বত্রেই দিলা॥ শ্রীনিবাস পত্রী পঠাইব এই মনে। শ্রীজীব গোস্বামী মহাহর্ষ ক্ষণে ক্ষণে॥ এথা রাজা শ্রীবীরহাম্বীর শীঘ্র করি। নিজ প্রভু পত্রী পাঠাইলেন খেতরি॥ শ্রীঠাকুর মহাশয় শ্যামানন্দসনে। চিন্তায় ব্যাকুল হৈয়া আছেন নির্জ্জনে॥ খেতরি গ্রামেতে আসি দূত জিজ্ঞাসয়। কোথায় আছেন শ্রীঠাকুর মহাশয়॥ শ্রীআচার্য্য প্রভু বনবিষ্ণুপুর হৈতে। পত্রী পাঠাইল এই জানাহ ত্বরিতে॥ শুনি শীঘ্র কেহ মহাশয়ে জানাইল। বনবিষ্ণুপুর হৈতে মনুষ্য আইল॥ আচার্য্য প্রভুর পত্রী আছে তার ঠাঁই। এ কথা শ্রবণে কি আনন্দ

অন্ত নাই॥ দূতে আনি নিকটে মঙ্গল জিজ্ঞাসয়। দূত কহে পরম মঙ্গল মহাশয়॥ শুনি শ্যামানন্দ ভাসে আনন্দাশ্রুজলে। দুই বাহু পসারি দূতেরে করে কোলে॥ দূত মহাব্যস্ত মহাশয়ে পত্রী দিয়া। পড়য়ে দোঁহার পায় ভূমে লোটাইয়া॥ পত্রী পাঠে জ্ঞাত হৈয়া সব সমাচার। ধরিতে নারয়ে হিয়া আনন্দ অপার॥ পিতৃব্যের পুত্র দত্ত সন্তোষ রাজায়। জানাইল অল্পে ঐছে মধুর কথায়॥ গ্রন্থ প্রাপ্তি হৈল শীঘ্র বনবিষ্ণুপুরে। শ্রীআচার্য্য কৈল কৃপা শ্রীবীরহাম্বীরে॥ গ্রন্থ প্রাপ্তি রাজা বীরহাম্বীরের ত্রাণ। শুনি সন্তোষের জুড়াইল মন প্রাণ॥ পরম আনন্দে শ্রীসন্তোষ বিজ্ঞবর। রাজদূতে করিলেন সম্মান বিস্তর॥ আদ্যোপান্ত সকল শুনিল তাঁর স্থানে। বহু অর্থ ব্যয় কৈল মঙ্গল বিধানে॥ সন্তোষের রীত দেখি সকলে বিস্মিত। শ্রীঠাকুর মহাশয় হৈলা উল্লসিত॥ শ্রীশ্যামানন্দেরে বসাইয়া নিজ পাশে। লিখিলেন পত্রী শ্রীআচার্য্য শ্রীনিবাসে॥ আপনার মনোবৃত্তি তাহে প্রকাশিলা। শ্যামানন্দ উৎকলে যাবেন জানাইলা॥ শ্রীবীরহাম্বীরে পত্রী পৃথক্ লিখিল। তাহে তাঁর পরম সৌভাগ্য জানাইল॥ পত্রীদ্বয় লৈয়া দূত বিষ্ণুপুরে গেলা। পত্রী দিয়া রাজারে সকল নিবেদিলা॥ রাজা নিজ দূতের সৌভাগ্য প্রশংসিয়া। শ্রীআচার্য্য আগে চলে উল্লসিত হৈয়া॥ এথা শ্রীনিবাসাচার্য্য লৈয়া শিষ্যগণ। গোস্বামির গ্রন্থ করায়েন অধ্যয়ন॥ সভামধ্যে বসিয়া

আছেন সূর্য্য প্রায়। দেখিতে সে শোভা কার নেত্র না জুড়ায়॥ শ্রীবীরহাম্বীর শ্রীআচার্য্য আগে গিয়া। করিল প্রণাম যত্নে ভূমে লোটাইয়া॥ আচার্য্যে কহয়ে দাঁড়াইয়া যোড়হাতে। খেতরি হইতে পত্রী আইল এই প্রাতে॥ মো পাপিরে অনুগ্রহ করি অতিশয়। লিখিলেন এ পত্রী ঠাকুর মহাশয়॥ প্রভুকে এ পত্রী লিখিলেন এত কৈয়া। দিলেন পত্রিকা অতি উল্লসিত হৈয়া॥ আচার্য্য পড়েন পত্রী শুনি সর্ব্বজনে। নিবারিতে নারে অশ্রু সবার নয়নে॥ পত্রী পাঠ হৈলে রাজা পুন নিবেদিল। পত্রী বহির্ভূত দূত মুখে যে শুনিল॥ যৈছে শ্রীসন্তোষ রাজা উৎসাহে আপনে। করিল মঙ্গল ক্রিয়া বিবিধ বিধানে॥ ব্রাহ্মণ-গণেরে দান কৈল যে প্রকার। সে সব শুনিতে মহা উল্লাস সবার॥ রাজারে আইল মহাশয়ের লিখন। ইথে ভূপ সৌভাগ্য প্রশংসে সর্ব্বজন॥ কতক্ষণ রহি রাজা আচার্য্যসভায়। অনুমতি লৈয়া গৃহে গেলেন ত্বরায়॥ শ্রীমহাশয়ের পত্রী পড়িয়া নিভৃতে। হইলা বিহ্বল রাজা নারে স্থির হৈতে॥ হেন কালে রাণী আসি করে নিবেদন। কৃপা করি মোরে পত্রী করাহ শ্রবণ॥ শুনিয়া রাণীর বাক্য রাজা সেই ক্ষণে। শুনাইল পত্রী অতি উল্লসিত মনে॥ শ্রবণ মাত্রেতে রাণী আপনা পাসরে। বিধি প্রতি প্রার্থনা করয়ে বারে বারে॥ প্রভু শ্রীঠাকুর মহাশয় নরোত্তমে। কৃপা করি বারেক দেখাহ মু অধমে॥ এত কহি রাণী নেত্র জলে সিক্ত হৈয়া। রাজার চরণ ধরি

পড়ে লোটাইয়া॥ রাজার প্রতি কহে এবে সার্থক জীবন। অনায়াসে পাইলা কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥ রাজা কহে সে ধন দুর্ল্লভ অতিশয়। মোরে কি স্পর্শিব মুই মহাপাপাশয়॥ গোঙাইলু বৃথা জন্ম মুই দুরাচার। যত অপরাধ কৈলু লেখা নাই তার॥ এত কহিতেই রাজা অধৈর্য্য হিয়ায়॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বুলি ধরণি লোটায়॥ প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বুলি। করে কত খেদ পুন দুটী বাহু তুলি॥ গদাধর শ্রীবাস স্বরূপ বক্রেশ্বর। হরিদাস মুরারি মুকুন্দ দামোদর॥ গৌরীদাস কাশীশ্বর রূপ সনাতন। লইয়া এ সব নাম করয়ে ক্রন্দন॥ ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস পুন কহে রাণী প্রতি। মো সম সংসারে ঐছে নাহিক দুর্ম্মতি॥ নবদ্বীপে প্রভু পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। করিল অদ্ভুত লীলা লৈয়া প্রিয়গণ॥ শুনি সে প্রভুর লীলা না দ্রবিল হিয়া। করিলু কুতর্ক কত ঐছে মোর ক্রিয়া॥ না জানি কি শুভ ক্ষণে গ্রন্থ চোরাইলু। তেঞি শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুরে পাইলু॥ মুই হেন লৌহপিণ্ড মোরে দ্রবাইল। কৃপা করি সে লীলাসমুদ্রে ডুবাইল॥ দয়ার অবধি মোর প্রভু শ্রীনিবাস। করিব সফল যে জন্মিবে অভিলাষ॥ চিন্তা না করিহ পাবে তাঁর প্রিয়গণে। ওপদ করহ সার জীবনে মরণে॥ ঐছে কত কহে রাজা প্রশংসে রাণীরে। বিস্তারিতে নারি গ্রন্থ বাহুল্যের ডরে॥ এথা মহাশয় হর্ষে পত্রী পাঠাইয়া। উৎকণ্ঠিত আচার্য্যের দর্শন লাগিয়া॥ স্নেহের আবেশে বিচা-

রয়ে মনে মনে। কি রূপে হইব স্থির শ্যামানন্দ বিনে॥ কালি প্রাতে শ্যামানন্দ যাবেন উৎকলে। এত বিচারিতে সিক্ত হৈলা নেত্রজলে॥ শ্রীঠাকুর নরোত্তম স্নেহের মুরুতি। শ্যামানন্দে যৈছে স্নেহ কহিঁ কি শকতি॥ কত ক্ষণে স্থির হৈয়া শ্যামানন্দে কয়। রজনী প্রভাতে হবে গমন নিশ্চয়॥ দেশে গিয়া শীঘ্র এথা পত্রী পাঠাইলে। তোমারে মিলিব তথা গিয়া নীলাচলে॥ অত্যন্ত ব্যাকুল হৈয়া ছিলা শ্যামানন্দ। এ কথা শুনিয়া মনে বাড়িল আনন্দ॥ শ্রীঠাকুর নরোত্তম শ্যামানন্দে লৈয়া। গোঙা-ইলা দিবা রাত্রি প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥ ধৈর্য্যাবলম্বন করি রজনীপ্রভাতে। শ্যামানন্দে বিদায় করয়ে উৎকলেতে॥ মুদ্রাদি সহিত এক লোক সঙ্গে দিলা। গমন কালেতে মহাব্যাকুল হইলা॥ শ্যামানন্দ সিক্ত হৈয়া নয়নের জলে। নরোত্তমে প্রণময়ে পড়ি ভূমিতলে॥ তৈছে শ্রীঠাকুর নরো-ত্তম প্রণমিয়া। নেত্রজলে ভাসে শ্যামানন্দে আলিঙ্গিয়া॥ শ্যামানন্দে বিদায় করিয়া মহাশয়। হইলেন যৈছে তাহা কহিল না হয়॥ খেতরি গ্রামের লোক ধায় চারি পানে। সকলে ব্যাকুল শ্যামানন্দের গমনে॥ শ্রীরাজা সন্তোষ দত্ত নিজগণ লৈয়া। বহু দৈন্য কৈল শ্যামানন্দে প্রণমিয়া॥ শ্যামানন্দ সন্তোষে করিয়া আলিঙ্গন। হইতে বিদায় অশ্রু নহে নিবারণ॥ শ্রীরাজা সন্তোষ পদ্মাবতী তীরে গিয়া। নেত্র জলে ভাসয়ে নৌকায় চড়াইয়া॥ মহাধীর শ্যামানন্দ

চড়িয়া নৌকায়। পদ্মাবতী পার হৈলা অধৈর্য্য হিয়ায়॥ তথা *স্নানাদিক করি রহি কত ক্ষণ। পদ্মাবতী প্রণমিয়া করিলা গমন॥ গৌরাঙ্গ দর্শন করি কণ্টক নগরে। নবদ্বীপ হইয়া গেলেন শান্তিপুরে॥ যে যে স্থানে যে যে ভক্ত অনুগ্রহ কৈল। গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে তাহা না বর্ণিল॥ অম্বিকা নগরে শীঘ্র গমন করিয়া। প্রভুর আলয়ে গেলা প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥ শ্রীহৃদয় চৈতন্যের চরণ দর্শনে। যে আনন্দ হৈল তা বর্ণিতে কে বা জানে॥ তেহোঁ মহা অনুগ্রহ করি শ্যামানন্দে। দেখাইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দে॥ শ্যামানন্দ করি দুই প্রভুর দর্শন। হইলা বিহ্বল অশ্রু নহে নিবারণ॥ মৌনমুদ্রারূপে দুই প্রভু বিলষয়। শ্যামানন্দে অনুগ্রহ কৈলা অতিশয়॥ কহিতে কি জানি এই প্রভুর বিলাস। যাঁর সেবা রত শ্রীপণ্ডিত গৌরীদাস॥ প্রসঙ্গে কহিয়ে কিছু পণ্ডিতের রীত। যাঁর প্রেমাধীন প্রভু ভুবনে বিদিত॥ গৌরীদাস পণ্ডিত পরম প্রেমময়। শ্রীসুবলচন্দ্র যেঁহো গুণের আলয়॥ শ্রীসুবল কৃষ্ণপ্রিয় পরম সুন্দর। যাঁর চরিত্রাদি যত্নে বর্ণে বিজ্ঞবর॥

তথাহি শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ।

পশ্চিম বিভাগে ৩লহর্য্যাং ১৭ অঙ্কে॥

তনুরুচিবিজিতহিরণ্যং

হরিদয়িতং হারিণং হরিদ্বসনং।

সুবলং কুবলয়নয়নং

নয়ন নন্দিতবান্ধবং বন্দে ॥

স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ২২ শ্লোকঃ ॥

গাঢ়ানুরাগভরতো বিরহস্য ভীত্যা

স্বপ্নেঽপি গোকুলবিধো র্ন জহাতি হস্তং।

যো রাধিকাপ্রণয়নির্ঝরসিক্তচেতা-

স্তং প্রেমবিহ্বলতনুং সুবলং নমামি॥ ১ ॥

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণৌ সহায় ভেদে ৭ অঙ্কে ॥

প্রত্যাবর্ত্তয়তি প্রসাদ্য ললনাং ক্রীড়াকলিপ্রস্থিতাং

শয্যাং কুঞ্জগৃহে করোত্যঘভিদঃ কন্দর্পলীলোচিতাং।

স্বিন্নং বীজয়তি প্রিয়াহৃদি পরিস্রস্তাঙ্গমুর্চ্চৈরমুং

ক্ব শ্রীমানধিকারিতাং ন সুবলঃ সেবাবিধৌ বিন্দতি ॥

শ্রীসুবল গৌরীদাস বিদিত সর্ব্বত্র। অভিন্ন চৈতন্য নিত্যানন্দ প্রিয়পাত্র ॥

শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং ১২৮ শ্লোকঃ ॥

সুবলো যঃ প্রিয়শ্রেষ্ঠঃ স গৌরীদাস পণ্ডিতঃ ॥

অন্যত্রাপি ॥

পুরা সুবলচন্দ্রং শ্রীগৌরীদাসং গুণান্বিতং।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দপ্রিয়মহং ভজে ॥

সরখেল সূর্য্যদাস পণ্ডিত উদার। তাঁর ভ্রাতা গৌরীদাস পণ্ডিত প্রচার॥ শালিগ্রাম হৈতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতায় কহিয়া। গঙ্গাতীরে কৈলা বাস অম্বিকা আসিয়া॥ পরম বিরক্ত সদা রহয়ে নির্জ্জনে। পণ্ডিতের মনোবৃত্তি প্রভু

ভাল জানে॥ এক দিন শান্তিপুর হৈতে গৌররায়। গঙ্গা-
পার হৈয়া আইলেন অম্বিকায়॥ পণ্ডিতে কহয়ে শান্তিপুর
গিয়াছিলু। হরিনদী গ্রামে আসি নৌকায় চড়িলু॥ গঙ্গা পার
হৈলু নৌকা বাহিয়ে বৈঠায়। 'এই লেহ বৈঠা এবে দিলাম
তোমায়॥' ভবনদী হৈতে পার করহ জীবেরে। এত
কহি আলিঙ্গন কৈলা পণ্ডিতেরে॥ পণ্ডিতে লইয়া প্রভু
গেল নদীয়ায়। করিলেন মগ্ন অতি অদ্ভুত লীলায়॥ কে
বুঝিতে পারে গৌরচন্দ্রের চরিত। পণ্ডিতে দিলেন আপ-
নার গীতামৃত॥ কিছু দিনে পণ্ডিত আসিয়া অম্বিকায়।
প্রভু দত্ত গীতাপাঠ করেন সদায়॥ প্রভুর শ্রীহস্তের অক্ষর
গীতা খানি। দর্শনে যে সুখ তাহা কহিতে না জানি॥
প্রভু দত্ত গীতা বৈঠা প্রভু সন্নিধানে। অদ্যাপি হ অম্বিকায়
দেখে ভাগ্যবানে॥ পণ্ডিতের সুযশ কহিতে অন্ত নাই।
যাঁহার সর্ব্বস্ব কৃষ্ণচৈতন্য নিতাই॥ সদা মত্ত নিতাই চৈতন্য-
গুণ গানে। নিতাই চৈতন্য বিনা অন্য নাহি জানে॥ নিতাই
চৈতন্য দুটী নয়নের তারা। আনে কি জানিব এ অদ্ভুত
প্রেমধারা॥ না জানি কি আনন্দ বাঢ়য়ে সন্দর্শনে।
দুঃখের অবধি হয় তিলেক বিহনে॥ পণ্ডিতের মন জানি
প্রভু গৌরহরি। এক দিন পণ্ডিতে কহয়ে যত্ন করি॥
নবদ্বীপ হৈতে নিম্ববৃক্ষ আনাইবে। মোর ভ্রাতা সহ
মোরে নির্ম্মাণ করিবে॥ অনায়াসে নির্ম্মাণ হইব মূর্ত্তিদ্বয়।
তুয়া অভিলাষ পূর্ণ করিব নিশ্চয়॥ শুনিয়া পণ্ডিত অতি

উল্লসিত হৈলা। যত্নে দারুবিগ্রহ নির্ম্মাণ করাইলা॥ যে নির্ম্মাণ কৈল সে প্রভুর কৃপাপাত্র। আপনে প্রকটয়ে অন্যের ছল মাত্র॥ দেখিয়া অদ্ভুতমূর্ত্তি পণ্ডিত উদার। হইলা অধৈর্য্য নেত্রে ধারা অনিবার॥ আপনা মানিয়া ধন্য লৈয়া প্রিয়গণ। অভিষেক ক্রিয়ার করয়ে আয়োজন॥ লোক শাস্ত্র মতে শ্রীবিগ্রহে শুভ ক্ষণে। অভিষেক করি বসাইলা সিংহাসনে॥ নিতাই চৈতন্যচাঁদে করিয়া দর্শন। মহানন্দে মগ্ন হৈলা প্রভু প্রিয়গণ॥ ভুবনমোহন দুই প্রভু কলেবর। ভক্তগোষ্ঠী বিনা এ অন্যের অগোচর॥ নিতাই চৈতন্য গৌরীদাস প্রেমাধীন। জগতে ব্যাপিল এই কথা রাত্রি দিন॥ নিতাই চৈতন্য গৌরীদাসের গৃহেতে। যে লীলা প্রকাশে তাহা বিদিত জগতে॥ কহিতে কি জানি পণ্ডি-তের অভিপ্রায়। নিরন্তর মগ্ন দুই প্রভুর সেবায়॥ এক দিন নিতাই চৈতন্য প্রেমাবেশে। মন্দ মন্দ হাসিয়া কহয়ে গৌরীদাসে॥

তোমার যে রীত তা জানিবে কুন জনা। প্রেমায় বিহ্বল তুমি না জান আপনা॥ অহে সখা সুবল সে সব নাই মনে। যে কৌতুক যমুনাপুলিন গোচারণে॥ ঐছে কত কহি দুই প্রভু প্রেমধাম। হৈল শ্যাম শুক্লরূপ কৃষ্ণ বলরাম॥ শিঙ্গা বেত্র বেণু শিখিপিঞ্ছ বিভূষণ। কিবা গোপবেশ শোভা ভুবনমোহন॥ দেখি গৌরীদাস হৈলা আত্ম বিস্মরিত। সেই ভাবে মত্ত কে বুঝিবে এ না রীত॥

প্রভুর ইচ্ছায় স্থির হৈয়া কতক্ষণে। নিতাই চৈতন্য চান্দে দেখে সিংহাসনে॥ এই রূপ দুই প্রভু করে নানা রঙ্গ। গৌরীদাস উল্লাসে ধরিতে নারে অঙ্গ॥ এক দিন গৌরীদাস করিয়া রন্ধন। দুই প্রভু প্রতি কহে করহ ভোজন॥ পণ্ডিতের ঐছে মৃদু বচন শুনিয়া। না করে ভোজন রহে মৌনাবলম্বিয়া॥ দেখিয়া প্রভুর ভঙ্গী পণ্ডিত ঠাকুর। কিছু ক্রোধাবেশে কহে বচন মধুর॥ বিনা ভক্ষণেতে যদি সুখ পাও মনে। তবে মোরে রন্ধন করাহ কি কারণে॥ এত কহি গৌরীদাস রহে মৌন ধরি। হাসি প্রভু পণ্ডিতে কহয়ে ধিরি ধিরি॥ অল্পে সমাধান নহে তোমার রন্ধন। অন্নাদি করহ বহু প্রকার ব্যঞ্জন॥ নিষেধ না মান শ্রম দেখিতে না পারি। অনায়াসে যে হয় তাহাই সর্ব্বোপরি॥ গৌরীদাস কহে ঐছে কভু না করিব। এক শাক সিদ্ধ পক্ক করি ভুঞ্জাইব॥ পণ্ডিতের কথা শুনি দুই প্রভু হাসে। করয়ে ভোজন কিছু কহয়ে উল্লাসে॥ এ অপূর্ব্ব শাক পাক কৈলা কুন মতে। হইলাম তৃপ্ত এক শাক ভক্ষণেতে॥ ঐছে প্রশংসিয়া দোঁহে করয়ে ভোজন। পণ্ডিত সে রঙ্গ দেখি জুড়ায় নয়ন॥ এক দিন গৌরীদাস উল্লাস অন্তরে। কিছু অলঙ্কার পরাইতে সাধ করে॥ পণ্ডিতের মন জানি প্রভু উল্লসিত। হইলেন নানা রত্ন ভূষণে ভূষিত॥ রত্ন সিংহাসনে দোঁহে আছে দাঁড়াইয়া। দেখি শোভা পণ্ডিত মন্দিরে প্রবেশিয়া॥ হইলেন অধৈর্য্য নাহিক বাহ্যলেশ।

কতক্ষণে স্থির হৈয়া দেখে পূর্ব্ব বেশ॥ গৌরীদাস মনে মনে করয়ে বিচার। কভু না দেখিনু এ অদ্ভুত অলঙ্কার॥ অলঙ্কার পরাইতে অভিলাষ ছিল। কিবা পরাইব এবে সে ভ্রম ঘুচিল॥ ঐছে বিচারিতে প্রভু পণ্ডিতেরে কয়। পুষ্পের ভূষণে সুখ বাড়ে অতিশয়॥ শুনি সুমধুর বাক্য পণ্ডিত আপনে। পরাইলা পুষ্পভূষা পরম যতনে॥ ক্রমে লম্বমান মালা চরণ পর্য্যন্ত। অতি মনোহর সে শোভার নাহি অন্ত॥ প্রভু আগে পণ্ডিত দর্পণ দিল আনি। বাড়িল কৌতুক যত কহিতে না জানি॥ পণ্ডিতের ক্রিয়া ঐছে ব্যাপিল জগতে। কহিলু কিঞ্চিৎ এই আপনা শোধিতে॥ হেন পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয়চৈতন্য। পণ্ডিত ঠাকুর বিনা যে না জানে অন্য॥ পূর্ব্বে শ্রীহৃদয়ানন্দ নাম সবে জানে। নিরন্তর প্রভু সেবা করে সাবধানে॥ হৃদয়চৈতন্য নাম হৈল যেন মতে। যৈছে পণ্ডিতের কৃপা কহি সংক্ষেপেতে॥ এক দিন রজনী প্রভাতে গৌরীদাস। আইলেন গদাধর-পণ্ডিতের পাশ॥ গদাধর পণ্ডিত দেখিয়া গৌরীদাসে। কত না আদর করি বসাইলা পাশে॥ মন্দ মন্দ হাসিয়া কহয়ে বার বার। প্রভাতে দেখিলু আজি মঙ্গল আমার॥ গৌরীদাস কহে অতি মধুর বচনে। হইব মঙ্গল মোর আইলু তে কারণে॥ পণ্ডিত গদাই কহে কি দিয়া তুষিব। গৌরীদাস কহে আমি মাগিয়া লইব॥ গদাধর কহে এই সকল তোমার। যে ইচ্ছা লইবে তাহা ইথে কি বিচার॥ পণ্ডিত ঠাকুর

কহে হৃদয়েরে চাই। শুনি হৃদয়েরে ডাকে পণ্ডিত গোসাঁই ॥ আইলা হৃদয়ানন্দ উল্লসিত মনে। ভূমে পড়ি প্রণমিলা দোঁহার চরণে ॥ পণ্ডিত গোসাঞি কত কহি হৃদয়েরে। সমর্পণ কৈলা গৌরীদাস পণ্ডিতেরে ॥ শ্রীহৃদয়ে পণ্ডিত গোসাঞির কৃপা যত। সর্ব্বত্র বিদিত তা কহিবে কে বা কত ॥ বাল্যকালাবধি প্রতিপালন করিল। অল্প দিনে শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইল ॥ বাৎসল্যে বিহ্বল তমু মমতা না কৈলা। পণ্ডিত ঠাকুরে দিয়া উল্লসিত হৈলা ॥ পণ্ডিত গদাই গৌরীদাসের যে রীতি। প্রভু কৃপা বিনা জানে কাহার শকতি ॥ কত ক্ষণ গৌরীদাস গদাধর পাশে। রহিলেন প্রভুর বিলাস-কথা-রসে ॥ পণ্ডিত গোসাঞি-স্থানে হইয়া বিদায়। লইয়া হৃদয়ানন্দে আইলা বাসায় ॥ কথোদিনে হৃদয়েরে দীক্ষামন্ত্র দিলা। নিত্যানন্দ-চৈতন্য চরণে সমর্পিলা ॥ হৃদয় হইলা মগ্ন প্রভুর সেবায়। তাহা দেখি গৌরীদাস উল্লাস হিয়ায় ॥ কে বুঝিবে গৌরীদাস পণ্ডিতের রঙ্গ। ক্ষণে ক্ষণে উঠে কত প্রেমের তরঙ্গ ॥ এক দিন হৃদয়ানন্দের প্রতি কয়। হইল প্রভুর জন্ম উৎসব সময় ॥ শিষ্য গৃহে সামগ্রী করিয়া আয়োজন। বাসায় আসিব শীঘ্র ঐছে মোর মন ॥ প্রভুর সেবায় সদা হবে সাবধান। এত কহি বাসা হৈতে করিলা পয়ান ॥ প্রভুর অদ্ভুত লীলারসে মত্ত হৈয়া। নির্জ্জনে ভ্রময়ে প্রিয়সঙ্গিগণে লৈয়া ॥ বাসায় হৃদয়ানন্দ চিন্তে মনে

মনে। এত দিন প্রভুর বিলম্ব হৈল কেনে॥ এথাহ সামগ্রী বহু প্রস্তুত হইল। প্রায় উৎসবের দুই দিবস রহিল॥ ঐছে চিন্তি প্রভু পদ করিয়া স্মরণ। সর্ব্বত্র করিল উৎসবের নিমন্ত্রণ॥ উৎসবের পূর্ব্ব দিন পণ্ডিত আইলা। নিমন্ত্রণ কথা শুনি মনে হর্ষ হৈলা॥ বাহে ক্রোধ করি করে হৃদয়ে ভৎর্সন। মোর বিদ্যমানে কৈলা স্বতন্ত্রাচরণ॥ নিমন্ত্রণ পত্রী পাঠাইলা যথা তথা। যে কৈলা সে কৈলা এবে না রহিয় এথা॥ ঐছে শুনি প্রণমিয়া চরণ যুগলে। গঙ্গাতীরে গিয়া রহিলেন বৃক্ষতলে॥ এথা গৌরীদাস শ্রীউৎসবারম্ভ কৈল। সর্ব্বত্র হইতে সব মহান্ত আইল॥ হেন কালে এক মহাজন যত্ন করি। বিবিধ সামগ্রী পাঠাইলা নৌকাভরি॥ গঙ্গাতীরে হৃদয়ানন্দেরে জানাইলা। তেঁহ ঠাকুরের স্থানে কহি পাঠাইলা॥ শুনি বাহে ক্রোধ করি কহে কহ গিয়া। করুক উৎসব সে সামগ্রী সব লৈয়া॥ পাইয়া গুরুর আজ্ঞা আনন্দে হৃদয়। করে মহোৎসব যৈছে কহিল না হয়॥ হইল শ্রীবৈষ্ণবগণের আগমন। সবে মিলি করয়ে অদ্ভুত সঙ্কীর্ত্তন॥ খোল করতাল ধ্বনি গগন স্পর্শিল। যেন মহা আনন্দের সিন্ধু উথলিল॥ নাচয়ে বৈষ্ণব সব মণ্ডলী-বন্ধনে। নিরন্তর প্রেম অশ্রু সবার নয়নে॥ নিতাই চৈতন্য দুই প্রভু প্রেমময়। নাচে সঙ্কীর্ত্তন মধ্যে দেখয়ে হৃদয়॥ কিবা সে নর্ত্তন-ভঙ্গী ভুবন মাতায়। জগৎ করয়ে আলো দোঁহার শোভায়॥ দুঁহু

মুখচন্দ্রে সে চন্দ্রের গর্ব্ব নাশে। হৃদয়ানন্দের নেত্রে আনন্দ বরিষে॥ সঙ্কীর্ত্তনানন্দে জয় ধ্বনি কোলাহল। শুনি গৌরীদাস এথা আনন্দে বিহ্বল॥ গঙ্গাদাসে পণ্ডিত কহয়ে ধীরে ধীরে। সেবার সময় হৈল যাহ শ্রীমন্দিরে॥ বড় গঙ্গাদাস শ্রীমন্দিরে প্রবেশিয়া। শূন্য সিংহাসন দেখি কহিল আসিয়া॥ শুনি পণ্ডিতের কি অপূর্ব্ব ভাবোদয়। জানিল হৃদয় প্রেমে বশ প্রভুদ্বয়॥ মন্দ মন্দ হাসি এক যষ্টি লিয়া করে। বাহ্যে প্রকাশয়ে ক্রোধ আনন্দ অন্তরে॥ চলিলেন গঙ্গাতীরে যথা সঙ্কীর্ত্তন। দেখে দুই প্রভু তথা করয়ে নর্ত্তন॥ দুই ভাই দেখি পণ্ডিতের ক্রোধাবেশ। অলক্ষিতে গিয়া কৈল মন্দিরে প্রবেশ॥ চৈতন্য চন্দ্রের এই অদ্ভুত বিলাস। প্রবেশে হৃদয়-হৃদে দেখে গৌরীদাস॥ হৃদয়ের হৃদয়ে চৈতন্যচান্দে দেখি। নিবারিতে নারে অশ্রু অনিমিষ আঁখি॥ বাহ্যে ক্রোধাবেশ ছিল তাহা ভুলি গেলা। পড়িল হাতের যষ্টি তাহা না জানিলা॥ প্রেমের আবেশে বাহু পসারিয়া ধায়। হৃদয়ে করয়ে কোলে উল্লাস হিয়ায়॥ হৃদয়ের প্রতি কহে তুই ধন্য ধন্য। আজি হৈতে তোর নাম হৃদয়চৈতন্য॥ এত কহি সিক্ত করিলেন নেত্রজলে। পড়িল হৃদয় লোটাইয়া পদতলে॥ হৃদয়চৈতন্য লৈয়া ঠাকুর পণ্ডিত। হৈলা প্রভুমন্দির প্রাঙ্গণে উপনীত॥ কহি কি আনন্দে দেখি দোঁহার মাধুরী। হৃদয়ে করিলা শ্রীসেবার অধিকারী॥ সর্ব্ব

বৈষ্ণবের হৈল আনন্দ অপার। যৈছে মহামহোৎসব নারি বর্ণিবার॥ হৃদয়ে যে কৃপা তাহা ব্যাপিল সংসারে। হৃদয়-চৈতন্য নাম হৈল এ প্রকারে॥ হৃদয়চৈতন্য শ্যামানন্দের জীবন। যার কৃপালেশে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥ প্রিয় শ্যামা-নন্দে কৃপা করি অতিশয়। উৎকলে বিদায় দিতে ব্যাকুল হৃদয়॥ শ্যামানন্দ প্রভু পাদপদ্মে প্রণমিয়া। বিদায় হইতে নেত্রজলে ভাসে হিয়া॥ নিতাই চৈতন্যে মনোবৃত্তি জানাইল। প্রণমি প্রাঙ্গণ ধূলি ধূষর হইল॥ করি কত প্রার্থনা প্রভুর পরিকরে। অম্বিকা হইতে চলে চলিতে না পারে॥ দেখিয়া ব্যাকুল সে প্রভুর প্রিয়গণ। শ্যামা-নন্দে কহে কত প্রবোধ বচন॥ উৎকলে প্রভুর ভক্তি রত্ন বিতরিয়া। অম্বিকা আসিবে পুনঃ সময় পাইয়া॥ ঐছে কত কহে শুনি দূরিকানন্দন। উৎকলে চলয়ে চিন্তি শ্রীগুরুচরণ॥ নিরন্তর নিতাই চৈতন্য গুণ গায়। আপনি হইয়া মত্ত সবারে মাতায়॥ শ্যামানন্দে দেখি মহাপাষণ্ডির গণ। আপনা মানয়ে ধন্য মাগয়ে শরণ॥ গৌড়দেশ মধ্যে দণ্ডেশ্বর নামে গ্রাম। যথা পূর্ব্বে কৃষ্ণমণ্ডলের বাস স্থান॥ তার পর উৎকলেতে করিলেন বাস। কি বলিব দণ্ডেশ্বরে অদ্ভুত বিলাস॥ সেই পথ দিয়া শ্যামানন্দের গমন। শ্যামানন্দে দেখি সবে জুড়ায় নয়ন॥ তথা হৈতে গিয়া শীঘ্র ধারেন্দাগ্রামেতে। হইলা উদ্বিগ্ন শুভ পত্রী পাঠাইতে॥ শ্রীআচার্য্য ঠাকুর ঠাকুরমহাশয়ে। লিখি-

লেন সব সমাচার পত্রীদ্বয়ে॥ শ্রীমহাশয়ের যে মনুষ্য সঙ্গে ছিল। তারে পত্রী দিয়া অতিযত্নে পাঠাইল॥ পত্রী পাঠাইয়া প্রেম ভক্তি প্রকাশয়। করয়ে উৎকল ধন্য হইয়া সদয়॥ এথা শ্রীঠাকুর মহাশয় পত্রী পায়া। পত্রী পড়ি সবে শুনাইলা হর্ষ হৈয়া॥ মহাশয় পুনঃ সেই মনুষ্যের দ্বারে। শ্রীআচার্য্যে পত্রী পাঠাইলা বিষ্ণুপুরে॥ পত্রী পাঠাইয়া শ্রীঠাকুর মহাশয়। শ্রীনবদ্বীপাদি স্থান দর্শনে চলয়॥ শ্রীনরোত্তমের পত্রী পাইয়া আচার্য্য। কি অপূর্ব্ব স্নেহাবেশে হইলা অধৈর্য্য॥ জানি মহাশয়ের পত্রীতে সমাচার। শ্রীশ্যামানন্দের পত্রী পড়ে বার বার॥ শ্রীশ্যামানন্দের কিছু অলৌকিক ক্রিয়া। জানাইলা সবারে পরম হর্ষ হৈয়া॥ শ্রীবীরহাম্বীর রাজা মনের উল্লাসে। মস্তকে ধরিল পত্রী লৈয়া প্রভুর পাশে॥ শ্রীশ্যামানন্দের গুণ চরিত্র শ্রবণে। সে দর্শন লাগি উৎকণ্ঠিত ক্ষণে ক্ষণে॥ দেখিয়া রাজার চেষ্টা আচার্য্য ঠাকুর। তিলে তিলে বাড়ে মনে আনন্দ প্রচুর॥ শ্রীআচার্য্য রাজা প্রতি কহে ধীরি ধীরি। যাইব শ্রীখণ্ড যাজিগ্রাম শীঘ্র করি॥ রাজা কহে বনবিষ্ণুপুর কৈলা ধন্য। প্রভু বিনা বিষ্ণুপুর হইবে অরণ্য॥ আচার্য্য কহেন কুন চিন্তা না করিবে। বনবিষ্ণুপুরে শীঘ্র দেখিতে পাইবে॥ রাজা কহে সঙ্গে করি লেহ মো পামরে। আচার্য্য কহেন হবে কিছু দিন পরে॥ রাজা কহে প্রৌঢ় করি রাখিতে না পারি। মনে যে উপজে

তাহা কহিতেও নারি॥ এত কহি রাজা ধৈর্য্য ধরিতে না পারে। শ্রীআচার্য্য প্রবোধিলা অনেক প্রকারে॥ আচার্য্য বচনে করি ধৈর্য্যাবলম্বন। নিজ অন্তঃপুরে শীঘ্র করিলা গমন॥ রাণী প্রতি কহিল এসব সমাচার। তেঁহো কহে বিষ্ণুপুর হবে অন্ধকার॥ রাজা কহে এবে তাঁরে না পারি রাখিতে। রাণী কহে এহ সত্য বিচারিনু চিতে॥ প্রভু যাইবেন ধৈর্য্য ধরিব কেমনে। এত কহিতেই অশ্রু ঝরয়ে নয়নে॥ শ্রীবীরহাম্বীর বাহে ধৈর্য্য প্রকাশিয়া। প্রভু আগে গেলেন রাণীকে প্রবোধিয়া॥ আচার্য্য প্রভুর যৈছে হইব গমন। সে সব উদ্যোগ রাজা কৈলা সেই-ক্ষণ॥ সকল প্রস্তুত করি আচার্য্য প্রভুরে। করি কত প্রার্থনা আনিল অন্তঃপুরে॥ রাজার বনিতা নিজ প্রভু সন্দর্শনে। হইলেন যৈছে তা বর্ণিব কুন জনে॥ প্রণমি ভূমিতে কত প্রর্থনা করিলা। প্রভু যাত্রাকালে দুঃখ-সমুদ্রে ডুবিলা॥ শ্রীআচার্য্য প্রভু সে ভক্তের বশ হৈয়া। বাসা আইল অতি অনুগ্রহে প্রবোধিয়া॥ আচার্য্যের হবে যাজিগ্রামেতে গমন। ইহা শুনি গ্রামবাসী করয়ে ক্রন্দন॥ কেহো কারু প্রতি কহে হৈয়া মহাদুঃখী। না হয় গমন হেন উপায় না দেখি॥ ঐছে কত কহি লোক দেখি বারে ধায়। সবে প্রাণ সমর্পয়ে আচার্য্যের পায়॥ নেত্র ভরি করি আচার্য্যের সন্দর্শন। করয়ে প্রার্থনা যত না হয় বর্ণন॥ শ্রীআচার্য্য প্রভু বনবিষ্ণুপুর হৈতে। করিলা

গমন বহু সমৃদ্ধি সহিতে ॥ রাজা গণ সহ সঙ্গে চলে কথো-দূর। প্রভু আজ্ঞা করে এবে যাহ বিষ্ণুপুর ॥ প্রভুর বিচ্ছেদে রাজা হইলা যেমন। তাহা দেখি ধৈর্য্য ধরে কে আছে এমন ॥ গণ সহ রাজা গেলা বনবিষ্ণুপুর। যাজিগ্রামে চলিলেন আচার্য্য ঠাকুর ॥ যাজিগ্রামে আচার্য্যের গমনের কথা। ব্যাপিল সর্ব্বত্র লোক কহে যথা তথা ॥ আচার্য্য আইসে ঘরে করিয়া শ্রবণ। যাজিগ্রামবাসী লোক পাইল জীবন ॥ সবে লক্ষ্মীপ্রিয়া ঠাকুরাণী আগে গিয়া। কহিল সংবাদ অতি উল্লসিত হৈয়া ॥ আচার্য্যের মাতা শুনি পুত্রের গমন। বাৎসল্যে বিহ্বল যৈছে না হয় বর্ণন ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য যাজিগ্রামে প্রবেশিয়া। গেলা যথা জননী আছেন পথ চায়া ॥ প্রণমিলা মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়ার চরণে। তেঁহো পুত্র মুখ দেখে প্রসন্ন নয়নে ॥ তিলে তিলে আনন্দে উথলে তনু মন। দরিদ্র পাইল যেন ঘটভরা-ধন ॥ যাজিগ্রাম বাসী লোক ধাইয়া আইল। শ্রীনিবাসে দেখি নেত্র প্রাণ জুড়াইল ॥ সবে সন্তোষয়ে শ্রীআচার্য্য মৃদুভাষে। লোকের সংঘট্ট বহু আচার্য্য আবাসে ॥ ঐছে লোক গতায়াত হৈলে তার পর। হইল নির্জ্জন সন্ধ্যা সময় সুন্দর ॥

শিষ্যাদি সহিত শ্রীআচার্য্য নিজালয়ে। বসিলেন কি অপূর্ব্ব শোভা সে সময়ে ॥ ভক্তিগ্রন্থালাপ সদা আচার্য্যের মুখে। চতুর্দ্দিকে দেখয়ে সুকৃতিগণ সুখে ॥ যাজি-

গ্রাম নিকটাদি স্থিত বিজ্ঞগণ। স্নেহাবেশে আইলেন আচার্য্য ভবন॥ আচার্য্য শুনিলা আইসেন বিজ্ঞবৃন্দ। আগুসরি গেলা হৈল মিলনে আনন্দ॥ আচার্য্য ঠাকুর তা সবারে আনি ঘরে। বসাইলা আসনে পরম সমাদরে॥ আচার্য্য চেষ্টায় বিজ্ঞ বৈষ্ণব বিহ্বল। আচার্য্যে জিজ্ঞাসে ক্রমে বৃত্তান্ত সকল॥ আচার্য্য কহেন যৈছে গেলা বৃন্দাবন। যৈছে স্বপ্নে কৃপা কৈল রূপ সনাতন॥ যৈছে ভট্ট গোপা-লের অনুগ্রহ হৈল। যৈছে গোস্বামির গ্রন্থ অধ্যয়ন কৈল॥ যৈছে বৃন্দাবন ভূমে ভ্রমণ করিলা। যৈছে গ্রন্থ লৈয়া গৌড়ে আগমন কৈলা॥ যৈছে গ্রন্থ চুরি হৈল বনবিষ্ণুপুরে। গ্রন্থ প্রাপ্ত হৈল যৈছে আইলা নিজ ঘরে॥ আদ্যোপান্ত এ সকল প্রসঙ্গ শুনিতে। নানা ভাবোদয় হৈল বৈষ্ণবের চিতে॥ সকল বৈষ্ণব স্থির হৈয়া কত ক্ষণে। এক দৃষ্টে চাহে শ্রীনিবাস মুখ পানে॥ শ্রীনিবাস আচার্য্য মধুর মৃদু ভাষে। এথা প্রভুগণ কৈছে আছেন জিজ্ঞাসে॥ শুনি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি কহে ধীরি ধীরি। মৃত প্রায় আছেন ঠাকুর নরহরি॥ দিবা রাত্রি মূর্চ্ছাপন্ন লোটায় ভূতলে। করয়ে প্রলাপ সদা ভাসে নেত্রজলে॥ শ্রীরঘুনন্দন আদি যত প্রিয়গণ। নিরন্তর গোরা গুণ করয়ে কীর্ত্তন॥ ঠাকুরের দশা দেখি কে বা ধৈর্য্য ধরে। আনের কা কথা দারু পাষাণ বিদরে॥ এই কথোদিন হৈল দাস গদাধর। নব-দ্বীপ হৈতে আইলা কণ্টক নগর॥ গোরা গুণ গাইয়া

গোঙায় দিবা রাতি। দেখিতে সে দশা বিদরিয়া যায় ছাতি॥ করয়ে প্রলাপ ক্ষণে মৌন ধরি রহে। ক্ষণে গদাধর পণ্ডিতের গুণ কহে॥ ক্ষণে নিত্যানন্দ বলি ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস। ক্ষণে কহে কোথা গেলা পণ্ডিত শ্রীবাস॥ ক্ষণে কহে প্রভু এই দুঃখ ভুঞ্জাইতে। আর কত দিন বা রাখিব পৃথিবীতে॥ ঐছে কত কহি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া। মৃত্যুপ্রায় রহে প্রভু প্রাঙ্গণে পড়িয়া॥ রহয়ে নির্জ্জনে না ভুঞ্জয়ে অন্ন জল। বিচ্ছেদাগ্নি দাহে দেহ করে টলমল॥ অহে শ্রীনিবাস নবদ্বীপে প্রভুগণ। দিনে দিনে প্রায় হইলেন সঙ্গোপন॥ কহিতে না আইসে মুখে বিদরয়ে হিয়া। হইলেন অদর্শন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া॥ শুনি শ্রীনিবাসাচার্য্য হইলা মূর্চ্ছিত॥ নিশ্চল শরীর নাসা নিশ্বাসরহিত॥ শ্রীনিবাস দশা দেখি বৈষ্ণব সকলে। হইলা ব্যাকুল বক্ষ ভাসে নেত্র জলে॥ কথো রাত্রে আচার্য্যের হৈল বাহ্যজ্ঞান। করয়ে ক্রন্দন যাতে বিদরে পাষাণ॥ শ্রীগোপাল দাস নামে এক মহাশয়। শ্রীনিবাসে কোলে করি কত প্রবোধয়॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য স্থির হৈলা কত ক্ষণে। প্রায় রাত্রি শেষ হৈল প্রভুর কীর্ত্তনে॥ সকলেই কিছু কাল করিলা শয়ন। শ্রীনিবাসে নিদ্রা দেবী কৈলা আকর্ষণ॥ স্বপ্নচ্ছলে প্রভু শ্রীঅদ্বৈত প্রেমময়। হইলা সাক্ষাৎ মূর্ত্তি কন্দর্প বিজয়॥ আকর্ণ পর্য্যন্ত দুই নেত্র মনোহর। শ্রীমুখমণ্ডল নিন্দি কোটি শশধর॥ কনক-

মৃণাল জিনি শ্রীভুজ যুগলে। স্নেহে শ্রীনিবাসে ধরি করি-লেন কোলে॥ বিরহাগ্নি—জ্বালা হৈতে যৈছে শান্তি হয়। তাহা করিলেন শ্রীঅদ্বৈত কৃপাময়॥ করি কত বাৎসল্য মধুর মৃদু ভাষে। মন্দ মন্দ হাসিয়া কহয়ে শ্রীনিবাসে॥ তোমা হৈতে হবে বহু জীবের নিস্তার। প্রভু-মত সর্ব্বত্রেই করিবা প্রচার॥ কহিবেন বিজ্ঞগণ বিবাহ করিতে। করিবা বিবাহ দুঃখ না করিবা চিতে॥ ঐছে কত কহি প্রভু হৈলা অন্তর্দ্ধান। শ্রীনিবাস জাগি দেখে রজনী বিহান॥ প্রভু অদ্বৈতের চারু চরিত্র চিন্তিয়া। নিবারিতে নারে অশ্রু উমরয়ে হিয়া॥ আপনা প্রবোধি প্রাতে প্রাতঃ-ক্রিয়া সারি। শ্রীনিবাস শ্রীখণ্ডে গেলেন শীঘ্র করি॥ শ্রীখণ্ডেতে প্রবেশিয়া মনের আনন্দে। গৌরাঙ্গপ্রাঙ্গণে গিয়া দেখে গৌরচান্দে॥ ভূমে লোটাইয়া কৈল প্রণতি বিস্তর। হইল হেমাব্জ অঙ্গ ধূলায় ধূষর॥ শ্রীনিবাস আইলা শুনি শ্রীরঘুনন্দন। ঠাকুরের আগে গিয়া কৈল নিবেদন॥ যদ্যপি শ্রীঠাকুরের দুঃখে দগ্ধ হিয়া। তথাপি হইলা হর্ষ এ কথা শুনিয়া॥ শ্রীরঘুনন্দনে কহে সুমধুর-ভাষে। জুড়াক নয়ন আঁান দেখি শ্রীনিবাসে॥ শুনি ঠাকুরের বাক্য উল্লসিত মনে। শ্রীনিবাসে মিলে গিয়া প্রভুর প্রাঙ্গণে॥ শ্রীরঘুনন্দন অতি গুণের নিধান। শ্রীনিবাসে পাইয়া পাইলা যেন প্রাণ॥ শ্রীনিবাস শ্রীরঘু-নন্দনে প্রণমিতে। আলিঙ্গন করি না ছাড়য়ে কোলে

হৈতে॥ কি বা সে অদ্ভুত স্নেহে উমড়য়ে হিয়া। নিবারিতে নারে নেত্রধারা আলিঙ্গিয়া॥ শ্রীনিবাস ভাসে দুই নয়নের জলে। দীন প্রায় রহে রঘুনন্দনের কোলে॥ শ্রীরঘুনন্দন নেত্রজলে সিক্ত করি। লৈয়া গেলা যথা শ্রীঠাকুর নরহরি॥ বসিয়া আছেন তেঁহো পরম নির্জ্জনে। শ্রীনিবাস অধৈর্য্য হইলা সে দর্শনে॥ আহা মরি সে না রূপে পরাণ জুড়ায়। কনক চম্পক কি উপমা হয় তায়॥ সে হেন অপূর্ব্ব রূপ হইল মলিন। অতি সুকোমল তনু ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ॥ মুখের মাধুরী সে চান্দের শোভা যৈছে। জল বিনা জলজ যেমন এবে তৈছে॥ যে নয়ন যুগলে আনন্দ বরিষয়। সে নয়নে সদা অশ্রুধারা অতিশয়॥ হেন নরহরি প্রভু পানে চায়া চায়া। প্রণময়ে ভূমে ভক্তি-রসে মত্ত হৈয়া॥ শ্রীঠাকুর নরহরি দেখি স্নেহাবেশে। আইস বাপ বুলি কোলে কৈল শ্রীনিবাসে॥ শ্রীনিবাসে কোলে লৈয়া হইলা বিহ্বল। নিবারিতে নারে দুই নয়নের জল॥ প্রেমজলে সিক্ত করিলেন শ্রীনিবাসে। করে ধরি বসাইলা আপনার পাশে॥ পরম বাৎসল্যে হস্ত বুলায়েন গায়। দেখি সে অদ্ভুত রীত কে না সুখ পায়॥ অতি সুমধুর বাক্যে জিজ্ঞাসয়ে যাহা। শ্রীনিবাস ক্রমে ক্রমে নিবেদয়ে তাহা॥ আদ্যোপান্ত সকল বৃত্তান্ত নিবেদিল। নরোত্তম ক্ষেত্রে গেলা তাহা জানাইল॥ শুনি এ সকল মনে উপজিল যাহা। আনের শকতি কি কহিতে পারে

তাহা॥ পুনঃ শ্রীনিবাসে কহে সস্নেহ বচনে। নরোত্তমে দেখি শীঘ্র সাধ বড় মনে॥ বুঝি নরোত্তম এথা আসিব ত্বরায়। বহু কার্য্য সিদ্ধি হবে তাহার দ্বারায়॥ তাঁর সহ তুমি সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হবা। দারুণ বিচ্ছেদজ্বালা হৈতে জুড়াইবা॥ অহে বাপ ভাল হৈল আইলা শীঘ্র করি। এ সময়ে তোমারে দেখিলু নেত্র ভরি॥ চিরায়ু হইয়া কর ভক্তি উপার্জ্জন। ভক্তিগ্রন্থ সর্ব্বত্র করহ বিতরণ॥ হইব স্বতন্ত্র লোক ছাড়িয়া স্বধর্ম্ম। না বুঝিব গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবের মর্ম্ম॥ এ সব পাষণ্ডে উদ্ধারিবা ভক্তি-বলে। গাইব তোমার যশ বৈষ্ণব সকলে॥ তুমি কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের নিত্য দাস। প্রভু পূর্ণ করিব তোমার অভিলাষ॥ তোমার জননী তেঁহো পরম বৈষ্ণবী। কথো দিন রহ যাজিগ্রামে তাঁরে সেবি॥ তাঁর মনোবৃত্তি যাহা করিতেই হয়। ইথে কিছু তোমার নহিব অপচয়॥ বিবাহ করহ বাপ এই মোর মনে। এত কহি কহে পুন শ্রীরঘুনন্দনে॥ বিবাহ করিতে কহি কৈছে মনে লয়। শুনি কহে মো সবার মনে এই হয়॥ ঠাকুর কহয়ে ইথে না করহ ব্যাজ। শুনি শ্রীনিবাস পাইলেন বড় লাজ॥ শ্রীঠাকুর নরহরি সর্ব্ব তত্ত্ব জানে। ঘুচাইল লজ্জাদি কহিয়া কত তানে॥ ঠাকুরের ঐছে ইচ্ছা আচার্য্য জানিল। প্রভু অদ্বৈতের স্বপ্নাদেশ বিচারিল॥ মৌন ছাড়ি কহে আজ্ঞা নারি লঙ্ঘিবার। আচার্য্য-বচনে সুখ জন্মিল সবার॥ শ্রীঠাকুর নরহরি প্রিয় শ্রীনিবাসে

যাজিগ্রামে বিদায় করিল মৃদুভাষে॥ শ্রীরঘুনন্দন শ্রীনিবাস করে ধরি। প্রভুর প্রাঙ্গণে আইলেন ধীরি ধীরি॥ শ্রীখণ্ড-নিবাসি যত বৈষ্ণবের সনে। মিলিলেন শ্রীনিবাস প্রভুর প্রাঙ্গণে॥ তথা কথোক্ষণ রহি হইয়া বিদায়। খণ্ড হৈতে যাজিগ্রাম গেলেন ত্বরায়॥ তথা কতক্ষণ রহি স্থির হৈতে নারে। অতি শীঘ্র আইলেন কণ্টকনগরে॥ প্রেমাবেশে গৌরাঙ্গের দর্শন করিলা। গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণে ধূলিধূষর হইলা॥ চলিলা নির্জ্জনে যথা দাস গদাধর। কি বলিব তাঁর যৈছে ব্যাকুল অন্তর॥ নাহিক ভোজন পান কিছুই না ভায়। ধূলায় ধূষর সদা ধরণি লোটায়॥ হেমপদ্ম জিনি সে না অঙ্গ সুমধুর। হইল মলিন যৈছে বচনের দূর। তিলার্দ্ধেক-মাত্র নাই জীবনের আশ। গোরাগুণ গায় ক্ষণে ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস॥ ক্ষণে নিত্যানন্দ গুণ চরিত্র সোঙরি। লইয়া অদ্বৈত নাম রহে মৌন ধরি॥ ক্ষণে গদাধর পণ্ডিতের নাম লৈয়া। কহয়ে কাতরে নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া॥ অহে গদাধর পূর্ব্বে মনে যে আছিল। আগে ছাড়ি গেলা মোর ভাগ্যে তা নহিল॥ ঐছে কত কহে অন্যে বুঝিতে দুষ্কর। গদাধর মহিমা জানেন গদাধর॥ পণ্ডিত শ্রীগদাধর দাস গদাধরে। যে অদ্ভুত স্নেহ তা বর্ণিতে কেবা পারে॥ শ্রীনিবাস হেন গদাধর আগে গিয়া। ভূমে প্রণময়ে নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া॥ প্রভু গদাধর দেখি প্রিয় শ্রীনিবাসে। বাহু পসারিয়া ক্রোড়ে কৈল স্নেহাবেশে॥ অতি অনুগ্রহে পুনঃ

কহে ধীরে ধীরে। প্রভুর ইচ্ছায় পুনঃ দেখিনু তোমারে॥ তুমি গৌড়ে হৈতে যৈছে গেলা বৃন্দাবন। যে রূপ রহিলা তথা কৈলা অধ্যয়ন॥ শ্রীগোপাল ভট্ট যৈছে দীক্ষামন্ত্র দিল। প্রভু প্রিয়গণ যত অনুগ্রহ কৈল॥ তথা অতি-স্নেহে নরোত্তমেরে মিলিলা। রামকেলি গ্রামে প্রভু যারে আকর্ষিলা॥ নরোত্তম সহ যৈছে ব্রজেতে ভ্রমণ। গৌড়েতে গমন যৈছে লৈয়া গ্রন্থগণ॥ যৈছে দস্যুরাজ গ্রন্থ হরিয়া লইল। যৈছে বনবিষ্ণুপুরে গ্রন্থ প্রাপ্তি হৈল॥ এসব শুনিলু বাপ কহিতে কি আর। মনে হয় নরোত্তমে দেখি একবার॥ অহে শ্রীনিবাস এই উপজে হিয়ায়। নরোত্তম-দাস শীঘ্র আসিব এথায়॥ এত কহি অতি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া। কিছুকাল রহিলেন মৌনাবলম্বিয়া॥ কে বুঝিতে পারে চেষ্টা পুন শ্রীনিবাসে। ব্যাকুল হইয়া কহে গদ গদ ভাষে॥ নবদ্বীপে দেখি গিয়াছিলা যে প্রকার। দিনে দিনে বাড়িল সে দুঃখের পাথার॥ শ্রীবাস পণ্ডিত আদি প্রভুপ্রিয়গণ। দেখিতে দেখিতে প্রায় হৈলা সঙ্গোপন॥ যৈছে অদর্শন হৈলা দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া। কহিতে না আইসে মুখে বিদরয়ে হিয়া॥ প্রায় নবদ্বীপ হইলেন অন্ধকার। যে কেহ আছেন মৃত্যুদশা সে সবার॥ কি বলিব এথা মুই আইলু তথা হৈতে। রহিল নির্লজ্জ প্রাণ এ পাপ দেহেতে॥ শুনি শ্রীনিবাস ধৈর্য্য ধরিতে না পারে। হইলেন সিক্ত দুই নেত্র অশ্রুধারে॥ কতক্ষণে দাস গদাধর স্থির করি।

স্নেহাবেশে কহে শ্রীনিবাস মুখ হেরি॥ চিরজীবী হৈয়া বাপ রহি পৃথিবীতে। ভক্তিমর্ম্ম প্রকাশিবে স্বগণ সহিতে॥ পরমদুর্ল্লভ শ্রীপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন। নিরন্তর আস্বাদিবে লৈয়া নিজগণ॥ করিবে বিবাহ শীঘ্র সবার সম্মত। হইবেন অনেক তোমার অনুগত॥ ঐছে কত কহি অনুগ্রহে শ্রীনিবাসে। করিলেন বিদায় যাঁইতে মাতা পাশে॥ শ্রীনিবাস বিদায় হইয়া গৃহে গেলা। জননীর পরম আনন্দ বাড়াইলা॥ সমাচার পত্রী লিখি মনুষ্যের দ্বারে। শীঘ্র পাঠাইয়া দিলা বনবিষ্ণুপুরে॥ যাজিগ্রামে বিলসয়ে লৈয়া শিষ্যগণ। গোস্বামির গ্রন্থ করায়েন অধ্যয়ন॥ যৈছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মত গোস্বামী প্রকাশে। তৈছে ব্যাখ্যা করান আচার্য্য শ্রীনিবাসে॥ কুমতাবলম্বী শুনি ভক্তির ব্যাখ্যান। দূরে পলায়েন যৈছে সিংহ ভয়ে শ্বান॥ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি জানি পণ্ডিতের গণ। শ্রীনিবাস পদে আসি মাগয়ে শরণ॥ এসব শুনিতে যার উপজে আনন্দ। তারে গণ সহ কৃপা করে গৌরচন্দ্র॥ শ্রদ্ধাযুক্ত জনেরে শুনায় সদা যেহ। কৃষ্ণভক্তি রসের সমুদ্রে ডুবে সেহ॥ শ্রীনিবাস আচার্য্য-চরণচিন্তা করি। ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্ভক্তিরত্নাকরে ভক্তিগ্রন্থ-প্রকাশাদি-বর্ণনং নাম সপ্তম স্তরঙ্গঃ ॥ *॥ ৭ ॥ * ॥

# অষ্টম তরঙ্গ ॥

—০:*:০—

জয় জয় গৌরচন্দ্র শচীর তনয়। জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত প্রেমময় ॥ জয় জয় গদাধর পণ্ডিত, শ্রীবাস। জয় বক্রেশ্বর শ্রীমুরারি হরিদাস ॥ জয় গৌরীদাস শ্রীস্বরূপ দামোদর। জয় গৌরচন্দ্রের যতেক পরিকর ॥ জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়। এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয় ॥ ভক্তিশাস্ত্রে অধ্যাপক আচার্য্য ঠাকুর। মায়াবাদিগণের করয়ে দর্প চুর ॥ শিষ্যগণ সঙ্গে যাজিগ্রামে বিলসয়। নরোত্তম—পথ সর্ব্ব ক্ষণ নিরীক্ষয় ॥ শ্রীনরোত্তমের সঙ্গ হবে কত দিনে। আচার্য্যের সদা এই চিন্তা মনে মনে ॥ এথা শ্রীঠাকুর নরোত্তম হৃষ্ট হৈয়া। নবদ্বীপ চলে গৌরচরিত্র চিন্তিয়া ॥ নবদ্বীপ সমীপে যাইয়া মহাশয়। হইয়া ব্যাকুল মনে মনে কথা কয় ॥ নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিহার। নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তন সুখের পাথার ॥ ঘরে ঘরে পরম উৎসব নিতি নিতি। কেহো না জানয়ে কৈছে যায় দিবা রাতি ॥ নবদ্বীপে নিরানন্দ নহে কুন জন। নিরন্তর করি গৌরচন্দ্রের দর্শন ॥ এমন সময়ে মোর জনম নহিল। হেন সুখ সম্পত্তি না দেখিতে পাইল ॥ ঐছে কত কহি

নেত্রজলে ভাসি যায়।৮কথো দূর গিয়া নবদ্বীপ পানে চায়॥ দেখয়ে অদ্ভুত শোভা নদীয়ানগরে। আনন্দের নদী বহে প্রতি ঘরে ঘরে॥ চতুর্দ্দিকে ফিরে লোক হরিধ্বনি করি। পরস্পর কহে গোরাচাঁদের মাধুরী॥ পরিকর-মধ্যে গোরা ভুবনমোহন। সঙ্কীর্ত্তনে করে অতি অদ্ভুত নর্ত্তন॥ জয় জয় কোলাহল হয় অনিবার। পরম মঙ্গলময় শোভা নদী-য়ার॥ দেখিতে দেখিতে হৈলা আনন্দে বিহ্বল। আপনা না জানে নেত্রে ঝরে প্রেমজল॥ কত ক্ষণে পুন নেহারয়ে স্থির হৈয়া। দুঃখের সমুদ্রে যেন ভাসয়ে নদীয়া॥ হইয়া ব্যাকুল শ্রীঠাকুর মহাশয়। কি দেখিনু স্বপ্ন প্রায় মনে মনে কয়॥ চলিতে না পারে সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে। বৈসে এক অপূর্ব্ব অশ্বত্থ বৃক্ষতলে॥ কি বলিব বৃক্ষের প্রভাব অতিশয়। ছায়া স্পর্শ মাত্র হৈল ধৈর্য্যাদি উদয়॥ নরো-ত্তম পুন মনে মনে বিচারিয়া। চতুর্দ্দিকে চায় আপনাকে প্রবোধিয়া॥ সেই পথে দেখে এক প্রাচীন বিপ্রেরে। জিজ্ঞাসিতে চাহে কিছু জিজ্ঞাসিতে নারে॥ সে বিপ্রের প্রতিদিন আছয়ে নিয়ম। বৃক্ষতলে আসিয়া রহয়ে কত ক্ষণ॥ নিমাইর ক্রীড়াস্থান ইথে প্রীত অতি। চাহিয়া বৃক্ষের তলে চলে মন্দগতি॥ নরোত্তমে দেখি বিপ্র মনে বিচারয়। নিমাই চান্দের কৃপাপাত্র এ নিশ্চয়॥ নহিলে এ দারুণ তাপেতে দগ্ধ হিয়া। তাহাতেও বাঢ়ে সুখ ইহারে দেখিয়া॥ কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি কিবা মুখের মাধুরী। কিবা

দীর্ঘ নেত্রেতে ঝরয়ে প্রেমবারি ॥ অকস্মাৎ ইহেঁ৷ এথা আইলা কোথা হৈতে। ঐছে মনে বিচারি চাহয়ে জিজ্ঞাসিতে ॥ নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসয়ে নরোত্তমে। কি নাম তোমার বাপ আইলা কোথা হঁনে ॥ নরোত্তম বিপ্রে নিজ পরিচয় দিয়া। করিল প্রণাম অতি বিনীত হইয়া ॥ বিপ্র নরোত্তমের পাইঁয়া পরিচয়। করিতেই কোলে নেত্রজলে সিক্ত হয় ॥ পরম বাৎসল্যে দৃঢ় আলিঙ্গন করি। বৃক্ষতলে বসি কিছু কহে ধীরি ধীরি ॥ অহে বাপ নদীয়াতে হৈল যেই সুখ। তাহা কি কহিব চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ ॥ যে দিন হইতে গেলা নিমাঞি ছাড়িয়া। সে দিবস হৈতে শূন্য হইল নদীয়া ॥ অকস্মাৎ না জানি কি হৈল তাঁর মনে। সন্ন্যাস গ্রহণ কৈলা ভারতীর স্থানে ॥ কহিতে না আইসে মুখে সন্ন্যাসের কথা। সোঙরিতে সে কেশ হিয়ায় বাঢ়ে ব্যথা ॥ ভুবনমোহন বেশ দেখিনু নয়নে। সে পরে কৌপীন ইহা সহে কি পরাণে ॥ কি বলিব কেবল বঞ্চিলা মো সবায়। নহিলে কি নিমাই নদীয়া ছাড়ি যায় ॥ সর্ব্বতীর্থ ভ্রমি কৈল নীলাচলে বাস। তথা নিজগণ সঙ্গে অদ্ভুত বিলাস ॥ লোক গতায়াতে শুভ সংবাদ পাইয়া। নবদ্বীপবাসির হইত হর্ষ হিয়া ॥ নীলাচলে তাঁর অদর্শন অকস্মাৎ। শুনি নদীয়ায় যেন হৈল বজ্রাঘাত ॥ নদীয়ায় নিমাইর অসংখ্য পরিকর। প্রায় বহু জন হৈলা নেত্র অগোচর। নদীয়ার যে দশা কহিতে নাই পার ॥ দিনে দিনে নদীয়া

হইছে অন্ধকার। শ্রীবাস পণ্ডিতাদি অদর্শন হৈতে॥ নদীয়ায় যে হৈল তা কে পারে কহিতে। নিমাইর পত্নী পতিব্রতা বিষ্ণুপ্রিয়া। তাঁর কথা কহিতে বিদীর্ণ হয় হিয়া॥ সাক্ষাৎ শ্রীলক্ষ্মী অলৌকিক গুণগণ। এই কথো দিনে তেঁহো হৈলা অদর্শন॥ নিমাঞির বিচ্ছেদাগ্নি দগ্ধয়ে সবায়। যে কেহ আছেন জিয়া সেহো মৃত্যুপ্রায়॥ নবদ্বীপবাসির তিলেক ধৈর্য্য নাই। শয়নে স্বপনে কহে কোথা হে নিমাই॥ পরস্পর কহে লোক নিমাই-চরিত। নিরন্তর ক্রন্দন করয়ে বিপরীত॥ নদীয়ার যে দিকে যে পথে যে বা যায়। শুনিতে ক্রন্দন সে কান্দয়ে উভরায়॥ নদীয়ায় যে কেউ ছিলেন দুষ্টাচার। কি বলিব এবে যৈছে খেদ সে সবার॥ আনের কা কথা মুঞি তর্ক নিষ্ঠ ছিনু। মনুষ্য-বালকভ্রমে চিনিতে নারিনু॥ নিমাই সাক্ষাৎ নারায়ণ শাস্ত্রমতে। অলৌকিক ক্রিয়া তাঁর ব্যাপিল জগতে॥ বাল্যকালাবধি চেষ্টা দেখিনু তাঁহার। তাহা সোঙরিতে হিয়া বিদরে আমার॥ কি বলিব এই যে অশ্বত্থবৃক্ষতলে। করিতেন শাস্ত্রচর্চ্চা মহাকুতূহলে॥ যৈছে উড়ুগণেতে বেষ্টিত শশধর। তৈছে শিষ্যবর্গমধ্যে নিমাই সুন্দর॥ দূরে হৈতে সে শোভা দেখিনু নেত্র ভরি। অদ্যাপি হ তিলার্দ্ধেক পাসরিতে নারি॥ অহে বাপ নরোত্তম কহি তোর ঠাঞি। এক দিন এথা দেখা দিলেন নিমাঞি॥ চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র শিষ্যগণ। তাঁর মধ্যে বিলসয়ে

শচীর নন্দন॥ দেখি সে অদ্ভুত শোভা মূর্চ্ছিত হইনু। চেতন পাইয়া দেখি পুন না দেখিনু॥ কত ক্ষণে স্থির হৈয়া বিচারিনু মনে। নদীয়ায় সদা বিহরয়ে শিষ্যসনে॥ সেই হৈতে প্রতিদিন আসিয়ে এথায়। তাঁর ইচ্ছামতে আজি দেখিনু তোমায়॥ নিমাঞি চান্দের কৃপাপাত্র হও তুমি। তেঞি গোপনীয় কথা কহিলাম আমি॥ শুনিয় বিপ্রের অতি সস্নেহ বচন। বিপ্র-পদধূলি মাথে লৈলা নরোত্তম॥ অশ্রু-যুক্ত হইয়া বিপ্রের প্রতি কয়। মু অজ্ঞেরে অনুগ্রহ কর মহাশয়॥ বিপ্র নরোত্তমে কহে করি আলিঙ্গন। চিরকাল কর বাপ ভক্তি উপার্জ্জন॥ ঐছে কহি কত ক্ষণ রাখিলেন কোলে। নরোত্তম অঙ্গসিক্ত কৈল নেত্রজলে॥ নরোত্তম প্রতি পুন ধীরে ধীরে কয়। নবদ্বীপ-বসতি বিস্তার অতিশয়॥ সর্ব্বত্রেই দর্শন করিবে পরিকরে। এই পথে প্রথমে যাইবে মায়াপুরে॥ তথা শচী জগন্নাথ মিশ্রের ভবন। যথা অবতীর্ণ হইলেন নারায়ণ॥ এত কহিতেই বিপ্র অধৈর্য্য হইলা। নরোত্তম সেই পথে গমন করিলা॥ নবদ্বীপ মধ্যে গ্রাম নাম বহু হয়। লোকে জিজ্ঞাসিয়া মায়াপুরে প্রবেশয়॥ তথা অতি কাতরে জিজ্ঞাসে কারু স্থানে। জগন্নাথ মিশ্রের ভবন কুন খানে॥ তেহোঁ কহে এই পথে করহ গমন। ঐ দেখ জগন্নাথ মিশ্রের ভবন॥ এত কহি সিক্ত হৈয়া নেত্রের ধারায়। ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস নরোত্তম পানে চায়॥ নরোত্তম নেত্র ধারা নারে নিবা-

রিতে। ধীরে ধীরে প্রবেশে মিশ্রের ভবনেতে। তথা শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী কৃপাময়। নরোত্তমে দেখি মনে মনে বিচারয়॥ যদ্যপি হ দারুণ দুঃখেতে দগ্ধে হিয়া। তথাপি হ পাই সুখ ইহাঁরে দেখিয়া॥ ব্রজ হৈতে গ্রন্থ লৈয়া আইলা শ্রীনিবাস। বুঝি তাঁর প্রিয় এই নরোত্তম দাস॥ রামকেলি গ্রামে প্রভু যাঁরে আকর্ষিলা। সেই নরোত্তম ঐছে মনে বিচারিলা॥ নরোত্তম প্রতি কহে কি নাম তোমার। নরোত্তম পরিচয় দিল আপনার॥ শুক্লাম্বর নিজ পরিচয় জানাইয়া। নেত্রজলে ভাসে নরোত্তমে আলিঙ্গিয়া॥ নরোত্তম লোটাইয়া পড়িলা চরণে। নিবারিতে নারে অশ্রু ঝরয়ে নয়নে॥ করে কত খেদ প্রভু প্রাঙ্গণে পড়িয়া। ব্রহ্মচারী স্থির কৈল কত প্রবোধিয়া॥ তথা নরোত্তম প্রভু প্রিয় ঈশানেরে। করিতে প্রণাম ধৈর্য্য ধরিতে না পারে। শ্রীঈশান নরোত্তমে করি আলিঙ্গন॥ অতি স্নেহাবেশে মুখ করে নিরীক্ষণ॥ নরোত্তম প্রতি কহে অশ্রু-যুক্ত হৈয়া। ভাল কৈলা বাপ এসময়ে দেখা দিয়া॥ বৈষ্ণবের গতায়াতে তোমা সবাকার। আদ্যোপান্ত শুনিনু সকল সমাচার॥ এত কহি পুন কিছু কহিতে না পারে। ব্রহ্মচারী নরোত্তমে নিল নিজ ঘরে॥ তথা দামোদর পণ্ডিতের দরশনে। হইয়া অধৈর্য্য প্রণমিলা সে চরণে॥ ব্রহ্মচারী দিলা শ্রীপণ্ডিতে পরিচয়। পণ্ডিত শ্রীনরোত্তমে দৃঢ় আলিঙ্গয়॥ অতি স্নেহে নরোত্তমে কহে বার বার। তোমারে

দেখিতে সাধ ছিল মো সবার। প্রভুর ইচ্ছায়ে প্রাণ আছয়ে শরীরে। ভাল হৈল আইলা শীঘ্র দেখিনু তোমারে॥ এহেন দারুণ দুঃখ না পারি সহিতে। বুঝি শ্রীনিবাসে পুন না পাব দেখিতে॥ ঐছে কত কহি নরোত্তমে স্থির কৈল। শ্রীপতি শ্রীনিধি আদি সবে মিলাইল॥ সঙ্গোপন হৈলা যে যে প্রভু প্রিয়গণ। সে সকলে স্বপ্নচ্ছলে দিলেন দর্শন॥ প্রভু পরিকরে অনুগ্রহ কৈল যত। তাহা এক মুখে বা বর্ণিব আমি কত॥ নরোত্তমে অল্প দিন রাখি নদীয়ায়। সবে শীঘ্র নীলাচলে করিলা বিদায়॥ নরোত্তম সর্ব্বত্রেই বিদায় হইয়া। ভাসে নেত্র ধারায় ধরিতে নারে হিয়া॥ প্রভুর ভবনে আসি ঈশান ঠাকুরে। আজ্ঞা মাগিলেন নীলাচল যাইবারে॥ প্রভুপ্রিয় ঈশান ঠাকুর অতিস্নেহে। ব্যাকুল হইয়া নরোত্তমপ্রতি কহে॥ অহে নরোত্তম শীঘ্র যাইবে শ্রীক্ষেত্র। দিনে দিনে অন্ধকার হয়েছে সর্ব্বত্র॥ এই কথো দিবস হইল তথাকার। লোকদ্বারে পাইনু সকল সমাচার॥ গোপীনাথ আচার্য্যাদি প্রভুর ইচ্ছায়। যে রূপ আছেন তাহা কহা নাহি যায়॥ তথা গিয়া তাঁ সবার দর্শন করিবে। শ্রীখণ্ড কণ্টকনগরেতে শীঘ্র যাবে। শ্রীনিবাস সহ পুন আসিবে এথায়। পুন দেখি মনে এই কহিল তোমায়॥ না জানি ইহার মধ্যে কখন কি হবে। শান্তিপুর খড়দহ হইয়া যাইবে॥ এত কহি করিলেন মৌনাবলম্বন। কে বুঝে অন্তর অশ্রু নহে

নিবারণ॥ নরোত্তম অতিশয় ব্যাকুল অন্তরে। নবদ্বীপ হইতে চলিলা শান্তিপুরে॥ হইয়া নিমগ্ন সীতানাথের লীলায়। করে কত খেদ তাহা কহনে না যায়॥ শান্তি-পুর গ্রাম পানে করি নিরীক্ষণ। হইনু বঞ্চিত বলি করয়ে ক্রন্দন॥ প্রভু শ্রীঅদ্বৈত শান্তিপুর পুরন্দর। শান্তিপুরে বিহরে প্রপঞ্চ অগোচর॥ নরোত্তমে কৃপার অবধি প্রকা-শিল। পূর্ব্বদিন শ্রীঅচ্যুতানন্দে জানাইল॥ শ্রীঅচ্যুতানন্দ পথ পানে নিরীক্ষয়। এথা নরোত্তম শান্তিপুরে প্রবেশয়॥ শান্তিপুরবাসী লোক প্রভু সঙ্গোপনে। যে রূপে আছেন তা বর্ণিব কুন জনে॥ নরোত্তম আচার্য্য ভবন জিজ্ঞাসিতে। কান্দিয়া কহয়ে কেউ যাহ ঐ পথে॥ নরোত্তম নয়নে অনেক ধারা বয়। চলে সেই পথে অতি ব্যাকুল হৃদয়॥ প্রভু সীতানাথ করি অতি অনুগ্রহ। অন্য অলক্ষিত দেখা দিলা গণ সহ॥ নরোত্তম প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইলা। প্রভুর ইচ্ছায় শীঘ্র চেতন পাইলা॥ প্রভুর মন্দিরে প্রবে-শয়ে স্থির হৈয়া। দেখেন অচ্যুতানন্দ আছেন বসিয়া॥ বিনা পরিচয়ে পরিচয় ব্যক্ত হৈল। নরোত্তম শ্রীঅচ্যুতা-নন্দে প্রণমিল॥ শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু বিচ্ছেদে কাতর। হইল মলিন ক্ষীণ হেমকলেবর॥ নরোত্তম পানে চাহি অধৈর্য্য হৃদয়। বাহু পসারিয়া প্রেমাবেশে আলিঙ্গয়॥ সিঞ্চয়ে শ্রীনয়নের জলে কলেবর। কে বুঝিতে পারে যৈছে অধৈর্য্য অন্তর॥ নরোত্তম প্রতি কহে সুমধুর কথা। বহু দিন তোমারে

রাখিতে নারি এথা ॥ এ সময়ে বিলম্বের নাই প্রয়োজন। শীঘ্র নীলাচলচন্দ্রে করহ দর্শন ॥ তথা প্রভুর গণ শীঘ্র করিব বিদায়। সাধিব অনেক কার্য্য তোমার দ্বারায় ॥ ঐছে কত কহি শ্রীঅচ্যুত নরোত্তমে। মিলাইলা প্রভু অদ্বৈতের প্রিয়গণে ॥ সকলেই নরোত্তমে অতিস্নেহ করি। রাখিলেন শান্তি-পুরে দিন তিন চারি ॥ নীলাচল যাইতে শীঘ্র করিলা বিদায়। নরোত্তম যাত্রা যৈছে কহনে না যায় ॥ শীঘ্র হরি-নদী গ্রামে গঙ্গাপার হৈয়া। নিতাই চৈতন্য দেখে অম্বি-কায় গিয়া ॥ নিতাই চৈতন্য গৌরীদাসের জীবন। কিবা-দ্ভুত সেবা শোভা ভুবনমোহন ॥ নরোত্তম প্রভুর প্রাঙ্গণে লোটাইয়া করিল প্রণাম নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া ॥ হৃদয়-চৈতন্য আদি প্রভু-প্রিয়গণ। সবাসহ হৈল অতি অদ্ভুত মিলন ॥ হইল যে সব কথা তা সবার সনে। বিস্তারিতে নারি গ্রন্থ বাহুল্য কারণে ॥ নরোত্তমে অতিস্নেহ করিয়া সকলে। করিলেন বিদায় যাইতে নীলাচলে ॥ সকলের নয়নে বহয়ে অশ্রুধার। নরোত্তম নেত্রে অশ্রু বহে অনি-বার ॥ নিতাই চৈতন্য পদে আত্ম-সমর্পিয়া। অম্বিকা হইতে চলে ব্যাকুল হইয়া। যে সকল গ্রামে বৈসে প্রভু প্রিয়-গণ। সে সকল গ্রাম হৈয়া করিলা গমন ॥ কি অপূর্ব্ব গমন চাহয়ে চারি ভিতে। সপ্তগ্রাম দেখি প্রণময়ে দূরে হৈতে ॥ সপ্তঋষি তপস্যার স্থান শোভাময়। শ্রীগঙ্গা যমুনা সরস্বতী ধারাত্রয় ॥ সপ্তগ্রাম দর্শনে সকল দুঃখ

হরে। যথা প্রভু নিত্যানন্দ আনন্দে বিহরে॥ যৈছে সপ্তগ্রামে নিত্যানন্দের গমন। সঙ্ক্ষেপে কহিয়ে এথা ইথে দেহ মন॥ নীলাচলে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের আদেশে। যাত্রা কৈলা নিত্যানন্দদেব গৌড়দেশে॥ উৎকল হইতে গৌড়দেশে প্রবেশিয়া। গৌড়পৃথ্বী প্রশংসয়ে প্রেমে মত্ত হৈয়া॥ গৌড়ভূমি যৈছে তাহা না হয় বর্ণন। বহু পুণ্যতীর্থের যে মস্তকভূষণ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ২ অঙ্কে ১৪ শ্লোকে॥

গৌড়ক্ষৌণী জয়তি কতমা পুণ্যতীর্থাবতংস-
প্রায়া যাসৌ বহতি নগরীং শ্রীনবদ্বীপনাম্নীং।
যস্যাং চামীকরবররুচেরীশ্বরস্যাবতারো
যস্মিন্ মূর্ত্তা পুরি পুরি পরিস্পন্দতে ভক্তিদেবী॥

তীর্থময় গৌড়পৃথ্বী মহিমা কে জানে। প্রভু ইচ্ছা হৈল কথো দিন পর্য্যটনে॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে॥

শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ কথক দিবস। করিলেন পৃথিবীতে পর্য্যটন রস॥ পর্য্যটন করিতে নিতাইর অতি প্রীত। যাতে হয় সকল জীবের মহাহিত॥ সর্ব্বতীর্থময় গঙ্গা তাঁর দুই পার্শ্বে। করয়ে ভ্রমণ নিত্যানন্দ মহাহর্ষে॥ নদীয়ায় শ্রীশচী মায়ের দরশনে। যাইবেন শীঘ্র এই হইয়াছে মনে॥ রামদাস গদাধরদাসাদি সহিত। পাণিহাটী গ্রামে প্রভু হৈলা উপনীত॥ প্রথমে রাঘব পণ্ডিতের

আলয়েতে। সঙ্কীর্ত্তনারম্ভ সুখ ব্যাপিল জগতে॥ মহাভক্ত রাঘবের জনম তথাই। ভক্তজন্ম স্থানের মহিমা অন্ত নাই॥

তথাহি তত্রৈব॥

যে কুলে যে দেশে ভাগবত অবতরে। তাহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তরে॥ পাণিহাটীগ্রামে শুনি প্রভুর গমন। চতুর্দ্দিক্ হইতে আইসে ভক্তগণ॥ যে স্থান হইয়া ভক্ত করয়ে পয়ান। পুণ্যতীর্থময় হয় সে সকল স্থান॥

তথাহি তত্রৈব॥

যে স্থানে বৈষ্ণব জন করেন বিজয়। সেই স্থান হয় অতি পুণ্য-তীর্থময়॥ ভক্ত সঙ্গে কি অদ্ভুত প্রভুর বিলাস। পাণিহাটী গ্রামে নানা ভাবের প্রকাশ॥ যে বিলাস দাস গদাধরের মন্দিরে। তাহা এক মুখে কে কহিতে শক্তি ধরে॥ খড়দহে প্রভু পদ্মাবতীর তনয়। নিরন্তর সঙ্কী-র্ত্তনে মত্ত অতিশয়॥ পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয় যথা। ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম প্রকাশিলা তথা॥ নানা গ্রামে লোকের করিয়া দুঃখ দূর। সপ্তগ্রামে হৈল শুভ গমন প্রভুর॥ উদ্ধারণ দত্তে প্রভু কৈল আত্মসাৎ। তথা যে বিলাস তাহা জগতে বিখ্যাত॥

তথাহি তত্রৈব॥

উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে। রহিলেন মহাপ্রভু ত্রিবেণীর তীরে॥ কায় মনো বাক্যে নিত্যানন্দের চরণ। ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ॥ নিত্যান্দ স্বরূপের

সেবা অধিকার। পাইলেন উদ্ধারণ কিবা ভাগ্য আর॥ জন্ম জন্ম নিত্যানন্দ স্বরূপ ঈশ্বর। জন্ম জন্ম উদ্ধারণ তাঁহার কিঙ্কর॥ যতেক বণিক্ কুল উদ্ধারণ হৈতে। পবিত্র হইল দ্বিধা নাহিক ইহাতে॥ বণিক্ তারিতে নিত্যানন্দ অবতার। বণিকেরে দিলা প্রেমভক্তি অধিকার॥ সপ্ত-গ্রামে প্রতি বণিকের ঘরে ঘরে॥ আপনে শ্রীনিত্যানন্দ কীর্ত্তন বিহরে॥ বণিক্ সকল নিত্যানন্দের চরণ। সর্ব্ব-ভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ॥ বণিক্ সবার কৃষ্ণ ভজন দেখিতে। মনে চমৎকার পায় সকল জগতে॥ নিত্যানন্দ মহাপ্রভু মহিমা অপার। বণিক্ অধম মূর্খে যে কৈল উদ্ধার॥ সপ্তগ্রামে নিত্যানন্দ মহামল্ল রায়। গণসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন করেন লীলায়॥ সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্ত্তন বিহার। শতবৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার॥ পূর্ব্বে যেন সুখ হৈল গোকুল নগরে। সেই মত সুখ হৈল সপ্তগ্রাম পুরে॥ বণিকের সৌভাগ্য জানিবে কুন জন। ঐছে বহু বর্ণিলা ঠাকুর বৃন্দাবন॥ উদ্ধারণদত্ত প্রেমে মত্ত নিরন্তর। করেন প্রভুর সেবা আনন্দ অন্তর॥ সপ্তগ্রামে মহাতীর্থ ত্রিবেণীর ঘাটে। দেখে নানা রঙ্গ রহি প্রভুর নিকটে॥ যে যে স্থানে প্রভু নিত্যানন্দের বিজয়। সে সকল স্থান হন সর্ব্বতীর্থময়॥ গৌড়ভূমে যত তীর্থ কে করু গণন। প্রভুসঙ্গে সর্ব্ব তীর্থ ভ্রমে উদ্ধারণ॥ শান্তিপুরে প্রভু-নিত্যানন্দ মহারঙ্গে। মিলিলেন শ্রীঅদ্বৈত ঈশ্বরের সঙ্গে॥

তথা হৈতে নবদ্বীপে করিলা গমন। নিত্যানন্দ অঙ্গে শোভে নানা আভরণ॥ শ্রীচরণে নূপুরের ধ্বনি মনোহর। উপমার স্থান নাহি ব্রহ্মাণ্ড ভিতর॥ শেষখণ্ড সূত্রে নারায়ণীর তনয় * । বর্ণিলেন নিত্যানন্দ চন্দ্রের বিজয়॥

তত্রৈব॥

অনন্ত চরিত্র কেবা বুঝিবারে পারে। চরণে নূপুর সর্ব্ব মথুরা বিহরে॥ মথুরা শ্রীনবদ্বীপ ভেদ কভু নয়। যে মথুরা সেই নবদ্বীপ সুনিশ্চয়॥ নদীয়া বিহরে পদ্মাবতীর কুমার। নানা রত্নভূষণে ভূষিত কলেবর॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে॥

রজত নূপুর মল্ল সোহে শ্রীচরণে। পরম মধুর ধ্বনি গজেন্দ্র গমনে॥ প্রতি ঘরে ঘরে সব পারিষদ সঙ্গে। নিরবধি বিহরেন সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে॥ নবদ্বীপ যে হেন মথুরা রাজধানী। ঐছে কত কহেন তা কহিতে না জানি॥ নবদ্বীপে নিত্যানন্দ শ্রীশচীমাতায়। যে আনন্দ দেন তাহা কহনে না যায়॥ গণসহ নদীয়া প্রদেশে পর্য্যটনে। যে অদ্ভুত লীলা যা বর্ণিব কুন জনে॥ নিত্যানন্দ-গুণে মগ্ন দত্ত উদ্ধারণ। নিরন্তর সেবে নিত্যানন্দের চরণ॥ হেন উদ্ধারণ ঠাকুরের সপ্তগ্রামে। নরোত্তম প্রবেশে বিহ্বল হৈয়া প্রেমে॥ লোকে জিজ্ঞাসয়ে উদ্ধারণের আলয়। করিয়া ক্রন্দন কেহ কহে এই হয়॥ প্রভুর বিচ্ছেদ দুঃখে দগ্ধি অনুক্ষণ। এই কথোদিন হৈল হৈলা সঙ্গোপন॥ তাঁর অপ্রকটে সপ্তগ্রাম

নাবন দাস ঠাক

অন্ধকার। শুনি নরোত্তম নেত্রে বহে অশ্রুধার॥ হইলা ব্যাকুল যৈছে কহনে না যায়। প্রভু প্রিয় যে ছিলেন মিলিলা তাহায়॥ সপ্তগ্রাম হৈতে চলে গঙ্গা তীরে তীরে। যথা যে ভক্তের স্থিতি মিলে সে সবারে॥ খড়দহ গ্রামে প্রবেশিতে মহাশয়। দেখে যে রহস্য তাহা কহিল না হয়॥ প্রভু নিত্যানন্দ মনোরথ পূর্ণ কৈলা। প্রভুর ইচ্ছায়ে নরোত্তম স্থির হৈলা॥ প্রভুর ভবন পানে করিতে গমন। প্রভু পরিকর সহ হইল মিলন॥ সবে শীঘ্র প্রভুর ভবনে লৈয়া গেলা। শ্রীঈশ্বরী প্রতি এসম্বাদ জানাইলা॥ শ্রীবসু-জাহ্নবা দোঁহে বীরভদ্র সনে। বসিয়াছিলেন প্রভুচরিত্র কথনে॥ শুনি অকস্মাৎ নরোত্তমের গমন। যদ্যপি ব্যাকুল তমু হৈল হর্ষ মন॥ শীঘ্র অন্তঃপুরে নরোত্তমে বলাইলা। নরোত্তম গিয়া পাদপদ্মে প্রণমিলা॥ সর্ব্ব তত্ত্ব জ্ঞাতা বসু জাহ্নবা ঈশ্বরী। অনুগ্রহ কৈল যত কহিতে না পারি॥ নরোত্তমে দুই চারি দিবস রাখিলা। কৃষ্ণ কথা রসে দিবা নিশি গোঙাইলা॥ প্রেমের আবেশে নরোত্তমে প্রশংসয়। মহাশয় খ্যাতি সে ইহার যোগ্য হয়॥ ঐছে পরস্পর কত কহিয়া বিরলে। নরোত্তমে বিদায় করয়ে নীলাচলে॥ গমনের কালে শ্রীজাহ্নবা ধীরে ধীরে। না জানি কি কহিবা সে নয়নের নীরে॥ প্রভু বীর ভদ্র অতি মধুর —ভাষায়। নরোত্তমে যে কহিল কহা নাহি যায়॥ শ্রীপরমেশ্বরীদাস ব্যাকুল হইয়া। পথের সন্ধান সব দিলেন

কহিয়া॥ মহেশ পণ্ডিত আদি অতিশয় স্নেহে। নরোত্তমে বিদায় করিয়া স্থির নহে॥ নরোত্তম ভূমে পড়ি প্রণমি সবায়। খড়দহ হৈতে চলে ব্যাকুল হিয়ায়॥ নীলাচল পথের পথিক নরোত্তম। যথা ভক্তালয় তথা করয়ে গমন॥ খানাকুল কৃষ্ণনগরেতে শীঘ্র গেলা। শ্রীঠাকুর অভিরাম পদে প্রণমিলা॥ নিত্যানন্দ বিচ্ছেদে তাঁহার বাহ্য নাই। তৈছে শ্রীমালিনী উপমার নাই ঠাঁই॥ মালিনী—সহিত তেহোঁ বহু কৃপা কৈলা। নীলাচল যাইতে ত্বরায় আজ্ঞা দিলা॥ শ্রীঅভিরামের চেষ্টা দেখি নরোত্তম। অত্যন্ত ব্যাকুল নেত্রে ধারা নদীসম॥ গোপীনাথ সেবা দেখি উথলে হৃদয়। বিদায় হইলা যৈছে কহিল না হয়॥ সে দেশে ছিলেন যত প্রভু প্রিয়গণ। সে সব ভক্তের সঙ্গে হইল মিলন॥ সোঙরি ভক্তের গুণ ভাসি নেত্রজলে। অতি অল্প দিনেই গেলেন নীলাচলে॥ তথা গোপীনাথ আচার্য্যাদি প্রভুগণ। নরোত্তম পথ পানে করে নিরীক্ষণ॥ প্রভুর আদেশ পূর্ব্বে আছে এ সকলে। নরোত্তমে প্রবোধ করিতে নীলাচলে॥ প্রভু প্রিয়গণের অন্তর বৃত্তি যাহা। কে আছে এমন যে বর্ণিতে পারে তাহা। কানাইখুটিয়া প্রতি গোপীনাথ কয়। নরোত্তমে দেখি শীঘ্র এই মনে হয়॥ এত দিন আছে দেহ প্রভুর ইচ্ছাতে। আর কত দিন বা থাকিব এই মতে॥ তেহোঁ কহে লোক মুখে শুনিলু সকল। নবদ্বীপ হৈয়া আসিবেন নীলাচল॥ বুঝি

এথা আসিতে বিলম্ব নাহি আর।। ঐছে কত কহে চেষ্টা বুঝে শক্তি কার।।শ্রীশিখি মাহাতি আদি গোপীনাথে কয়। শ্রীজগন্নাথের হৈল দর্শন সময়।। শুনি গোপীনাথাচার্য্য প্রিয়গণ-সনে। চলিলেন জগন্নাথ দেবের দর্শনে॥ পরস্পর শ্রীনরোত্তমের কথা কয়। যৈছে রামকেলি গ্রামে প্রভু আকর্ষয়।। প্রভু অনুগ্রহ যৈছে কহিতে কহিতে। জগন্নাথালয়ে যান সিংহদ্বারপথে।। প্রভুর বিচ্ছেদে দেহ অতিশয় ক্ষীণ। তথাপি হ সূর্য্যপ্রায় যদ্যপি মলিন।। কহিতে কি করুণার মূর্ত্তি এ সকলে। যে দেখে বারেক সে ভাসয়ে নেত্রজলে।। দূরে রহি নরোত্তম দেখি এ সবায়। নয়নে বহয়ে ধারা অধৈর্য্য হিয়ায়।। প্রভু প্রিয়গণ হেন মনেতে বিচারে। পরিচয় পাইনু কুন ব্রাহ্মণের দ্বারে॥ এথা সিংহদ্বারে কেহ কারু প্রতি কয়। অদ্য নরোত্তম আসিবেন মনে লয়।।

এত কহিতেই শুভ সংবাদ পাইয়া। নরোত্তম পানে সবে রহয়ে চাহিয়া।। শ্রীনরোত্তমের ভক্তিময় কলেবর। দীর্ঘ দুই নেত্রে অশ্রুধারা নিরন্তর।। অদ্ভুত প্রেমের গতি অধৈর্য্য অন্তরে। ভূমে পড়ি প্রণময়ে প্রভু পরিকরে।। সবে প্রেমাবেশে নরোত্তমে আলিঙ্গিল। নরোত্তম-অঙ্গ নেত্রজলে সিক্ত কৈল।। যদ্যপি দারুণ দুঃখে দগ্ধ অনিবার। তথাপিহ আনন্দ সে জন্মিল সবার।। সবে অতি অনুগ্রহ করি কত কৈয়া। জগন্নাথ আগে গেলা নরোত্তমে লৈয়া।।

নরোত্তম প্রেমাবেশে অধৈর্য্য হৃদয়। জগন্নাথ বলদেব শোভা নিরীখয়॥ মেঘপুঞ্জ অঞ্জন রজত কুন্দ জিনি। রূপের ছটায় কোটি কন্দর্প নিছনি॥ বদন চন্দ্রমা আলো-করে ত্রিভুবন। জগত মোহয়ে কিবা শ্রীপদ্মলোচন॥ কিবা বাহু বিশাল ভঙ্গিমা মনোহর। ঝলমল করে নানা ভূষণ সুন্দর॥ দুই দিকে দুই প্রভু সুভদ্রা মধ্যেতে। বিল-সয়ে সুদর্শন চক্রের সহিতে॥ অনিমিখ নেত্রে নরোত্তম নিরখিয়া। ভাবাবেশে অধৈর্য্য ধরিতে নারে হিয়া॥ দেখি সে অদ্ভুত চেষ্টা প্রভু প্রিয়গণ। হইলা বিহ্বল অশ্রু নহে নিবারণ॥ গোপীনাথাচার্য্য নরোত্তমে স্থির কৈল। প্রভুর সেবক মালা প্রসাদ আনি দিল॥ নরোত্তমে লইয়া আচার্য্য ধীরে ধীরে। জগন্নাথালয় হৈতে আইলা নিজ ঘরে॥ নীলাচলে যে ছিলেন প্রভু প্রিয়গণ। সে সবে শুনিলা নরোত্তমের গমন॥ যদ্যপি দারুণ দুঃখে দগ্ধ অনুক্ষণ। তথাপি সবার হৈলা উল্লসিত মন॥ গোপীনাথাচার্য্য সে সবারে মিলাইতে। নরোত্তম সঙ্গে দিলা বিপ্র জগন্নাথে॥ নরোত্তম তাঁ সহ চলয়ে সব ঠাঁই। প্রভুগণে মিলে যৈছে কহি সাধ্য নাই॥ হরিদাস ঠাকুরের সমাধি দর্শনে। কৈল যে বিলাপ তা বর্ণিতে কেবা জানে॥ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ছিলা যথা। অতিশয় ব্যাকুল হইয়া গেলা তথা॥ গোপীনাথে প্রণমিলা পড়িয়া ভূমিতে। গদাধর-গুণে কান্দে সে শোভা দেখিতে॥ তথা যে আছেন পণ্ডিতের প্রিয়

গণ। তাঁ সবার চেষ্টা দেখি ঝুরে দুনয়ন॥ শ্রীমামু গোস্বামী নরোত্তমে নিরখিয়া। আলিঙ্গন কৈল অতি অধৈর্য্য হইয়া॥ নেত্রজলে সিঞ্চিয়া কহয়ে বার বার। প্রভুর ইচ্ছায় দেখা হইল তোমার॥ বৈষ্ণবের গতায়াতে সকল শুনিনু। সাধ ছিল তোমারে দেখিতে দেখা পানু॥ ঐছে কত কহি নরোত্তম কর ধরি। লইয়া নির্জ্জনে পুন কহে ধীরি ধীরি॥ অহে নরোত্তম এই টোটা * নিরখিতে। নিরন্তর কান্দে প্রাণ নারি নিবারিতে॥ দেখয়ে আরাম মধ্যে অতিরম্য স্থান। এথা যে কৌতুক তা দেখিল ভাগ্যবান্॥ মোর প্রভু গদাধর বসিয়া এথায়। পড়িতা শ্রীভাগবত বিহ্বল হিয়ায়॥ শ্রীমুখ তুলিয়া যে সকল অর্থ কহে। তাহে কত কত প্রেমানন্দ নদী বহে॥ সে কথা শুনিতে সাধ কে বা নাহি করে। যে শুনে বারেক কভু সে নাহি পাসরে॥ গদাধর প্রাণনাথ প্রভু গৌরহরি। এথা বসি শুনিত সে ব্যাখ্যার মাধুরী॥ এই খানে বৈসে প্রভু নিত্যানন্দ রায়। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু বসিতা এথায়॥ এথা শ্রীস্বরূপ দামোদর বক্রেশ্বর। শ্রীমুরারি গুপ্ত এথা দাস গদাধর॥ শ্রীমুকুন্দ নরহরি বসি এই খানে। একদৃষ্টে চাহে গোস্বামির মুখ পানে॥ রায় রামানন্দ আদি প্রভু প্রিয়গণ। এই সব স্থানে বৈসে তেজ সূর্য্যসম॥ প্রভুপরিকর শোভা কে পারে কহিতে। দেবের সমাজ লজ্জা পায় নিরখিতে॥ রথযাত্রা কালে ঐছে বিলসে এথায়॥

* । টোটা—বাগান॥

সে সব ভাবিতে হিয়া বিদরিয়া যায় ॥ অহে নরোত্তম দাস গদাধর সনে। করিতেন কতেক আলাপ এ নির্জ্জনে॥ খণ্ডবাসি নরহরি প্রতি স্নেহ করি। এথা যে কহিল তাহা কহিতে না পারি ॥ দামোদরে লইয়া শ্রীগোস্বামী এথায়। কহিলেন যত তাহা রহিল হিয়ায় ॥ প্রভু গৌরচন্দ্র সেবা সময় জানিয়া। গোপীনাথ আগে এথা রহে দাঁড়াইয়া॥ দেখি সে শিঙার প্রশংসয়ে বারে বারে। সে সব সোঙরি হিয়া না জানি কি করে॥ গোস্বামির গোপীনাথসেবা-ক্ষেত্রে স্থিতি। এ দুই নিয়ম নাই অন্যত্রেতে গতি॥ নীলাচলে রহিবেন শ্রীগৌরসুন্দর। এ হেতু নিয়ম সঙ্গ ছাড়িতে দুষ্কর॥ ক্ষেত্র হৈতে গৌরাঙ্গের অন্যত্র গমনে। গোস্বামী নিয়ম ছাড়ি চলে তাঁর সনে॥ কত রূপে নিষেধয়ে শ্রীগৌরসুন্দর। তথাপি ব্যাকুল রত্নাবতীর কোঙর॥ অহে নরোত্তম কত কব সে চরিত। প্রভু সঙ্গে চলে যৈছে সর্ব্বত্র বিদিত ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ॥

গদাধর পণ্ডিত যবে সঙ্গেতে চলিলা। ক্ষেত্রসন্ন্যাস না ছাড়ি হ প্রভু নিষেধিলা ॥ পণ্ডিত কহে যাঁহা তুমি সেই নীলাচল। ক্ষেত্রসন্ন্যাস আমার যাউক রসাতল ॥ প্রভু কহে ইহাঁ কর গোপীনাথ সেবন। পণ্ডিত কহে কোটি সেবা তৎপাদ দর্শন ॥ প্রভু কহে সেবা ছাড় আমায় লাগে দোষ। ইহাঁ রহি সেবা কর আমার সন্তোষ ॥ পণ্ডিত

কহে সব দোষ আমার উপর। তোমা সঙ্গে না যাইব যাব একেশ্বর ॥ আই দেখিতে যাব না যাব তোমা লাগি। প্রতিজ্ঞা সেবা ত্যাগ দোষ আমি তার ভাগী॥ এত বলি পণ্ডিত গোসাঞি পৃথক্ চলিলা। কটকে আসিয়া প্রভু তাঁরে আনাইলা॥ পণ্ডিতের চৈতন্যপ্রেম বুঝনে না যায়। প্রতিজ্ঞা কৃষ্ণসেবা ছাড়িল তৃণ প্রায়॥ তাঁহার চরিতে প্রভু অন্তরে সন্তোষ। তাঁর হাতে ধরি কহে করি প্রণয় রোষ॥ প্রতিজ্ঞা সেবা ছাড়িবে এ তোমার উদ্দেশ। সে সিদ্ধ হইল ছাড়ি আইলা দূরদেশ॥ আমা সঙ্গে রহিতে চাহ বাঞ্ছ নিজ সুখ। তোমার দুই ধর্ম্ম যায় আমায় ইহা দুখ॥ মোর সুখ চাহ যদি নীলাচলে চল। আমার শপথ যদি আর কিছু বল॥ এত বলি মহাপ্রভু নৌকাতে চড়িলা। মূর্চ্ছিত হইয়া পণ্ডিত তাঁহাই পড়িলা॥ পণ্ডিতে লৈয়া যাইতে সার্ব্বভৌমে বিদায় দিলা। ভট্টাচার্য্য কহে উঠ ঐছে প্রভুর লীলা॥ দেখি এ অদ্ভুত চেষ্টা প্রভু প্রিয়-গণ। হইলা বিস্ময় সবে বুঝিলা কারণ॥ প্রভুর আজ্ঞায় সার্ব্বভৌম আদি যত। গোস্বামিরে আনিলেন প্রবোধিয়া কত॥ যাবৎ শ্রীগৌরচন্দ্র ক্ষেত্রে না আইলা। তাবৎ এথায় মহাকষ্টে গোঙাইলা॥ সর্ব্বত্রেই ব্যক্ত যে হেতু এ অধিকার। বিপ্রভূপ পণ্ডিত যতীন্দ্র অত্যুদার॥

তথাহি শ্রীস্বরূপ গোস্বামিকৃত কড়চায়াং॥

অবনিসুরবর শ্রী পণ্ডিতাখ্যো যতীন্দ্রঃ
স খলু ভবতি রাধা শ্রীল গৌরাবতারে।

নরহরি সরকারস্যাপি দামোদরস্য
প্রভু নিজ দয়িতানাং তচ্চ সারং মতং মে ॥

অহে নরোত্তম কি বলিব তাঁর রীত। যাঁর প্রাণনাথ গৌর সর্ব্বত্র বিদিত ॥ গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদ কভু সহিতে না পারে। সদা সে দর্শনানন্দ সমুদ্রে সাঁতারে ॥ বৃন্দাবন হৈতে যবে শ্রীগৌরসুন্দর। আইলেন এথা সঙ্গে প্রিয় পরিকর ॥ পণ্ডিত গোস্বামী নিরখিয়া প্রভু পানে। প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইলা এই খানে ॥ এথা মহারঙ্গ দেখিলেন ভাগ্যবন্ত। অহে নরোত্তম তা কহিতে নাই অন্ত ॥ প্রভু নিত্যানন্দ গৌড় হইতে আসিয়া। দেখিল শ্রীগোপীনাথে এথা দাঁড়াইয়া ॥ পণ্ডিত গোসাঞি সহ যে সুখ মিলনে। সর্ব্বত্র বিদিত তা দেখিল ভাগ্যবানে ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে ॥

"দেখি শ্রীমুরলীমুখ অঙ্গের ভঙ্গিমা। নিত্যানন্দ আনন্দ অশ্রুর নাই সীমা ॥ নিত্যানন্দ বিজয় জানিয়া গদাধর। ভাগবত পাঠ ছাড়ি আইলা সত্বর ॥ দোঁহে মাত্র দোঁহার দেখিয়া শ্রীবদন। গলা ধরি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥ অন্যোন্য দোঁহারে দোঁহে করে নমস্কার। অন্যোন্য বলেন দোঁহে মহিমা দোঁহার ॥ দোঁহে কহে আজি হইল লোচন নির্ম্মল। দোঁহে বলে জন্ম আজি আমার সফল ॥ বাহ্য-জ্ঞান নাহি দুই প্রভুর শরীরে। দুই প্রভু ভাসে প্রেমভক্তির সাগরে ॥ হেন সে হইল প্রেমভক্তির প্রকাশ। দেখি

চতুর্দ্দিকে পড়ি কান্দে সব দাস ॥ কি অদ্ভুত প্রীত নিত্যানন্দ গদাধরে। একের অপ্রিয় আরে সম্ভাষা না করে॥ গদাধর দেবের সঙ্কল্প এই রূপ। নিত্যানন্দ নিন্দুকের না দেখেন মুখ॥ নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রীত যারে নাই। দেখাও না দেন তারে পণ্ডিত গোসাঞি॥" অহে নরোত্তম প্রাণ কান্দে তাঁ স্মরণে। হইল দুই প্রভুর মিলন এই খানে॥ এথা দোঁহে স্থির হৈয়া বসি কথোক্ষণ। করিলেন শ্রীচৈতন্যচরিত্র কীর্ত্তন॥ পণ্ডিত গোসাঞি পদ্মাবতীর নন্দনে। নিমন্ত্রণ কৈল অদ্য ভিক্ষা এই খানে॥ নিত্যানন্দ প্রভু গদাধরের নিমিত্তে। এক মন তণ্ডুল আনিলা গৌড় হৈতে॥ মনে এই সাধ অন্যে না বুঝে এ রীত। গোপীনাথে সমর্পিয়া ভুঞ্জিব পণ্ডিত॥ দিলেন সে তণ্ডুল শ্রীপণ্ডিতে এথায়ে। পণ্ডিত গোসাঞি দেখি কত প্রশংসয়ে॥ এথা সে তণ্ডুল শ্রীপণ্ডিত কৈল পাক। করিল ব্যঞ্জন টোটা হইতে তুলি শাক॥ কোমল তন্তিড়ী * পত্রাম্বল শীঘ্র কৈল। অন্নের সৌগন্ধি সব টোটায় ব্যাপিল॥ গোপীনাথে ভোগ দিয়া রাখিলা এথায়। অকস্মাৎ আইলা অন্তর্যামী গৌররায়॥ হাসি কহে ঐছে কার্য্য গোপনে দোঁহার। না জানহ ইথে ভাগ আছয়ে আমার॥ কভু ভিন্ন নহি আমি তোমা দোঁহা হৈতে। অনুচিত কৈলে কিছু চাহিয়ে কহিতে॥ শুনি মহানন্দে শ্রীপণ্ডিত গদাধর।

* তিন্তিড়ী—তেঁতুল॥

ল প্রসাদি অন্ন প্রভুর গোচার॥ প্রভু কহে তিন ভাগ সমান করিয়া। ভুঞ্জিব এ অন্ন তিনে একত্র বসিয়া॥ এত কহি অন্ন ভাগত্রয় শীঘ্র করি। এই খানে ভুঞ্জিতে বসিলা গৌরহরি॥ দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ বামে শ্রীপণ্ডিত। সে শোভা ভাবিতে হিয়া না হয় সম্বিত॥ ভুঞ্জেন শ্রীগৌরচন্দ্র ঈষৎ হাঁসিয়া। শ্রীশাক তন্তিড়ী পাত্রাম্বলে প্রশংসিয়া॥ ভুঞ্জয়ে শ্রীনিত্যানন্দ উল্লাস হিয়ায়। মন্দ মন্দ হাসি গোস্বামির পানে চায়॥ পরম আনন্দে ভুঞ্জে পণ্ডিত গোসাঞি। উপজয়ে কৌতুক কহিতে অন্ত নাই॥ আচমন করি তিনে বসিলা এথায়। সে সব ভাবিতে হিয়া বিদরিয়া যায়॥ অহে নরোত্তম হের দেখহ নির্জ্জনে। বসিতেন শ্রীগোস্বামী এই জীর্ণাসনে॥ এই খানে গোসাঞির জীবন গৌরহরি। একা আসি বসিতেন এ আসনোপরি॥ ভাগবত-পদ্যাস্বাদে হৈত অশ্রুপাত। তাহে গ্রন্থ সিক্ত এই দেখহ সাক্ষাৎ॥ এই টোটামধ্যে যত বিলাস দোঁহার। তাহা কহিবার শক্তি না হয় আমার॥ অহে নরোত্তম এই খানে গৌরহরি। না জানি কি পণ্ডিতে কহিল ধীরি ধীরি॥ দোঁহার নয়নে ধারা বহে অতিশয়। তাহা নিরখিতে দ্রবে পাষাণ হৃদয়॥ ন্যাসিশিরোমণি চেষ্টা বুঝে সাধ্য কার। অকস্মাৎ পৃথিবী করিলা অন্ধকার॥ প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে। হৈলা অদর্শন পুন না আইলা বাহিরে॥ প্রভু সঙ্গোপন সময়েতে হৈল যাহা। লক্ষ মুখ

হইলেও কহিতে নারি তাহা ॥ এই খানে গোস্বামী হইলা অচেতন। এথা সব মহান্তের উঠিল ক্রন্দন ॥ ভকত-বৎসল প্রভু গৌর গুণমণি। সবা প্রবোধিলা যৈছে কহিতে না জানি ॥ গোস্বামির প্রতি প্রভু কৈল এ আদেশ। বিপ্র-পুত্র শ্রীনিবাস পাইল বড় ক্লেশ ॥ আইসেন পথে শুনি মোর সঙ্গোপন। করিল নিশ্চয় তেহোঁ ছাড়িতে জীবন ॥ প্রবোধিনু তারে তেহোঁ আসিব এথায়। প্রাণ রক্ষা হবে তাঁর তোমার কৃপায় ॥ সর্ব্বতত্ত্ব জান তুমি কি আর কহিতে। কিছু দিন রহিবা আমার ইচ্ছামতে ॥ ঐছে কত কহি প্রভু কিছু স্থির কৈলা। কত দিনে শ্রীনিবাস এথাই আইলা ॥ কিবা প্রেমময় নেত্রে ধারা নিরন্তর। কৈশোর বয়স কি অপূর্ব্ব কলেবর। অহে নরোত্তম শ্রীনিবাস এই খানে। ভূমে পড়ি প্রণমিলা গোস্বামিচরণে ॥ দুই বাহু পসারি গোস্বামী করি কোলে। শ্রীনিবাস অঙ্গ সিঞ্চিলেন নেত্রজলে ॥ পিতা মাতা বাৎসল্য করয়ে পুত্রে যৈছে। শ্রীনিবাস প্রতি গোস্বামির ভাব তৈছে ॥ গোস্বামী করিলা যৈছে অনুগ্রহ তাঁরে। সে সব সঙরি হিয়া নাজানি কি করে ॥ শ্রীনিবাসে বিদায় করিয়া বৃন্দাবনে। হইয়া ব্যাকুল বসিলেন এই খানে ॥ দিনে দিনে সে কোমল তনু হইল ক্ষীণ। নেত্রজলে ধরণি সিঞ্চয়ে রাত্রি দিন ॥ অগ্নিশিখা প্রায় দীর্ঘ নিশ্বাস সঘনে। অকস্মাৎ সঙ্গোপন হইলা এই খানে ॥ সে সময়ে যে হইল কহনে না যায়। রহিল জীবন মাত্র তাঁহার ইচ্ছায় ॥

তোমার বৃত্তান্ত পূর্ব্বে কহিল আমারে। এ হেন দুঃখের কালে দেখিনু তোমারে॥ যদ্যপি হৃদয় দগ্ধ হইছে আমার। তথাপি পাইনু সুখ ঐছে আজ্ঞা তাঁর॥ অহে নরোত্তম সদা ধৈর্য্যাবলম্বিবে। প্রভুপ্রিয় শ্রীনিবাসে এ সব কহিবে॥ নীলাচল হইতে শীঘ্র গৌড়দেশ গিয়া। করহ কৃতার্থ জীবে ভক্তি দান দিয়া॥ প্রভু চৈতন্যের অনুগ্রহ তোমা প্রতি। তুমি বিনাশিবে বহু লোকের দুর্গতি॥ সঙ্কীর্ত্তন সুখের সমুদ্রে মগ্ন হবে। প্রভু মনোবৃত্তি মহানন্দে প্রকাশিবে॥ ঐছে কত কহি প্রেমাবেশে আলিঙ্গিয়া। করিলা বিদায় গোপীনাথে সমর্পিয়া॥ নরোত্তম গেলা কাশীমিশ্রের ভবন। শ্রীগোপালগুরু সহ হইল মিলন॥ তেঁহো নরোত্তম প্রতি অতিস্নেহ করি। সুমধুর বচনে কহয়ে ধীরি ধীরি॥ আছয়ে জীবনমাত্র প্রভুর ইচ্ছায়। দেখিতে এস্থান প্রাণ বিদরিয়া যায়॥ অহে নরোত্তম দেখ পরমনির্জ্জনে। বসিতেন প্রভু একা এই তৃণাসনে॥ এই খানে মহাপ্রভু করিতা শয়ন। শ্রীগোবিন্দ করিতেন পাদ সম্বাহন॥ ব্রহ্মাদি দুর্ল্লভ প্রেম এথা প্রকাশিলা। কে বুঝিতে পারে কৃষ্ণ চৈতন্যের লীলা॥ নরোত্তম দেখি প্রভু শয়ন আসন। ভূমে লোটাইয়া কৈল অনেক ক্রন্দন॥ শ্রীগোপালগুরু অতি অধৈর্য্য হিয়ায়। নরোত্তমে কোলে লইয়া কান্দে উভরায়॥ শ্রীগোপাল গুরু কত ক্ষণে স্থির হইয়া। নরোত্তমে স্থির কৈল কত প্রবোধিয়া॥ যথা যথা প্রভু ভাবাবেশে মগ্ন হইলা। সে সকল

স্থান নরোত্তমে দেখাইলা॥ শ্রীবক্রেশ্বরের চারু চরিত্র কহিল। শ্রীরাধাকান্তের পাদপদ্মে সমর্পিল॥ নরোত্তম প্রণমিয়া জগন্নাথ সনে। চলিলেন গুণ্ডিচা মন্দির দরশনে॥ বিপ্র জগন্নাথ নরোত্তম প্রতি কয়। এই পথে নীলাচল চন্দ্রের বিজয়॥ রথাগ্রে নর্ত্তন প্রভু কৈলা এই খানে। ভুবন ব্যাপিল সে প্রভুর সঙ্কীর্ত্তনে॥ শ্রীমস্তক দিয়া রথ এথায় ঠেলিলা। ব্রহ্মাদি করিলা স্তুতি দেখি প্রভুর লীলা॥ শ্রীপ্রতাপরুদ্রে কৃপা কৈলা এই খানে। প্রভু পরিকরের আনন্দ হৈল মনে॥ এই খানে মহাপ্রভু নিজগণ লৈয়া। কহে কত শ্রীলক্ষ্মীর বিজয় দেখিয়া॥ এই টোটা মধ্যে প্রভু পরিকর সনে। ভুঞ্জিলেন শ্রীমহাপ্রসাদ হর্ষ মনে॥ এই দেখ গুণ্ডিচা মন্দির মনোহর। এথা নানা লীলা কৈলা শচীর কুমার॥ গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনেতে যৈছে সুখ। বর্ণিতে নারিয়ে হইলেও লক্ষ মুখ॥ ভক্তগণ সঙ্গে শ্রীচৈতন্য ভগবান্। এই ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে কৈলা স্নান॥ ঐছে মহাবিজ্ঞ বিপ্র জগন্নাথ দাস। দেখাইলা যথা যথা প্রভুর বিলাস॥ নরোত্তমে লৈয়া আইলা আচার্য্যের ঘরে। নরোত্তম চেষ্টা জানাইলা আচার্য্যেরে॥ আচার্য্যাদি নরোত্তমে যৈছে কৃপা কৈল। তাহা বিস্তারিয়া এথা বর্ণিতে নারিল॥ সবে কহে শ্রীনিবাসে না দেখিব আর। তাহারে কহিবা এসকল সমাচার॥ শ্রীহৃদয়চৈতন্যের শিষ্য শ্যামানন্দ। শুনিয়া তাঁহার কথা পাইনু আনন্দ॥ শীঘ্র আইলে দেখা বা

হইত তাঁর সনে। ঐছে কত কহে অশ্রু ঝরয়ে নয়নে॥ নরোত্তমে বিদায় করিয়া শীঘ্র করি। হইলেন যৈছে তাহা কহিতে না পারি॥ নীলাচল হৈতে নরোত্তম যাত্রা কৈলা॥ শ্যামানন্দে দেখিবারে উৎকণ্ঠিত হৈলা॥ উৎকল মধ্যেতে শ্যামানন্দ বিলসয়। শিষ্যগণ সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন আস্বাদয়॥ অতি মূঢ় পাষণ্ডির করি পরিত্রাণ। দেবের দুর্ল্লভ প্রেমভক্তি করে দান॥ শুনি মহাশয়ের গমন লোকমুখে। গণ সহ আগুসরি গেলা মহাসুখে॥ কি অপূর্ব্ব মিলন দেখিল ভাগ্যবান্। শ্যামানন্দ দেব যেন পাইলেন প্রাণ॥ শ্রীমহাশয়েরে নিজালয়ে লৈয়া আইলা। নৃসিংহপুরের লোক মহাহর্ষ হৈলা॥ বিস্তারিতে নারি এথা যৈছে দুঁহু রীত। দোঁহার অদ্ভুত স্নেহ হইল বিদিত॥ নরোত্তম শ্যামানন্দ নির্জ্জনেতে বসি। বিবিধ প্রসঙ্গে গোঙাইলা দিবা নিশি॥ শ্রীক্ষেত্রের কথা শ্যামানন্দে জানাইয়া, গৌড়দেশে যাত্রা কৈলা ব্যাকুল হইয়া॥ শীঘ্র শ্যামানন্দ নীলাচলে যাত্রা কৈলা। শ্রীঠাকুর মহাশয় গৌড়দেশে আইলা॥ শ্রীখণ্ড দেখিয়া অশ্রু ঝরয়ে নয়নে। প্রবেশে ঠাকুর নরহরির ভবনে॥ নরোত্তম আইলা শুনি সরকার ঠাকুর। হইলেন যৈছে তাহা বচনের দূর॥ নিজ গণ প্রতি কহে গৌড়-যাতায়াতে। ইহার পিতার সহ সাক্ষাৎ তথাতে॥ রাজ্যাধিকারী সে নাম কৃষ্ণানন্দ রায়। তাঁর ঘরে জন্মেইহোঁ প্রভুর ইচ্ছায়॥ বহু কার্য্য প্রভু সাধিবেন এই দ্বারে।

কোথা নরোত্তম দেখি আনহ তাঁহারে॥ হেন কালে ঠাকুরের আগে নরোত্তম। প্রণময়ে নেত্রে ধারা বহে নদী-সম॥ শ্রীঠাকুর নরোত্তম পানে নিরখিয়া। নেত্রজলে সিঞ্চে স্নেহাবেশে আলিঙ্গিয়া॥ নরোত্তমে যাহা জিজ্ঞাসিলা কৃপা করি। তাহা নরোত্তম নিবেদয়ে ধীরি ধীরি॥ ক্ষেত্র-বাসী যৈছে রহে সে সব শুনিয়া। হৈলা যৈছে ব্যাকুল ধরিতে নারে হিয়া॥ নরোত্তমে কহে স্থির হৈয়া কত-ক্ষণে। ত্বরায় আইলা তেঞি দেখিলু নয়নে॥ প্রভু অভিলাষ পূর্ণ করিব তোমার। হইবা চিরায়ু ভক্তি করিবা প্রচার॥ ঐছে কত কহি রঘুনন্দনে সঁপিলা। তেহোঁ মহাপ্রভুর অঙ্গণে লৈয়া গেলা॥ ভুবনমোহন গৌরচন্দ্রের দর্শনে। প্রেমাবেশে নরোত্তম প্রণমে প্রাঙ্গণে॥ তথা প্রভু গণ সহ হইল মিলন। যাজিগ্রামে পাঠাইলা শ্রীরঘুনন্দন॥ যাজিগ্রামে শ্রীনিবাসাচার্য্যের আলয়। তথা গেলা নরো-ত্তম অধৈর্য্য হৃদয়॥ সবা সহ শ্রীআচার্য্য বাড়ীর বাহিরে। নরোত্তমে দেখে যৈছে কে কহিতে পারে॥ বিনা প্রণমিতে নরোত্তমে আলিঙ্গিল। পরিচয় দিয়া সবা সহ মিলাইল॥ নরোত্তমে জিজ্ঞাসে যা নিভৃতে বসিয়া। নরোত্তম কহে তাহা ব্যাকুল হইয়া॥ নবদ্বীপ আদি নীলাচলের বৃত্তান্ত। সকল কহিতে চাহে নাহি হয় অন্ত॥ সে সব শুনিতে যৈছে হইলা আচার্য্য। তাহা দেখি অন্যেও ধরিতে নারে ধৈর্য্য॥ দোঁহার অন্তর যৈছে কে বুঝিবে আনে। ক্রন্দন

সম্বরি স্থির হৈলা কতক্ষণে॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য নরোত্তম প্রতি কয়। যাইতে খেতরি গ্রাম বিলম্ব না সয়॥ কহিতে কি শীঘ্র প্রকাশিবে প্রয়োজন। করিবে শ্রীবিগ্রহ সেবার আয়োজন॥ সবা সহ শীঘ্র আমি যাইব তথাতে। না ভাবি হ যদি হয় বিলম্ব ইহাতে॥ ঐছে কত কহি অতি ব্যাকুল হিয়ায়। লোক সঙ্গে দিয়া শীঘ্র করিলা বিদায়॥ নরোত্তম কণ্টকনগরে প্রবেশিতে। দুই নেত্রে বহে ধারা নারে নিবারিতে॥ নরোত্তম আইলা শুনি দাস গদাধর। দারুণ দুঃখেও সুখ ব্যাপিল অন্তর॥ নরোত্তম দাস গদাধর আগে গিয়া। করয়ে প্রণাম ভূমিতলে লোটাইয়া॥ নরোত্তমে দেখিয়া শ্রীদাসগদাধর। কোলে করি সিঞ্চে নেত্র-জলে কলেবর॥ বসাইয়া নিকটে যে সব জিজ্ঞাসিল। নরোত্তম ব্যাকুল হইয়া নিবেদিল॥ শুনি ঠাকুরের হিয়া বিদরিয়া যায়। ছাড়ে দীর্ঘ নিশ্বাস অগ্নির শিখা প্রায়॥ নরোত্তমে অনুগ্রহ করি যে কহিল। গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে বর্ণিতে নারিল॥ সমর্পিয়া শ্রীগৌরচন্দ্রের রাঙ্গাপায়। খেতরিগ্রামেতে শীঘ্র করিলা বিদায়॥ দাসগদাধরের জীবন গোরাচান্দে। নিরখিয়া নরোত্তম ধৈর্য্য নাহি বান্ধে॥ যথা মহাপ্রভু কৈলা সন্ন্যাস গ্রহণ। সেস্থান দেখিতে ধৈর্য্য নহে সম্বরণ॥ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ভূমিতলে। করিলা ধরণী সিক্ত নয়নের জলে॥ করয়ে ক্রন্দন যৈছে কহনে না যায়। না মানে প্রবোধ হিয়া উমড়ে সদায়॥ প্রভু পরিকর যে

ছিলেন স্থানে স্থানে। হইল মিলন তথা তাঁ সবার সনে॥ সে সবে বিদায় কৈল কত প্রবোধিয়া। চলিলেন নরোত্তম রাঢ় দেশ দিয়া॥ রাঢ় দেশ মধ্যে একচক্রা নামে গ্রাম। যথা জন্মিলেন প্রভু নিত্যানন্দ রাম॥ নরোত্তম একচক্রা গ্রামে প্রবেশিতে। প্রভু দেখা দিলা বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ-রূপেতে॥ যে যে স্থানে প্রভুগণ সঙ্গে বিহরিলা। সে সকল স্থান নরোত্তমে দেখাইলা॥ নরোত্তমে প্রভু নারিলেন ভাঁড়াইতে। হইলা সাক্ষাৎ যৈছে কে পারে বর্ণিতে॥ নরোত্তম দেখি নিত্যানন্দ বলরাম। হইলা মূর্চ্ছিত নেত্রে ধারা অবিরাম॥ প্রভুর ইচ্ছায় কতক্ষণে স্থির হৈলা। প্রভু ইহা অন্যে জানাইতে নিষেধিলা॥ নরোত্তম আত্ম-সমর্পিয়া শ্রীচরণে। একচক্রা প্রদক্ষিণ কৈলা হর্ষ মনে॥ একচক্রাবাসি সকলেরে প্রণমিয়া। চলিলেন নিত্যানন্দ গুণে মগ্ন হৈয়া॥ খেতরি গ্রামের পথ জিজ্ঞাসি লোকেরে। অতিশীঘ্র আইলেন পদ্মাবতীতীরে॥ পদ্মাবতী পার হৈয়া খেতরি যাইতে। আইলা গ্রামবাসী লোক আগুসরি নিতে॥ কহিতে কি সে সবে পরম ভাগ্যবান্। নরোত্তমে দেখি জুড়াইলা মন প্রাণ॥ মনের উল্লাসে কেহ কহে কারু ঠাঁই। এ অপূর্ব্ব বৈরাগ্য উপমা দিতে নাই॥ কেহ কহে মোর মনে এই চিন্তা হয়। নিজ রাজ্য বলি এথা রয় বা না রয়॥ কেহ কহে বৈষ্ণবের সর্ব্বত্র সমান। অবতরি করে পাষণ্ডির পরিত্রাণ॥ কেহ কহে এথা পাষ-

ণ্ডির সীমানাই। নিজ রাজ্য হইলেও রহিব এই ঠাঁই॥ কেহ কহে এ সকল দেশ উদ্ধারিতে। হৈল আগমন সত্য বিচারিনু চিতে॥ ঐছে কহিয়াও এই সন্দেহ সবার। তীর্থান্তরে যাবে এথা করি অন্ধকার॥ এত কহি সবার নয়নে ধারা বয়। একদৃষ্টে নরোত্তম পানে নিরিখয়॥ হইল আকাশবাণী হেনই সময়। এথা নরোত্তম নিরন্তর বিলসয়॥ প্রভুর ইচ্ছায় ইহোঁ প্রকট হইয়া। উদ্ধারে পাষণ্ডিগণে ভক্তিদান দিয়া॥ ঐছে কত ধ্বনি হইল শুনি চমৎকার॥ নরোত্তম চরণে প্রণমে বার বার॥ মহাশয়ে বেড়ি সবে উল্লাস হিয়ায়। গ্রামে প্রবেশয়ে কি বা অপূর্ব্ব শোভায়॥ অতিরম্য পরম নির্জ্জনে লৈয়া গেলা। মহাশয় সেই স্থানে অবস্থিতি কৈলা॥ অতি বৃহদ্গ্রাম শ্রীখেতরি পুণ্য ক্ষিতি। মধ্যে মধ্যে নামান্তর অপূর্ব্ব বসতি॥ রাজধানী স্থান সে গোপালপুর হয়। ঐছে গ্রাম নাম বহু ধনাঢ্য বৈসয়॥ মিথ্যাসুখে মগ্ন সবে নাহি ধর্ম্ম জ্ঞান॥ না জানে পশ্চাৎ কৈছে হইবে কল্যাণ॥ সে সবারে দেখি শ্রীঠাকুর মহাশয়। করয়ে করুণা যৈছে কহিল না হয়॥ শ্রীসন্তোষ রায় আদি সবারে লইয়া। কহে আচার্য্যের কথা ব্যাকুল হইয়া॥ এথা গণ সহ শ্রীআচার্য্য যাজিগ্রামে। স্থির নহে বিদায় করিয়া নরোত্তমে॥ খণ্ডে শুনিলেন অদ্য গেলা নরোত্তম। সবে মনে গুণে তাঁর চেষ্টা মনোরম॥ শ্রীরঘুনন্দন যাজিগ্রামেতে আইলা। আচার্য্যের বিবাহ

উদ্যোগ শীঘ্র কৈলা॥ যাজিগ্রামে বৈসে শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী। আচার্য্যেরে কন্যাদিতে তাঁর মহা আর্ত্তি॥ শ্রীগোপালদাস বিপ্রে শ্রীরঘুনন্দন। নিভৃতে কহয়ে অতি মধুর বচন॥ তোমার কন্যার যোগ্য পাত্র শ্রীনিবাস। ইহা শুনি গোপালের হইল উল্লাস॥ বিবাহ প্রসঙ্গ জানাইলা বন্ধুগণে। সবে কহে কন্যাদান কর এই ক্ষণে॥ বৈশাখের শুভ কৃষ্ণা তৃতীয়া দিবসে। কন্যাদান করয়ে আচার্য্য শ্রীনিবাসে॥ পূর্ব্বে কন্যা নাম সবে দ্রৌপদী কহয়। হইল ঈশ্বরী নাম বিভার সময়॥ কি বা সে মাধুরী যেন কনক প্রতিমা। ভক্তি মূর্ত্তিমতী সে গুণের নাই সীমা॥ আচার্য্য বিবাহ কালে দীক্ষা মন্ত্র দিতে। ঈশ্বরীর তেজ যৈছে না পারি কহিতে॥ প্রসঙ্গে কহয়ে শ্রীগোপাল বিপ্রবর। আচার্য্যের স্থানে শিষ্য হইলা সত্বর॥ শ্যামদাস রামচন্দ্র গোপালতনয়। শ্যামানন্দ রামচরণাখ্যা কেহ কয়॥ দোঁহে আচার্য্যের শিষ্য অদ্ভুত চরিত। এথা অল্পে কহিল এ সর্ব্বত্র বিদিত॥ শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী করি কন্যাদান। করিলেন সকলের পরম সম্মান॥ গ্রামবাসী কিবা স্ত্রী পুরুষ সর্ব্বজন। সবে কহে ধন্য ধন্য গোপাল ব্রাহ্মণ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য ঐছে বিবাহ করিল। ইহাতে সবার মহা আনন্দ জন্মিল॥ শ্রীসরকার ঠাকুর বিবাহ বার্ত্তা শুনি। বাৎসল্যে হইলা যৈছে কহিতে না জানি॥ দাসগদাধর আদি শুনি স্নেহাবেশে। পরস্পর কত প্রশংসয়ে শ্রীনিবাসে॥ এথা

শ্রীনিবাস গোস্বামির গ্রন্থগণ। নিরন্তর শিষ্যে করায়েন অধ্যয়ন॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য—বিদ্যাপ্রভাব অপার। শুনি সকলের চিত্তে হয় চমৎকার॥ গৌরপ্রিয় দ্বিজ হরিদাসের তনয়। শ্রীদাস গোকুলানন্দ দোঁহে বিচারয়॥ প্রভুর বিয়োগে পিতা বৃন্দাবন গেলা। এ আচার্য্য স্থানে শিষ্য হইতে আজ্ঞা দিলা॥ অল্পদিন হৈল এথা আইলা ব্রজেন্দ্রনে। বিলম্বে কি কাজ শীঘ্র যাইব দর্শনে॥ এত কহি দুই জন যাজিগ্রামে গিয়া। আচার্য্যদর্শনে হৈল উল্লাসিত হিয়া॥ পিতার যে আজ্ঞা তাহা প্রত্যক্ষ হইল। রাধাকৃষ্ণ—প্রেমসুধা—সমুদ্রে ডুবিল॥ জিজ্ঞাসিতে আচার্য্যে দিলেন পরিচয়। দোঁহে পুনঃ পুনঃ আচার্য্যেরে প্রণময়॥ পায়া পরিচয় শ্রীআচার্য্য প্রেমাবেশে। করি অতিগৌরব নেত্রের জলে ভাসে॥ শ্রীদাস গোকুলানন্দ দোঁহে নিবেদয়। দীক্ষা মন্ত্র দেহ কৃপা কর কৃপাময়॥ আচার্য্য কহেন কিছু আছয়ে বিলম্ব। এত কহি করাইল গ্রন্থ শুভারম্ভ॥ দোঁহে গোস্বামির গ্রন্থ করে অধ্যয়ন। দোঁহার অদ্ভুত চেষ্টা না হয় বর্ণন॥ দোঁহে শ্রীনিবাস আচার্য্যের স্নেহ অতি। ঐছে নিজগণ আসি মিলে নিতি নিতি॥ এক দিন আচার্য্য ঠাকুর যাজিগ্রামে। সরোবরতটে গেলা বাড়ীর পশ্চিমে॥ গণসহ বৈসে তথা তেজ সূর্য্যপ্রায়। সকরুণ-নয়নে পথের পানে চায়॥ দেখে এক জন দিব্য দোলার উপর। সুসজ্জে বিবাহ করি যায় নিজ ঘর॥ কন্দর্প সমান শোভা

ভূষণে ভূষিত। অতি সুকোমল তনু জিনি নবনীত ॥ রূপে হেমকেতকী চম্পক—মদ হরে। শিরে সুচিক্কণ কেশ ঝলমল করে ॥ উজ্জ্বল ললাট ভুরু নেত্র মনোরম। শ্রবণ নাসিকা গণ্ড ছটা নিরুপম ॥ বদনচন্দ্রমা চারু অরুণ অধর। সিংহগ্রীব কম্বুকণ্ঠ বক্ষ পরিসর ॥ মধুর উদর নাভি বলিত ত্রিবলী। বাহু জানুলম্বিত ললিত করাঙ্গুলি ॥ ক্ষীণ মধ্য-দেশ জানু সুন্দর চরণ। পরিধেয় সূক্ষ্ম নব অপূর্ব্ব বসন ॥ দেখিয়া আচার্য্য ঐছে করয়ে বিচার। গন্ধর্ব্বতনয় এ কি অশ্বিনীকুমার ॥ কি অপূর্ব্ব যৌবন দেবতা মনে লয়। এ দেহ সার্থক যদি কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ঐছে বিচারিয়া পুছে সঙ্গিলোক প্রতি। কি নাম কি জাতি এ পাত্রের কোথা স্থিতি ॥ কেহ প্রণমিয়া কহে এ মহাপণ্ডিত। রামচন্দ্র নাম কবি নৃপতি বিদিত ॥ দিগ্বিজয়ী চিকিৎসক যশস্বিপ্রবর। বৈদ্যকুলোদ্ভব বাস কুমারনগর ॥ এ সব শুনিয়া শ্রীআচার্য্য দয়াময়। মন্দ মন্দ হাসিয়া গেলেন নিজালয় ॥ রামচন্দ্র গাঢ় কর্ণে এ সব শুনিয়া। আচার্য্যে দর্শন কৈল দোলায় থাকিয়া ॥ আত্ম সমর্পিয়া ঐছে চিন্তে মনে মনে। পুনরায় দর্শন করিব কত ক্ষণে ॥ পরম সুধীর মৌন ধরিয়া রহিলা। বাটী গিয়া মহাকষ্টে দিবা গোঙাইলা ॥ রাত্রি যোগে আসি এক বিপ্রের আলয়ে। আচার্য্যচরণ চিন্তে অধৈর্য্য হৃদয়ে ॥ রজনী প্রভাতে আচা-র্য্যের আগে গিয়া। করয়ে ক্রন্দন আচার্য্যেরে নিরখিয়া ॥

ছিন্নমূল বৃক্ষপ্রায় পড়িয়া ভূমিতে। বার বার প্রণময়ে নারে স্থির হৈতে॥ গদ গদ স্বরে যে কহয়ে আচার্য্যেরে। সে সব শুনিতে ঐছে কে বা ধৈর্য্য ধরে॥ আচার্য্য-চরণে নিজ মস্তক অর্পিয়া। ভূমে পড়ি রহে ধূলি ধূষরিত হৈয়া॥ আচার্য্য দুবাহু তাঁর ধরি দুই করে। উঠাইয়া হর্ষে গাঢ় আলিঙ্গন করে॥ মস্তকে ধরিয়া হস্ত আশীর্ব্বাদ করি। অশ্রুযুক্ত হইয়া কহয়ে ধীরি ধীরি॥ জন্মে জন্মে তুমি মোর বান্ধবাতিশয়। অদ্য বিধি মিলাইল হইয়া সদয়॥ ঐছে নরোত্তমে মিলাইলা বৃন্দাবনে। নিরন্তর কে বা না ঝুরয়ে তাঁর গুণে॥ তেহোঁ এক নেত্র তুমি দ্বিতীয় নয়ন। দোঁহে মোর নেত্র ভুজদ্বয় দুই জন॥ রামচন্দ্র নরোত্তম নাম শ্রবণেতে। স্বাভাবিক প্রেমের উদয় হৈল চিতে॥ রামচন্দ্র চিত্তবৃত্তি আচার্য্য জানিল। শ্রীনরোত্তমের কথা বিস্তারি কহিল॥ শুনি রামচন্দ্রে মনে উপজিল যাহা। রামচন্দ্র আচার্য্যে না জানাইল তাহা॥ হাসিয়া শ্রীআচার্য্য কহয়ে ধীরে ধীরে। মনে যে কহিলা তাহা হইব অচিরে॥ ঐছে কহি অতি অনুগ্রহ প্রকাশিল। গোস্বামির গ্রন্থ পাঠারম্ভ করাইল॥ দেখিয়া অদ্ভুত শক্তি উল্লসিত মনে। রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা দিল শুভ ক্ষণে॥ শিষ্য হৈয়া রামচন্দ্র ভাসে ভক্তিরসে। বাঢ়িল অদ্ভুত প্রেম দিবসে দিবসে॥ এ সব প্রসঙ্গ কবিরাজ কর্ণপূর। নিজকৃত গ্রন্থে বর্ণিলেন সুমধুর॥ আচার্য্য স্বরূপ রামচন্দ্র প্রেমময়। শুনিলে এ সব

ভক্তিরত্ন লভ্য হয়॥ শ্রীনিবাস আচার্য্য চরণ চিন্তা করি।
ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্ভক্তিরত্নাকরে শ্রীনরোত্তমস্য শ্রীনবদ্বীপ-নীলাচল দর্শনাদি বর্ণনং নাম অষ্টম স্তরঙ্গঃ॥ * ॥ ৮ ॥ * ॥

# নবম তরঙ্গ ॥

জয় জয় শ্রীশচী নন্দন গৌরচন্দ্র। জয় পদ্মাবতীর নন্দন নিত্যানন্দ ॥ জয় শ্রীঅদ্বৈত নাভাদেবীর কোঙর। জয় রত্নাবতীর তনয় গদাধর ॥ জয় শ্রীবাসাদি প্রভুপ্রিয় ভক্তগণ। মু হেন মূর্খের কর বাঞ্ছিত পূরণ ॥ জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়। এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয় ॥ শ্রীবীরহাম্বীর রাজা বনবিষ্ণুপুরে। আচার্য্য দর্শন লাগি উদ্বিগ্ন অন্তরে ॥ রাজা এই চিন্তা সদা করে মনে মনে। বিষ্ণুপুরে প্রভু বা আসিব কত দিনে ॥ মো অতি অনাথ মোর কেহ নাহি আর। প্রভু বিনা তিলে তিলে দেখি অন্ধকার ॥ কে বা না পাইল দুঃখ মোর আচরণে। গোস্বামি সবারে পীড়া দিনু বৃন্দাবনে ॥ কৈনু অপরাধ ঐছে কেহ নাহি করে। সে সবে কি অনুগ্রহ করিব আমারে ॥ ঐছে কত করি মনে রহে মৌন ধরি। সম্বরে নেত্রের ধারা কত যত্ন করি ॥ রাজারে উদ্বিগ্ন দেখি পাত্র মিত্রগণে। করয়ে সান্ত্বনা অতি মধুর বচনে ॥ এই অল্প দিন হৈল গেলা এথা হৈতে। বুঝিয়ে বিলম্ব কিছু হইবে আসিতে ॥ নহিবে ভাবিত তেহোঁ তুয়া ভক্তিরস। সর্ব্বত্র ব্যাপিল এই তোমার সুযশ ॥ তাঁর অনুগ্রহে সকলের অনুগ্রহ। ইথে মহারাজ কিছু না কর সন্দেহ ॥ যদি কহ

ব্রজস্থ প্রভুর প্রিয়গণে। করিব নিগ্রহ ইহা না করিহ মনে॥ এত কহিতেই ব্রজহৈতে দুই জন। আইলেন গোস্বামির লইয়া লিখন॥ দোঁহে দেখি রাজা মহা অস্তব্যস্ত হৈলা। ভূমিতলে পড়িয়া দোঁহারে প্রণমিলা॥ ঐছে রীত দেখি দোঁহে হৈয়া স্তব্ধপ্রায়। রাজা প্রতি কহে কিছু মধুর ভাষায়॥ বৃন্দাবনে যৈছে সবে প্রশংসে তোমারে। সাক্ষাৎ-কৃতা দেখি সুখ বাঢ়িল অন্তরে॥ পত্রিকা লইয়া আইনু গোস্বামি সবার। এই পত্রী আচার্য্যের এ পত্রী তোমার॥ এত কহি রাজারে দিলেন পত্রী দ্বয়। পত্রী লৈয়া রাজা নেত্র মস্তকে ধরয়॥ হর্ষে নিজ ভাগ্য প্রশংসিয়া বার বার। পড়ে নিজ পত্রী নেত্রে বহে অশ্রুধার॥ শ্রীজীব গোসাঞির মহা মধুর অক্ষর। যে শুনে তাহার হয় অধৈর্য্য অন্তর॥ পত্রী পড়ি রাজা মহা উল্লাসে কহয়। মু হেন অধমে সবে হইলা সদয়॥ অদোষ-দরশী সে প্রভুর ভক্তগণ। ঐছে কত কহে অশ্রু নহে নিবারণ॥ রাজার অদ্ভুত চেষ্টা দেখে ভাগ্যবান্। রাজা সে দোঁহার কৈল পরম সম্মান॥ যাজি-গ্রামে গোস্বামির পত্রী পাঠাইতে। নিজ সমাচার পত্রী লিখিল ত্বরিতে॥ দুই পত্রী নিজ দুই লোকে সমর্পিল। দোঁহে যাজিগ্রামে আসি আচার্য্যেরে দিল॥ গোস্বামির পত্রী মাথে বন্দিলা যতনে। পড়িতে আনন্দধারা বহে দুনয়নে॥ আচার্য্য ঠাকুর কতক্ষণে স্থির হৈলা। তবে সেই মনুষ্য রাজার পত্রী দিলা॥ পত্রী পড়ি আচার্য্যের

প্রসন্ন হৃদয়। পত্রে ব্যক্ত দর্শন আকাঙ্ক্ষা অতিশয়॥ আচার্য্য রাজায় শীঘ্র পত্রিকা লিখিল। যাইতে বিলম্ব কিছু পত্রে জানাইল॥ আর যে যে সমাচার নিখিল তাহাতে। পত্রিকা দিলেন সেই মনুষ্যের হাতে॥ পত্রী লৈয়া লোক বনবিষ্ণুপুরে গেলা। পত্রী পাঠে রাজা মহা আনন্দ পাইলা॥ এথা শ্রীআচার্য্য শিষ্যগণেরে পড়ায়। সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ভক্তি কহি গর্জ্জে সিংহপ্রায়॥ আচার্য্যের এই এক চিন্তা নিরন্তর। প্রায় অদর্শন হৈলা প্রভু পরিকর॥ যে কেউ আছেন সে সবার স্থির নয়॥ ঐছে বিচারিতে অতি ব্যাকুল হৃদয়॥ চিত্ত স্থির মাত্র ভক্তি শাস্ত্রেব বিচারে। আচার্য্যের বিদ্যাবল ব্যাপয়ে সংসারে॥ নানা দেশ হৈতে যে আইসে বিদ্যাবান্। সে সবে পড়ান ভক্তিরত্ন দিয়া দান॥ গোস্বামির গ্রন্থ অধ্যয়নের কারণ। এক দিন আইলা দুই ক্ষেত্রস্থ ব্রাহ্মণ॥ পূর্ব্বে যে আইলা মিলি তাঁ সবার সনে। চলিলেন আচার্য্য ঠাকুর সন্নিধানে॥ ভক্তি-পূর্ব্ব দোঁহে আচার্য্যেরে প্রণমিলা। আচার্য্য প্রণমি দোঁহে আলিঙ্গন কৈলা॥ দোঁহে জিজ্ঞাসয়ে শ্রীক্ষেত্রের সমাচার। দোঁহে কহে কহিতে দুঃখের নাহি পার॥ প্রভু পরিকর যে ছিলেন নীলাচলে। নেত্র অগোচর প্রায় হইতেছে সকলে॥ তথা গিয়াছিলা শ্যামানন্দ প্রেমময়। যে দেখিল তাঁর দশা কহিল না হয়॥ কুন কুন মহান্তের দর্শন পাইলা। সে সবার সঙ্গোপনে মৃত্যু প্রায় হৈলা॥ বিদরে পাষাণ দারু

শুনি সে ক্রন্দন। প্রভুর ইচ্ছায় মাত্র রহিল জীবন॥ কুন কুন ভাগবত তাঁরে প্রবোধিলা। বিচ্ছেদে ব্যাকুল তেঁহো বৃন্দাবন গেলা॥ শুনি আচার্য্যের দুই নেত্রে ধারা বয়। সে দশা দেখিতে কার হিয়া না দ্রবয়॥ আচার্য্য আপনা প্রবোধিয়া সেই ক্ষণে। গোস্বামির গ্রন্থ পড়ায়েন দুই জনে॥ নবদ্বীপ হৈতে এক বৈষ্ণব আসিয়া। মিলিল আচার্য্যে অতি ব্যাকুল হইয়া॥ শ্রীআচার্য্য অধৈর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসয়। কহ নবদ্বীপের সংবাদ কৈছে হয়॥ তেঁহো কহে শুক্লাম্বর আদি ভক্তগণ। এই অল্প দিনে হইলেন অদর্শন॥ এত কহিতেই কেহো আসিয়া কহিলা। দাসগদাধর অদ্য সঙ্গোপন হৈলা॥ শুনি শ্রীনিবাসাচার্য্য নারে স্থির হৈতে। মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন পৃথিবীতে॥ সে দশা দেখিয়া চিন্তা করে সর্ব্বজন। প্রভু ইচ্ছা হৈতে হৈল কিঞ্চিৎ চেতন॥ করি কত বিলাপ কান্দয়ে উচ্চস্বরে। উঠিল ক্রন্দন রোল আচার্য্যের ঘরে॥ সে কান্দন শুনিতে কান্দয়ে পশু পাখী। যে দেখিল সে সময়ে সেই তার সাখী॥ স্থির হৈয়া আচার্য্য কহেন সর্ব্ব জনে। আমারে যাইতে শীঘ্র হবে বৃন্দাবনে॥ করিবে তোমরা সবে গ্রন্থানুশীলন। অর্থ স্ফুরাবেন প্রভু রূপ সনাতন॥ এত কহি গ্রন্থ পড়ায়েন শিষ্যগণে। প্রকারে আচার্য্য বর দিলা সর্ব্ব জনে॥ এক দিন শ্রীআচার্য্য চিন্তয়ে অন্তরে। প্রায় সবে ছাড়ি গেলা মু হেন দুঃখিরে॥ এত চিন্তিতেই কেহো কহে উচ্চকরি।

অদর্শন হৈলা শ্রীঠাকুর নরহরি॥ ঐছে বাক্যবজ্রাঘাতে স্থির নাহি বান্ধে। ভূমিতে লোটায় একি হৈল বলি কান্দে॥ করিতে ক্রন্দন রজনীর শেষ হৈল। ছাড়িব জীবন এই মনে দঢ়াইল॥ প্রভুর ইচ্ছায় নিদ্রা হৈল অকস্মাৎ। স্বপ্নচ্ছলে দোঁহে শীঘ্র হইলা সাক্ষাৎ॥ প্রভু দাসগদাধর প্রভু নরহরি। করয়ে প্রবোধ আচার্য্যের করে ধরি॥ এ নহে উচিত তুমি যে করিলা মনে। সদা আছি আমরা তোমার সন্নিধানে॥ এত কহি শ্রীনিবাসে করি আলিঙ্গন। স্নেহাবেশে দোঁহে হইলেন অদর্শন॥ দুঁহু অদর্শনে দুঃখ হইল অশেষ। শ্রীনিবাস জাগিয়া দেখয়ে রাত্রিশেষ॥ না জানি কি রামচন্দ্রে কহিয়া নিভৃতে। বৃন্দাবনে যাত্রা কৈলা রজনী প্রভাতে॥ অতি শীঘ্র মথুরা নগরে প্রবেশিলা। শ্রীবিশ্রাম ঘাটেতে যমুনা স্নান কৈলা। তথা এক মাথুর ব্রাহ্মণ দূর হৈতে। শ্রীনিবাসে দেখি মহাবিহ্বল স্নেহেতে॥ গৌড়ে গিয়া শীঘ্র কেনে আগমন হইল। ঐছে বিচারিতে মনে উদ্বেগ জন্মিল॥ নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসিল সমাচার। শ্রীনিবাস নিবেদিল করি নমস্কার॥ ব্রজের মঙ্গল জিজ্ঞাসিতে শ্রীনিবাস। কহয়ে মাথুর বিপ্র ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস॥ মাঘ মাসে হৈল এথা তোমার গমন। দিন দশ আগে আইলে পাইতা দরশন॥ মাঘ কৃষ্ণা একাদশী দিনে কি আশ্চর্য্য। সঙ্গোপন হৈলা দ্বিজ হরিদাসাচার্য্য॥ শুনি শ্রীনিবাস ভাসে নেত্রের ধারায়॥ নহিল দর্শন বুলি ভূমিতে

লোটায় ॥ শ্রীনিবাস দশা দেখি বিপ্র মহাধীর। অনেক প্রকারে শ্রীনিবাসে কৈলা স্থির ॥ তথা হৈতে শ্রীনিবাস গিয়া বৃন্দাবন। গোস্বামি সবার কৈল চরণদর্শন ॥ সে দিবস বসন্ত পঞ্চমী তিথি হয়। শ্রীগোবিন্দ মন্দিরে সকলে বিলসয় ॥ শ্রীগোপাল ভট্ট শ্রীভূগর্ভ লোকনাথ। শ্রীজীব গোস্বামি আদি প্রিয়বর্গ সাঁথ ॥ অকস্মাৎ শ্রীনিবাসে দেখিয়া সকলে। স্নেহাবেশে ধরি করিলেন সবে কোলে ॥ ভূমিতে পড়িয়া প্রণময়ে শ্রীনিবাস। দেখি সে অদ্ভুত চেষ্টা সবার উল্লাস ॥ শ্রীনিবাসে কুশল সকলে জিজ্ঞাসিল। আদ্যোপান্ত শ্রীনিবাস সব নিবেদিল ॥ শুনি গৌরচন্দ্র প্রিয়ভক্ত সঙ্গোপন। ব্যাকুল হইয়া সবে করেন ক্রন্দন ॥ কেহ কহে শ্রীনিবাসে দেখি কৈলু মনে। এত শীঘ্র ইহাঁর গমন হৈল কেনে ॥ পাইলা দারুণ দুঃখ এ হেতু গমন। ঐছে কত কহি প্রবোধয়ে সর্ব্ব জন ॥ হরিদাসাচার্য্য অদর্শন জানাইতে। সবে যৈছে হৈলা তাহা কে পারে কহিতে ॥ শ্রীনিবাসে স্থির করি সবে স্থির হৈলা। গোবিন্দের রাজভোগ আরতী দেখিলা ॥ শ্রীনিবাস করি রাধাগোবিন্দদর্শন। প্রেমেতে বিহ্বল যৈছে না হয় বর্ণন ॥ গোস্বামিসকল প্রিয় শ্রীনিবাসে লৈয়া। ভুঞ্জিলেন শ্রীমহাপ্রসাদ যত্ন পা'য়া ॥ নিজ নিজ বাসা সবে গমন করিলা। শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাসে লৈয়া গেলা ॥ হেন কালে শ্যামানন্দ আইলা ক্ষেত্রহৈতে। গোস্বামিরে প্রণময়ে পড়িয়া

ভূমিতে ॥ স্নেহাবেশে গোস্বামী করিয়া আলিঙ্গন। কহি-লেন সুধাময় মধুর বচন ॥ শ্যামানন্দে যৈছে স্নেহ কে কহিতে পারে। ঐছে কৈল মন স্থির হয় যে প্রকারে॥ শ্রীনিবাসাচার্য্যের গমন জানাইয়া। রহিলেন কিছু কাল নিভৃতে বসিয়া॥ শ্যামানন্দ দেখিয়া আচার্য্য শ্রীনিবাসে। ভূমে পড়ি প্রণমিল মনের উল্লাসে॥ শ্রীনিবাস যথাযোগ্য আচরণ করি। বসাইলা পাশে শ্যামানন্দে করে ধরি॥ পর-স্পর কহিয়া সকল সমাচার। নিবারিতে নারে নেত্রে বহে অশ্রুধার॥ মনে করি গোস্বামির প্রবোধ বচন। কত-ক্ষণে স্থির হইলেন দুই জন॥ শ্যামানন্দে আচার্য্য রাখিয়া সেই খানে। শীঘ্র করি গেলেন শ্রীযমুনা সিনানে॥ স্নান করি জীবগোস্বামিরে নিবেদিয়া। শ্রীভট্ট গোস্বামি-পদে প্রণমিল গিয়া॥ এই রূপ সর্ব্বত্রেই করিয়া ভ্রমণ। শ্রীজীব নিকটে করে গ্রন্থানুশীলন॥ শ্রীজীবগোস্বামী অতি প্রসন্ন হৃদয়। দেখি আচার্য্যের বিদ্যা প্রভাবাতিশয়॥ শ্রীগোপাল চম্পূ গ্রন্থারম্ভ শুনাইলা। আর যে যে গ্রন্থ কৈল তাহা দেখাইলা॥ আচার্য্যের হইল অতি আনন্দ অন্তর। গোস্বামির গ্রন্থচর্চ্চা করে নিরন্তর॥ ঐছে শ্রীনিবাসাচার্য্য বৈসে বৃন্দাবনে। গৌরেতে ব্যাকুল সবে আচার্য্য বিহনে॥ এক দিন শ্রীখণ্ডেতে শ্রীরঘুনন্দন। রাম-চন্দ্রে কহে অতি মধুর বচন॥ হইল সকল শূন্য কহিতে কি আর। বৃন্দাবন যাহ শীঘ্র এ কার্য্য তোমার॥ এত

কহি পথের সন্ধান জানাইলা। সেই ক্ষণে রামচন্দ্র যাজি-গ্রাম আইলা॥ তথা রামচন্দ্রে সবে কহে বার বার। শ্রীআচার্য্য বিনা সব হইল অন্ধকার॥ না কর বিলম্ব শীঘ্র যাহ বৃন্দাবন। আচার্য্যে আনিয়া রাখ সবার জীবন॥ রামচন্দ্র সকলের পায়া অনুমতি। আইলেন নিজগৃহে হৈয়া হর্ষ অতি॥ রামচন্দ্র এই চিন্তা করে মনে মনে। শ্রীনরোত্তমের সঙ্গ হবে কত দিনে॥ হইলে তাঁহার সঙ্গ যাবে সব দুখ। দরশন বিনা মনে না জন্মিবে সুখ॥ প্রভু গৃহে রহিতে নারিব তাহা বিনে। তথা গতায়াত করিবেন গণ-সনে॥ ঐছে স্থানে রহি যাতে সুখ সর্ব্বমতে। স্থান স্থির হৈল মনে ঐছে বিচারিতে॥ মহান্ত-অন্তর বুঝে হেন কার শক্তি। কাহুকে না প্রকাশিল নিজ মনোবৃত্তি॥ নিজা-নুজ ভ্রাতা শ্রীগোবিন্দ বিদ্যাবান্। কার্য্যেতে চাতুর্য্য চারু সর্ব্বাংশে প্রধান॥ অতি স্নেহাবেশে তারে কহয়ে নিভৃতে। যাইব শ্রীবৃন্দাবন রজনী প্রভাতে॥ এবে এথা বাসের সঙ্গতি ভাল নয়। সদা মনে আশঙ্কা উপজে অতিশয়॥ আছয়ে কিঞ্চিৎ ভৌম * বহু দিন হৈতে। তাহে যে উৎপাত এবে দেখহ সাক্ষাতে॥ শীঘ্র এই বাসাদিক পরিত্যাগ করি। নির্ব্বিঘ্নে অন্যত্র বাস হয় সর্ব্বোপরি॥ তাহে এই গঙ্গা-পদ্মাবতী-মধ্য-স্থান। পুণ্যক্ষেত্র তেলিয়া বুধরি নামে গ্রাম॥ অতি গণ্ডগ্রাম শিষ্টলোকের বসতি। যদি মনে হয় তবে উপযুক্ত স্থিতি॥ শ্রীমাতামহের পূর্ব্বে ছিল

* ভৌম — ভূমিসম্পত্তি

গতায়াত। সকলে জানেন তেঁহো সর্ব্বত্র বিখ্যাত॥ তথা বাস হৈলে অনেকের সুখ হয়। গোবিন্দ কহয়ে এই কর্ত্তব্য নিশ্চয়॥ গোবিন্দের বাক্যে রামচন্দ্র হর্ষ হৈলা। পরমার্থ রীত বহু উপদেশ কৈলা॥ রামচন্দ্র রজনীপ্রভাতে ভ্রাতা স্থানে। বিদায় হইয়া যাত্রা কৈলা বৃন্দাবনে॥ আচার্য্য গেলেন মার্গশীর্ষ † মাসশেষে। রামচন্দ্র গমন করিলা শেষ পৌষে॥ শ্রীগোবিন্দ দুই চারি দিবস রহিয়া। কুমার নগর হৈতে গেলেন তেলিয়া॥ তেলিয়া বুধরি আদি গ্রামবাসী যত। সবার আনন্দ যৈছে কে কহিবে কত॥ আসিয়া মিলিলা ভদ্র লোক ভাগ্যবান্। সবে করি দিলেন অপূর্ব্ব বাসস্থান॥ সবে মহাসুখী গোবিন্দের সঙ্গ পেতে। গোবিন্দ পাইলা সুখ সবার স্নেহেতে॥ ঐছে বিলসয়ে এক চিন্তামাত্র সবে। শ্রীআচার্য্য চরণ কিঙ্কর হব কবে॥ কবে শ্রীআচার্য্য প্রভু দীক্ষা মন্ত্র দিব। উদ্ধারিয়া অধমে আপন করি নিব॥ ঐছে খেদ গোবিন্দ করয়ে অনুক্ষণ। ইথে কহি গোবিন্দের পূর্ব্ব বিবরণ॥ কুমারনগরে বৈসে অতি শুদ্ধাচার। ভগবতী বিনা কিছু না জানয়ে আর॥ গীতপদ্যে করে ভগবতীর বর্ণন। শুনি হর্ষ শক্তি-উপাসক সঙ্গিগণ॥ ভগবতী প্রতি ঐছে হইল যেন মতে। তাহার কারণ এবে কহি সংক্ষেপেতে॥ শক্তি-উপাসক মাতামহ দামোদর। ভগবতী যাঁর বশীভূত নিরন্তর॥ দামোদর কবিরাজ সর্ব্বত্র প্রচার। তাঁর কন্যা

† মার্গশীর্ষ — অগ্রহায়ণ মাস

সুনন্দা গোবিন্দ পুত্র যার॥ মাতৃগর্ব্ভে গোবিন্দ ভূমিষ্ঠ নাহি হয়। তাহাতে মাতার কষ্ট হইল অতিশয়॥ দাসী শীঘ্র কহিলেন কবিরাজ প্রতি। সে সময়ে কবিরাজ পূজে ভগবতী॥ কথা না কহিয়া নেত্র হস্ত ভঙ্গীদ্বারে। শ্রীদুর্গা-দেবীর যন্ত্র.দেখায় দাসীরে॥ লৈয়া যাহ ইহা শীঘ্র করাহ দর্শন। হইব প্রসব দুঃখ হবে নিবারণ॥ কহিল ভঙ্গিতে যাহা তাহা না বুঝিল। শীঘ্র যন্ত্র ধৌত করি জল পিয়া-ইল॥ হইল প্রসব পুত্র পরম সুন্দর। দিনে দিনে বৃদ্ধি হৈলা যৈছে শশধর॥ জন্ম হইল ভগবতী-যন্ত্রোদক-পানে। এই এক হেতু ইহা জানে সর্ব্ব জনে॥ অল্পকালে পিতা সঙ্গোপন সঙ্গহীন। না বুঝিল কুন কর্ম্ম কহয়ে প্রাচীন॥ আজন্ম রহিলা মাতামহের আলয়। তাঁর সঙ্গাধীন আর এই এক হয়॥ উত্তম মধ্যমাধম সঙ্গ শাস্ত্রে কয়। যে যৈছে করয়ে সঙ্গ সেহো তৈছে হয়॥ ভগবতীপ্রতি আর্ত্তি এ দুই প্রকারে। সবে উপদেশে ভগবতী পূজিবারে॥ ভগ-বতী বিনা কুন কার্য্য সিদ্ধি নয়। এই মত উপদেশ গোবিন্দ করয়॥ রামচন্দ্র শ্রীআচার্য্য স্থানে শিষ্য হৈতে। গোবিন্দ একান্তে বসি বিচারয়ে চিতে॥ ভগবতী—পাদপদ্ম কৈলে আরাধন। নহিবে কি এ ভববন্ধাদি বিমোচন॥ হেন-কালে অলক্ষে কহয়ে ভগবতী। কৃষ্ণ না ভজিলে কারু না ঘুচে দুর্গতি॥ শুনি এই বাক্য মনে বহু খেদ হৈল। ভজিব শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম দঢ়াইল॥ আচার্য্য প্রভুর শিষ্য হইব

সর্ব্বথা। তবে সে ঘুচিব মোর অন্তরের ব্যথা॥ ঐছে বিচারিয়া চলিতেই যাজিগ্রামে। শুনিলেন শ্রীআচার্য্য গেলা বৃন্দাবনে॥ গোবিন্দের চিত্তে খেদ হৈল অতিশয়। হইয়া ব্যাকুল মনে মনে বিচারয়॥ বৈষ্ণবগণেও মোর হিত-চিন্তা কৈল। কহিল পিতার বার্ত্তা তাহা না শুনিল॥ মোর পিতা চিরঞ্জীব সেন বিদ্যাবান্। চৈতন্যচন্দ্রের ভক্ত গুণের নিধান॥ এ হেন সন্তান হৈয়া গেলু ছারে খারে। এ কেবল কর্ম্মদোষ কি বলিব কারে॥ মোর সম জগতে অধম নাই আর। মনে যে করিনু তাহা নহিল আমার॥ যদি আচার্য্যের কভু করিতু দর্শন। তবে কিনা ফিরিত আমার দুষ্ট মন॥ মোর জ্যেষ্ঠ আচার্য্য প্রভুর দরশনে। ফিরিল সে মন নিষ্ঠা হৈল সে চরণে॥ তাঁরে শ্রীআচার্য্য প্রভু অনুগ্রহ কৈল। মোর কর্ম্ম দোষে তাঁর দর্শন না হইল॥ কি করিব কোথা যাব কি হবে আমার। এত কহি কান্দে নেত্রে বহে অশ্রুধার॥ হেন কালে দৈববাণী হইল আকাশে। অভিলাস পূর্ণ হবে অলপ দিবসে॥ সেই দিন হৈতে কৃষ্ণে হৈল রতি মতি। দেখি ঐছে চেষ্টা রামচন্দ্র হর্ষ অতি॥ এইত কহিল গোবিন্দের পূর্ব্ব রীত। এ সব শ্রবণে কৃষ্ণচন্দ্রে হয় প্রীত॥ তেলিয়া বুধরি গ্রামে গোবি-ন্দের স্থিতি। তেলিয়ায় নির্জ্জন স্থানেতে প্রীত অতি॥ বুধরি পশ্চিমে শ্রীপশ্চিমপাড়া নাম। তথা সর্ব্বারম্ভে বাস সেহ রম্য স্থান॥ বুধরি প্রসিদ্ধ বাসে ব্যক্ত সর্ব্ব ঠাঁই।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিনা গোবিন্দের ধৈর্য্য নাই ॥ কহিতে কি এথা উৎকণ্ঠিত হৈয়া অতি। রামচন্দ্র বৃন্দাবনে গেলা শীঘ্র গতি ॥ রামচন্দ্রে দেখি লোক করে ধাওয়া ধাই ॥ সবে কহে এমন কখনু দেখি নাই ॥ গৌড়দেশ হৈতে হৈল ইহাঁর গমন। না জানিয়ে এহোঁ কুন রাজার নন্দন ॥ কেহো কহে অহে এ মনুষ্য কভু নয়। ইহোঁ কুন দেবতা স্বরূপেতে এই হয় ॥ কেহো গিয়া কহে জীব গোসাঞির অগ্রেতে। অপূর্ব্ব পুরুষ এক আইলা গৌড়ে হৈতে ॥ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরকান্তি কনক জিনিয়া। তারে দেখি না জানি কেমন করে হিয়া ॥ মন্দ মন্দ চলে চারু চতুর্দ্দিকে চায়। বিপুল পুলকাবলি শোহে সর্ব্ব গায় ॥ বৃন্দাবন শোভা দেখি কি ভাব অন্তরে। দীর্ঘ দুই নয়নে অদ্ভুত অশ্রু ঝরে ॥ ইহা শুনি শ্রীজীব আচার্য্যে জিজ্ঞাসিলা। আচার্য্য কহেন বুঝি রামচন্দ্র আইলা ॥ পূর্ব্বে শ্রীআচার্য্য রামচন্দ্র বিবরণ। করিয়াছিলেন গোস্বামিরে নিবেদন ॥ শ্রীজীব গোস্বামী কহে রামচন্দ্র কোথা। লোকে নিদেশয়ে শীঘ্র তাঁরে আন এথা ॥ এত কহিতেই রামচন্দ্র তথা আইলা। শ্রীআচার্য্য গোস্বামির পদে প্রণমিলা ॥ দোঁহে রামচন্দ্রে আলিঙ্গিয়া বার বার। বসাইয়া নিকটে জিজ্ঞাসে সমাচার ॥ রামচন্দ্র প্রথমেই কৈল নিবেদন। যে কহিল খণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দন ॥ আর যে যে বৈষ্ণব যে কহিতে কহিল। তাহা কহি তাঁ সবার চেষ্টা জানাইল ॥ গ্রন্থ অধ্যয়ন আদি যৈছে

তা কহিতে। হইল অধৈর্য্য ধৈর্য্য ধরিল যত্নেতে॥ গয়া কাশী অযোধ্যা প্রয়াগ তীর্থ হৈয়া। যৈছে ব্রজে আইলা তা কহিল বিবরিয়া॥ শ্রীজীব গোস্বামী রামচন্দ্রের কথায়। জানিলেন মহাদুঃখ ব্যাপিল তথায়॥ গৌড়ে শ্রীনিবাসে শীঘ্র চাহি পাঠাইতে। ঐছে বিচারিয়া হৈলা বিহ্বল স্নেহেতে॥ রামচন্দ্রে কহি কত মধুর-বচনে। লৈয়া গেলা রাধাদামোদরের দর্শনে। রামচন্দ্র রাধাদামোদরে নিরখিয়া। নেত্রজলে ভাসে ভূমে পড়ি প্রণমিয়া॥ শ্রীরূপ গোসাঞির দেখি সমাধি তথায়। না রহে ধৈরয-লেশ ধরণী লোটায়॥ হাহা প্রভু রূপ বলি ক্রন্দন করয়। শ্রীজীব করিয়া কোলে কত প্রবোধয়॥ রামচন্দ্র স্থির হইলেন কত ক্ষণে। ঐছে প্রেমাবেশ হয় সর্ব্বত্র দর্শনে॥ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন। রাধাদামোদর আর শ্রীরাধারমণ॥ এ সব দর্শনে সুখ অশেষ হইল। সনাতন গোস্বামির সমাধি দেখিল॥ সমাধি দর্শনে মহাব্যাকুল হইলা। কাশীশ্বর পণ্ডিতের সমাধি দেখিলা॥ রঘুনাথ ভট্টের সমাধি নিরখিয়া। কি বলিব যে রূপ বিদীর্ণ হৈল হিয়া॥ শ্রীগোপাল ভট্ট লোকনাথ কৃপাময়। শ্রীভূগর্ভ আদি কৃপা কৈল অতিশয়॥ রামচন্দ্র আইলা ইহা সর্ব্বত্র ব্যাপিল। দেখিতে কাহার মনে সাধ না জন্মিল॥ রাম-চন্দ্র আরীট গ্রামেতে শীঘ্র গেলা। রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড দেখি স্নান কৈলা॥ প্রণমিলা রঘুনাথ দাস গোস্বামিরে।

তেঁহো স্নেহে আলিঙ্গিয়া সিঞ্চে নেত্র নীরে॥ শ্রীরামচন্দ্রের শুনি কবিত্ব মধুর। যে কৃপা করিল তাহা বচনের দূর॥ কৃষ্ণ দাস কবিরাজ আদি যত জন। তা সবা সহিত হৈল অপূর্ব্ব মিলন॥ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের দর্শন করিলা। ভ্রমিয়া দ্বাদশ বনে মহাহর্ষ হৈলা॥ বৃন্দাবনে শ্রীভট্ট গোস্বামি-আদি যত। সবে রামচন্দ্রে প্রশংসয়ে অবিরত॥ শুনি রামচন্দ্রের কবিত্ব চমৎকার। কবিরাজ খ্যাতি হৈল সম্মত সবার॥ কহিতে কি শ্রীরামচন্দ্রের গুণগণ। যার ইষ্ট-নিষ্ঠা-যশ গায় সর্ব্ব জন॥ রামচন্দ্র নিজ ইষ্ট আচার্য্য-সঙ্গেতে। ভট্টগোস্বামির সেবা করে নানা মতে॥ বৃন্দা-বনে যৈছে বিলসয়ে দুই জন। বাহুল্য-ভয়েতে তাহা না হয় বর্ণন॥ শ্রীজীব গোসাঞির সুখ বাড়ে নিরন্তর। দেখি গুরু শিষ্যের চরিত্র মনোহর॥ শ্রীগৌড়গমন আচার্য্যেরে জানাইলা। আচার্য্য সর্ব্বত্র শীঘ্র বিদায় হইলা॥ বৈশা-খের পূর্ণিমা দিবস শুভ তিথি। রাধারমণের সিংহাসন যাত্রা তথি॥ মহামহোৎসব ভট্টগোস্বামি-বাসায়। দেখি লেন শ্রীনিবাস উল্লাস হিয়ায়॥ সেই দিন শ্রীজীব গোস্বামী স্নেহাবেশে। যাত্রা করাইলা গৌড়ে প্রিয় শ্রীনিবাসে॥ পূর্ণিমার পর দিন শ্রীজীব গোসাঞি। শ্যামানন্দে সমর্পিলা আচার্য্যের ঠাঁই॥ যে যে গ্রন্থ পূর্ব্বে পরিশোধন করিল। তাহা লোক সঙ্গতি করিয়া সঙ্গে দিল॥ গোস্বামী সকল গোবিন্দের মন্দিরেতে। হইলা ব্যাকুল সবে বিদায়

করিতে ॥ শ্রীনিবাস সবার চরণে প্রণমিয়া। চলে গোবিন্দের মুখচন্দ্র নিরখিয়া ॥ রামচন্দ্র শ্যামানন্দ ব্যাকুল অন্তরে। পুনঃ পুনঃ প্রণময়ে গোস্বামি-সবারে ॥ শ্রীজীব ব্যাকুল হৈয়া চলে কথো দূর। পুনঃ পুনঃ নিষেধয়ে আচার্য্য ঠাকুর ॥ বাসায় চলিলা সবে বিদায় করিয়া। আচার্য্য চলিলা শীঘ্র মথুরা হইয়া ॥ কথো দিনে বনবিষ্ণুপুরে প্রবেশিতে। আগুসরি আইলা রাজা মহাহর্ষ চিত্তে ॥ আচার্য্য প্রভুর পাদপদ্ম নিরখিয়া। করয়ে প্রণাম ভূমিতলে লোটাইয়া ॥ আচার্য্য রাজার শিরে অর্পিয়া চরণ। ধরি বাহু মূলে তুলি কৈল আলিঙ্গন ॥ রামচন্দ্র শ্যামানন্দ গুণের আলয়। আচার্য্য দিলেন এ দোঁহার পরিচয় ॥ রাজা বীরহাম্বীর পড়িয়া ভূমিতলে। দুঁহু পদে প্রণমি ভাসয়ে নেত্রজলে ॥ উল্লাসে কহয়ে রাজা কি ভাগ্য আমার। প্রভুর কৃপায় পাইলু চরণ দোঁহার ॥ দোঁহে বীরহাম্বীরে করিয়া আলিঙ্গন। পাইলেন যে আনন্দ না হয় বর্ণন ॥ রাজপাত্রাদিক যে রাজার সঙ্গে আইলা। সে সকলে আনন্দ-সমুদ্রে মগ্ন হৈলা ॥ প্রভুরে লইয়া রাজা গেলা বাসাস্থান। নেত্র ভরি দেখে গ্রামবাসী ভাগ্যবান্ ॥ আচার্য্য ঠাকুর আইলা বনবিষ্ণুপুরে। সর্ব্বত্র ব্যাপিল পরস্পর লোকদ্বারে ॥ বনবিষ্ণুপুরে শ্রীআচার্য্য গণসনে। বিলসয়ে দিবস রজনি সঙ্কীর্ত্তনে ॥ শ্রীআচার্য্য ঠাকুরের অলৌকিক রীত। কে বুঝিতে পারে তাঁর অন্তরের প্রীত ॥

দিন দশ শ্যামানন্দে রাখি বিষ্ণুপুরে। উৎকলে বিদায় করে ব্যাকুল অন্তরে ॥ শ্যামানন্দ যাইবেন উৎকল-দেশেতে। ইথে রাজা অধৈর্য্য হইয়া চিন্তে চিতে ॥ মহান্তের চেষ্টা বুঝে ঐছে শক্তিকার। সর্ব্বত্র ভ্রমিয়া করে জীবের উদ্ধার ॥ এথা কথো দিবস নহিল অবস্থিতি। পুন যে দেখিব ঐছে না কৈলুঁ সুকৃতি ॥ এতেক চিন্তিয়া বহু দ্রব্য যত্ন-মতে। লৈয়া আইলা শ্রীআচার্য্য প্রভুর অগ্রেতে ॥ আচার্য্য দেখিয়া সুখ পাইলেন মনে। অগ্রে লৈয়া সামগ্রী চলিলা ভারিগণে ॥ শ্যামানন্দ রাজার করিল মনোহিত। অন্যে কি বুঝিব শ্যামানন্দের যে রীত ॥ আচার্য্য ঠাকুর ধৈর্য্য ধরিতে না পারি। শ্যামানন্দে কহে কত আলিঙ্গন করি ॥ শ্যামানন্দ সিক্ত আচার্য্যের নেত্রজলে। আচার্য্যেরে প্রণ-ময়ে পড়ি মহীতলে ॥ শ্যামানন্দ করে ধরি আচার্য্য ঠাকুর। স্নেহাবেশে সঙ্গেতে চলয়ে কথো দূর ॥ শ্যামানন্দ কহি কত আচার্য্য ঠাকুরে। ফিরাইলা আচার্য্য গেলেন বাসাঘরে ॥ রামচন্দ্র কবিরাজ আদি সবা স্থানে। হইলা বিদায় যৈছে বর্ণিতে কে জানে ॥ বিদায়ের কালে রাজা যাহা নিবে-দিল। গ্রন্থের বাহুল্যভয়ে তাহা না বর্ণিল ॥ শ্যামানন্দ চলে মহা ব্যাকুল হইয়া। কান্দয়ে সকল লোক সে পথ চাহিয়া ॥ বনবিষ্ণুপুর হৈতে বহু জন সনে শ্যামানন্দ উৎ-কলে গেলেন অল্প দিনে ॥ সর্ব্বত্রেই বিদিত হইল আগ-মন। চতুর্দ্দিকে ধায় লোক করিতে দর্শন ॥ শ্রীরসিকানন্দ-

আদি মহাহর্ষ হৈলা। শ্যামানন্দ নৃসিংহপুরেতে স্থিতি কৈলা॥ সমাচার পত্রী পাঠাইলা বিষ্ণুপুর। পত্রীপাঠে হর্ষ হৈলা আচার্য্য ঠাকুর॥ বিষ্ণুপুরে আচার্য্য রহিলা দুই মাস। অনেক জনের পূর্ণ কৈল অভিলাষ॥ দেখিয়া রাজার ভক্তিগ্রন্থে অধিকার। আচার্য্যের মনেতে হইল চমৎকার॥ পূর্ব্বে কহিলেন যাহা তাহা সূচাইয়া। রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা দিলা হর্ষ হৈয়া॥ শ্রীকাম গায়ত্রী অর্থ যত্নে শুনাইল। হরি-নাম জপের নির্ব্বন্ধ করাইল॥ প্রিয় রামচন্দ্র কবিরাজে সমর্পিলা। জানিবে বিশেষ ইহাঁ স্থানে জানাইলা॥ দেখিয়া রাজার চেষ্টা কহে বারে বারে। শ্রীজীব গোস্বামী হৈলা প্রসন্ন তোমারে॥ শ্রীচৈতন্য দাস নাম থুইল তোমার। শুনিয়া রাজার নেত্রে বহে অশ্রুধার॥ সর্ব্বাঙ্গে পুলক ধৈর্য্য ধরণে না যায়। ভূমিতে পড়িয়া প্রণময়ে প্রভু-পায়॥ কর যোড় করিয়া কহয়ে বার বার। তুয়া অনুগ্রহে সব সফল আমার॥ ঐছে কত কহে দাঁড়াইয়া প্রভুপাশে। সে সব কহিতে মোর মুখে না আইসে॥ রাজা বীরহাম্বীরের রাণী সুলক্ষণা। আচার্য্য প্রভুরে কত করিলা প্রার্থনা॥ আচার্য্য প্রসন্ন হৈয়া দীক্ষা মন্ত্র দিলা। পাইয়া যুগলমন্ত্র রাণী হর্ষ হৈলা॥ শ্রীধাড়ি হাম্বীর যোগ্য রাজার তনয়। তাঁরে শিষ্য কৈলা শ্রীআচার্য্য দয়াময়॥ হৈল বীরহাম্বীরের পরম উল্লাস। শ্রীকালাচাঁদের সেবা করিলা প্রকাশ॥ শ্রীআচার্য্য প্রভু তাঁর করে অভিষেক। দেখে ভাগ্যবন্ত লোক কৌতুক

অনেক॥ কেহো কহে কালাচাঁদ কিবা মনোহর। সাক্ষাৎ হইল একি ব্রজেন্দ্র কুমার?॥ কেহো কহে রাজার ভাগ্যের সীমা নাই। হেন শ্রীবিগ্রহ না দেখিয়ে কুন ঠাঁই॥ রাজার যেমন মনোবৃত্তি তৈছে হৈলা। দেখি কালাচাঁদ-শোভা কেবা না ভুলিলা॥ ঐছে কত কহে চাহি কালাচাঁদ পানে। অভিষেক উৎসব বর্ণিব কিবা আনে॥ শ্রীআচার্য্য প্রভু কৃপা করিয়া রাজায়। সমর্পিল শ্রীকালাচাঁদের দুটি পায়॥ আচার্য্য বিহনে রাজা না জানয়ে আর। আচার্য্যের পাদপদ্ম সর্ব্বস্ব রাজার॥ আচার্য্যের গুণে হিয়া উমড়ে সদায়। স্বপনেও রাজা আচার্য্যের গুণ গায়॥ এক দিন স্বপ্নে গীত করিল বর্ণন। মহানন্দে রাণী কিছু করিল শ্রবণ॥ জাগিয়া বসিতে রাজা রাণী নিবেদয়। স্বপ্নেতে বর্ণিলা কি অপূর্ব্ব গীতদ্বয়॥ কহিতেও ভয়, না কহিলে প্রাণ ঝুরে। অনুগ্রহ করিয়া শুনাও এ দাসীরে॥ রাজা কত দৈন্য প্রকাশিয়া মৃদু ভাবে। সুমধুর গীত পাঠ করে প্রেমাবেশে॥

কামোদঃ॥

প্রভু মোর শ্রীনিবাস, পূরাইলে মনের আশ, তুয়া বিনু গতি নাহি আর। আছিলু বিষয় কীট, বড়ই লাগিত মিট, ঘুঁচাইলা রাজ-অহঙ্কার॥ করিতু গরল পান, সে ভেল ডাহিন বাম, দেখাইলা অমিয়ার ধার। পিব পিব করে মন, সব ভেল উচাটন, এ সব তোমার ব্যবহার॥ রাধাপদ সুধারাশি, সে পদে করিলা দাসী, গোরাপদে বাঁধি দিলা চিত। শ্রীরা-

ধিকা গণ সহ, দেখাইলা কুঞ্জ গেহ, জানাইলা দুহু প্রেম-রীত ॥ যমুনার কূলে যাই, তীরে সখী ধাওয়া ধাই, রাধা কানু বিলসয়ে সুখে। এ বীরহাম্বীর হিয়া, ব্রজপুর সদা ধিয়া, যাঁহা অলি উড়ে লাখে লাখে ॥ ১ ॥

কামোদঃ ॥

শুনগো মরম সখি,কালিয়া কমল আঁখি,কিবা কৈল কিছুই না জানি। কেমন করয়ে মন, সব লাগে উচাটন, প্রেম করি খোয়ানু পরাণি। শুনিয়া দেখিনু কালা, দেখিয়া পাইনু জ্বালা, নিবাইতে নাহি*পাই পানি। অগুরু চন্দন আনি, দেহেতে লেপিনু ছানি, না নিবায় হিয়ার আগুনি॥ বসিয়া থাকিয়ে যবে, আসিয়া উঠায় তবে, লৈয়া যায় যমুনার তীর। কি করিতে কি না করি, সদাই ঝুরিয়া মরি, তিলেক নাহিক রহি থির ॥ শাশুড়ী ননদী মোর, সদাই বাসয়ে চোর, গৃহপতি ফিরিয়া না চায়॥ এ বীরহাম্বীর চিত, শ্রীনিবাস-অনুগত, মজি গেলা কালাচাঁদের পায় ॥ ২ ॥

গীত শুনি রাণীর কত না উঠে মনে। না ধরে ধৈরয ধারা বহে দুনয়নে ॥ রাজার চরণে কত করয়ে প্রার্থনা। হইয়া বিহ্বল রাণী না জানে আপনা ॥ রাজা নিজ নেত্রজলে সিঞ্চিত হইলা। স্থির হৈয়া আপনি রাণীরে স্থির কৈলা ॥ মধ্যে মধ্যে উঠে কত তরঙ্গ দোঁহার। সে প্রেম বর্ণিতে হেন শক্তি কি আমার ॥ শ্রীচৈতন্যদাস নামে যে গীত বর্ণিল। বিস্তারের ডরে তাহা নাহি জানাইল॥ গোষ্ঠী-

সহ রাজার অপূর্ব্ব রীত দেখি। গণসহ আচার্য্য ঠাকুর মহা-সুখী॥ বনবিষ্ণুপুরে ঐছে আচার্য্য ঠাকুর। বহু শিষ্য করি ভক্তি বিতরে প্রচুর॥ সে সব শিষ্যের অতি অদ্ভুত চরিত। শাখাগণনাতে কিছু হইব বিদিত॥ কথো জন শিষ্য হৈতে মহা চেষ্টা পাইলা। আপনে না করি অন্য স্থানে করাইলা॥ শিখর ভূমির রাজা হরিনারায়ণ। আচা-র্য্যের স্থানে শিষ্য হৈতে তাঁর মন॥ তেঁহো শিষ্য হইবেন শ্রীরাম-মন্ত্রেতে। স্বাভাবিক প্রীত তাঁর শ্রীরামচন্দ্রেতে॥ হরিনারায়ণের অপূর্ব্ব চেষ্টা দেখি। শ্রীনিবাসাচার্য্য হই-লেন মহাসুখী॥ তাঁর মনোরথ পূর্ণ করিতে আপনে। হইলা সচেষ্ট অনুগ্রহ কেবা জানে॥ রঙ্গক্ষেত্রে ত্রিমল্ল-ভট্টের পুত্র ছিলা। পত্রীদ্বারে অতি শীঘ্র তাঁরে আনা-ইলা॥ তেঁহো পঞ্চকূটে আসি স্নেহাবিষ্ট মনে। রাম-মন্ত্রে শিষ্য কৈল হরিনারায়ণে॥ হরিনারায়ণে অনুগ্রহ প্রকাশিয়া। শ্রীনিবাস আচার্য্যে দিলেন সমর্পিয়া॥ সর্ব্ব তত্ত্ব জানাইলা আচার্য্য ঠাকুর। কহিতে কি রাজার চরিত্র সুমধুর॥ এক দিন আচার্য্য ঠাকুর সবা-সনে। বসিয়া আছেন কৃষ্ণকথা-আলাপনে॥ হেন কালে আইলা লোক যাজিগ্রাম হৈতে। সমাচার পত্রী দিয়া প্রণমে ভূমিতে॥ সে মনুষ্যে জিজ্ঞাসি কুশল তার পর। পত্রী পাঠে আচা-র্য্যের অধৈর্য্য অন্তর॥ পত্রে ব্যক্ত লিখিল গমন শীঘ্র হয়। খণ্ডবাসি-আদি অতি উদ্বিগ্নহৃদয়॥ ঐছে পত্রী সকলেই

করিলা শ্রবণ। হইল ব্যাকুল বীরহাম্বীরের মন ॥ আচার্য্য কহেন নৃপে ব্যাকুল দেখিয়া। খেতরি যাইব খণ্ড যাজিগ্রাম হৈয়া ॥ অতি অল্প বিলম্বে আসিব বিষ্ণুপুরে। রাজা কহে কৃপা করি সঙ্গে লহ মোরে ॥ শ্রীআচার্য্য জানিয়া রাজার মনোবৃত্তি। অতি সুমধুর বাক্যে কহে রাজা প্রতি ॥ নহিব উদ্বিগ্ন এবে স্থির কর মন। শ্রীনরোত্তমের শীঘ্র পাইবে দর্শন ॥ পত্রী পাঠাইব তেঁহো যাজিগ্রাম আইলে। একযোগে বহু কার্য্য হ'বে তথা গেলে ॥ শুনি হর্ষ হৈলা রাজা গোষ্ঠীর সহিতে। সকলে জানিলা যাত্রা রজনি প্রভাতে ॥ গণ সহ শ্রীআচার্য্য রজনি বিহানে। বিষ্ণুপুর হইতে চলয়ে যাজি-গ্রামে ॥ আসিয়া অসংখ্য লোক দর্শন করিল। রাজা যত্নে অনেক সামগ্রী সঙ্গে দিল ॥ শ্রীআচার্য্য প্রভু সঙ্গে কথোদূর গিয়া। আইলেন বিষ্ণুপুরে বিদায় হইয়া ॥ গোষ্ঠীসহ রাজা এই চিন্তে মনে মনে। পুন প্রভু দর্শন পাইব কত দিনে ॥ আচার্য্য ঠাকুর করি রাজারে বিদায়। গণসহ যাজিগ্রামে আইলা ত্বরায় ॥ গ্রামবাসী লোক দেখি আচার্য্য ঠাকুরে। পাইলা পরমানন্দ দুঃখ গেল দূরে ॥ যাজিগ্রামে আচার্য্যের গমন হইল। একথা লোকের মুখে সর্ব্বত্র ব্যাপিল ॥ যাজি-গ্রাম হইতে আচার্য্য বিজ্ঞবর। শ্রীখণ্ড গেলেন শীঘ্র কে বুঝে অন্তর ॥ গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণে গৌরচন্দ্রে প্রণমিতে। দীর্ঘ দুই নেত্রে বারি নারে নিবারিতে ॥ শ্রীরঘুনন্দন শ্রীনি-বাসে নিরখিয়া। না ধরে ধৈরয স্নেহে উমড়য়ে হিয়া ॥

দুই বাহু পসারি করিয়া আলিঙ্গন। ছাড়িতে নারয়ে বক্ষে রাখে কতক্ষণ॥ শ্রীনিবাস চাহে ভূমে পড়ি প্রণমিতে। তাহা না হইল, বদ্ধ হৈলালিঙ্গনেতে॥ আনে কি বুঝিব মর্ম্ম না হইবে হেন। শ্রীরঘুনন্দন প্রাণ পাইলেন যেন॥ ব্রজস্থিত ভক্তের কুশল জিজ্ঞাসয়। শ্রীনিবাস ব্যাকুল হইয়া নিবেদয়॥ প্রভুর বিয়োগে সে প্রভুর প্রিয়গণ। দিনে দিনে প্রায় হই-ছেন্ন অদর্শন॥ এবে যে আছেন চেষ্টা না আইসে কহিতে। তাঁ সবার স্থিতিমাত্র প্রভুর ইচ্ছাতে॥ ব্রজ হৈতে আসি মুই অল্প দিনে গেলু। ইথে হৈল সন্দেহ তা জানি নিবেদিলু॥ শুনিয়ে সকল মহান্তের অদর্শন। হইলা মুর্চ্ছিত নেত্রে ধারা নদীসম॥ শুনি রঘুনন্দন কহয়ে বার বার। দিনে দিনে অবনি হইছে অন্ধকার॥ প্রভু নরহরি প্রিয়গণের সহিতে। ছাড়িয়া গেলেন মোরে দুঃখ ভুঞ্জাইতে॥ কি সুখ থাইয়ে দেহে আছয়ে জীবন। ঐছে কত কহি কান্দে শ্রীরঘু-নন্দন॥ প্রভু নরহরির করুণা সোঙরিয়া। কান্দে শ্রীনিবাস ভূমিতলে লোটাইয়া॥ কে ধরে ধৈরয এ দোঁহার কান্দ-নাতে। উঠিল ক্রন্দন রোল শ্রীখণ্ডগ্রামেতে॥ সে কান্দনে কান্দয়ে বনের পশু পাখী। যে দেখিল সে সময় সেই তার সাখী॥ শ্রীরঘুনন্দন স্থির হৈয়া শ্রীনিবাসে। স্থির করি অনেক কহিল মৃদুভাষে॥ রাখি কতক্ষণ যাজিগ্রামে পাঠা-ইলা। শ্রীকণ্ঠক নগর যাইতে আজ্ঞা কৈলা॥ শ্রীআচার্য্য যাজিগ্রামে আসিয়া ত্বরায়। কণ্ঠক নগরে গেলা ব্যাকুল

হিয়ায় ॥ যথা গৌরচন্দ্র কৈল সন্যাস গ্রহণ। তথা যৈছে হৈলা তাহা না হয় বর্ণন ॥ শ্রীগৌরাঙ্গ-দর্শনে ভাসয়ে নেত্রজলে। বার বার প্রণময়ে পড়ি ভূমিতলে ॥ তথা যে ছিলেন ভক্ত-গণ স্নেহাবেশে। হইয়া বিহ্বল মিলিলেন শ্রীনিবাসে ॥ শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী বিজ্ঞবর। যাঁর ইষ্টদেব প্রভু দাস গদা-ধর ॥ নিজ ইষ্ট সঙ্গোপন-দুঃখে দগ্ধ হিয়া। হইলা অধৈর্য্য তেঁহো আচার্য্যে দেখিয়া ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য চেষ্টা দেখিয়া তাঁহার। স্থির হৈতে নারে নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ প্রভু গদাধর গুণ করিয়া কীর্ত্তন। দোঁহে কান্দে ফুকরি কান্দয়ে সর্ব্বজন ॥ সে কান্দন শুনিতে পাষাণ গলি যায়। দুঃখের তরঙ্গ কত উমড়ে হিয়ায় ॥ শ্রীগৌরচন্দ্রের ইচ্ছামতে কত-ক্ষণে। সবে স্থির হৈয়া বৈসে গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণে ॥ বৃন্দাবন-গমনাদি আচার্য্যে জিজ্ঞাসে। তাহা সব নিবেদিলা সুমধুর ভাষে ॥ আচার্য্যের প্রতি কহে শ্রীযদুনন্দন। এক বর্ষ হৈল ব্রজে গমনাগমন ॥ দারুণ বিচ্ছেদ দুঃখে বৃন্দাবন গিয়া। শীঘ্র যে আইলা ইথে জুড়াইল হিয়া ॥ এই দেখ প্রভু গদা-ধরের আসন। এ নির্জ্জনে কৈলা তুমি তাঁহার দর্শন ॥ কি বর্ণিব কার্ত্তিকের কৃষ্ণাষ্টমী দিনে। মোর প্রভু অদর্শন হৈলা এই খানে ॥ সেই তিথি আরাধনা করিবার তরে। করিলু সামগ্রী এই দেখহ ভাণ্ডারে ॥ সর্ব্বত্রেই নিমন্ত্রণ পত্রী পাঠা-ইল। মহান্তগণের এই বাসাস্থান কৈল ॥ যাজিগ্রাম গিয়া শীঘ্র এথায় আসিবে। রহিয়া দিবস দশ সব সমাধিবে ॥

ঐছে আচার্য্যেরে কত কহিতে কহিতে। ঝরয়ে নয়ন বারি নারে নিবারিতে॥ আচার্য্য ঠাকুর যৈছে চেষ্টা নিরখিয়া। যাজিগ্রাম চলে নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া॥ গ্রামে গিয়া বিষ্ণুপুরবাসি লোক-দ্বারে। সমাচার পত্রী পাঠাইলেন রাজারে॥ শ্রীখণ্ডে যাইয়া শীঘ্র শ্রীরঘুনন্দনে। শ্রীমহোৎসবের কথা কহিল নির্জ্জনে॥ শুনিয়া ঠাকুর অতিব্যাকুল অন্তরে। প্রিয় শ্রীনিবাসে কিছু কহে ধীরে ধীরে॥ কার্ত্তিকে শ্রীদাস গদাধর-সঙ্গোপনে। প্রভু নরহরি শীর্ণ হৈলা ক্ষণে ক্ষণে॥ কে বুঝিতে পারে তাঁর অন্তরের ব্যথা। সে দিবস হৈতে কারু সনে নাই কথা॥ নিরন্তর সিক্ত দুই নেত্রের ধারাতে। তাহা কি বলিব তুমি দেখিলা সাক্ষাতে॥ মার্গশীর্ষ মাসে কৃষ্ণা একাদশী দিনে। অকস্মাৎ অদর্শন হৈলা এই খানে॥ সেই তিথি আরাধনা করিবার তরে। হইল সামগ্রী সব দেখহ ভাণ্ডারে॥ প্রভু নিত্যানন্দাদ্বৈত চৈতন্যের গণে। নিমন্ত্রণ পত্রী পাঠাইলু স্থানে স্থানে॥ আসিবেন প্রভু নিত্যানন্দের নন্দন। প্রভু অদ্বৈতের পুত্র করিবে গমন॥ রজনি প্রভাতে কালি যাজিগ্রাম দিয়া। কণ্টক নগরে যাব একত্র হইয়া॥ তথা আসিবেন শ্রীপ্রভুর প্রিয়গণ। তাঁ সবার দর্শনে জুড়াবে নেত্র মন॥ মহা মহোৎসব সাঙ্গ হৈলে সবে লইয়া। আসিব শ্রীখণ্ডে যাজিগ্রামেতে রহিয়া॥ ইহা শুনি শ্রীনিবাস মহাহর্ষ হৈলা। বিদায় হইয়া শীঘ্র যাজিগ্রামে আইলা॥ রামচন্দ্র কবিরাজ আদি প্রিয়গণে। কহিল সকল কথা বসিয়া

নির্জ্জনে॥ শুনি সবে সেই ক্ষণে বাসা স্থির কৈলা। করিতে সামগ্রী আয়োজন-যুক্ত হৈলা॥ শ্রীচৈতন্যগণের গমন হবে এথা। যাজিগ্রামবাসী সবে শুনিল এ কথা॥ হইল সবার মহা আনন্দ অন্তর। যার যে উচিত কার্য্য করে পরস্পর॥ আচার্য্য ঠাকুর হৃষ্ট হৈয়া পর দিনে। কণ্টক নগর যাইবেন এই মনে॥ বাড়ির বাহিরে আসি লৈয়া নিজগণ। শ্রীখণ্ডের পথ-পানে করে নিরীক্ষণ॥ শ্রীরঘুনন্দন গণসহ খণ্ড হৈতে। যাজিগ্রামে আইলেন রজনী-প্রভাতে॥ কতক্ষণ রহিয়া শ্রীআচার্য্যের ঘরে। আচার্য্যাদি সহ গেলা কণ্টকনগরে॥ কণ্টকনগরে সর্ব্ব মহান্তের গতি। দেখিতে ধায়েন লোক হৈয়া হর্ষ অতি॥ যে যে মহান্তের আগমন যথা হৈতে। গ্রন্থ বাহুল্যার্থে তাহা নারি বিস্তারিতে॥ নাম-মাত্র কহি অতি উল্লাস হিয়ায়। যে নাম শ্রবণে ভক্তিরত্ন লভ্য হয়॥ প্রভুপ্রিয় শ্রীপতি শ্রীনিধি বিদ্যানন্দ। বাণী-নাথ বসু রামদাস কবিচন্দ্র॥ পুরুষোত্তম সঞ্জয় শ্রীচন্দ্র-শেখর। শ্রীমাধবাচার্য্য কীর্ত্তনীয়া ষষ্ঠীধর॥ শ্রীকমলাকান্ত বাণীনাথ বিপ্রবর। বিষ্ণুদাস নন্দন পণ্ডিত পুরন্দর॥ শ্রীচৈ-তন্যদাস কর্ণপুর প্রেমময়। শ্রীজানকীনাথ বিপ্র গুণের আলয়॥ শ্রীগোপাল আচার্য্য গোপালদাস আর। মুরারি চৈতন্যদাস পরম উদার॥ রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় নারায়ণ। বলরাম দাস আর দাস সনাতন॥ বিপ্র কৃষ্ণদাস শ্রীনকড়ি মনোহর। হরিহরানন্দ শ্রীমাধব মহীধর॥ রামচন্দ্র কবি-

রাজ বসন্ত লবনি। শ্রীকানু ঠাকুর শ্রীগোকুল গুণমণি॥ শ্রীমাধবাচার্য্য রামসেন দামোদর। জ্ঞানদাস নর্ত্তক গোপাল পিতাম্বর॥ কুমদ গৌরাঙ্গদাস দুঃখির জীবন। নৃসিংহ চৈতন্যদাস দাস বৃন্দাবন॥ বনমালীদাস ভোলানাথ শ্রীবিজয়। শ্রীহৃদয়ানন্দ সেন গুণের আলয়॥ লোকনাথ পণ্ডিত শ্রীপণ্ডিত মুরারি। শ্রীকানু পণ্ডিত হরিদাস ব্রহ্মচারী॥ শ্রীঅনন্তদাস কৃষ্ণদাস জনার্দ্দন। শ্রীভক্তিরতন-দাতা দাস নারায়ণ॥ ভাগবতাচার্য্য বাণীনাথ ব্রহ্মচারী। চৈতন্যবল্লভদাস ভক্তি-অধিকারী॥ শ্রীপুষ্প গোপাল শ্রীগোপালদাস আর। শ্রীহর্ষ শ্রীলক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত উদার॥ কহিতে কি মহান্তগণের নাহি অন্ত। নেত্র ভরি দেখয়ে সকল ভাগ্যবন্ত॥ কিবা সে অদ্ভুত গতি তেজ সূর্য্যপ্রায়। দেখিতে সে শোভা কার নেত্র না জুড়ায়॥ কিবা প্রভু অদ্বৈতচন্দ্রের পুত্রদ্বয়। কৃষ্ণমিশ্র গোপাল পরমানন্দময়॥ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সর্ব্ব শাস্ত্রে বিচক্ষণ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সে দোঁহার প্রাণধন॥ পতিত দুর্গতে যে বিলায় প্রেমভক্তি। এক মুখে বর্ণে সে চরিত্র কার শক্তি॥ প্রভু নিত্যানন্দের নন্দন বীরভদ্র। ভুবন পাবন যেঁহো গুণের সমুদ্র॥ বর্ণিবেক কেবা, সে যশের নাহি পার। নিত্যানন্দ প্রভুর শাখায় খ্যাতি যায়॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে॥

শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি স্কন্ধসম শাখা। তাঁর উপশাখা যত অসংখ্য তার লেখা॥ ঈশ্বর হইয়া কহায় মহাভাগবত।

বেদ ধর্ম্মাতীত হৈয়া বেদধর্ম্মে রত॥ অন্তরে ঈশ্বর-চেষ্টা বাহিরে নির্দ্দম্ভ। চৈতন্যভক্তি-মণ্ডপের তেহোঁ মূল স্তম্ভ॥ অদ্যাপি যাঁহার কৃপাপ্রভাব হইতে। চৈতন্যনিত্যানন্দ গায় সকল জগতে॥ ঐছে গুণ চরিত্র বর্ণয়ে ভক্তগণ। সর্ব্ব প্রকারেতে প্রভু সবার জীবন॥ প্রভু বীরভদ্র মহা আনন্দের কন্দ। কেহ বীরভদ্র কেহ কহে বীরচন্দ্র॥ হেন বীরচন্দ্রে যে দেখয়ে একবার। সব ছাড়ি সেই সে চরণ করে সার॥ দেখি বীরচন্দ্রের গমন মনোহর। কণ্টক নগর বাসী কহে পরস্পর॥ দেখ দেখ নিতাই-নন্দন বীরচান্দে। দেখিতে এ শোভা কি মদন ধৈর্য্য বান্ধে॥ আহা মরি কিবা সুকোমল তনু-খানি। কনক বিদ্যুৎ এ না রূপের নিছনি॥ কিবা চারু চিকণ চাঁচর কেশ মাথে। কিবা ভালে তিলক ভুবন ভুলে যাতে॥ ভুরু ভৃঙ্গপাঁতি দীর্ঘ লোচন পুষ্কর। কি মধুর গণ্ড শ্রুতি নাসিকা সুন্দর॥ বদন চন্দ্রমা নিন্দি চন্দ্রের মণ্ডল। কুন্দবৃন্দ দূরে দন্তদ্যুতি সুনির্ম্মল॥ পরিসর বক্ষ কিবা গ্রীবার বলনি। কিবা ভুজ ভুজঙ্গ-কুঞ্জর-কর জিনি॥ কি অদ্ভুত উদর কৃশিম-মধ্য-দেশ। কিবা জানু চরণের মাধুর্য্য অশেষ॥ পরিধেয় বস্ত্রাদি করয়ে ঝল মল। যে দেখে বারেক তার জীবন সফল॥ হেন অপরূপ রূপ নয়নে দেখিলু। জনমের মত এই পদে বিকাইলু॥ ঐছে পরস্পর কত কহি স্থানে স্থানে। হইলা বিহ্বল এ সবার সন্দর্শনে॥ এথা রঘুনন্দন গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণেতে। মহান্ত-

গণের আগমন চিন্তে চিতে॥ হেনই সময়ে যদু কহে ধীরে ধীরে। সবে আসি প্রবেশিলা কণ্টকনগরে॥ যদুনন্দনের মুখে এ কথা শুনিয়া। সবা সহ কতো দূরে চলে হর্ষ হৈয়া॥ প্রভু ভক্তগণের গমন গঙ্গাতীরে। দেখিতে অধৈর্য্য যৈছে কে কহিতে পারে॥ পরস্পর কি অদ্ভুত মিলন হইল। প্রেমভক্তি রসের সমুদ্র উথলিল॥ যথা প্রভু করিলেন সন্ন্যাস গ্রহণ। তথা উপনীত হইলেন সর্ব্ব জন॥ দেখিতে সে স্থান হিয়া বিদরিয়া যায়। ছাড়ে অতি দীর্ঘশ্বাস অগ্নিশিখা প্রায়॥ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সন্ন্যাস সোঙরিয়া। করয়ে ক্রন্দন সবে ভুমে লোটাইয়া॥ উঠিল ক্রন্দন রোল নহে নিবারণ। কারু স্মৃতি নাহি দেহে ধৈর্য্য বা কেমন॥ সে দশা যে দেখিল সেই সে তার সাথী। আনের কি কথা দেখি কান্দে পশু পাখী॥ পরস্পর সবার গলায় সবে ধরি। করয়ে বিলাপ যৈছে কহিতে না পারি॥ সম্বরিতে নারে নেত্রে ধারা অনিবার। ধূলায় ধূষর অঙ্গ হইল সবার॥ সকল মহান্ত গিয়া গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে। দেখি গৌরচন্দ্রে স্থির হৈলা কত ক্ষণে॥ শ্রীগৌরচন্দ্রের ইচ্ছা বুঝনে না যায়। অকস্মাৎ বাড়ে সুখ সবার হিয়ায়॥ কত ক্ষণ সবে প্রভু প্রাঙ্গণে রহিয়া। অপূর্ব্ব বাসায় হর্ষে উত্তরিলা গিয়া॥ গণসহ শ্রীনিবাসাচার্য্য ভক্তিময়। সর্ব্বত্র নিযুক্ত সব কার্য্য সমাধয়॥ প্রতি দিন যে উৎসব তার নাই অন্ত। দেখয়ে সকল গ্রামবাসী ভাগ্যবন্ত॥ কি বা কার্ত্তিকের

কৃষ্ণাষ্টমী তিথি তায়। মহা মহোৎসব যৈছে কেবা অন্ত পায়॥ যৈছে সংকীর্ত্তনারম্ভ গৌরাঙ্গপ্রাঙ্গণে। তাহার উপমা-স্থান নাই ত্রিভুবনে॥ মহান্তগণের যৈছে শোভা সংকীর্ত্তনে। যৈছে প্রেম কৃষ্ণমিশ্র-গোপাল-নর্ত্তনে॥ প্রভু বীরভদ্রের যে অদ্ভুত নর্ত্তন। সে সব বর্ণিব সুখে ভাগ্যবন্ত-গণ॥ সংকীর্ত্তন স্থানেতে লোকের সংখ্যা নাই। বিলসয়ে দেবগণ মনুষ্যে মিশাই॥ অশ্রু কম্প পুলকাদি সবার শরীরে। যৈছে প্রেম বন্যা তাহা কে বর্ণিতে পারে॥ সপ্তমী অষ্টমী নবমী এ দিবসত্রয়। কৈছে দিবা রাত্রি যায় কেহ না জানয়॥ মহা মহোৎসব হৈলে সবে তার পরে। কিছু দিন রহিলেন কণ্টকনগরে॥ কণ্টকনগর হৈতে শ্রীরঘু-নন্দন। সবা লৈয়া শ্রীখণ্ডেতে করয়ে গমন॥ গমন সময়ে যে ব্যাকুল সর্ব্বজন। তাহা এক মুখে কভু না হয় বর্ণন॥ শ্রীযদুনন্দন আদি কান্দিয়া কান্দিয়া। কহিল যে তাহা শুনি বিদরয়ে হিয়া॥ যৈছে সমাদর কৈল শ্রীযদুনন্দন। তাহা কে বর্ণিব দেখে ভাগ্যবন্তগণ॥ শ্রীরঘুনন্দন যদুনন্দনে কহয়। শীঘ্র খণ্ডে যা'বে যেন বিলম্ব না হয়॥ ঐছে কত কহি সুখে সস্নেহ বচন। প্রথমেই যাজিগ্রামে গতি বিল-ক্ষণ॥ এথা যদুনন্দনাদি সাধি সর্ব্বকার্য্য। যদুনন্দনের চেষ্টা পরম আশ্চর্য্য॥ দীন প্রতি দয়া যৈছে কহিল না হয়। বৈষ্ণবমণ্ডলে যার প্রশংসাতিশয়॥ যে রচিল গৌরাঙ্গের অদ্ভুত চরিত। দ্রবে দারু পাষাণাদি শুনি যার গীত॥

যেঁহো মুখ্য দাস গদাধরের শাখায়। সদা মগ্ন যেঁহো গৌর-বিগ্রহ সেবায়॥ দাস গদাধর শ্রীপণ্ডিত গদাধরে। ভিন্ন জ্ঞান নাহি যাঁর বিদিত সংসারে॥ প্রসঙ্গ পাইয়া এথা সংক্ষেপে জানাই। চৈতন্যাবতারে রাধা পণ্ডিত গোঁসাই॥ রাধিকা বিভূতিরূপ দাস গদাধর। জানাইলা কবিকর্ণপূর বিজ্ঞবর॥ তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং ১৪৭ ইত্যাদি শ্লোকাঃ-

শ্রীরাধাপ্রেমরূপা যা পুরা বৃন্দাবনেশ্বরী।
সা শ্রীগদাধরো গৌরবল্লভঃ পণ্ডিতাখ্যকঃ॥
নির্ণীতঃ শ্রীস্বরূপৈ র্যো ব্রজলক্ষ্মীতয়া যথা।
পুরা বৃন্দাবনে লক্ষ্মীঃ শ্যামসুন্দরবল্লভা॥
সাদ্য গৌরপ্রেমলক্ষ্মীঃ শ্রীগদাধর পণ্ডিতঃ।
রাধামনুগতা যত্তল্ললিতাপ্যনুরাধিকা॥
অতঃ প্রাবিশদেষা তং গৌরচন্দ্রোদয়ে যথা॥
ইয়মপি ললিতৈব রাধিকালী,
ন খলু গদাধর এষ ভূসুরেন্দ্রঃ।
হরিরয়মথবা স্বয়ৈব শক্ত্যা;
ত্রিতয়মভূৎ স সখী চ রাধিকা চ॥
ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী ললিতেত্যপরে জগুঃ।
স্বপ্রকাশবিভেদেন সমীচীনং মতন্তু তৎ॥
অথবা ভগবান্ গৌরঃ স্বেচ্ছয়াগাৎ ত্রিরূপতাং।
অতঃ শ্রীরাধিকারূপঃ শ্রীগদাধরপণ্ডিতঃ॥
রাধাবিভূতিরূপা যা চন্দ্রকান্তিঃ পুরা স্থিতা।

সাদ্য গৌরাঙ্গনিকটে দাসবংশো গদাধরঃ ॥

পূর্ণানন্দা ব্রজে যাসীদ্বলদেবপ্রিয়াগ্রণীঃ।

সাপি কার্য্যবশাদেব প্রাবিশত্তং গদাধরং ॥

সর্ব্বপ্রকারেতে শ্রেষ্ঠ গদাই পণ্ডিত। শ্রীগৌরচন্দ্রের শাখা জগতে বিদিত ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ॥

বড়শাখা গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি। তেঁহো লক্ষ্মীরূপা তাঁর সম অন্য নাই ॥ দাস গদাধরের প্রভাব অতিশয়। চৈতন্যের শাখা ও নিতাইর শাখা হয় ॥

তথাহি তত্রৈব ॥

শ্রীদাস গদাধর শাখা সর্ব্বোপরি। কাজিগণ মুখে বোলাইলা হরি হরি ॥ শ্রীনিত্যানন্দের শাখা দাস গদাধর। জানাইল কৃষ্ণদাস কবি বিজ্ঞবর ॥

তত্রৈব ॥

শ্রীরামদাস আর গদাধর দাস। চৈতন্যগোসাইর ভক্ত রহে তাঁর পাশ ॥ নিত্যানন্দে আজ্ঞা যবে গৌড়দেশ যাইতে। মহাপ্রভু এই দোঁহে দিলা তার সাথে ॥ অতএব দুইগণে দোঁহার গণন। ঐছে বহু ব্যক্ত করি কহে বিজ্ঞগণ ॥ গদাধরদাস সদা মত্ত ভাবাবেশে। নিত্যানন্দ প্রভু তৈছে তা সহ বিলসে ॥

তথাহি তত্রৈব ॥

গদাধরদাস গোপীভাবে পূর্ণানন্দ। যাঁর ঘরে দানলীলা

করে নিত্যানন্দ ॥ ঐছে গদাধর প্রভু নিত্যানন্দ সনে। নিরন্তর হর্ষ প্রেমভক্তি-রত্ন দানে ॥ অল্পে জানাইলু দাস গদাধর-ক্রিয়া। জানাইব অন্যত্রেও প্রসঙ্গ পাইয়া ॥ শ্রীযদুনন্দন দাস গদাধর বিনে। যে রূপে গোঙায় তা বর্ণিব কোন জনে ॥ নিরন্তর তাঁর গুণ করয়ে কীর্ত্তন। ভক্তিরসাবিষ্ট সদা শ্রীযদুনন্দন ॥ নিজ প্রভু মহোৎসব যৈছে সমাধিল। তাহা দেখি লোক সব বিস্ময় হইল ॥ কহিতে কি মহাভাগ্যবন্ত লোকগণ। নেত্র ভরি কৈল সর্ব্ব মহান্ত দর্শন ॥ সকল মহান্ত গেলা যাজিগ্রাম পথে। হইল গমন ধ্বনি শ্রীযাজিগ্রামেতে॥ যাজিগ্রামবাসী লোক মহাহর্ষ মনে। আগুসরি সবে লৈয়া গেলা বাসাস্থানে ॥ শ্রীনিবাস আচার্য্যের মহানন্দ হৈল। তাহা একমুখে কিছু বর্ণিতে নারিল ॥ আনে কি জানিব শ্রীনিবাসের হৃদয়। নিরিখয়ে পথপানে উৎকণ্ঠাতিশয় ॥ হেনকালে যদুনন্দনাদিগণ সনে। কণ্টকনগর হৈতে আইলা হর্ষ মনে ॥ আর যে যে গ্রামে ভাগবতগণ ছিলা। আচার্য্যভবনে সবে একত্র হইলা ॥ মহামহোৎসব হৈল আচার্য্য ভবনে। সবে মহামত্ত হইলেন সঙ্কীর্ত্তনে ॥ ঐছে চারি পাঁচ দিন শ্রীনিবাস ঘরে। করিলেন স্থিতি সবে উল্লাস অন্তরে ॥ সর্ব্ব সমাদরে শ্রীনিবাস বিচক্ষণ। শ্রীনিবাসে প্রশংসয়ে ভাগ্যবন্তগণ ॥ শ্রীরঘুনন্দন মহাহর্ষ স্নেহাবেশে। না জানি কি নিভৃতে কহিলা শ্রীনিবাসে। মহাযত্নে লৈয়া প্রভু পরিকরগণে। চলিলেন শ্রীখণ্ডে পরমানন্দ মনে ॥ খণ্ডবাসী লোক

অতি উল্লসিত চিতে। আগুসরি আসি লৈয়া গেলেন খণ্ডেতে॥ সেবায় নিযুক্ত যৈছে হৈলা সর্ব্বজন। সে সব বিস্তারি এথা না হয় বর্ণন॥ অন্যগ্রামী লোকগণ ধায় চারি ভিতে। প্রভু ভক্ত সন্দর্শনে নারে স্থির হৈতে॥ মনের আনন্দে কেহো কারু প্রতি কয়। দেখ প্রভুগণের কি শোভা প্রেমময়॥ পরম দুর্ল্লভ এ দর্শন একত্রেতে মো সবার ভাগ্যে সবে আইলা শ্রীখণ্ডেতে॥ অল্পকাল দর্শনেতে তৃপ্ত নহে হিয়া। বুঝি অকস্মাৎ বা যায়েন দুঃখ দিয়া॥ কেহো কহে ওহে ভাই শীঘ্র না যাইব। শ্রীখণ্ডেতে প্রেমের সমুদ্র উথলিব॥ অগ্রায়নে কৃষ্ণা একাদশী সর্ব্বোপরি। যাতে অদর্শন শ্রীঠাকুর নরহরি॥ সেই একাদশীকে আছয়ে দিন চারি। হবে যে উৎসব তা দেখিবা নেত্র ভরি॥ কহিতে কি অতুল দুর্ল্লভ সঙ্কীর্ত্তনে। মনুষ্যের কথা কি মাতিব দেবগণে॥ ঐছে পরস্পর কত কহে ঠাঁই ঠাঁই। শ্রীখণ্ড নগরেতে লোকের সংখ্যা নাই॥ প্রতি দিন যে উৎসব শ্রীখণ্ড নগরে। তাহা না বর্ণিয়ে গ্রন্থ বাহুল্যের ডরে॥ একাদশী দিনে যে উৎসব অন্ত নাই। যে শুনিলু তাহা কিছু সংক্ষেপে জানাই॥ একাদশী প্রাতঃকালে শ্রীরঘুনন্দন। প্রভু পরিকরে কৈল আত্ম নিবেদন॥ গৌরাঙ্গপ্রাঙ্গণে আসি মনের উল্লাসে। করাইলা সজ্জা চারু অশেষ বিশেষে॥ কিবা প্রাঙ্গণের শোভা কহনে না যায়। যে দেখে বারেক তার নয়ন জুড়ায়॥ সর্ব্ব মহান্তের তথা হৈল আগমন। শোভায় সবার চিত্ত করে আক-

র্যণ ॥ চন্দন তিকল ভালে অতি সুললিত। পরম উজ্জ্বল বাহু বক্ষ নামাঙ্কিত ॥ শ্রীসরকার ঠাকুরের জীবন গৌরাঙ্গে। দেখিতেই বিপুল পুলক ভরে অঙ্গে ॥ শ্রীরঘুনন্দন যাঁরে লাড়ু খাওয়াইল। তাঁরে দেখি মনে মহাকৌতুক বাড়িল। কতক্ষণ কৈল দুই শ্রীমূর্ত্তি দর্শন। হইল যে প্রেমচেষ্টা না হয় বর্ণন ॥ বিপ্র বাণীনাথ অতি মধুরবচনে। সর্ব্ব মনোবৃত্তি কহে শ্রীরঘুনন্দনে ॥ শ্রীমদ্ভাগবত অদ্য দিবসে শ্রবণ। রাত্রিযোগে সঙ্কীর্ত্তনানন্দ আস্বাদন ॥ শ্রীমদ্ভাগবত পড়িবেন শ্রীনিবাস। শুনি রঘুনন্দনের অধিক উল্লাস ॥ সেইক্ষণে অপূর্ব্ব আসন করাইলা। বসিতে সকল মহান্তেরে নিবেদিলা ॥ শ্রীপতি শ্রীনিধি আদি যতেক মহান্ত। বসিলেন আসনে শোভার নাই অন্ত ॥ কৃষ্ণমিশ্র গোপাল পরমানন্দ মনে। প্রভু বীরভদ্র বসিলেন দিব্যাসনে ॥

শ্রীরঘুনন্দন অতিশয় স্নেহাবেশে। সর্ব্ব মহান্তের আগে নিল শ্রীনিবাসে ॥ সকল মহান্ত শ্রীনিবাস প্রতি কয়। শুনিতে তোমার মুখে বড় সাধ হয় ॥ শ্রীমদ্ভাগবত পড় বসি এ আসনে। না কর সঙ্কোচ আমা সবার বচনে ॥ শুনি শ্রীনিবাস ভূমে পড়ি প্রণমিয়া। করয়ে যে দৈন্য ধৈর্য্য ধরে কে শুনিয়া ॥ পুনঃ পুনঃ অনুমতি পাইয়া সবার। বসিলা আসনে শোভা হৈল চমৎকার ॥ পুস্তকে অর্পিয়া পুষ্প তুলসী চন্দন। করয়ে আরম্ভ চারু মঙ্গলাচরণ ॥ কোকিল জিনিয়া অতি সুমধুর স্বরে। উচ্চারয়ে শ্লোক যেন সুধা বৃষ্টি করে ॥

শ্রীরাসবিলাস কথা রসের পাঁথার। কহিতে অধৈর্য্য নেত্রে বহে অশ্রুধার॥ বিবিধপ্রকারে প্রতিপদ্য ব্যাখ্যা করে। নানা রাগ প্রভেদ প্রকাশে পদ্যদ্বারে॥ কি অদ্ভুত কথার মাধুর্য্য ধৈর্য্য নাশে। উপমার স্থান নাই সে মধুর ভাষে॥ মহাবর্ষা-প্রায় প্রেমবর্ষে সে কথায়। সকলে বিভোল হর্ষ উথলে হিয়ায়॥ অনিমিখ নেত্রে চাহে শ্রীনিবাস পানে। নিবারিতে নারে অশ্রু ঝরয়ে নয়নে॥ মহান্তগণের হয় যে ভাব বিকার। তাহা এক মুখে কি বর্ণিব মুই ছার॥ আত্ম-বিস্মরিত কেহ মনে মনে কয়। শ্রীশুক অর্পিল শক্তি তেঞি ঐছে হয়॥ কেহ কহে শক্তি সঞ্চারিল বেদব্যাস। তেঞি এ অদ্ভুত অর্থ করয়ে প্রকাশ॥ কেহ কহে গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি। বুঝি কৃপাশক্তি পূর্ণ প্রকাশে এথাই॥ কেহ কহে পণ্ডিত শ্রীবাসাদি কৃপায়। ঐছে পাঠলালিত্য কি তুলনা ইহায়॥ কেহ কহে গৌরপ্রেম স্বরূপ এ হন। এ মুখে সে বক্তা তেঞি ঐছে আকর্ষণ॥ ঐছে স্নেহাবেশে মনে যে হয় সবার। তাহা কেহ বর্ণিবেন করিয়া বিস্তার॥ প্রভু পরিকরের কি অদ্ভুত চরিত। করয়ে শ্রবণ যৈছে উপমারহিত॥ শ্রীমদ্ভাগবত কথামৃত আস্বাদনে। কৈছে দিন যায় তাহা কিছুই না জানে॥ শ্রীনিবাস দেখে দিবা অবসান হৈল। প্রার্থনাপূর্ব্বক কথামৃত সাঙ্গ কৈল॥ গ্রন্থে প্রণমিয়া অতি দীনতা অন্তরে। ভূমে পড়ি প্রণমিলা প্রভু-পরিকরে॥ প্রভু পরিকরগণ হইয়া উল্লাস। শ্রীনিবাসে ঐছে

স্নেহ করয়ে প্রকাশ ॥ কেহ শ্রীনিবাস শিরে শ্রীহস্ত ধরয়। জুড়াইলু বলি নেত্রজলে সিক্ত হয় ॥ হউক তোমার সব মনোরথ সিদ্ধি। তোমাতে বঞ্চিত যে বঞ্চুক তারে বিধি ॥ যে লইবে তোমার শরণ সেই ধন্য। অবশ্য মিলিব তারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥ কেহ হস্তে স্পর্শি মুখে কহে বার বার। এ মুখ সদাই মনে রহুক আমার ॥ অধৈর্য্য হইয়া পুন ধীরে ধীরে কয়। তোমা হৈতে জীবের হইবে দুঃখ ক্ষয় ॥ কেহ কহে তোমার বালাই লৈয়া মরি। আইস হ তোমারে বারেক কোলে করি ॥ কোলে লইয়া তিলেক ছাড়িতে নাহি পারে। মনে হয় রাখে সদা হিয়ার ভিতরে ॥ কেহ কহে কত না করিয়া আশীর্ব্বাদ। ধরিয়া হিয়ায় কহে পূর্ণ হৈল সাধ ॥ হৈয়াছে সকল শূন্য দুঃখে দগ্ধ হিয়া। করিলা শীতল কথামৃত পিয়াইয়া ॥ কেহ আলিঙ্গন করি নারে স্থির হৈতে। সমর্পয়ে শ্রীমূর্ত্তিদ্বয়ের চরণেতে ॥ নরহরি রঘুনন্দনের প্রেমাধীন। এ দোঁহার গুণে মত্ত হও রাত্রি দিন ॥ ভক্তিরস সায়রে ডুবাও হীন জনে। ঐছে কত কহে অশ্রু ঝরয়ে নয়নে ॥ কেহ প্রণমিয়া কহে কৃতার্থ করিলা। শ্রীমদ্ভাগবত কথা রসে ডুবাইলা ॥ কেহ মহা-উল্লাসে রহয়ে মৌন ধরি। ঐছে যে অপূর্ব্ব চেষ্টা বর্ণিতে না পারি ॥ শ্রীনিবাস প্রতি এ প্রকার আচরণ। দেখে মহানন্দে ভাগ্যবন্ত লোকগণ ॥ সর্ব্ব মহান্তের মহা আনন্দ জন্মিল। শ্রীরঘুনন্দন গুণে বিহ্বল হইল ॥ রঘুনন্দনেরে প্রশংসয়ে বার বার।

সে সব সুযশ বর্ণিবারে শক্তি কার ।। রঘুনন্দনের চিত্তে লজ্জা অতিশয়। আপনা মানয়ে দীন দৈন্য প্রকাশয় ।। এ সকল রীত কি বুঝিব অন্য জন। শ্রীচৈতন্য কথায় গোঙায় কত ক্ষণ ।। প্রভুদ্বয় উত্থাপন আরতি দর্শনে। উঠিলেন সবে শীঘ্র প্রণমি প্রাঙ্গণে ।। শ্রীমূর্ত্তি-দ্বয়ের দর্শনেতে হর্ষ হৈলা। সংকীর্ত্তনারম্ভের উদ্যোগ করাইলা ।। শ্রীরঘুনন্দন নিজগণে নিদেশিল। সবে শীঘ্র গৌরাঙ্গের প্রাঙ্গণে আইল ।। অবশেষ যে ছিল তা সুসজ্জ করিলা। অতিযত্নে খোল করতালাদি রাখিলা ।। হইল প্রস্তুত রঘুনন্দনে কহিল। শ্রীরঘুনন্দন প্রভুগণে জানাইল ।। করিয়া প্রভুর সন্ধ্যা আরতি দর্শন। দেখে সংকীর্ত্তন আরম্ভের আয়োজন ।। খোল করতালাদি অনেক নিরখিয়া। প্রশংসয়ে সকলে পরম হর্ষ হইয়া ।। দেখয়ে অনেক পাত্রে সুগন্ধি চন্দন। পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে পুষ্পাহার-গণ ।। নানা পুষ্পমালা সে সৌগন্ধ অতিশয়। অপূর্ব্ব রচনা সর্ব্বচিত্ত আকর্ষয় ।। ঐছে বহু দেখিয়া প্রভুর প্রিয়গণ। পরস্পর কহে কি অপূর্ব্ব আয়োজন ।। শ্রীরঘুনন্দন কহে করি পরিহার। প্রসাদি চন্দন মালা কর অঙ্গীকার ।। শুনি সর্ব্ব মহান্তের বাড়িল কৌতুক। পরস্পর পরাইব ইথে মহাসুখ ।। পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীচন্দন মালা সবে কৈলা সমর্পণ ।। শ্রীপ্রভুর সম্পত্তি শ্রীখোল করতাল। তাহে কেহ অর্পয়ে চন্দন পুষ্প মাল। শ্রীচন্দন মালা শোভে সর্ব্ব মর্দ্দলেতে *। নিরন্তর ব্রহ্মাদি দেবতা বৈসে যাতে ।।

*। মর্দ্দল—খোল বিশেষ—মাদল।

শ্রীযদুনন্দন শ্রীলোচন দুই জন। লইলেন পুষ্প মালা সুগন্ধি চন্দন॥ দোঁহে কৃষ্ণমিশ্র গোপালেরে পরাইয়া। দেখয়ে অদ্ভুত শোভা নয়ন ভরিয়া॥ পরম আনন্দ মনে শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীবীরভদ্রের অঙ্গে চর্চ্চয়ে চন্দন॥ নানা পুষ্প মালায় বিচিত্র বেশ কৈল। দেখিতে সে শোভা সুখ-সমুদ্রে ডুবিল॥ প্রভু বীরচন্দ্রের ইঙ্গিতে শ্রীনিবাস। শ্রীমালা চন্দন লৈয়া গেলা প্রভু-পাশ॥ প্রভু বীরচন্দ্র মালা চন্দন আপনে। পরাইলা মহাহর্ষে শ্রীরঘুনন্দনে॥ শ্রীরঘুনন্দন স্নেহে বিহ্বল হইলা। শ্রীমালা চন্দন শ্রীনিবাসে পরাইলা॥ পরস্পর হৈল মালা চন্দন গ্রহণ। বিস্তারি বর্ণিব ইহা ভাগ্যবন্তগণ॥ সবে দাঁড়াইলা চারু চন্দ্রাতপ তলে। পরম অদ্ভুত শোভা সমুদ্র উথলে॥ প্রভু পরিকরগণ গুণের আলয়। গীত নৃত্য বাদ্যে বিশারদ অতিশয়॥ উঠিল মঙ্গল ধ্বনি সংকীর্ত্তন স্থলে। চতুর্দ্দিকে বেড়ি কতশত দীপ জলে॥ পাষণ্ডমর্দ্দন মর্দ্দলের শব্দমাত্রে। পুলক ব্যাপিল সব বৈষ্ণবের গাত্রে॥ কি বা সে মধুর ঝাঁজ্ বাদ্যের চাতুরী। বাজায় সুছন্দে চারু খমক(১ খঞ্জরী॥ বাদক সকল পাঠাক্ষর উচ্চারয়। শব্দের ঘটায় যেন সুধাবৃষ্টি হয়॥ গায়ক সকল সে আলাপ বর্ণ রীতে। আলাপয়ে নানা ভাঁতি উপমা কি দিতে॥ করিয়া আলাপ রাগ প্রকট করয়। কহিতে কি রাগের সৌভাগ্য অতিশয়॥ ২)শ্রুতি স্বর গ্রাম মূর্চ্ছনা তালাদি আর। গমক প্রভেদ প্রকা-

(১) মধ্যে ঝাঁজ্সহিত বাদ্যযন্ত্র।
(২) শ্রুত্যাদি=স্বরবিশেষ, পঞ্চম তরঙ্গে বিস্তার দেখ।

শয়ে চমৎকার॥ বিবিধ প্রবন্ধে তাল প্রভেদ প্রচারে। আনের কা কথা গন্ধর্ব্বের গর্ব্ব হরে॥ বাড়য়ে সবার বল করিতে কীর্ত্তন। যোড়শবর্ষের প্রায় হৈলা বৃদ্ধগণ॥ সংকীর্ত্তন সুখের সমুদ্রে উথলিল। পশু পক্ষী মনুষ্য দেবাদি মুগ্ধ হৈল॥ সংকীর্ত্তন স্থলেতে লোকের নাই পার। সবাকার নেত্রে অশ্রুধারা অনিবার॥ দেবগণ মিশাইয়া মনুষ্যের মেলে। ভাসে সংকীর্ত্তন-সুখ-সমুদ্র-হিল্লোলে॥ সকল মহান্ত হৈয়া আত্ম বিস্মরিত। করয়ে যে নৃত্য তাহে জগত মোহিত॥ কৃষ্ণমিশ্র শ্রীগোপাল দোঁহার নর্ত্তনে। যে আনন্দ তাহা কি বর্ণিব কবিগণে॥ নাচয়ে শ্রীবীরভদ্র ভঙ্গি সুমধুর। যে দেখে বারেক তার তাপ যায় দূর॥ দেখিয়া অদ্ভুত নৃত্য কহে লোকগণ। না হৈল অনেক নেত্র হৈল দুনয়ন॥ ইথে না পূরয়ে আর্ত্তি কহিয়া কহিয়া। অনিমিখ নেত্রে সবে রহয়ে চাহিয়া॥ চতুর্দ্দিকে ফিরে অন্ধ ব্যাকুল হৃদয়। শুনিলেন নাচে নিত্যানন্দের তনয়॥ কেহ কাহু প্রতি পুছে কি নাম ইহাঁর। তেহোঁ কহে বীরভদ্র জগতে প্রচার॥ শুনি অন্ধ উল্লসিত অন্তরে বিচারে। যে নাম ইহার ইথে অমঙ্গল হরে॥ ঐছে বিচারিয়া স্তুতি করে মনে মনে। বীর পদ হৈল দুষ্ট সংহার কারণে॥ করিতে জীবের মহা অমঙ্গল ক্ষয়। ভদ্র পদ হৈল তেঞি ওহে দয়াময়॥ বিধাতা করিল অন্ধ না পাই দেখিতে। যে উচিত হয় প্রভু বিচারহ চিতে॥ ঐছে কত কাঁদিতে কাঁদিতে অন্ধ কয়। জানিলেন প্রভু

নিত্যানন্দের তনয়॥ সকরুণ হৈয়া চাহে অন্ধগণ প্রতি। অন্ধ নেত্র পাইল কিবা অন্ধের সুকৃতি॥ স্বচ্ছন্দে দেখয়ে বীরভদ্রের নর্ত্তন। জয় জয় জয় ধ্বনি ব্যাপিল ভুবন॥ সংকীর্ত্তনে রজনি হইল অবসান। গৌরাগুণ সোঙরিতে বিদরে পরাণ॥ প্রভু পরিকর ধৈর্য্য ধরিতে না পারে। ঊর্দ্ধ বাহু করিয়া ডাকয়ে উচ্চস্বরে॥ কোথা গৌরচন্দ্র প্রভু শচীর নন্দন। কোথা নিত্যানন্দ রাম দুঃখির জীবন॥ কোথা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য গুণের আলয়। কোথা শ্রীপণ্ডিত গদাধর প্রেমময়॥ হরিদাস শ্রীবাস স্বরূপ রামানন্দ। কোথা শ্রীমাধব বাসু মুরারি মুকুন্দ॥ কোথা মোর গদাধর দাস নরহরি। লইয়া এ সব নাম কাঁদয়ে ফুকরি॥ গণসহ দেখা দেহ গোরা বিনোদিয়া। এত কহি ভূমিতলে পড়ে লোটাইয়া॥ অগ্নিশিখা-সম সে নিশ্বাস নিরন্তর। হইল সবার অঙ্গ ধূলায় ধূসর॥ দারুণ বিয়োগ ব্যথা বাড়িল প্রচুর। উঠিল ক্রন্দন রোল ধৈর্য্য গেল দূর॥ ভক্তের ব্যাকুলে প্রভু স্থির হৈতে নারে। না জানি কি রূপে সন্তোষিলেন সবারে॥ শ্রীমহাপ্রভুর এই অলৌকিক লীলা। দুঃখ হৈতে আনন্দ সমুদ্রে ডুবাইলা॥ কিবা সে আনন্দাবেশ হইল সবার। কেহু কারু চরণে ধরয়ে বার বার॥ কেহ কারে আলিঙ্গয়ে প্রফুল্ল বয়ন। আনন্দাশ্রু-জলে পূর্ণ সবার নয়ন॥ পরস্পর বিবিধ প্রকারে সম্বোধয়। দেখয়ে হইল নিশি প্রভাত সময়॥ মঙ্গল আরতি দেখি উল্লসিত মনে। করয়ে প্রণাম সবে প্রভুর প্রাঙ্গণে॥

সে সময়ে করি প্রভু গণের দর্শন। চতুর্দ্দিকে হরি বোল বোলে লোকগণ।। লোকের সংঘট্ট যত কহিল না হয়। পরস্পর লোকগণ নানা কথা কয়।। কেহ কহে অদ্য নিশি শীঘ্র পোহাইল। নিকরুণ বিধি নিশি বৃদ্ধি না করিল।। এ হেন শ্রীএকাদশী বহু ভাগ্যে মিলে।। যাতে প্রেম বৃষ্টি কৈলা মহান্ত সকলে।। কেহ কহে কিবা মহান্তের আচরণ। দেখ উপবাস যৈছে তৈছে জাগরণ।। কেহ কহে চৈতন্যের পরিকর বিনে। শ্রীএকাদশীতে যে কর্ত্তব্য তা কে জানে।। কেহ কহে শ্রীএকাদশীতে এই রীত। অন্নাদি গ্রহণ না করিবে কদাচিত।। এবে কুন কুন পাপী শ্রীএকাদশীতে। অন্যে অন্ন ভুঞ্জায় ভুঞ্জয়ে হর্ষ চিতে।। না মানয়ে শাস্ত্র করে স্বমত কল্পনা। এ হেন পাপিরে দেখি পাইয়ে বেদনা।। কেহ কহে প্রভু পরিকর কৃপা যাঁরে। একাদশী ব্রতের নিয়ম প্রাপ্ত তাঁরে।। কেহ কহে মো পাপির হইব কি গতি। শ্রীএকাদশীতে কি জন্মিব দৃঢ়রতি।। কেহ কহে পাপে মগ্ন হৈনু নিরন্তর। না বুঝিনু কিছু মুই বড়ই পামর।। কেহ কহে বৈষ্ণব পরম কৃপাবান্। করিবেন সর্ব্ব-প্রকারেতে পরিত্রাণ॥ কেহ কহে বড় দুঃখ রহিল হিয়ায়। লোটাইয়া না পড়িনু বৈষ্ণবের পায়।। কেহ কহে কুন চিন্তা না করিহ আর। এবে অভিলাষ পূর্ণ হবে মো সবার॥ ঐছে কত কহি গিয়া সংকীর্ত্তন-স্থলে। লোটাইয়া পড়ে সিক্ত হইয়া নেত্রজলে॥ দেখিয়া লোকের চেষ্টা প্রভু প্রিয়গণ। যে

কৃপা করিল তাহা না হয় বর্ণন ॥ কহিতে কি মহান্তগণের প্রেমাবেশ । শ্রীরঘুনন্দনে শ্লাঘা করয়ে অশেষ ॥ কেহ কহে শ্রীরঘুনন্দনে প্রীত যার। জন্মে-জন্মে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বশ তার ॥ কেহ কহে কি দয়ালু শ্রীরঘুনন্দন। অতি দীন হীন দুঃখি-জনের জীবন। কেহ কহে কি দৈন্য বিনয় নাই হেন। কেহ কহে কন্দর্পের প্রায় শোভা যেন ॥ কেহ কহে গীত বাদ্য নৃত্যে মহা-ধীর ॥ কেহ কহে রঘুনন্দনের মহাপ্রীতে। হৈল যে কীর্ত্তানন্দ উপমা কি দিতে ॥ ঐছে কত কহে রঘুনন্দনের কথা। হেন কালে শ্রীরঘুনন্দন আইলা তথা ॥ শুনি নিজ-শ্লাঘা চিত্তে লজ্জা অতিশয়। হইলেন যৈছে তাহা কহিল না হয় ॥ আপনা মানয়ে দীন প্রশংসা না সহে। করয়ে যে দৈন্য শুনি কেবা স্থির রহে ॥ রঘুনন্দনের দৈন্য শুনি সর্ব্বজনে। হইলা বিহ্বল অশ্রু ঝরয়ে নয়নে ॥ শ্রীরঘু-নন্দনে করি দৃঢ় আলিঙ্গন। কত ক্ষণে স্থির হৈলা প্রভু-প্রিয়গণ ॥ শ্রীরঘুনন্দন সবা প্রতি নিবেদয়। শ্রীদ্বাদশী পার-ণেতে কৈছে আজ্ঞা হয় ॥ সবে কহে একত্রে বসিয়া সর্ব্বজন। করিব শ্রীগৌরাঙ্গের প্রসাদ সেবন ॥ শুনি রঘুনন্দনের হৈল হর্ষ হিয়া। শীঘ্র নানা সামগ্রী করান যত্ন পা'য়া ॥ মহান্ত সকল নিজ নিজ বাসা গেলা। গণসহ সবে প্রাতঃক্রিয়াদি করিলা ॥ এথা নানা পক্কান্নাদি প্রস্তুত হইল। পূজারি প্রভুকে শীঘ্র ভোগ সমর্পিল ॥ কতক্ষণ পরে প্রভু-সময় জানিয়া। ভোগ সরাইলেন পূজারি হর্ষ হৈয়া ॥ সর্ব্ব মহা-

ন্তেরে আনি শ্রীরঘুনন্দন। করাইল প্রভুর শ্রীভোগের দর্শন॥ প্রভুর ভোগের শোভা কহনে না যায়। দেখি সর্ব্ব মহান্তের উল্লাস হিয়ায়॥

প্রভুর শ্রীআরাত্রিক করিয়া দর্শন। বসিলেন গিয়া যথা করিব ভোজন॥ বসিলেন সবে কিবা অপূর্ব্ব বন্ধানে। হইল অদ্ভুত শোভা ভোজনের স্থানে॥ কদলীর পত্র, পাত্রে সুবাসিত বারি। পরিবেশে কত জন মহাযত্ন করি॥ এথা প্রেমভক্তিময় পূজারি যতনে। প্রভুকে শয়ন করাইলা হর্ষ মনে॥ প্রভুর চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণমিলা। করিতে পরিবেষণ প্রস্তুত হইলা॥ গোধূমচূর্ণের পূপাদিক বহু হয়। দুগ্ধের বিকার নানা ফল মূলাদয়॥ যত্নপূর্ব্ব পাত্রে লৈয়া চলে বহু জনে। ক্রমে পরিবেশন করয়ে হর্ষ মনে॥ সর্ব্বত্রেই সর্ব্বদ্রব্য দিয়া থরে থরে। পরিবেশে শ্রীচরণামৃত মহান্তেরে। শ্রীরঘুনন্দনে সর্ব্বমহান্ত কহয়। তুমি না বৈসহ ইথে সুখ না জন্ময়॥ শুনি দৈন্য করি কহে শ্রীরঘুনন্দন। করুন ভোজন দেখি জুড়াক নয়ন॥ হরি ধ্বনি করি সবে ভুঞ্জেন কৌতুকে। দাঁড়াইয়া শ্রীরঘুনন্দন দেখে সুখে॥ তথা হৈতে শ্রীভোগ মন্দিরে শীঘ্র গিয়া। এক ভোগ লইলেন পৃথক্ করিয়া॥ শ্রীঠাকুর নরহরি ছিলা যে নির্জ্জনে। তথা শ্রীপ্রসাদ লৈয়া গেলেন আপনে॥ তেঁহো যে আসনে বসিতেন তাহা লৈয়া। তাথে বসাইলা ধ্যানে দৈন্যে মগ্ন হৈয়া॥ আসন সম্মুখে নানা দ্রব্য সাজাইলা। জলপাত্রে প্রসাদি

বাসিত জল দিলা ॥ এক পাত্রে প্রসাদি তাম্বূল দিলা আর। অন্য পাত্রে দিলা গৌরাঙ্গের পুষ্পহার ॥ ধ্যানে ভক্ষ দ্রব্য আদি সমর্পণ কৈলা। করিয়া প্রার্থনা ঘর দ্বার আচ্ছাদিলা ॥ বাহিরে আসিয়া রহিলেন কত ক্ষণ। সময়জানিয়া চলে দিতে আচমন ॥ দ্বার ঘুঁচাইয়া দেখে প্রভু নরহরি। আসনে বসিয়া আছে দিব্যরূপ ধরি ॥ দেখিতেই মাত্র আত্ম বিস্ম-রিত হৈলা। অদর্শন হৈতে দুঃখসমুদ্রে ডুবিলা ॥ কতক্ষণে স্থির হৈয়া দিলা আচমন। ভূমে পড়ি প্রণমিলা সজল নয়ন ॥ আসন লইয়া মাথে রাখি পূর্ব্বস্থানে। গেলা শীঘ্র মহান্ত-গণের সন্নিধানে ॥ দেখয়ে ভোজনে কিবা কৌতুক সবার। ভুঞ্জে সবে সামগ্রী প্রশংসি বার বার ॥ শ্রীরঘুনন্দন কত করিয়া বিনয়। ভুঞ্জিতে বিশেষ পুনঃ পুনঃ নিবেদয় ॥ পরম-আনন্দে সবে করিয়া ভোজন। পরস্পর কহি কত কৈল আচমন ॥ স্নেহাবেশে কহে সবে শ্রীরঘুনন্দনে। লইয়া সকলে শীঘ্র বৈসহ ভোজনে ॥ শ্রীনিবাস আদি সবে শ্রীরঘু-নন্দন। ভুঞ্জাইয়া যত্নে কৈল আপনি ভোজন ॥ ভুঞ্জয়ে আনন্দে বহু লোক ঠাঁই ঠাঁই। সবে কহে এহেন উৎসব দেখি নাই ॥ হৈল মহা মহোৎসব দ্বাদশী দিবসে। এ সকল প্রসঙ্গ ব্যাপিল সর্ব্বদেশে ॥ শ্রীরঘুনন্দন সর্ব্বকার্য্য সমাধিয়া। গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে আইলেন হর্ষ হৈয়া ॥ গৌরাঙ্গের উত্থাপন-আরতি দর্শনে। প্রভু প্রিয়গণ আইলা গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে ॥ করি গৌরাঙ্গের চারু আরতি দর্শন ॥ গৌরাঙ্গের প্রাঙ্গণে

বসিলা সর্ব্বজন॥ কতক্ষণ কৃষ্ণ লীলা আলাপন কৈলা। সন্ধ্যা আরাত্রিক দর্শনেতে হর্ষ হৈলা॥ সবে প্রণমিয়া প্রভু গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণে। হইলেন মহামত্ত শ্রীনামকীর্ত্তনে॥ দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি ব্যতীত হইল। কিছু কাল বাসা গিয়া শয়ন করিল॥ নিশান্ত সময়ে শীঘ্র শয়ন তেজিয়া। করিলেন সবে দন্তধাবনাদি ক্রিয়া॥ রজনি প্রভাতে রঘুনন্দন আপনে। আইলেন সব মহান্তের বাসা-স্থানে॥ পরস্পর হৈল কিবা প্রেম আচরণ। দেখিতে সে সব কার না জুড়ায় মন॥ শ্রীপতি শ্রীনিধি রঘুনন্দনে কহয়। অদ্য যাত্রা করিতে সবার মন হয়॥ শ্রীরঘুনন্দন কহে ঐছে ভাগ্য নাই। কিছু দিন সকলে দেখিয়ে এক ঠাঁই॥ যদি মোর ভাগ্যে এথা হৈল আগমন। দুই চারি দিবস ছাড়িয়ে নহে মন॥ বিপ্র বাণীনাথ কহে শ্রীরঘুনন্দনে। কালি প্রাতে অনুমতি দিবেন আপনে॥ স্থনি রঘুনন্দন হাঁসিয়া মন্দ মন্দ। কহে কালি যে হইবে ইথে কি নির্ব্বন্ধ॥ পারণেতে কৈলা কালি পূপাদি ভক্ষণ। পুন আর জলবিন্দু নহিল গ্রহণ॥ অদ্য প্রতি বাসায় রন্ধন শীঘ্র হবে। স্নানাদি করিলে শীঘ্র সুখ পাই তবে॥ শুনি রঘুনন্দনের মধুর বচন। স্নানাদিক করিলা প্রভুর প্রিয়গণ॥ প্রসাদি মিষ্টান্ন নানাবিধ পাত্রে করি। লইয়া আইলা গৌরচন্দ্রের পূজারি॥ শ্রীচরণামৃত সহ সর্ব্বত্রেই দিলা। পরম-কৌতুকে সবে সে সব ভুঞ্জিলা॥ হইল সর্ব্বত্রে নানাবিধানে রন্ধন। কৃষ্ণে সমর্পিয়া সবে করিলা

ভোজন॥ কৃষ্ণকথা বিনে কেহো রহিতে না পারে। দিবা রাত্রি ভাসে প্রেম-সমুদ্র পাঁথারে॥ শ্রীরঘুনন্দনের আনন্দ অতিশয়। দিবারাত্রি কৈছে যায়,কিছু না জানয়॥ ঐছে সবে দুই চারি দিবস রাখিলা। বিদায় হইব ইথে ব্যাকুল হইলা॥ করিতে বিদায় কত করি সমাদর। সকলের সঙ্গে দ্রব্য দিলেন বিস্তর॥ শ্রীবীরভদ্রের দুটি করেতে ধরিয়া। কহিলেন কত নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া॥ কৃষ্ণমিশ্র গোপালের মুখ নিরখিয়া। না জানি কি কহিতে উমড়ি উঠে হিয়া॥ প্রত্যেক মহান্তগণে যে সব কহয়। তাহা বর্ণিবেন কুন কুন মহাশয়॥ পরস্পর যে কথা তা শুনিতে দুষ্কর। যে শুনিল তার হৈল বিদীর্ণ অন্তর॥ প্রাতঃকালে বিদায় হইয়া সর্ব্বজনে। চলিতে অধৈর্য্য অশ্রু ঝরয়ে নয়নে॥ গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণে আসি সবে প্রণমিলা। পূজারি প্রসাদ মালা যত্নে আনি দিলা॥ শ্রীখণ্ড হইতে সবে করিলা গমন। না ধরে ধৈরয খণ্ডবাসী লোকগণ॥ দারুণ বিচ্ছেদ দুঃখে কত উঠে চিতে। প্রভুগণ সঙ্গে চলে নারে স্থির হৈতে॥ কথোদূর যাইয়া শ্রীপতি-আদি যত। শ্রীরঘুনন্দনে স্থির কৈল কহি কত॥ শ্রীনিবাসে অতি অনুগ্রহ প্রকাশিলা। শ্রীযদুনন্দন আদি সবে প্রবোধিলা॥ পরস্পর হৈল যৈছে প্রেম-আচরণ। দেখিতে সে সব কার না দ্রবয়ে মন॥ হইয়া ব্যাকুল চলিলেন সর্ব্বজনে। শ্রীরঘুনন্দন চাহি রহে পথ-পানে শ্রীরঘুনন্দন শ্রীনিবাসাদি-সহিতে। আইলা নিজালয়ে গুণ কহিতে

কহিতে॥ সে দিবস শ্রীখণ্ডে লইয়া সর্ব্বজনে। হইলেন মহামগ্ন শ্রীকথাকীর্ত্তনে॥ তার পর দিন অতি ব্যাকুল হিয়ায়। যে যথা যাবেন তাঁরে দিলেন বিদায়॥ যাজিগ্রামে শ্রীনিবাস করিলা গমন। কণ্টক নগরে গেলা শ্রীযদুনন্দন॥ আর যে যে বৈষ্ণব আইলা যথা হৈতে। সে সকলে গেলা নিজ নিজ আলয়েতে॥ দূরদেশী লোক হর্ষে করিলা গমন। সোঙরিয়া রঘুনন্দনের গুণ-গণ॥ শ্রীখণ্ড নগরে মহা মহোৎসব কথা। যারে তারে যে সে লোক কহে যথা তথা॥ শ্রীমহোৎসবের কথা শুনে যেই জন। অনায়াসে হয় তার তাপ বিমোচন॥ এ সব প্রসঙ্গে যাঁর হয় দৃঢ় রতি। তাঁহারে মিলায় দেবদুর্ল্লভ ভকতি॥ ওহে ভাই ইথে মন দেহ নিরন্তর। না কর অলস সুখ পাইবে বিস্তর॥ শ্রীনিবাস-আচার্য্য-চরণ চিন্তা করি। ভক্তি রত্নাকর কহে দাস নরহরি॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্ভক্তিরত্নাকরে পুনঃ শ্রীনিবাসাচার্য্যস্য শ্রীবৃন্দাবন গমনাগমনাদিবর্ণনং নাম নবমস্তরঙ্গঃ॥ * ॥ ৯ ॥ * ॥